পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

সিদ্ধান্তলক্ষণম্

দীধিতিজাগদীশীসমেতম্

শ্রীশৈলজাপতি মুখোপাধ্যায় এম. এ.
রিডার, কাটোয়া কলেজ, বর্দ্ধমান

কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত
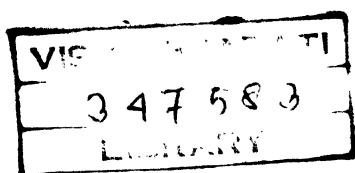
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SIDDHANTALAKSHANAM

Sri Sailajapati Mukhopadhyaya

প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ১৯৯১/বি

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যান্‌সন্ (নবম তল)

৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানোদয় প্রেস

৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি

কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

মূল্য : চল্লিশ টাকা

Published by Sri Sibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

"এই গ্রন্থ আমার পূজ্যপাদ
অধ্যাপক ৺নর্ম্মদাকুমার তর্কতীর্থ মহাশয়ের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইল।"

—শৈলজাপতি

ভূমিকা

কিছুদিন পূর্ব্বে আমার 'ব্যাপ্তিপঞ্চক' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর তাহা ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট সমাদৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়া আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক ৺নর্ম্মদাকুমার তর্কতীর্থ মহাশয় আমাকে 'সিদ্ধান্তলক্ষণ' প্রকাশ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা ব্যতীত এই গ্রন্থ আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নকালে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের যে সকল বিষয় উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই আমি গ্রন্থ রচনার সময় গ্রন্থের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের নিকট পাঠাইবার পূর্ব্বে তিনি সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করিয়া তাহা প্রকাশনার যোগ্য হইয়াছে এই অভিমত ব্যক্ত করার পর তাহা আমি প্রকাশকের নিকট পাঠাই। কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য এই যে, সমগ্র গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর আজ আমি তাঁহার হাতে এই গ্রন্থ তুলিয়া দিতে পারিলাম না। 'সিদ্ধান্তলক্ষণ' গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হওয়ার অল্পদিন পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 'সিদ্ধান্তলক্ষণ' গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শুরু হইয়াছে, সুতরাং শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে, ইহা তিনি জানিয়া গিয়াছেন—আজ ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

'সিদ্ধান্তলক্ষণ' গ্রন্থটি নব্যন্যায়ের অনুমানখণ্ডের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। নব্যন্যায়ের সূত্রকার গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের অনুমান চিন্তামণিতে বিভিন্ন আচার্য্যকৃত ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ উল্লেখ করিয়া তাহা যে যথার্থ ব্যাপ্তির লক্ষণ নহে, দোষযুক্ত, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই পাঁচটি লক্ষণের কোনোটিই যে যথার্থ ব্যাপ্তির লক্ষণ নহে তাহা নিরূপণ করিয়া গঙ্গেশোপাধ্যায় "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ করিলেন। গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত ব্যাপ্তির এই লক্ষণটিই "সিদ্ধান্তলক্ষণ" নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক এই সিদ্ধান্তলক্ষণের বহু টীকা রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতি টীকা এবং দীধিতি টীকার উপর জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা নৈয়ায়িকদের মধ্যে সবিশেষ সমাদৃত। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণের প্রতিটি

শব্দের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ শব্দটিকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করিলে ব্যাপ্তির লক্ষণের যাথার্থ্য নিরূপিত হইবে তাহা তাঁহার দীধিতি টীকায় বিবৃত করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার দীধিতিগ্রন্থের উপর যে টীকা করিয়াছেন তাহাতে তিনি দীধিতিকারের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত তাহা বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে এবং নানাপ্রকার স্থল প্রদর্শন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, দীধিতিকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিলে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে যে সকল দোষ বা অসুবিধার সৃষ্টি হয়, এবং দীধিতিমত গ্রহণ করিলে সেই সকল দোষ বা অসুবিধা যে সহজেই পরিহার করা যাইতে পারে তাহাও জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহার টীকায় বিশদ-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে আমি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণের দীধিতি টীকা এবং তাহার উপর যে জাগদীশী টীকা তাহার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতি সহজ সরলভাবে করার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবে। ন্যায়শাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যাহার বহু বিষয় লইয়াই দীর্ঘ এবং বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে; এই গ্রন্থে সেরূপ কোনো আলোচনা বিশেষভাবে করা সম্ভব হয় নাই, সেজন্য পণ্ডিতগণ হয়ত এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ না করিতে পারেন, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ ছাত্র-ছাত্রীগণকে সহায়তা করিলে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থ রচনার সময়ে আমি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন ভাবে সাহায্য পাইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশ্রীমোহন তর্কতীর্থ মহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন এবং গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার মূল্যবান মতামত দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। আমি তাঁহার মতামতগুলি যথাস্থানে সংযোজনও করিয়াছি। আমার অধ্যাপক মহাশয়ের সুযোগ্য এবং কৃতী ছাত্র, বর্তমানে বৰ্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার, শ্রীমৃণালকান্তি তর্কতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে বহু সময় বহুভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। কাটোয়া কলেজে আমার সহকর্ম্মী বন্ধু, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার সান্যাল মহাশয় এই গ্রন্থ রচনাকালে শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল সাহায্যের কথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

আমার অনবধানতাবশতঃ গ্রন্থের মধ্যে বহু ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে গ্রন্থের প্রথমদিকে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভুলের সংখ্যা অত্যধিক এবং বহু ভুল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রন্থের শেষে শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইয়াছে, পাঠকগণকে গ্রন্থ পাঠের সময় শুদ্ধিপত্র দেখিয়া লইতে অনুরোধ করি।

১০ পৃষ্ঠায় জাগদীশী টীকার শেষের দিকে কিছু অংশের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা ভুলবশতঃ যথাস্থানে মুদ্রিত হয় নাই; গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট অংশে তাহা দেওয়া হইয়াছে। জাগদীশী টীকার উক্ত অংশ পাঠের সময় পাঠক-গণকে পরিশিষ্ট অংশটিও পাঠ করিয়া লইতে অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ এই গ্রন্থের প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ গ্রহণ না করিলে আমার পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য হইত সন্দেহ নাই। পরিশেষে জ্ঞানোদয় প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রেসের অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দ এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্যের জন্য যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কিমধিকমিতি।

বিনীত

শ্রীশৈলজাপতি মুখোপাধ্যায়

কাটোয়া কলেজ

কাটোয়া, বর্দ্ধমান।

সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

পণ্ডিত নর্ম্মদাকুমার তর্কতীর্থ

॥ নমো নারায়ণায় ॥

সিদ্ধান্তলক্ষণম্

তত্ত্বচিন্তামণিঃ

অত্র উচ্যতে। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।

ইতি শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়কৃতে তত্ত্বচিন্তামণৌ অনুমানখণ্ডে সিদ্ধান্তলক্ষণম্।

অনুবাদ ঃ এস্থলে বলা হইতেছে। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ (এবং) যে (হেতু) সমানাধিকরণ (যে অত্যন্তাভাব, সেই) অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন নয় যে (সাধ্য), তাহার (সাধ্যের) সহিত তাহার (হেতুর) সামানাধিকরণ্যই (হইল) ব্যাপ্তি।

ব্যাখ্যা ঃ 'ব্যাপ্তিপঞ্চক' গ্রন্থে গঙ্গেশোপাধ্যায় "নমু অনুমিতিহেতুব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ" এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে "সিদ্ধান্তলক্ষণ" গ্রন্থে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই বলিতেছেন—"অত্র উচ্যতে"—অর্থাৎ ব্যাপ্তি কি তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে। এখন, গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির লক্ষণ করিলেন—"প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।" এই লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করা যাক—'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' কথার অর্থ হইল প্রতিযোগ্যধিকরণাবৃত্তি, অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণে যাহার বৃত্তিত্ব নাই, বা যাহা বৃত্তি হয় না তাহা। 'যৎ' কথাটির অর্থ এস্থলে হেতু, অর্থাৎ এই 'যৎ' পদ হেতুবাচক। পরবর্ত্তী 'সমানাধিকরণ' কথার অর্থ হইল অধিকরণবৃত্তি, অর্থাৎ এক অধিকরণে বর্ত্তমান, এই অধিকরণবৃত্তি হইল হেত্বধিকরণবৃত্তি, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যাহা আছে বা থাকে। 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' এবং

'যৎসমানাধিকরণ' এই দুইটি পদই পরবর্ত্তী 'অত্যন্তাভাব' পদটির বিশেষণ। অর্থাৎ, অত্যন্তাভাবটি হইল প্রতিযোগ্যধিকরণাবৃত্তি হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অত্যন্তাভাব, অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণে বৃত্তি হয় না, অথচ হেত্বধিকরণে বৃত্তি হয় এরূপ যে অত্যন্তাভাব, তাহা। দ্বিতীয় 'যৎ' পদটি, অর্থাৎ 'যন্ন ভবতি' ইত্যাদি স্থলে যে 'যৎ' পদটি আছে তাহা সাধ্যবাচক; অর্থাৎ ঐ দ্বিতীয় 'যৎ' পদটির অর্থ সাধ্য। দ্বিতীয় 'যৎ' পদটির পর যে 'নঞ্' পদ (যৎ+ন=যন্ন, এই নঞ্ পদ) তাহার সমন্বয় হইবে পূর্ব্বপদ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদের সহিত; তাহা হইলে অর্থ দাঁড়াইবে—অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন যে সাধ্য তাহা। 'তেন সমং' কথার অর্থ হইল সাধ্যেন সমং, অর্থাৎ সাধ্যের সহিত; 'তেন' শব্দ সাধ্য-বোধক। 'তস্য' পদের অর্থ হইল হেতোঃ, অর্থাৎ হেতুর। পরবর্ত্তী 'সামানাধিকরণ্য' কথার অর্থ হইল সমান বা এক অধিকরণবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ হেতুর সহিত সাধ্যের এক বা সমান অধিকরণবৃত্তিত্ব। তাহা হইলে সমগ্র লক্ষণটির অর্থ হইল এই—প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই, অথচ হেতুর অধিকরণে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন যে সাধ্য সেই সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হইল ব্যাপ্তি।

এখন, লক্ষণ সমন্বয় করা যাক—"বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে হেতু হইল 'ধূম', হেত্বধিকরণ হইল পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতি; ঐ হেত্বধিকরণে ঘট, পট প্রভৃতির অত্যন্তাভাব আছে, ঐ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘটপটাদি; এই ঘটপটাদি ভিন্ন (অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন) সাধ্য হইল 'বহ্নি'; এই বহ্নির সহিত, অর্থাৎ ঘটপটাদির অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর অর্থাৎ ধূমের সামানাধিকরণ্য পর্ব্বতাদিতে আছে, সুতরাং লক্ষণ ঠিক থাকিল। আবার, "ধূমবান বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণ অর্থাৎ বহ্ন্যধিকরণ ধরা গেল অয়োগোলক; অয়োগোলকে (হেত্বধিকরণে) ঘটপটাদির অত্যন্তাভাব অবশ্যই আছে, উপরন্তু ধূমেরও অত্যন্তাভাব আছে; এই ধূমাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল ধূম, সুতরাং এই ধূমাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্য আর 'ধূম' হইবে না, কেননা, ধূমের অর্থাৎ সাধ্যের অভাবই হেত্বধিকরণে

থাকিয়া যায়। এস্থলে সাধ্য হইল 'ধূম', কিন্তু তাহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন নয়, ফলে এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হইল না, এবং সে কারণে লক্ষণ ঠিকই থাকিল, অর্থাৎ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি কোনো দোষই হইল না।

শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থে অনুমানখণ্ডে 'সিদ্ধান্তলক্ষণে'র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দীধিতি—প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণেতি—প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং, তদ্রূপবিশিষ্টস্য তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নযাবন্নিরূপিতা ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ।

অনুবাদঃ 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' ইত্যাদি। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ যদ্রূপবিশিষ্ট (হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্ট) সমাধিকরণে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম (সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম), সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে কোনো সাধ্যের সহিত সামানাধিকরণ্যই তদ্রূপবিশিষ্টের (হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্টের, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন (সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন) যাবসাধ্যনিরূপিত ব্যাপ্তি, ইহাই অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলেন। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণে যে 'যৎসমাধিকরণ' শব্দটি আছে তাহার পরিবর্তে দীধিতিকার 'যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ' শব্দটি প্রয়োগ করিলেন। 'যৎ'পদ হেতুবাচক, 'যদ্রূপ' হইল হেতুধর্ম্ম, হেতুধর্ম্ম হইল হেতুতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ 'যদ্রূপ' হইল হেতুতাবচ্ছেদক। এই 'যদ্রূপবিশিষ্ট' কথার অর্থ হইল হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট—অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন; সহজ কথায় 'যদ্রূপবিশিষ্ট' কথার অর্থ হইল হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন। যেহেতু মূল লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি' ছিল, ইহাকে দীধিতিকার করিলেন 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ'; 'যো ধর্ম্মঃ' কথার অর্থ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম, অর্থাৎ,

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম, সহজ কথায়, প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকধর্ম্ম ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম তাহা, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাহাই বা সেই ধর্ম্মই। প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম্ম হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, আর সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ যে ধর্ম্ম প্রকারে পক্ষে সাধ্যের সাধন অভিমত তাহাই সাধ্যতাবচ্ছেদক ; এই প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম্ম ভিন্ন যে সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম তাহাই "প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ"। মূল লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' কথাটি ছিল ; প্রতিযোগীতেই থাকে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম্ম, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইবে প্রতিযোগী নিজেই। সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ভেদ সাধ্যে থাকিবে, এরূপ কথাই মূল লক্ষণে ছিল। কিন্তু, দীধিতিকার সাধ্যের স্থলে সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক পদ নিবেশ করিয়াছেন, ফলে, 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-কাবচ্ছিন্ন' স্থলেও 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক' পদটি আনয়ন করিতে হইল। কারণ, সাধ্যের স্থলে সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম সন্নিবেশ করিলে প্রতিযোগী স্থলেও প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম্ম সন্নিবেশ করিতে হইবে। প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম্মই হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। সেইজন্যই রঘুনাথ বলিলেন, "প্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ", অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতা-বচ্ছেদক। উভয় ক্ষেত্রেই পদার্থের পরিবর্ত্তে পদার্থবৃত্তিধর্ম্মের উল্লেখ করা হইল। পরবর্ত্তী "তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন" কথার অর্থ হইল 'সাধ্যবৃত্তিধর্ম্মা-বচ্ছিন্নেন', অর্থাৎ 'সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নেন'। "যেন কেনাপি সমং" কথার অর্থ হইল 'যে কোনো সাধ্যের সহিত'। "তদ্রূপবিশিষ্টস্য" শব্দের অর্থ হইল হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য, এই 'তদ্রূপবিশিষ্টস্য' পদটির অন্বয় হইবে পূর্ব্ববর্ত্তী 'সামানাধিকরণ্য' পদের সহিত। তাহা হইলে সমগ্রটির অর্থ এইরূপ হয়—প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই, অথচ হেতু-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তা-ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদ-কাবচ্ছিন্ন যে কোনো সাধ্যের সহিত হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধি-করণ্যই ব্যাপ্তি। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণটিকে রঘুনাথ এইভাবে কেন পরিবর্ত্তন করিলেন তাহার উত্তর জাগদীশী টীকায় দেওয়া হইতেছে।

জাগদীশী—বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নস্য সর্ব্বস্যৈব ধূমাদিবন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূততত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নত্বাদব্যাপ্তিরিতি অন্যথা ব্যাচষ্টে—প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্ম ইতি। ন চ পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধস্য হেতুমন্নিষ্ঠাভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকমেব বহ্নিত্বমিতি অব্যাপ্তিতাদবস্থ্যং, সাধ্যতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়াবচ্ছেদ্যভিন্নায়া এব প্রতিযোগিতায়া অনবচ্ছেদকত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

অনুবাদ ঃ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন সকলই (সকল বহ্নিই) ধূমাদিমন্নিষ্ঠ (হেত্বধিকরণনিষ্ঠ) অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন) তৎতৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়, সেইজন্যই বলা হইয়াছে,—"প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি। "পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি" এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ হেতুমন্নিষ্ঠ (হেত্বধিকরণনিষ্ঠ) অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হয় বলিয়া পূর্ববৎ অব্যাপ্তি হয় এরূপ কথা বলা যায় না; (কারণ) 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক (যে সাধ্যতাবচ্ছেদক) এরূপ বলিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণের যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথ কেন "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি" স্থলে "প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ" করিলেন তাহার কারণ জগদীশ তর্কালঙ্কার এস্থলে বর্ণনা করিতেছেন। জগদীশ বলিতেছেন যে ঐরূপ পরিবর্তন না করিয়া গঙ্গেশের মূল লক্ষণ ঠিক রাখিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কারণ, এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুস্থলে সাধ্য হইল 'বহ্নি', 'ধূম' হইল হেতু, এবং হেত্বধিকরণ হইল পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতি। পর্ব্বতে পর্ব্বতীয় বহ্নির অভাব নাই, কিন্তু গোষ্ঠীয়, চত্বরীয় প্রভৃতি অন্য বহ্নিব্যক্তির অভাব পর্ব্বতে আছে; সেইরূপ, গোষ্ঠে গোষ্ঠীয় বহ্নিব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু পর্ব্বতস্থ, বা চত্বরস্থ, বা অন্য বহ্নিব্যক্তির অভাব গোষ্ঠে আছে। এইরূপে চালনীয়ন্যায় অনুসারে এক হেত্বধিকরণে অন্য বহ্নিব্যক্তির, অন্য হেত্বধিকরণে অপর বহ্নিব্যক্তির অভাব থাকিয়া যায়। এখন, মূল লক্ষণ অনুসারে হেত্বধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব

সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্য আমাদের প্রয়োজন। এস্থলে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ধূমাধিকরণে আছে তৎ তৎ বহ্নি-ব্যক্তির অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল তৎ তৎ বহ্নিব্যক্তিত্ব, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল তৎ তৎ বহ্নিব্যক্তি। কেননা, এক হেত্বধিকরণে অন্ত বহ্নিব্যক্তির অভাব, অন্য হেত্বধিকরণে অপর বহ্নিব্যক্তির অভাব ধরিয়া এইরূপে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় তৎ তৎ বহ্নিব্যক্তিত্ব, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-কাবচ্ছিন্ন হইল তৎ তৎ বহ্নিব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন, এই তৎ তৎ বহ্নিব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারান্তরে সমস্ত বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নই হইয়া পড়ে; অর্থাৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল সমস্ত বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন। ফলে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্য হয় না, কারণ, নিখিল বহ্নিই হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন, এবং সাধ্যও হইল বহ্নি; ইহারা এক, ভিন্ন নয়; সুতরাং সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ যায় না, অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিটি বারণের জন্তই রঘুনাথ "প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ, অর্থাৎ প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক কথাটি সন্নিবেশ করিলেন। এইরূপ করিলে চালনীয়ন্তায় অনুসারে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগী হইল তৎ তৎ বহ্নিব্যক্তি, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল তৎ তৎ বহ্নিব্যক্তিত্ব, এবং সাধ্য হইল 'বহ্নি', ও সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব'। এই সাধ্যতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ 'বহ্নিত্ব' এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ 'তৎতৎ বহ্নিব্যক্তিত্ব' এক বস্তু নয়, ইহারা ভিন্ন বস্তু; কারণ, 'বহ্নিত্ব' জাতিবিশেষ, এবং 'তত্তৎ বহ্নি-ব্যক্তিত্ব' তত্তৎ ব্যক্তিগত ধর্ম্মমাত্র; ফলে 'বহ্নিত্বটি' প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল; এই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত, অর্থাৎ পর্ব্বতাদিতে বহ্নির সহিত হেতুর বা ধূমের সামানাধিকরণ্য থাকে, এবং লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়, অব্যাপ্তিও হয় না।

কিন্তু, এইরূপ করিলেও আপত্তি উঠিতে পারে, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও হইতে পারে। যথা—"পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি" এই অভাব ধরিলে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির অভাব থাকে, সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব'; অর্থাৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব'। এবং সাধ্য যেহেতু 'বহ্নি' সেজন্য সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে 'বহ্নিত্ব'; ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন

সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে না, কারণ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ও সাধ্যতাবচ্ছেদক এই দুইই 'বহ্নিত্ব' হওয়ায় ইহারা ভিন্ন হইবে না, একই হইবে, এবং ইহাতে "প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ" এই কথায় সন্নিবেশ সত্বেও লক্ষণ ঠিক রাখা যায় না, অব্যাপ্তি হয়। কারণ, দেখা গেল "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে পর্ব্বতে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে মহানসীয় বহ্নির অভাব ধরিয়া সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'বহ্নিত্ব', ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক সদ্ধেতুস্থলে না হওয়ায় লক্ষ্যস্থলে লক্ষণ সন্নিবেশ করা গেল না, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। এইরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এই প্রকার আশঙ্কা করা যায় না ; কারণ, "পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি" ইত্যাদি অভাব ধরিলে পর্ব্বতরূপ হেত্বধিকরণে যে অভাব সেই অভাবের প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক এস্থলে শুধুমাত্র বহ্নিত্ব নয়, মহানসীয়ত্বও। কেননা, মহানসে যে বহ্নি আছে তাহাকে শুধুমাত্র বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নিরূপে চিন্তা করিলে তাহার অভাব পর্ব্বতে থাকিতে পারে না, কারণ, পর্ব্বতে যে বহ্নি আছে তাহাও বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নি। মহানসস্থিত বহ্নিতে মহানসীয়ত্ব ধর্ম্ম আছে বলিয়াই তাহার অভাব পর্ব্বতে আছে ; সুতরাং "পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শুধুমাত্র বহ্নিত্ব নয়, বহ্নিত্ব ও মহানসীয়ত্ব দুইই। অর্থাৎ, আলোচ্যস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব' এবং হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব'। এখন, জগদীশ বলিতেছেন যে, 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক' কথাটিকে একটু অন্যভাবে বুঝিতে হইবে। প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক অর্থে 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগি-তার অনবচ্ছেদক বুঝিতে হইবে, এবং সেই 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতা-বচ্ছেদক' ধরিলেই লক্ষণ ঠিক থাকিবে। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', এবং তদিতর বা তদ্ভিন্ন হইল 'মহানসীয়ত্ব', এই উভয়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তাহা ঘটপটাদিতে আছে, মহানসীয় বহ্নিতে নাই। 'মহানসীয় বহ্নির্নাস্তি' এই অভাবের যে প্রতিযোগিতা তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব ও তদিতর যে মহানসীয়ত্ব এতদুভয়াবচ্ছিন্নই হইয়াছে। বহ্নিত্ব এবং তদিতর যে মহানসীয়ত্ব এই উভয়াবচ্ছিন্ন ভিন্ন (বা উভয়ানবচ্ছিন্ন) অভাব যদি পর্ব্বতে ধরা যায়, তাহা হইলে, এই উভয়াবচ্ছিন্ন

ভিন্ন (বা উভয়ানবচ্ছিন্ন) অভাব বলিতে ঘটপটাদির অভাবই পর্ব্বতে ধরিতে হয়। এই অভাবের প্রতিযোগিতা ঘট, পট ইত্যাদিতে থাকে, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে 'ঘটত্ব', 'পটত্ব' ইত্যাদি, এই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন) সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল বহ্নিত্ব, এই বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ বহ্নির) সহিত হেতুর (অর্থাৎ ধূমের) সামানাধিকরণ্য পর্ব্বতে আছে, সুতরাং লক্ষণ ঠিক থাকে।

জাগদীশী—ন চ প্রমেয়বত্থান্ ধূমাদিত্যাদাবব্যাপ্তিঃ। সাধ্যতাবচ্ছেদকেতরস্যাপ্রসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্, তদিতরপদেন তদ্বিষয়িত্বাব্যাপকবিষয়িতাকস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, যেন রূপেণ সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বং তেন রূপেণ তদনবচ্ছিন্নপ্রকারতাবচ্ছেদকস্য বা তদিতরপদেন বিবক্ষিতত্বাৎ।

অনুবাদ : "প্রমেয়বত্থান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতরের অপ্রসিদ্ধি হেতু অব্যাপ্তি হয়, এরূপ কথা বলা যায় না, (কারণ) ঐ 'ইতর' পদের দ্বারা তৎ (সাধ্যতাবচ্ছেদক) বিষয়িত্বের অব্যাপক বিষয়িতার নিরূপককে বুঝিতে হইবে ; (অথবা) ঐ 'ইতর' পদের দ্বারা যে রূপে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা সেই রূপে তদনবচ্ছিন্ন প্রকারতাবচ্ছেদক বলিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : পূর্ব্বোক্তরূপ বলিলেও আশঙ্কা দূর হয় না, অর্থাৎ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' কথাটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদক ও তদিতর যে ধর্ম্ম এই উভয়াবচ্ছিন্ন ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক'রূপে বলিলেও অসুবিধা দূর হয় না। যথা, "প্রমেয়বত্থান ধূমাৎ" স্থলে সাধ্য হইল 'প্রমেয়বৎ', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'প্রমেয়বত্ত্ব' বা 'প্রমেয়'। এখন এই সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর কি হইবে? নিখিল পদার্থই প্রমেয়স্বরূপ, তাহার ইতর পদার্থ হয় না। এই সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতরের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া লক্ষণ দুষ্ট হয়, অর্থাৎ অব্যাপ্তি হয়। ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, না, এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ, এই 'ইতর' পদের অন্যপ্রকার অর্থ করিতে হইবে।

'ইতর' পদের অর্থ হইল তদ্বিষয়িত্বের অব্যাপক যে বিষয়িতা তাহার নিরূপক। তদ্বিষয়িত্ব হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপ বিষয়িত্ব, তাহার অব্যাপক যে বিষয়িতা সেই বিষয়িতার নিরূপক ধর্ম্মই হইল তদিতর, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম্ম। নিখিল পদার্থই বা সমস্ত পদার্থই হইল প্রমেয় বা প্রমা জ্ঞানের বিষয়, ফলে প্রমেয়বত্ত্বের, অর্থাৎ আলোচ্যস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর বা ভিন্ন কিছু না থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম্মের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু, 'ইতর' অর্থে সাধ্যতাবচ্ছেদক-বিষয়িতার অব্যাপক বিষয়িতাক ধরিলে ঐ আশঙ্কা থাকে না। কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-বিষয়িতার অব্যাপক বিষয়িত্ব হইল ঘটপটাদি বিষয়িতা, অর্থাৎ ঘটপটজ্ঞাননিষ্ঠ বিষয়িতা। প্রমেয়বত্ত্ব-বিষয়িতা নিখিল জ্ঞানে থাকায় তাহা সর্ব্বব্যাপক, সাধ্যতাবচ্ছেদক প্রমেয় বিষয়িতার অব্যাপক হইল ঘটপটাদি-বিষয়িতা, সেই বিষয়িতার নিরূপক ধর্ম্ম ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদি প্রমেয়ের ইতর হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিল না।

অথবা, উক্ত 'ইতর' শব্দটি অন্য অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং তদ্দ্বারাও অব্যাপ্তিটি বারণ করা সম্ভব হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদকতাটি যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন তদ্ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন যে প্রকারতা তদবচ্ছেদকই সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম্ম, বা তাহাতেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতরত্ব আছে। এই অর্থেও 'সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর' কথাটি গ্রহণ করা যায়। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল প্রমেয়বত্ত্ব বা প্রমেয়, সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল প্রমেয়বত্ত্বত্ব বা প্রমেয়ত্ব; 'প্রমেয়বত্ত্ব'টি (সাধ্যতাবচ্ছেদকটি) 'প্রমেয়বত্ত্বত্ব' বা 'প্রমেয়ত্ব' (সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক) ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, এই ধর্ম্মের দ্বারা, অর্থাৎ 'প্রমেয়বত্ত্বত্ব'রূপ বা 'প্রমেয়ত্ব'রূপ ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রকারতা হইল "প্রমেয়ং" ইত্যাদি জ্ঞানীয় ঘটপটাদি নিখিল পদার্থনিষ্ঠ প্রকারতা, এবং সেই প্রকারতার অবচ্ছেদক হইল প্রমেয়ত্ব; কিন্তু ঘটপটাদি জ্ঞানীয় প্রকারতা ঘটত্বপটত্বাবচ্ছিন্নই হইবে, প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন হইবে না। সুতরাং ঘটপটাদি জ্ঞানীয় প্রকারতা প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় ঘটত্বপটত্বই হইল প্রমেয়ের ইতর পদার্থ, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকের বা প্রমেয়বত্ত্বের বা প্রমেয়ের ইতর। 'প্রমেয়বত্ত্বত্ব' বা 'প্রমেয়ত্ব' ধর্ম্মের দ্বারা, অর্থাৎ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাটি বা 'প্রমেয়বত্ত্ব'টি বা প্রমেয়নিষ্ঠ প্রকারতাটি অবচ্ছিন্ন, অন্য কেহ অবচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকতা

ব্যতীত অন্য সমস্ত পদার্থনিষ্ঠ প্রকারতাই সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক বা 'প্রমেয়বত্ত্ব' বা 'প্রমেয়ত্ব' ধর্ম্মের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন; ঘটপটাদিনিষ্ঠ সমস্ত প্রকারতাই প্রমেয়বত্ত্ব বা প্রমেয়ত্ব ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন। এই প্রকারতার অবচ্ছেদক, অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদিই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম্ম। সুতরাং, এইরূপেও "প্রমেয়বত্বান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর পদার্থের প্রসিদ্ধি হয়, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

জাগদীশী—সাধ্যতাবচ্ছেদকভিন্নো যঃ সাধ্যনিষ্ঠো ধর্ম্মস্তদনবচ্ছেদ্যা প্রতিযোগিতা তু ন নিবেশ্যা, তথা সতি তাদৃশপ্রতিযোগিতাশূন্যসাধ্যসামানাধিকরণ্যস্যৈব ব্যাপ্তিত্বসম্ভবে সাধ্যতাবচ্ছেদকস্য তদনবচ্ছেদকত্বানুসরণবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। অপি চ প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাদিত্যাদাবব্যাপ্তিস্তথা হি সাধ্যতাবচ্ছেদকাতিরিক্তং যৎ সাধ্যবৃত্তিঘটত্বাদিকং তদনবচ্ছেদ্যপ্রতিযোগিতাকস্য হেতুসমানাধিকরণাভাবস্য অপ্রসিদ্ধেরিতি নব্যাঃ। হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতায়াঃ পর্য্যাপ্ত্যধিকরণভিন্নত্বং সাধ্যতাবচ্ছেদকস্য বাচ্যমিতি কশ্চিৎ, তন্ন, প্রত্যেকমুভয়ত্র পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধেনাসতোঽবচ্ছেদকত্বস্যোভয়ত্র পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধেন সত্ত্বাযোগাৎ। বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ধূমাদিনিষ্ঠতত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যস্য বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নানিরূপিতত্বাদাহ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেনেতি।

অনুবাদঃ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম, তদনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, এরূপ নিবেশ করা যায় না; (কারণ) তাহা হইলে, তাদৃশ (সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন) প্রতিযোগিতাশূন্য সাধ্যসামানাধিকরণ্যের (সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যের) ব্যাপ্তিত্ব সম্ভব বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকের তদনবচ্ছেদকত্বের (প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের) অনুসরণ ব্যর্থ হয়, এরূপ আপত্তি করা যায়। আরও, "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়; তাহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকাতিরিক্ত (সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন) যে ঘটত্বাদিরূপ সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম তদনবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের (হেতুসমানাধিকরণাভাবের) প্রতিযোগিতার অপ্রসিদ্ধি

হয় ; নব্যগণ এরূপ বলেন। হেতুসমানাধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক, এরূপ কেহ কেহ বলেন ; তাহাও বলা যায় না, (কারণ) উভয়ের ঘটক যে প্রত্যেক, তাহাতে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে অবচ্ছেদকতা না থাকিলে উভয়েতে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে অবচ্ছেদকতা থাকিতে পারে না।

ব্যাখ্যা : "পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি" ইত্যাদি অভাব ধরিয়া "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না বলিয়া জগদীশ প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ান-বচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিলেন। কিন্তু, কোনো কোনো নৈয়ায়িক বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বোক্ত নিবেশে গৌরব দোষ হয়, কারণ, "প্রমেয়বত্ত্বান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে অপ্রসিদ্ধি বারণের জন্য 'তদ্বিষয়িত্বা…' ইত্যাদি বিবক্ষার প্রয়োজন হয় ; অতএব, লাঘব বশতঃ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম, তদনবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিলে সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, এবং লক্ষণের মধ্যে অনাবশ্যক জটিলতারও হ্রাস হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে 'পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি' এই অভাব ধরিলেও কোনো আপত্তি হয় না। কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব' ; এই 'বহ্নিত্ব' ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইল 'মহানসীয়ত্ব'। (মহানসীয় বহ্নি যেহেতু পর্ব্বতে থাকে না সেজন্য মহানসস্থিত বহ্নির ধর্ম্ম যেরূপ 'বহ্নিত্ব', সেইরূপ 'মহানসীয়ত্বও তত্রস্থ বহ্নির একটি ধর্ম্ম', অন্যথায়, শুদ্ধ বহ্নির অস্তিত্ব তো পর্ব্বতে আছেই। মহানসীয়ত্ব ধর্ম্ম, মহানসস্থিত বহ্নিতে আছে বলিয়াই মহানসীয় বহ্নি পর্ব্বতে থাকে না।) তদনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ মহানসীয়ত্ব ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ঘট, পট ইত্যাদিতে থাকে। কারণ, হেত্বধিকরণে অর্থাৎ এস্থলে পর্ব্বতে ঘট-পটাদির অভাবের যে প্রতিযোগিতা ঘট-পটাদিতে আছে তাহাই হইল মহানসীয়ত্ব ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন ; ঘট, পট ইত্যাদির অভাব হেত্বধিকরণে আছে, ঘটপটাদির অভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয়ত্ব ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয় ; ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইল ঘটপটাদির অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। এস্থলে এই ঘটপটাদিনিষ্ঠ প্রতি-যোগিতা হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন (এস্থলে 'বহ্নিত্ব' ভিন্ন) সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন (এস্থলে মহানসীয়ত্ব ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন) প্রতিযোগিতা। এই

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ পর্ব্বতে ঘটপটাদি অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব পটত্বাদি, তদ্ ভিন্ন হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক 'বহ্নিত্ব'; এই বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে কোনো বহ্নির সহিত হেতুর বা ধূমের সামানাধিকরণ্য আছে, সুতরাং লক্ষণ ঠিক থাকে। কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, এইভাবে লক্ষণ করিলে, অর্থাৎ 'সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা' এরূপ বলিলে রঘুনাথ শিরোমণির 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ' এইভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ নিবেশ করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। মূল লক্ষণকে পরিবর্ত্তন করিয়া দীধিতিকার 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ' অর্থাৎ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' ইত্যাদিরূপ করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্তপ্রকার বলিলে দীধিতিকারের 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ' ইত্যাদিরূপ লক্ষণানুসরণ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। কারণ, 'সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা' কথাটি গ্রহণ করিলে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণ পরিবর্ত্তন করিয়া 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' বলিতে হয় না। তত্তদ্ব্যক্তির্নাস্তি এই অভাব ধরিয়া "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তি হইয়াছিল তাহা আর হয় না; কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ অর্থাৎ বহ্নিনিষ্ঠ যে ধর্ম্ম তত্তদ্ব্যক্তিত্ব তাহা তদবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হয়, তদনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তত্তদ্ব্যক্তিত্বানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হয় না বলিয়া এই অভাব ধরা চলে না, এবং সেকারণে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম তদনবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতা শূন্য যে সাধ্য সেই সাধ্যসামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি, এইরূপ বলিলেই হয়, দীধিতিকার যে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

অবশ্য অনেকে এক্ষেত্রে বলিতে পারেন যে, রঘুনাথের লক্ষণানুসরণ ব্যর্থ হয় বলিয়া যে আপত্তি করা হইতেছে তাহা গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ, 'সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা' ইত্যাদি কথার দ্বারা মূল লক্ষণের কোনো ক্ষতি হয় না। মূল লক্ষণের কোনো ক্ষতি না হইলেই হইল, মূল লক্ষণ যদি ঠিক থাকে এবং ব্যাখ্যা যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অন্য কাহারও মতের বিরুদ্ধ কথা বলিলেও ক্ষতি নাই। ইহার উত্তরে

জগদীশ বলিতেছেন যে, 'সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা' বলিলে শুধুমাত্র যে রঘুনাথের পূর্ব্বোক্ত অর্থানুসরণের ব্যর্থতার আপত্তি হয় তাহাই নহে, অন্যপ্রকার আপত্তিও উপস্থিত হয়। "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" ইত্যাদি অনুমিতি স্থলে 'সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা' বলিলে অব্যাপ্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" স্থলে সাধ্য হইল 'প্রমেয়', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'প্রমেয়ত্ব'। এখন, নিখিল পদার্থ বা সমস্ত পদার্থই যেহেতু প্রমেয়, সুতরাং 'প্রমেয়ত্ব' সমস্ত পদার্থেই আছে। সমস্ত পদার্থতেই যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক বা প্রমেয়ত্ব থাকিয়া যায়, তাহা হইলে, আলোচ্যস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম, অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্বাদি ধর্ম্ম, সে সমস্ত ধর্ম্মই সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইয়া যায়, ফলে, 'সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা'র অপ্রসিদ্ধি হয়, এবং এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়; সুতরাং এইরূপ নিবেশ করা চলে না। তাই জগদীশ বলিলেন—"তথা হি সাধ্যতাবচ্ছেদকাতিরিক্তং যৎ সাধ্যবৃত্তিঘটত্বাদিকং তদনবচ্ছেদ্যপ্রতিযোগিতাকস্য হেতুসমানাধিকরণাভাবস্য অপ্রসিদ্ধেরিতি নব্যাঃ"—অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকাতিরিক্ত (বা সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন) যে সাধ্যবৃত্তি ধর্ম্ম, (বা সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম) তাহা এস্থলে ঘটত্ব, পটত্বাদি; 'প্রমেয়ত্ব' সকল বস্তুতে থাকে বলিয়া ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মই সাধ্যবৃত্তি অর্থাৎ প্রমেয়বৃত্তি হয়, ফলে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক (অর্থাৎ 'প্রমেয়ত্ব') ভিন্ন সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম। কেননা, ঘট, পট প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই প্রমেয় হওয়ায় ঘট, পট প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেই প্রমেয়ত্ব থাকে, এবং প্রমেয় এস্থলে সাধ্য বলিয়া প্রমেয়বৃত্তিধর্ম্ম ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি এস্থলে সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম হইয়া যায়। এখন, সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'প্রমেয়ত্ব'; ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি 'প্রমেয়ত্ব' বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন (কারণ, 'প্রমেয়ত্ব' এক কথা, আর ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ভিন্ন কথা); কিন্তু, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতিতে সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম বা প্রমেয়বৃত্তিধর্ম্ম থাকিয়া যায় বলিয়া ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সমস্তই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম (বা সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম)। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সমস্তই যদি এইভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইয়া যায়, তাহা হইলে, তদনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যবৃত্তিধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা কি হইবে? অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই সাধ্যবৃত্তিধর্ম্মসমন্বিত,

হওয়ায় সমস্তই সাধ্যবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, ফলে সাধ্যবৃত্তিধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাপদার্থের অপ্রসিদ্ধি হয়; "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার এইরূপ অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হইয়া যায়। তাই জগদীশ বলিতেছেন যে, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-ভিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠ-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা" —এরূপ কথা ব্যাপ্তির লক্ষণের মধ্যে নিবেশ করা যায় না, নব্য নৈয়ায়িকদের ইহাই অভিমত।

কেহ কেহ এস্থলে আবার বলেন যে, হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' এরূপ বলিলেই হয়, এবং এরূপ বলিলে "পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি" এই অভাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা আর হয় না। পর্য্যাপ্তি হইল, 'অয়মেকো ঘটঃ', 'ইমৌ দ্বৌ' ইত্যাদিরূপ প্রতীতিসাক্ষিক স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ; অর্থাৎ 'ইহা একটি ঘট', 'ইহারা দুইটি' ইত্যাদিরূপ উপলব্ধি স্থলে একটিতে যে একত্বের প্রতীতি, বা দুইটিকে লইয়া যে দ্বিত্বের প্রতীতি, এইরূপ প্রতীতিই হইল পর্য্যাপ্তি; এই পর্য্যাপ্তি একপ্রকার সম্বন্ধ, এবং ইহা স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক কথাটি লক্ষণের মধ্যে নিবেশ করিলে লক্ষণটি হইবে—"প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্ট সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতায়াঃ পর্য্যাপ্ত্যধিকরণভিন্নঃ যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং, তদ্রূপবিশিষ্টস্য তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যাবন্নিরূপিতা ব্যাপ্তিঃ"। "পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি" এই অভাবের ক্ষেত্রে 'মহানসীয়ত্ব' ও 'বহ্নিত্ব' উভয়েই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হওয়ায় মহানসীয় বহ্নির অভাব পর্ব্বতে থাকিয়া যায়, ফলে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া যায়,—পূর্ব্বে এরূপ বলা হইয়াছিল। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিলে উক্ত অনুমিতি স্থলে ঐরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। কারণ, পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির অভাব থাকায় সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'মহানসীয়ত্ব' ও 'বহ্নিত্ব' উভয়েই, এবং এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেই থাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা। অর্থাৎ পর্ব্বতে যে মহানসীয় বহ্নির অভাব আছে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা 'মহানসীয়ত্ব' ও 'বহ্নিত্ব' উভয়েতেই

থাকে, কারণ, উভয়েই (মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব উভয়েই) হইল প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক; অবচ্ছেদকতা থাকে অবচ্ছেদকে, সেজন্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা থাকিবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যেহেতু এক্ষেত্রে 'মহানসীয়ত্ব' ও 'বহ্নিত্ব' দুইই, সেকারণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা এই দু'য়েতেই থাকিবে। অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা এস্থলে 'মহানসীয়ত্ব' ও 'বহ্নিত্ব' এই দু'য়েতেই পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে; এবং 'মহানসীয়ত্ব' ও 'বহ্নিত্ব' হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ, কারণ, পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে 'মহানসীয়ত্ব' ও 'বহ্নিত্ব' এই দুই অধিকরণে প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকতাটি থাকে, কিন্তু প্রত্যেকে থাকে না,; অর্থাৎ কেবল মহানসীয়ত্বে বা কেবল বহ্নিত্বে থাকে না; 'মহানসীয়ত্ব' ও 'বহ্নিত্ব' এই উভয়েতেই থাকিবে। আলোচ্য স্থলে সাধ্য হইল 'বহ্নি', এবং সাধ্যতাব-চ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব'; 'বহ্নিত্ব'রূপ এই সাধ্যতাবচ্ছেদক প্রতিযোগিতা-বেচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ নয়, কারণ, কেবল বহ্নিত্বে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা থাকে না। সুতরাং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিলে আর এস্থলে ঐরূপ অব্যাপ্তি হয় না; কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধি-করণ ভিন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ, "পর্ব্বতে মহানসীয়ো বহ্নির্নাস্তি" এই অভাব ধরিলেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। লক্ষণের মধ্যে 'প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' নিবেশ করিলেই সমস্ত অসুবিধা দূর হয়। কিন্তু, জগদীশ ইহা স্বীকার করিলেন না, তাঁহার মতে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের, বা এস্থলে পর্ব্বতাধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'মহানসীয়ত্ব' ও 'বহ্নিত্ব' দুইই, এবং এই দু'য়েতেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা থাকে। এই অবচ্ছেদকতা পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব এই উভয়ের প্রত্যেকটিতে থাকিয়া তবেই উভয়ে থাকিতে পারে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি মহানসীয়ত্বেও আছে এবং বহ্নিত্বেও আছে, প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়াই তবে উভয়ের মধ্যে থাকে; উভয়ের প্রত্যেকটিতে না থাকিলে কখনও উভয়েতে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকিতে পারে না। একাধিক বস্তুতে কোনো কিছু যখন পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে তখন সেই একাধিক বস্তুগুলির প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়াই তবে সেই কোনো কিছু পদার্থটি একাধিক বস্তুগুলিতে

পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকিতে পারে। এস্থলেও সেইরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব এই উভয়েতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়া তবে পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে উভয়েতে থাকে। উভয়েতে যে দ্বিত্বের প্রতীতি তাহা প্রত্যেককে লইয়াই, প্রত্যেকটিকে বাদ দিয়া নহে। সুতরাং লক্ষণের মধ্যে 'প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন' এরূপ কথার নিবেশ করাই যায় না। মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব এই দুইই পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অধিকরণ, এবং ইহারা পৃথক পৃথক ভাবে অধিকরণ হইয়াই তবে পর্য্যাপ্ত্যধি-করণরূপে গণ্য হইয়াছে। প্রত্যেকে পৃথকভাবে থাকিয়া উভয়ের ঘটক হয়, কিন্তু সেই উভয় এক হইয়া যায় না, উভয়ই থাকে। এইরূপে, এস্থলে প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকতার অধিকরণ মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়া উভয়ে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ হইয়াছে। এরূপ হইলে 'পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন' বলিলে আর বিশেষ সুফল হইবে না ;কারণ, উভয়কে লইয়া প্রতীতি হয় বলিয়া সেই অবচ্ছেদকতা উভয়েতেই পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকিবে বলা হইয়াছিল। কিন্তু, জগদীশের মতে যখন প্রত্যেকে থাকিয়াই উভয়েতে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে, তখন পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তিটি বারণ হইবে না, থাকিয়াই যাইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে "সাধ্য-তাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্ম :" এই-রূপ অর্থ করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে, অন্যথায় বহুবিধ দোষের উদ্ভব হইতে পারে।

জাগদীশী—দ্রব্যত্বাদিরূপেণ ধূমে বহ্নিব্যাপ্যত্বস্য ধূমসামান্যে বা তত্তদ্বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতব্যাপ্যতস্য চ বারণার্থং বিশিষ্য লক্ষ্যং নির্দ্দিশতি তদ্রূপবিশিষ্টস্যেত্যাদিনা। তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নহেতুকতাদৃশ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতেঃ জনকতায়াঃ বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদিকেতি তদর্থঃ। তেন ব্যাপ্তিপদেনাপি তাদৃশসামানাধিকরণ্যোক্ত্যা ন পৌনরুক্তম্। মহানসীয়বহ্নিসামানাধিকরণ্যস্যৈব নিখিলবহ্ন্যাদি-ব্যাপ্তিত্বমিতি ব্যাপ্তেঃ সামান্যরূপতালাভায় যাবদিতি পূর্ব্বত্র যেন কেনাপীতি চ।

অনুবাদঃ দ্রব্যত্বাদিরূপে ধূমে বহ্নিব্যাপ্যতার এবং ধূমসামান্যে তত্তদ্বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিত ব্যাপ্যতার বারণের নিমিত্ত "তদ্রূপবিশিষ্টস্য"

ইত্যাদির দ্বারা বিশেষভাবে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা হইতেছে। তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেতুক তাদৃশধর্ম্মাবচ্ছিন্নবিধেয়ক (বা সাধ্যক) অনুমিতির যে জনকতা, তাহার বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদিকা, ইহাই তাহার অর্থ (ব্যাপ্তির অর্থ)। সেজন্য ব্যাপ্তি পদের দ্বারা (এইস্থলে) তাদৃশ সামানাধিকরণ্য উক্ত হওয়ায় (যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং" ইত্যাদি) পুনরুক্তি দোষ হয় না। মহানসীয় বহ্নিসামানাধিকরণ্যই নিখিল বহ্ন্যাদির ব্যাপ্তি, (সেজন্য) ব্যাপ্তির সামান্যরূপতা লাভের জন্য 'যাবৎ' (শব্দের নিবেশ), এবং পূর্ব্বে (পূর্ব্ব ছত্রে) 'যেন কেনাপি' (শব্দের নিবেশ)।

ব্যাখ্যাঃ এখন প্রশ্ন হইল, দীধিতিকারের ব্যাপ্তির লক্ষণের যে শেষ অংশটুকু আছে তাহার অর্থ কি? বা তাহার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে দীধিতিকার যে "তদ্রূপবিশিষ্টস্য তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নযাবন্নিরূপিতা" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই জগদীশ "দ্রব্যত্বাদিরূপেণ" ইত্যাদির দ্বারা বলিতেছেন যে, লক্ষণস্থিত "তদ্রূপবিশিষ্টস্য" ইত্যাদি শেষোক্ত কথাগুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং ইহার কি প্রয়োজনীয়তা তাহাই এস্থলে তিনি দেখাইতেছেন। দীধিতিকারের ব্যাপ্তির লক্ষণটি যদি "প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং" পর্য্যন্ত বলিয়া শেষ করা যায় তাহা হইলে অসুবিধা হয় এবং লক্ষণ দুষ্ট হয়। আমরা জানি যে, যে কোন লক্ষণেরই একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হইল 'ইতরভেদানু-মাপকত্ব'; লক্ষণের কাজই হইল যাহার লক্ষণ তাহাকে তাহা ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক করা বা ভিন্ন করা, লক্ষণের এইরূপ ব্যবহারকেই 'ইতরভেদানুমাপক' বলা হয়। এখন, "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্ট-সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং" পর্য্যন্ত যদি ব্যাপ্তির নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ ধরা যায় তাহা হইলে ইহার উপর, অর্থাৎ এইরূপ লক্ষণের উপর 'ইতরভেদানু-মাপক'রূপে অনুমিতির লক্ষণ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাক কিরূপ অনুমিতি পাওয়া যায়, এবং সেই অনুমিতি শুদ্ধ কিনা। 'ইতরভেদানুমাপকত্ব'রূপ লক্ষণের লক্ষণানুসারে ব্যাপ্তিকে লইয়া অনুমান করিলে তাহার আকার হইবে—"ব্যাপ্তিঃ ব্যাপ্তীতরভিন্না: প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্ট-

সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যাৎ" ; এস্থলে হেতু হইল "প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ...সামানাধিকরণ্যং" ; পক্ষ হইল 'ব্যাপ্তি', সাধ্য হইল 'ব্যাপ্তীতরভেদ' বা 'ব্যাপ্তীতরভিন্নত্ব'। এস্থলে পক্ষ, অর্থাৎ 'ব্যাপ্তি' এবং সাধ্য অর্থাৎ 'ব্যাপ্তীতরভেদ' বা 'ব্যাপ্তীতরভিন্নত্ব' এই উভয়কেই সামান্য অর্থে বা যাবৎ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু হেতুটিকে সামান্য অর্থে গ্রহণ করা হয় নাই। এই হেতুর মধ্যে অর্থাৎ "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ... সামানাধিকরণ্যং"-এর মধ্যে 'যৎ' 'তৎ', 'যদ্রূপ' প্রভৃতি শব্দের সন্নিবেশ থাকায় তাহা বিশিষ্টবোধক হইয়াছে, সামান্যবাচক হয় নাই। কিন্তু, নিয়ম হইল হেতু, সাধ্য এবং পক্ষ প্রত্যেকেই হয় বিশেষবাচক, নতুবা সামান্য বাচক হইবে ; অন্যথায়, অর্থাৎ ইহার ব্যতিক্রম হইলে সেই অনুমিতি (ইতরভেদানুমিতি) দুষ্ট হয়, এবং সেই দোষের নাম 'ভাগাসিদ্ধি'। এস্থলে তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ সাধ্য এবং পক্ষ সামান্য বাচক, কিন্তু হেতু বিশেষ বাচক হওয়ায় 'ভাগাসিদ্ধি' দোষ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্য নির্দ্দেশ না করিয়া লক্ষণ করিলে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্ণয় করা হইতেছে, অতএব ব্যাপ্তিই হইল লক্ষ্য। সেই ব্যাপ্তি কিরূপ লক্ষ্যস্থল হইবে, তাহা ঠিক লক্ষ্য না হইলে কিরূপ দোষ হইতে পারে তাহাই জগদীশ তর্কালঙ্কার দুইটি স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন। প্রথমতঃ, দ্রব্যত্বাদিরূপে ধূমে বহ্নিব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে 'ধূম' হইল হেতু, এবং সাধ্য হইল 'বহ্নি' ; এখন, ব্যাপ্তির যে লক্ষণ করা হইয়াছে তাহা বিশেষবোধক, এই বিশেষবোধক লক্ষণের যেহেতু কোনো লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা হয় নাই সেজন্য লক্ষ্যস্থলটিকে (অর্থাৎ, "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ...সামানাধিকরণ্যং" পর্য্যন্ত ব্যাপ্তির লক্ষণের লক্ষ্য-স্থলটিকে) সামান্য বা বিশেষ যেরূপ ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারা যায়। সেইরূপে এস্থলে ধূমকে (বা হেতুকে) দ্রব্যত্বরূপে ধরা গেল, কারণ, ধূমে দ্রব্যত্ব থাকে, ধূমও একটি দ্রব্য ; যদিও এস্থলে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকিল ধূম তথাপি অনুমানের ক্ষেত্রে দ্রব্যত্বরূপেই ধূমকে (ধূমে দ্রব্যত্ব থাকায়) গ্রহণ করা হইল, ফলে অনুমানটি হইবে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ দ্রব্যাৎ"। এইরূপ হইলে দ্রব্যেতে বহ্নির ব্যাপ্যতা স্বীকার করিতে হয় ; ব্যাপ্তির লক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য নির্দ্দেশের কোনো কথা না থাকায় দ্রব্যত্বরূপে ধূমকে হেতু বলিয়া

স্বীকার করিতে কোনো বাধা হয় নাই, কিন্তু তাহাতে দ্রব্যেতে (অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যে) বহ্নির ব্যাপ্যতা স্বীকৃত হইয়া যায়, যাহা একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, "তত্তদ্বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এরূপ অনুমানও উক্ত ভাগাসিদ্ধি দোষযুক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণের সাহায্যে করা যায়। এস্থলে সাধ্য হইবে 'তত্তদ্বহ্নি' এবং হেতু হইবে 'ধূম'; এই হেতু বা 'ধূম' সামান্যবাচক, কিন্তু সাধ্য, অর্থাৎ 'তত্তদ্বহ্নি' বিশেষবাচক। এবং এস্থলে হেতুসামান্য বা ধূমসামান্য সাধ্য-বিশেষের দ্বারা, অর্থাৎ তত্তদ্বহ্নিবিশেষের দ্বারা ব্যাপ্য হয়', অর্থাৎ ধূমসামান্যের তত্তদ্বহ্নির ব্যাপ্যতা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধূমসামান্যে বহ্নি-সামান্যের দ্বারাই ব্যাপ্য, বা ধূমসামান্যে বহ্নিসামান্যেরই ব্যাপ্যতা আছে। এক্ষেত্রেও ব্যাপ্তির লক্ষণে কোনো লক্ষ্য নির্দ্দেশ না থাকায় এরূপ করা সম্ভব হইল। বিশেষবোধক ব্যাপ্তির লক্ষণটি পরিবর্ত্তন করিয়া যদি সামান্যবোধক করা যায় তাহা হইলে এই প্রকার অসুবিধা দূর হইতে পারে; কারণ, লক্ষণটি সামান্যবোধক হইলে লক্ষ্যটিকে সামান্য বা বিশেষ যে অর্থেই গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু, রঘুনাথ স্বয়ং যখন লক্ষণটি বিশেষবাচকরূপে গঠিত করিয়াছেন তখন সে পথ রুদ্ধ। এখন ভিন্ন উপায় হইল ঐ লক্ষণের একটি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা, এবং লক্ষণটি যেহেতু বিশেষবাচক, লক্ষ্যটিকেও সেই কারণে বিশেষবোধকরূপেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ঠিক সেইজন্যই রঘুনাথ শিরোমণি পরবর্ত্তী "তদ্রূপবিশিষ্টস্য" ইত্যাদির দ্বারা লক্ষণের বিশেষবাচক লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তাই জগদীশ বলিলেন—"দ্রব্যত্বাদিরূপেণ ধূমে বহ্নিব্যাপ্যত্বস্য ধূমসামান্যে বা তত্তদ্বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ননিরূপিতব্যাপ্যত্বস্য চ বারণার্থং বিশিষ্য লক্ষ্যং নির্দ্দিশতি তদ্রূপবিশিষ্টস্য ইত্যাদিনা"। তাহা হইলে ব্যাপ্তি কি? ব্যাপ্তি হইল, তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নহেতুক অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেতুক, তাদৃশধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-বিধেয়ক অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিধেয়ক (বিধেয় এবং সাধ্য একই কথা); এইরূপ যে অনুমিতি সেই অনুমিতির জনক হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয়বিধয়া বা বিষয়ভূতা অবচ্ছেদিকা হইল ব্যাপ্তি। অর্থাৎ, হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেতু এবং সাধ্যের দ্বারা প্রাপ্ত যে অনুমিতি সেই অনুমিতির জনক যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদক বা বিশেষণ বস্তুটিই হইল ব্যাপ্তি। সুতরাং, লক্ষণের মধ্যে "তদ্রূপবিশিষ্টস্য তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্না যাবন্নিরূপিতা ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ" এই কথার

দ্বারা পুনরুক্তি দোষ হয় না। "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ···যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং" পর্য্যন্ত কথার দ্বারাই প্রকৃত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পুনরায় "তদ্রূপবিশিষ্টস্ত" ইত্যাদি কথার নিবেশ বাহুল্য বা পুনরুক্তিমূলক এরূপ আপত্তি আর করা যায় না ; কারণ, "তদ্রূপবিশিষ্টস্ত" ইত্যাদি কথার দ্বারা লক্ষণের বিশেষ লক্ষ্য এবং ব্যাপ্তি পদার্থটি প্রকৃতরূপে কি তাহাই বলা হইয়াছে, যাহা লক্ষণের পূর্ব্বাংশে বা প্রথমাংশে বলা হয় নাই। সুতরাং, ইতরভেদানুমানটি এইরূপ হইবে—হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেতুকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যকানুমিতিজনকতায়া বিষয়বিধয়াঅবচ্ছে-দিকা, তদিতরভিন্না প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যা-ন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নযেনকেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যাং। এই অনুমানে কোনোরূপ ভাগাসিদ্ধি দোষ হয় না। মহানসীয় বা পর্ব্বতীয় বা গোষ্ঠীয় বহ্নিসামানাধিকরণ্যের অর্থ নিখিল বহ্নি-সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ ঐ সমস্ত বহ্নির ব্যাপ্তিত্ব অর্থে নিখিল বহ্নির ব্যাপ্তিত্ব বুঝিতে হইবে ; ভিন্ন ভিন্ন পক্ষেতে সামানাধিকরণ্যের দ্বারা নিখিল সামানা-ধিকরণ্যই বুঝিতে হইবে ; ঐরূপ সামান্যরূপতা লাভের জন্যই "তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-যাবন্নিরূপিতা" ইত্যাদিতে "যাবৎ" শব্দের প্রয়োগ এবং ইহার পূর্ব্বাংশে "যেন কেনাপি" শব্দের প্রয়োগ।

দীধিতি—দণ্ড্যাদৌ সাধ্যে পরম্পরাসম্বন্ধং দণ্ডত্বাদিকমেব সাধ্য-তাবচ্ছেদকমতো নাব্যাপ্তিঃ।

অনুবাদ : 'দণ্ডী' প্রভৃতি সাধ্যকস্থলে পরম্পরাসম্বন্ধে (স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব-সম্বন্ধে) 'দণ্ডত্ব' প্রভৃতিই সাধ্যতাবচ্ছেদক, অতএব অব্যাপ্তি হয় না।

ব্যাখ্যা : "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই অনুমিতি স্থলে সাধ্য হইল 'দণ্ড'। এবং তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'দণ্ড' ; দণ্ডির ধর্ম্ম হইল দণ্ডিত্ব, কিন্তু, "দণ্ডিত্বং দণ্ডিনো দণ্ডঃ"—অভিধানে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে, অর্থাৎ 'দণ্ডিত্ব' এবং 'দণ্ড' একই কথা, এবং দণ্ডিত্বের স্থলে 'দণ্ডে'র প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়। যে কোনো শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় প্রয়োগের পর যদি 'ত্ব' প্রত্যয় বা 'তল' প্রত্যয় হয় তাহা হইলে

মূল শব্দটির অর্থকেই পাওয়া যায়। সেইজন্যই 'দণ্ডীর' ধর্ম্ম হইবে 'দণ্ড', বা 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদ হইবে 'দণ্ড'। কিন্তু দীধিতিকার বলিতেছেন যে পরম্পরা সম্বন্ধ 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'দণ্ডত্ব', 'দণ্ড' নহে। পরম্পরা-সম্বন্ধ কথার অর্থ হইল পরম্পরা সম্বন্ধ বিশিষ্ট। 'সম্বন্ধ' কথার অর্থই হইল সম্বন্ধ বিশিষ্ট, সেকারণে 'পরম্পরা-সম্বন্ধ' কথার অর্থ হইল পরম্পরা-সম্বন্ধ বিশিষ্ট। পরম্পরা সম্বন্ধের অর্থ হইল স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধ। 'স্ব' অর্থে যাহাকে উদ্দেশ্য করা হইতেছে তাহা, যথা এস্থলে 'দণ্ডত্ব'; তাহার আশ্রয় হইল 'স্বাশ্রয়', যথা এস্থলে স্বাশ্রয় হইল দণ্ডত্বের আশ্রয় অর্থাৎ দণ্ড; তাহার আশ্রয়ত্ব হইল 'স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব', যথা এস্থলে দণ্ডের আশ্রয়ত্ব দণ্ডীতে থাকে; সুতরাং এইরূপে পরম্পরা-সম্বন্ধে দণ্ডীর ধর্ম্ম হইল 'দণ্ডত্ব'; অর্থাৎ সাধ্য 'দণ্ডী' হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরা-সম্বন্ধে ঐরূপে হইবে 'দণ্ডত্ব'। এইরূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ডত্ব' গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হইল যে চালনীয়ন্যায় অনুসারে "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা দেখা যায় তাহা 'দণ্ডত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করিলে আর হইবে না।

দীধিতিগ্রন্থে দুইটি 'আদি' পদের প্রয়োগ হইয়াছে; একটি হইল "দণ্ড্যাদৌ" স্থলে দণ্ডী+আদৌ ইত্যাদিরূপে 'আদি' পদের প্রয়োগ, এবং অপরটি হইল "দণ্ডত্বাদিকম্" স্থলে দণ্ডত্ব+আদি ইত্যাদিরূপে 'আদি' পদের প্রয়োগ। এই উভয় 'আদি' পদ প্রয়োগের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে; জাগদীশী টীকায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

জাগদীশী—ননু দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাদিত্যত্রাব্যাপ্তিঃ, চালনীয়-ন্যায়েন দণ্ডমাত্রস্যৈব হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকত্বাৎ। ন চ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকমিত্যত্রাবচ্ছেদকত্বং শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে নিরবচ্ছিন্নমিব, বিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদক-স্থলেঽপি সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নং গ্রাহ্যম্। অন্যথা মহানসে পর্ব্বতীয়বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতিমান্ নাস্তি ইত্যাদি প্রতীত্যা বিশিষ্টবহ্নিত্বস্য তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতয়া বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদাবিব জাতিমত্ত্বান্ ঘটত্বাদিত্যাদাবব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ,

ঘটে পটসমবেতত্ববিশিষ্টজাতিমান্নাস্তি ইত্যাদি প্রতীত্যা বিশিষ্টজাতে-স্তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ। তথা চ তদ্দণ্ডবান্ নাস্তী-ত্যাদিপ্রতীত্যা তত্তাবিশিষ্টদণ্ডব্যক্তেরেবাবচ্ছেদকত্বাবগাহনাৎ শুদ্ধ-দণ্ডব্যক্তীনাং দণ্ডত্বতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নং যদ্ধেতুসমানাধিকরণাভাব প্রতিযোগিতাচ্ছেদকত্বং তদভাবসত্ত্বাৎ ন অব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্।

অনুবাদঃ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" ইত্যাদি স্থলে চালনীয়ন্যায় অনুসারে 'দণ্ড' মাত্রেরই হেতুসমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক—এই স্থলে (প্রতিযোগি-তানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক স্থলে) 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক' শব্দটিতে 'অব-চ্ছেদকত্ব'কে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে নিরবচ্ছিন্ন এবং বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদক-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায়, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে (শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে) মহানসে 'পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টজাতিমান্নাস্তি'-ইত্যাদি প্রতীতিতে যেরূপ বিশিষ্টবহ্নিত্বে তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা থাকে, সেইরূপ "জাতিমত্বান্ ঘটত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে (বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে) অব্যাপ্তি হয়, (কারণ) ঘটে 'পটসমবেতত্বাবিশিষ্টজাতিমান্নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতিতে বিশিষ্টজাতির তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব থাকে। সুতরাং, "তদ্দণ্ড-বান্নাস্তি" ইত্যাদি (অভাব) প্রতীতির দ্বারা তত্তাবিশিষ্ট (বা 'তত্ত্ব' বিশিষ্ট, একই কথা) দণ্ডব্যক্তিরই অবচ্ছেদকত্ব হয় বলিয়া শুদ্ধদণ্ডব্যক্তিসমূহের দণ্ডত্ব-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন যে হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব তাহার অভাব হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না ;—না, এরূপ কথা বলা যায় না।

ব্যাখ্যাঃ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" ইত্যাদি স্থলে চালনীয়ন্যায় অনুসারে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। অব্যাপ্তির আশঙ্কা কিরূপে হয় সে আলোচনার পূর্ব্বে "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই অনুমিতি স্থলটি সদ্ধেতুস্থল না অসদ্ধেতুস্থল তাহা আলোচনা করা উচিত। এই অনুমিতিস্থলে সাধ্য হইল 'দণ্ডী' এবং হেতু হইল 'দণ্ডিসংযোগ'; 'দণ্ডী' থাকে ভূতলে বা ঐরূপ কোনো স্থানে, আর 'দণ্ডিসংযোগ' থাকে ভূতল এবং দণ্ডী এতদুভয়ে। 'সংযোগ' হইল একপ্রকার সম্বন্ধ, ইহা দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এবং ইহা

সর্ব্বদাই দ্বিনিষ্ঠ অর্থাৎ দুইটি বস্তুতে থাকে ; সেকারণ এস্থলেও 'দণ্ডিসংযোগ' সমবায় সম্বন্ধে ভূতল এবং দণ্ডী এতদুভয়েতে থাকে। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ 'দণ্ডিসংযোগ' বা হেতু ভূতল এবং দণ্ডী উভয়েতে থাকিলে, এবং 'দণ্ডী' বা সাধ্য কেবলমাত্র ভূতলে থাকিলে হেতু সাধ্য অপেক্ষা অধিক ব্যাপক হইয়া যায়, বা সাধ্যের অনধিকরণ দেশে হেতুর বৃত্তিতা থাকিয়া যায়, ফলে এই স্থলটি, অর্থাৎ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল হইয়া যায়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ইহা সদ্ধেতুস্থল ; অথচ 'দণ্ডিসংযোগ' সমবায়সম্বন্ধে ভূতল এবং দণ্ডী এতদুভয়েতে থাকিলে হেতু সাধ্যাপেক্ষা অধিক ব্যাপক হওয়ায় ইহা সদ্ধেতুস্থল হয় কিরূপে ? উত্তর হইল—এস্থলে হেতুটিকে, অর্থাৎ 'দণ্ডি-সংযোগ'কে অনুযোগিতা সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, সমবায়সম্বন্ধে ধরিলে চলিবে না ; তাহা হইলেই স্থলটি সদ্ধেতুস্থল হইবে। অধিকরণ (বা আধার) এবং আধেয় এই উভয়ের মধ্যে অধিকরণেতে বা আধারেতে থাকে অনু-যোগিতা, এবং আধেয়তে থাকে প্রতিযোগিতা ; অতএব মধ্যবর্ত্তী 'সংযোগ'-সম্বন্ধটি অধিকরণেতে থাকে অনুযোগিতাসম্বন্ধে এবং আধেয়তে থাকে প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে। এস্থলে সেইরূপ 'দণ্ডিসংযোগ' ভূতলরূপ অধিকরণে অনুযোগিতাসম্বন্ধে আছে ; এইরূপ হইলে আর হেতু অর্থাৎ 'দণ্ডিসংযোগ' সাধ্যের বা 'দণ্ডীর' অনধিকরণ দেশে বৃত্তি হইবে না, সাধ্য এবং হেতু উভয়েতেই সমদেশবৃত্তিত্ব সম্পন্ন হইবে, অর্থাৎ 'দণ্ডী' এবং 'দণ্ডীসংযোগ' উভয়েতেই শুধুমাত্র ভূতলদেশবৃত্তিত্ব থাকিবে, ফলে ইহা সদ্ধেতুস্থল হইবে। এখন, এই সদ্ধেতুস্থলে, অর্থাৎ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ দণ্ডিসংযোগের অধিকরণে অর্থাৎ ভূতলে চালনীয়ন্যায় অনুসারে এই ভূতলে অন্য 'দণ্ডী'র (সাধ্যের) অভাব, অন্য ভূতলে অপর 'দণ্ডী'র অভাব, এইভাবে হেত্বধিকরণে বা ভূতলে সমস্ত দণ্ডীর বা দণ্ডীসামান্যের অভাব থাকিয়া যাইবে। এই অভাবের, অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক হইবে দণ্ডিত্ব (দণ্ডীর অভাব হইলে অভাবের প্রতিযোগী হয় দণ্ডী, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় দণ্ডিত্ব)। দণ্ডিত্ব ও দণ্ড একই কথা, কারণ, "দণ্ডিত্বং দণ্ডিনো দণ্ডঃ"—অভিধানে এই নির্দ্দেশ আছে ; অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে দণ্ড। আবার, সাধ্য যেহেতু 'দণ্ডী', সেকারণে সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে দণ্ডিত্ব বা দণ্ড। সুতরাং দণ্ডমাত্র বা দণ্ডসামান্য হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাব-

চ্ছেদক হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকটি হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন হয় নাই (কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল দণ্ড), ফলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত উপায়ে অবশ্য অব্যাপ্তি বারণের পথ আছে ; পূর্ব্বে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে 'পর্ব্বতে মহানসীয়বহ্নির্নাস্তি' এই অভাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল, 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরো-ভয়ানবচ্ছিন্ন' যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাব-চ্ছেদক ধরিয়া সেই অব্যাপ্তি বারণ করা হইয়াছিল। এস্থলেও চালনীয়ন্যায় অনুসারে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ভূতলে তত্তৎ দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ তত্তৎ দণ্ডীর (সাধ্যের) অভাব থাকার ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় ; সুতরাং এস্থলেও ঐ উপায়ে, অর্থাৎ 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' প্রতিযোগিতা ধরিয়া অব্যাপ্তিটি বারণ করা যাইতে পারে। এস্থলে সাধ্যতা-বচ্ছেদক হইল 'দণ্ডিত্ব' বা 'দণ্ড' এবং তদিতর হইল 'তত্ত্ব', এই উভয়া-নবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ধরিলে হেত্বধিকরণে বা ভূতলে আর তত্তৎ দণ্ডীর অভাব ধরা যাইবে না, কারণ, তত্তৎ দণ্ডীতে যে প্রতিযোগিতা থাকে তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদক বা দণ্ডিত্ব এবং তদিতর বা তত্ত্ব এই উভয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অনবচ্ছিন্ন হয় না, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না। কিন্তু এস্থলে, অর্থাৎ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে ঐরূপ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে, অর্থাৎ 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' প্রতিযোগিতা ধরিয়া অব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে না ; কারণ, চালনীয়ন্যায় অনুসারে যে তৎতৎ দণ্ডীর অভাব হেত্বধিকরণে ধরা হইয়াছে এই 'তত্ত্ব' পদ দণ্ডের বিশেষণ, দণ্ডীর বিশেষণ নহে। তৎ দণ্ড সমন্বিত ব্যক্তিই হইল তৎ দণ্ডী ; তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব স্থলে তৎ দণ্ড আছে বলিয়াই তৎ দণ্ডীর অভাব হয়। এইরূপে তত্ত্বাংশ দণ্ডের বিশেষণ হওয়ায় অব্যাপ্তিটি থাকিয়া যায়। কারণ, 'তত্ত্ব' দণ্ডীর বিশেষণ হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ 'দণ্ড' এবং তদিতর অর্থাৎ 'তত্ত্ব' এতদুভয়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ধরিয়া অব্যাপ্তিটি বারণ করা সম্ভব হইত ; কিন্তু এই 'তত্ত্ব' দণ্ডের বিশেষণ হওয়ায় তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর হইলেও তত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হয় না, ফলে 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' প্রতিযোগিতা ধরিয়া আর অব্যাপ্তিটি বারণ করা যাইবে না, অব্যাপ্তিটি থাকিয়াই যাইবে। অর্থাৎ, হেতুসমানাধিকরণে আছে যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নিখিল দণ্ড হইয়া যায়, ফলে

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, কারণ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই হইল 'দণ্ড'। চালনীয়ন্যায় অনুসারে 'দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ' স্থলে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ভূতলে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব থাকায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া যায় 'দণ্ড' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হয় দণ্ড, ফলে অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। সেইজন্যই জগদীশ বলিলেন "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাদিত্যত্রাব্যাপ্তিশ্চালনীয়ন্যায়েন দণ্ডমাত্রস্যৈব হেতু-সমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ"।

"প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদিরূপ যে কথা দীধিতিগ্রন্থে আছে তাহাতে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব'তে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে "নিরবচ্ছিন্ন" এবং বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদকতাব-চ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন" বিশেষণ দিতে হইবে। 'প্রতিযোগিতানব-চ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ' অর্থাৎ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' এই কথার মধ্যে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা'তে কিছু বিশেষণ দিতে হইবে, এবং এই বিশেষণ শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে একরূপ এবং বিশিষ্টসাধ্যতা-বচ্ছেদকস্থলে অন্যরূপ দিতে হইবে, উভয়স্থলে একইরূপ বিশেষণ দেওয়া চলিবে না। এখন প্রশ্ন হইল, শুদ্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল এবং বিশিষ্টসাধ্য-তাবচ্ছেদকস্থল কাহাকে বলে? যে যে পদার্থের জাতি আছে, যথা মনুষ্যের 'মনুষ্যত্ব', ঘটের 'ঘটত্ব', পটের 'পটত্ব' ইত্যাদি, সেই সমস্ত জাতির জ্ঞান হইতে হইলে তাহার উপর আর কোনো ধর্ম্মের ভান হয় কি না? অর্থাৎ মনুষ্যত্বের 'মনুষ্যত্বত্ব', ঘটত্বের 'ঘটত্বত্ব' ইত্যাদিরূপ ধর্ম্মের ভান হয় কি না? যদি হয়, তাহা হইলে, উহাদেরও আবার ধর্ম্ম থাকিবে, অর্থাৎ 'ঘটত্বত্বত্ব' 'পটত্বত্বত্ব' প্রভৃতিরূপ হইবে, এবং ক্রমে অনবস্থা হইয়া যাইবে। তাহা হইলে জাতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা নিরস্ত হইব কোথায়? ইহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই পণ্ডিতেরা বলেন যে অনুল্লেখ্যমান জাতির এবং অখণ্ড উপাধির স্বরূপতঃ ভান হইয়া থাকে; অর্থাৎ যে জাতির উল্লেখ করা হয় নাই তাহার এবং অখণ্ড উপাধির স্বাভাবিক উপস্থিতি ঘটিয়া থাকে। যথা, শুধুমাত্র ঘট বা পট বলিলে তাহাদের জাতি, অর্থাৎ 'ঘটত্বে'র বা 'পটত্বে'র কোনো উল্লেখ থাকে না, এবং এই সমস্ত জাতিগুলির অর্থাৎ 'ঘটত্ব' 'পটত্ব' প্রভৃতি অনুল্লেখ্যমান জাতিগুলির স্বরূপতঃ ভান হইবে বা স্বাভাবিক উপস্থিতি বা প্রতীতি ঘটিবে, কিন্তু 'ঘটত্বত্ব' বা

'পটত্বত্ব' প্রভৃতির ভান হইবে না। সেইরূপ, অভাব বলিলেই অভাবত্ব, এই উপাধির সহজেই উপস্থিতি ঘটিবে, এই উপাধি অখণ্ড উপাধি, এবং ইহা গ্রাহ্য বা সিদ্ধ। কিন্তু, যে সমস্ত স্থলে বিশেষরূপে জাতির উল্লেখ থাকে সে সমস্ত ক্ষেত্রে ঐ জাতির উপরে ধর্ম্মের ভান হইবে; অর্থাৎ, 'ঘটত্ব' বা 'পটত্ব' প্রভৃতি উল্লিখিত জাতি যদি কোনো স্থলে থাকে এবং সেই সমস্ত স্থল যদি আলোচ্য বিষয় হয়, তাহা হইলে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে ঐ সমস্ত উল্লিখিত জাতির কোনো ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়, এবং তাহা সঙ্গত হইবে বা সিদ্ধ হইবে, অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু তদূর্দ্ধে আর কোনো ধর্ম্ম গ্রহণ করা চলিবে না, তাহা করিলেই অসঙ্গত বা অসিদ্ধ হইবে; অর্থাৎ 'ঘটত্ব', পটত্ব' প্রভৃতি উল্লিখিত জাতির 'ঘটত্বত্ব', 'পটত্বত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে, কিন্তু তদূর্দ্ধে 'ঘটত্বত্বত্ব', 'পটত্বত্বত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে। আবার 'ঘটত্বত্ব' বা 'পটত্বত্ব' প্রভৃতিই যদি উল্লিখিত জাতি হয়, তাহা হইলে সেস্থলে 'ঘটত্বত্বত্ব' বা 'পটত্বত্বত্ব' প্রভৃতিরূপ ধর্ম্ম গ্রহণ করা চলিবে, কিন্তু তদূর্দ্ধে আর অগ্রসর হওয়া চলিবে না। অর্থাৎ, বিশেষরূপে উল্লিখিত জাতি যাহা হইবে তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে, কিন্তু তদূর্দ্ধে পুনরায় ধর্ম্ম গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে, ইহাই নিয়ম। এখন, সাধ্যবৃত্তিধর্ম্মই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, এই সাধ্যতাবচ্ছেদকটি যে স্থলে অনুল্লিখিত থাকিবে এবং স্বয়ং জাতি হইবে, অর্থাৎ যে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি অনুল্লেখ্যমান জাতি হইবে, কিংবা অখণ্ড উপাধি হইবে, সেই সমস্ত স্থলগুলিকে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল বলে। যথা, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে 'বহ্নি' হইল সাধ্য এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব'; এই 'বহ্নিত্ব' একটি জাতি এবং ইহা (বহ্নিত্ব) 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি অনুমিতি স্থলে অনুল্লিখিত থাকায় অনুল্লেখ্যমান জাতি, সুতরাং এই স্থলটি শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল। অপরদিকে, যে স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ যে স্থলে জাতি উল্লিখিত থাকে, অথবা যে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি অনুল্লিখিত কিন্তু জাতি নহে, বা যে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি অখণ্ড উপাধি নহে, সেই স্থলকে বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল বলে। যথা, "দ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্য হইল 'দ্রব্যত্ব', এই দ্রব্যত্ব হইল দ্রব্যের জাতি এবং ইহা এস্থলে উল্লিখিত; দ্রব্যত্বের ধর্ম্ম বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল এস্থলে 'দ্রব্যত্বত্ব', এই 'দ্রব্যত্বত্ব' নিজে জাতি নহে, ইহা জাতিবৃত্তিধর্ম্ম (দ্রব্যত্বরূপ জাতিবৃত্তি ধর্ম্ম),

ইহা অখণ্ড উপাধিও নহে, এবং এস্থলে দ্রব্যান্তঃস্থের যে ভান তাহা স্বরূপতঃ ভান বা স্বাভাবিক ভান নহে, কল্পিত ভান ; সুতরাং এই স্থলটি বিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল। এইরূপে আলোচ্য স্থলটি, অর্থাৎ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলটি একটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল ; কারণ, এস্থলে সাধ্য হইল 'দণ্ডী' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ড' ; এই 'দণ্ড' যদিও অনুমিতি স্থলে অর্থাৎ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে অনুল্লিখিত, তথাপি ইহা জাতি নহে, ইহা একটি দ্রব্য বিশেষ, এই দ্রব্যের অর্থাৎ 'দণ্ডে'র বা সাধ্যতাবচ্ছেদকের জাতি হইল 'দণ্ডত্ব', এই দণ্ডত্বের ভান স্বাভাবিক, কারণ দণ্ডের জাতি হইল দণ্ডত্ব। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ড' জাতি না হওয়ায় এই স্থলটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল।

এখন, শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব'তে বা 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা'তে (হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ; "প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ" কথার অর্থ হইল 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক', এই 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেদ সাধ্যতাবচ্ছেদকে আছে কথার অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকে আছে ; সেইজন্যই এস্থলে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব' বা 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।) 'নিরবচ্ছিন্নত্ব' বিশেষণ, এবং বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব' বিশেষণ দিতে হইবে, অন্যথায় অব্যাপ্তি হইবে। এই নিয়ম সমস্ত শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে এবং সমস্ত বিশিষ্টসাধ্যচ্ছতাবদেকস্থলে প্রযোজ্য, অর্থাৎ সমস্ত শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বতে 'নিরবচ্ছিন্নত্ব' বিশেষণ, এবং সমস্ত বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব' বিশেষণ দিতে হইবে, অন্যথায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে। উদাহরণের সাহায্যে ইহা পরিষ্কার করা যাইতেছে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—ইহা একটি শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল ; হেত্বধিকরণ অর্থাৎ ধূমাধিকরণ এস্থলে ধরা যাক 'মহানস', মহানসে বা হেত্বধিকরণে চালনীন্যায় অনুসারে পর্ব্বতীয় বহ্নির অভাব ধরিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না, কারণ, 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরো-

ভয়ানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা' ধরিয়া ঐ অব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে। কিন্তু, মহানসে বা হেত্বধিকরণে "পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতিমান্ নাস্তি" এই অভাব ধরা যায়। মহানসে এই অভাব ধরিলে এই অভাবের প্রতিযোগী হইবে "পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতিমান্" এবং এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে "পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতিমত্ত্ব" অর্থাৎ পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি" (কারণ, 'মতুপ্' প্রত্যয়ের পর'ত্ব' প্রত্যয় করিলে যে বস্তুটির উত্তর 'মতুপ্' প্রত্যয় হয় সেই বস্তুটিরই পুনরাগমন হয়, যথা, "দণ্ডিত্বং দণ্ডিনো দণ্ডঃ" ইত্যাদি)। এই 'পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-জাতি' হইল 'বিশিষ্ট-বহ্নিত্ব'। অপরদিকে, সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব,' এই 'বহ্নিত্ব' এবং 'বিশিষ্ট-বহ্নিত্ব' ইহাদের অধিকরণ ভিন্ন হইলেও ইহারা অভিন্ন; কারণ, যেরূপ বিশিষ্টসত্তা ও কেবলসত্তা সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত বা অভিন্ন, শুধু ইহাদের অধিকরণের বৈলক্ষণ্য থাকে মাত্র, সেইরূপ 'বহ্নিত্ব' ও 'বিশিষ্টবহ্নিত্ব'ও অনতিরিক্ত বা অভিন্ন, শুধু ইহাদের অধিকরণ ভিন্ন। এই-ভাবে 'বহ্নিত্ব' এবং 'বিশিষ্টবহ্নিত্ব' অনতিরিক্ত হওয়ায় এস্থলে প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না, (কেননা, বিশিষ্টবহ্নিত্ব বা পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, এবং 'বহ্নিত্ব' অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ইহারা স্বরূপতঃ ভিন্ন নয়), সুতরাং অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে 'নিরবচ্ছিন্নত্ব' বিশেষণ নিবেশ করিলে আর অব্যাপ্তি হয় না। 'নিরবচ্ছিন্ন' কথার অর্থ হইল 'কিঞ্চিৎ ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন'। এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল "পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি"; যেহেতু ইহা একটি বিশিষ্টজাতি, সুতরাং ইহা, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-কতাটি জাতিত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, কারণ, প্রত্যেক উল্লেখ্যমান জাতিতেই একটি ধর্ম্ম ভাসমান থাকে বলিয়া প্রত্যেক উল্লেখ্যমান জাতিই কিঞ্চিৎ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয়। "পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি"টিও সেইরূপে জাতিত্বাবচ্ছিন্ন হয় বা নিরবচ্ছিন্ন হয় না। উপরন্তু, এই "পর্ব্বতীয়-বহ্নিবৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি"টি বিশিষ্ট বলিয়া বৈশিষ্ট্য ধর্ম্মাবচ্ছিন্নও হইয়া যায়; ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি নিরবচ্ছিন্ন হয় না। অর্থাৎ, ব্যাপ্তির লক্ষণে শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকতাতে 'নিরবচ্ছিন্নত্ব' বিশেষণ আরোপ করিলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ পর্ব্বতীয়-বহ্নি-বৃত্তিত্ববিশিষ্টজাতি নিরবচ্ছিন্ন নয়, সুতরাং অন্য অভাব ধরিলে অর্থাৎ

ঘটপটাদির অভাব হেত্বধিকরণে ধরিলে লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো অসুবিধা হয় না, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না। ঠিক একইভাবে বিশিষ্ট-সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলের একটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে। "জাতিমত্বান্ ঘটত্বাৎ" ইহা একটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল; কারণ, স্থলটিতে জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, জাতি অনুল্লেখ্যমান নহে। এস্থলে সাধ্য হইল 'জাতিমৎ', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'জাতিমত্ব' অর্থাৎ 'জাতি'; হেতু হইল 'ঘটত্ব' এবং হেত্বধিকরণ হইল 'ঘট'। হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ঘটে "পটসমবেতত্ববিশিষ্ট-জাতিমান্নাস্তি" এই অভাব ধরা গেল; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'পটসমবেতত্ববিশিষ্টজাতি', এবং সাধ্যতা-বচ্ছেদকও হইল এস্থলে 'জাতি'। 'জাতি' এবং "পটসমবেতত্ববিশিষ্টজাতি' ইহারা জাতি হিসাবে অনতিরিক্ত ও অভিন্ন। ফলে, 'পটসমবেতত্ববিশিষ্ট-জাতি' এবং 'জাতি' ভিন্ন না হওয়ায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতা-চ্ছেদক হয় না, সুতরাং অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে "সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানব-চ্ছিন্নত্ব" এই বিশেষণ দিলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। ('নিরব-চ্ছিন্নত্ব' বিশেষণের দ্বারাই আলোচ্য বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলটির অর্থাৎ "জাতিমত্বান্ ঘটত্বাৎ" স্থলটির অব্যাপ্তি বারণ করা যায়, কিন্তু সেজন্য "সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব" বিশেষণ বাহুল্য নয়; এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থানান্তরে হইবে।) এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'জাতি', তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইবে 'জাতিত্ব'; আর, 'পটসমবেতবিশিষ্টতা' বা 'পটসমবেতত্ববৈশিষ্ট্য' হইবে তদিতর বা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের বা জাতিত্বের ইতর। এস্থলে প্রতিযোগিতাব চ্ছেদকটি বা 'পটসমবেতত্ববিশিষ্টজাতি'টি পটসমবেতত্ববৈশিষ্ট্যের দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং জাতিত্বের দ্বারাও অবচ্ছিন্ন (কারণ, 'পটসমবেতত্ববিশিষ্টজাতি' একটি জাতি বলিয়া তাহা জাতিত্বাবচ্ছিন্ন)। সুতরাং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে "সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব" বিশেষণ দিলে আর এইরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না; কারণ, এই অভাব লক্ষণের ঘটক হইবে না, অভাবান্তর ধরিয়া (শুদ্ধ 'পটো নাস্তি', 'ঘটো নাস্তি' ইত্যাদি অভাব ধরিয়া) অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না, কেননা, 'পটো নাস্তি' অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'পটত্ব' হইবে, এবং তাহা নিরবচ্ছিন্ন হওয়ায় 'সাধ্যতা-

বচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন'ই হইবে। সেইরূপ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে চালনীয়ন্যায় অনুসারে ভূতলে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব ধরায় যে অব্যাপ্তি হইয়াছিল তাহা এইরূপেই বারণ করা যাইবে। ইহা একটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল, ("দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল; কারণ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ড', এই 'দণ্ড' জাতি নহে। 'দণ্ড' জাতি না হওয়ায় ইহা অনুল্লেখ্যমান্ জাতি হয় নাই; সেইজন্যই ইহা বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল।) এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ডত্ব', (কারণ, 'দণ্ড' হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক) এবং 'তত্ত্ব' হইল তদিতর, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর। 'তত্তদ্দণ্ডী নাস্তি' অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটি অর্থাৎ 'দণ্ড'টি 'দণ্ডত্ব' এবং 'তত্ত্ব' এই উভয়ের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন। সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে, অর্থাৎ এস্থলে 'তদ্দণ্ডী নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, ফলে এস্থলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। অতএব, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক যে শুদ্ধ দণ্ডব্যক্তি তাহাতে দণ্ডত্ব তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ, 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন') যে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা, অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্বাদিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা, তাহার অভাব থাকে; সুতরাং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।—কিন্তু এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এইরূপে অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না, বা "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা এইভাবে নিবারণ করা যায় না। জগদীশ প্রথমে উক্তরূপ দীর্ঘ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণার মাধ্যমে অব্যাপ্তি বারণের বিভিন্ন উপায়ের কথা বলিয়া পরে বলিতেছেন যে ঐভাবে, অর্থাৎ বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব' বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়া "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলের অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না।

জাগদীশী—প্রমেয়দণ্ডবান্ নাস্তীত্যাদৌ প্রমেয়ত্বোপলক্ষিতস্যৈব তদ্দণ্ডবান্ নাস্তীত্যাদাবপি তত্ত্বোপলক্ষিতদণ্ডব্যক্তিমাত্রস্যৈব অবচ্ছেদকত্বকল্পনাৎ, কেবলস্যাবচ্ছেদকত্বাসম্ভবে এব বিশিষ্টস্য তথাত্বস্বীকারাৎ।

অন্যথা প্রমেয়ত্ববিশিষ্টদণ্ডাদেরপি তথাত্বাপত্তেরত আহ—দণ্ড্যাদাবিতি। হেতুমতি দণ্ডসামান্যাভাবসত্ত্বাৎ দণ্ডত্বমপি তাদৃশাবচ্ছেদকমেবেত্যুক্তং পরম্পরাসম্বন্ধমিতি। তথা চ স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বলক্ষণপরম্পরাসম্বন্ধেন দণ্ডত্ববতো দণ্ডিনঃ সাধনবতি অভাববিরহাৎ ন অব্যাপ্তিঃ; সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নায়া এব হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতায়াঃ প্রবেশাৎ, অন্যথা বিষয়িতয়া রূপত্বাদিবিশিষ্টজ্ঞানাদেঃ সমবায়েন অভাবস্য হেতুমতি সত্ত্বাৎ রূপবান্ পৃথিবীত্বাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ : (কারণ), "প্রমেয়দণ্ডবান্ নাস্তি" ইত্যাদি (অভাব) স্থলে 'প্রমেয়ত্ব' যেরূপ উপলক্ষিত (বিশেষণ), "তদ্দণ্ডবান্ নাস্তি" ইত্যাদি (অভাব) স্থলেও সেইরূপ 'তত্ত্ব' উপলক্ষিত (বিশেষণ) বলিয়া দণ্ডব্যক্তিমাত্রেরই অবচ্ছেদকত্ব (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব) কল্পনা করা হয়, কেবলের অবচ্ছেদকত্ব অসম্ভব হইলেই বিশিষ্টের তথাত্ব (অবচ্ছেদকত্ব) স্বীকার করা হয়। অন্যথায় 'প্রমেয়ত্ববিশিষ্টদণ্ড' ইত্যাদিতেও তথাত্বের আপত্তি হয়, সেইজন্যই বলা হইল—(দীধিতিতে)—"দণ্ড্যাদৌ" ইত্যাদি। হেত্বধিকরণে দণ্ডসামান্যের অভাব থাকায় 'দণ্ডত্ব'ও তাদৃশাবচ্ছেদক (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক) হয় বলিয়া বলা হইল—(দীধিতিতে)—"পরম্পরাসম্বন্ধং" ইত্যাদি। সুতরাং, স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্ববান্ দণ্ডীর হেত্বধিকরণে অভাব না থাকায় অব্যাপ্তি হয় না; হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিতে হইবে, অন্যথায় বিষয়িতা সম্বন্ধে রূপত্বাদিবিশিষ্ট জ্ঞানাদির সমবায় সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অভাব থাকায় "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আসিয়া যায়, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' এই বিশেষণ আরোপ করিয়াও অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না, অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এস্থলে, চালনীন্যায় অনুসারে 'তৎ দণ্ডীর' অভাব ধরিয়া নিখিল দণ্ডীর অভাব ভূতলে ধরা হইয়াছিল; সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ড' এবং

সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ডত্ব', এই 'দণ্ডত্বে'র বা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম্ম হইল 'তত্ত্ব'; এই 'তত্ত্ব' এবং 'দণ্ডত্ব' এতদুভয়ানবচ্ছিন্ন বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়া অব্যাপ্তি বারণের প্রচেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু, এই অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না, কারণ, এই 'তত্ত্ব' বা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম্মটি হইল উপলক্ষিত বিশেষণ। সাধারণভাবে 'প্রমেয়দণ্ডবান্নাস্তি' এই স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল প্রমেয়দণ্ড এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক প্রমেয়ত্ব ও দণ্ডত্ব এই দুইটি ধর্ম্ম হয়। কিন্তু, বস্তুতঃ এই স্থলে প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট দণ্ড প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নয়, প্রমেয়ত্বোপলক্ষিত দণ্ডই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। কিন্তু এই 'প্রমেয়ত্ব' হইল উপলক্ষিত বিশেষণ; সমস্ত পদার্থই যখন প্রমেয় তখন সমস্ত পদার্থেই প্রমেয়ত্ব থাকে. সেইভাবে 'দণ্ডে' প্রমেয়ত্ব আছেই, বলিলেও আছে, না বলিলেও আছে, সুতরাং এই বিশেষণের বিশেষ কোন তাৎপর্য্য নাই, দণ্ডের 'প্রমেয়ত্ব' বিশেষণ তাৎপর্য্যবিহীন, ইহা সর্ব্বস্বীকৃত; তথাপি এই বিশেষণের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহাকে উপলক্ষিত বিশেষণ বলে। সেইরূপ এস্থলেও 'তত্ত্ব' পদটি উপলক্ষিত বিশেষণ, 'তদ্দণ্ডবান্নাস্তি' এই অভাবস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'তত্ত্বোপলক্ষিত দণ্ড', 'দণ্ড' পদের এই 'তত্ত্ব' বিশেষণটি ঐরূপ উপলক্ষিত বিশেষণ; এবং ইহা ঐরূপ উপলক্ষিত বিশেষণ বলিয়াই 'দণ্ড'মাত্রেরই বা দণ্ডব্যক্তিমাত্রেরই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা হয়, অন্ত কাহারও হয় না; অর্থাৎ শুধুমাত্র দণ্ডব্যক্তিরই বা দণ্ডটিরই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা হয়, 'তত্ত্ব' পদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা হয় না। 'তদ্দণ্ডী'র অভাব বলিলে 'দণ্ডী' পদের উপরই প্রধানতঃ সমস্ত চিন্তা ধাবিত হয়, 'তত্ত্ব' পদের উপর হয় না। এই 'তত্ত্ব' পদটি সুতরাং, 'দণ্ড' পদের উপলক্ষিত বিশেষণ বলিয়া এই বিশিষ্টের (অর্থাৎ 'তত্ত্ব' পদের) কোনো তাৎপর্য্য নাই, ফলে এই 'তত্ত্ব' পদকে আর ইতররূপে গ্রহণ করার কোনো যুক্তি থাকে না, কারণ, যাহা অপ্রয়োজনীয় তাহার আলোচনা বিশেষরূপে করিবার কোনো অর্থ হয় না। ইহাতে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়, কারণ, 'তদ্দণ্ডী নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা শুধুমাত্র দণ্ডত্বাবচ্ছিন্নই হইবে, তত্ত্বাবচ্ছিন্ন হইবে না। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক 'দণ্ডত্ব' এবং তদিতর যে ধর্ম্মই হউক ('তত্ত্ব' উপলক্ষিত হওয়ায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা তত্ত্বাবচ্ছিন্ন হইবে না)

তদনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা হইবে, অতএব অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। বিশিষ্টের অবচ্ছেদকতা তখনই স্বীকার করা যায় যখন কেবলের অবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্ট ব্যতীত অসম্ভব। বিশেষ্যের অবচ্ছেদকত্ব বা অবচ্ছেদকতা স্বয়ং অর্থপূর্ণ এবং সম্ভব হইলে সেস্থলে আর বিশেষণের বা বিশিষ্টের অবচ্ছেদকত্বের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যেস্থলে কেবলের বা বিশেষ্যের অবচ্ছেদকত্ব স্বয়ং অর্থপূর্ণ সেস্থলে বিশিষ্টের অবচ্ছেদকত্ব নিরর্থক। এস্থলে 'দণ্ডে'র অবচ্ছেদকত্ব স্বয়ং অর্থপূর্ণ এবং সম্ভব, সেজন্য বিশিষ্টের বা তত্ত্ববিশিষ্ট দণ্ডের অবচ্ছেদকতার কোনো প্রয়োজন নাই। কেবলের অবচ্ছেদকত্ব সম্ভব এবং স্বয়ং অর্থপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশিষ্টের অবচ্ছেদকতা স্বীকার করিলে 'প্রমেয়দণ্ডবান্নাস্তি' এই স্থলেও প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট দণ্ডের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা সকলের দ্বারা অস্বীকৃত, অর্থাৎ প্রমেয়ত্বের অবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে আপত্তি হয়। সুতরাং 'তদ্দণ্ডী নাস্তি' এই অভাবস্থলে 'তত্ত্বের' অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করা যায় না, ফলে ব্যাপ্তির লক্ষণে 'তদিতর' পদের দ্বারা 'তত্ত্ব'কে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ধরা যায় না, এবং অব্যাপ্তি হয়। অর্থাৎ, "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, ইহা বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল বলিয়া এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' বিশেষণ আরোপ করিয়াও অব্যাপ্তি বারণ হয় না। জগদীশ বলিতেছেন যে, এস্থলে এইরূপ অব্যাপ্তি বারণের জন্যই দীধিতিকারের "দণ্ড্যাদৌ সাধ্যে" ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা। অর্থাৎ 'দণ্ডী' সাধ্য হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'দণ্ডত্ব', 'দণ্ড' নহে। এখন, এই স্থলে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ভূতলে দণ্ডসামান্যের অভাব থাকিতে পারে; 'দণ্ড' থাকে দণ্ডীতে, ভূতলে থাকে না, সুতরাং ভূতলে বা হেত্বধিকরণে দণ্ডের বা দণ্ডসামান্যের অভাব ধরিতে কোনো বাধা নাই। তাহা হইলে, ভূতলে দণ্ডসামান্যের অভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে 'দণ্ডত্ব', এবং পুনরায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকএবং সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই 'দণ্ডত্ব' (দীধিতিমতে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক দণ্ডত্ব ধরিয়া) হওয়ায় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ার জন্য অব্যাপ্তির আশঙ্কা আসিয়া পড়িবে;—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই দীধিতিকার "পরম্পরাসম্বন্ধ" কথাটি

বলিলেন। "'পরম্পরাসম্বন্ধ' হইল স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধ; স্ব+আশ্রয় = স্বাশ্রয়, স্বাশ্রয়ের আশ্রয় হইল স্বাশ্রয়াশ্রয়, সেই স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধই 'পরম্পরাসম্বন্ধ'। এস্থলে 'স্ব' হইল 'দণ্ডত্ব', তাহার আশ্রয় অর্থাৎ স্বাশ্রয় হইল 'দণ্ড', এই স্বাশ্রয়ের আশ্রয় বা এস্থলে দণ্ডের আশ্রয় হইল 'দণ্ডী'; এই স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধে 'দণ্ডী'তে 'দণ্ডত্ব' থাকে, এই 'দণ্ডত্ব'ই হইল দণ্ডিনিষ্ঠ সাধ্যতাবচ্ছেদক। এই স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধ ধরিলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না; কারণ, ভূতলে অর্থাৎ এস্থলে হেত্বধিকরণে 'দণ্ডো নাস্তি' এইরূপ সমবায়সম্বন্ধে দণ্ডত্ববিশিষ্ট দণ্ডের সামান্যাভাব থাকিতে পারে, কিন্তু স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধে দণ্ডত্ববান্ দণ্ডীর কোনো অভাব ভূতলে থাকে না, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর হয় না। হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটি সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে। যে সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক থাকে সেই সম্বন্ধই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ একই কথা। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতা-বচ্ছেদকতা যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকতাটিকেও সেই সম্বন্ধে ধরিতে হইবে। ইহা না হইলে "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্থলে 'রূপ' হইল সাধ্য, 'পৃথিবীত্ব' হইল হেতু এবং হেত্বধিকরণ হইল 'পৃথিবী'। পৃথিবীতে রূপ থাকে, এবং রূপ পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে; কিন্তু বিষয়িতা-সম্বন্ধে সব কিছুই, অর্থাৎ রূপ, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত কিছুই জ্ঞানে থাকে। বিষয়িতাসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থই যখন জ্ঞানে থাকে তখন রূপত্বও বিষয়িতাসম্বন্ধে জ্ঞানে থাকে; বিষয়িতাসম্বন্ধে 'রূপত্ববান্ নাস্তি' এই অভাব হেত্বধিকরণে ধরিলে এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেক হইবে 'রূপত্ব'। বিষয়িতাসম্বন্ধে 'রূপত্ব' জ্ঞানে থাকায় 'রূপত্ববান্' হইবে 'জ্ঞান'। এই 'জ্ঞান' বা 'রূপত্ববান্' পৃথিবীতে থাকে না, সুতরাং বিষয়িতাসম্বন্ধে 'রূপত্ববান্নাস্তি' এই অভাব পৃথিবীতে ধরা যায়। পৃথিবীতে জ্ঞান কখনই থাকে না, জ্ঞানের অভাব পৃথিবীতে সব সময়েই আছে; বিষয়িতা সম্বন্ধে 'রূপত্ববান্' এবং 'জ্ঞান' একই কথা, সেজন্য 'রূপত্ববান্' এর অভাব পৃথিবীতে থাকিতে পারে। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'রূপত্ব' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'রূপত্ব', ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং অব্যাপ্তি

হয়। বিষয়িতাসম্বন্ধে রূপত্ববিশিষ্ট পদার্থ হইল জ্ঞান, বা বিষয়িতাসম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন 'রূপত্ব' হইল জ্ঞান; এই রূপত্ববিশিষ্ট জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে পৃথিবীতে থাকে না, সুতরাং বিষয়িতাসম্বন্ধে রূপত্ববিশিষ্ট জ্ঞানাদির সমবায়সম্বন্ধে পৃথিবীতে বা এস্থলে হেত্বধিকরণে অভাব থাকে; এইরূপ অভাব ধরিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'রূপত্ব' হওয়ায় এবং তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদকের সহিত অভিন্ন হওয়ায় অব্যাপ্তি হইল। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ আরোপ করিলে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ধরিলে ঐরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। এস্থলে, অর্থাৎ "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক বা 'রূপত্ব' সমবায়সম্বন্ধে থাকে, সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল এস্থলে সমবায়; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতেও সেজন্য এস্থলে সমবায়সম্বন্ধ দিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটিকে এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। তাহা হইলে, বিষয়িতাসম্বন্ধে 'রূপত্ববান্ নাস্তি' এই অভাব আর হেত্বধিকরণে ধরা যায় না, কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল এস্থলে 'সমবায়'। এই সমবায়সম্বন্ধে রূপত্ববান্ হইল 'রূপ', এই রূপের অভাব সমবায়সম্বন্ধে পৃথিবীতে (হেত্বধিকরণে) কখনও থাকে না, অর্থাৎ এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে 'রূপত্ব' তাহাকে সমবায়সম্বন্ধে ধরিলে (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলে) আর অভাব ধরা যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তির আর কোনো আশঙ্কাই থাকে না। ঠিক সেইরূপ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে বা ভূতলে দণ্ডসামান্যের অভাব সংযোগসম্বন্ধে ধরা যায়; কিন্তু এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল 'পরম্পরাসম্বন্ধ' বা 'স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধ'; এই স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে দণ্ডসামান্যের অভাব হেত্বধিকরণে বা ভূতলে ধরা যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। এইজন্যই জগদীশ বলিতেছেন যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ দিতে হইবে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে।

জাগদীশী—যদি চ তত্তাবিনির্মুক্তশুদ্ধদণ্ডব্যক্তেরবচ্ছেদকত্বাব-গাহিপ্রত্যয়ান্তরাসত্ত্বাৎ তদ্দণ্ডী নাস্তীত্যাদিপ্রতীত্যা তত্তাবিশিষ্টদণ্ড-ব্যক্তেরেব অবচ্ছেদকত্বং যুক্তং, দণ্ডী নাস্তীত্যাদিপ্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যা দণ্ডস্য অবচ্ছেদকত্বসিদ্ধৌ প্রমেয়দণ্ডবান্ নাস্তীত্যাদৌ অপি তন্মাত্রাব-চ্ছেদকত্বেনৈব সামঞ্জস্যে বিশিষ্টস্য তত্রাবচ্ছেদকত্বাকল্পনাৎ তথা চ কথমুক্তাব্যাপ্তিরিদমুচ্যতে, তদা রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমত্ত্বান্ রূপাদিত্যা-দৌ অব্যাপ্তি সর্ব্বাসামেব নীলত্বপীতত্বাদিরূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতীনাং সাধন-বন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতায়া নিরবচ্ছিন্নবচ্ছেদকত্বাদ্রূপবতি নীলো নাস্তি পীতো নাস্তি ইত্যাদিপ্রত্যয়াদিত্যাশয়েন দণ্ড্যাদাবিত্যত্রাদি-পদমুপাত্তং, স্বন্যূনবৃত্তিজাত্যাশ্রয়ত্বসম্বন্ধেন রূপত্বমেব সাধ্যতাবচ্ছেদক-মিতি ন অব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ।

অনুবাদ ঃ 'তত্তা' (তত্তা, তত্ত্ব একই কথা, তৎ + ত্ব = তত্ত্ব, এবং তৎ + তল্ = তত্তা [স্ত্রীং]) বিমুক্ত শুদ্ধ দণ্ডব্যক্তির অবচ্ছেকত্ব বিষয়ক প্রত্যয়ান্তর না থাকায় "তদ্দণ্ডী নাস্তি" ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা 'তত্তা' বিশিষ্ট দণ্ডব্যক্তিরই অবচ্ছেদকত্ব যুক্তিযুক্ত হয় ; 'দণ্ডী নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতির অন্য প্রকারে উপপত্তি হয় না বলিয়া দণ্ডের অবচ্ছেদকত্ব সিদ্ধ হয়, এজন্য 'প্রমেয়দণ্ডবান্ নাস্তি' ইত্যাদি স্থলেও তন্মাত্র (শুদ্ধ দণ্ডমাত্রের) অবচ্ছেদকত্বের দ্বারাই বিশিষ্টের (প্রমেয়ের) সামঞ্জস্য হওয়াতে সেস্থলে (প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট দণ্ডের) অবচ্ছেদকত্ব কল্পনা করা হয় না—যদি এরূপ বলা হয়, তাহা হইলে অব্যাপ্তি বলা হইল কেন ?—তাহা বলা হইতেছে, "রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমত্ত্বান্ রূপাৎ" ইত্যাদি স্থলে রূপবতে 'নীলো নাস্তি' 'পীতো নাস্তি' ইত্যাদি প্রত্যয়ের দ্বারা সাধনবন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতার সমস্ত নীলত্বপীতত্বাদি রূপত্ব-ন্যূনবৃত্তিজাতিদিগেরই নিরবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব থাকায় অব্যাপ্তি (হয় বলিয়া) 'দণ্ডাদৌ' প্রভৃতি 'আদি' পদের প্রয়োগ এস্থলে হইয়াছে ; (তাহাতে) স্বন্যূনবৃত্তিজাত্যাশ্রয়সম্বন্ধে রূপত্বই সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না ;—ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা ঃ বলা হইল যে "তদ্দণ্ডী নাস্তি" এই অভাবস্থলে 'তত্ত্ব' বা "তত্তা' প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দণ্ডের উপলক্ষিত বিশেষণ ; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে

এই তত্ত্বা উপলক্ষিত বিশেষণ নহে। 'তৎ দণ্ডী' এই কথা বলিলে 'তৎ' শব্দটি সেই দণ্ডীকে অপর দণ্ডী হইতে পৃথক করিয়া দেয়; সেই দণ্ডী যে অপর দণ্ডী নয় বা অন্য দণ্ডী নয় তাহা 'তত্ত্ব' পদের দ্বারা বিশেষিত হয় বলিয়াই বোঝা যায়, নতুবা সকল দণ্ডী একই দণ্ডীরূপে প্রতীত হইত। 'প্রমেয় দণ্ডী' বা 'প্রমেয় দণ্ডবান্' স্থলে কিন্তু ভিন্নরূপ হয়; কারণ সমস্ত বস্তুই প্রমেয় বলিয়া সমস্ত দণ্ডীও প্রমেয়। সুতরাং এক দণ্ডী যেরূপ প্রমেয়, অপর দণ্ডী বা অন্য দণ্ডীও সেইরূপ প্রমেয়; এই 'প্রমেয়' বিশেষণ সমস্ত ক্ষেত্রে সমান ভাবে একই অর্থে প্রযুক্ত হয় বলিয়া এই প্রমেয় বিশেষণের দ্বারা এক দণ্ডী অপর দণ্ডী হইতে বা এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে পৃথক্কৃত হয় না। সেইজন্যই "প্রমেয়দণ্ডবান্ নাস্তি" এই অভাবস্থলে দণ্ডবত্তের বা দণ্ডীর অবচ্ছেদকত্বের দ্বারাই বিশিষ্টের বা প্রমেয়ত্বের অবচ্ছেদকত্বের সামঞ্জস্য বিধান হয়; 'প্রমেয়ত্ব'রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্ব 'দণ্ড'রূপ কেবল অবচ্ছেদকত্বের বিশেষ কোনো প্রয়োজনে আসে না; 'দণ্ড' অবচ্ছেদকত্বের দ্বারাই 'প্রমেয়ত্ব' অবচ্ছেদকত্বের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এবং এই দণ্ডের অবচ্ছেদকত্ব স্বয়ং অর্থপূর্ণ, প্রমেয়ত্ব অবচ্ছেদকত্বের উপর ইহার অর্থ নির্ভর করে না। সেজন্য প্রমেয়ত্ব হইল দণ্ডীর উপলক্ষিত বিশেষণ বা প্রমেয়ত্বরূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্ব দণ্ডরূপ কেবল অবচ্ছেদকত্বের উপলক্ষিত বিশেষণ বা বিশিষ্ট। কিন্তু, "তদ্দণ্ডী নাস্তি" এই অভাবস্থলে 'তত্ত্ব' পদ দণ্ডীর উপলক্ষিত বিশেষণ নয়। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ড' এবং 'তত্ত্ব' দুইই; এস্থলে এই 'তত্ত্ব'রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্বের সবিশেষ প্রয়োজন আছে। এস্থলে 'দণ্ড'রূপ কেবল অবচ্ছেদক নিজেই নিজের অর্থ সম্পূর্ণ করিতে পারে না; 'দণ্ডে'র অবচ্ছেদকত্ব 'তত্ত্বে'র অবচ্ছেদকত্বের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই তবে অর্থপূর্ণ হয়। এক 'তদ্দণ্ডী' অপর 'তদ্দণ্ডী' হইতে 'তত্ত্ব' পদের দ্বারাই বিশেষিত হইয়া তবে পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয় এবং অর্থপূর্ণ হয়, এবং সেই কারণেই 'দণ্ড'রূপ অবচ্ছেদক 'তত্ত্ব'রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্বের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই তবে অর্থপূর্ণ হয়, 'দণ্ড'রূপ কেবল অবচ্ছেদক নিজেই নিজের অর্থ সম্পূর্ণ করিতে পারে না, এবং 'দণ্ড'রূপ কেবল অবচ্ছেদকত্বের উল্লেখ দ্বারাই 'তত্ত্ব'রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্বের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় না। সুতরাং 'তত্ত্ব' পদটি উপলক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু এই কথা বলিলে, অর্থাৎ "তদ্দণ্ডী নাস্তি" অভাবস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'দণ্ডে'র যে 'তত্ত্ব'

অবচ্ছেদকরূপ বিশেষণ তাহাকে উপলক্ষিত বিশেষণ না বলিলে, বা 'তত্ত্ব'রূপ বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্বে উপলক্ষিতত্ব স্বীকার না করিলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অসুবিধা হইল এই যে—'তত্ত্ব'কে উপলক্ষিতরূপে স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছিল যে "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে চালনীয়ন্যায় অনুসারে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা ছিল তাহা 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' এই বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়াও বারণ করা যায় না, এবং সেইজন্যই দীধিতিকারের "দণ্ড্যাদৌ" ইত্যাদিরূপ গ্রন্থের অবতারণা; 'দণ্ডী' ইত্যাদি সাধ্যের পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব' ইত্যাদি সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিতে হইবে, এবং তদ্দ্বারাই "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইবে। কিন্তু, পুনরায় 'তত্ত্ব' পদটিকে 'দণ্ডে'র উপলক্ষিত বিশেষণ বলিয়া স্বীকার না করিলে পূর্ব্বে ঐরূপ বলার প্রয়োজন কি ছিল? অর্থাৎ, পূর্ব্বে 'তত্ত্ব'কে উপলক্ষিত বলিয়া "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়, এবং তাহা বারণের জন্য "দণ্ড্যাদৌ" স্থলের অনুসরণ,—এইরূপ কথা বলার প্রয়োজন কি ছিল? এইপ্রকার কথার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' এই বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়াই অব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে, কারণ, 'তত্ত্ব' পদটি উপলক্ষিত বিশেষণ নহে। কিন্তু, 'তত্ত্ব' পদটি উপলক্ষিত নয় বলিয়া "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলের অব্যাপ্তিটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' এই বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়া বারণ করা সম্ভব হইলেও দীধিতিকারের "দণ্ড্যাদৌ" গ্রন্থানুসরণ নিরর্থক নয়। কারণ, এস্থলের অব্যাপ্তি বারণ করা গেলেও অন্য স্থলে, অর্থাৎ অন্য বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলের অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে, এবং সেই অব্যাপ্তি বারণের জন্য দীধিতিকারের "দণ্ড্যাদৌ" ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' এই বিশেষণ আরোপ করিয়া সেস্থলের অব্যাপ্তি বারণ করা সম্ভব হইবে না, দীধিতিকারের "দণ্ড্যাদৌ" ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণের দ্বারাই সেস্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইবে, এবং সেই জন্যই দীধিতিকারের "দণ্ড্যাদৌ" ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণ অপরিহার্য্য হইবে।

এইরূপ একটি স্থল হইল "রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমত্বান্ রূপাৎ"—এই স্থলটি একটি বিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকস্থল, কিন্তু এস্থলের অব্যাপ্তি 'সাধ্যতাবচ্ছেদকতাব-চ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' এই বিশেষণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে আরোপ করিয়াও বারণ করা যায় না; দীধিতিকারের "দণ্ডাদৌ" ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণের দ্বারাই অব্যাপ্তি বারণ করা সম্ভব হইবে। "রূপত্বন্যূনবৃত্তি-জাতিমত্বান্ রূপাৎ" এই অনুমিতি স্থলে কিরূপে অব্যাপ্তি হয় তাহা দেখা যাক। এস্থলে সাধ্য হইল 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমৎ' এবং হেতু হইল 'রূপ'। রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতি হইল রূপত্ব হইতে অল্প বৃত্তিত্বসম্পন্ন জাতি; রূপত্ব সমস্ত রূপেতেই আছে, অর্থাৎ সমস্ত রূপেতেই রূপত্বের বৃত্তিতা আছে, তাহা হইলে রূপত্ব হইতে অল্প বা ন্যূনবৃত্তিত্বসম্পন্ন জাতি হইল নীলত্ব, পীতত্ব, শ্বেতত্ব, রক্তত্ব ইত্যাদি। হেতু 'রূপ' হওয়ায় হেত্বধিকরণ হইল যাহাতে রূপ থাকে তাহাই, অর্থাৎ রূপবান্ সমস্ত পদার্থই, যথা ঘট, পট ইত্যাদি। সাধ্য যেহেতু 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমৎ' সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতি', অর্থাৎ নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি। হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ঘটপটাদিতে চালনীয়ন্যায় অনুসারে নীল ঘটে পীত রূপের অভাব, পীত ঘটে নীল রূপের অভাব, পীত ঘটে শ্বেত রূপের অভাব, শ্বেত ঘটে রক্ত রূপের অভাব ইত্যাদিক্রমে সমস্ত রূপের অভাব থাকিয়া যায়; হেত্বধিকরণে এইরূপে নীল ঘটে পীতের অভাব, পীত ঘটে নীলের অভাব থাকায় এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি; আবার সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি, ফলে প্রতিযোগিতানব-চ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং অব্যাপ্তি হয়। এস্থলে প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি হওয়ায় ইহাদের উপর, অর্থাৎ নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদির উপর কোনো ধর্মের আর স্বাভাবিক ভান হইবে না, কারণ, ইহারা নিজেরাই প্রত্যেকে স্বাভাবিকভাবেই জাতি; এবং যেহেতু ইহাদের উপর কোনো ধর্মের আর স্বাভাবিক ভান হয় না, সেজন্য ইহারা নিরবচ্ছিন্ন। এবং যেহেতু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নিরবচ্ছিন্ন, সুতরাং প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকতাতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন' বিশেষণ আছেই, পুনরায় এই বিশেষণ দেওয়ার আর কোনো অবকাশ থাকে না; অর্থাৎ এই বিশেষণ আরোপ করিয়া অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না। এইরূপ অব্যাপ্তি বারণের জন্যই দীধিতিকারের "দণ্ডাদি" গ্রন্থের অবতারণা। দণ্ডী+আদি=

দণ্ড্যাদি ; অর্থাৎ 'আদি' পদের দ্বারা ইহাই বোঝানো হইতেছে যে 'দণ্ডী' সাধ্যকস্থল ব্যতীতও আরও অন্যান্য স্থল আছে যে স্থলে পরম্পরাসম্বন্ধকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক সম্বন্ধ ধরিতে হইবে। 'দণ্ডী' সাধ্যকস্থল ব্যতীত আরও অন্যান্য সাধ্যকস্থলের ইঙ্গিতের জন্যই দীধিতিকার 'আদি' পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই "রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমত্ত্বান্ রূপাৎ" স্থলটি ঐ 'আদি' পদের উদ্দেশক একটি স্থল। এস্থলে পরম্পরাসম্বন্ধে 'রূপত্ব'কে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিলে আর অব্যাপ্তি হইবে না; কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক যদি 'রূপত্ব' হয় এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, এবং লক্ষণ ঠিক থাকে, অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না। পরম্পরাসম্বন্ধ হইল এক্ষেত্রে স্বন্যূনবৃত্তিজাত্যাশ্রয়ত্বসম্বন্ধ; এস্থলে 'স্ব' অর্থে রূপত্ব, এই রূপত্বের ন্যূনবৃত্তিজাতি হইল নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি তাহার আশ্রয় হইল নীল, পীত ইত্যাদি; অর্থাৎ, তাহা হইলেই 'রূপত্ব' পরম্পরাসম্বন্ধে বা স্বন্যূনবৃত্তি-জাত্যাশ্রয়ত্বসম্বন্ধে "রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমৎ"রূপ সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হয়, সুতরাং অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়।

জাগদীশী—সাধ্যতাবচ্ছেদকমিতি—অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদক-মিত্যর্থঃ। তথা চ উক্তব্যাপ্তিজ্ঞানাদ্দণ্ড্যংশে দণ্ডত্বপ্রকারিকা দণ্ডত্ব-বত্ত্বানিত্যেবানুমিতির্ন তু দণ্ডিমানিতি দণ্ডপ্রকারিকাপি, তস্য ব্যাপক-তাবচ্ছেদকত্বেনাগ্রহাৎ কারণবাধেন তদবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিত্য-সম্ভবাদিতি। বস্তুতো দণ্ডত্বস্য সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বে দণ্ডিমান্ ইত্যনু-মিতির্ন স্যাৎ দণ্ডানাং ব্যাপকতানবচ্ছেদকত্বাদিত্যস্বরসাদেব দণ্ড্যা-দিকম্ ইত্যত্রাদিপদমুপাত্তং, তেন তত্তদ্দণ্ডব্যক্তীনামেব স্ববৃত্তিদণ্ডত্ব-জাত্যাশ্রয়াধিকরণত্বলক্ষণপরম্পরাসম্বন্ধেন সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বলাভাৎ দণ্ডিমান্ ইত্যনুমিতের্নানুপপত্তিরিতি তত্ত্বম্।

অনুবাদ ঃ সাধ্যতাবচ্ছেদক ইত্যাদি—অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদক, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে, উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে দণ্ড্যংশে দণ্ডত্বপ্রকারিকা "দণ্ডত্ববত্ত্বান্" ইত্যাদিরূপই অনুমিতি হয়, দণ্ডপ্রকারিকা "দণ্ডিমান্" ইত্যাদি-

রূপ হয় না ; (কারণ) তাহার ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব না হওয়ায় কারণের বাধা হওয়ার জন্য তদবচ্ছিন্ন-বিধেয়কানুমিতি অসম্ভব হয়। বস্তুতঃপক্ষে, দণ্ডত্বের সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বে দণ্ডসমূহের ব্যাপকতানবচ্ছেদকত্ব বশতঃ "দণ্ডিমান্" এইরূপ অনুমিতি হয় না ;—ইহাতে অন্বয়স হয় বলিয়া এস্থলে 'দণ্ডত্বাদিকম্' এই 'আদি' পদের প্রয়োগ ; তাহাতে তত্তদ্দণ্ডব্যক্তিসমূহের স্ববৃত্তিদণ্ডত্বজাত্যাশ্রয়াধিকরণত্বলক্ষণ পরম্পরাসম্বন্ধে (দণ্ডের) সাধ্যতাবচ্ছেদকত্ব লাভ হওয়ায় "দণ্ডিমান্" প্রভৃতি অনুমিতিতে অনুপপত্তি হয় না— ইহাই তত্ত্ব (তাৎপর্য্য)।

ব্যাখ্যা : কোনো অনুমানে সেই অনুমানের অনুমিতির বিধেয় হইল সাধ্য—"সাধ্যত্বং অনুমিতিবিধেয়ত্বং", যথা, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে অনুমিতি হইল "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ; এই অনুমিতির বিধেয় হইল 'বহ্নি', সুতরাং বহ্নিই হইল এস্থলে সাধ্য। এইরূপে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদক। অনুমিতিবিধেয় যদি সাধ্য হয়, তবে সাধ্যতাবচ্ছেদক অবশ্যই অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদক হইবে। এখন, উক্তরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানে, অর্থাৎ "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং" ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানে "দণ্ডিমান্" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ডত্ব' হওয়ায় "দণ্ডত্ববত্বান্" এইরূপ অনুমিতি হয়, "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতি হয় না, কেননা, সাধ্য 'দণ্ডী' হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'দণ্ড'। বক্তব্য হইল যে, 'দণ্ডী' সাধ্য হইলে স্বাভাবিকভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় 'দণ্ড' ; এবং 'দণ্ড' সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতিই হইবে। এই অনুমিতির বিধেয় হইবে 'দণ্ডী'। দণ্ডীর ধর্ম্ম স্বাভাবিকভাবেই 'দণ্ড' হয় বলিয়া 'দণ্ডী' বিধেয় দণ্ডধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইবে। অনুমিতি হইতে গেলে বা প্রত্যেক অনুমিতি স্থলেই "তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি" হইবে, অর্থাৎ অনুমিতি হইলেই তাহা "তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি" হইবে ; এই 'তদ্ধর্ম্মে' ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানই হইল হেতু বা কারণ, তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন কথার অর্থ হইল ব্যাপকতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ; এই ব্যাপকতাবচ্ছেদক বস্তুটি কি ?—তাহা হইল—'তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বং ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বং' ; অর্থাৎ তদ্বন্নিষ্ঠাভাবের বা হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যাহা তাহাই ব্যাপকতা-

বচ্ছেদক। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের বা ধূমাধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা ঘট, পট ইত্যাদিতে আছে, এইরূপ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', সুতরাং এই 'বহ্নিত্বে' আছে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব, বা 'বহ্নিত্ব' হইল এস্থলে ব্যাপকতাবচ্ছেদক। সেইরূপ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই অনুমিতি স্থলে সাধ্য হইল 'দণ্ডী', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ড', এবং 'দণ্ডী' হইল এই 'দণ্ড'ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন। এস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের বা ভূতলাদিনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা নিখিল দণ্ডীতে আছে; চালনীয়-ন্যায় অনুসারে 'তৎ তৎ দণ্ডী নাস্তি' অভাবের প্রতিযোগিতা সকল দণ্ডীতেই আছে, সেজন্য দণ্ডমাত্রই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, প্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদক হয় না, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয় না, অর্থাৎ দণ্ডে ব্যাপকতা-বচ্ছেদকত্ব থাকে না। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ 'দণ্ড' সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে বা 'দণ্ডী' দণ্ডধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইলে 'দণ্ডিমান্' এইরূপ অনুমিতি হইবে, কারণ, "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে দণ্ডেতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব থাকায় (কেননা, স্বাভাবিকভাবেই দণ্ডীর ধর্ম্ম হইল 'দণ্ড') তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বা তদবচ্ছিন্ন বিধেয়কানুমিতি সম্ভব হইবে; তদবচ্ছিন্ন বিধেয়ক বা দণ্ডধর্ম্মা-বচ্ছিন্ন বিধেয় হইল দণ্ডী, এই দণ্ডিবিধেয়ক অনুমিতি হইবে, বা "দণ্ডিমান্" এইরূপ অনুমিতি হইবে। কিন্তু 'দণ্ড' ব্যাপকতাবচ্ছেদক না হইলে দণ্ডা-বচ্ছিন্ন বিধেয়ক অনুমিতি হইতে পারে না, অথচ পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ডত্ব' ধরিলে বা পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডী' দণ্ডত্বধর্ম্মা-বচ্ছিন্ন হইলে "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতি সম্ভব হইবে না। কারণ, স্বাভাবিক-ভাবে 'দণ্ডী' দণ্ডত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন নয়, উহা 'দণ্ড'ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন; তাহা হইলে, অর্থাৎ পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ডত্ব' হইলে তদবচ্ছিন্ন বিধেয়ক, অর্থাৎ দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন হইবে 'দণ্ডত্ববৎ', এবং তদবচ্ছিন্ন বিধেয়কানুমিতি হইবে "দণ্ডত্ববত্বান্", "দণ্ডিমান্" হইবে না। 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ডত্ব'কে রক্ষা করিতে হইলে 'দণ্ডত্ববত্বান্' এইরূপ অনু-মিতিই করিতে হইবে, "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতি করিলে 'দণ্ডত্ব' এই সাধ্যতাবচ্ছেদক রক্ষা হইবে না, সেস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যাইবে 'দণ্ড', কেননা, দণ্ডীর ধর্ম্ম স্বাভাবিকভাবেই হইয়া যায় 'দণ্ড'। তদবচ্ছিন্ন বা তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বিধেয়ক অনুমিতির প্রতি তদ্ধর্ম্মে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হইল কারণ বা হেতু, অর্থাৎ যাহাতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান থাকিবে তদ্ধর্ম্মা-

বচ্ছিন্ন বিধেয়ক অনুমিতিই হইবে। এস্থলে দণ্ডেতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব নাই, কারণ সমস্ত দণ্ডই দণ্ডিসংযোগাধিকরণনিষ্ঠ 'তৎ তৎ দণ্ডী নাস্তি' অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, অতএব "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান দণ্ডেতে থাকে না, দণ্ডত্বে থাকে; কিন্তু 'দণ্ডত্ব'কে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিলে যদি ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান দণ্ডত্বতে আরোপ করা যায় তাহা হইলে "দণ্ডিমান্" অনুমিতি হয় না, কেননা, কারণের বাধা হয় বা ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের বাধা হয়। 'দণ্ডত্বে' ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান থাকিলে ঐ ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানরূপ কারণের বিষয় যে দণ্ডত্ব সেই দণ্ডত্বধর্মাবচ্ছিন্ন বিধেয়কানুমিতি হইবে "দণ্ডত্ববত্বান্"; কেননা, "দণ্ডিমান্" অনুমিতি হইলে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান দণ্ডেতে থাকিতে হইবে, দণ্ডত্বে থাকিলে চলিবে না, ফলে কারণের বাধা হয়; সুতরাং পরম্পরাসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক যদি দণ্ডত্ব হয় তাহা হইলে অনুমিতি হইবে "দণ্ডত্ববত্বান্", "দণ্ডিমান্" হইবে না। কিন্তু অস্বরস হেতু দণ্ডত্বাদিকম্ এই স্থলে আদি পদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, হেতু-সাধ্য প্রয়োগে প্রতিজ্ঞায় "দণ্ডিমান্" বলা হইয়াছে, "দণ্ডত্ববত্বান্" বলা হয় নাই, যে ভাবে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারিত হয় সেইভাবেই অনুমিতি হইবে, ইহাই অনুভব, অন্যরূপ হইলে প্রতিজ্ঞাবাক্যের সমানরূপতা অনুমিতিতে থাকে না, ইহাই অস্বরস। 'স্বরস' কথার অর্থ অনুভবসিদ্ধ. অস্বরস হইল অনুভবের অভাব, অর্থাৎ অনুভব বিরুদ্ধ; "দণ্ডিমান্" প্রতিজ্ঞার পর "দণ্ডত্ববত্বান্" এইরূপ অনুমিতি কখনও হয় না, বা ইহার প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া "দণ্ডিমান্" প্রতিজ্ঞাস্থলে "দণ্ডত্ববত্বান্" অনুমিতিটি অস্বরস হয়। অপরদিকে, "দণ্ডিমান্" এই প্রসিদ্ধ অনুমিতি রক্ষা করিতে গেলে আবার 'দণ্ডত্ব'রূপ সাধ্যতাবচ্ছেদককে রক্ষা করা যায় না; আবার পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ডত্ব'কে রক্ষা করিতে গেলে "দণ্ডিমান্" এই প্রসিদ্ধ অনুমিতি রক্ষা পায় না। এই সকল অসুবিধার জন্যই জগদীশ বলিতেছেন যে, "দণ্ডিমান্" এই প্রসিদ্ধ অনুমিতিই রক্ষা করিতে হইবে, এবং পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ড'ই ধরিতে হইবে; যাহাতে এই উভয়দিকের সামঞ্জস্য বিধান হয় তজ্জন্যই দীধিতিকার তাঁহার গ্রন্থে দ্বিতীয় 'আদি' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ "দণ্ডত্বাদিকমেব" স্থলে দ্বিতীয় 'আদি' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই

দ্বিতীয় 'আদি' পদের অর্থ হইল যে, যদিও স্বাভাবিকভাবে সংযোগসম্বন্ধে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় 'দণ্ড', তথাপি স্ববৃত্তিদণ্ডত্বজাত্যাশ্রয়াধিকরণত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধেও 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ড' বলিতে হইবে। 'স্ব' অর্থে 'দণ্ড', এই দণ্ডেতে আছে 'দণ্ডত্ব'জাতি, এই দণ্ডত্বজাতির আশ্রয় হইল সমস্ত দণ্ডব্যক্তি বা নিখিল দণ্ডব্যক্তি ; এই নিখিল দণ্ডব্যক্তি বা তত্তৎ দণ্ডব্যক্তি যাহাই বলা হউক না কেন তাহাতেই দণ্ডত্বজাতি আছে, এই দণ্ডত্বজাতির আশ্রয় যে নিখিল দণ্ডব্যক্তি সেই সেই নিখিল দণ্ডব্যক্তিরই অধিকরণ হইল দণ্ডী বা সমস্ত দণ্ডী ; এইরূপে স্ববৃত্তিদণ্ডত্বজাত্যাশ্রয়াধিকরণত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে সমস্ত দণ্ডীর বা নিখিল দণ্ডীর ধর্ম্ম হইল 'দণ্ড' ; সুতরাং উক্তপ্রকার পরম্পরাসম্বন্ধে সমস্ত 'দণ্ডী' সাধ্যকস্থলেই সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'দণ্ড'। এবং তাহা হইলে আর এই 'দণ্ডে' ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব-জ্ঞানের বাধা হইবে না ; কেননা, হেত্বধিকরণে (দণ্ডিসংযোগাধিকরণে) 'তত্তৎ দণ্ডী নাস্তি' এই অভাব পাওয়া যাইবে না, কারণ, স্ববৃত্তিজাত্যাশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে তৎ তৎ দণ্ডাধিকরণ নিখিল দণ্ডীই হইয়া যাইবে, ফলে তত্তদ্দণ্ডীও সকল দণ্ডিসংযোগাধিকরণে থাকিবে বলিয়া কোনো হেত্বধিকরণেই তদ্দণ্ডীর অভাব থাকিবে না। অতএব উক্তরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডী' 'দণ্ড'ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইলে দণ্ডেতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের বাধা না হওয়ায় কারণের বাধা হয় না, ফলে তদবচ্ছিন্ন বা দণ্ডাবচ্ছিন্ন বিধেয়কানুমিতি "দণ্ডিমান্" হইতে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। স্ববৃত্তিদণ্ডত্বজাত্যাশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডী' দণ্ডাবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া দণ্ডাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি "দণ্ডিমান্" হইতে আর কোনো বাধা থাকে না, এবং সমস্ত প্রকার অসুবিধা দূর হয়।

জাগদীশী—কেচিত্তু সাধ্যসাধনভেদেন ব্যাপ্তিগ্রহানুমিত্যোঃ কার্য্যকারণভাবভেদাৎ যত্র দণ্ডত্বাদিবিশিষ্টং সাধ্যতাবচ্ছেদকং তত্র হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবদেকতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যরূপৈব ব্যাপ্তিঃ তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিপ্রযোজিকা, যত্র তু পরম্পরয়া দণ্ডত্বাদিকমেবানুমিতৌ বিধেয়তাবচ্ছেদকং তত্র হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ পরম্পরয়া তদবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যরূপৈব ব্যাপ্তিঃ প্রযোজিকেতি

সামানাধিকরণ্যাংশে দণ্ডাদেঃ প্রবেশাপ্রবেশাভ্যাং দণ্ডিমান্ দণ্ডত্ববত্বানিত্যনুমিত্যোর্দণ্ড্যাদিবিধেয়কত্বনিয়মঃ ইত্যাহুঃ।

অনুবাদ : কেহ কেহ—সাধ্যসাধন ভেদে ব্যাপ্তিগ্রহ (ব্যাপ্তিজ্ঞান) এবং অনুমিতির কার্য্যকারণভাবের ভেদ হয় বলিয়া যেস্থলে দণ্ডত্বাদিবিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদক (অর্থাৎ 'দণ্ড' সাধ্যতাবচ্ছেদক), সেস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম) তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্যরূপই (হইল) ব্যাপ্তি, তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্ন (দণ্ডত্বাদিবিশিষ্টাবচ্ছিন্ন) বিধেয়ক অনুমিতির প্রযোজক (বা কারণ); যেস্থলে অনুমিতিতে পরম্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্বাদি বিধেয়তাবচ্ছেদক, সেস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম (সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম) পরম্পরাসম্বন্ধে তদবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্যরূপই (হইল) ব্যাপ্তি প্রযোজিকা (বা ব্যাপ্তির কারণ, বা ব্যাপ্তিজ্ঞান), ইহাতে সামানাধিকরণ্যে দণ্ডাদির প্রবেশের এবং অপ্রবেশের জন্য "দণ্ডিমান্", "দণ্ডত্ববত্বান্" ইত্যাদি অনুমিতির দণ্ড্যাদি ('দণ্ডী' এবং 'দণ্ডত্ববৎ') বিধেয়কত্ব (সাধ্যকত্ব) হয়; —এরূপ বলেন।

ব্যাখ্যা : "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই অনুমিতি স্থলে দীধিতিকারের মতানুসারে যদি 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব' ধরা যায়, তাহা হইলে "দণ্ডত্ববত্বান্" এইরূপ অনুমিতি হয়, "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতি হয় না; কারণ, 'দণ্ডত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নবিধেয়ক অনুমিতি "দণ্ডত্ববত্বান্" হইবে, কেননা, ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব 'দণ্ডত্বে' থাকিলে তদবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি "দণ্ডিমান্" হয় না, "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতিই স্বাভাবিকভাবে হয়। কিন্তু "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতির প্রসিদ্ধি নাই, "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতিই প্রসিদ্ধ। এইরূপ অসুবিধা নিরাকরণের জন্য জগদীশ বলিলেন যে, দীধিতিকার "দণ্ডত্বাদিকম" ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয় 'আদি' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং এই দ্বিতীয় 'আদি' পদের উদ্দেশ্য হইল যে, 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব' হইতে পারে আবার, স্ববৃত্তিজাত্যাশ্রয়াধিকরণত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্ব হইতে পারে, ফলে "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতির কোনো অসুবিধা হয় না (কেননা, সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ড' হইলে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি "দণ্ডিমান্" স্বাভাবিক-

ভাবেই হইবে)। এইভাবে জগদীশ তর্কালঙ্কার এই অসুবিধাটি দূর করিলেন, এবং দীধিতিকারের বক্তব্যেরও সামঞ্জস্য বিধান করিলেন। কিন্তু, কোনো কোনো নৈয়ায়িক এস্থলে ভিন্ন মত পোষণ করেন; 'কেচিত্তু' গ্রন্থের দ্বারা জগদীশ সেই সমস্ত নৈয়ায়িকদের কথাই বলিতেছেন। তাঁহাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন অনুমিতির ক্ষেত্রে হেতু এবং সাধ্য ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া কার্য্যকারণ-ভাবেরও ভেদ হয়, অর্থাৎ অনুমিতির কারণ হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং কার্য্য হইল অনুমিতি; হেতু-সাধ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অনুমিতির ক্ষেত্রে কার্য্যকারণ-ভাবের ভেদ হয় বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং অনুমিতিরও ভেদ হয়। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অনুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাও ভিন্ন ভিন্ন হইবে, অর্থাৎ পৃথক পৃথক অনুমিতির (কার্য্যের) ব্যাপ্তিজ্ঞানও (কারণ) পৃথক পৃথক হইবে। সেইরূপে, 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব' হওয়ায় একই ব্যাপ্তিজ্ঞানে, অর্থাৎ "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্ট সমানাধি-করণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সমানাধিকরণ্যং" এই ব্যাপ্তিজ্ঞানে "দণ্ডিমান্" ও "দণ্ডত্ববত্বান্" এই যে দুই পৃথক অনুমিতির প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল সেক্ষেত্রে এই সকল নৈয়ায়িকেরা বলেন যে "দণ্ডিমান্" ও "দণ্ডত্ববত্বান্" এই দুই অনুমিতি পৃথক বলিয়া ইহাদের কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাও পৃথক পৃথক হইবে। অর্থাৎ "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতির ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতির ব্যাপ্তিজ্ঞান ভিন্ন, এক নহে। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ এই দুই অনুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা পৃথক পৃথক হইলে "প্রতিযোগ্যসমা-নাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সমানাধিকরণ্যং" এই ব্যাপ্তিজ্ঞানে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব' হওয়ায় তদ্ধর্ম্মাব-চ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি স্বাভাবিকভাবে "দণ্ডত্ববত্বান্" হয়, এবং "দণ্ডিমান্" এই প্রসিদ্ধ অনুমিতির ভান 'দণ্ডত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে হয় না বলিয়া যে অব্যবসের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আর হয় না; অর্থাৎ "দণ্ডিমান্" ও "দণ্ডত্ববত্বান্" এই দুই পৃথক অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান পৃথক বলিয়া স্বীকার করিলে ঐরূপ অব্যবস জনিত অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। 'দণ্ডত্ববিশিষ্ট' সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে, অর্থাৎ 'দণ্ড' সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে (দণ্ডত্ববিশিষ্ট হইল দণ্ড, কারণ দণ্ডেতেই দণ্ডত্ব থাকে বলিয়া দণ্ড হইল দণ্ডত্ববিশিষ্ট), অর্থাৎ

"দণ্ডিমান্" এই অনুমিতিস্থলে ("দণ্ডিমান্" অনুমিতির সাধ্য হইল 'দণ্ডী', এবং স্বাভাবিকভাবে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ড'; সেইজন্যই সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ড' হইলে অনুমিতি হইবে "দণ্ডিমান্") ব্যাপ্তিজ্ঞান হইল "হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং" (গ্রন্থে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" কথাটি উহ্য রাখা হইয়াছে, "যদ্রূপবিশিষ্ট" ইত্যাদি কথার স্থলে "হেতুমন্নিষ্ঠাভাব" ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছে, এবং সংক্ষিপ্তকরণের জন্য "যেন কেনাপি" প্রভৃতি কথার অনুল্লেখ করা হইয়াছে ; ইহাতে বস্তু প্রতিপাদনের এবং বক্তব্যবিষয়ের কোনো ক্ষতি হয় না)। 'হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ' কথার অর্থ হইল হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক তাহা। এস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ অর্থাৎ ভূতলাদিনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্বত্ব, পটত্বত্ব প্রভৃতি ; 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ড', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ডত্ব'। এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক, অর্থাৎ ঘটত্বত্ব, পটত্বত্ব প্রভৃতি 'দণ্ডত্ব' হইতে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন। হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক বা দণ্ডত্ব, এই দণ্ডত্ববিশিষ্টাবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্যই হইল "দণ্ডিমান্" এই অনুমতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্ন বা দণ্ডত্ববিশিষ্টাবচ্ছিন্ন বিধেয়কানুমিতির কারণ বা প্রযোজক। ('দণ্ডত্ববিশিষ্টাবচ্ছিন্ন' অর্থে—দণ্ডত্ববিশিষ্ট হইল 'দণ্ড' এবং তদবচ্ছিন্ন হইল 'দণ্ডী' ; সুতরাং দণ্ডত্ববিশিষ্টাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি বা দণ্ডিবিধেয়কানুমিতি হইল, যে অনুমিতির বিধেয় বা সাধ্য হইল 'দণ্ডী', অর্থাৎ "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতি)।

অপরদিকে, যে অনুমিতিতে বিধেয়তাবচ্ছেদক বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব', অর্থাৎ "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতি স্থলে ('দণ্ডত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে সাধ্য হইবে পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ববৎ' অর্থাৎ দণ্ডী, কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে দণ্ডত্ববিশিষ্ট যে দণ্ড সেই দণ্ড সাধ্য ধরিলে চলিবে না ; 'দণ্ড' সাধ্য হইলে অনুমিতি হইবে "দণ্ডবান্" ; "দণ্ডিমান্" এই কথার মর্ম্মার্থ যদি রক্ষা করিতে হয় এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক যদি 'দণ্ডত্ব' ধরা হয় তাহা হইলে অনুমিতি অবশ্যই "দণ্ডত্ববত্বান্" এবং সাধ্য 'দণ্ডত্ববৎ' করিতে হইবে।

'দণ্ডত্ববৎ' সাধ্য হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'দণ্ডত্ববত্ব', পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ববত্ব' এবং 'দণ্ডত্ব' একই কথা। সুতরাং 'দণ্ডত্ব'কে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিলে সাধ্য ধরিতে হয় 'দণ্ডত্ববৎ', এবং অনুমিতি হয় "দণ্ডত্ববত্বান্"; এই "দণ্ডত্ববত্বান্" এবং "দণ্ডিমান্" কথার মর্ম্মার্থ একই।) ব্যাপ্তিজ্ঞান হইল "হেতুমন্নিষ্টাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ পরম্পরয়া তদবচ্ছিন্ন-সামানাধিকরণ্যং"; এই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইল "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতির প্রযোজক বা কারণ। এস্থলে 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ' কথার অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক। হেতুমন্নিষ্ঠ বা ভূতলাদিনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ডত্ব'; এই 'দণ্ডত্ব' ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন; এই 'দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন পরম্পরয়া যেন কেনাপি সমং', অর্থাৎ যে কোনো দণ্ডবতের সহিত, হেতুর সামানাধিকরণ্যই হইল এস্থলে ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতির কারণ বা প্রযোজক। এইরূপে এই উভয়ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞানে সামানাধিকরণ্যাংশে এক স্থানে দণ্ডের প্রবেশ হয়, এবং অপর স্থানে দণ্ডত্ববতের প্রবেশ হয়, বা এক স্থানে দণ্ডের প্রবেশ, এবং অপর স্থানে দণ্ডের অপ্রবেশ হয়; অর্থাৎ "দণ্ডিমান্" অনুমিতি স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সামানাধিকরণ্যাংশে দণ্ডের প্রবেশ, এবং "দণ্ডত্ববত্বান্" অনুমিতি স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সামানাধিকরণ্যাংশে দণ্ডের অপ্রবেশ হয়। উভয় ব্যাপ্তিজ্ঞান এইরূপ ভিন্ন হওয়ায় "দণ্ডিমান্" এবং "দণ্ডত্ববত্বান্" এই ভিন্ন প্রকার অনুমিতি হইতেও বাধা থাকে না; এই উভয় প্রকার অনুমিতির বিধেয় বা সাধ্য এক স্থলে ("দণ্ডিমান্" স্থলে) হইল 'দণ্ডী', এবং অপর স্থলে ("দণ্ডত্ববত্বান্" স্থলে) হইল 'দণ্ডত্ববৎ'।

এইরূপ দুইটি ভিন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা "দণ্ডিমান্" ও "দণ্ডত্ববত্বান্" এই দুই পৃথক অনুমিতি উপপন্ন হয় তাহা ঠিক। কিন্তু, একটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে থাকিয়া যায়; তাহা হইল, "দণ্ডিমান্" স্থলে হেত্বধিকরণে চালনীয়ন্যায় অনুসারে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব ধরিয়া নিখিল দণ্ডীরই অভাব থাকিয়া যাওয়ায় যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা "দণ্ডিমান্" স্থলে যে বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উল্লেখ এস্থলে করা হইল তদ্দারা নিবারিত হয় না, অর্থাৎ "দণ্ডিমান্" স্থলে এই বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রয়োগ সত্ত্বেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিয়া যায়। সুতরাং, প্রশ্ন হইল যে—ইহাতে বিশেষ কি ফল-

লাভ হইল ? বরং, অধিকন্তু বিভিন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে গৌরব দোষই উপস্থিত হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতিতে চালনীন্যায় অনুসারে হেত্বধিকরণে নিখিল দণ্ডীর অভাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তি হয় তাহা এই বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা অবশ্যই নিবারিত হয় না, কিন্তু, "দণ্ডিমান্" স্থলে এই বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উল্লেখের দ্বারা একটি সুবিধা হয়, তাহা হইল, "রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমত্বান্ রূপাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা ছিল তাহা ইহার দ্বারা নিবারিত হইয়া যায় ; দীধিতি গ্রন্থের প্রথম 'আদি' পদের দ্বারা তাহা নিবারণের প্রয়োজন হইবে না। "দণ্ডিমান্" অনুমিতি স্থলে যে বিশেষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইল—"হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক তদ্বিশিষ্টাবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্য"। "রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমত্বান্ রূপাৎ" স্থলে সাধ্য হইল 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমৎ', সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতি', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিত্ব' ; হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতি এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইল নীলত্বত্ব, পীতত্বত্ব প্রভৃতি। 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতি'ত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক নীলত্বত্ব, পীতত্বত্ব প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন। কারণ, জাতিত্ব হইল জাতির ধর্ম্ম, 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিত্ব' হইল 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতির' ধর্ম্ম, আর নীলত্বত্ব, পীতত্বত্ব প্রভৃতি হইল নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতির ধর্ম্ম, সেজন্য 'রূপত্বন্যূনবৃত্তিজাতিত্ব' নীলত্বত্ব পীতত্বত্ব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। ফলে লক্ষণ ঠিক থাকে এবং অব্যাপ্তিটি বারণ হইয়া যায়।

জাগদীশী—যত্তু, দণ্ডত্বধর্ম্মিকনিরুক্তানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানস্যৈব কার্য্যতাবচ্ছেদকং দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিত্বমিত্যনুমিতের্দণ্ডপ্রকারকত্বং নানুপপন্নং ইতি তত্তুচ্ছং, পরম্পরয়া দণ্ডত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিত্বস্যাপি তাদৃশজ্ঞানকার্য্যতাবচ্ছেদকতয়া সর্ব্বদৈব দণ্ডিমান্ দণ্ডত্ববান্ ইতি উভয়াকারানুমিত্যাপত্তেঃ, উভয়ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্যৈব সামগ্রীসত্বাৎ ইতি দিক্। অপরে তু নোক্তব্যাপ্তিজ্ঞানং দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ

ইত্যাদ্যনুমিতৌ হেতুঃ, কিন্তু বক্ষ্যমাণমন্যোহন্যাভাবঘটিতব্যাপ্তিজ্ঞানম্, অতএব যথাযথমিত্যাদিগ্রন্থোঽপি সঙ্গচ্ছতে ইত্যাহুঃ।

অনুবাদঃ যাঁহারা—দণ্ডত্বধর্ম্মিক পূর্ব্বোক্ত (পূর্ব্বোক্ত অর্থে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতা) অনবচ্ছেদকত্বজ্ঞানেরই (অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানেরই) কার্য্যতাবচ্ছেদক (হইল) দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিত্ব, (এবং) এই অনুমিতিতে দণ্ডত্বপ্রকারকত্ব অনুপপন্ন হয় না—এরূপ বলেন, তাঁহাদের মত তুচ্ছ; (কারণ) পরম্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিত্বেরও তাদৃশ জ্ঞানকার্য্যতাবচ্ছেদকতা থাকায় সর্ব্বদাই "দণ্ডিমান্" "দণ্ডত্ববত্বান্" এই উভয়াকার অনুমিতির আপত্তি হয়; উভয়ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেরই সামগ্রী থাকায় (এরূপ হয়), এইরূপ দিগ্‌দর্শন করা যায়। অপরে—উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান (অর্থাৎ পূর্বোক্ত মূল দীধিতিকৃত ব্যাপ্তিজ্ঞান) "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" ইত্যাদি অনুমিতিতে হেতু (কারণ) নয়, কিন্তু বক্ষ্যমাণ (অর্থাৎ ভবিষ্যতে বা অগ্রে বলা হইবে এরূপ) অন্যোন্যাভাবঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞান (ইহার কারণ বা হেতু, অর্থাৎ "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই অনুমিতির কারণ বা হেতু), অতএব 'যথাযথ' ইত্যাদি গ্রন্থও সঙ্গতি সম্পন্ন হইবে—এরূপ বলেন।

ব্যাখ্যাঃ "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং" এই ব্যাপ্তিজ্ঞানে "দণ্ডিমান্ দণ্ডিযোগাৎ" অনুমিতি স্থলে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক দীধিতিমতে পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব' হইলে অনুমিতিটি "দণ্ডিমান্" না হইয়া "দণ্ডত্ববত্বান্" হয়; কিন্তু, "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতিই প্রসিদ্ধ, ইহা অস্বীকার করিলে অস্বরস হয়। এই প্রসঙ্গে অনেকের মত আলোচনা করা হইয়াছে। এখন অন্য একদল নৈয়ায়িকদের মতামত এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতেছে। কোনো কোনো নৈয়ায়িক এ প্রসঙ্গে বলেন যে, দণ্ডত্বধর্ম্মিক পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানেরই কার্য্যতাবচ্ছেদক হইবে দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্ন বিধেয়ক অনুমিতিত্ব, এবং তাহাতে দণ্ডত্বপ্রকারকত্ব অনুপপন্ন হয় না। হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব হইল ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব; দণ্ডত্বধর্ম্মিক হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব কথার অর্থই হইল দণ্ডত্বধর্ম্মিক ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব, অর্থাৎ যেস্থলে 'দণ্ডত্ব' হইল ব্যাপকতাবচ্ছেদক।

ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হইল অনুমিতির কারণ, অনুমিতি হইল ব্যাপকতাবচ্ছেদকতাজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং কার্য্যতাবচ্ছেদক হইল অনুমিতিত্ব। এখন, 'দণ্ডত্ব'ধর্ম্মিক ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব হইলে, অর্থাৎ 'দণ্ডত্বে' ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব থাকিলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'দণ্ডত্ব', কারণ 'দণ্ডত্বে' ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব থাকার অর্থই হইল 'দণ্ডত্বে' হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব আছে। হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাহাই ব্যাপ্তির লক্ষণের বক্তব্য বিষয়; দণ্ডত্বে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব থাকার অর্থই হইল 'দণ্ডত্ব' হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন, সুতরাং 'দণ্ডত্ব' হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক। 'দণ্ডত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলে অনুমিতি হয় "দণ্ডত্ববত্বান্"। গ্রন্থে যে 'দণ্ডত্বধর্ম্মিকনিরুক্তানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান' কথাটি আছে তাহার অর্থ হইল "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতির কারণস্বরূপ ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান। "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতির কারণস্বরূপ ব্যাপকতাবচ্ছেদকতাজ্ঞানই হইল ঐ অনুমিতির কারণস্বরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানই হইল প্রকারান্তরে ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই সকল নৈয়ায়িকগণ, অর্থাৎ 'যত্তু' কথার দ্বারা উদ্দিষ্ট নৈয়ায়িকগণ বলেন যে "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানেরই কার্য্যতাবচ্ছেদক হইল দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিত্ব। দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতি হইল "দণ্ডিমান্", দণ্ডিত্ব ও দণ্ড একই, তদবচ্ছিন্ন হইল দণ্ডী, 'দণ্ডী' বিধেয়ক অনুমিতি হইল "দণ্ডিমান্"। কার্য্যতাবচ্ছেদক হইল অনুমিতিত্ব। বক্তব্য হইল যে, "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানই "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতিরও কারণ। "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতির সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'দণ্ড'; এই দণ্ডেতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব না থাকিলেও ক্ষতি নাই, দণ্ডত্বে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের দ্বারাই "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতি হইবে। ফলে, "দণ্ডিমান্" অনুমিতিতে দণ্ডত্বপ্রকারকত্বের অনুপপত্তি হয় না, অর্থাৎ 'দণ্ড' যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাহা উপপন্ন হয়। এই সকল নৈয়ায়িকদের বক্তব্য হইল যে, একই ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা "দণ্ডত্ববত্বান্" এবং "দণ্ডিমান্" এই দুই প্রকার অনুমিতি হয়, বা এই দুই প্রকার অনুমিতির কারণ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই প্রকার বক্তব্যের উপরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এই মত তুচ্ছ। কারণ, দুই প্রকার অনুমিতির কারণ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে সর্ব্বদাই "দণ্ডত্ববত্বান্"

এবং "দণ্ডিমান্" এই দুই প্রকার অনুমিতিই যুগপৎ হইবে। কেননা, 'দণ্ডত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিত্বে'রই, অর্থাৎ "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতিতে আছে যে অনুমিতিত্ব তাহারই উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের অর্থাৎ 'দণ্ডত্বধর্ম্মিক-নিরুক্তানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদকত্ব থাকে। কিন্তু "দণ্ডিমান্" অনুমিতির কারণও যদি ঐ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় তাহা হইলে "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতিতেও উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের, অর্থাৎ দণ্ডত্বধর্ম্মিকনিরুক্তানবচ্ছেদকত্ব-জ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদকত্ব থাকিয়া যায়; ফলে একই সঙ্গে "দণ্ডত্ববত্বান্" ও "দণ্ডিমান্" এই উভয়প্রকার অনুমিতি সর্ব্বদাই হইবে। দুই প্রকার অনুমিতির কারণ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে "দণ্ডত্ববত্বান্" স্থলে 'দণ্ডত্ব'-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সামগ্রী এবং "দণ্ডিমান্" স্থলে 'দণ্ড'ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সামগ্রী ব্যাপ্তিজ্ঞানের মধ্যে থাকিয়া যায়। অর্থাৎ একই ব্যাপ্তিজ্ঞান দুই প্রকার অনুমিতিরই কারণ হইলে 'দণ্ডত্ব' এবং 'দণ্ড' এতদুভয়ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেরই সামগ্রী (অর্থাৎ উভয়প্রকার অনুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা) তাহাতে থাকিয়া যায়, এবং তাহাতেই "দণ্ডত্ববত্বান্" এবং "দণ্ডিমান্" এই উভয়-প্রকার অনুমিতিই সর্ব্বদাই যুগপৎ উপস্থিত হয়। এই প্রকার অসুবিধা বা আপত্তি হয় বলিয়াই জগদীশ বলিলেন যে, এই মত তুচ্ছ, অর্থাৎ ইহা গ্রহণ-যোগ্যই নহে।

এ সম্পর্কে অপর একদল নৈয়ায়িক অন্য মত পোষণ করেন। 'অপরে তু' গ্রন্থের দ্বারা তাঁহাদের কথাই বলা হইতেছে। 'অপরে তু' গ্রন্থের দ্বারা যে সমস্ত নৈয়ায়িকদের ইঙ্গিত করা হইতেছে তাঁহাদের বক্তব্য হইল যে "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই অনুমিতিতে উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ নয়। উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান, অর্থাৎ "যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মঃ তদ্ধর্ম্ম'াবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং" ইত্যাদি যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব' ধরিলে অনুমিতি "দণ্ডিমান্" না হইয়া "দণ্ডত্ববত্বান্" হইবে। উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতির কারণ হয় না; কেননা, 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ড' না হইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে হয় 'দণ্ডত্ব'। সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ডত্ব' হইলে উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান "দণ্ডত্ববত্বান্" এই অনুমিতির কারণ। তখন প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতির কারণ কি? অর্থাৎ "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতির কারণস্বরূপ

ব্যাপ্তিজ্ঞানটি কি? ইহার উত্তরে এই সকল নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতির কারণ হইল অন্যোন্যাভাবঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞান। বর্তমানে আলোচ্য যে সামান্যমুখী ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতির কারণ নয়। অন্যোন্যাভাবঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞানই হইল "দণ্ডিমান্" এই অনুমিতির কারণ। এই অন্যোন্যাভাবঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইবে।

জাগদীশী—নব্যাস্তু দণ্ডিমান্ ইতি অনুমিতৌ ন সংযোগেন দণ্ড্যাদেঃ প্রকারকত্বং কিন্তু স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধেন। ন চৈবম্ অনুভবাপলাপাপত্তিরিতি বাচ্যম্; দীধিতিকৃম্মতেঽপি দণ্ডস্য সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিধয়া সংযোগস্য চ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসংসর্গবিধয়াবগাহিতাদ্বয়াপলাপাপত্তেঃ। (এবঞ্চ দণ্ডত্বমিত্যত্র ভাবার্থো ন বিবক্ষিতঃ। পরম্পরাসম্বন্ধং—তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ। তথা চ দণ্ড এব সাধ্যতাবচ্ছেদকঃ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ইতি প্রতিযোগিতায়া বক্ষ্যমাণসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ববিশেষণাদেব নাব্যাপ্তিরিতি) প্রাহুঃ।

অনুবাদ: নব্যগণ কিন্তু—"দণ্ডিমান্" এই অনুমিতিতে সংযোগসম্বন্ধে দণ্ড্যাদি প্রকার হয় না, কিন্তু, স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধে (হয়)। ইহাতে অনুভবের অপলাপাপত্তি হয় এরূপ কথা বলা যায় না; (কারণ) দীধিতিমতেও দণ্ডের সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম বিষয়ে এবং সংযোগের (সংযোগসম্বন্ধের) সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ বিষয়ে যে দুইটি (বিষয়) গ্রহণ করা হইয়াছে (তাহাতে) অপলাপাপত্তি হয়। (এরূপ হইলে 'দণ্ডত্ব' ইত্যাদিতে ভাবার্থ উল্লেখযোগ্য নহে। 'পরম্পরাসম্বন্ধ' কথার অর্থ হইল তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। সুতরাং দণ্ডই সাধ্যতাবচ্ছেদক, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক, এই প্রতিযোগিতাতে বক্ষ্যমাণ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ থাকার জন্যই অব্যাপ্তি হয় না;)—এইরূপ উত্তম কথা বলেন।

ব্যাখ্যা: "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই অনুমিতিতে নব্য নৈয়ায়িকগণ

ভিন্ন মত পোষণ করেন। দীধিতিমতে এই অনুমিতিতে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক-সম্বন্ধ হইল স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধ। কিন্তু নব্যগণ ইহা স্বীকার না করিয়া বলিতেছেন যে 'স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব' এবং 'সংযোগ' ইহার কোনোটিকেই সাধ্যতা-বচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ না ধরিয়া 'স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসম্বন্ধ'কে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ধরিলে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না, এবং সঙ্গতিও রক্ষা হইবে। নব্যগণের মতে "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" অনুমিতি স্থলে স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসম্বন্ধ'কে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ধরিলে, অর্থাৎ সাধ্য বা 'দণ্ডী' 'স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসম্বন্ধে' থাকিলে ভূতলে বা পক্ষে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব ধরিয়া চালনীয়ন্যায় অনুসারে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা আর হয় না। 'স্ব' অর্থে 'দণ্ডী', এই দণ্ডিবৃত্তি পুরুষত্ব সকল পুরুষেরই পুরুষত্ব, অর্থাৎ সকল পুরুষেই সেই পুরুষত্ব থাকে ; তদবচ্ছিন্ন অধিকরণ, অর্থাৎ সেই পুরুষত্বা-বচ্ছিন্ন-অধিকরণ যে স্থলে পুরুষ থাকে সেই স্থলই হইবে, অর্থাৎ যে কোনো পুরুষাধিকরণ স্থলই স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণ হইবে। এই সম্বন্ধে, অর্থাৎ স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধে সাধ্যকে বা 'দণ্ডী'কে ধরিলে তৎতৎ দণ্ডীর অভাব আর কোথাও ধরা যায় না ; কারণ, তৎ তৎ দণ্ডীতে যে পুরুষত্ব থাকে তাহা এতদ্দণ্ডীতেও থাকে, ফলে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব আর এতদ্দণ্ডীর অধিকরণে থাকে না। অর্থাৎ, স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা-নিরূপিত যে আধেয়, অর্থাৎ 'দণ্ডী', তাহা সমস্ত দণ্ডিব্যক্তিই হইয়া যায়, এবং কোনো বিশেষ দণ্ডিব্যক্তির অধিকরণে অপর দণ্ডিব্যক্তির অভাব সেজন্য আর ধরা যায় না। ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

এখন, এইরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ স্বীকার অনুভব বিরুদ্ধ এমন কথা বলা যায় না ; কেননা, এই সম্বন্ধ স্বীকারে অনুভবের আলাপ হয় বলিলে দীধিতি-মতে এইরূপ দুইটি আলাপ হইয়াছে বলিতে হয়। কারণ, দীধিতিকার "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" অনুমিতি স্থলে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক পরম্পরাসম্বন্ধে করিলেন 'দণ্ডত্ব', কিন্তু স্বাভাবিকভাবে উক্ত অনুমিতি স্থলে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় 'দণ্ডিত্ব' বা 'দণ্ড'। সুতরাং, 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ড' না ধরিয়া 'দণ্ডত্ব' ধরায় অনুভবের অপলাপ হইল। দ্বিতীয়তঃ, সাধ্যতাবচ্ছেদক 'দণ্ড' হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক-

সম্বন্ধ হয় সংযোগ ; কিন্তু দীধিতিকার সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ করিলেন স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব, অর্থাৎ 'দণ্ডত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদকটি স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, ইহাই দীধিতিকারের বক্তব্য। ইহাতে দ্বিতীয়বার অনুভবের অপলাপ হয়। স্বয়ং দীধিতিকার যদি এইরূপ দুইটি অনুভব বিরুদ্ধ বিষয় স্বীকার করেন এবং তাহা দোষের না হয়, তাহা হইলে 'স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধ' স্বীকারে একটি মাত্র অনুভব বিরুদ্ধ কথা উপস্থিত হইলে তাহা দোষাবহ হইবে কেন? ইহা সঙ্গতই হইবে। সুতরাং, পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডত্ব'কে সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। পরম্পরাসম্বন্ধে 'দণ্ডী' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক যে 'দণ্ডত্ব' তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে। 'পরম্পরাসম্বন্ধ' কথার অর্থ হইল পরম্পরাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। সুতরাং 'দণ্ড'ই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ; এবং তাহা হইলে, এই অনুমিতিতে হেতুমন্নিষ্ঠ যে অভাব, অর্থাৎ ভূতলে আছে যে অভাব, যথা ঘটপটাদির অভাব, সেই অভাবের পরম্পরাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তদবচ্ছিন্ন যে কোনো সাধ্যের সহিত হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। এই সকল নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে পরম্পরাসম্বন্ধ হইল 'স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধ'। আলোচ্য অনুমিতি স্থলে ভূতলনিষ্ঠ অভাবের স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধে প্রতিযোগিতা তৎ তৎ দণ্ডীতে থাকিবে না, ঘটপটাদিতে থাকিবে, ফলে স্ববৃত্তিপুরুষত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'দণ্ড' হইবে না, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইবে ; সুতরাং, 'দণ্ড' অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হইল। তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল এস্থলে 'দণ্ডী', এই দণ্ডীই হইল সাধ্য ; এই সাধ্যের সহিত হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ এস্থলে দণ্ডিসংযোগের সামানাধিকরণ্য ভূতলে আছে। সুতরাং লক্ষণ ঠিক থাকে। নব্যগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের এইরূপ কথা খুবই উত্তম কথা, অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত কথা। জগদীশও ইহা স্বীকার করেন।

দীধিতি—ইত্থঞ্চ ইদং দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্ত্বাদিত্যাদৌ সত্ত্বাত্মধিকরণগুণাদিনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেঽপি দ্রব্যত্বাদেঃ নাব্যাপ্তিঃ, সাধনস্য বিশিষ্টসত্ত্বাদের্গুণাদাববৃত্তেঃ।

অনুবাদ: এবং এইরূপ "ইদং দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সত্তাধিকরণে গুণাদিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যত্বাদির অব্যাপ্তি হয় না। (কারণ) বিশিষ্টসত্তারূপ হেতু গুণাদিতে বৃত্তি হয় না।

ব্যাখ্যা: দীধিতিকার গঙ্গেশের মূল ব্যাপ্তির লক্ষণের মধ্যে 'যদ্রূপ-বিশিষ্ট' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন ; এখন 'যদ্রূপবিশিষ্ট' কথাটি প্রয়োগের সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্য দীধিতিকার একটি স্থল নির্দ্দেশ করিতেছেন। স্থলটি হইল "ইদং দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্ত্বাৎ" ; এই স্থলে 'ইদং' হইল পক্ষ, 'দ্রব্যত্ব' হইল সাধ্য এবং 'গুণকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্ত্বাৎ' হইল হেতু। বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা অনতিরিক্ত বলিয়া এই অনুমিতি স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কারণ, কেবলসত্তার অধিকরণ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম হওয়ায় তাহারাও (গুণ, কর্ম্ম) সত্তাধিকরণ হয়, ফলে তাহারাও (গুণ, কর্ম্ম) গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ হইয়া যায়, কেননা, বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তা হিসাবে অভিন্ন এবং অনতিরিক্ত। এখন, গুণকর্ম্মে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে দ্রব্যত্বের অভাব সকল সময়েই আছে, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগী হইবে 'দ্রব্যত্ব' ; ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগী এবং সাধ্য এক হইয়া যায় বলিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্য আর হয় না, সুতরাং অব্যাপ্তি হয়। দীধিতিকার বলিতেছেন যে, এই অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না যদি হেতুমন্নিষ্ঠাভাব না বলিয়া যদ্রূপবিশিষ্ট অর্থাৎ যদ্ধর্ম্মাব-চ্ছিন্ন অধিকরণনিষ্ঠ অভাব বলা হয় ; অর্থাৎ হেত্বধিকরণকেও তদ্রূপবিশিষ্ট বা তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণরূপে গ্রহণ করা যায়। এস্থলে হেতু হইল 'গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্টসত্তা', এই বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা দ্রব্যেই থাকিবে, গুণ-কর্ম্মে থাকিবে না। দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে কেবল সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা থাকিলেও 'যদ্রূপ' পদে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বিশিষ্টসত্তাত্ব হওয়ায় তদ্রূপাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা গুণ-কর্ম্মে থাকিবে না, কেবলমাত্র দ্রব্যেই থাকিবে, এবং তাহা হইলে বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ শুধু-

মাত্র দ্রব্যই হইবে। এরূপ হইলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব বলিতে গুণ-কর্ম্মে দ্রব্যত্বের অভাব আর ধরা যাইবে না, কেননা, হেত্বধিকরণ হইয়া যাইবে দ্রব্য। দ্রব্যে দ্রব্যত্বের অভাব থাকে না, গুণত্বাদির অভাব থাকে; এই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগী যাহা, তাহা দ্রব্যত্ব বা সাধ্য হইতে ভিন্ন, সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণ ঠিক থাকে, অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না।

এইরূপে দীধিতিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির মূল লক্ষণে 'যদ্রূপ-বিশিষ্ট' শব্দ নিবেশ করার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলেন।

জাগদীশী—যদ্রূপবিশিষ্টস্য ইতস্য ফলমাহ ইত্থঞ্চেতি। চ অবধারণে, ইত্যাদৌ, ইত্যাদিন্যায়স্থলীয়হেতৌ, তথাচ ন্যায়ঃ পক্ষ-নির্দ্দেশং বিনা ন স্যাদিত্যত ইদং পদেন তন্নির্দ্দেশঃ। এবমগ্রেঽপি। যত্তু দ্রব্যে ধর্ম্মিণি তাদাত্ম্যেন গুণকর্ম্মণোঃ সাধ্যতাভ্রমং নিরসিতুমিদ-মিতি পক্ষনির্দ্দেশঃ ইতি তন্মন্দম্। এবমপি ইদত্ত্ববিশিষ্টদ্রব্যে গুণ-কর্ম্মণোঃ সাধ্যতা ভ্রমস্যানিরাকরণাদিতি। প্রতিযোগিত্বেঽপীতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বেঽপীত্যর্থঃ। গুণাদাববৃত্তেরিতি গুণা-দাবভাবাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বং ন গুণস্যেতি ভাবঃ।

অনুবাদঃ 'ইত্থঞ্চ' এই কথায় 'যদ্রূপবিশিষ্ট' এই কথার ফল বলা হইতেছে; 'চ' শব্দ অবধারণে (প্রয়োগ করা হইয়াছে)। 'ইত্যাদৌ' শব্দে ইত্যাদি বা এইরূপ ন্যায়স্থলীয় হেতুতে (এইরূপ বলা হইতেছে); ন্যায় পক্ষনির্দ্দেশ বিনা হয় না; সুতরাং 'ইদং' পদের দ্বারা তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। পরেও এইরূপ করা হইবে। দ্রব্যধর্ম্মিতে গুণকর্ম্মের তাদাত্ম্যের দ্বারা সাধ্যতাভ্রম নিরসনের জন্য 'ইদম্' এই পক্ষনির্দ্দেশ, এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ঠিক নহেন। (কারণ) এইরূপ 'ইদং বিশিষ্টদ্রব্যে'ই কিন্তু গুণকর্ম্মের সাধ্যতাভ্রম নিরাকরণ হয় না। 'প্রতিযোগিত্বেঽপি' এই কথার অর্থ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বেঽপি'। 'গুণাদাববৃত্তেঃ' কথার অর্থ

"গুণাদাবভাবাৎ' (অর্থাৎ—গুণাদিতে অবৃত্তি হওয়ার জন্য, এইরূপ কথার অর্থ গুণাদিতে অভাব হয় বলিয়া)। সুতরাং গুণের হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্ব নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

ব্যাখ্যা ঃ জগদীশ বলিতেছেন যে, রঘুনাথ যে গঙ্গেশের মূল ব্যাপ্তির লক্ষণে 'যদ্রূপবিশিষ্ট' শব্দটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহার সার্থকতা এবং ফল নির্দ্দেশ করার জন্যই 'ইত্থঞ্চ' ইত্যাদিরূপ গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। 'চ' শব্দ, অর্থাৎ ইত্থং + চ, এই 'চ' শব্দ 'অবধারণ' অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। দীধিতিকারের ইত্থঞ্চ গ্রন্থে যে 'ইত্যাদৌ' শব্দ আছে, অর্থাৎ "...সত্বাদিত্যাদৌ" ইহাতে যে 'ইত্যাদৌ' শব্দ আছে তাহার অর্থ হইল ইত্যাদি ন্যায়স্থলীয় হেতুতে; অর্থাৎ "ইদং দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্বাৎ" ইত্যাদি ন্যায় বা অনুমিতিতে যে হেতু, অর্থাৎ এস্থলে 'গুণকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্বাৎ' এই যে হেতু, সেই হেতুতে। এবং দীধিতিগ্রন্থে যে 'ইদং' পদটি আছে তাহা পক্ষ নির্দ্দেশক। পরার্থানুমানে ন্যায় প্রয়োগ করিয়া বুঝাইতে হয়; ন্যায় শব্দের বাচ্য হইল প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পঞ্চাবয়ব বাক্য। এই পাঁচটি বাক্য প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমেই পক্ষ নির্দ্দেশ করিতে হয়। পক্ষ নির্দ্দেশ না করিলে ন্যায় যথাযথ হয় না বলিয়া পক্ষ নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন; 'ইদং' পদের দ্বারা তাই পক্ষ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। অর্থাৎ "ইদং দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্বাৎ" এই ন্যায় স্থলে 'ইদং' পক্ষ, 'দ্রব্যত্ব' সাধ্য, এবং 'গুণকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্বাৎ' হইল হেতু। অগ্রেও এইরূপ হইবে, অর্থাৎ পরবর্ত্তী অন্যান্য অনুমিতি স্থলেও 'ইদং' প্রভৃতি পদের দ্বারা এইরূপে পক্ষ নির্দ্দেশ করা হইবে। কেহ কেহ এ সম্পর্কে বলেন যে, 'গুণকর্ম্ম'কে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য এবং 'দ্রব্য'কে পক্ষ ধরিয়া যদি কেহ ভ্রম করে তজ্জন্যই এই 'ইদং' পদ বিশেষরূপে প্রয়োগ করিয়া সেই ভ্রমের আশঙ্কা নিবারণ করা হইয়াছে—কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ কথা মন্দ, অর্থাৎ ঠিক নহে। কারণ, ভ্রমবশতঃ গুণকর্ম্মকে সাধ্য এবং দ্রব্যকে পক্ষ ধরিলে সেইরূপ ভ্রম আরও হইতে পারে, যথা, ভ্রমবশতঃ 'ইদং দ্রব্যং'কে পক্ষ এবং 'গুণকর্ম্ম'কে সাধ্য ধরাও অসম্ভব নহে, অতএব এবম্প্রকার ভ্রম নিরসনের জন্য 'ইদং' পদের প্রয়োগ এরূপ বলা যাইতে পারে না। সেইজন্যই জগদীশ বলিতেছেন যে এ সকল কল্পনা ঠিক নহে, অযথার্থ। সেইজন্যই পক্ষ নির্দ্দেশ ব্যতীত ন্যায় সম্পূর্ণ হয় না বলিয়াই 'ইদং' পদের প্রয়োগ—পরেও এইরূপ প্রয়োগ হইবে,

ইহাই যথার্থ। দীধিতিগ্রন্থে 'প্রতিযোগিত্ব' কথার অর্থ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব', সুতরাং গ্রন্থে প্রতিযোগিত্ব থাকা সত্বেও ইহার অর্থ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব' বুঝিতে বা ধরিতে হইবে। 'গুণাদাববৃত্তে' অর্থাৎ গুণাদিতে না থাকায়, ইহার অর্থ 'গুণাদাববভাবাৎ' অর্থাৎ গুণাদিতে না থাকার জন্য, এরূপ অর্থ ধরিতে হইবে। সুতরাং, গুণের হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্ব হয় না—ইহাই অর্থ। অর্থাৎ, বক্তব্য হইল, "ইদং দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্বাৎ" স্থলে বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা অনতিরিক্ত বলিয়া হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ সত্তা বলিতে কেবলসত্তাকে হেতু ধরিয়া তদধিকরণ গুণকর্ম্মে তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব দ্রব্যত্বে অর্থাৎ সাধ্যে থাকিয়া যায় বলিয়া যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় তাহা আর হয় না; কারণ, হেতু অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তা (বিশিষ্টসত্তাকে হেতু ধরিয়া) গুণাদিতে অবৃত্তি হয়, বা গুণাদিতে বিশিষ্টসত্তার অভাব থাকে; কেননা, বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ হইল শুধুমাত্র দ্রব্য, এবং সেইজন্যই গুণাদিতে দ্রব্যত্বের অভাব থাকে; ফলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ, অর্থাৎ দ্রব্যনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিত্ব, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব দ্রব্যত্বে থাকে না, এবং তাহা হইলেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না। 'যদ্রূপবিশিষ্ট' শব্দ প্রয়োগের ফলেই এই অব্যাপ্তিটি দূর হইল। হেতু 'যদ্রূপবিশিষ্ট' বা যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, হেত্বধিকরণও তদ্রূপবিশিষ্টের বা তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অধিকরণ হইলে এতাদৃশ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। হেতু এস্থলে 'গুনকর্ম্মান্যত্বে সতি সত্তা', অর্থাৎ গুণকর্ম্ম-ভিন্নত্ব বিশিষ্টসত্তা; হেতু যেরূপ বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্ন হইল, হেত্বধিকরণও সেইরূপ বিশিষ্টধর্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণ হইল, অর্থাৎ হেত্বধিকরণ হইল শুধুমাত্র দ্রব্য, এবং তজ্জন্য অব্যাপ্তি হইল না। দীধিতিকার এইভাবে তাঁহার গ্রন্থে 'যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব' ইত্যাদি কথার মধ্যে যে 'যদ্রূপবিশিষ্ট' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার সার্থকতা দেখাইলেন।

জাগদীশী—যত্তপ্যবশ্যং কৃপ্তাভিঃ পর্ব্বতত্বচত্বরত্বাদি তত্তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট-তত্তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্নাধিকরণতাব্যক্তিভিরেব ধূমবানিতি প্রত্যয়োপপত্তৌ

ধূমত্বাত্তবচ্ছিন্নাধিকরণত্বে মানাভাবাৎ বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ। হেতুতাবচ্ছেদকীভূতধূমত্বাত্তবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাপ্রসিদ্ধেঃ।

অনুবাদ ঃ পর্ব্বতত্ব, চত্বরত্বাদি তৎ তৎ ধর্ম্মবিশিষ্ট তৎ তৎ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাব্যক্তি (আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতাব্যক্তি) অবশ্য স্বীকার্য, (এবং) তদ্দ্বারাই ধূমবান্ এই প্রত্যয়ের উপপত্তি হওয়াতে ধূমত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণত্বে (আধেয়তানিরূপিত অধিকরণত্বে) প্রমাণাভাব হয় বলিয়া "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি হয়। (কারণ) হেতুতাবচ্ছেদকীভূত ধূমত্বাত্তবচ্ছিন্ন অধিকরণত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়।

ব্যাখ্যা ঃ জগদীশ এস্থলে একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন। পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতিতে ধূম থাকে ; এই পর্ব্বতীয় ধূম, গোষ্ঠীয় ধূম, চত্বরীয় ধূম, মহানসীয় ধূম প্রভৃতি ইহারা পরস্পর ভিন্ন ; কেননা, পর্ব্বতীয় ধূম পর্ব্বতীয়ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট, গোষ্ঠীয় ধূম গোষ্ঠীয়ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট, চত্বরীয় ধূম চত্বরীয়ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট, মহানসীয় ধূম মহানসীয়ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট ইত্যাদি। এখন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া যে 'ধূমবান্ পর্ব্বতঃ' এই প্রতীতি হয়, অর্থাৎ কোনো বিশেষ স্থলে ধূম দেখিয়া তাহা ধূমবান্ বলিয়া যে প্রতীতি হয় সেই প্রতীতির নিয়ামক কি ? পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া যে 'ধূমবান্' প্রতীতি হয় সেই প্রতীতির নিয়ামক হইল 'পর্ব্বতীয় ধূমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা' ; সেইরূপ 'গোষ্ঠীয় ধূমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা' হইল 'ধূমবান্ গোষ্ঠঃ' ; এই প্রতীতির নিয়ামক ইত্যাদি। চত্বরে 'পর্ব্বতীয় ধূমবান্, এই প্রতীতি হয় না' ; মহানসে 'চত্বরীয় ধূমবান্' এই প্রতীতি হয় না ; এইভাবে ভিন্ন অধিকরণে তৎ তৎ ধূমবান্ প্রতীতি বারণের জন্য তৎ তৎ, অর্থাৎ 'পর্ব্বতীয় ধূমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তানিরূপিত 'অধিকরণতা' 'পর্ব্বতীয় 'ধূমবান্' এই প্রতীতির নিয়ামক, 'চত্বরীয় ধূমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা' 'চত্বরীয় ধূমবান্' এই প্রতীতির নিয়ামক ইত্যাদিরূপ বলিতে হইবে ; এইভাবে তৎ তৎ আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতার দ্বারাই, অর্থাৎ পর্ব্বতীয়ত্বাদি তৎ তৎ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতার দ্বারাই ধূমবান্', ইত্যাদি প্রতীতি নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু, সামান্যতঃ 'ধূমবান্' এই প্রতীতির জন্য 'ধূমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা', স্বীকার করার

কোনো প্রয়োজন নাই, ধূম-নিরূপিত অধিকরণতার দ্বারাই ইহার উপপত্তি হয়। কারণ, 'ধূমবান্' প্রতীতি পর্ব্বতাদিতে হইবেই, ব্যভিচারের কোনো আশঙ্কা নাই।

কিন্তু, এইভাবে সাধারণ প্রতীতির ক্ষেত্রে পৃথক কারকতা অস্বীকার করিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা উপস্থিত হয়। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" অনুমিতি স্থলে হেতু অর্থাৎ ধূম প্রতীতির ক্ষেত্রে দীধিতিকৃত ব্যাপ্তির লক্ষণে 'যদ্রূপবিশিষ্ট' ইত্যাদি কথার মধ্যে 'যৎ' পদে হেতুকে ধরিয়া যদ্রূপ-বিশিষ্টাধিকরণের, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার অপ্রসিদ্ধি হয়। কেননা, হেতু অর্থাৎ ধূম সাধারণভাবেই সকল অধিকরণে প্রতীত হয় বলিয়া 'ধূমবান্' প্রতীতির জন্য আর ধূমত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার আবশ্যকতা থাকে না, ফলে ব্যাপ্তির লক্ষণে 'যদ্রূপবিশিষ্ট' কথার প্রসিদ্ধি না হওয়ার জন্য অব্যাপ্তি হইয়া যায়। সাধারণ প্রতীতির পৃথক কারকতা স্বীকার না করার ফলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই প্রসিদ্ধ অনুমিতি স্থলে যে অব্যাপ্তি হয় তাহা নিরসনের উপায় কি? হেতুতাবচ্ছেদকীভূত ধূমত্ব অর্থাৎ ধূম হেতু হইলে হেতুতাবচ্ছেদক হয় ধূমত্ব, এই ধূমত্ব হেতুতাবচ্ছেদক হওয়ায় তদবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতার অপ্রসিদ্ধি হয়। এইজন্যই জগদীশ বলিলেন—"হেতুতাবচ্ছেদকীভূত ধূমত্বাদ্যবচ্ছিন্নাধি-করণত্বাপ্রসিদ্ধেঃ"। এই অপ্রসিদ্ধিজনিত এইরূপ অব্যাপ্তি দূরীকরণের উপায় কি? জগদীশ সামান্যপ্রতীতির পৃথক কারকতা অস্বীকার করিয়া এতাদৃশ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিলেন।

জাগদীশী—তথাপি হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত-যন্নিষ্ঠাধিকরণতানবচ্ছেদকত্বস্য সামান্যতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বস্য চ দ্বয়োর্ব্যতিরেকঃ তথাবিধহেতুতাবচ্ছেদকাশ্রয়স্য অধিকরণমেব হেতুতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণমিত্যনেন বিবক্ষিতং, বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ চ তাদৃশহেত্বধিকরণং ধূমাধিকরণমাত্রং, দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাদিত্যাদৌ চ তাদৃশহেত্বধিকরণং দ্রব্যমেব, ন তু গুণাদিকং, বিশিষ্টসত্তায়াং তন্নিষ্ঠাধি-করণতানবচ্ছেদকত্বস্য সামান্যতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বস্য চ দ্বয়োঃ সত্ত্বাদিতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ ঃ তথাপি হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত যন্নিষ্ঠ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব এবং সামান্যতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব এতদুভয়ের ব্যতিরেক (অভাব) যাহাতে, তথাবিধ হেতুতাবচ্ছেদকাশ্রয়ের অধিকরণকেই এইরূপে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণ বলা হয়। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে, এইভাবে, তাদৃশহেত্বধিকরণ ধূমাধিকরণমাত্রই (অর্থাৎ পর্ব্বতাদি মাত্রই), এবং 'দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে, তাদৃশহেত্বধিকরণ দ্রব্যই, গুণাদি নহে; (কেননা), বিশিষ্টসত্তাত্বে তন্নিষ্ঠ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব এবং সামান্যতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব (এই) উভয়ের অবস্থিতি হয়—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ বিশিষ্ট প্রতীতির দ্বারাই সামান্য প্রতীতি উপপন্ন হয় বলিয়া সামান্যপ্রতীতির পৃথক কারকতা অস্বীকার করিয়া জগদীশ যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া হইতেছে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতি স্থলে সামান্যতঃ যে ধূমবান্ প্রতীতি হয় তাহার পৃথক কারকতা বা নিয়ামকতা না থাকায় দীধিতিগ্রন্থোক্ত 'যদ্রূপবিশিষ্টের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জগদীশ বলিতেছেন যে, দীধিতিগ্রন্থের "যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ" কথার পারিভাষিক অর্থ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই সঙ্গতি রক্ষা হইবে। "যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ" কথার পরিভাষিক অর্থ জগদীশ এইরূপ করিলেন—হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত যন্নিষ্ঠাধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তানবচ্ছেদকত্ব এবং সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব এই উভয়ের অভাব যদি থাকে (অর্থাৎ এতদুভয়ের অভাব যদি হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে থাকে) তাহা হইলে 'যন্নিষ্ঠ' কথার মধ্যে 'যৎ' পদে যাহাকে উদ্দেশ করা হইয়াছে তাহাই হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণ পদবাচ্য হইবে, বা 'যদ্রূপ-বিশিষ্টসমানাধিকরণ' হইবে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণ পদবাচ্য হইবে। এস্থলে হেতু হইল ধূম, সুতরাং হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্ম হইল ধূমত্ব; স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত কথার মধ্যে 'স্ব' অর্থে হেতুতাবচ্ছেদক, হেতুতাবচ্ছেদকের আশ্রয় হইল হেতু, তদধিকরণীভূত অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত; যন্নিষ্ঠ অর্থাৎ স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত যে পদার্থ তাহাই 'যৎ', তন্নিষ্ঠ অর্থাৎ হেত্বধিকরণ হইয়াছে যে পদার্থ তাহাই 'যৎ', তন্নিষ্ঠ; এস্থলে স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত বা হেতুতাবচ্ছেদকাশ্রয়াধিকরণীভূত অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত হইল পর্ব্বত, গোষ্ঠ ইত্যাদি, কেননা, ধূম

হেতু বলিয়া ধূমাধিকরণ পর্ব্বত, গোষ্ঠ প্রভৃতিই হইবে ; এই হেত্বধিকরণীভূত যে পর্ব্বতাদি তন্নিষ্ঠ অধিকরণতা, অর্থাৎ পর্ব্বতাদিতে আছে যে অধিকরণতা (হেতুর বা ধূমের অধিকরণ পর্ব্বতাদি হওয়ায় তন্নিষ্ঠ অধিকরণতা বা হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অধিকরণতা পর্ব্বতাদিতেই থাকে) সেই অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তা হেতুতে বা এস্থলে ধূমে থাকে। এতাদৃশ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব পর্ব্বতীয় বা গোষ্ঠীয় ধূমত্বে আছে, কিন্তু সামান্যতঃ ধূমে যে আধেয়তা আছে তাহা এতাদৃশ বা বিশিষ্ট অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব ধূমত্বে থাকে না, অর্থাৎ ধূমত্বে সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব থাকে না, কারণ, এতাদৃশ প্রতীতি বিশিষ্ট-প্রতীতির নিয়ামক, সামান্যপ্রতীতির নিয়ামকতা পৃথকভাবে হয় না বলিয়া ধূমত্বধর্ম্মে সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব থাকে না; অর্থাৎ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ধূমত্বে সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তানবচ্ছেদকত্ব থাকে। অপরদিকে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেতু-ধর্ম্মে বা ধূমত্বে সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব থাকে না ; কারণ, সামান্যতঃ 'ধূমবান্' এই প্রতীতির পৃথক নিয়ামকতা স্বীকৃত নয় বলিয়া 'ধূমত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তা' সামান্যতঃ 'ধূমবান্' প্রতীতির নিয়ামক বলা যাইবে না, এবং তাহা হইলেই ধূমত্বে সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব আরোপ করা যাইবে না, কেননা, ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে। ফলে, এস্থলে হেতুধর্ম্মে বা ধূমত্বে সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্বের অভাব থাকে। সুতরাং, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে, অর্থাৎ এস্থলে ধূমত্বে স্বাশ্রয়াধি-করণীভূত বা হেতুতাবচ্ছেদকাশ্রয়াধিকরণীভূত বা হেত্বধিকরণীভূত যে পর্ব্বতাদি, অর্থাৎ 'যৎ', তন্নিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত-আধেয়তানবচ্ছেদকত্ব থাকে, এবং সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্বের অভাব থাকে ; ধূমত্বে এই উভয় পদার্থের একের ভাব এবং অন্যের অভাব থাকায় একই সঙ্গে উভয়ের অভাব ধূমত্বে থাকে, অর্থাৎ ধূমত্বে এতদুভয়াভাব থাকে, এবং এই 'যৎ' পদই হইল হেত্বধিকরণ পদবাচ্য। তাহা হইলেই গ্রন্থের সঙ্গতি হয়, অর্থাৎ 'যদ্রূপবিশিষ্ট' কথার এইরূপ পারিভাষিক অর্থের দ্বারা অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয়, এবং দীধিতিগ্রন্থও রক্ষা হয়। নিজেই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া জগদীশ এইরূপে তাহার উত্তর প্রদান করিলেন।

উত্তরপক্ষে যে 'স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত' শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কারণ, 'স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত' শব্দটি বাদ দিলে হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে যন্নিষ্ঠাধিকরণতা ইত্যাদিতে 'যৎ' পদে ঘট, পট ইত্যাদি যে কোনো পদার্থকে ধরা যায়। তাহা হইলে হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে, এস্থলে ধূমত্বে ঘটপটাদি দূরবর্ত্তী যে কোনো পদার্থনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তার অবচ্ছেদকত্ব এবং অনবচ্ছেদকত্ব এতদুভয়ের অভাব সকল সময় থাকিবে, তাহাতে ঘটপটাদিও এতাদৃশ পারিভাষিক ধূমাধিকরণ হইয়া যাইবে ; তাহা হইলে, অর্থাৎ ঘটপদাদিও ধূমাধিকরণ হইয়া গেলে তাহাতে (অর্থাৎ ঘটপটাদিতে) বহ্নির অভাব থাকিয়া যাইবে, এবং অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এইজন্যই, অর্থাৎ এইরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা পরিহারের জন্যই 'স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত' এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এখন, 'যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ' কথার যে পারিভাষিক অর্থ জগদীশ করিলেন তাহা "দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ" এই অনুমিতি স্থলে প্রয়োগ করা যাক। এস্থলে হেতু 'বিশিষ্টসত্তা', সুতরাং হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্ম হইল বিশিষ্টসত্তাত্ব ; হেত্বধিকরণ (স্বাশ্রয়াধিকরণ) হইল দ্রব্য ; এই দ্রব্যনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তানবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্তাত্বে থাকে না, কারণ, দ্রব্যনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেদক হইল বিশিষ্টসত্তাত্ব, সুতরাং বিশিষ্ট-সত্তাত্বতে বা হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে দ্রব্যনিষ্ঠাধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তা-নবচ্ছেদকত্বের অভাব থাকে ; অপরদিকে, সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্তাত্বতে থাকে ; কারণ, বিশিষ্টপ্রতীতির পৃথক নিয়ামকতা অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় এক্ষেত্রেও, অর্থাৎ "দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ" এই বিশিষ্ট-অনুমিতি স্থলেও বিশিষ্টপ্রতীতির, অর্থাৎ 'বিশিষ্টসত্তাবান্' এই প্রতীতির পৃথক নিয়ামকতা বা কারকতা অবশ্য স্বীকার্য্য। ফলে, এই বিশিষ্ট-অনুমিতি স্থলে সামান্যতঃ অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব হইবে দ্রব্যনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব, এবং তাহা (দ্রব্যনিষ্ঠাধি-করণতানিরূপিতআধেয়তাবচ্ছেদকত্ব) বিশিষ্টসত্তাত্বতে থাকে ; এখন, হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে এতাদৃশ আধেয়তাবচ্ছেদকত্বের ভাব এবং অনবচ্ছেদ-কত্বের অভাব থাকায় হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তাত্বতে এতদুভয়ের অভাব থাকিল, এবং 'দ্রব্য' এস্থলে 'যদ্রূপবিশিষ্টাধিকরণ' পদবাচ্য হইল, কেননা, 'যন্নিষ্ঠ' ইত্যাদিতে 'যৎ' পদে দ্রব্যকেই ধরা হইয়াছে।

অপরপক্ষে, হেতু যে বিশিষ্টসত্তা তাহা সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত বলিয়া কেবলসত্তাও হইতে পারে। এইরূপ হইলে (অর্থাৎ কেবলসত্তা বা সাধারণ-সত্তা হেতু হইলে) এই অনুমিতিতে স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত বা হেত্বধিকরণীভূত 'যৎ' পদ গুণ-কর্ম্ম হইতে পারে, এই 'যন্নিষ্ঠ' বা গুণকর্ম্মনিষ্ঠ অধিকরণতা গুণ-কর্ম্মে থাকে, তন্নিরূপিতআধেয়তাবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্তাত্বতে বা হেতুতাব-চ্ছেদকধর্ম্মে থাকে না, অর্থাৎ গুণকর্ম্মনিষ্ঠাধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তানব-চ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্তাত্বতে বা হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে থাকে ; আবার, সামান্ততঃ অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্বও বিশিষ্টসত্তাত্বতে বা হেতুতাব-চ্ছেদকধর্ম্মে থাকে, কারণ, হেতু বিশিষ্টসত্তা বলিয়া 'বিশিষ্টসত্তাবান্' এই বিশিষ্টপ্রতীতির পৃথক নিয়ামকতা বা কারকতা স্বীকার্য্য, সুতরাং বিশিষ্ট-সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন (এস্থলে ইহাকেই সামান্ততঃ বলা হইল) অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্টসত্তাত্বতে বা হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে থাকে ; ফলে এতদুভয়ের হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মে ভাব থাকায় (অর্থাৎ অভাব না থাকায়) বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা অনতিরিক্ত বলিয়া তদধিকরণ গুণাদিকে ধরিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। সুতরাং "দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ দ্রব্যই হইবে, গুণাদি নহে। এইরূপে জগদীশ গ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা করিলেন।

জাগদীশী—সাধনভেদেন ব্যাপ্তিভেদাৎ যত্র সাধনতাবচ্ছেদকং ন অধিককরণতাবচ্ছেদকং তত্র তদাশ্রয়সমানাধিকরণত্বমেব নিবেশ্য-মিত্যপি বদন্তি।

অনুবাদ : সাধন (হেতু) ভেদে ব্যাপ্তিভেদ হয় বলিয়া যেস্থলে সাধনতাবচ্ছেদক অধিকরণতাবচ্ছেদক নহে, সেস্থলে তদাশ্রয়সমানাধিকরণত্ব-কেই নিবেশ করা উচিত, এইরূপও (কেহ কেহ) বলেন।

ব্যাখ্যা : সাধনতাবচ্ছেদক হইল হেতুতাবচ্ছেদক, এই হেতুতাবচ্ছেদক যেস্থলে অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাবচ্ছেদক নয়, অর্থাৎ বিশিষ্টপ্রতীতি-স্থল নয়, (কারণ, বিশিষ্ট-প্রতীতিরই পৃথক কারকতা বা নিয়ামকতা স্বীকার করিয়া বলা হয়—বিশিষ্টধর্ম্মীয় হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-নিরূপিত-

আধেয়তা বিশিষ্টধর্মীয় হেতুমান্ এই প্রতীতির কারক বা নিয়ামক) সেস্থলে, অর্থাৎ সামান্যপ্রতীতিস্থলে গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 'তদাশ্রয়সমানাধিকরণ' অর্থাৎ "যৎসমানাধিকরণ" এই লক্ষণ নিবেশ করিলেই চলে, দীধিতিকৃত "যদ্রূপবিশিষ্ট" কথা নিবেশের প্রয়োজন নাই। এইরূপ করিলে কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ, হেতুভেদে ব্যাপ্তিভেদ হয়। হেতুভেদে ব্যাপ্তিভেদ হয় বলিয়া বিশিষ্টপ্রতীতিস্থলে "যদ্রূপবিশিষ্ট", এবং সামান্যপ্রতীতিস্থলে "যৎসমানাধিকরণ" লক্ষণ নিবেশ করিলে আর কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না—কেহ কেহ এইরূপ বলেন।

দীধিতি—সামানাধিকরণ্যব্যক্তীনাং ভেদেঽপি নিরূপকতাবচ্ছেদকস্য অধিকরণতাবচ্ছেদকস্য চ ঐক্যাৎ ব্যাপ্তেরৈক্যং

অনুবাদ ঃ সামানাধিকরণ্যব্যক্তিসমূহের ভেদ সত্ত্বেও নিরূপকতাবচ্ছেদকের এবং অধিকরণতাবচ্ছেদকের ঐক্য বশতঃ ব্যাপ্তির ঐক্য (হইয়া থাকে)।

ব্যাখ্যা ঃ হেতু এবং সাধ্যের সামানাধিকরণ্য যদি ব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্তি যদি সামানাধিকরণ্যরূপা হয়, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যের ভিন্নতা বশতঃ ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। মহানসে ধূম এবং বহ্নির যে সামানাধিকরণ্য, পর্ব্বতে ধূম এবং বহ্নির সামানাধিকরণ্য তাহা হইতে পৃথক। কারণ, অধিকরণই এরূপ ক্ষেত্রে ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, মহানসরূপ অধিকরণ এবং পর্ব্বতরূপ অধিকরণ এক নহে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন, সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্যও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। আর, ব্যাপ্তি সামানাধিকরণ্যরূপা বলিয়া সামানাধিকরণ্যের বিভিন্নতা বশতঃ ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হইবে। মহানসীয় ধূমে বহ্নির যে ব্যাপ্তি, পর্ব্বতীয় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি তাহা হইতে পৃথক, সেইরূপ গোষ্ঠীয়, চত্বরীয় প্রভৃতি ধূমেও বহ্নির ব্যাপ্তি সামানাধিকরণ্যের পার্থক্য বশতঃ পৃথক পৃথক। কিন্তু সামানাধিকরণ্যের বিভিন্নতা বা পার্থক্য নিবন্ধন ব্যাপ্তির বিভিন্নতা সত্ত্বেও ব্যাপ্তির ঐক্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্যাপ্তির এইরূপ

ঐক্য ব্যবহারের কারণ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক এবং অধিকরণতাবচ্ছেদকের (বা হেতুতাবচ্ছেদকের) ঐক্য। নিরূপকতাবচ্ছেদক কথার অর্থ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, এবং অধিকরণতাবচ্ছেদক কথার অর্থ হইল হেতুতাবচ্ছেদক। কারণ, সাধ্যের দ্বারাই ব্যাপ্তি নিরূপিত হয় বলিয়া ব্যাপ্তির নিরূপক হইল সাধ্য, সেজন্য ব্যাপ্তির নিরূপকতাবচ্ছেদক হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক। অপরদিকে, ব্যাপ্তি হেতুতে থাকে বলিয়া ব্যাপ্তির অধিকরণ হইল হেতু, সেজন্য ব্যাপ্তির অধিকরণতাবচ্ছেদক হইল হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্ম। 'ধূমত্ব' শব্দে সমস্ত ধূমের অনুগম হয়, অর্থাৎ সমস্ত ধূমেই বা নিখিল ধূমেই এই ধূমত্ব আছে এইরূপ বোধ হয়; সেইরূপ, 'বহ্নিত্ব' শব্দে সমস্ত বহ্নির বা নিখিল বহ্নির অনুগম হয়; সেজন্য "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে 'বহ্নিত্ব' হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, এবং 'ধূমত্ব' হইল হেতুতাবচ্ছেদক। কোনো স্থলে এই সাধ্যতাবচ্ছেদকের এবং হেতুতাবচ্ছেদকের—যথা, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে 'বহ্নিত্বে'র এবং 'ধূমত্বে'র—ঐক্য প্রতীতি হইলে সেই অনুমিতির সকল ক্ষেত্রেই বা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সাধ্য এবং হেতুর ঐক্য প্রতীতি হয়, কারণ, সমস্ত সাধ্য এবং হেতুর অনুগম সাধ্যতাবচ্ছেদকে এবং হেতুতাবচ্ছেদকে হইয়াছে। এইরূপ হইলে সামানাধিকরণ্যের ভেদ সত্ত্বেও সাধ্যতাবচ্ছেদকের এবং হেতুতাবচ্ছেদকের ঐক্য বশতঃ ব্যাপ্তিরও ঐক্য হইয়া থাকে।

জাগদীশী—ননু সামানাধিকরণ্যস্য ব্যাপ্তিত্বে তস্য ধূমং প্রতি ভিন্নত্বেন ধূমসামান্যে বহ্নিসামান্যস্য একাব্যাপ্তিরিতি ব্যবহারোঽপি অনুপপন্ন ইত্যত আহ সামানাধিকরণ্যেতি। তথা চ বহ্নিত্বধূমত্বাদ্যনুগমাদেব তত্র ব্যাপ্তেরৈক্যব্যবহারো ন তু বস্তুগত্যা ব্যাপ্তেরৈক্যমিতি ভাবঃ।

অনুবাদ: যদি বলা যায় সামানাধিকরণ্যের ব্যাপ্তিত্বে তাহার প্রতি ধূমে ভিন্নত্বের দ্বারা ধূমসামান্যে বহ্নিসামান্যের "একা ব্যাপ্তিঃ" এই ব্যবহারও অনুপপন্ন হয়, সেজন্য বলা হইল, 'সামানাধিকরণ্য' ইত্যাদি। সুতরাং,

বহ্নিত্ব ধূমত্বাদির অনুগম বশতঃ সেস্থলে ব্যাপ্তির ঐক্য ব্যবহার (হয়), প্রকৃতপক্ষে, কিন্তু, ব্যাপ্তির ঐক্য নাই, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা ঃ দীধিতিগ্রন্থে দীধিতিকার বলিলেন যে, সামানাধিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সাধ্যতাবচ্ছেদকের এবং হেতুতাবচ্ছেদকের ঐক্য বশতঃ ব্যাপ্তির ঐক্য অনুভূত হয়; সামানাধিকরণ্য বিভিন্ন হওয়ায় প্রকৃত-পক্ষে ব্যাপ্তিও বিভিন্ন, কিন্তু, সাধ্যতাবচ্ছেদকের এবং হেতুতাবচ্ছেদকের ঐক্য থাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তিরও ঐক্য বোধ হয়। মূলগ্রন্থে গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ" —এই সামানাধিকরণ্যই যদি ব্যাপ্তি হয় তাহা হইলে সামানাধিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। যথা, পর্ব্বতে বহ্নি-ধূমের সামানাধি-করণ্য, গোষ্ঠে বহ্নি-ধূমের সামানাধিকরণ্য, চত্বরে বহ্নি-ধূমের সামানাধিকরণ্য এক নহে, ইহারা পৃথক পৃথক। এখন, সামানাধিকরণ্যই যেহেতু ব্যাপ্তি, সুতরাং সামানাধিকরণ্য বিভিন্ন বলিয়া বহ্নি-ধূমের ব্যাপ্তিও পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বরাদিতে বিভিন্ন হইবে। কিন্তু, এরূপ হইলে সামান্যতঃ ধূমে বা ধূম সামান্যে যে বহ্নিসামান্যের ব্যাপ্তি ব্যবহার তাহা ঠিক নহে; কেননা, সামানাধিকরণ্যই যেহেতু ব্যাপ্তি সেজন্য সামানাধিকরণ্যের বিভিন্নতা বশতঃ ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন, ফলে সামান্যব্যাপ্তি অনুপপন্ন হয়, অর্থাৎ ধূমসামান্যে বহ্নিসামান্যের যে একব্যাপ্তি এই ব্যবহারও হইতে পারে না। এই প্রকারের আশঙ্কা (পূর্ব্বপক্ষ) করিয়াই দীধিতিকার 'সামানাধিকরণ্য' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন। কোনো বিশেষস্থলে, যথা মহানসে, বহ্নি প্রত্যক্ষের দ্বারা বহ্নিত্বের অনুগম হয়, অর্থাৎ সকল বহ্নিকে একরূপ চিন্তা করিয়া এই মহানসীয় বহ্নিতে যে বহ্নিত্ব আছে সেই বহ্নিত্ব সকল বহ্নিতেই আছে এইরূপ প্রতীতি হয়, এবং এইভাবে ধূম প্রত্যক্ষের দ্বারা ধূমত্বের অনুগম হয়। এইরূপ অনুগম বশতঃই ব্যাপ্তির ঐক্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ মহানসে বহ্নি-ধূমের সামানাধিকরণ্যরূপ যে ব্যাপ্তি তাহা বহ্নিত্বের এবং ধূমত্বের অনুগম বশতঃ অন্যত্রও প্রযুক্ত হয়। পর্ব্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করিয়া বহ্নির অনুমিতিকালে পর্ব্বতীয় ধূমে পর্ব্বতীয় বহ্নির সামানাধিকরণ্যরূপ যে ব্যাপ্তি তাহা এবং মহানসীয় ধূমে মহানসীয় বহ্নির সামানাধিকরণ্যরূপ যে ব্যাপ্তি তাহা যে এক, পৃথক নহে, এই প্রতীতি বহ্নিত্বের এবং ধূমত্বের অনুগম বশতঃই হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তি কিন্তু এক নহে, সামানাধিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন। পর্ব্বতীয় ধূমে পর্ব্বতীয় বহ্নির ব্যাপ্তি এক, মহানসীয় ধূমে মহানসীয় বহ্নির ব্যাপ্তি আর এক, গোষ্ঠীয় ধূমে গোষ্ঠীয় বহ্নির ব্যাপ্তি অন্য এক; এইরূপ সামানাধিকরণ্য ভিন্ন বলিয়া ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন। ব্যাপ্তির যে ঐক্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তা করা হয় তাহা ব্যবহার মাত্র, অনুগম বশতঃই এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন—ইহাই ভাব, অর্থাৎ ইহাই দীধিতিকারের বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

দীধিতি—বস্তুতস্তু ধূমত্বাদিবিশিষ্টব্যাপকবহ্নিসামানাধিকরণ্যস্য রাসভাদিসাধারণত্বাদ্ধূমত্বাদিমতি তাদৃশসামানাধিকরণ্যং তদ্বতি ধূমত্বাদিকং বা ব্যাপ্তিঃ, আদ্যা ভিন্না দ্বিতীয়া তু অভিন্নৈবেতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ: বস্তুতঃপক্ষে ধূমত্বাদিবিশিষ্ট (অর্থাৎ ধূম) ব্যাপক বহ্নি-সামানাধিকরণ্যের রাসভাদি সাধারণত্ব হেতু (বশতঃ) ধূমত্বাদিমতে (ধূমত্বা-ধিকরণে, অর্থাৎ ধূমে) তাদৃশ সামানাধিকরণ্য, অথবা তদ্বতে (তদধিকরণে) ধূমত্বাদি (হয়) ব্যাপ্তি; প্রথমটি (প্রথম লক্ষণটি) ভিন্ন (ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তির ক্ষেত্র)। দ্বিতীয়টি অভিন্ন (অভিন্ন বা ঐক্য ব্যাপ্তির ক্ষেত্র)—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা: "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতির পরামর্শ হইল 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ'; অথবা 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ'; পরামর্শই হইল অনুমিতির কারণ। এখন, ধূমব্যাপক যে বহ্নি, সেই বহ্নি সামানাধিকরণ্যই যদি পরামর্শ হয় তাহা হইলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যথা, পর্ব্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করিয়া পর্ব্বতে যে বহ্নির অনুমিতি হয় সেস্থলে পর্ব্বতস্থ অন্যান্য পদার্থের সহিত বহ্নির সামানাধিকরণ্য থাকায় পরামর্শের আকার ভিন্নরূপ হইতে পারে—যেমন, পর্ব্বতে রাসভ, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ থাকায় পর্ব্বতে বহ্নির সহিত রাসভাদির সামানাধিকরণ্য থাকিয়া যায়। ফলে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতিতে 'ধূমব্যাপকবহ্নি-

সমানাধিকরণরাসভবান্ পর্ব্বতঃ' এইরূপ পরামর্শ হইতে পারে। কিন্তু, 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণরাসভবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতির কারণ হয় কি করিয়া? এই প্রকার অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া দীধিতিকার 'সামানাধিকরণ্য' শব্দের অর্থ সংকোচ করিয়া দিলেন। দীধিতিকার সামানাধিকরণ্যের দুই প্রকার অর্থ করিলেন—এক অর্থ হইল 'হেতুতাবচ্ছেদকবত্তি সামানাধিকরণ্য', অন্য অর্থ হইল 'সামানাধিকরণ্যবত্তি হেতুতাবচ্ছেদক'। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলটি গ্রহণ করিলে সামাধিকরণ্য শব্দের প্রথম অর্থ হইল 'ধূমত্বাদিমত্তি তাদৃশসামানাধিকরণ্য', অর্থাৎ 'হেতুতাবচ্ছেদকবত্তি সাধ্য-সামানাধিকরণ্য'; 'ধূমত্বাদিমত্তি' কথার অর্থ হইল ধূমত্ববিশিষ্ট বা হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট, ধূমত্ববিশিষ্ট হইল ধূম বা হেতু-তাবচ্ছেদকবিশিষ্ট হইল হেতু, এই ধূমে বা হেতুতে যে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য তাহাই ব্যাপ্তি, ইহা সামানাধিকরণ্য কথার প্রথম অর্থ। দ্বিতীয়তঃ, সামানাধিকরণ্য শব্দের অর্থ 'তদ্বত্তি ধূমত্বাদি'; 'তৎ' পদে সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ 'তদ্বত্তি' হইল সামানাধিকরণ্যবত্তি, সামানাধিকরণ্যবত্তি শব্দের অর্থ সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট, এই সামানাধিকরণ্য বিশিষ্ট ধূমত্বাদি বা হেতুতাবচ্ছেদকাদি হইল ব্যাপ্তি। এখন সামানাধিকরণ্য থাকে হেতুতে এবং হেতুতাবচ্ছেদকও থাকে হেতুতে, সুতরাং হেতু সামানাধিকরণ্য এবং হেতুতাবচ্ছেদক এতদুভয়েরই অধিকরণ হয়। তাহা হইলে, একই অধিকরণে, অর্থাৎ হেতুতে সামানাধিকরণ্য এবং হেতুতাবচ্ছেদক এই দুইই থাকায় সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদকে সামানাধিকরণ্য থাকে; সুতরাং সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদক হইল সামানাধিকরণ্য-বিশিষ্ট, (এবং সামানাধিকরণ্যও হইল হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট)। এই সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদক হইল ব্যাপ্তি; ধূমত্ব প্রভৃতি হইল হেতুতাবচ্ছেদক, সেইজন্যই বলা হইল সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্বাদি হইল ব্যাপ্তি। এতাদৃশ সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্বাদিকে ব্যাপ্তি বলিলে সেই ব্যাপ্তি সমস্ত ধূমেই থাকিবে, ধূমত্ব সকল ধূমের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া সমস্ত ধূমেই ইহা প্রযোজ্য। সামানাধিকরণ্যর এইরূপ অর্থ করিলে আর রাসভাদিতে পরামর্শ হয় না, কারণ, ধূমত্ববিশিষ্ট সামানাধিকরণ্য বা সামানাধিকরণ্য-বিশিষ্ট ধূমত্ব কোনটিই রাসভাদিতে থাকে না। অপরদিকে, সামানাধিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তি ভিন্ন বলিলে সামানাধিকরণ্য শব্দের প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলেই

চলে এবং সমস্ত ধূমে বা হেতুতে সামানাধিকরণ্যের ভেদ সত্ত্বেও একই ব্যাপ্তি থাকে এরূপ বলা হইলে সামানাধিকরণ্য শব্দের দ্বিতীয় অর্থ প্রয়োগ করিলেই গ্রন্থ সঙ্গতি হইবে। সামানাধিকরণ্য শব্দের এই দুই প্রকার অর্থ করার প্রয়োজনীয়তা ইহাই।

জাগদীশী—নমু এবং সামান্যলক্ষণাঽস্বীকারে মহানসীয়বহ্নি-সামানাধিকরণ্যস্য স্মৃতস্য পক্ষবৃত্তিধূমাদৌ অভাবাৎ পর্ব্বতীয়বহ্নি-সামানাধিকরণ্যস্য প্রাক্ অননুভবাৎ কুতঃ পরামর্শ ইত্যাশঙ্কায়াম্ একৈব হি সা ব্যাপ্তিরিতি পরামর্শীয়ঃ সিদ্ধান্তগ্রন্থোঽসঙ্গতঃ ইত্যত আহ বস্তুতস্ত্ব ইতি। রাসভাদীতি, তথা চ ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণ-রাসভবান্ পর্ব্বত ইতি পরামর্শাৎ অপি অনুমিতিঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, সামান্য লক্ষণা অস্বীকার করিলে পক্ষবৃত্তি ধূমাদিতে মহানসীয় বহ্নিসামানাধিকরণ্য-স্মৃতির অভাব হওয়ায় পর্ব্বতীয় বহ্নিসামানাধিকরণ্যের পূর্ব্ব অননুভব বশতঃ পরামর্শ কোথায়? (অর্থাৎ পরামর্শ হয় কি করিয়া?) এই আশঙ্কায় 'একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ' ইত্যাদি পরামর্শীয় সিদ্ধান্তগ্রন্থ অসঙ্গত (হইয়া পড়ে), ইত্যাদির জন্য 'বস্তুতস্তু' প্রভৃতি বলা হইল। 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণরাসভবান পর্ব্বতঃ' ইত্যাদি পরামর্শ হইতেও অনুমিতি হয়, সুতরাং 'রাসভাদি' ইত্যাদি (গ্রন্থ),—ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : সামান্যলক্ষণার সাহায্যে বিশেষ ধূম প্রত্যক্ষে বা এক ধূম-ব্যক্তি প্রত্যক্ষে সর্ব্বধূম বা ধূমসামান্যের প্রতীতি হয়, সেইরূপ এক বহ্নিব্যক্তি প্রত্যক্ষে সামান্যলক্ষণার সাহায্যে বহ্নিসামান্যের প্রতীতি হয়। ফলে, কোনো স্থানে বহ্নি-ধূমের সামানাধিকরণ্য দেখিয়া সামান্যলক্ষণার সাহায্যে বহ্নিসামান্য এবং ধূমসামান্যের প্রতীতি হয়, এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বক্ষেত্রেই ধূম প্রত্যক্ষের দ্বারা বহ্ন্যনুমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু, সামান্যলক্ষণা স্বীকার না করিলে এক ধূমব্যক্তি এবং এক বহ্নিব্যক্তির সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা বহ্নিসামান্য এবং ধূমসামান্যের সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না।

মহানসে বহ্নি-ধূমের সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার পর যখন পর্ব্বতে ধূম প্রত্যক্ষ হয় তখন পর্ব্বতে অর্থাৎ পক্ষে বৃত্তি হইয়াছে যে ধূম তাহার, অর্থাৎ পক্ষবৃত্তি ধূমের সহিত বহ্নির সামানাধিকরণ্যের অনুভব হয় না। কারণ, সামান্যলক্ষণা অস্বীকার করার পক্ষে, অর্থাৎ পর্ব্বতাদিতে ধূমাদি দর্শনে পূর্ব্বানুভূত মহানসীয় ধূমের সহিত বহ্নিসামানাধিকরণ্যের স্মৃতির অভাব হয়। কেননা, মহানসীয় ধূম এবং পর্ব্বতীয় ধূম পৃথক ব্যক্তি হওয়ায় মহানসীয় ধূমের সহিত বহ্নিসামাধিকরণ্যরূপ যে স্মৃতি তাহা পর্ব্বতীয় ধূমের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, কারণ, সামান্যলক্ষণা যখন অস্বীকার করা হইতেছে তখন ধূমব্যক্তি ভিন্ন বলিয়া সামানাধিকরণ্যও ভিন্ন ভিন্ন। এরূপ হইলে পর্ব্বতে বহ্ন্যনুমিতির পরামর্শ কি হইবে ? সামাধিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় মহানসে বহ্ন্যনুমিতির যে পরামর্শ তাহা পর্ব্বতে বহ্ন্যনুমিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না, ফলে পর্ব্বতে বহ্ন্যনুমিতির পরামর্শের অভাব হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার 'পরামর্শীয়সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে বলিলেন যে "একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ সর্ব্বধূমসাধারণী", অর্থাৎ এক ধূমব্যক্তিতে যে ব্যাপ্তি থাকে তাহা সর্ব্বধূমে, ধূমসাধারণে বা ধূমসামান্যে থাকে। সর্ব্বধূমে একই ব্যাপ্তি যদি থাকে তাহা হইলে পরামর্শের আর অভাব হয় না; কারণ, মহানসে ধূমে বহ্নিসামানাধিকরণ্যরূপা ব্যাপ্তি থাকায় পরামর্শ হইয়াছিল 'ধূমব্যাপকবহ্নি-সমানাধিকরণং ধূমবৎ মহানসং', সেই ব্যাপ্তি যদি পর্ব্বতীয় ধূমে থাকে তাহা হইলে পর্ব্বতে বহ্ন্যনুমিতির পরামর্শ হইবে 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণ-ধূমবৎ-পর্ব্বতঃ'; একই ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বধূমে থাকায় পরামর্শের অভাব হয় না, এবং অনুমিতিও সম্ভবপর হয়। গঙ্গেশোপাধ্যায় এইভাবে সামান্যলক্ষণা অস্বীকার করায় যে অসুবিধা হয় তাহা দূর করিলেন। কিন্তু দীধিতিকার বলিলেন যে, ব্যাপ্তির ঐরূপ ঐক্য শুধু ব্যবহার মাত্র, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তি ভিন্ন, এক নহে। পর্ব্বতীয় ধূমে যে ব্যাপ্তি তাহা মহানসীয় ধূমে যে ব্যাপ্তি থাকে তাহা হইতে ভিন্ন; ধূমত্বের এবং বহ্নিত্বের অনুগম বশতঃ ব্যাপ্তির ঐরূপ ঐক্য-ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন ধূমে একই ব্যাপ্তি থাকে না, ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন বলিলে গঙ্গেশের "একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ" ইত্যাদি গ্রন্থ অনুপপন্ন হইয়া যায়। সুতরাং এই অসুবিধা দূর করা যায় কিরূপে ? এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া দীধিতিকার "বস্তুতস্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন।

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতি স্থলে পরামর্শ হইল 'ধূমব্যাপক-বহ্নিসমানাধিকরণধূমবান্ পর্ব্বতঃ'। এখন, ব্যাপ্তি যদি শুধু সামানাধিকরণ্য-রূপা হয়, অর্থাৎ শুধুমাত্র সামানাধিকরণ্যই যদি ব্যাপ্তি হয়, তাহা হইলে, পর্ব্বতে সাধ্যের সহিত, বা এস্থলে বহ্নির সহিত পর্ব্বতস্থ রাসভ, বৃক্ষ, প্রভৃতিরও সামানাধিকরণ্য আছে; রাসভাদি পদার্থ পর্ব্বতে থাকার ফলে রাসভাদিও পর্ব্বতস্থ বহ্নির সমানাধিকরণ হয়। তাহা হইলে 'ধূমব্যাপক-বহ্নিসমানাধিকরণ-রাসভবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শ হইতে "বহ্নিমান্" এই অনুমিতি হউক; অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যই যখন ব্যাপ্তি, তখন পর্ব্বতে বহ্নির সহিত রাসভাদির সামানাধিকরণ্যবশতঃ "ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণ-রাসভবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শ "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই অনুমিতির কারণ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তো আর হয় না; "পর্ব্বতো বহ্নি-মান্" অনুমিতির প্রতি কারণ বা পরামর্শ হইল 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণ-ধূমবান্ পর্ব্বতঃ', 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণরাসভবান্ "পর্ব্বতঃ' নহে। এইরূপ অসুবিধার আশঙ্কা করিয়াই দীধিতিকার "রাসভাদি" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন।

জাগদীশী—ন চ ধূমাদিব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণধূমাদিমত্তা-নিশ্চয়ত্বেনৈব পরামর্শস্য ধূমাদিলিঙ্গকানুমিতৌ হেতুত্বাৎ উক্তব্যাপ্তেঃ রাসভাদিসাধারণ্যেঽপি ন ক্ষতিরিতি বাচ্যং। পক্ষধর্ম্মাংশে বিষয়তয়া অনুমিতিজনকতাবচ্ছেদকস্যৈব ব্যাপ্তিপদার্থতয়া ধূমত্বাদেঃ তত্রনিবেশে তদ্ঘটিতস্যৈব ব্যাপ্তিত্বাৎ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ: ধূমাদিলিঙ্গক অনুমিতির প্রতি ধূমাদিব্যাপক বহ্নিসমানাধি-করণ ধূমাদিমান্ এই নিশ্চয়ত্বরূপে পরামর্শের কারণতা থাকায় উক্ত ব্যাপ্তির রাসভাদি সাধারণ্যেও ক্ষতি নাই—এরূপ বলা যায় না। (কারণ), পক্ষ-ধর্ম্মাংশে (অর্থাৎ হেতুতে), বিষয়বিধয়া (অর্থাৎ বিষয়রূপে) অনুমিতি-জনকতাবচ্ছেদকেরই ব্যাপ্তিপদার্থতা থাকায় তাহাতে ধূমত্বাদির নিবেশ করিলে তদ্ঘটিত ব্যাপ্তি হইতে পারে।

ব্যাখ্যা: জগদীশ এস্থলে একটি পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। ধূমাদিলিঙ্গক অনুমিতিতে, অর্থাৎ ধূমাদি হেতুক অনুমিতিতে,

অর্থাৎ যে অনুমিতিতে ধূম হইল হেতু, অর্থাৎ সহজ কথায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতি স্থলে পরামর্শ হইল 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণধূমবান্'। ব্যাপ্তি যদি শুধুমাত্র সামানাধিকরণ্যরূপা হয়, তাহা হইলে, পর্ব্বতে রাসভাদির সহিত বহ্নির সামানাধিকরণ্য বশতঃ 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণরাসভবান্ পর্ব্বতঃ' "বহ্নিমান্" অনুমিতির প্রতি কারণ বা পরামর্শ হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এবং এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্যই দীধিতিকারের "রাসভাদি" গ্রন্থের সূচনা। কিন্তু, জগদীশ এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, বহ্নির সহিত পর্ব্বতস্থ রাসভাদির সহিত সামানাধিকরণ্য বশতঃ 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণরাসভবান্' এই পরামর্শ হইলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যে বা ব্যাপ্তিতে রাসভাদি সাধারণ পদার্থ থাকিলে ক্ষতি কি? কেননা, যে অনুমিতিতে হেতু হইল 'ধূম', সেস্থলে 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণধূমবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শই অবশ্য কারণ হইবে। সাধ্য 'বহ্নি', এবং হেতু 'ধূম', এই ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য বশতঃ 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণধূমবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শ না হইলে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই অনুমিতিই হইবে না। এই পরামর্শ যখন অবশ্য এই অনুমিতির কারণ হয়, তখন ইহার অর্থাৎ ঐ পরামর্শের দ্বারাই এই অনুমিতি, অর্থাৎ "বহ্নিমান্" এই অনুমিতি সম্ভব ; পরামর্শের মধ্যে রাসভাদি পদার্থের প্রবেশ ঘটিলেও 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণধূমবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শজ্ঞানের হানি হয় না, এবং এই পরামর্শই যখন "বহ্নিমান্" এই অনুমিতির কারণ, তখন অনুমিতিও সম্ভব। সুতরাং, ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণরাসভবান্' এইরূপ পরামর্শ হইলে আশঙ্কার কিছু নাই, এবং ইহাতে যখন "বহ্নিমান্" অনুমিতির কোনো বাধা ঘটে না তখন পরামর্শের মধ্যে রাসভাদি অধিক পদার্থের প্রবেশ ঘটিলেও কোনো ক্ষতি নাই। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, অনুমিতির কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় হইল ব্যাপ্তি, অর্থাৎ বিষয়তা সম্বন্ধে ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকে ব্যাপ্তিতে ; তাহা হইলে ব্যাপ্তি হইল ব্যাপ্তিজ্ঞানবিশিষ্ট, অর্থাৎ ব্যাপ্তি হইল ব্যাপ্তিজ্ঞানাবচ্ছেদক। ব্যাপ্তিজ্ঞানই যেহেতু অনুমিতির কারণ বা জনক, সুতরাং ব্যাপ্তি হইল অনুমিতিজনকতাবচ্ছেদক ; ব্যাপ্তি থাকে হেতুতে, পক্ষধর্ম্মতা হেতুতেই থাকে, সুতরাং হেতুই হইল পক্ষধর্ম্ম। ফলে, এই পক্ষধর্ম্মাংশে বা হেতুতে বিষয়তা সম্বন্ধে (ব্যাপ্তিজ্ঞানের

বিষয় ব্যাপ্তি বলিয়া বিষয়তা সম্বন্ধে) অনুমিতিজনকতাবচ্ছেদকই ব্যাপ্তি-পদার্থ। সুতরাং পরামর্শের মধ্যে হেতুর প্রবেশ হইলে তবেই ব্যাপ্তি সম্ভব, নতুবা নহে। পরামর্শের মধ্যে হেতু আসিলে অন্য অধিক পদার্থ প্রবিষ্ট হইলেও অনুমিতির কোনো বাধা হয় না, কিন্তু হেতু ব্যতীত ব্যাপ্তি এবং অনুমিতি কিছুই সম্ভব নহে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" অনুমিতির প্রতি 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণধূমবান্ পর্ব্বতঃ' এই নিশ্চয়স্বরূপেই কারণতা স্বীকৃত, সুতরাং রাসভাদি সাধারণ পদার্থে সামানাধিকরণ্য থাকিলেও "বহ্নিমান্" অনুমিতির প্রতি ইহা কারণ হইবে না। তাহা হইলে রাসভাদি সাধারণে ব্যাপ্তি থাকিলেই বা ক্ষতি কি? এই আশঙ্কা করিয়া জগদীশ বলিলেন যে পক্ষধর্ম্মাংশে অর্থাৎ হেতুতে অনুমিতিজনক যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই জ্ঞানের বিষয় যে ব্যাপ্তি তাহা হেতুতে থাকে। অতএব পরামর্শে ধূমত্বাদির প্রবেশ ঘটিলেই 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণধূমবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শ কারণ হয়, অন্যথায় 'ধূমব্যাপকবহ্নিসমানাধিকরণরাসভবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শ হইতেও "বহ্নিমান্" অনুমিতির আপত্তি হইতে পারে। জগদীশের ইহাই অভিমত।

জাগদীশী—ধূমত্বাদিমতীতি। তথা চ তস্যেতি মূলস্থং তৎ পদং লক্ষ্যে লক্ষণে চ উভয়ত্র এব অন্বিতমিতি ভাবঃ। নন্বু সাধননিষ্ঠ-সামানাধিকরণ্যস্য ব্যাপ্তিত্বে এবৈকব হি ইতি গ্রন্থানুপপত্তিস্তদবস্থৈব, তথা বিশিষ্টসত্ত্বব্যাপকীভূতদ্রব্যত্বসামানাধিকরণ্যবতঃ সত্ত্বস্য গুণাদৌ পরামর্শাৎ গুণেঽপি দ্রব্যত্বানুমিতেঃ প্রমাত্বং স্যাদত আহ তদ্বতীতি। তাদৃশসামানাধিকরণ্যবতি ইত্যর্থঃ। তথা চ তাদৃশসামানাধিকরণ্য-বিশিষ্টং ধূমত্বং ব্যাপ্তিঃ, তৎপ্রকারিকৈব পক্ষধর্ম্মতাধীঃ অনুমিতিহেতুঃ অত্র নীলঘটত্বপ্রকারকবুদ্ধৌ ঘটত্বস্য ইব স্বরূপতঃ এব ধূমত্বস্য ভানং ন তু ধূমত্বত্বেন, ন অতো গৌরবমিতি ভাবঃ।

অনুবাদ: ধূমত্বাদিমতি ইত্যাদি। সুতরাং 'তস্য' ইত্যাদি মূলস্থ 'তৎ' পদকে লক্ষ্যে এবং লক্ষণে উভয়ত্রই অন্বয় করিতে হইবে—ইহাই ভাব। যদি বলা হয়, সাধননিষ্ঠ (অর্থাৎ হেতুনিষ্ঠ) সামানাধিকরণ্যের

ব্যাপ্তিত্ব সত্ত্বেও "একৈব হি" ইত্যাদি গ্রন্থের অনুপপত্তিতে অবস্থাই হয়,—এবং বিশিষ্টসত্তার ব্যাপকীভূত দ্রব্যত্ব সামানাধিকরণ্যবান্ সত্তার গুণাদিতে পরামর্শ হয় বলিয়া গুণেও দ্রব্যানুমিতির প্রমাত্বাপত্তি হয়, এজন্য বলা হইল 'তদ্বত্তি' ইত্যাদি। ('তদ্বত্তি' কথার অর্থ) তাদৃশ সামানাধিকরণ্যবত্তি, ইহাই অর্থ। সুতরাং তাদৃশসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্ব ব্যাপ্তি, তৎ (ব্যাপ্তি) প্রকারক পক্ষধর্ম্মতাধীই (পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানই) অনুমিতির হেতু (কারণ), তথায় নীলঘটত্বপ্রকারক বুদ্ধিতে ঘটত্বের মত ধূমত্বের স্বরূপতঃই ভান হয়, কিন্তু ধূমত্বত্বের (ভান) হয় না, সেজন্য গৌরব হয় না,—ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা: জগদীশ দীধিতিগ্রন্থের "ধূমত্বাদিবিশিষ্ট" ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা করিতেছেন। মূলে, অর্থাৎ গঙ্গেশকৃত ব্যাপ্তির লক্ষণে"···তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ" ইত্যাদি কথা আছে; লক্ষণস্থিত এই 'তস্য' শব্দে যে 'তৎ' পদ সেই 'তৎ' পদের অন্বয় লক্ষ্য এবং লক্ষণ উভয়ের সহিতই হইবে। ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্ণয়ই হইল আমাদের আলোচ্য বিষয়, সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হইল ব্যাপ্তি; আর সেই লক্ষ্যের বা ব্যাপ্তির লক্ষণ কি?—"তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং" হইল সেই লক্ষ্যের লক্ষণ। জগদীশ বলিতেছেন যে, লক্ষণের এই 'তস্য' শব্দে যে 'তৎ' পদ সেই 'তৎ' পদকে, অর্থাৎ হেতুপদকে (কারণ, মূল লক্ষণে 'তস্য' কথার অর্থ 'হেতুর') লক্ষ্য এবং লক্ষণ এই উভয় স্থলেই প্রয়োগ করিতে হইবে। লক্ষণে 'তৎ' পদ প্রয়োগ করাই আছে; তাহার সহিত, অর্থাৎ সাধ্যের সহিত 'তাহার' (তস্য) অর্থাৎ হেতুর সামানাধিকরণ্যই হইল ব্যাপ্তি, সুতরাং লক্ষণে হেতুর ('তৎ' পদের) উল্লেখ করাই আছে। লক্ষ্যেও হেতুর বা 'তৎ' পদের প্রয়োগ থাকিতে হইবে; লক্ষ্য হইল ব্যাপ্তি, এই লক্ষ্যে হেতুর অন্বয় করিতে হইলে "হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি" এইরূপ বলিতে হইবে; সুতরাং লক্ষণে হেতুপদের বা মূলস্থ 'তৎ' পদের অন্বয়ের ফলে লক্ষণ হইবে "হেতুনিষ্ঠ সামানাধিকরণ্য", আর লক্ষ্যে 'তৎ' পদের বা হেতু পদের অন্বয়ের ফলে লক্ষ্য হইবে "হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি"; অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য হইবে "হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি", এবং লক্ষণ হইবে "হেতুনিষ্ঠ সামানাধিকরণ্য"। লক্ষ্যে এবং লক্ষণে উভয় স্থলেই যদি 'তৎ' পদ বা হেতুপদ প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে ক্ষতি হইবে। প্রথমতঃ যদি লক্ষণে হেতুপদ বা 'তৎ' পদ প্রয়োগ না করা হয় তাহা হইলে

"সামানাধিকরণ্য" হইবে লক্ষণ এবং হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি হইবে লক্ষ্য। শুধুমাত্র সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ সাধ্যসামানাধিকরণ্য যদি লক্ষণ হয়, তাহা হইলে পর্ব্বতে সাধ্যের বা বহ্নির রাসভাদির সহিত সামানাধিকরণ্য থাকিয়া যায়, ফলে রাসভাদিতে অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণ চলিয়া যায়। আমাদের লক্ষ্য হইল "হেতুনিষ্ঠ ব্যাপ্তি", কিন্তু, শুধুমাত্র 'সামানাধিকরণ্য' ব্যাপ্তির লক্ষণ হইলে রাসভাদিতে সামানাধিকরণ্য বশতঃ রাসভ, বৃক্ষ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী অধিক পদার্থনিষ্ঠ ব্যাপ্তিতে লক্ষণ চলিয়া যাইবে এবং অলক্ষ্যে লক্ষণ যাওয়ার ফলে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। সুতরাং লক্ষণ সংকোচের প্রয়োজন হয় বলিয়া লক্ষণে 'হেতু' পদের প্রয়োগ করিয়া "হেতুনিষ্ঠ সামানাধিকরণ্য" এরূপ বলিতে হয়। অপরপক্ষে, যদি লক্ষ্যে 'হেতু' পদের প্রয়োগ না করা হয় তাহা হইলে "হেতুনিষ্ঠ সামানাধিকরণ্য" হইবে লক্ষণ, এবং 'ব্যাপ্তি' হইবে লক্ষ্য; তাহা হইলে, পর্ব্বতে রাসভ, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ যেহেতু বর্ত্তমান সেজন্ত রাসভাদিতেও ব্যাপ্তি থাকে, ফলে "হেতুনিষ্ঠ সামানাধিকরণ্য" বা "ধূমনিষ্ঠ সামানাধিকরণ্য"রূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ রাসভাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না, ইহাতে লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়ার জন্ত অব্যাপ্তি হয়। সেইজন্তই জগদীশ বলিলেন লক্ষ্য এবং লক্ষণ উভয়ত্রই 'তৎ' পদ বা 'হেতু' পদ প্রয়োগ করিতে হইবে।

শুধুমাত্র "হেতুনিষ্ঠ সামানাধিকরণ্যে"রই ব্যাপ্তিত্ব আছে বা "হেতুনিষ্ঠ সামানাধিকরণ্য"ই ব্যাপ্তি এই কথা বলিলে সামানাধিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। পর্ব্বতে বহ্নির সহিত ধূমের, বা সাধ্যের সহিত হেতুর যে সামানাধিকরণ্য, মহানসে সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য তাহা হইতে ভিন্ন, এবং এইরূপে গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতিতেও সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু, ব্যাপ্তি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে মূলকারের, অর্থাৎ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পরামর্শগ্রন্থস্থিত "একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ" ইত্যাদি গ্রন্থ অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। আবার, "দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ" অনুমিতি স্থলে পরামর্শ হইবে "বিশিষ্টসত্তাব্যাপকদ্রব্যত্বসমানাধিকরণবিশিষ্ট সত্তাবান্", অর্থাৎ এই পরামর্শ দ্রব্যত্বানুমিতির কারণ। বিশিষ্টসত্তা এবং দ্রব্যত্ব এতদুভয়ের অধিকরণ হইল দ্রব্য; বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত বলিয়া দ্রব্যে বিশিষ্টসত্তা থাকায় সত্তাও থাকে; সত্তা আবার গুণকর্ম্মেও থাকে, অর্থাৎ সত্তার অধিকরণ দ্রব্যও বটে, গুণকর্ম্মও বটে।

সত্তা এবং বিশিষ্টসত্তা এক বলিয়া হেতুর (বিশিষ্টসত্তার) গুণকর্ম্মে থাকায় ফলে গুণকর্ম্মে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে দ্রব্যত্বের অর্থাৎ সাধ্যের অনুমিতি স্বীকার করিতে হয়, এবং এই অনুমিতিকে প্রমানুমিতি বলিতে হয়। এইপ্রকার অসুবিধা দূরীকরণের অভিপ্রায়েই দীধিতিকারের "তদ্বতি' ইত্যাদি গ্রন্থ। 'তদ্বতি ধূমত্ব' অর্থাৎ 'তদ্বতি হেতুতাবচ্ছেদক' যদি ব্যাপ্তি হয় তাহা হইলে আর ঐ সকল আপত্তি ওঠে না। তদ্বতি হেতুতাবচ্ছেদক হইল সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদক; সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে সামানাধিকরণ্য হেতুতাবচ্ছেদকে থাকে বলিয়া হেতুতাবচ্ছেদক হইল সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদক; এই সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদকই যদি ব্যাপ্তি হয় তাহা হইলে তাহা সমস্ত হেতুতেই থাকিবে, কেননা, হেতুতাবচ্ছেদক সকল হেতুরই সাধারণ ধর্ম্ম। 'ধূম' হেতু হইলে ধূমত্ব অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য-বিশিষ্ট ধূমত্ব যদি ব্যাপ্তি হয়, তাহা হইলে সেই ধূমত্ব সমস্ত ধূমেরই সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া সকল ধূমেই থাকে। ফলে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে, অর্থাৎ পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর ইত্যাদিতে ধূম পৃথক পৃথক হইলেও 'ধূমত্ব' সাধারণ বলিয়া ব্যাপ্তি পৃথক পৃথক না হইয়া সমস্ত ধূমে একই ব্যাপ্তি হইবে। সুতরাং গঙ্গেশের "একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ সর্ব্বধূমসাধারণী" ইত্যাদি গ্রন্থ আর অনুপপন্ন হইবে না। অপরদিকে, "দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ স্থলে 'সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট বিশিষ্ট-সত্তাত্ব' হইবে ব্যাপ্তি, কারণ বিশিষ্টসত্তা হেতু বলিয়া হেতুতাবচ্ছেদক হইবে বিশিষ্টসত্তাত্ব। এই বিশিষ্টসত্তাত্ব বিশিষ্টসত্তাতেই থাকে, কেবলসত্তাতে থাকে না, ফলে সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট বিশিষ্টসত্তাত্ব বিশিষ্টসত্তাতেই থাকিবে, কেবলসত্তাতে থাকিবে না; এই বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ গুণকর্ম্ম হয় না, দ্রব্যই হয়, সেজন্য গুণে দ্রব্যত্বের বা সাধ্যের অনুমিতির প্রশ্ন আর ওঠে না। এইরূপে 'তদ্বতি ধূমত্বাদি' গ্রন্থের দ্বারা এই সমস্ত আপত্তির নিরসন হয়। 'তদ্বতি' কথার অর্থ তাদৃশ সামানাধিকরণ্যবতি, অর্থাৎ সাধ্য-সামানাধিকরণ্যবতি, অর্থাৎ সাধ্যসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট। সুতরাং, ফল-কথা হইল সাধ্যসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্ব বা হেতুতাবচ্ছেদক হইল ব্যাপ্তি। তৎপ্রকারক পক্ষধর্ম্মতাধী হইল অনুমিতির হেতু বা কারণ। 'তৎ' পদের অর্থ এস্থলে ব্যাপ্তি, তৎপ্রকারক কথার অর্থ ব্যাপ্তিপ্রকারক, পক্ষধর্ম্মতাধী হইল পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান; সুতরাং ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানই হইল অনু-মিতির কারণ বা হেতু, অর্থাৎ পরামর্শ। ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান

পরামর্শ হইলে "দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ" স্থলে 'সামাধিকরণ্যবিশিষ্ট বিশিষ্ট-সত্তাত্ব' হইল ব্যাপ্তি, পক্ষ হইল দ্রব্য ; এই ব্যাপ্তিপ্রকারক পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান দ্রব্যেতেই হইবে, গুণকর্মে হইবে না, ফলে গুণকর্ম্মে দ্রব্যত্বানুমিতির সম্ভাবনা আর থাকে না।

বলা হইল, সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্ব বা হেতুতাবচ্ছেদক হইল ব্যাপ্তি ; কিন্তু আমরা জানি অনুল্লেখ্যমান জাতির স্বরূপতঃ ভান হয়, উল্লেখ্যমান জাতির ক্ষেত্রে তাহা হয় না। এক্ষেত্রে সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্ব বা হেতুতাবচ্ছেদক হইল জাতি, এবং উল্লেখ থাকায় ইহা উল্লেখ্যমান জাতি, ইহার স্বরূপতঃ ভান হইবে না, ইহার উপর আরও ধর্ম্ম ভাসমান হইবে, অর্থাৎ ধূমত্বত্ব, ধূমত্বত্বত্ব ইত্যাদি হইতে পারে ; এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ধূমত্বের উপর আরও ধর্ম্ম ভাসমান হইলে গৌরব দোষ হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া জগদীশ বলিতেছেন যে নীলঘটত্বপ্রকারক বুদ্ধিতে যেমন ঘটত্বের স্বরূপতঃ ভান হয় সেইরূপ ধূমত্বেরও স্বরূপতঃ ভান হইবে, ধূমত্বত্বরূপ ভান হওয়ার আশঙ্কা নাই। নীলঘট দেখিয়া বা পীতঘট দেখিয়া নীলঘটত্ববিশিষ্ট নীলঘট, পীতঘটত্ববিশিষ্ট পীতঘট, রক্তঘটত্ববিশিষ্ট রক্তঘট এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে ; অর্থাৎ নীলঘটত্বের, পীতঘটত্বের স্বরূপতঃ ভানই হয়। 'নীলঘটে' নীলঘটত্ব বুদ্ধিই স্বাভাবিক, নীলত্ববিশিষ্ট ঘটত্ববিশিষ্ট বুদ্ধি বা নীলত্ব-ঘটত্ব-বিশিষ্ট বুদ্ধি অস্বাভাবিক বা অনুভব বিরুদ্ধ। সেইরূপ, এস্থলেও 'ধূমত্ব' জাতি উল্লিখিত হইলেও ইহার স্বরূপতঃ ভানই হইবে, ইহার উপর আর পৃথক জাতি ভাসমান হইবে না। তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ 'নীলো ঘটঃ' এই বিশিষ্ট বুদ্ধিতে নীলত্বসামানাধিকরণ্য পরম্পরাক্রমে ঘটত্বে ভান হইলেও ঘটত্বত্ববিশিষ্ট ঘটত্বে ঐ ভান হয় না, কিন্তু স্বরূপতঃ ঘটত্বেই ঐ ভান হইয়া থাকে ইহা সর্ব্বসম্মত, সেইরূপ ধূমব্যাপকবহ্নিসামানাধিকরণ্য পরম্পরা-ক্রমে ধূমত্বরূপ ব্যাপ্তিতে থাকিলেও ধূমত্বে ধূমত্বত্ববিশিষ্ট ভান হয় না, স্বরূপতঃ ধূমত্বেই পরম্পরাক্রমে সেই সামানাধিকরণ্য ভান হয়। সুতরাং এস্থলে গৌরব দোষ হয় না। ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের অভিপ্রায়।

জাগদীশী—আদ্যেতি। তথা চ তাদৃশপাদায়ৈব পর্ব্বতীয়বহ্নি-ধূময়োঃ অসন্নিকর্ষাৎ তয়োঃ কথং ব্যাপ্তিগ্রহ ইতি পরামর্শীয়পূর্ব্বপক্ষ-গ্রন্থ ইতি ভাবঃ। দ্বিতীয়েতি। তথা চ তামভিপ্রেত্য এব একৈব হি

সা ব্যাপ্তিরিতি পরামর্শীয়সিদ্ধান্তগ্রন্থ ইতি ভাবঃ। যত্র একমেব সাধ্যাধিকরণং তত্র এতদ্রূপবান্ তত্রসাদিত্যাদৌ আত্মাপি অভিন্নৈব যত্র চ দ্রব্যত্বাদৌ সাধ্যে রূপত্বব্যাপ্যজাতিমতো হেতুত্বং তত্র হেতুতাবচ্ছেদকীভূত-নীলত্বাদিজাতীনাং নানাত্বেন দ্বিতীয়াপি ক্বচিৎ ভিন্নৈবেতি মন্তব্যম্।

অনুবাদ ঃ আত্মা ইত্যাদি। সুতরাং তাহাকে (হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ননিষ্ঠ তাদৃশ সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তিকে) লক্ষ্য করিয়াই পর্ব্বতীয় বহ্নি ও ধূমের অসন্নিকর্ষ বশতঃ ব্যাপ্তিগ্রহ কিরূপে হইবে ইত্যাদি পরামর্শীয় পূর্ব্বপক্ষ, ইহাই ভাব। দ্বিতীয়া ইত্যাদি। সুতরাং তাহাকে (তাদৃশসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমত্বাদিরূপ ব্যাপ্তিকে) অভিপ্রায় করিয়াই "একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ" ইত্যাদি পরামর্শীয় সিদ্ধান্তগ্রন্থ, ইহাই ভাব। যেস্থলে একই সাধ্যাধিকরণ সেস্থলে "এতদ্রূপবান্ এতদ্রসাৎ" ইত্যাদি স্থলে আত্মাও অভিন্নই ; এবং যেস্থলে দ্রব্যত্বাদি সাধ্যে রূপত্বব্যাপ্যজাতিমতের হেতুত্ব, সেস্থলে হেতুতাবচ্ছেদকীভূত নীলত্বাদিজাতিসমূহের নানা হেতু দ্বিতীয়াও ভিন্নই, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ সামানাধিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় মহানসীয় বহ্নি-ধূমের সামানাধিকরণ্যে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা পর্ব্বতীয় বহ্নি-ধূমের সামানাধিকরণ্যে থাকে না ; ফলে পর্ব্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করিয়া বহ্ন্যনুমিতি সম্ভব হয় না। মহানসীয় ধূমে বহ্নির যে ব্যাপ্তি, পর্ব্বতীয় ধূমে সেই ব্যাপ্তির সন্নিকর্ষ হয় না, কেননা, ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন ; সুতরাং পার্ব্বতীয় ধূমে ব্যাপ্তিগ্রহের বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাব হয় বলিয়া অনুমিতিও সম্ভব নয়। "আত্মা ভিন্না" ইত্যাদি কথার দ্বারা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করা হইয়াছে। সামানাধিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তির ভিন্নতাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর প্রদানের অভিপ্রায়েই মূলকার গঙ্গেশোপাধ্যায় "একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ সর্ব্বধূমসাধারণী" ইত্যাদি কথা তাঁহার 'পরামর্শীয়-সিদ্ধান্ত'গ্রন্থে সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার 'পরামর্শীয়-সিদ্ধান্তগ্রন্থে "একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ" ইত্যাদি সিদ্ধান্তের দ্বারা উক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর প্রদান করিলেন। সমস্ত ধূমে বা নিখিল ধূমে একই ব্যাপ্তি থাকিলে পর্ব্বতীয় ধূমে যে ব্যাপ্তি, মহানসীয় ধূমেও সেই একই ব্যাপ্তি থাকিবে

এবং তাহা হইলে মহানসীয় ধূমে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহার সন্নিকর্ষের অভাব আর পর্ব্বতীয় ধূমে থাকিবে না, ফলে অনুমিতিও সম্ভব হইবে। "আদ্যা" এবং "দ্বিতীয়া" এই দুইটি কথার ইহাই ভাবার্থ। দীধিতিমতে ব্যাপ্তির যে ঐক্যরূপ তাহা লোক ব্যবহার মাত্র, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তি সামানাধিকরণ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে গঙ্গেশের 'পরামর্শীয়-সিদ্ধান্ত'গ্রন্থে "ঐকৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ" ইত্যাদি প্রসঙ্গ অনুপপন্ন হয়। সুতরাং, সঙ্গতি রক্ষার জন্য দীধিতিকার ব্যাপ্তির দুইটি লক্ষণ করিলেন; প্রথমটি 'হেতুতাবচ্ছেদক-বিশিষ্ট সামানাধিকরণ্য' এবং দ্বিতীয়টি হইল 'সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদক'। সামানাধিকরণ্য ভেদে ব্যাপ্তির ভেদ স্বীকারে প্রথম লক্ষণটি প্রযোজ্য, এবং ব্যাপ্তির ঐক্যরূপ স্বীকারে দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য; এইরূপে দীধিতিকার নিজের এবং গঙ্গেশের গ্রন্থসঙ্গতি রক্ষা করিলেন।

"আদ্যা ভিন্না"—অর্থাৎ প্রথম লক্ষণটি ব্যাপ্তির ভিন্নতা স্বীকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—এরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু, সাধ্যাধিকরণ যে স্থলে এক, অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণ যে স্থলে একটি মাত্রই, দ্বিতীয় হয় না, সেরূপ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ প্রথম ব্যাপ্তিও অভিন্ন হয়। "এতদ্রূপবান্ এতদ্রসাৎ" ইত্যাদি অনুমিতি স্থলে সাধ্য হইল 'এতদ্রূপ', এবং হেতু হইল 'এতদ্রস', 'এতদ্রূপ' সাধ্য হইলে 'এতৎ' শব্দে যে বিশেষকে উল্লেখ করা হইতেছে তাহাতেই শুধুমাত্র সাধ্যাধিকরণতা আছে, অর্থাৎ 'এতদ্রূপ'বত্তেই কেবলমাত্র সাধ্যাধিকরণতা থাকে, অন্যত্র থাকে না। অধিকরণ এইভাবে একটি মাত্র হইলে তাহাতে হেতুসামানাধিকরণ্যও একটি মাত্র হইবে, সামানাধিকরণ্য ভিন্ন হইবে না; সামানাধিকরণ্য ভিন্ন না হওয়ায় ব্যাপ্তির ভিন্নতার প্রশ্নও আর ওঠে না, সুতরাং উক্ত লক্ষণ এক্ষেত্রে বা এরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এই লক্ষণের ইহাই ব্যতিক্রম। এই জন্যই বলা হইল "একমেব সাধ্যাধিকরণ" স্থলে "আদ্যা ভিন্না" নহে, "আদ্যা অভিন্না"। অর্থাৎ শুধুমাত্র ব্যাপ্তির ভিন্নতা স্থলেই যে প্রথম লক্ষণটি প্রযোজ্য তাহা নহে, উক্তরূপ স্থলে, অর্থাৎ যে স্থলে সাধ্যাধিকরণ একটি মাত্রই হয় সেরূপ স্থলে ব্যাপ্তি এক বা অভিন্ন হইলেও (অর্থাৎ সেরূপ স্থলে ব্যাপ্তির ভিন্নতা না থাকিলেও) প্রথম লক্ষণ প্রযোজ্য হয়। অপরপক্ষে, ব্যাপ্তির ঐক্য স্বীকারে দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য এ কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু, একই প্রকার হেতু এবং একই প্রকার সাধ্য স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক যেস্থলে ভিন্ন ভিন্ন সেস্থলে দ্বিতীয়

লক্ষণ প্রযোজ্য নহে। "দ্রব্যত্ববান্ রূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্তঃ" স্থলে সাধ্য হইল 'দ্রব্যত্ব', এবং হেতু হইল 'রূপত্বব্যাপ্যজাতিমৎ', রূপত্বব্যাপ্য জাতি হইল নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি, তাদৃশ জাতিমৎ বা জাতিমান্ হইল নীল, পীত ইত্যাদি; এই জাতিমান্ যখন হেতু, তখন হেতুতাবচ্ছেদক হইবে নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদি। সুতরাং 'রূপত্বব্যাপ্যজাতিমৎ' এই হেতুর হেতুতাবচ্ছেদক নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এইরূপে নীল পীত ইত্যাদির সামানাধিকরণ্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে, এবং তাহা হইলে, 'সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদক'রূপ ব্যাপ্তি সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন হইবে এরূপ কথা আর বলা যাইবে না, কারণ, হেতুতাবচ্ছেদকও, অর্থাৎ নীলত্ব, পীতত্ব ইত্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন, ফলে দ্বিতীয় লক্ষণ এরূপ স্থলে প্রযোজ্য নয়। এইজন্যই বলা হইল "দ্বিতীয়াপি ভিন্না", অর্থাৎ ব্যাপ্তি এক বা অভিন্ন এই মত স্বীকারেই শুধু যে দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য তাহাই নহে, উক্তরূপ উদাহরণ স্থলে, অর্থাৎ যেস্থলে একই প্রকার হেতু এবং সাধ্য থাকা সত্ত্বেও হেতুতাবচ্ছেদক ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ব্যাপ্তিও ভিন্ন ভিন্ন, সেরূপ স্থলেও দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য; এইরূপ ব্যাপ্তির ভিন্নতা থাকিলেও দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রযোজ্য হয় বলিয়াই বলা হইল "দ্বিতীয়াপি ভিন্না", অর্থাৎ অভিন্ন ব্যাপ্তির স্থলেই শুধু নয়, ভিন্ন ব্যাপ্তির স্থলেও এই দ্বিতীয় লক্ষণের প্রযোগ হয়। কোনো কোনো নৈয়ায়িক এইরূপ মত পোষণ করেন।

দীধিতি—অয়ং কপিসংযোগীএতদ্বৃক্ষত্বাদিত্যাদিসংগ্রহায়াসমানাধিকরণান্তম্।

অনুবাদঃ অয়ং কপিসংযোগীএতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এই অনুমিতি স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য অসমানাধিকরণ পর্যন্ত (অর্থাৎ "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" এই কথার সন্নিবেশ)।

ব্যাখ্যাঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব.........."ইত্যাদি কথার মধ্যে 'প্রতিযোগ্যসমানাকরণ' কথার ব্যাখ্যা এতাবৎ দেওয়া হয় নাই, এখানে 'প্রতিযোগ্যসমানা-

ধিকরণ' কথার ব্যাখ্যার জন্যই দীধিতিকার "অয়ং কপিসংযোগীএতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। "অয়ং কপিসংযোগীএতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এই অনুমিতি স্থলে 'কপিসংযোগ' হইল সাধ্য, 'অয়ং' পক্ষ, এবং 'এতদ্বৃক্ষত্ব' হইল হেতু। হেত্বধিকরণ হইল 'এতদ্বৃক্ষ'; হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষে অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ আছে, কিন্তু মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগ নাই। মূলাবচ্ছিন্ন এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগ না থাকায় কপিসংযোগের অভাব থাকিল, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগ বলিয়া সেই অভাবের প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক হইল 'কপিসংযোগত্ব'। পুনরায়, এস্থলে 'কপিসংযোগ' সাধ্য বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'কপিসংযোগত্ব'; ফলে, হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগাভাব থাকায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কপি-সংযোগত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও কপিসংযোগত্ব হইয়া যায়। ইহার ফলে হেত্বধিকরণে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্য-তাবচ্ছেদক আর হয় না, কারণ হেত্বধিকরণে (মূলাবচ্ছিন্ন এতদ্বৃক্ষে) কপি-সংযোগাভাব থাকায় হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই হয় কপিসংযোগত্ব; সুতরাং অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এই অব্যাপ্তি বারণের জন্যই ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' শব্দের নিবেশ। মূল লক্ষণে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধি-করণাত্যন্তাভাব" কথার অর্থ হইল প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই, অথচ হেতুর অধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব তাহা; এস্থলে কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী হইল 'কপিসংযোগ' এবং এই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হইল এতদ্বৃক্ষবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব, আবার হেতুর সমানাধিকরণও হইল এতদ্বৃক্ষবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব, ফলে প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই, অথচ হেতুর অধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাব কপিসংযোগাভাব হইতে পারে না, তাহা অন্য অভাব হইবে; অর্থাৎ কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগ্যসমাধিকরণ না হওয়ায় এই অভাব না ধরিয়া অন্য অভাব ধরিতে হইবে, অর্থাৎ ঘট, পট প্রভৃতির অভাব ধরিয়া প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ করিতে হইবে। হেত্বধিকরণে বা এতদ্বৃক্ষে এইভাবে কপিসংযোগাভাব না ধরিয়া অন্য অভাব ধরিলেই সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, এবং সেজন্য লক্ষণ সমন্বয়ের আর কোনো অসুবিধা না হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না। এইরূপ অব্যাপ্তি বারণের

জন্যই ব্যাপ্তির লক্ষণে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে।

জাগদীশী—কপিসংযোগিনি এতৎ পদার্থস্য সাধ্যতাভ্রমনিরাসার্থময়মিতি পক্ষনির্দ্দেশঃ। সাম্প্রদায়িকমতে সংযোগসামান্যাভাবমাত্রস্য দ্রব্যে অভাবাৎ কপীতি, বৃক্ষমাত্রে কপিসংযোগাভাবাৎ এতদিতি। ন চ অভাবে হেতুসামানাধিকরণ্যস্যৈব হেত্বধিকরণে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বরূপস্য নিবেশাৎ উক্তাব্যাপ্তিব্যুদাসসম্ভবাৎ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যনিবেশো মূলকৃতামনুচিত ইতি বাচ্যম্। অগ্রে তস্য সমাধাস্যমানত্বাৎ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ ঃ কপিসংযোগে এতৎ পদার্থের সাধ্যতাভ্রম নিরসনের নিমিত্ত 'অয়ম্' এই পক্ষনির্দ্দেশ। সাম্প্রদায়িক মতে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব মাত্রেরই অভাব থাকায় 'কপি' এই (পদ), বৃক্ষমাত্রে সংযোগ না থাকায় 'এতৎ' এই (শব্দ)। অভাবে যে হেতুসামানাধিকরণ্যের নিবেশ করা হইয়াছে, তাহারই 'হেত্বধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব' অর্থ বিবক্ষা করিলে উক্ত স্থলে অব্যাপ্তির ব্যুদাস (বারণ) সম্ভব হওয়ায় মূলকৃত 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' নিবেশ অনুচিত—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) অগ্রে তাহার সমাধান হইবে বলিয়া (ঐরূপ বলা যায়), ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা ঃ "অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে যে 'অয়ং' পদ তাহা পক্ষনির্দ্দেশের জন্য দেওয়া হইয়াছে। 'কপিসংযোগ'কে পক্ষধরিয়া 'এতৎ' পদকে সাধ্য বলিয়া যদি কেহ ভ্রম করে তজ্জন্যই, অর্থাৎ সেই ভ্রম নিরসনের জন্যই 'অয়ম্' এই পক্ষনির্দ্দেশ। অর্থাৎ এই অনুমিত স্থলে 'অয়ম্' হইল পক্ষ, 'কপিসংযোগ' সাধ্য, এবং 'এতদ্বৃক্ষত্ব' হইল হেতু। এখন, 'কপিসংযোগ'কে সাধ্য না ধরিয়া শুধু 'সংযোগ'কে সাধ্য ধরিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ স্থলটি "অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" না ধরিয়া "অয়ং সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" ধরিলে ক্ষতি কি হইত? দীধিমতে ইহাতে অবশ্যই ক্ষতি হইত;

কারণ, গঙ্গেশোপাধ্যায়ের লক্ষণে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' কথাটির উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্যই বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা। কিন্তু "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" স্থলটি গ্রহণ করিলে লক্ষণস্থিত 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' কথাটি অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, সাম্প্রদায়িক মতে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব থাকে না, দ্রব্যে সংযোগের সামান্যাভাব (অর্থাৎ অভাব) না থাকায় দ্রব্যে অন্য বস্তুর অভাব ধরিয়া সেই অভাবের প্রতিযোগিতাচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে, অর্থাৎ 'সংযোগত্ব' হইতে ভিন্ন হইয়া যায়, ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের সহিত সাধ্যতাবচ্ছেদকের ভেদ থাকায় 'প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ' নিবেশ না করিলেও লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়, এবং সেকারণে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' কথাটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইরূপ অসুবিধা যাহাতে না ঘটে তজ্জন্যই দীধিতিকার "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলটি গ্রহণ করিলেন; অর্থাৎ "অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই লক্ষণে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' কথায় নিবেশ করা হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। এখন, যে কোনো বৃক্ষে, বা সমস্ত বৃক্ষেই কপিসংযোগ থাকে কি? অবশ্যই থাকে না। সমস্ত বৃক্ষেই বা বৃক্ষ মাত্রেই কপিসংযোগ থাকে না বলিয়াই 'এতৎ' শব্দের প্রয়োগ; অর্থাৎ এই বিশেষ বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে ইহাই উক্ত। বৃক্ষমাত্রেই কপিসংযোগ থাকে না, কিন্তু কোনো কোনো বৃক্ষে থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই 'এতদ্বৃক্ষ' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ এই বিশেষ বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে ইহাই 'এতৎ' শব্দ নিবেশের অভিপ্রায়। ব্যাপ্তির লক্ষণে বলা হইয়াছে যে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাব-চ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোনো সাধ্যের সহিত হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধি-করণ্যই ব্যাপ্তি। হেত্বধিকরণে যখন কোনো অভাব ধরা হয়, তখন সেই অভাব এবং হেতু একই অধিকরণে থাকায় উভয়েই সমানাধিকরণ হয়, ফলে অভাবে হেতু সামানাধিকরণ্য থাকে, এবং হেতুতেও অভাব সামানাধিকরণ্য থাকে। হেত্বধিকরণে যে অভাব থাকে সেই অভাবে যেরূপ হেতুসামানা-ধিকরণ্য থাকে, সেইরূপ হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্তারূপের নিবেশ করিলে আর উক্ত প্রকার অব্যাপ্তি হয় না। অর্থাৎ, নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃত্তি হয় যে অভাব সেই অভাব হেত্বধিকরণে ধরিলে "কপিসংযোগী এত-দ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলটি আর ধরা যায় না, কেননা, হেত্বধিকরণে এতদ্বৃক্ষে কপিসং-

যোগাভাব নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃত্তি হয় না (অর্থাৎ, কপিসংযোগাভাব নিরবচ্ছিন্ন নয়), ফলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং, হেত্বধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিমান্ অভাব নিবেশ করিলেই যখন অব্যাপ্তি দূর হয় তখন লক্ষণে 'প্রতিযোগিব্যাধিকরণ' বা 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' নিবেশের আর প্রয়োজন কি ? গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত লক্ষণে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ নিবেশ অনুচিত হইয়াছে বলিতে হয়। ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর (অর্থাৎ, 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ লক্ষণে নিবেশের প্রয়োজন কি ?—এই প্রশ্নের উত্তর) পরে বলা হইবে—অর্থাৎ "অবচ্ছেদকত্ব-নিরুক্তি" গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে। "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি করণের জন্যই মূলকার, অর্থাৎ গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' শব্দ নিবেশ করিয়াছেন।

দীধিতি—যত্তু ইদং সংযোগিদ্রব্যত্বাদিত্যত্রাব্যাপ্তিবারণায় তৎ, সংযোগস্য শাখাদ্যবচ্ছেদেন বৃত্তের্বৃক্ষত্বাবচ্ছেদেন তৎসামান্যাভাববৃত্তৌ অবিরোধাৎ, তত্র চ অতীন্দ্রিয়স্য সংযোগস্য সত্ত্বাৎ, পরিতঃ প্রতিযোগ্যুপলব্ধের্দোষাদ্বা বৃক্ষে ন সংযোগ ইত্যাদি নাধ্যক্ষমিতি তন্ন, দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাবে মানাভাবাৎ।

অনুবাদ : কিন্তু যাঁহারা (বলেন যে) "ইদং সংযোগি দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদি এরূপ স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য 'তৎ' (অর্থাৎ, 'প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ' পদ), (কারণ) সংযোগের শাখাদ্যবচ্ছেদের দ্বারা বৃত্তি হইলেও বৃক্ষত্বাবচ্ছেদের দ্বারা তাহার (সংযোগের) সামান্যাভাবের বৃত্তি হওয়ায় বিরোধ হয় না ; এবং সেস্থলে অতীন্দ্রিয় সংযোগ থাকার জন্য, অথবা চতুর্দিকে প্রতিযোগীর উপলব্ধি দোষের জন্য বৃক্ষে সংযোগ নাই ইত্যাদি প্রত্যক্ষ হয় না এরূপ বলেন, তাঁহারা (ঠিক) নহেন ; (কারণ) দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাবের প্রমাণের অভাব হয় বলিয়া (তাঁহারা ঠিক নহেন)।

ব্যাখ্যা : কোনো কোনো নৈয়ায়িকের মতে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ"

পদটি গঙ্গেশোপাধ্যায় যে তাঁহার লক্ষণে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা "ইদং সংযোগি দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য; "অয়ং কপি-সংযোগী এতদ্‌বৃক্ষাত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য গঙ্গেশ তাঁহার ব্যাপ্তির লক্ষণে "প্রতিযোগাধিকরণ" পদটি প্রয়োগ করেন নাই। "ইদং সংযোগি দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে সাধ্য হইল 'সংযোগ', এবং 'দ্রব্যত্ব' হইল হেতু; হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ দ্রব্যে এক অংশে সংযোগ থাকে এবং অপর অংশে সংযোগের অভাব থাকে, ফলে দ্রব্যে সংযোগের অভাব থাকিয়া যায়; এবং তাহা হইলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ, অর্থাৎ দ্রব্যনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই হইল 'সংযোগত্ব', এইরূপে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" শব্দ লক্ষণে নিবেশ করিলে আর ঐ অব্যাপ্তি হয় না; কারণ, প্রতিযোগী হইল সংযোগ ও তাহার অধিকরণ (সংযোগের অধিকরণ) হইল দ্রব্য; দ্রব্যে নাই অথচ হেত্বধিকরণে আছে যে অভাব বলিলে আর দ্রব্যে সংযোগের অভাব ধরা যাইবে না, কেননা, দ্রব্যের অপর অংশে সংযোগাভাব থাকে, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। দ্রব্যে সংযোগাভাব থাকিয়া যাওয়ায় প্রতিযোগীর সমানাধিকরণে, অর্থাৎ দ্রব্যে তাহা নাই অথচ হেত্বধিকরণে আছে এরূপ বলা যায় না, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না।

এখন কথা হইল, সংযোগের সামান্যভাব দ্রব্যে আদৌ থাকে কি না। কোনো কোনো মতে সংযোগের সামান্যভাব দ্রব্যে থাকে না; যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব নয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "যত্ন"বাদিগণ বলিতেছেন যে দ্রব্যে সংযোগের সামান্যাভাব থাকে; বৃক্ষে শাখা, প্রশাখা ইত্যাদিতে সকল সময় সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়, সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা যথার্থ; কিন্তু শাখাদ্যবচ্ছেদে সংযোগ থাকিলেও বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগের সামান্যাভাব থাকে, সমগ্র বৃক্ষকে একরূপ চিন্তা করিয়া সেই বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগ কোথায়? শাখা, প্রশাখা ইত্যাদি অংশে সংযোগ থাকিলেও, অর্থাৎ শাখাদ্যবচ্ছেদে সংযোগ থাকিলেও বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগাভাব অবশ্যই থাকে, এইরূপে সমস্ত দ্রব্যেই সংযোগাভাব থাকে। কোনো দ্রব্যের বিশেষ অংশকে ধরিলে সেই অংশাবচ্ছেদে সংযোগ থাকিলেও দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে

সংযোগাভাব থাকে; ফলে আর বিরোধ হয় না, অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয়।

এখন বলা যাইতে পারে যে, প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের দ্বারাই যখন অভাবের প্রত্যক্ষ হয়—যথা, 'ঘটাভাব' এই অভাবের প্রতিযোগী যে 'ঘট' সেই 'ঘট' প্রত্যক্ষের দ্বারাই 'ঘটাভাবের' প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়—তখন সংযোগাভাবের ক্ষেত্রেও তাহাই হউক; অর্থাৎ সংযোগাভাবের প্রতিযোগী সংযোগ বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা প্রভৃতিতে এবং অনুরূপ স্থলে সহজেই প্রত্যক্ষ হয়; সুতরাং এই প্রত্যক্ষের দ্বারাই, অর্থাৎ সংযোগাভাবের প্রতিযোগী যে সংযোগ সেই সংযোগ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সংযোগভাব প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু সংযোগ প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সংযোগাভাব প্রত্যক্ষগোচর হয় না; সুতরাং সংযোগাভাবের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? সংযোগাভাবের অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগের সামান্যাভাব থাকে না। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগের সামান্যাভাব না থাকিলে "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" পদের নিবেশ করা হইয়াছে একথা আর বলা যায় না। এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে "মত্"বাদিগণ বলিতেছেন যে, দ্রব্যে সাধারণ সংযোগ ছাড়াও অতীন্দ্রিয় সংযোগ আছে; কিন্তু অতীন্দ্রিয় সংযোগ কদাপি প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না। অতীন্দ্রিয় সংযোগ প্রত্যক্ষীভূত না হইলে সমস্ত সংযোগ প্রত্যক্ষীভূত হয় না; সমস্ত সংযোগ প্রত্যক্ষীভূত না হওয়ায় সংযোগসামান্যাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ সংযোগসামান্যাভাবের প্রতিযোগী যে সংযোগসামান্য তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না। সুতরাং সংযোগসামান্যাভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের দ্বারা অভাব প্রত্যক্ষ হউক এ কথা বলিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে সংযোগ অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ করিয়াও সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব থাকে না এরূপ কথা বলা চলে না; কারণ, সামান্যাভাবে প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, কেননা, অতীন্দ্রিয় সংযোগ কদাপি প্রত্যক্ষগোচর হয় না। সুতরাং, প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের দ্বারাই অভাব প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ-সংযোগ প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব নাই এরূপ বলা যায় না। অর্থাৎ, দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব আছে এইরূপই বলিতে হয়।

দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব আছে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না। এই সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষগোচর না হওয়ার আরও কারণ আছে। বৃক্ষাদি দ্রব্যে সকল সময় চতুর্দিকে সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়। প্রতিযোগীর জ্ঞান সকল সময় অভাবজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। বৃক্ষাদি দ্রব্যে সকল সময় সর্ব্বদিকে সংযোগ, অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রত্যক্ষীভূত হওয়ায় তাহা সংযোগাভাব প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া যায়; কারণ, কোথাও সংযোগজ্ঞান থাকিলে সেস্থলে সংযোগের অভাবজ্ঞান আর কোনোমতে হইতে পারে না, কেননা, সংযোগজ্ঞান সংযোগাভাবজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। এইভাবে সকল সময় সর্ব্বদিকে বিভিন্ন দ্রব্যে সংযোগের উপলব্ধি হয় বলিয়া (সংযোগাভাবের প্রতিযোগী সংযোগ সকল সময় বিভিন্ন দ্রব্যে থাকিয়া যাওয়ায়) সংযোগাভাব আর প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। এই কারণেও দ্রব্যে সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কিন্তু, দীধিতিকার বলিতেছেন যে তাহা নহে—অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব থাকিতেই পারে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণের কোনোটির দ্বারাই দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাবের অস্তিত্বের প্রমাণ সম্ভব হয় না। সুতরাং, সংযোগসামান্যাভাব দ্রব্যে থাকে না।

জাগদীশী—তদসমানাধিকরণাস্তম্। নন্বু শাখামূলাদিসর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদেন সর্ব্বত্র দ্রব্যে গগনাদিসংযোগস্য সত্ত্বাৎ কুতস্তৎ সামান্যাভাবস্য দ্রব্যে সম্ভব ইত্যত আহ সংযোগস্যেতি। বৃক্ষত্বেতি শাখাদ্যবচ্ছেদেন তত্তৎসংযোগসত্ত্বেঽপি বৃক্ষত্বাবচ্ছেদেন কস্যাশ্চিদপি সংযোগব্যক্তেরসত্ত্বাৎ, তদবচ্ছেদেনৈব সংযোগসামান্যাভাবসত্ত্বোঽবচ্ছেদকভেদেন একত্র ভাবাভাবয়োঃ সমাবেশাৎ ইতি ভাবঃ। নন্বু এবং বৃক্ষে সংযোগসামান্যাভাবস্য সত্ত্বে কুতো ন অধ্যক্ষমিত্যত আহ অত্র চেতি। অত্র, সংযোগসামান্যাভাবে, সত্ত্বাৎ ইত্যস্য প্রতিযোগিতাসম্বন্ধেন ইত্যাদিঃ। তথা চ সংযোগসামান্যাভাবস্য অতীন্দ্রিয়প্রতিযোগিকত্বাৎ

ন অধ্যক্ষমিতি। নন্বু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টস্যৈব যোগ্যত্বম্ অত্যন্তাভাবপ্রত্যক্ষে তন্ত্রং ন তু যোগ্যমাত্রপ্রতিযোগিকত্বম্। অন্যথা গুণেঽপি সংযোগসামান্যাভাবস্য তাদৃশপ্রত্যক্ষং ন স্যাদত আহ পরিত ইতি। পরিতঃ সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদেন প্রতিযোগিগ্রহাত্মকদোষাৎ বা ইত্যর্থঃ। ন চ এবং প্রতিযোগিগ্রহোৎপত্তিদশায়ামপি তৎপ্রত্যক্ষং দুর্ব্বারং, প্রতিযোগ্যুপলম্ভকসামগ্র্যা অপি দোষত্বোপগমাৎ, প্রতি-যোগিন উপলব্ধিঃ যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তস্যা এব বা প্রস্তুতত্বাৎ ইতি ভাবঃ। প্রতিযোগ্যুপলম্ভরূপদোষাভাবস্য সংযোগসামান্যাভাবপ্রত্যক্ষে কার্য্যসহভাবেন হেতুত্বোপগমাৎ ন উক্ত দোষ ইত্যপি বদন্তি। ন চ ইতি মানমিতি পরেণ অন্বয়ঃ।

অনুবাদ ঃ সেই অসমানাধিকরণ পর্য্যন্ত। যদি বলা যায়, শাখামূলাদি সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে সর্ব্বত্র দ্রব্যে গগনাদি সংযোগ থাকায় দ্রব্যে সেই সামান্যা-ভাব কিরূপে সম্ভব ইত্যাদি; সেইজন্যই 'সংযোগস্য' ইত্যাদি বলা হইল। 'বৃক্ষত্ব' ইত্যাদি (কথার দ্বারা বলা হইতেছে), শাখাদ্যবচ্ছেদে তৎ তৎ সংযোগ থাকিলেও বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে কোনও সংযোগব্যক্তি না থাকায় (সংযোগাভাব থাকে), সেই অবচ্ছেদের দ্বারাই (বৃক্ষত্বাবচ্ছেদের দ্বারাই) সংযোগসামান্যাভাব সম্ভব (কারণ) অবচ্ছেদক-ভেদে একত্র ভাবাভাবের সমাবেশ হয় বলিয়া—ইহাই ভাব। এবং যদি বলা যায়, বৃক্ষে সংযোগ-সামান্যাভাব থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না কেন ইত্যাদি, সেজন্য বলা হইল 'তত্র চ' ইত্যাদি। 'তত্র (অর্থাৎ) সংযোগসামান্যাভাবে সত্ত্বাৎ' (অর্থাৎ) থাকায় ইত্যাদি ইহার (সংযোগসামান্যাভাবের) প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে (থাকায়) ইত্যাদি। সুতরাং সংযোগসামান্যাভাবের অতীন্দ্রিয় প্রতি-যোগিকত্ব বশতঃ প্রত্যক্ষ হয় না, ইত্যাদি। যদি বলা যায়, অত্যন্তাভাব-প্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টেরই যোগ্যত্ব (হইল) কারণ, কিন্তু যোগ্যমাত্র প্রতিযোগিকত্ব (কারণ) নয়; অন্যথায় গুণেও সংযোগসামান্যা-ভাবের তাদৃশ প্রত্যক্ষ হইত না, সেজন্য বলা হইল 'পরিতঃ' ইত্যাদি। পরিতঃ (অর্থাৎ) সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে প্রতিযোগিগ্রহাত্মকদোষ বশতঃ—ইহাই অর্থ। তথাপি প্রতিযোগিগ্রহোৎপত্তিদশাতেও তৎপ্রত্যক্ষ দুর্ব্বার হয়,

এরূপ বলা যায় না, (কারণ) প্রতিযোগী উপলব্ধির ন্যায় তাহার সামগ্রীরও দোষত্ব উপগম স্বীকার করা হয়। অথবা প্রতিযোগীর উপলব্ধি যাহা হইতে তাহার ব্যুৎপত্তিরও প্রস্তুতত্ব বশতঃ—ইহাই ভাব। সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগী উপলব্ধিরূপ দোষাভাবের কার্য্যসহ ভাবের দ্বারা হেতুত্ব উপগম হয় বলিয়া উক্ত দোষ হয় না, ইহাও (কেহ কেহ) বলেন। 'ন চ' এই অংশ, 'মানম্' এই পরের অংশের সহিত অন্বিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ সেই 'অসমানাধিকরণ' পর্য্যন্ত, অর্থাৎ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত মূল ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রথমেই যে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' কথা বলা হইয়াছে সেই 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' কথার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এতাবৎ লক্ষণস্থিত 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' এই অংশের ব্যাখ্যা করা হয় নাই। দীধিতিগ্রন্থে "অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" গ্রন্থ হইতে 'প্রতি-যোগ্যসমানাধিকরণ' কথার তাৎপর্য্য এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা আরম্ভ করা হইয়াছে—সেই প্রসঙ্গের আলোচনাই বর্ত্তমানে চলিতেছে। দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যাভাব থাকে কি না এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, যে কোনো দ্রব্যে, যথা বৃক্ষ প্রভৃতিতে সংযোগ সকল সময়েই থাকে ; বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, মূল, কাণ্ড ইত্যাদিতে প্রশাখা, পল্লবাদির সংযোগ সকল সময়েই থাকে, শাখাবচ্ছেদে, মূলাবচ্ছেদে এবং এইভাবে বৃক্ষের সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে সংযোগ সকল সময়েই থাকে ; উপরন্তু সমস্ত দ্রব্যেই সকল সময়েই আকাশের সহিত সংযোগ থাকে—সুতরাং দ্রব্যে সংযোগাভাব কিরূপে থাকিতে পারে ? অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগাভাব থাকিতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ইত্যাদি অংশাবচ্ছেদে পত্র, পল্লবাদি তৎ তৎ পদার্থের সংযোগ থাকিলেও সমগ্র বৃক্ষকে একরূপ চিন্তা করিয়া সেই বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে কোনো সংযোগ থাকে না। ঠিক সেইরূপেই অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও দ্রব্যের বিভিন্ন অংশাবচ্ছেদে কোনো না কোনো সংযোগ সকল সময় থাকিলেও সেই সমগ্র দ্রব্যকে একরূপ চিন্তা করিয়া সেই দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে কোনো সংযোগ থাকে না, সুতরাং দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাবের অস্তিত্ব কল্পনায় কোনো বাধা নাই। অর্থাৎ, বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যকে সমগ্ররূপে গ্রহণ করিয়া—বিভিন্ন অঙ্গ এবং অংশাদিকে পৃথক পৃথক রূপে গ্রহণ না করিয়া—সেই দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে সংযোগসামান্যাভাব থাকে। এখন সমস্যা হইতে পারে যে, দ্রব্যের অংশাবচ্ছেদে সংযোগ থাকে, অথচ সেই দ্রব্যের দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে

সংযোগাভাব থাকে, ফলে একই স্থলে অর্থাৎ একত্র ভাব এবং অভাব (সংযোগের ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব, এবং সংযোগের অভাব) দুইই থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে বিরোধ হয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, অবচ্ছেদক ভেদে একত্র ভাব এবং অভাব, অর্থাৎ ভাবাভাব থাকিতে কোনো বাধা নাই। দ্রব্যের অংশাবচ্ছেদে ভাব থাকে, এবং দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে অভাব থাকে—এই অবচ্ছেদক ভেদে ভাবাভাব থাকিতে বাধা কি? একই অবচ্ছেদকস্থলে তো আর ভাবাভাব নাই; অর্থাৎ অংশাবচ্ছেদে অথবা দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে ভাব এবং অভাব দুইই নাই—এক স্থলে ভাব, এবং অন্য স্থলে অভাব আছে। অবচ্ছেদক ভেদে এইরূপ ভাবাভাব থাকিতে কোনো বাধা নাই।

এখন, প্রশ্ন হইল যে, দ্রব্যে যদি সংযোগসামান্যাভাব একান্তই থাকে, তবে তাহা অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, সংযোগসামান্যাভাবের অতীন্দ্রিয়প্রতিযোগিকত্ব থাকার ফলেই সংযোগ-সামান্যাভাব প্রত্যক্ষ করা যায় না। সংযোগাভাবের প্রতিযোগী হইল সংযোগ, কিন্তু যেহেতু অতীন্দ্রিয় সংযোগ আছে সেজন্য অতীন্দ্রিয় সংযোগও সংযোগসামান্যাভাবের প্রতিযোগী; এই অতীন্দ্রিয় সংযোগ প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সংযোগসামান্যাভাবে থাকে। অতীন্দ্রিয় সংযোগ যেহেতু প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, সে কারণে অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাবও প্রত্যক্ষগোচর হয় না। প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের দ্বারাই যেহেতু অভাব প্রত্যক্ষ হয়, সে কারণে অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাবের প্রতিযোগী যে অতীন্দ্রিয় সংযোগ সেই অতীন্দ্রিয় সংযোগ প্রত্যক্ষগোচর হয় না বলিয়া অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাবও প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। এখন, অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাবও যেহেতু এক প্রকার সংযোগাভাব, সেজন্য অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাব প্রত্যক্ষগোচর না হওয়ায় সামান্যতঃ সংযোগাভাব, অর্থাৎ সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষগোচর হয় না। সংযোগসামান্য যেরূপ সংযোগসামান্যাভাবের প্রতিযোগী, অতীন্দ্রিয় সং-যোগও সেইরূপ সংযোগসামান্যাভাবের প্রতিযোগী; সংযোগসামান্যাভাবে এইরূপে অতীন্দ্রিয় সংযোগের প্রতিযোগিত্ব থাকায় সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ করা যায় না।

পুনরায়, প্রশ্ন হইতে পারে যে, অত্যন্তাভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীরই অত্যন্তাভাব প্রত্যক্ষের কারণ হইবার যোগ্যত্ব বা যোগ্যতা থাকে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ

প্রতিযোগীর যোগ্যতাই অত্যন্তাভাব প্রত্যক্ষের কারণ ; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ প্রতিযোগিজ্ঞানের দ্বারাই অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হইয়া থাকে। এবং সেজন্য দ্রব্যে বিশেষ বিশেষ সংযোগ প্রত্যক্ষের দ্বারাই, অর্থাৎ সংযোগাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যৎকিঞ্চিৎ-সংযোগ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সংযোগসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। গুণে যে সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ হয় তাহার কারণও ইহাই। অর্থাৎ, অতীন্দ্রিয় সংযোগের অভাব গুণেও প্রত্যক্ষ করা যায় না, গুণে বিশেষ বিশেষ সংযোগের অভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাই গুণে সংযোগসামান্যাভাবের জ্ঞান হয়। অতীন্দ্রিয় সংযোগকে ধরিয়া সমস্ত সংযোগের অভাব প্রত্যক্ষ করিলে তবেই সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ করা যাইবে, প্রতিযোগী যাবৎ সংযোগের প্রত্যক্ষ না হইলে সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ হয় না—এরূপ বলা চলে না। এরূপ বলিলে গুণেও সংযোগসামান্যাভাব আছে বলা যাইবে না, অর্থাৎ গুণে সংযোগসামান্যাভাব নাই বলিতে হয় ; কেননা, গুণে বিশেষ বিশেষ সংযোগাভাবই প্রত্যক্ষ করা যায়, অতীন্দ্রিয় সংযোগাভাব গুণে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অথচ, প্রকৃতপক্ষে, গুণে সংযোগসামান্যাভাব সকল সময়েই থাকে, গুণে কোনো সংযোগ কখনই থাকে না। সুতরাং দ্রব্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাই দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ হয়, এরূপ বলাই ঠিক। কিন্তু, দ্রব্যে বিশেষ বিশেষ সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ হইলেও যখন সামগ্রিকভাবে সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ হয় না, তখন দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব নাই এরূপ কথাই বলিতে হয়। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে যে পরিতঃ ; অর্থাৎ চতুর্দিকে বা সর্ব্বদিকে সকল সময় প্রতিযোগিজ্ঞানের উপস্থিতিরূপ দোষের জন্য সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ হয় না, নতুবা সংযোগসামান্যাভাব দ্রব্যে অবশ্যই আছে। ঘটাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘট, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে প্রতিযোগিজ্ঞান হইয়া যায় সেই মুহূর্ত্তেই অভাবজ্ঞান দূর হইয়া যায়, অর্থাৎ অভাবজ্ঞান থাকে না। নির্ঘট দেশে ঘটাভাবজ্ঞান অবশ্যই হয়, কিন্তু তথায় ঘটাভাবের প্রতিযোগীর বা ঘটের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই ঘটাভাবজ্ঞান অপসারিত হয়, অর্থাৎ প্রতিযোগিজ্ঞান অভাবজ্ঞানের পক্ষে বাধা বা প্রতিবন্ধক স্বরূপ। সংযোগভাবের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ, অর্থাৎ বৃক্ষাদি দ্রব্যের সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে, অর্থাৎ দ্রব্যের সকল অংশাবচ্ছেদে সর্ব্বত্রই সংযোগের, অর্থাৎ সংযোগাভাবের প্রতিযোগীর উপস্থিতি সকল সময় থাকায়

ফলে সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না ; কারণ সংযোগজ্ঞান সংযোগাভাব-জ্ঞানের প্রতি বাধা বা প্রতিবন্ধক। এক্ষেত্রে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, প্রতিযোগিজ্ঞান হইলে অবশ্য অভাবজ্ঞান দূরীভূত হয়, কিন্তু, যে ক্ষণে প্রতি-যোগিজ্ঞান হয় সেই ক্ষণেই অভাব প্রত্যক্ষ হউক না কেন। ইহা স্বীকার্য্য যে প্রতিযোগিজ্ঞান হইলে পর অভাবজ্ঞান দূর হয়, অর্থাৎ প্রতিযোগিজ্ঞানের পরক্ষণে অভাবজ্ঞান দূর হয় ; কিন্তু যে ক্ষণে প্রতিযোগিজ্ঞান হয় সেই ক্ষণে অভাবজ্ঞান হইতে বাধা কি ? সুতরাং, যে মুহূর্ত্তে সংযোগ প্রত্যক্ষ হইল সেই মুহূর্ত্তেই সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হউক না কেন। কিন্তু তাহাও যখন হয় না তখন দ্রব্যে সংযোগাভাব নাই। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রতি-যোগিগ্রহোৎপত্তিদশায়, অর্থাৎ প্রতিযোগিজ্ঞানোৎপত্তিমুহূর্ত্তে অভাবজ্ঞান দুর্ব্বার হয় না বা অবশ্য হয় না ; কারণ, প্রতিযোগী উপলব্ধির সামগ্রীরও দোষত্ব থাকিয়া যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল হইল প্রত্যক্ষজ্ঞানের সামগ্রী, এই সামগ্রী ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় ; সামগ্রীর দ্বারাই প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং প্রতিযোগিজ্ঞান যেরূপ অভাবজ্ঞানের প্রতি বাধা বা প্রতিবন্ধক, সেইরূপ প্রতিযোগী উপলব্ধির যে সামগ্রী তাহাও অভাবজ্ঞানের প্রতি বাধা বা প্রতিবন্ধক। সেই কারণে, যে ক্ষণে প্রতিযোগিজ্ঞান হয় সেই ক্ষণের পূর্ব্ব হইতেই প্রতিযোগিজ্ঞানের বা উপলব্ধির যে সামগ্রী তাহা উপস্থিত থাকায় সেই ক্ষণে অভাব প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। প্রতিযোগীর উপলব্ধি যাহা হইতে হয় তাহাতেও অভাব প্রত্যক্ষের বাধা বা দোষ থাকে ; প্রতিযোগীর উপলব্ধি বা জ্ঞান সামগ্রী হইতে হয়, সুতরাং অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সামগ্রীরও দোষত্ব থাকে, সেইজন্যই প্রতিযোগিজ্ঞানের ক্ষণেও অভাব প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। আর, তাহা ছাড়াও, প্রতিযোগী উপলব্ধিরূপ দোষের অভাব সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কারণ ; এই কার্য্য-কারণ সম্পর্কের জন্য কার্য্য সকল সময় পরক্ষণেই ঘটিয়া থাকে বলিয়া সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ যেক্ষণে প্রতিযোগী উপলব্ধিরূপ দোষাভাব থাকে তাহার পরক্ষণেই ঘটিবে, কেননা, সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হইলে কার্য্য, এবং প্রতিযোগী উপলব্ধি দোষাভাব হইল কারণ। সুতরাং, প্রতিযোগী উপলব্ধিক্ষণেই সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হউক, এরূপ কথা বলা যায় না, ফলে উক্তরূপ দোষ হয় না। এই সকল কারণের জন্যই দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, কিন্তু দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব অবশ্যই আছে এরূপও কেহ কেহ, অর্থাৎ কোনো

কোনো নৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন।

"ন চ যো যদীয়……সংযোগাভাব এব মানম্" ইত্যাদি যে গ্রন্থ তাহা পরে আলোচনা করা হইতেছে।

দীধিতি—ন চ যো যদীয়যাবদ্বিশেষাভাববান্ স তৎসামান্যাভাববানিতি ব্যাপ্তের্যাবৎ সংযোগাভাবা এব মানং, যত্তদর্থয়োরননুগমাৎ, একাবচ্ছেদেন যাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বস্য উপাধিত্বাচ্চ।

অনুবাদ: যে (যে স্থল) 'যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ সে (সেই স্থল) তৎ সামান্যাভাববান্' ইত্যাদি ব্যাপ্তি বশতঃ যাবৎ সংযোগাভাবই প্রমাণ, এরূপ বলা যায় না; (কারণ) যৎ তৎ অর্থের অননুগম হয় বলিয়া, এবং 'একাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাববত্ত্বে'র উপাধিত্ব হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)।

ব্যাখ্যা: "অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এই অনুমিতিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই মূলকারের ব্যাপ্তির লক্ষণে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" শব্দের প্রয়োগ—দীধিতিকারের এই অভিমতের বিরুদ্ধে কোনো নৈয়ায়িক ("যত্তু"-বাদিগণ) বলেন যে "ইদং সংযোগি দ্রব্যত্বাৎ" এই স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" পদটি বা শব্দটি ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাতে দীধিতিকার বলিলেন যে, দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয় বলিয়া দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাবের কোনো প্রমাণ নাই। এইরূপ অবস্থায় উক্ত নৈয়ায়িকগণ ("যত্তু" বাদিগণ) যদি অনুমানের সাহায্যে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণ করিতে চাহেন এরূপ চিন্তা করিয়া দীধিতিকার এই গ্রন্থ উত্থাপন করিলেন। দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণের পক্ষে যে অনুমান প্রযুক্ত হইবে সেই অনুমানের ব্যাপ্তি হইবে "যো যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ স তৎ সামান্যাভাববান্"; 'যো' অর্থাৎ যে অধিকরণে বা পক্ষে; 'যদীয়' অর্থাৎ যৎ সম্বন্ধীয় বা যে কোনো বিষয় সম্বন্ধীয়; 'যাবৎ বিশেষাভাববান্' অর্থাৎ সমস্ত বিশেষাভাববান্ বা 'যৎ' প্রভৃতির দ্বারা যে বস্তুকে কল্পনা করা হইবে সেই বস্তু সম্পর্কীয় সমস্ত বিশেষা-

ভাববান্; 'স' অর্থাৎ সেই অধিকরণে বা পক্ষে; 'তৎ সামান্যাভাববান্' অর্থাৎ যে অধিকরণে যাহার বিশেষাভাব থাকিবে সেই অধিকরণে বা পক্ষে তাহার সামান্যাভাব থাকিবে—ইহাই অর্থ। অর্থাৎ, 'যৎ' পদের দ্বারা যে কোনো অধিকরণকে ধরিয়া যাহার যাবৎ বা সমস্ত বিশেষের অভাব যদি কোনো অধিকরণে থাকে, তাহা হইলে সেই অধিকরণে 'যৎ' সম্বন্ধীয় সেই বিষয়ের সামান্যাভাব থাকিবে। 'যৎ' পদে কোনো অধিকরণকে, যথা ভূতলকে ধরিলে সেই ভূতলে যৎ সম্বন্ধীয় যাবৎ বিশেষের, যথা যাবৎ ঘট-বিশেষের অভাব যদি থাকে তাহা হইলে সেই ভূতলে ঘটসামান্যাভাব আছে বলা যাইবে। এই ঘট, সেই ঘট, অন্য ঘট, অপর ঘট ইত্যাদি করিয়া সমস্ত ঘটবিশেষের অভাব ভূতলে থাকিলে ভূতলে ঘটসামান্যাভাব আছে বলা যাইবে। এইরূপ ব্যাপ্তির সাহায্যেই দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব অনুমিত হইবে। 'যৎ' পদে যে কোনো দ্রব্যকে, যথা বৃক্ষকে অধিকরণ বা পক্ষ ধরা যাক; 'যদীয়' বা যৎ সম্বন্ধীয় অর্থে এস্থলে সংযোগীয় ধরিয়া এতৎ সংযোগ, অন্য সংযোগ, অপর সংযোগ প্রভৃতি যাবৎ সংযোগবিশেষাভাব হইল হেতু, এবং সংযোগসামান্যাভাব হইল সাধ্য। বৃক্ষের এক অবয়বে বা অংশে যে সংযোগ আছে অন্য অবয়বে সেই সংযোগ নাই, অন্য অবয়বে যে সংযোগ আছে অপর অবয়বে তাহা নাই, এইরূপে চালনীন্যায় অনুসারে বৃক্ষে যাবৎ অর্থাৎ সমস্ত সংযোগবিশেষেরই অভাব থাকিয়া যায়; ফলে "বৃক্ষঃ সংযোগ-সামান্যাভাববান্ যাবৎ সংযোগবিশেষাভাববত্ত্বাৎ" এই অনুমান সহজসিদ্ধ হয়; অর্থাৎ বৃক্ষে যাবৎ সংযোগবিশেষের অভাব থাকায় বৃক্ষ সংযোগ-সামান্যাভাববান্ ইহা অনুমিত হয়। এই প্রকার অনুমানের সাহায্যে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণিত হয়।

অনুমানের সাহায্যে এইভাবে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণের চেষ্টার বিরুদ্ধে দীধিতিকার বলিতেছেন যে, এরূপ অনুমান করা যায় না, কারণ, 'যৎ', 'তৎ' পদের দ্বারা যে সামান্যমুখী ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা হয় না। কেননা, 'যৎ', 'তৎ' প্রভৃতি পদের অনুগম হয় না। কোনো পদের দ্বারা যে সমস্ত বিষয়কে উদ্দেশ করা হইতেছে যদি সেই সমস্ত বিষয়কে সেই পদের দ্বারা বোঝানো সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই পদকে অনুগত পদ বলা হয়, বা সেই পদের অনুগম হয় এরূপ বলা যায়। কিন্তু, 'যৎ', 'তৎ' প্রভৃতি পদ বিশেষ বাচক সামান্যবাচক নহে। 'যৎ', 'তৎ'

পদে যখন 'ঘট'কে ধরা যাইবে তখন তাহা ঘটকেই ইঙ্গিত করিবে, পট, মঠ প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিবে না ; আবার 'যৎ', 'তৎ' পদে পটকে ধরিলে তাহা শুধু পটকেই উদ্দেশ করিবে, অন্য কিছুকে উদ্দেশ করিবে না। সুতরাং 'যৎ', 'তৎ' প্রভৃতি পদের অননুগম বশতঃ 'যৎ', 'তৎ' পদের দ্বারা সামান্যমুখী ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয় ; এবং ফলে 'যৎ', 'তৎ' পদের সাহায্যে ব্যাপ্তি-প্রায়ে 'সংযোগ'কে ধরিয়া অনুমানের সাহায্যে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণ করা যায় না।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে 'যৎ', 'তৎ' পদের অনুগম সম্ভব হয়, সুতরাং 'যৎ', 'তৎ' ঘটিত ব্যাপ্তির সাহায্যেই দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব অনুমিত হইতে পারে এইরূপ পক্ষ সমর্থনের কথা চিন্তা করিয়া দীধিতিকার বলিতে-ছেন যে তাহা হইলেও উক্ত অনুমান সম্ভব নয়। কারণ, "বৃক্ষঃ সংযোগ-সামান্যাভাববান্ সংযোগযাবৎবিশেষাভাববত্ত্বাৎ" এই অনুমানে "একাব-চ্ছেদেন সংযোগযাবৎবিশেষভাব" এই উপাধি থাকিয়া যায় ; অর্থাৎ "যো যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ স তৎ সামান্যাভাববান্" এই অনুমানে "একা-বচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব" এই উপাধি থাকিয়া যায়। অনুমানে উপাধি থাকিলেই সেই অনুমানের হেতুটি সাধ্যব্যভিচারী হইয়া যায়, অর্থাৎ অনু-মানটি দুষ্ট হয়। সুতরাং, 'যৎ', 'তৎ' পদের অনুগমতা স্বীকার করিলেও উক্ত উপাধি থাকায় অনুমান শুদ্ধ হইতে পারে না ; এবং এইজন্য "যো যদীয়" ইত্যাদি ব্যাপ্তির সাহায্যে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব অনুমিত হইতে পারে না।

জাগদীশী—যো যদীয়েতি, যো যজ্জাতিসমানাধিকরণোভয়াবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নযৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকযাবদভাববান্ স তজ্জাত্য-বচ্ছিন্নতৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাববান্ ইত্যর্থঃ। তেন ন স্বরূপাসিদ্ধিঃ ন বা সিদ্ধসাধনং, জাত্যুপাদানাৎ গুরুধর্ম্মস্য কম্বুগ্রীবাদি-মত্ত্বস্য প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বে তদবচ্ছিন্নাভাবাপ্রসিদ্ধ্যাপি ন ব্যভি-চারঃ, ন চ সত্ত্বগুণত্বাদ্যবচ্ছিন্নাবাবমাদায় স্বরূপাসিদ্ধ্যাদিবারকতয়া

উভয়াবৃত্তিপদস্য বৈয়র্থ্যং ব্যাভিচারাবারকত্বাৎ ইতি বাচ্যম্। ব্যাভিচারকস্যেব অসিদ্ধিবারকস্য অপি বিশেষণস্য সার্থকতায়াঃ পক্ষাধরমিশ্রাদিসম্মতত্বাৎ। অতএব শব্দোঽনিত্যঃ সামান্যবত্ত্বে সতি বিশেষগুণান্তরাসমানাধিকরণবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাদিতি হেতোরসিদ্ধিবারকস্য শব্দেতরার্থকস্য বিশেষগুণান্তরপদস্য শব্দমণ্যালোকে তৈঃ সার্থ্যকত্বং সমর্থিতম্।

অনুবাদঃ যে যদীয় ইত্যাদি। যাহা (অর্থাৎ যে স্থল) যজ্জাতি সমানাধিকরণ উভয়াবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যাবৎ অভাববান্ তাহা (অর্থাৎ সেই স্থল) তজ্জাত্যবচ্ছিন্ন তৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাববান্, ইহাই অর্থ। তাহাতে স্বরূপাসিদ্ধি (দোষ) হয় না, এবং সিদ্ধসাধনও (দোষও) হয় না; জাতি উপাদান বশতঃ কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব (প্রভৃতি) গুরুধর্মের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব থাকায় তদবচ্ছিন্ন অভাবের অপ্রসিদ্ধি হইলেও ব্যভিচার হয় না। ব্যভিচারের অবারকত্ব হেতু সত্ত্বগুণাদ্যবচ্ছিন্ন অভাব নিবেশের ফলে স্বরূপাসিদ্ধি প্রভৃতি বারকের জন্য উভয়াবৃত্তি পদের ব্যর্থতা (হয়)—এরূপ বলা যায় না। পক্ষাধর মিশ্র প্রভৃতি সম্মত বলিয়া ব্যভিচার বারকের ন্যায় অসিদ্ধিবারক বিশেষণেরও সার্থকতা (আছে)। অতএব "শব্দোঽনিত্যঃ সামান্যবত্ত্বে সতি বিশেষগুণান্তরাসমানাধিকরণবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ" ইত্যাদি হেতুর অসিদ্ধি বারক শব্দেতরার্থক বিশেষগুণান্তর পদের সার্থকতা তাঁহাদের দ্বারা শব্দমণ্যালোকে সমর্থিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব আছে, কিন্তু তাহা পূর্বোক্ত নানা কারণে প্রত্যক্ষগোচর হয় না। তাহা হইলে, দ্রব্যে যে সংযোগসামান্যাভাব থাকে তাহার প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষের দ্বারা যদি তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ সম্ভব না হয় তাহা হইলে অনুমানের দ্বারা অবশ্যই দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে। এই উদ্দেশ্যেই "যো যদীয়" ইত্যাদি গ্রন্থের সূচনা। এই অনুমানের পক্ষ হইল "যো" অর্থাৎ যে স্থল, বা যে স্থলে সংযোগসামান্যাভাব অনুমিত হইবে সেই স্থল; হেতু হইল "যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্", এবং সাধ্য হইল "তৎসামান্যাভাব"।

যদীয় বা যৎ সম্পর্কীয় যাবৎ বা যাবতীয় বিশেষাভাব যে স্থলে আছে সে স্থলে তৎসম্পর্কীয় সামান্যাভাব আছে, ইহাই অনুমান। 'যদীয় যাবৎ বিশেষা-ভাববান্' এই ব্যাপ্তির ব্যাখ্যা হইল 'যজ্জাতিসমানাধিকরণউভয়াবৃত্তিধর্ম্মা-বচ্ছিন্নযৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকযাবদভাববান্'। বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যাভাবের অস্তিত্ব প্রমাণই এই অনুমানের অভিপ্রায়; যাহার অভাব প্রমাণ করিতে হইবে তজ্জাতি সমানাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেইজন্যই প্রথমে বলা 'যজ্জাতিসমানাধিকরণ'। এস্থলে আলোচ্য বিষয় হইল সংযোগাভাব, সেজন্য 'সংযোগত্ব' জাতি অর্থাৎ 'সংযোগত্ব সমানাধিকরণ' প্রথমে ধরিতে হইবে। এখন, সেই সমানাধিকরণ, অর্থাৎ যজ্জাতি সমানাধিকরণ কে হইবে?—তৎতৎ সংযোগত্বাদি; সেই সংযোগত্ব সমানাধিকরণ যে উভয়া-বৃত্তিধর্ম্ম তৎ তৎ সংযোগত্ব তদবচ্ছিন্ন, যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী। উভয়া-বৃত্তিত্ব কি? উভয়াবৃত্তিত্বের সংজ্ঞা হইল "স্ববৃত্তিত্বস্বান্যবৃত্তিত্বএতদুভয়সম্বন্ধেন বস্তুবিশিষ্টান্যত্বং উভয়াবৃত্তিত্বং"। যাহার অভাব 'স্ব' পদে তাহাকেই ধরিতে হইবে, তাহা হইলে এস্থলে 'স্ব' পদে হইল তৎতৎ সংযোগ, এবং স্ববৃত্তিত্ব তত্তৎ সংযোগত্বে থাকিবে; দ্রব্যে তৎ সংযোগ, এতৎ সংযোগ ইত্যাদি বহু সংযোগ থাকায় প্রত্যেকটিকেই 'স্ব' পদে ধরা যাইবে। কিন্তু, তৎ সংযোগত্বে যে স্ববৃত্তিত্ব আছে এতৎ সংযোগত্বে তাহা নাই, ফলে তৎ সংযোগত্বে স্বান্যবৃত্তিত্ব নাই (স্ব+অন্য=স্বান্য, অর্থাৎ 'স্ব' বা তৎ সংযোগত্ব হইতে ভিন্ন বা অন্য বৃত্তিত্ব নাই); ঠিক একইরূপে এতৎ সংযোগত্বে যে স্ববৃত্তিত্ব আছে তাহাতে অন্য সংযোগবৃত্তিত্ব নাই (অর্থাৎ এতৎ সংযোগত্বে স্বান্যবৃত্তিত্ব নাই)। এই স্ববৃত্তিত্ব এবং স্বান্যবৃত্তিত্ব এতদুভয় সম্বন্ধের দ্বারা বস্তুবিশিষ্টান্যত্ব হইল উভয়াবৃত্তিত্ব। উভয়+অবৃত্তিত্ব=উভয়াবৃত্তিত্ব। এতৎ সংযোগত্ব, তৎ সংযোগত্ব এই উভয়েতেই স্ববৃত্তিত্ব এবং স্বান্যবৃত্তিত্ব এই উভয় সম্বন্ধে বস্তু-বিশিষ্টান্যত্ব থাকিয়া যায়; কিন্তু সংযোগত্ব প্রভৃতিধর্ম্মে বস্তুবিশিষ্টত্ব থাকে; যেমন 'স্ব' পদে তৎ সংযোগবৃত্তিত্ব সংযোগত্বে আছে, সেইরূপ স্বান্য অর্থাৎ তৎ সংযোগান্য সংযোগবৃত্তিত্বও আছে, অর্থাৎ এই উভয় সম্বন্ধই সংযোগত্বে থাকে, সেজন্য সংযোগত্বাদিরূপ ব্যাপক ধর্ম্মসমূহ উভয় সম্বন্ধে বস্তু-বিশিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু, শুধুমাত্র তৎ সংযোগত্ব, বা শুধুমাত্র এতৎ সংযোগত্ব, বা শুধুমাত্র অন্য সংযোগত্ব ইত্যাদিরূপে শুধুমাত্র একটি বিশেষ সংযোগত্বে উভয় সম্বন্ধে বস্তুবিশিষ্টান্যত্ব থাকে। ফলে, একটি বিশেষ সংযো-

গত্বেই উভয় সম্বন্ধে বস্তুবিশিষ্টান্তত্ব থাকে। সুতরাং উভয়াবৃত্তিধর্ম্ম হইল তৎ সংযোগত্ব, এতৎ সংযোগত্ব ইত্যাদি বিশিষ্টসংযোগত্ব। যাহার অভাব আলোচ্য বিষয় সে যে সম্বন্ধে থাকে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নই হইল 'যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন'; এস্থলে আলোচ্য বিষয় হইল সংযোগাভাব, 'সংযোগ' সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া 'যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' অর্থে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ধরিতে হইবে। এইরূপ যজ্জাতিসমানাধিকরণ অর্থাৎ সংযোগত্ব সমানাধিকরণ, উভয়াবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগত্ব, এতৎ সংযোগত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগী, সেই প্রতিযোগিতাক যাবৎ অভাববান্ যে দ্রব্য, তাহা অর্থাৎ সেই দ্রব্য তজ্জাত্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগত্বজাত্যবচ্ছিন্ন, তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাববান্; অর্থাৎ সেই দ্রব্যে তাদৃশ প্রতিযোগিতাকাভাব আছে, অর্থাৎ উক্ত অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব আছে। দ্রব্যে তৎ সংযোগাধিকরণে এতৎ সংযোগের অভাব, এতৎ সংযোগাধিকরণে অপর সংযোগের অভাব, অপর সংযোগাধিকরণে এতৎ সংযোগের অভাব ইত্যাদিক্রমে চালনীয়ন্যায় অনুসারে দ্রব্যে তৎ তৎ প্রভৃতি যাবৎ উভয়াবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব থাকায় দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব থাকে। এইরূপে অনুমানের দ্বারা বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণিত হয়। উক্ত অনুমানের ব্যাপ্তিতে 'উভয়াবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন' শব্দ নিবেশের সার্থকতা আছে; 'উভয়াবৃত্তিত্ব' নিবেশ না করিলে যজ্জাতির বা সংযোগত্ব জাতির যে অধিকরণ অর্থাৎ সংযোগ, তাহাতে তৎতৎ সংযোগত্বের পরিবর্ত্তে সত্তা, গুণত্ব ইত্যাদির বৃত্তিতা কল্পনা করিতে পারা যায়, কারণ, সংযোগে সত্তা, গুণত্ব দুইই থাকে। ফলে, সংযোগত্ব সামানাধিকরণ গুণত্বাবচ্ছিন্ন বা সত্তাবচ্ছিন্ন সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব বৃক্ষাদি দ্রব্যে থাকে না, কেননা, দ্রব্য কখনও সত্তাবর্জ্জিত বা গুণবর্জ্জিত হয় না। ইহাতে, পক্ষে অর্থাৎ বৃক্ষাদি দ্রব্যে হেতুর অভাব থাকিয়া যায়, ফলে হেত্বাভাস হয়; এই হেত্বাভাসের নাম স্বরূপাসিদ্ধি। "হেত্বভাববৎ পক্ষঃ স্বরূপাসিদ্ধিঃ"—পক্ষে হেত্বভাব থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। কিন্তু হেতুর মধ্যে "উভয়াবৃত্তিধর্ম্ম' নিবেশ করিলে সত্তা বা গুণত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইবে না, ফলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ বারণ হইয়া যায়। পুনরপি, 'যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' নিবেশেরও সার্থকতা আছে। 'যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' নিবেশ না করিলে যে কোনো সম্বন্ধ ধরা

যাইবে, এবং সে কারণে আলোচ্য স্থলে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ধরা যাইতে পারে; সংযোগসম্বন্ধে সংযোগ কখনই দ্রব্যে থাকে না, সেজন্য সংযোগ সম্বন্ধে সংযোগের অভাব দ্রব্যে সব সময়েই থাকে, ইহা স্বরূপতঃই সিদ্ধ, ইহাকে সাধন করিবার জন্য, অর্থাৎ প্রমাণ করিবার জন্য সংযোগ সম্বন্ধে দ্রব্যে সংযোগের অভাব আছে এরূপ বলিতে হয় না, এরূপ বলিলে সিদ্ধ-সাধন দোষ হয়। কিন্তু, 'যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' নিবেশ করিলে ঐ দোষ আর হয় না।

পুনরায়, আলোচ্যমান হেতুর মধ্যে 'যজ্জাতিসমানাধিকরণ' ইত্যাদিতে যে 'যজ্জাতি' শব্দ আছে তাহার সার্থকতা কি? 'যজ্জাতি' স্থলে 'যদ্ধর্ম' নিবেশ করিলে ক্ষতি কি? 'যজ্জাতি' স্থলে 'যদ্ধর্ম' নিবেশ করিলেও দ্রব্যে সংযোগাভাবের অনুমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু, ইহারও সার্থকতা আছে, কারণ, জাতি নিবেশ না করিলে ব্যভিচার দোষ হইতে পারে। ব্যভিচার দোষ কাহাকে বলে? "সাধ্যাভাববৎ বৃত্তিত্বং ব্যভিচরিতত্বং", অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণে যদি হেতুর বৃত্তিতা থাকে তাহা হইলে ব্যভিচার দোষ হয়। যথা, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ বা ধূমাভাবাধিকরণ অয়োগোলকে হেতুর বা বহ্নির বৃত্তিতা থাকিয়া যায় বলিয়া উক্ত স্থলটি ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হয়। আলোচ্য স্থলেও 'যজ্জাতি' শব্দ নিবেশ না করিয়া 'যদ্ধর্ম' নিবেশ করিলে ব্যভিচার দোষ ঘটিতে পারে। ধরা যাক, নির্ঘট দেশে তৎ তৎ ঘটের অভাব থাকায় ঘটসামান্যাভাব আছে, এরূপ অনুমান করা গেল; তাহা হইলে অনুমানের রূপটি হইবে, "নির্ঘটদেশঃ ঘটসামান্যাভাববান্ ঘটত্বজাতিসমানাধিকরণতত্তৎঘটত্বাবচ্ছিন্নসংযোগসম্বন্ধাব-চ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকযদভাবাৎ"; কিন্তু, এস্থলে হেতুতে ঘটত্বজাতি সন্নিবেশ না করিয়া যদি ঘটত্বধর্ম সন্নিবেশ করা যায় তাহা হইলে কি হয়? ঘটত্বধর্ম হইল 'কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব'; এই 'কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বে'র প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সম্ভবই হয় না। কারণ, নিয়ম হইল "সম্ভবতি লঘৌ ধর্মে গুরৌ তদভাবাৎ" —অর্থাৎ, লঘুধর্মে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সে স্থলে গুরুধর্মের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ সে স্থলে গুরুধর্ম গ্রাহ্য নহে। যথা, 'প্রমেয়ধূমো নাস্তি' এই অভাব স্থলে 'প্রমেয়-ধূমত্ব' হইল গুরুধর্ম, এবং 'ধূমত্ব' হইল লঘুধর্ম; সুতরাং এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে 'ধূমত্ব', 'প্রমেয়ধূমত্ব' নহে। এইভাবে,

'কম্বুগ্রীবাদিমান্নাস্তি', 'ঘ্রাণগ্রাহ্যগুণো নাস্তি' প্রভৃতি অভাবের ক্ষেত্রেও 'কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব', 'ঘ্রাণগ্রাহ্যগুণত্ব' প্রভৃতি গুরুধর্ম্ম বলিয়া তৎ তৎ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে 'ঘটত্ব', 'গন্ধত্ব' প্রভৃতি ; কারণ, ঘটত্ব, গন্ধত্ব প্রভৃতি হইল লঘুধর্ম্ম, এবং কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব, ঘ্রাণগ্রাহ্যগুণত্ব প্রভৃতি হইল গুরুধর্ম্ম। এইরূপে আলোচ্য উদাহরণের ক্ষেত্রে ঘটত্বজাতির স্থলে ঘটত্বধর্ম্ম গ্রহণে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সাধ্যাভাববত্তে বা সাধ্যাভাবাধিকরণে, অর্থাৎ আলোচ্য ক্ষেত্রে নির্ঘটদেশে হেতুর বৃত্তিতা থাকিয়া যায় ; কেননা, কম্বুগ্রীবাদিমান্নাস্তি অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি হইলে কম্বুগ্রীবাদিমান্নাস্তি অভাব ধরা যাইবে না, অর্থাৎ কম্বুগ্রীবাদিমান্নাস্তি এই অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় ; ফলে তৎ তৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবাধিকরণে, অর্থাৎ নির্ঘটদেশে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রসিদ্ধি না থাকায় হেত্বধিকরণে সাধ্য থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যভিচার হয়। কিন্তু, 'যজ্জাতি', অর্থাৎ এস্থলে 'ঘটত্ব-জাতি' নিবেশ করিলে আর উক্ত ব্যভিচার দোষ হয় না ; কারণ, 'ঘটত্ব-জাতি' হইল ঘটত্ব, কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব নহে, কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব লক্ষ্যই নহে।

এস্থলে একটি আপত্তি উঠিতে পারে যে—সত্তা, গুণত্ব ইত্যাদ্যবচ্ছিন্ন অভাব ধরিয়া যে স্বরূপাসিদ্ধির আশঙ্কা হয় তাহা 'উভয়াবৃত্তি' পদ নিবেশ করিয়া বারণ করা হইয়াছে ; কিন্তু ব্যভিচারদোষবারক ব্যতীত অন্য কোনো দোষবারক পদ ব্যর্থ—ইহা নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত মত। এস্থলে 'উভয়াবৃত্তি' পদ ব্যভিচার-বারক নয়, ইহা স্বরূপাসিদ্ধি-বারক ; যেহেতু 'উভয়াবৃত্তি' পদ ব্যভিচার-বারক নয়, ব্যভিচারাবারক (ব্যভিচার+ অবারক), সুতরাং এই 'উভয়াবৃত্তি' পদ ব্যর্থ । এইরূপে হেতুতে 'উভয়া-বৃত্তি' পদের ব্যর্থতাপত্তি হয়। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, কেননা, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণ ব্যভিচার-বারক বিশেষণের ন্যায় অসিদ্ধি-বারক বিশেষণেরও সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষধর মিশ্র গঙ্গেশো-পাধ্যায়ের "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থের উপর যে টীকা করিয়াছেন তাহার নাম "আলোক", সুতরাং "মণ্যালোক"রূপেই পক্ষধর মিশ্রকৃত ঐ টীকার প্রসিদ্ধি, যেমন, 'প্রত্যক্ষ-মণ্যালোক', 'অনুমান-মণ্যালোক', 'উপমান-মণ্যালোক', 'শব্দ-মণ্যালোক' প্রভৃতি। শব্দমণ্যালোকে, অর্থাৎ পক্ষধর মিশ্রকৃত চিন্তামণি টীকার শব্দখণ্ডে পক্ষধর মিশ্র ও তাঁহার সমর্থকগণ ব্যভিচারাবারক

(ব্যভিচার + অবারক) বিশেষণের সার্থকতা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। শব্দমণ্যালোকে "শব্দো অনিত্যঃ (নিত্যো বা) সামান্যবত্ত্বে সতি বিশেষগুণান্তরাসমানাধিকরণবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ" এই অনুমিতিতে হেতুর মধ্যে "বিশেষ" এবং "অন্তর" ('বিশেষগুণান্তর'…ইত্যাদিতে যে 'বিশেষ' এবং 'অন্তর') এই বিশেষণ পদ দুইটি স্বরূপাসিদ্ধি বারণের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। হেতুতে যদি 'বিশেষ' পদ নিবেশ না করা যায় তাহা হইলে "সামান্যবত্ত্বে সতি গুণান্তরাসমানাধিকরণ…"ইত্যাদি হইবে। এখন, আকাশে সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ এবং শব্দ এই গুণগুলি থাকে, এবং ইহাদের মধ্যে 'শব্দ' হইল একটি বিশেষগুণ (বুদ্ধ্যাদিষট্কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহ-সাংসিদ্ধি কোদ্রবঃ অদৃষ্টভাবনাশব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ); হেতুতে 'বিশেষ' পদের উল্লেখ না থাকিলে শব্দ ভিন্ন সংখ্যাদি অন্য যে কোনো আকাশস্থিত গুণকে ধরা যায়, এবং তাহাতে পক্ষে, অর্থাৎ এস্থলে 'শব্দে' হেতুর অভাব হয়, কারণ, শব্দ ভিন্ন অন্য গুণের অর্থাৎ সংখ্যাদিরূপ গুণের সামানাধিকরণ্য শব্দে থাকিয়া যায়, ফলে স্বরূপাসিদ্ধি হয়। কিন্তু, 'বিশেষ' পদ নিবেশ করিলে আর সে আশঙ্কা থাকে না, কারণ, আকাশে একটি মাত্রই বিশেষগুণ থাকে, এবং তাহা হইল শব্দ, অতএব শব্দে অন্য কোনো বিশেষগুণের সামানাধিকরণ্য থাকিল না। অপরদিকে, হেতুতে 'অন্তর' পদ নিবেশ না করিলে "সামান্যবত্ত্বে সতি বিশেষগুণাসমানাধিকরণ…"ইত্যাদি হইবে। আকাশে শুধু একটি শব্দ নাই, বহু শব্দ আছে, ফলে হেতুতে 'অন্তর' পদের অভাব বশতঃ এক শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সামানাধিকরণ্য থাকিয়া যাইবে; এবং তাহা হইলে, যে উদ্দিষ্ট শব্দকে পক্ষ ধরা হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য শব্দের সামানাধিকরণ্য থাকায় পক্ষে হেতুর অভাব থাকিয়া যাইবে, এবং স্বরূপাসিদ্ধি হইবে; এই স্বরূপাসিদ্ধি বারণের জন্যই 'অন্তর' পদের নিবেশ। এইরূপে এস্থলে 'বিশেষ' এবং 'অন্তর' এই দুটি পদই স্বরূপাসিদ্ধি নিবারণের জন্যই নিবেশ করা হইয়াছে। সুতরাং, অসিদ্ধিবারক বা ব্যভিচারাবারক পদ যখন পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তখন আলোচ্য স্থলে ব্যভিচারাবারক 'উভয়াবৃত্তি' পদের নিবেশে ব্যর্থতাপত্তি হয় না।

জাগদীশী—যো যদ্ধর্ম্মন্যূনবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্নযাবদভাববান্ স তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাববান্ ইত্যর্থঃ তু সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা-

কস্য ঘটাবৃত্তিসংযোগত্বাদিবৃক্ষান্যাসমবেতত্বাদ্যবচ্ছিন্নাভাবস্য যাবদন্তর্গ-তস্য বৃক্ষাদৌ স্বরূপাসিদ্ধত্বাৎ অনুপাদেয়ঃ। যদ্বা যো যদীয় যাবদ্বি-শেষাভাববান্ ইত্যস্য যো যদীয়ানাং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বানাং যাবতাং প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাববান্ স তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাববান্ ইত্যর্থঃ। তথা চ সংযোগত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বব্যক্তীনাং প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাব-কূটবত্ত্বস্য পক্ষে সত্ত্বাৎ ন অসিদ্ধিঃ ন বা ব্যর্থবিশেষণম্ ইতি ধ্যেয়ম্। সংযোগযাবদ্বিশেষাভাবা ইতি মানং মানতাবচ্ছেদকং আচার্য্যমতে-নেদং বা।

অনুবাদঃ যাহা যদ্ধর্ম্মন্যূনবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাববান্ তাহা তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অভাববান্, ইহাই অর্থ; কিন্তু, সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার ঘটাবৃত্তি সংযোগত্বাদি বৃক্ষান্যাসমবেতত্বাদি অবচ্ছিন্ন যাবদন্তর্গত অভাবের বৃক্ষাদিতে স্বরূপাসিদ্ধি বশতঃ অনুপাদেয়। অথবা যাহা, "যো যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্" ইত্যাদির (অর্থ) যাহা (যে স্থল) যাবৎ যদীয়সমূহের (অর্থাৎ) যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বসমূহের প্রত্যেকাব-চ্ছিন্ন অভাববান্, তাহা (সে স্থল) তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অভাববান্, ইহাই অর্থ। সুতরাং, সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন অভাব-সমূহবত্তার পক্ষেতে থাকায় অসিদ্ধি হয় না, অথবা ব্যর্থবিশেষণ হয় না, এইরূপ চিন্তনীয়। 'সংযোগযাবদ্বিশেষাভাবসমূহ' ইত্যাদি মান (অর্থাৎ প্রমাণ) (হইল) মানবতাবচ্ছেদক, অথবা, আচার্য্য (উদয়নাচার্য্য) মতের দ্বারা ইহা (প্রতিপাদিত হয়)।

ব্যাখ্যাঃ "যো যদীয়" ইত্যাদি গ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো কোনো নৈয়ায়িক ভিন্ন মত পোষণ করেন, এস্থলে সেই সকল নৈয়ায়িকদের কথাই বলা হইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, "যজ্জাতি" ইত্যাদিরূপে "যো যদীয়" প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাখ্যার মধ্যে ব্যভিচার বারণ, অসিদ্ধি বারণ, সিদ্ধসাধন বারণ, ব্যর্থবিশেষণ বারণ প্রভৃতি বহুবিধ জটিলতা থাকিয়া যায়। সুতরাং, এই সমস্ত জটিলতা বর্জ্জন করিয়া অন্য প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে। 'যো' অর্থাৎ যে স্থল বা পক্ষ, 'যাবৎ' অর্থাৎ সকল, 'যদীয়বিশেষাভাববান্' অর্থাৎ যদ্ধর্ম্মন্যূনবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অভাববান্, তাহা, অর্থাৎ সেই স্থল তদ্ধর্ম্মাব-

চ্ছিন্ন অভাববান্—ইহাই অর্থ। 'যদীয় বিশেষ' কথার অর্থ করা হইল যদ্ধর্মন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন ; এস্থলে 'সংযোগাভাব' হইল আলোচ্য বিষয়, সুতরাং 'যৎ' পদে ধরা হইল সংযোগ, এই সংযোগত্বধর্মন্যূনবৃত্তি, অর্থাৎ সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন হইল যদীয় বিশেষ। এইরূপ যাবৎ যদীয় বিশেষাভাববান্ (বা যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্) যে হইবে তাহা তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন অভাববান্ হইবে ; এবং ফলে তাহা তৎসামান্যাভাববান্ হইবে, কেননা, তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন হইলেই তৎসামান্য হইবে। এখন, এই যদ্ধর্মন্যূনবৃত্তি পদার্থটি কি ? যাহাকে ধর্ম ধরা হইবে সেই ধর্মের অধিকরণ ব্যতীত অন্য পদার্থে বৃত্তি হইবে না, অথচ সেই ধর্ম অপেক্ষা ন্যূন বা অল্প স্থানে বৃত্তি হইবে যে ধর্ম সেই ধর্মই হইবে যদ্ধর্মন্যূনবৃত্তিধর্ম। আলোচ্য স্থলে 'সংযোগত্ব'কে ধর্ম ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ যদ্ধর্ম হইল 'সংযোগত্ব', সুতরাং যদ্ধর্মন্যূনবৃত্তিধর্ম হইল এস্থলে সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম, এই সংযোগত্বের ন্যূনবৃত্তি হইবে তৎ তৎ সংযোগত্ব। অন্যরূপে বলা যায়, বৃক্ষকে পক্ষ ধরিলে বৃক্ষ ভিন্ন অন্য পদার্থে অসমবেত বা অবৃত্ত যে সংযোগ, এক কথায় বৃক্ষান্যা-সমবেত সংযোগ (বৃক্ষ+অন্য+অসমবেত সংযোগ, অর্থাৎ বৃক্ষসমবেত সংযোগই হইল বৃক্ষান্যাসমবেত সংযোগ), সেই সংযোগত্বটিও সংযোগত্ব-ন্যূনবৃত্তিধর্ম হয়। সামান্য সংযোগত্ব হইতে ঘটাবৃত্তি (ঘট+অবৃত্তি) সংযোগত্ব, বা বৃক্ষান্যাসমবেত সংযোগত্ব তুলনায় সীমিত, সেইজন্যই ঘটা-বৃত্তি সংযোগত্ব, বা বৃক্ষান্যাসমবেতসংযোগত্বকে সামান্য সংযোগত্ব হইতে ন্যূনবৃত্তিসম্পন্ন বলা হইল ; এইরূপে ঘটাবৃত্তি সংযোগত্ব বা বৃক্ষান্যাসমবেত-সংযোগত্ব যদ্ধর্মন্যূনবৃত্তিধর্ম বা এস্থলে সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম হইল। এই প্রকার সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন হইল এরূপ সীমিত 'সংযোগ'। এই যদ্ধর্মন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাববান্ যে স্থল হইবে সেই স্থল তদ্ধর্মাব-চ্ছিন্ন অভাববান্, অর্থাৎ এস্থলে সংযোগত্বধর্মাবচ্ছিন্ন অভাববান্ হইবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে অনুমানটি তাহা হইলে হইবে "দ্রব্যং সংযোগত্বধর্মাবচ্ছিন্না-ভাববান্ সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নযাবদভাববত্ত্বাৎ" ; অর্থাৎ বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাব থাকায় বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগত্ব-ধর্মাবচ্ছিন্নাভাব, অর্থাৎ সংযোগাভাব থাকে। "যো যদীয়" ইত্যাদি গ্রন্থের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে "যজ্জাতিসমানাধিকরণ" ইত্যাদি প্রকরণে আলোচিত স্বরূপাসিদ্ধি, ব্যর্থবিশেষণ, অসিদ্ধি, সিদ্ধসাধন প্রভৃতি দোষ

উপস্থিত হয় না। কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ ব্যাখ্যাতেও দোষ উপস্থিত হয়। কারণ, সামান্য সংযোগত্ব হইতে সীমিত সংযোগত্বই হইল 'সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্ম', সুতরাং, যাহাকে পক্ষ ধরা হইবে সেই পক্ষ ভিন্ন অন্যত্র অসমবেত সংযোগত্ব যেরূপ 'সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্ম', সেইরূপ পক্ষ ভিন্ন অন্যত্র সমবেত সংযোগত্বও সামান্য সংযোগত্ব হইতে সীমিত বলিয়া 'সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্ম' হইবে। এবং যাবৎ 'সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন' বলিতে পক্ষ ভিন্ন অসমবেত এবং ঘটাবৃত্তি, পটাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত সংযোগত্বও সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্মই হইবে, অর্থাৎ পক্ষ ভিন্ন অন্যত্র অসমবেত সংযোগত্বও যাবৎ সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্মের অন্তর্গত হইবে। আলোচ্য স্থলে পক্ষ হইল বৃক্ষাদি দ্রব্য, এবং হেতু হইল 'সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাব'; কিন্তু, যে দ্রব্যকে পক্ষ ধরা হইবে, যথা বৃক্ষ, তাহাতে অর্থাৎ বৃক্ষে 'সংযোগত্বন্যূনবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যাবৎ অভাব' থাকে না, কারণ, ঘটাবৃত্তি সংযোগের অভাব, এবং বৃক্ষ ভিন্ন অন্য পদার্থে অসমবেত যাবৎ সংযোগের অভাব বৃক্ষে থাকিবে কি করিয়া? ফলে, এইভাবে বৃক্ষে বা পক্ষে হেতুর অভাব থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হইয়া পড়ে। সুতরাং, এবম্বিধ ব্যাখ্যাও অনুপাদেয়, অর্থাৎ উপাদেয় নহে বা গ্রহণযোগ্য নহে।

"যদ্বা" ইত্যাদি কথার দ্বারা জগদীশ অন্য একপ্রকার ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে করিতেছেন। ইহা জগদীশ তর্কালঙ্কারের নিজস্ব অভিমত। তাঁহার মতে জটিলতা পরিহারের জন্য "যো যদীয়" ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা এইরূপ করা যাইতে পারে—'যো' অর্থাৎ যে স্থল বা পক্ষ, 'যদীয়' অর্থাৎ যদীয়সমূহের অর্থাৎ যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বসমূহের, 'যাবৎ' অর্থাৎ সমস্ত বিশেষাভাববান্ অর্থাৎ প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন অভাববান্, 'স' অর্থাৎ সেই স্থল, 'তৎসামান্যাভাববান্' অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাববান্। অর্থাৎ, যে স্থল যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্ব-সমূহের যাবৎ প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাববান্, সেই স্থল তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাববান্। আলোচ্য স্থলে, তাহা হইলে, যদ্ধর্ম্ম হইবে সংযোগত্ব, এবং অনুমানটি হইবে "বৃক্ষঃ সংযোগত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাববান্ সংযোগত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বানাং যাবৎ প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাববত্ত্বাৎ"। এখন কথা হইল, ভিন্ন ভিন্ন অভাবের প্রতিযোগী অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু ঐ তৎ তৎ অভাবের তৎ তৎ প্রতিযোগি-বৃত্তি যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ প্রতিযোগিত্ব, তাহা কি তৎতৎ প্রতিযোগীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন, না এক? নব্যগণ বলেন প্রতিযোগিত্ব হইল প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম্ম,

সমস্ত প্রতিযোগীরই এই ধর্ম্ম আছে এবং একই ধর্ম্ম আছে ; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অভাবের প্রতিযোগী ভিন্ন ভিন্ন হইলেও প্রতিযোগিত্ব সমস্ত প্রতিযোগীতেই এক, তাহা ভিন্ন নহে। কিন্তু প্রাচীনেরা অন্যরূপ বলেন, তাঁহাদের মতে প্রতিযোগী যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম্ম অর্থাৎ প্রতিযোগিত্বও প্রতিযোগী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। জগদীশ এস্থলে প্রাচীনদের মতই গ্রহণ করিলেন, এবং তদনুসারে 'যদীয়' অর্থে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহকে ধরিলেন। তাহা হইলে যে স্থলে, যথা বৃক্ষে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহের সমস্ত প্রত্যেকাবচ্ছিন্নাভাব আছে, সেই স্থলে, অর্থাৎ বৃক্ষে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন অভাব আছে, অর্থাৎ বৃক্ষে বা দ্রব্যে সংযোগাভাব আছে। এইরূপ অনুমানে পক্ষে, অর্থাৎ বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব-ব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন সমস্ত অভাব থাকিয়া যায় ; এইরূপ সংযোগ-ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন সমস্ত অভাব হইল যাবতীয় বিশেষ সংযোগের অভাব। কিন্তু, "সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব-ব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকাবচ্ছিন্ন সমস্ত অভাব"—এইরূপ বলায় আর পূর্ব্বালোচ্য স্বরূপাসিদ্ধি, ব্যর্থবিশেষণ ইত্যাদি কোনো প্রকার দোষ উপস্থিত হয় না। ইহাই জগদীশের অভিমত।

দীধিতিগ্রন্থে 'যদীয় যাবৎ বিশেষাভাব' বা 'সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাব'ই মান, অর্থাৎ প্রমাণ এ কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু, "যদীয় যাবদ্বিশেষাভাব" হইল হেতু, হেতু অনুমানের প্রমাণ হয় কি করিয়া? ব্যাপ্তিজ্ঞানই তো হইল অনুমিতির প্রমাণ। সেইজন্য জাগদীশ বলিলেন 'মান' হইল মান-তাবচ্ছেদক ; ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় হইল ব্যাপ্তি, বিষয় বিধায়, অর্থাৎ বিষয়-রূপে ব্যাপ্তি হইল ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধর্ম্ম ; অর্থাৎ বিষয়রূপে অনুমানের মানতা বা প্রমাণতা হইলে ব্যাপ্তি। তাহা হইলে, এই মানতাচ্ছেদক বা প্রমাণতাব-চ্ছেদক হইবে হেতু ; সুতরাং 'মান' অর্থে মানতাবচ্ছেদক বুঝিতে হইবে। অথবা উদয়নাচার্য্যের মতে হেতুই অনুমানের পক্ষে প্রমাণ, সুতরাং সেই মত অনুসারে "যদীয়:যাবদ্বিশেষাভাব" এই হেতুই ঐ অনুমানের প্রমাণ, এরূপ বলা যায়।

জাগদীশী—ন চ সৰ্ব্বাবয়বাবচ্ছেদেন বৃক্ষাদৌ গগনাদেরেক এব সংযোগো লাঘবাদিতি, তস্যৈব অভাববিরহাৎ, সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বং পক্ষে স্বরূপাসিদ্ধমিতি বাচ্যম্। অতিপ্রসঙ্গভঙ্গায় শাখাদিতত্তদবয়বাবচ্ছিন্নবৃত্তিকসংযোগং প্রতি তত্তদবয়বত্বেন হেতুত্বস্য আবশ্যকতয়া বৃক্ষে ব্যাপ্যবৃত্তিগগনসংযোগস্য অসম্ভবাদিতি ভাবঃ।

অনুবাদ ঃ বৃক্ষাদিতে সৰ্ব্বাবয়বাবচ্ছেদের দ্বারা লাঘব বশতঃ গগনাদির একই সংযোগ ইত্যাদি (হওয়ায়) পক্ষে তাহার (যাবৎ সংযোগের) অভাব না থাকায় সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববত্তে স্বরূপাসিদ্ধি ইত্যাদি (হয়)—এরূপ বলা যায় না। অতিপ্রসঙ্গ ভঙ্গের জন্য শাখাদি তৎ তৎ অবয়বাবচ্ছিন্নবৃত্তি সংযোগের প্রতি তৎ তৎ অবয়বত্বরূপ কারণত্বের আবশ্যকতা থাকায় বৃক্ষে ব্যাপ্যবৃত্তি গগনসংযোগের অসম্ভব হয় বলিয়া (স্বরূপাসিদ্ধি হয় না)—ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা ঃ বলা হইল, বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে যাবৎ সংযোগবিশেষের অভাব থাকায় বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব আছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তো হয় না। কারণ, বৃক্ষাত্বাবচ্ছেদে, অর্থাৎ বৃক্ষের সৰ্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে গগনসংযোগ সকল সময়েই থাকে এবং সেই গগনসংযোগ এক, বহু নহে। বৃক্ষকে সমগ্ররূপে চিন্তা করিয়া বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে গগনসংযোগ একটিই, এবং এইরূপ চিন্তাতেই লাঘব হয়। ফলে পক্ষে অর্থাৎ বৃক্ষাদিতে যাবৎ সংযোগবিশেষের অভাব আর থাকিল না ; কেননা, গগনসংযোগ থাকিয়াই যায়। সুতরাং, বৃক্ষাদিতে, অর্থাৎ পক্ষে যাবৎ সংযোগ বিশেষের অভাব, অর্থাৎ হেতুর অভাব বশতঃ স্বরূপাসিদ্ধি হয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ, বৃক্ষাদিতে বা দ্রব্যে এক ব্যাপ্যবৃত্তি গগনসংযোগের কল্পনা করা অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। বৃক্ষতাবচ্ছেদে এক গগনসংযোগ কল্পনা করিলে সেই সংযোগের কারণ সমগ্র বৃক্ষই হইবে, যে অবয়বে সংযোগ থাকে সেই অবয়বই সেই সংযোগের প্রতি কারণ ; সমগ্র বৃক্ষই এক ব্যাপ্যবৃত্তি 'গগনসংযোগের কারণ হওয়ায় সমগ্র বৃক্ষই গগনসংযোগের প্রতি কারণ। যে বিশেষ স্থলে যে বিশেষ সংযোগ থাকে সেই বিশেষ সংযোগের প্রতি সেই বিশেষ স্থলই কারণ ; ইহা অস্বীকার

করিলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয়। কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ, প্রত্যংশে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ থাকে। দ্রব্যের যে অবয়বে বা যে অংশে যে সংযোগ থাকে সেই সংযোগের প্রতি সেই অবয়বকে কারণ না বলিয়া অন্য অবয়বকে সেই সংযোগের কারণ বলা যাইবে না কেন? এইরূপে এক অবয়বাবচ্ছিন্ন সংযোগের কারণ অন্য অবয়ব হইবে না কেন? অন্য অবয়বাবচ্ছিন্ন সংযোগের প্রতি অপর অবয়ব কারণ হইবে না কেন? এইরূপ প্রশ্ন যদি করা যায় তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয়। এই অতিপ্রসঙ্গ দোষ পরিহারের জন্যই বলা হয় কোনো বিশেষ অবয়বাবচ্ছিন্ন সংযোগের প্রতি সেই বিশেষ অবয়বই হইল কারণ; এবং ইহা সর্ব্বসম্মত। এইরূপ হইলে আর বৃক্ষে গগন-সংযোগের কারণ সমগ্র বৃক্ষকে বলা যাইবে না, বা বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে গগন-সংযোগের কারণত্ব থাকিবে না। কারণ, বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি অবয়বে গগনসংযোগ আছে; বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি তৎতৎ অবয়বাবচ্ছিন্ন বৃত্তিক যে সংযোগ সেই সংযোগের দ্বারাই সমগ্র বৃক্ষে গগনসংযোগ সাধিত হয়। বৃক্ষের তৎ তৎ শাখাত্ববচ্ছিন্ন বৃত্তিক গগন-সংযোগের প্রতি তৎতৎ অবয়বই কারণ; শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি সমস্ত অবয়বে গগনসংযোগ থাকায় পক্ষান্তরে সমগ্র বৃক্ষেই গগনসংযোগ থাকিয়া যায়। কিন্তু এইরূপ গগনসংযোগের কারণ সমগ্র বৃক্ষ নয়, শাখাদি বিভিন্ন অবয়বই তাহার কারণ; এবং সমগ্র বৃক্ষে বা বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে এক ব্যাপ্যবৃত্তি গগনসংযোগ শাখাত্ববচ্ছিন্ন বিভিন্ন অবয়ববৃত্তিক গগনসংযোগের দ্বারাই সম্ভব হয়। সুতরাং পৃথকভাবে বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে গগনসংযোগ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। সমগ্র বৃক্ষে বা বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে এক ব্যাপ্তিবৃত্তি গগনসংযোগ এইভাবে অসম্ভব হয়।

জাগদীশী—প্রাচাং মতে তু যৎ তদর্থয়োরনুগতত্বাৎ আহ 'একাবচ্ছেদেনেতি। ইদমুপাধেঃ সাধনাব্যপকত্বরক্ষায়ৈ, ন চ এবং তত্তৎসংযোগাভাবস্য গুণে ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাৎ একাবচ্ছিন্নত্বেন সাধ্যব্যাপকত্বং দুর্ঘটমিতি বাচ্যম্। একাবচ্ছেদেন ইত্যস্য নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশি৹স্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ন চ তথাপি কপিসংযোগসামান্যাভাববতি বৃক্ষে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্টস্য তদীয়যাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বস্য অসত্ত্বাৎ

উপাধেঃ সাধ্যাব্যাপকত্বমিতি বাচ্যম্। জাত্যবচ্ছিন্নাভাবস্য এব উক্তব্যাপ্তৌ সাধ্যবিধয়াপ্রবেশেন কপিসংযোগাভাবস্য চ অতথাত্বেন তং প্রতি তদীয়যাবদ্বিশেষাভাবস্য চ উক্তরূপেণাব্যাপকত্বেঽপি ক্ষত্যভাবাৎ। ন চ অভিঘাতাদিসংযোগসামান্যাভাবস্য বৃক্ষে সত্ত্বাৎ তত্র চ নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্টস্য তদীয়যাবদ্বিশেষাভাবস্যাসত্ত্বাৎ এবমুপাধেঃ সাধ্যাব্যাপকত্বমিতি বাচ্যম্। গুণবিভাজকজাতেরেব হেতুসাধ্যয়োঃ প্রবেশাৎ।

অনুবাদঃ কিন্তু, প্রাচীন মতে যৎ তৎ অর্থের অনুগতত্ব বশতঃ বলা হইল 'একাবচ্ছেদেন' ইত্যাদি। উপাধির হেতুর অব্যাপকত্ব রক্ষার জন্য 'ইদম্' শব্দ (অর্থাৎ একাবচ্ছেদেন এই বিশেষণ); এবং গুণে তত্তৎসংযোগাভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ একাবচ্ছিন্নত্বের দ্বারা সাধ্যব্যাপকত্ব দুর্ঘট হয়—এরূপ বলা যায় না; (কারণ), 'একাবচ্ছেদেন' ইহার (অর্থ) নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট ইত্যাদি বলা হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)। তথাপি, কপিসংযোগসামান্যাভাববান্ বৃক্ষে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট তদীয় (কপিসংযোগীয়) যাবৎ বিশেষাভাববত্ত্বের অনুপস্থিতি বশতঃ উপাধির সাধ্যের অব্যাপকত্ব হয়—এরূপ বলা যায় না; (কারণ) উক্ত ব্যাপ্তিতে "যো যদীয় যাবদ্বিশেষাভাববান্"—এই ব্যাপ্তিতে) জাত্যবচ্ছিন্নাভাবেরই সাধ্যরূপে প্রবেশের দ্বারাই বারণ হয়; এবং কপিসংযোগাভাব ঐরূপ না হওয়ায় তাহার প্রতি তদীয় যাবৎ বিশেষাভাবের উক্তরূপে অব্যাপকত্ব থাকিলেও ক্ষতি হয় না। বৃক্ষে অভিঘাতাদি সংযোগসামান্যাভাব থাকায় নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট তদীয় যাবৎ বিশেষাভাবের অনুপস্থিতি বশতঃ এই উপাধির সাধ্যের অব্যাপকত্ব হয়,—এরূপ বলা যায় না, (কারণ), হেতু-সাধ্যে গুণবিভাজক জাতির প্রবেশ বশতঃই (বারণ হয়)।

ব্যাখ্যাঃ দীধিতিকার বলিতেছেন যে, "যো যদীয় যাববিশেষাভাববান্ স তৎসামান্যাভাববান্" ইত্যাদি অনুমানের দ্বারা দ্রব্যে যে সংযোগাভাব প্রমাণের চেষ্টা করা হইল তাহা ঠিক নহে। "ন চ" এই কথার দ্বারা রঘুনাথ তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। "যো যদীয়" ইত্যাদি অনুমানের সাহায্যে দ্রব্যে সংযোগাভাব প্রমাণ হয় না, কেননা, যৎ, তৎ ইত্যাদির অনুগম হয়

না। যৎ, তৎ ইত্যাদির অনুগম বশতঃই উক্ত অনুমান অসম্ভব। উক্ত অনুমানে যে ব্যাপ্তি তাহা সামান্যমুখী ব্যাপ্তি, অর্থাৎ সেই ব্যাপ্তি সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। যে স্থলে যদীয় যাবৎ বিশেষাভাব থাকিবে সেই স্থলেই তদীয় সামান্যাভাব থাকিবে—ইহাই এই অনুমানের উদ্দেশ্য। কিন্তু, যৎ, তৎ ইত্যাদি পদ একান্তভাবে বিশেষ বস্তুর সূচনা করে। যৎ পদে যে বস্তুকে ধরা হইবে তাহা শুধু সেই বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে ঐ যৎ পদ প্রযোজ্য নহে। যৎ, তৎ প্রভৃতি পদ একান্তভাবে উদ্দিষ্ট বিশেষ বস্তুকে ইঙ্গিত করে বলিয়া ঐ যৎ, তৎ পদের দ্বারা সমস্ত বস্তুকে ধরা যায় না; এবং এইজন্যই যৎ, তৎ পদের অনুগম হয় না। কোনো শব্দের দ্বারা তৎ-সম্পর্কীয় তজ্জাতীয় সমস্ত বস্তুর প্রতীতি হইলেই সেই শব্দের বা সেই পদের অনুগম হয় বলা যায়। কিন্তু, যৎ পদ যেহেতু সম্পূর্ণরূপে বিশেষ বস্তুর সূচক, সেজন্য যৎ পদের কোনো অনুগম হয় না। কোনো দেশে যৎ, তৎ প্রভৃতি যাবৎ বিশেষ ঘটের অভাব থাকিলে সেই দেশে ঘটসামান্যাভাব আছে বলা যায়। এস্থলে যৎ, তৎ প্রভৃতি পদ ঘটের উপর প্রযুক্ত; এই যৎ, তৎ প্রভৃতি পদের দ্বারা কিন্তু পট, মঠ প্রভৃতি বস্তুকে বোঝা যাইবে না। যৎ, তৎ পদের দ্বারা পটকে ধরিলে তাহা শুধু পটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে, তাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে ইঙ্গিত করা যাইবে না। এইরূপে যৎ, তৎ পদের যাহা অর্থ তাহা শুধুমাত্র বিশেষ বস্তুকে ইঙ্গিত করে বলিয়া এই যৎ, তৎ পদের অনুগম হয় না, এবং ফলে, এই যৎ, তৎ ঘটিত ব্যাপ্তির সাহায্যে কোনো সামান্যমুখী অনুমান সম্ভব নয়। সুতরাং এই যৎ, তৎ ঘটিত অনুমানের সাহায্যে দ্রব্যে সামান্যাভাব স্বীকার করা যায় না। প্রাচীনেরা কিন্তু এস্থলে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে যৎ, তৎ প্রভৃতি পদের অনুগম হয়। তাঁহারা বলেন যে, সাধারণভাবে যৎ, তৎ পদের অনুগমতা অবশ্যই নাই, কিন্তু অন্যরূপে চিন্তা করিলে অনুগমতা আছে। তাঁহারা বলেন যে, ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থ হইল বুদ্ধির বিষয়, এবং ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি হইল বুদ্ধির বিষয়তাবচ্ছেদক। এই ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতিও ঘট, পট প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু এই ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির উপর যদি কোনো সাধারণ ধর্ম্ম কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম আর ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হইবে না, তাহা ঘটত্ব, পটত্ব, মঠত্ব, সংযোগত্ব, রূপত্ব প্রভৃতি সকলেরই সাধারণ ধর্ম্ম হইবে। কিন্তু, এই সাধারণ ধর্ম্ম হইবে

উপলক্ষিত ধর্ম্ম'; কেননা, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির উপর পুনরায় ধর্ম্ম' কল্পনা করিলে তাহা উল্লেখ্যমান জাতি হইয়া যাইবে, ফলে তাহার উপর আবার অন্য ধর্ম্ম' ভাসমান হইয়া পড়িবে। কিন্তু, উপলক্ষিত ধর্ম্ম' বলিলে আর সে আশঙ্কা নাই; অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির উপর যে সাধারণ ধর্ম্ম কল্পনা করা হইবে তাহা উপলক্ষিত ধর্ম্ম হইলে তাহার উপর পুনরায় আর ধর্ম্ম ভাসমান হইবে না। এইরূপে, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি যদি বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদক হয় তাহা হইলে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির উপর যে উপলক্ষিত সাধারণ ধর্ম্ম তাহা হইবে বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্ব। যৎ, তৎ পদবাচ্য পদগুলি যদি এই বুদ্ধি-বিষয়তাবচ্ছেদকত্বোপলক্ষিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বস্তু হয়, তাহা হইলে যৎ, তৎ প্রভৃতি পদের অনুগম সম্ভব হয়; কেননা, তখন আর যৎ, তৎ পদ শুধুমাত্র বস্তুবিশেষকে ইঙ্গিত করে না, তাহা (যৎ, তৎ পদ) সমস্ত বস্তুর বুদ্ধিবিষয়তা-বচ্ছেদকত্বরূপ সাধারণ ধর্ম্মের মাধ্যমে সমস্ত বস্তুকেই ইঙ্গিত করে। এইরূপ প্রাচীন মতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যৎ, তৎ পদের অনুগমতার দ্বারা যদি কেহ "যো যদীয়" ইত্যাদি অনুমানের সামান্যতা স্বীকার করেন সেই আশঙ্কাতেই রঘুনাথ "একাবচ্ছেদেন" ইত্যাদি কথার দ্বারা "যো যদীয়" ইত্যাদি অনুমানের বিরুদ্ধে অন্য আপত্তি বা দোষ উত্থাপন করিতেছেন।

দীধিতিকার বলিতেছেন যে, যৎ, তৎ পদের অনুগমতা স্বীকার করিলেও দোষ থাকিয়া যায়। "যো যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ স তৎ সামান্যা-ভাববান্" এই অনুমানে 'একাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব' এই উপাধি থাকিয়া যায়। কোনো অনুমানে উপাধি থাকিলে অনুমানটি দুষ্ট হয় বা অশুদ্ধ হয়। উপাধির লক্ষণ হইল, "সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যসমব্যাপ্তম্" —অর্থাৎ, যাহা হেতুর অব্যাপক কিন্তু সাধ্যের ব্যাপক বা সাধ্যসমব্যাপ্ত তাহাই উপাধি। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অনুমিতিতে 'আর্দ্র-ইন্ধন' হইল উপাধি। এই স্থলে হেতুর, অর্থাৎ বহ্নির সহিত 'আর্দ্র'-ইন্ধন' থাকিলেই তবে ধূম সম্ভব হয়; কিন্তু যে সকল স্থলে বহ্নি থাকে সেই সকল স্থলে সকল সময় 'আর্দ্র'-ইন্ধন' থাকে না, যথা অয়োগোলক। সেইজন্য 'আর্দ্র'-ইন্ধন' এস্থলে হেতুর বা বহ্নির অব্যাপক হইল। কিন্তু ধূম বা সাধ্য সকল সময় 'আর্দ্র'-ইন্ধন'কে সঙ্গে লইয়া থাকে, কেননা, 'আর্দ্র'-ইন্ধন' ব্যতীত ধূম হয় না, সে কারণে 'আর্দ্র'-ইন্ধন' ধূমের সহিত সমান ভাবে ব্যাপক, বা 'আর্দ্র'-ইন্ধন' ধূমের অর্থাৎ সাধ্যের সমব্যাপ্ত হইল। এইরূপে এস্থলে, অর্থাৎ

"ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অনুমিতি স্থলে 'আর্দ্র-ইন্ধন'কে উপাধি বলা যায়। যেহেতু "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অনুমিতিতে উপাধি বর্ত্তমান সেকারণে এই অনুমানটি দুষ্ট। অনুমানে উপাধি থাকিলেই অনুমানটি দুষ্ট হইবে। "যো যদীয় যাবদ্বিশেষাভাববান্ স তৎসামান্যাভাববান্" এই অনুমিতিতে 'যদীয় যাবৎ বিশেষাভাব' হইল হেতু, এবং 'তদীয় সামান্যাভাব' হইল সাধ্য; "একাবচ্ছেদেন' কথার অর্থ একদেশাবচ্ছেদেন; যে স্থলে 'যদীয় যাবৎ বিশেষাভাব' আছে সেই স্থলে 'একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব' থাকে না, অর্থাৎ সেই স্থল 'একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাববান্' হইতে পারে না। কারণ, সেই স্থলের সর্ব্বত্রই যদীয় যাবৎ বিশেষের অভাব আছে, সেই স্থলের একদেশাবচ্ছেদে যদীয় যাবৎ বিশেষের অভাব থাকিতে পারে না; সুতরাং, 'একদেশাবচ্ছেদেন যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্' 'যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববতে'র সহিত থাকে না, ফলে, 'একাদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাববান্' হেতুর সহিত থাকে না। অপরদিকে, যে স্থলে 'তদীয় সামান্যাভাব' আছে সেই স্থলে 'একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব'ও আছে, অর্থাৎ যে স্থল 'তদীয় সামান্যাভাববান্' সেই স্থল 'একদেশাবচ্ছিন্ন তদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্'ও হইয়া পড়ে; সুতরাং 'একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব' সাধ্যের সহিত থাকিয়া যায়। এইরূপে 'একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব' হেতুর অব্যাপক এবং সাধ্যের ব্যাপক হওয়ায় ইহা উপাধি হইল, এবং এই উপাধি থাকায় "যো যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ স তৎসামান্যাভাববান্" অনুমানটি দোষযুক্ত হইয়া গেল। এখন, "যো সংযোগীয়যাবৎ বিশেষাভাববান্ স সংযোগসামান্যাভাববান্" এই অনুমানের ক্ষেত্রে গুণে তৎ তৎ প্রভৃতি সমস্ত সংযোগের অভাব থাকে, এবং এই অভাব ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব, কেননা, গুণে কখনও কোনো সংযোগ থাকে না বলিয়া গুণে সংযোগের অভাব হইল ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব; সুতরাং এস্থলে সাধ্যবতে, অর্থাৎ সংযোগাভাববতে বা গুণে একদেশাবচ্ছিন্ন যাবৎ সংযোগ-বিশেষের অভাব থাকে না; সমস্ত গুণে সব সময়েই সংযোগাভাব থাকে, একদেশাবচ্ছিন্ন সংযোগাভাব গুণে কখনও সম্ভব নয়; ফলে, সাধ্যের সহিত 'একদেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব' থাকে না, এবং তাহা হইলে 'এক-দেশাবচ্ছেদেন যাবৎ বিশেষাভাব'কে আর উপাধি বলা যায় না। এই আশঙ্কাতেই, অর্থাৎ 'একাবচ্ছেদেন' ইত্যাদির সাধ্যের ব্যাপকত্ব দুর্ঘট

হওয়ার আশঙ্কাতেই জগদীশ বলিতেছেন যে, 'একাবচ্ছেদেন' কথার অর্থ হইল 'নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট'; অর্থাৎ 'নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট যাবৎ বিশেষাভাব' হইবে উপাধি। এরূপ হইলে আর উক্ত আশঙ্কা থাকে না, কারণ, সাধ্যবত্তে, অর্থাৎ সংযোগসামান্যাভাববত্তে বা গুণে নিরবচ্ছিন্ন যাবৎ সংযোগবিশেষের অভাব থাকে; ফলে ইহা সাধ্যসমব্যাপ্ত হয়, এবং 'একাবচ্ছেদেন' ইত্যাদির উপাধিত্ব রক্ষা হয়।

পুনরায়, কপিসংযোগসামান্যাভাববত্তে, অর্থাৎ যৎ, তৎ পদে কপিসংযোগকে ধরিয়া সাধ্যবত্তে বা কপিসংযোগাভাববত্তে, যথা বৃক্ষে কখনও নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট কপিসংযোগীয় যাবৎ বিশেষাভাববত্ত্ব থাকে না, অর্থাৎ বৃক্ষ কখনও নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট কপিসংযোগীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ হয় না, কারণ, কপিসংযোগ সকল সময়েই একদেশাবচ্ছিন্ন। বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকে, মূলাবচ্ছেদে থাকে না। সুতরাং 'একাবচ্ছেদেন' বা 'নিরবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি কপিসংযোগসামান্যাভাবের অব্যাপক হওয়ায় আর উপাধি হয় না। এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে উক্ত ব্যাপ্তিতে, অর্থাৎ 'যদীয় যাবৎ' ইত্যাদি ব্যাপ্তিতে হেতু-সাধ্যের মধ্যে জাত্যবচ্ছিন্ন অভাব নিবেশ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে আর অসুবিধা হইবে না। উক্ত ব্যাপ্তিতে 'তদীয় সামান্যাভাব' হইল সাধ্য, এই তদীয় সামান্যাভাবটি 'জাত্যবচ্ছিন্ন তদীয় সামান্যাভাব' ধরিতে হইবে। আলোচ্য স্থলে কপিসংযোগীয় সামান্যাভাব হইল সাধ্য, কিন্তু যেহেতু 'কপিসংযোগত্ব' জাতি নয়, সেজন্য তাহা অর্থাৎ কপিসংযোগ জাত্যবচ্ছিন্ন হইবে না. ফলে, উক্ত স্থলটি, অর্থাৎ "কপিসংযোগসামান্যাভাববান্ কপিসংযোগীয়-যাবৎ বিশেষাভাববত্ত্বাৎ" এই অনুমিতি স্থলটি আর গ্রহণ করা চলিবে না। যে অভাবকে সাধ্য ধরা হইবে সেই অভাবটিকে জাত্যবচ্ছিন্নাভাব হইতে হইবে। কপিসংযোগাভাব জাত্যবচ্ছিন্নাভাব না হওয়ায় ঐ স্থলটিই গ্রহণীয় নয়। এইভাবে জাত্যবচ্ছিন্নাভাবের সাধ্যরূপে প্রবেশের দ্বারাই কপিসংযোগাভাবটি জাত্যবচ্ছিন্নাভাব না হওয়ায় কপিসংযোগাভাব স্থলটি অগ্রাহ্য হইল, অর্থাৎ 'কপিসংযোগসামান্যাভাব' এই সাধ্যের সহিত 'নিরবচ্ছিন্ন তদীয় যাবৎ বিশেষাভাব' এই উপাধির অব্যাপকত্ব থাকিলেও কোনো ক্ষতি নাই। এই 'জাত্যবচ্ছিন্ন' বিশেষণটিকে সাধ্যরূপ অভাবের মধ্যে প্রয়োগ করিলেও চলে, আবার হেতুরূপ অভাব এবং সাধ্যরূপ অভাব এই

উভয়ের মধ্যেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; উভয় স্থলেই, অথবা শুধুমাত্র সাধ্যের মধ্যে প্রয়োগ করিলেই চলিবে। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও অসুবিধা দূর হয় না। যৎ, তৎ পদের দ্বারা 'অভিঘাতাদিসংযোগাভাব' ধরিলে পুনরায় অসুবিধা হয়। সংযোগ দুই প্রকার, অভিঘাত-সংযোগ এবং নোদন-সংযোগ ; যে সংযোগের দ্বারা মৃদু অথবা উচ্চ যে কোনো প্রকারের শব্দ উত্থিত হয় তাহাকে অভিঘাত-সংযোগ বলে, আর শব্দ উৎপন্ন না করিয়া যে সংযোগ হয়,—যথা, কার্পাস প্রভৃতি দ্রব্যের এক সূক্ষ্ম তন্তুর সহিত অপর সূক্ষ্ম তন্তুর যে সংযোগ—তাহা হইল নোদন-সংযোগ। 'সংযোগত্ব' যেরূপ একটি জাতি, সেইরূপ 'অভিঘাত-সংযোগত্ব' বা 'নোদন-সংযোগত্ব'ও জাতি, অর্থাৎ অভিঘাতাদি সংযোগ হইল জাত্যবচ্ছিন্ন। জাত্যবচ্ছিন্ন অভিঘাতাদি-সংযোগাভাব বৃক্ষে আছে, কিন্তু, এই অভিঘাতাদিসংযোগাভাব নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিকত্ববিশিষ্ট হইয়া বৃক্ষে থাকে না ; সংযোগ সকল সময়েই অব্যাপ্যবৃত্তি, এবং সংযোগাভাবও সেজন্য অব্যাপ্যবৃত্তি। এই অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ-সামান্যাভাব, অর্থাৎ জাত্যবচ্ছিন্ন 'অভিঘাতাদিসংযোগসামান্যাভাব' সকল সময়েই কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছিন্ন ; ফলে এস্থলেও উপাধি অর্থাৎ 'নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি-কত্ববিশিষ্ট যাবৎ অভিঘাতাদিসংযোগবিশেষাভাব' সাধ্যের অর্থাৎ 'জাত্য-বচ্ছিন্নঅভিঘাতাদিসংযোগসামান্যাভাবে'র অব্যাপক হইয়া পড়ে, এবং উপাধি না হওয়ায় অনুমানটি শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব যথার্থরূপেই অনুমিত হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে হেতু-সাধ্যে শুধু 'জাত্যবচ্ছিন্নের প্রবেশ হইলে হইবে না, উপরন্তু 'গুণ-বিভাজকজাতি'র প্রবেশ হইতে হইবে। 'গুণবিভাজকজাতি' কি ? সপ্ত-পদার্থের মধ্যে গুণ হইল একটি পদার্থ ; এই গুণকে আবার রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদিরূপে চতুর্ব্বিংশতি ভাগে ভাগ করা যায় ; রূপ, রস প্রভৃতিকে আবার নীল, পীত, অম্ল, কটু, কষায় ইত্যাদিরূপে বিভাগ করা যায়। এখন, গুণকে রূপ, রস প্রভৃতিরূপে যে বিভাগ করা হয় সেই স্থলে রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি হইল 'গুণবিভাজক জাতি'। তৎপরেও রূপ, রস প্রভৃতিকে যে নীলত্ব, পীতত্ব, অম্লত্ব, কটুত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মরূপে যে বিভাগ তাহা গুণবিভাজক জাতি নহে। চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গুণের মধ্যে সংযোগ হইল একটি গুণ, 'সংযোগত্ব' হইল 'গুণবিভাজক জাতি' ; কিন্তু ইহাকে আবার 'নোদন-সংযোগত্ব', 'অভিঘাত-সংযোগত্ব'রূপে ভাগ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা

গুণবিভাজক জাতি নহে। যদ্ধর্মরূপে গুণের বিভাগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা গুণত্বের ব্যাপ্য অথচ গুণত্বের ব্যাপ্যের ব্যাপ্য নহে, তাহাই গুণ-বিভাজক জাতি, যথা রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি। নোদনত্ব, অভিঘাতত্ব প্রভৃতি গুণবিভাজক জাতি নহে, কারণ, তাহা গুণত্বের ব্যাপ্য যে সংযোগত্ব তাহার ব্যাপ্য হইয়াছে। সুতরাং, হেতু-সাধ্যের মধ্যে যে অভাবকে ধরা হইবে সেই অভাবের মধ্যে 'গুণবিভাজকজাত্যবচ্ছিন্ন' বিশেষণ প্রয়োগ করিলে, অর্থাৎ অভাবটি 'গুণবিভাজকজাত্যবচ্ছিন্ন অভাব' হইলে আর অসুবিধা হইবে না। কারণ, 'অভিঘাতসংযোগাভাব' গুণবিভাজকজাত্যবচ্ছিন্ন অভাব না হওয়ায় ঐ স্থলটি আর ধরা যাইবে না, ফলে অভিঘাতসংযোগ-সামান্যাভাব'রূপ সাধ্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট যাবৎ অভিঘাতাদি-সংযোগবিশেষাভাব' না থাকিলেও অর্থাৎ উপাধি ঐ সাধ্যের অব্যাপক হইলেও ক্ষতি হয় না কারণ উক্ত স্থলটি পূর্বোক্ত বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা অগ্রাহ্য হইবে। সুতরাং যো যদীয় যাবৎ বিশেষাভাববান্ স তৎ সামান্যাভাববান্" এই অনুমিতিতে 'নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট যাবৎ বিশেষাভাব' এই উপাধি থাকিয়া যায়, ফলে অনুমানটি দুষ্ট হয়; এবং এই কারণে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাবের অনুমান অসম্ভব হয়।

জাগদীশী—কেচিত্তু একাবচ্ছেদেনেত্যস্য পরম্পরানবচ্ছেদ-কানবচ্ছেদ্যবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট ইত্যর্থমাহুস্তচ্চিন্ত্যম্। ব্যাপ্যবৃত্তিরূপাদীনাং বিশেষাভাবস্য অবচ্ছেদকাপ্রসিদ্ধ্যা তদনবচ্ছেদকাসম্ভবেন তত্রৈব সাধ্যাব্যাপকত্বতাদবস্থ্যাদিতি ভাবঃ।

অনুবাদঃ কেহ কেহ বলেন 'একাবচ্ছেদেন' ইত্যাদির অর্থ পরম্পরা-নবচ্ছেদকানবচ্ছেদ্যবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট ইত্যাদি; (কিন্তু) তাহা চিন্তনীয়। ব্যাপ্যবৃত্তি রূপাদির বিশেষাভাবের অবচ্ছেদকের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তাহার (ব্যাপ্যবৃত্তি রূপাদি বিশেষাভাবের) অনবচ্ছেদকের অসম্ভবের দ্বারা সেই স্থলেও সাধ্যাব্যাপকত্বের তাদবস্থ্য হয় বলিয়া (চিন্তনীয়); ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যাঃ 'কেচিত্তু'-ইত্যাদির দ্বারা জগদীশ এই প্রসঙ্গে অন্য এক সম্প্রদায়ের মত বলিতেছেন। 'একাবচ্ছেদেন' ইত্যাদির দ্বারা দীধিতিকার যে উপাধির কথা বলিয়াছেন সেই উপাধি প্রসঙ্গে জগদীশ 'একাবচ্ছেদেন'

কথার অর্থ করিলেন 'নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিকত্ববিশিষ্ট'। কিন্তু, কোনো কোনো নৈয়ায়িক, (অর্থাৎ 'কেচিত্'বাদিগণ) এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন; তাঁহারা 'একাবচ্ছেদেন' শব্দের অর্থ করেন 'পরস্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদ্যবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট'। পরস্পর পরস্পরের অনবচ্ছেদক অনবচ্ছেদ্য হইলেই তাহা একাবচ্ছিন্ন হইল। বৃক্ষের বিভিন্ন অবয়বে বিভিন্ন সংযোগ আছে; কোনো বিশেষ অবয়বের যে সংযোগ, সেই সংযোগ এবং সেই অবয়ব পরস্পর পরস্পরের অবচ্ছেদক অবচ্ছেদ্য, কিন্তু অপর সংযোগের এবং অপর অবয়বের অনবচ্ছেদক অনবচ্ছেদ্য। এইরূপ 'পরস্পর-অনবচ্ছেদক-অনবচ্ছেদ্য-বৃত্তিকত্ব-বিশিষ্ট যাবৎ বিশেষাভাব' হইল উপাধি। যৎ, তৎ পদে সংযোগকে ধরিলে হেতু হইবে 'সংযোগী যাবৎ বিশেষাভাব' এবং সাধ্য হইবে 'সংযোগ-সামান্যাভাব'। 'যাবৎ সংযোগবিশেষাভাবে'র সহিত 'পরস্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদ্যবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট যাবৎ সংযোগবিশেষাভাব' থাকে না, কারণ, 'যাবৎ সংযোগবিশেষাভাব' হইল পৃথক পৃথক করিয়া বা একটি একটি করিয়া সমস্ত সংযোগবিশেষের অভাব; কিন্তু এক একটি পৃথক সংযোগবিশেষ তাহার বিশিষ্ট অবয়বের সহিত অবচ্ছেদক-অবচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই-জন্য, যাবৎ সংযোগবিশেষাভাবের সহিত পরস্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদ্যবৃত্তি-কত্ববিশিষ্ট যাবৎ সংযোগবিশেষাভাব থাকে না, ফলে উপাধিটি হেতুর সহিত না থাকায় হেতুর অব্যাপক হইল। অপরদিকে, সাধ্যের সহিত উপাধিটি থাকিয়া যায়, কারণ সাধ্য হইল 'সংযোগসামান্যাভাব'। সংযোগসামান্যা-ভাবের অর্থ হইল সমস্ত প্রকার সংযোগের সামান্যাভাব; এই সংযোগ-সামান্যাভাব গুণাদিতে সর্ব্বসম্মতভাবে থাকে, এবং পরস্পরানবচ্ছেদকান-বচ্ছেদ্যবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট সংযোগযাবৎবিশেষাভাবও গুণাদিতে সর্ব্বসম্মতভাবে থাকে। ফলে সাধ্যের সহিত উপাধিটি থাকিয়া যায়, এবং এইভাবে উপাধিটির সাধ্যব্যাপকত্ব রক্ষা পায়। কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, 'একাবচ্ছেদেন' কথার এইরূপ ব্যাখ্যা চিন্তনীয়, অর্থাৎ এইরূপ ব্যাখ্যা নির্ভুল না হইতেও পারে। কারণ, রূপসামান্যাভাবকে যদি সাধ্য ধরা যায় তাহা হইলে পক্ষে রূপীয়-যাবৎ-বিশেষাভাব সব সময়েই থাকে, এবং এই অভাব হইল ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব; কেননা, রূপ কখনও কোনো অবচ্ছেদে থাকে না বলিয়া রূপীয়-যাবৎ-বিশেষাভাব পরস্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদ্যবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট হইতে পারে না। ব্যাপ্যবৃত্তি রূপাদির যে অভাব তাহা নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিক

হওয়ায় তাহার অবচ্ছেদক অসম্ভব বলিয়া অনবচ্ছেদকও অসম্ভব ; ইহাতে রূপের এবং রূপাভাবের অবচ্ছেদক-অবচ্ছেদ্যের অপ্রসিদ্ধি হয়, এবং সেইজন্য উপাধিটি সাধ্যব্যাপক না হইয়া সাধ্যের অব্যাপক হইয়া পড়ে। সুতরাং 'একাবচ্ছেদেন' কথার 'পরস্পরানবচ্ছেদকানবচ্ছেদ্যবৃত্তিকত্ববিশিষ্ট' অর্থ ঠিক নহে, ইহাই ভাব—অর্থাৎ ইহাই তাৎপর্য্য। তাই জগদীশ বলিলেন "তচ্চিন্ত্যং" ইত্যাদি।

দীধিতি—এতেন অয়ং সংযোগসামান্যাভাববান্ সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বাদিতি নিরস্তং ব্যর্থবিশেষণত্বাদপ্রযোজকত্বান্নির্গুণত্বাদেরুপাধিত্বাচ। ন চ প্রতিযোগ্যনবচ্ছেদকতয়ৈব বৃক্ষত্বাদেরভাবাবচ্ছেদকত্বং, গুণাদ্যনবচ্ছেদকপ্রমেয়ত্বাদেস্তদভাবাবচ্ছেদকত্বপ্রসঙ্গাৎ। যথা চ ঘটপূর্ব্ববর্ত্তিত্বস্য প্রতিদণ্ডং বহ্নিসামানাধিকরণ্যস্য বা প্রতিধূমং ভিন্নত্বেঽপি দণ্ডত্বং ধূমত্বং বা তৎসামান্যস্যাবচ্ছেদকং তথৈব সংযোগসামান্যস্যাবচ্ছেদকং দ্রব্যত্বাদিকমিত্যস্যাপি সুবচত্বাচ্চেতি সম্প্রদায়বিদঃ।

অনুবাদ : ব্যর্থবিশেষণত্ব, অপ্রযোজকত্ব, এবং নির্গুণত্বাদির উপাধিত্ব এইগুলির (এই দোষগুলির) দ্বারা 'অয়ং সংযোগসামান্যাভাববান্ সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বাৎ' ইহা (এই অনুমান) নিরস্ত হইল। প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদকতার দ্বারাই বৃক্ষত্বাদির অভাবাবচ্ছেদকত্ব (হয়), এরূপ বলা যায় না ; (কারণ, তাহা হইলে) গুণাদির অনবচ্ছেদক প্রমেয়ত্বাদির তৎ (গুণাদি) অভাবাবচ্ছেদকত্ব প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)। ঘটপূর্ব্ববর্ত্তিত্বের (প্রতি) প্রতিদণ্ড এবং বহ্নিসামানাধিকরণ্যের (প্রতি) প্রতিধূম যেরূপ ভিন্ন হইলেও দণ্ডত্ব বা ধূমত্ব তৎসামান্যাবচ্ছেদক (হয়) সেইরূপই দ্রব্যত্ব ইত্যাদিই সংযোগসামান্যের অবচ্ছেদক (হয়) এইরূপও সুন্দর কথা বলা যাইতে পারে। ইহা সম্প্রদায়বিদগণ বা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন।

ব্যাখ্যা : "যো যদীয়"বাদিগণ যদি "অয়ং সংযোগসামান্যাভাববান্ সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বাৎ" এই বিশেষ অনুমানের দ্বারা দ্রব্যের সংযোগ-

সামান্যাভাব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের ঐ অনুমান ব্যর্থবিশেষণতা অপ্রযোজকতা এবং নির্গুণত্বাদির উপাধিতা—এই দোষগুলির দ্বারা দুষ্ট হইবে। উক্ত অনুমানের হেতুতে "যাবৎ বিশেষ" এই বিশেষণটি ব্যর্থবিশেষণ, ঐ অনুমান ব্যভিচারী কি না এই প্রশ্ন করিলে তাহার অনুকূলে কোনো তর্ক নাই; এবং বিশেষ করিয়া উক্ত অনুমানে নির্গুণত্ব' 'দ্রব্যভিন্নত্ব' ইত্যাদির উপাধিত্ব থাকিয়া যায়; সুতরাং ঐ অনুমান শুদ্ধ অনুমান নহে, এবং তদ্বারা দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণ করা যায় না।

পুনরায়, "যো যদীয়"বাদিগণ বলিতে পারেন যে প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদকত্বের দ্বারা তদভাবাবচ্ছেদকত্বের প্রমাণ হওয়ায় দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণিত হইবে। দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব হইল প্রতিপাদ্য বিষয়, সুতরাং ঐ অভাবের প্রতিযোগী হইল সংযোগসামান্য। এই প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদক যাহা হইবে বা এই প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদকত্ব যাহাতে থাকিবে তাহা ঐ অভাবের অবচ্ছেদক অর্থাৎ সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদক হইবে বা তাহাতে সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদকত্ব থাকিবে; এই প্রকারে দ্রব্যত্বে সংযোগসামান্যানবচ্ছেদকত্ব থাকায় দ্রব্যত্বে সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদকত্ব থাকিবে, অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব থাকিবে; এইরূপ অনুমানের দ্বারা দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব সাধিত হয়। কিন্তু, এরূপ অনুমানও ঠিক নহে, কারণ, তাহা হইলে, প্রমেয়ত্ব, সত্তা প্রভৃতিতে গুণের অনবচ্ছেদকত্ব থাকে বলিয়া, অর্থাৎ প্রমেয়ত্ব, সত্তা প্রভৃতি গুণের অনবচ্ছেদক বলিয়া প্রমেয়ত্বে বা সত্তাতে গুণাভাবের অবচ্ছেদকত্ব থাকিয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে প্রমেয়ত্বাদি অবচ্ছেদে গুণাভাব সিদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা কখনও হয় না; এইরূপ ব্যভিচার দোষ হওয়ায় উক্ত অনুমানটি অশুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং তদ্দ্বারা দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণ করা যায় না। আরও, ঘটকার্য্যের প্রতি দণ্ডের যে কারণত্ব তাহা প্রত্যেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ পৃথক পৃথক ঘটকার্য্যের প্রতি পৃথক পৃথক দণ্ডই কারণ; তথাপি ঐ ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের কারণত্বসামান্যাবচ্ছেদক হইল দণ্ডত্ব, অর্থাৎ ঘটকার্য্যের কারণতাবচ্ছেদক হইলে দণ্ডত্ব। এইরূপ, বহ্নিধূমের সামানাধিকরণ্য বশতঃ যে ব্যাপ্তি তাহাতে প্রত্যেক পৃথক পৃথক স্থলে ধূম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ঐ ভিন্ন ভিন্ন ধূমের সামানাধিকরণ্যসামান্যাবচ্ছেদক হইল ধূমত্ব, এবং এই ধূমত্বই

ব্যাপ্তি। এইভাবে, বৃক্ষের বিভিন্ন অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন সংযোগের সামান্যাবচ্ছেদক হইবে বৃক্ষত্ব বা দ্রব্যত্ব; তাহা হইলে বৃক্ষত্বাদি দ্রব্যত্ব আর সংযোগসামান্যের অনবচ্ছেদক হইতে পারে না, এবং অনবচ্ছেদকত্বের কল্পনার দ্বারা বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব অনুমান করাও যায় না। সাম্প্রদায়িকেরা, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নৈয়ায়িকগণ এইভাবে "যো যদীয়"বাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া দ্রব্যে যে সংযোগ-সামান্যাভাব সম্ভব নয় তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার সিদ্ধান্ত সুন্দরই হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাদের বক্তব্য সুযুক্তিপূর্ণ।

জাগদীশী—যত্তত্ত্যাং বিনা কৃতম্ অনুগতানুমানমাশঙ্ক্য নিষেধয়তি এতেনেতি বক্ষ্যমাণদোষেণেত্যর্থঃ। ব্যর্থেতি সংযোগসামান্যাভাবস্য তন্মতে কেবলান্বয়িতয়া তৎসাধ্যতায়াম্ অভাববত্ত্বাদিত্যস্যৈব সম্যক্-ত্বাদিতি ভাবঃ। অথাস্তভাববত্ত্বাদিকমেব তর্হি হেতুরত আহ অপ্র-যোজকত্বাদিতি অনুকূলতর্কবিরহাৎ ইত্যর্থঃ। নন্বু নিরুপাধিকত্বমেব প্রযোজকমত আহ নিগু'ণত্বাদেরিতি; আদিনা দ্রব্যভিন্নত্বাদেঃ পরিগ্রহঃ।

অনুবাদ ঃ যৎ, তৎ বিনা অনুগত অনুমান করার আশঙ্কায় 'এতেন' ইত্যাদির দ্বারা, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ দোষগুলির দ্বারা (তাহার) নিষেধ করা হইতেছে। তন্মতে 'সংযোগসামান্যাভাব' কেবলান্বয়ী হওয়ায় তৎসাধ্যকস্থলে 'অভাববত্ত্বাৎ' ইহারই সম্যক্ত্ব (অর্থাৎ হেতুত্ব) হওয়ায় 'ব্যর্থ' ইত্যাদি (অর্থাৎ 'ব্যর্থবিশেষণ' দোষ) ইহাই ভাব। যদি বলা যায় 'অভাববত্ত্বাৎ' ইহাই হেতু হউক, সেইজন্য বলা হইল 'অপ্রযোজকত্বাৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'অনুকূলতর্কবিরহাৎ'—ইহাই অর্থ। যদি বলা যায়, নিরুপাধিকত্বই প্রযোজক, (সেজন্য) বলা হইল 'নিগু'ণত্বাদেঃ' ইত্যাদি; 'আদি' পদের দ্বারা 'দ্রব্যভিন্নত্ব' ইত্যাদির গ্রহণ করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কেহ 'যৎ তৎ' ইত্যাদি ব্যতিরেকে অর্থাৎ "যো যদীয়

যাবৎ বিশেষাভাববান্ স তৎ সামান্যাভাববান্" ইত্যাদিরূপে ব্যাপ্তি না দেখাইয়া "বৃক্ষঃ সংযোগসামান্যাভাববান্ সংযোগীয়যাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বাৎ" এইরূপ বিশেষ অনুমান করেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উপাধির দ্বারা অনুমানের দোষ ধরা যাইবে না এই আশঙ্কায় দীধিতিকার "এতেন" ইত্যাদি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। যৎ, তৎ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ অনুমানের দ্বারা "বৃক্ষঃ সংযোগসামান্যাভাববান্ সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বাৎ" এই অনুমান অনুগত অনুমান, অর্থাৎ বিশেষমুখী অনুমান হইবে ; এই আশঙ্কা করিয়া দীধিতিকার বলিতেছেন যে, ব্যর্থবিশেষণত্ব, অপ্রযোজকত্ব এবং নিগু'ণত্বাদির উপাধিস্বরূপ দোষগুলির দ্বারাই ঐ অনুমান নিবারিত হইবে ; অর্থাৎ উক্তরূপ অনুমানের মধ্যে ঐ সমস্ত দোষগুলি বর্ত্তমান, ফলে ঐ অনুমান যথার্থ হইবে না।

প্রথমতঃ, 'যো যদীয়' ইত্যাদি অনুমানের দ্বারা যাঁহারা দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যাভাব প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের মতে দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যাভাব আছে। দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব থাকিলে সপ্তবিধ পদার্থেই, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সংযোগসামান্যাভাব থাকিবে। কারণ দ্রব্য ভিন্ন কোথাও সংযোগ থাকে না, আর দ্রব্যেও যদি সংযোগসামান্যাভাব থাকে তাহা হইলে সংযোগসামান্যাভাব সর্ব্বত্রই থাকিয়া যাইবে, এবং সংযোগ-সামান্যাভাব সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র থাকিয়া যাওয়ায় কেবলান্বয়ী হইয়া যাইবে। সংযোগসামান্যাভাব এইরূপে কেবলান্বয়ী হইলে অনুমানটি "সংযোগ-সামান্যাভাববান্ যাবৎ বিশেষাভাববত্ত্বাৎ "এইরূপ হইবার প্রয়োজন কি ? সংযোগসামান্যাভাববান্ অভাববত্ত্বাৎ" এইরূপ হইলেই হইত। সংযোগ-সামান্যাভাব যেহেতু কেবলান্বয়ী, সেকারণে অভাব থাকিলেই সংযোগ-সামান্যাভাব থাকিবে ; সুতরাং 'সংযোগসামান্যাভাব' এই সাধ্যের যে হেতু তাহাতে 'যাবৎ বিশেষ' এই বিশেষণটি ব্যর্থবিশেষণ ; যাবৎ বিশেষাভাবকে হেতু না করিয়া শুধুমাত্র অভাবকে বা অভাববত্ত্বকে (অভাব এবং অভাববত্ত্ব একই কথা) হেতু করিলেই চলে ; অতএব উক্ত অনুমান ব্যর্থবিশেষতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, যদি পূর্ব্বপক্ষীয়গণ বলেন যে, 'সংযোগসামান্যাভাব' এই সাধ্যে 'অভাববত্ত্বই' হেতু হউক সেইজন্য উক্তরূপ অনুমানে দ্বিতীয় দোষ দেখাইয়া বলা হইতেছে যে, উহা অপ্রযোজক, অর্থাৎ ঐ অনুমানে অনুকূল

তর্ক নাই। অনুকূল তর্ক কি? "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতিতে যদি প্রশ্ন করা যায় 'অয়ং হেতুঃ (ধূমঃ) সাধ্যব্যভিচারী (বহ্নিব্যভিচারী) ন বা'—অর্থাৎ এস্থলে এই যে হেতু অর্থাৎ ধূম তাহা সাধ্যব্যভিচারী অর্থাৎ বহ্নিব্যভিচারী কি না? তাহার উত্তরে বলা যাইবে 'যদি ধূমো বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ তদা বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ'—অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হইলে তাহা বহ্নিজন্য হইত না। বহ্নি-ধূমের ক্ষেত্রে বহ্নি হইল জনক এবং ধূম হইল জন্য এই জন্য-জনক ভাবের জন্য ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নহে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতি স্থলে পূর্বোক্ত প্রকার প্রশ্নের এইরূপ যে উত্তর তাহাই অনুকূল তর্ক। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঐরূপ কোনো অনুকূল তর্ক নাই। 'অভাব' হেতুটি 'সংযোগসামান্যাভাব' সাধ্যের ব্যভিচারী কিনা এই প্রশ্ন করিলে 'অভাব' এবং 'সংযোগসামান্যাভাবে'র মধ্যে জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ দেখাইয়া অনুকূল তর্ক উত্থাপন করা যায় না; কারণ, 'সংযোগসামান্যাভাব' 'অভাবে'র জনক বা কারণ নহে। ফলে উক্ত অনুমান অপ্রযোজকত্ব দোষে দুষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, যদি বলা যায় যে, "সংযোগসামান্যাভাববান্ অভাববত্বাৎ" এই অনুমানের পক্ষে অনুকূল তর্ক আছে;—যথা, "অভাবঃ হেতুঃ ন ব্যভিচারী নিরুপাধিত্বাৎ",—অর্থাৎ, উক্ত স্থলে হেতু যে 'অভাব' তাহা ব্যভিচারী নহে, কারণ উক্ত স্থলে কোনো উপাধি নাই। উপাধি থাকিলেই হেতু সাধ্যব্যভিচারী হয়, এস্থলে কোনো উপাধি না থাকায় এই হেতু সাধ্যব্যভিচারী নয়;—তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এস্থলে অর্থাৎ উক্ত অনুমানে নির্গুণত্ব ও দ্রব্যাভিন্নত্বই হইল উপাধি। হেতু 'অভাব' বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে থাকে, কিন্তু দ্রব্যে নির্গুণত্ব থাকে না; কেননা, দ্রব্য ব্যতীত গুণ থাকিতেই পারে না, দ্রব্যে গুণ থাকিবেই; সেকারণ, 'নির্গুণত্ব' 'অভাবে'র বা হেতুর অব্যাপক হইল। অপরদিকে, সাধ্য অর্থাৎ 'সংযোগসামান্যাভাব' গুণাদিতে থাকে, এবং নির্গুণত্বও গুণাদিতে থাকে, ফলে উপাধি অর্থাৎ নির্গুণত্ব সাধ্যের ব্যাপক হইল। এইরূপে উক্ত অনুমানে 'নির্গুণত্ব' এই উপাধি থাকার জন্য ঐ অনুমান দুষ্ট অনুমান বা ব্যভিচারী অনুমান হইবে।

জাগদীশী—অত্র যদ্যপি নির্গুণত্বোপাধেঃ স্বাভাবেন চ সাধ্যাভাবোন্নায়কতয়া ন দোষত্বং, সংযোগস্যৈব সাধ্যাভাবতয়া বৃক্ষাদৌ

তস্যেষ্টত্বাৎ, নাপি ব্যভিচারোন্নায়কতয়া তত এব, তথাপি স্বব্যাপ্যত্বেন সাধ্যস্য পক্ষবৃত্তিত্বাভাবোন্নায়কতয়া দূষকত্বং বোধ্যম্, সংযোগসামান্যা-ভাবো ন বৃক্ষবৃত্তিঃ নির্গুণত্বব্যাপত্বাদিত্যনুমানেনাপি বৃক্ষঃ সংযোগ-সামান্যাভাববান্ ইত্যনুমিতেঃ প্রতিরোধাদিতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ : বৃক্ষাদিতে সংযোগেরই সাধ্যাভাব হওয়ায় তাহার ইষ্টত্ব বশতঃ এস্থলে যদিও নির্গুণত্ব উপাধির স্বাভাবের (নিজের অভাবের) দ্বারা সাধ্যাভাবানুমিতির জনক হয়, (তথাপি) দোষ হয় না। (এই উপাধি) ব্যভিচারানুমিতির জনক হইলেও (দোষ) হয় না, তাহা ইহাই (তাহাও ইষ্ট)। তথাপি স্বব্যাপ্যত্বের দ্বারা (উপাধির ব্যাপ্যত্বের দ্বারা) সাধ্যের পক্ষবৃত্তিত্বাভাবানুমিতির জনক হয় বলিয়া দোষ বুঝিতে হইবে ; "সংযোগ-সামান্যাভাবো ন বৃক্ষবৃত্তিঃ, নির্গুণত্বব্যাপ্যত্বাৎ" এই অনুমানের দ্বারাও "বৃক্ষঃ সংযোগসামান্যাভাববান্" এই অনুমিতির প্রতিরোধ বশতঃ (দোষ হয়), এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : "সংযোগসামান্যাভাববান্ অভাববত্ত্বাৎ" এই অনুমানে নির্গুণত্ব উপাধি দেওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ, অর্থাৎ "যৎ, তৎ" বাদিগণ বলিতেছেন যে, তাহাতে কোনো দোষ বা ক্ষতি হয় না।, উপাধি হইল সাধ্যের ব্যাপক, এবং সাধ্য হইল উপাধির ব্যাপ্য ; ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাব অনুমিত হয় বলিয়া উপাধ্যভাব বা ব্যাপকাভাব দ্বারা সাধ্যাভাব বা ব্যাপ্যাভাব এস্থলেও অনুমিত হইতে পারে। এস্থলে সাধ্য বা ব্যাপ্য হইল 'সংযোগসামান্যাভাব' ; সুতরাং "বৃক্ষঃ সংযোগসামান্যাভাবাভাববান্ নির্গুণত্বাভাবাৎ" এই অনুমানের দ্বারা বৃক্ষে নির্গুণত্বাভাব থাকায় বৃক্ষে সংযোগসামান্যাভাবের অভাব, অনুমিত হয়। কিন্তু, তাহাতে ক্ষতি কি ? বৃক্ষে শাখা প্রশাখা প্রভৃতি বিভিন্ন অবয়বে সংযোগসামান্যাভাবের অভাব অর্থাৎ সংযোগ তো আছেই, তাহা তো কেহ অস্বীকার করে না। বক্তব্য হইল বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে বা সমগ্র বৃক্ষে সংযোগ নাই বা সংযোগসামান্যাভাব আছে। সুতরাং এই আপত্তি ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ এই আপত্তির দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না ; ইহার দ্বারা বৃক্ষে সংযোগসামান্যাভাব যে নাই তাহা প্রমাণিত হয় না। পুনরায় উক্ত অনুমানে উপাধি প্রদর্শনের দ্বারা ঐ অনুমানের ব্যভি-

চারানুমান সম্ভব হয় বলিয়া আপত্তি করিলেও কোনো ক্ষতি নাই। কোনো অনুমানে উপাধি থাকিলে সেই উপাধির দ্বারা ব্যভিচারানুমান সম্ভব হয়, অর্থাৎ সেই অনুমানের হেতু যে সাধ্যব্যভিচারী তাহা প্রমাণিত হয়। সাধ্যাভাববতে হেতুর বৃত্তিতা থাকিলে বা হেতুমতে সাধ্যাভাবের বৃত্তিতা থাকিলে ব্যভিচার হয়। এস্থলে হেতু হইল 'অভাব', হেতুমান্ বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে পারে, কারণ বৃক্ষাদি দ্রব্যে অভাব থাকে; এই হেতুমতে বা বৃক্ষে সাধ্যাভাব বা সংযোগসামান্যাভাবাভাব বা সংযোগ থাকে, ফলে উক্ত হেতুটি ব্যভিচারী হয়, এবং বৃক্ষে সংযোগ সাধিত হয়। "অভাববত্ত্বরূপো হেতুঃ সংযোগসামান্যাভাবব্যভিচারী" অর্থাৎ "সংযোগসামান্যাভাবাভাববদ্বৃত্তি বা সংযোগবদ্বৃত্তিনির্গুণত্বব্যভিচারিত্বাৎ" এই অনুমানের দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ, বৃক্ষে সংযোগ আছে এবং ইহা সর্ব্বসম্মত, অতএব 'অভাববত্ত্ব' হেতুতে সংযোগবদ্ বৃক্ষবৃত্তিত্ব থাকা দূষনীয় নহে, তাহা ইষ্টাপত্তিই হইবে। ইহাতে বৃক্ষাদিতে সংযোগসামান্যাভাব সাধনে কোনো ক্ষতি হয় না, কেননা, এই ব্যভিচারানুমান সংযোগসামান্যাভাব সাধনের বাধা জন্মাইতে পারে না। এমতাবস্থায় জগদীশ বলিতেছেন যে, উপাধির সাহায্যে এস্থলে অন্যভাবে দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে। উপাধি হেতুর ব্যাপ্য হওয়ায় উপাধি থাকিলে হেতু থাকিবে, এবং সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য বলিয়া সাধ্য থাকিলে উপাধি থাকিবে। আলোচ্য অনুমানে হেতু হইল 'অভাববত্ত্ব, সাধ্য হইল 'সংযোগসামান্যাভাব', এবং উপাধি হইল 'নির্গুণত্ব'; উক্ত সাধ্যকে বা 'সংযোগসামান্যাভাব'কে যদি পক্ষ ধরা যায়, 'নির্গুণত্ব-ব্যাপ্যত্ব'কে যদি হেতু ধরা যায়, এবং 'বৃক্ষবৃত্তিত্বের অভাব'কে যদি সাধ্য ধরা যায় তাহা হইলে অনুমানটি হইবে "সংযোগসামান্যাভাবো বৃক্ষবৃত্তিত্বা-ভাববান্ ন বৃক্ষবৃত্তির্বা নির্গুণত্বব্যাপ্যত্বাৎ"; অর্থাৎ সংযোগসামান্যাভাবে বৃক্ষবৃত্তিত্বাভাব আছে এইরূপ অনুমান সাধিত হইবে। সংযোগসামান্যা-ভাবে বৃক্ষবৃত্তিত্বাভাব থাকিলে বৃক্ষে সংযোগাভাব থাকে না। এইরূপ উপাধির ব্যাপ্যত্বের দ্বারা সাধ্যের বা সংযোগসামান্যাভাবের পক্ষবৃত্তিত্বা-ভাবের বা বৃক্ষবৃত্তিত্বাভাবের অনুমানের সাহায্যে বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যাভাবের অনুমান প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। এইরূপ বিচারের দ্বারাই বৃক্ষে সংযোগসামান্যাভাবের প্রতিরোধ চিন্তা করিতে হইবে, ইহাই জগদীশের অভিমত।

জাগদীশী—নন্নু যো যদ্ধর্ম্মস্যানবচ্ছেদকঃ স তদভাবস্যাবচ্ছেদক ইতি ব্যাপ্ত্যৈব বৃক্ষত্বাদেঃ সংযোগাদীনাম্ অভাবাবচ্ছেদকত্বং স্যেৎস্যতীত্যাশঙ্ক্য নিষেধয়তি ন চেতি, তথা চ ব্যভিচারান্নোক্তব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। নন্নু বৃক্ষত্বং সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদকং সংযোগসামান্যস্য অনবচ্ছেদকত্বাৎ ইতি বিশিষ্যৈব ব্যাপ্তির্বাচ্যা প্রমেয়ত্বসত্ত্বাদেঃ পক্ষসমত্বাৎ, অতঃ স্বরূপাসিদ্ধিমাহ ; যথা চ ইতি, প্রতিদণ্ডমিতি, ভিন্নত্বেঽপি ইতি পরেণ অন্বয়ঃ। নন্নু অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিতায়া অবচ্ছেদকং ন দণ্ডত্বং অতিপ্রসঙ্গাৎ কিন্তু অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিজাতীয়তায়াঃ সা চ ন ভিন্না, অতঃ সংযোগস্থল এবানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ বহ্নীতি, তৎসামান্যস্যেতি ঘটপূর্ব্ববর্ত্তিত্বসামান্যস্য বহ্নিসামানাধিকরণ্যসামান্যস্য চ ইত্যর্থঃ। কেচিত্তু কথিতব্যাপ্ত্যাবপ্রযোজকত্বম্ অন্যথা তদভাবানবচ্ছেদকত্বেন হেতুনা তদবচ্ছেদকত্বমেব কুতো ন বৃক্ষত্বাদেঃ সাধ্যতে, বৃক্ষত্বাস্তবচ্ছেদেন তৎ তৎ সংযোগব্যক্তীনামসত্ত্বেঽপি সংযোগসামান্যস্য সত্ত্বাদিত্যভিপ্রায়কোঽয়ং গ্রন্থ ইত্যাহুঃ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, যাহা (যে স্থল) যদ্ধর্ম্মের অনবচ্ছেদক, তাহা (সেই স্থল) তদভাবের অবচ্ছেদক, এই ব্যাপ্তির দ্বারাই বৃক্ষত্বাদিতে সংযোগাদিসমূহের অভাবাবচ্ছেদকত্ব সিদ্ধ হইবে, এইরূপ আশঙ্কাতেই 'ন চ' ইত্যাদির দ্বারা (তাহা) নিষেধ করা হইতেছে ; সুতরাং ব্যভিচার হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব। প্রমেয়ত্ব, সত্তাদির পক্ষসমত্ব থাকায়, যদি বলা যায় সংযোগসামান্যের অনবচ্ছেদকত্ব বশতঃ বৃক্ষত্ব সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদক ইত্যাদির বিশেষই ব্যাপ্তিবাচ্য (অর্থাৎ, যদি 'ইত্যাদি'রূপ বিশেষব্যাপ্তিই বলা হয়), সেজন্য স্বরূপাসিদ্ধি বলা হইল, 'যথা চ', 'প্রতিদণ্ডম্', 'ভিন্নত্বেঽপি' ইত্যাদি পরের সহিত অন্বয় হইবে। যদি বলা যায়, অতিপ্রসঙ্গ বশতঃ অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিতার অবচ্ছেদক দণ্ডত্ব নহে কিন্তু অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিজাতীয়তার (অবচ্ছেদক দণ্ডত্ব), এবং তাহা (অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিজাতীয়তা) ভিন্ন নহে, সেজন্য 'বহ্নি' ইত্যাদি সংযোগস্থলেরই অনুরূপ দৃষ্টান্ত বলা হইল ; 'তৎসামান্যের' ইত্যাদি (হইল)

ঘটপূর্ববর্ত্তিত্বসামান্যের এবং বহ্নিসামানাধিকরণ্যের, ইহাই অর্থ। কেহ কেহ (বলেন), কথিত ব্যাপ্তিতে অপ্রযোজকত্ব (হয়) ; অন্যরূপে, বৃক্ষত্বাদির তদভাবানবচ্ছেদকত্ব হেতুর (কারণের) দ্বারা তদবচ্ছেদকত্ব সাধিত হইবে না কেন ? বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে তৎ তৎ সংযোগব্যক্তিসমূহের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সংযোগসামান্যের সম্ভব বশতঃ (ইহা হয়) ;—ইত্যাদি অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ, এইরূপ বলা হইল।

ব্যাখ্যা : পুনরায়, অপর আর এক প্রকার অনুমানের সাহায্যে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণের আশঙ্কায় এই গ্রন্থ উত্থাপিত হইয়াছে। অনুমানের আকারটি হইল "যে ধর্ম্ম যাহার অনবচ্ছেদক, সেই ধর্ম্ম তাহার অভাবাবচ্ছেদক"—অর্থাৎ যাহার অভাব অনুমিত হইবে সেই অভাবের প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদক কোনো ধর্ম্ম হইলে সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নে তাহার অভাব থাকিবে। যাহার বা যে প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদকত্বের দ্বারা তদভাবাবচ্ছেদকত্ব যে ধর্ম্মে সাধিত হয়, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নে তদভাব সিদ্ধ হইতে পারে, তাই জগদীশ তদ্ধর্ম্মের বা সেই প্রতিযোগীর ধর্ম্মের অনবচ্ছেদকত্বের সাহায্যে অনুমানের কথা বলিলেন। (কোনো পদার্থের অনবচ্ছেদকত্ব না বলিয়া সেই পদার্থ ধর্ম্মের অনবচ্ছেদকত্বের দ্বারা অনুমানের কথা বলায় 'অবচ্ছেদকত্ব' ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হইল, ইহা ব্যতীত এইরূপ পরিবর্ত্তনের আর কোনো উদ্দেশ্য নাই।) সুতরাং, ব্যাপ্তিটি হইল এইরূপ—যে ধর্ম্ম যদ্ধর্ম্মের অনবচ্ছেদক হইবে, সেই ধর্ম্ম তদভাবের অবচ্ছেদক হইবে। এই ব্যাপ্তির দ্বারা "বৃক্ষত্বং সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদকং সংযোগসামান্যস্যানবচ্ছেদকত্বাৎ —অর্থাৎ বৃক্ষত্বে সংযোগানবচ্ছেদকত্ব থাকায় বৃক্ষত্ব সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদক হইবে, এইরূপ অনুমান সম্ভব হয়, এবং তাহাতে বৃক্ষে সংযোগসামান্যাভাব সাধিত হয়। এইরূপ অনুমানের দ্বারা বৃক্ষত্বাদির সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদকত্ব থাকিতে পারে এই আশঙ্কাতেই দীধিতিকার "ন চ প্রতিযোগ্যনবচ্ছেদক......" ইত্যাদি গ্রন্থ উত্থাপন করিয়াছেন। ঐরূপ অনুমান "যো যদ্ধর্ম্মস্যানবচ্ছেদকঃ স তদভাবাবচ্ছেদকঃ" এই ব্যাপ্তির দ্বারা হয় না ; কারণ এই ব্যাপ্তিতে ব্যভিচার আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তির দ্বারা ব্যভিচারানুমান সম্ভাবিত হয়। যথা প্রমেয়ত্ব, সত্তা প্রভৃতি গুণের অনবচ্ছেদক, কারণ, সমগ্র সত্তাধিকরণে বা সমগ্র প্রমেয়ত্বাধিকরণে গুণ থাকে না ; সুতরাং, এইভাবে প্রমেয়ত্ব, সত্তা গুণের অনবচ্ছেদক হওয়ায়

প্রমেয়ত্বতে বা সত্তাতে গুণাভাবাবচ্ছেদকত্ব আছে বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হয় না, নিখিল পদার্থেই প্রমেয়ত্ব আছে, সত্তাও গুণে আছে, প্রমেয়-ত্বাবচ্ছিন্নে বা সত্তাবচ্ছিন্নে গুণাভাব কখনও থাকিতে পারে না; এইরূপ ব্যভিচারানুমান উক্ত ব্যাপ্তির দ্বারা সম্ভব হওয়ায় ঐরূপ সামান্যমুখী ব্যাপ্তি যথার্থ হয় না, এবং তদ্দ্বারা দ্রব্যে সংযোগাভাব প্রমাণ করা যায় না। পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ, অর্থাৎ "যো যদীয়"বাদিগণ বলিতে পারেন যে ঐরূপ সামান্য ব্যাপ্তির পরিবর্ত্তে বিশেষ ব্যাপ্তির দ্বারা দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, ঐরূপ সামান্যব্যাপ্তির সাহায্যে প্রমেয়ত্ব, সত্তা ইত্যাদিরূপ পক্ষে সাধ্যানুমান সম্ভব না হওয়ায় পক্ষসমত্ব উপস্থিত হয়; সেক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পক্ষকে ধরিয়া তাহাতে ঐ ব্যাপ্তিকে বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষব্যাপ্তির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ পক্ষে বিশেষ বিশেষ অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপে, এক্ষেত্রে "বৃক্ষত্বং সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদকং সংযোগসামান্যস্য অনবচ্ছেদকত্বাৎ" এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, বৃক্ষত্বে যেহেতু সংযোগ-সামান্যানবচ্ছেদকত্ব থাকে সেজন্য বৃক্ষত্ব হইল সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদক, অর্থাৎ বৃক্ষকে লইয়াই ঐরূপ ব্যাপ্তি গঠিত করিয়া তদ্দ্বারা বৃক্ষে সংযোগ-সামান্যাভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, এরূপ করাও সম্ভব নয়, কারণ তাহাতে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ উপস্থিত হয়। ঘটকার্য্যের প্রতি দণ্ডের যে কারণত্ব অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব তাহা প্রতি দণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ঘটপূর্ব্ববর্ত্তিতাসামান্যের অবচ্ছেদক দণ্ডত্বই হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ঘটের ক্ষেত্রেই দণ্ডরূপ কারণের কারণতাবচ্ছেদক বা পূর্ব্ববর্ত্তি-তাবচ্ছেদক হইল দণ্ডত্ব, এবং তাহা সকল ক্ষেত্রেই এক, পৃথক নহে। সেইরূপ বহ্নির সামানাধিকরণ্য (বহ্ন্যধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্ব) প্রতি ধূমে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সামানাধিকরণ্যসামান্যের অবচ্ছেদক ধূমত্ব হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে এই আপত্তি করা যায় যে, কারণ হইল কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, সুতরাং ঘটকার্য্যের প্রতি দণ্ডত্ব অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিতার অবচ্ছেদক হয় না, দণ্ডত্ব হইল ঘটকার্য্যের প্রতি অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিজাতীয়তার অবচ্ছেদক, অর্থাৎ ঘটকার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সামান্যাবচ্ছেদক হইল অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিজাতীয়তা, এবং এই অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিজাতীয়তার অবচ্ছেদক হইল দণ্ডত্ব। সুতরাং, প্রত্যেক দণ্ডে যে

ঘটকার্য্যের কারণতা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিতা আছে তাহার অবচ্ছেদক দণ্ডত্ব নহে। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে চিন্তা করিয়াই দীধিতিকার "বহ্নিসামানাধিকরণ্যস্ত বা প্রতিধূমং" ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয় উদাহরণস্থল উল্লেখ করিলেন। এবম্প্রকারে সামানাধিকরণ্য ধূমভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও যেরূপ ধূমত্বই সর্ব্বত্র সমস্ত ধূমের সামানাধিকরণ্য সামান্যাবচ্ছেদক, ঠিক সেইরূপেই বৃক্ষাদি দ্রব্যের বিভিন্ন অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ থাকিলেও সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সংযোগের সামান্যাবচ্ছেদক হইল বৃক্ষত্ব, এবং তাহা বৃক্ষেই থাকে। বৃক্ষাদি দ্রব্যের বিভিন্ন অবয়বাবচ্ছেদে বিভিন্ন সংযোগ থাকাতেই সমগ্র বৃক্ষাবচ্ছেদে সংযোগের সামান্যতা থাকিয়া যায়। এখন, "বৃক্ষঃ সংযোগসামান্যাভাবাবচ্ছেদকঃ সংযোগসামান্যস্যানবচ্ছেদকত্বাৎ" এই অনুমানের পক্ষ হইল 'বৃক্ষ', এবং হেতু হইল 'সংযোগসামান্যস্যানবচ্ছেদকত্ব'; কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষে 'সংযোগসামান্যাবচ্ছেদকত্ব' থাকায় বৃক্ষে বা পক্ষে হেত্বভাব থাকিয়া যায়, ফলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ উপস্থিত হয়, এবং বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব সাধিত হয় না।

এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ অন্যরূপ কথা বলেন, তাঁহাদের মতে "যো যদ্ধর্ম্ম-স্যানবচ্ছেদকঃ স তদভাবাচ্ছেদকঃ" এই ব্যাপ্তির দ্বারা যে, দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যাভাব অনুমানের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা হয় না, কারণ উক্ত ব্যাপ্তিটি অপ্রযোজক। অর্থাৎ উক্ত ব্যাপ্তির (বিরুদ্ধে প্রতিকূলে তর্ক উপস্থিত করিলে তদুত্তরে কোনো) অনুকূলে কোন তর্ক উপস্থিত করা যায় না। উক্ত ব্যাপ্তির বিপরীত ব্যাপ্তির দ্বারা বলা যায় "যো যদ্ধর্ম্মস্যাভাবান-বচ্ছেদকঃ স তদবচ্ছেদকঃ", অর্থাৎ যে ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের অভাবের অনবচ্ছেদক সেই ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের অবচ্ছেদক। অর্থাৎ "বৃক্ষত্বং সংযোগসামান্যাবচ্ছেদকং সংযোগসামান্যাভাবানবচ্ছেদকত্বাৎ" এইরূপ বিপরীত অনুমানের দ্বারা বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্য সাধিত হইবে। এইজন্যই "কোচিত্তু"বাদিগণ বলিতেছেন যে, "যো যদীয়"গণ প্রতিযোগীর অনবচ্ছেদকত্বের দ্বারা বৃক্ষত্বে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণ করিতে চাহিলে বৃক্ষত্বে 'তৎ (সংযোগ) অভাবানবচ্ছেদকত্ব' এই হেতুর দ্বারা তৎ (সংযোগ) অবচ্ছেদকত্ব সাধন করা যাইবে না কেন? বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে যদিও তৎ তৎ সংযোগব্যক্তির অভাব আছে —কারণ, তৎ তৎ সংযোগব্যক্তি বৃক্ষের তৎ তৎ অবয়বাবচ্ছেদেই থাকে সমগ্র বৃক্ষাবচ্ছেদে থাকে না—তথাপি এইভাবেই অর্থাৎ এই বিপরীত অনুমানের

দ্বারাই বৃক্ষে সংযোগসামান্য সম্ভব হইবে, অর্থাৎ বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগ-সামান্যাভাব নাই ইহা প্রমাণ করা যাইবে। এই প্রকার প্রতিকূল তর্কের উত্তরে "যো যদীয়"গণের কোনো অনুকূল তর্ক না থাকায় তাহাদের ব্যাপ্তিটি অপ্রযোজক হইয়া পড়ে। সুতরাং তদ্দ্বারা বৃক্ষাদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রমাণ করা যায় না। এইরূপে বলা যায় যে, দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব কোনোরূপেই প্রমাণ হয় না।

দীধিতি—নবীনাস্তূৎপত্তিকালাবচ্ছেদেন ঘটাদৌ গুণস্য, প্রলয়াবচ্ছেদেন গগনাদৌ সংযোগস্য সামান্যাভাবো বর্ত্ততে, তথা ধূমবত্যপি বিরহো দহনস্য, ইহ পর্ব্বতে নিতম্বে হুতাশনঃ ন শিখরে ইতি প্রতীতেঃ সংযোগেন দ্রব্যস্য অপি অব্যাপ্যবৃত্তিত্বাৎ, বৃত্তের-ব্যাপ্যবৃত্তিত্বে বৃত্তিমতো ব্যাপ্যবৃত্তিত্বস্য অত্যন্তমসম্ভাবিতত্বাচ্চ। এবং প্রতিযোগিমতোরপি কালদেশয়োর্দেশকালভেদাবচ্ছেদেন তদভাবঃ, তথা চ তত্তৎসাধ্যকাব্যাপ্তিবারণায় তৎ, নোপাদেয়ঞ্চ সর্ব্বথৈব ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে সাধ্যসাধনভেদেন ব্যাপ্তির্ভেদাদিতি বদন্তি।

অনুবাদ : উৎপত্তিকালাবচ্ছেদের দ্বারা ঘটাদিতে গুণের, প্রলয়াবচ্ছেদের দ্বারা গগনাদিতে সংযোগের সামান্যাভাব থাকিয়া যায়, সেইরূপ ধূমবতেও দহনের (বহ্নির) বিরহ (অভাব) (থাকে), (কারণ) এই পর্ব্বতে নিতম্বে হুতাশন, শিখরে নয়, এই প্রতীতির দ্বারা সংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যেরও অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব হয় বলিয়া, এবং বৃত্তির অব্যাপ্যবৃত্তিত্বে বৃত্তিমতের ব্যাপ্যবৃত্তিত্বের অত্যন্ত অসম্ভাবিতত্ব হয় বলিয়া (দ্রব্যে সামান্যাভাব থাকিয়া যায়)। এবং প্রতিযোগিমতেরও কাল-দেশ, দেশ-কাল ভেদাবচ্ছেদের দ্বারা তদভাব (হয়), সুতরাং, তত্তৎসাধ্যক (অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যক) অব্যাপ্তি বারণের জন্য তৎ (অর্থাৎ, 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ); সাধ্য-সাধন ভেদে ব্যাপ্তিভেদ হয় বলিয়া ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে সর্ব্বথাই উপাদেয় নয় ;—নবীনেরা কিন্তু এরূপ বলেন।

ব্যাখ্যা : সাম্প্রদায়িক মতের দ্বারা 'যো যদীয়'বাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া দীধিতিকার "নবীনাস্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা নব্য নৈয়ায়িকদের মত উত্থাপন করিতেছেন। নব্যদের মতে উৎপত্তিকালে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যে

গুণ থাকে না। গুণ দ্রব্য ব্যতীত অন্যত্র থাকে না, সেজন্য ঘটপটাদি দ্রব্যে গুণ অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু উৎপত্তিকালে ঘটাদিতে গুণ থাকিতে পারে না। দ্রব্য হইল গুণের সমবায়ী কারণ, কার্য্য সর্ব্বদাই কারণের পরবর্ত্তী, সুতরাং যে ক্ষণে কারণ অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই ক্ষণে তাহাতে গুণ থাকিতে পারে না, তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণে থাকিবে। অতএব উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে দ্রব্যে গুণসামান্যাভাব থাকে। ঠিক সেইভাবেই প্রলয়কালে নিত্যপদার্থ ভিন্ন অন্য কোনো পদার্থ থাকে না বলিয়া প্রলয়াবচ্ছেদে গগনাদি নিত্যপদার্থে সংযোগের সামান্যাভাব থাকে; কারণ, প্রলয়কালে কুত্রাপি সংযোগ থাকে না। সেইরূপ ধূমবতেও, অর্থাৎ পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি স্থানেও বহ্ন্যভাব থাকে; কারণ সংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব হয়। সংযোগসম্বন্ধ যেহেতু ব্যাপ্যবৃত্তি নয়, অব্যাপ্যবৃত্তি, সেজন্য সংযোগসম্বন্ধে যাহা সম্বন্ধী, অর্থাৎ যাহা সংযোগসম্বন্ধে থাকে তাহাও অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, বা তাহাতেও অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব থাকে; এজন্য দ্রব্য সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া দ্রব্য অব্যাপ্যবৃত্তি হয়। বৃত্তির বা সম্বন্ধের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব থাকিলে বৃত্তিমতেরও বা সম্বন্ধীরও অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব থাকিয়া যায়; অব্যাপ্যবৃত্তিসম্বন্ধের যে সম্বন্ধী তাহা কখনও ব্যাপ্যবৃত্তি হয় না। এইরূপে, সম্বন্ধের অব্যাপ্যবৃত্তিত্বের জন্য সম্বন্ধীর বা বৃত্তিমতের ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব অত্যন্ত অসম্ভব হয় বলিয়া ধূমবতেও বহ্ন্যভাব থাকে। কেননা, বহ্নি পর্ব্বতাদিতে সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া অব্যাপ্যবৃত্তি। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতিতে পর্ব্বতের নিতম্বদেশে বহ্নির অস্তিত্ব আছে, শিখরে নাই, এইরূপ প্রতীতিই হয়। অর্থাৎ, যে স্থলে বহ্নি থাকে সেই স্থলের কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছেদে বহ্নি থাকে, অন্যদেশাবচ্ছেদে থাকে না, পর্ব্বতের নিতম্বে বহ্নি থাকে, শিখরে থাকে না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতিতে ধূমবতের কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছেদে বহ্নি থাকে, অন্যদেশাবচ্ছেদে থাকে না, এইভাবে ধূমবতেও বহ্নির অভাব থাকিয়া যায়। এইরূপেই, দেশ এবং কাল ভেদে দেশাবচ্ছেদে এবং কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব কালে এবং দেশে থাকে। রাত্রিকালে গোষ্ঠে গো থাকে, মধ্যাহ্নে গো থাকে প্রান্তরে। সুতরাং দেশাবচ্ছেদে অর্থাৎ গোষ্ঠে যে গো থাকে তাহার অভাব কালে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে থাকে; আবার, মধ্যাহ্নে বা কালাবচ্ছেদে যে গো থাকে তাহার অভাব দেশে বা গোষ্ঠে থাকে। এইরূপে দেশাবচ্ছেদে বা প্রান্তরে যে গো থাকে তাহার অভাব থাকে কালে অর্থাৎ

রাত্রিতে, এবং রাত্রিতে বা কালাবচ্ছেদে যে গো থাকে তাহার অভাব দেশে বা প্রান্তরে থাকে। এই প্রকারে দেশাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব কালে, এবং কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব দেশে থাকিয়া যায়। অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃই এইরূপ হয়। সুতরাং, তৎ তৎ সাধ্যকস্থলে, অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই 'তৎ' অর্থাৎ সেই বিশেষণ, অর্থাৎ 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। শুধুমাত্র "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই যে ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, সমস্ত অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, অর্থাৎ যে সমস্ত স্থলে সাধ্য অব্যাপ্যবৃত্তি সেই সমস্ত স্থলেই অব্যাপ্তি বারণের জন্য 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' বিশেষণ। সাধ্য-সাধন ভেদে, অর্থাৎ হেতু এবং সাধ্য ভেদে ব্যাপ্তিরও ভেদে হয় বলিয়া ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সর্ব্বথাই, অর্থাৎ সব সময়েই 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' বিশেষণ অনুপাদেয়, অর্থাৎ ঐ বিশেষণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহাই নবীনদের মত।

জাগদীশী—গুণস্যেতি, সামান্যাভাব ইতি পরেণান্বয়ঃ। নন্বাদ্যক্ষণে ঘটে গুণো নাস্তীতি প্রত্যক্ষমসম্ভবি সন্নিকর্ষাদ্যভাবাৎ, প্রথমক্ষণে ঘটাদৌ গুণো নাস্তীতি ব্যবহারাদিকঞ্চ সন্দিগ্ধপ্রামাণ্যকমতঃ স্থলান্তরমাহ প্রলয়াবচ্ছেদেনেতি। তদানীং জন্যভাবসত্ত্বে প্রলয় এব ব্যাহন্যতে ইতি ভাবঃ। নন্বু মহাপ্রলয়ে এব মানাভাবাৎ তদবচ্ছেদেনেতি অযুক্তমত আহ তথেতি। নন্বু উক্তপ্রতীতিঃ পর্ব্বতবৃত্তিহুতাশনাবচ্ছেদকত্বাভাবং শিখরে, শিখরাবচ্ছিন্নপর্ব্বতবৃত্তিত্বাভাবং বা হুতাশনে (বহ্ন্যংশে বা) অবগাহতে, ন তু পর্ব্বতে এব হুতাশনাভাবমিতি যদি ব্রূয়াত্তদাপ্যাহ বৃত্তেরিতি। বৃত্তেঃ সম্বন্ধস্য বৃত্তিমতঃ সম্বন্ধবতঃ, তথা চ যো যদবচ্ছেদেন যদীয়যৎসম্বন্ধাভাববান্ স তদবচ্ছেদেন তস্য তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববানিতি ব্যাপ্ত্যা শিখরাবচ্ছেদেন সংযোগাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাবসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। নন্বু উক্তব্যাপ্ত্যাবপ্র-

যোজকত্বং, অন্যথা তুল্যন্যায়েন যো যদীয়যৎসম্বন্ধবান্ স তৎসম্বন্ধেন তদ্বান্ ইতি ব্যাপ্ত্যাপি কুণ্ডাদিসংযোগিনো বদরাদেঃ সংযোগেন কুণ্ডাদিমত্ত্বাপত্তেরিত্যুক্তাবাহ এবমিতি, ভেদো বিশেষঃ। ঘটবত্যপি কালে 'ইদানীন্তন্তৌ ন ঘট' ইতি প্রতীত্যা তন্তুবচ্ছেদেন এব তৎকালে ঘটাভাবঃ, তথা ঘটবত্যপি কপালে ঘটনাশদশায়াং 'ইদানীমিহ কপালে ন ঘট' ইত্যনুভবাৎ তৎকালাবচ্ছেদেন কপালে ঘটস্য সামান্যাভাবঃ সিদ্ধ্যতি, ন চ ইদানীং তন্তুষু ন ঘট ইত্যাদি প্রতীতেঃ এতৎকালাবচ্ছেদেন তন্তুষু এব ঘটাভাববিষয়ো ন তন্তুত্বাবচ্ছেদেন এতৎকালে তথা, ইতি বাচ্যং। তন্তুষু ঘটাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া এতৎকালস্য তদবচ্ছেদকত্বাবগাহনে উক্তপ্রতীতেঃ ভ্রমত্বাপাতাৎ। ন চ তথাপি এতৎকালবৃত্তিঘটাভাব এব তন্তুষু ভাসতাং, তত্রেতি বাচ্যং। কালস্য প্রতিযোগিকুক্ষাবগ্রহেঽপি তাদৃশপ্রতীতেঃ তন্তুবচ্ছেদেন সময়ে ঘটাভাবাবগাহিত্বস্যানুভবসিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ। তথা চ ইতি, গুণবৎ সংযোগবদ্বা দ্রব্যত্বাৎ, বহ্নিমান্ ধূমাৎ, সময়ো ঘটবান্ এতৎকালত্বাৎ, কপালং ঘটবৎ ঘটধ্বংসাদিত্যাদাবব্যাপ্তিবারণায়েত্যর্থঃ। তদিতি অসমানাধিকরণান্তমিত্যর্থঃ। ন উপাদেয়ঞ্চেতি, যেন সম্বন্ধেন যেন রূপেণ চ যদ্ব্যাপ্যবৃত্তিঃ তেন সম্বন্ধেন তেন রূপেণ তৎ সাধ্যতায়াং ন উপাদেয়মিত্যর্থঃ। তেন সংযোগত্বেনাব্যাপ্যবৃত্তেরপি সংযোগস্য সমবেতত্বেন সাধ্যতায়াং, কালিকবিশেষণতয়া অব্যাপ্যবৃত্তেরপিদ্রব্যত্বস্য সমবায়েন সাধ্যতায়াং চ ন প্রতিযোগিব্যধিকরণপদমুপাদেয়মিতি, পরন্তু সমবায়েন ব্যাপ্যবৃত্তেরপি দ্রব্যত্বসত্ত্বাদেঃ কালিকেন সাধ্যতায়াং তদুপাদেয়মেব। ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে প্রয়োজনবিরহাৎ সর্ব্বথৈব নোপাদেয়ং, অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে তু কচিদ্দেয়ং, বৃক্ষঃ সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ ইত্যাদৌ দেয়ং, সংযোগাভাববান্ নিত্যগুণত্বাদিত্যাদৌ ন দেয়ং, ইত্যাবেদয়িতুং ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে সর্ব্বথৈবেত্যুক্তম্। সাধ্যসাধনভেদেনেতি, সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধাদেরপ্যুপলক্ষণম্।

অনুবাদ : 'গুণস্ত' প্রভৃতি, 'সামান্তাভাব' ইত্যাদি পরের সহিত অন্বয় হইবে। সন্নিকর্ষাদির অভাব বশতঃ যদি বলা যায়, আন্তক্ষণে ঘটে "গুণো নাস্তি" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অসম্ভব, এবং প্রথমক্ষণে ঘটাদিতে "গুণো নাস্তি" ইত্যাদি ব্যাবহার সন্দিগ্ধ প্রামাণ্য, সেজন্ত 'প্রলয়াবচ্ছেদেন' ইত্যাদি স্থলান্তর বলা হইল। সেইকালে অন্তভাব থাকিলে প্রলয়ও ব্যাহত হয়, ইহাই ভাব। যদি বলা যায় মহাপ্রলয়েও প্রমাণের অভাব থাকায় 'তদবচ্ছেদেন' ইত্যাদি অযুক্ত হয়, সেইজন্তই বলা হইল 'তথা' ইত্যাদি। যদি বলা যায়, উক্ত প্রতীতি শিখরে পর্ব্বতবৃত্তি হুতাশনাবচ্ছেদকত্বাভাব (বোধক) অথবা হুতাশনে (বা বহ্ন্যংশে) শিখরাবচ্ছিন্নপর্ব্বতবৃত্তিত্বাভাব (বোধক), পর্ব্বতেই হুতাশনাভাব কিন্তু নহে; সেইজন্তই বলা হইল 'বৃত্তেঃ' ইত্যাদি। বৃত্তেঃ (অর্থাৎ) সম্বন্ধের, বৃত্তিমতঃ (অর্থাৎ) সম্বন্ধবতের ; সুতরাং, "যাহা যদবচ্ছেদের দ্বারা যদীয় যৎসম্বন্ধাভাববান্, তাহা তদবচ্ছেদের দ্বারা তাহার তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববান্"—এই ব্যাপ্তির দ্বারা শিখরাবচ্ছেদের দ্বারা সংযোগাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাব সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব। যদি বলা যায়, উক্ত ব্যাপ্তিতে অপ্রযোজকত্ব (থাকিয়া যায়), অন্যথায়, তুল্যন্যায়ের দ্বারা "যাহা যদীয় যৎসম্বন্ধবান্ তাহা তৎসম্বন্ধের দ্বারা তদ্বান্" এই ব্যাপ্তিতেও কুণ্ডাদিসংযোগী বদরাদির সংযোগসম্বন্ধে কুণ্ডাদিমত্বাপত্তি হয়—এইরূপ উক্তিতে 'এবম্' ইত্যাদি বলা হইল ; 'ভেদ' (শব্দের অর্থ) হইল বিশেষ। ঘটবান্ কালেও ইদানীং তন্তুতে 'ন ঘটঃ' এই প্রতীতির দ্বারা তত্ত্বচ্ছেদের দ্বারাও তৎকালে ঘটাভাব (হয়) ; সেইরূপ ঘটবান্ কপালেও ঘটনাশদশায় ইদানীং এই কপালে 'ন ঘটঃ' এই অনুভব হয় বলিয়া তৎকালাবচ্ছেদের দ্বারা কপালে ঘটের সামান্তাভাব সিদ্ধ হয় ; ইদানীং তন্তুতে 'ন ঘটঃ' ইত্যাদি প্রতীতিতে এতৎকালাবচ্ছেদের দ্বারা তন্তুতে ঘটাভাব বিষয় (প্রতীত হয়), তন্তুত্বাবচ্ছেদের দ্বারা এতৎকালে (ঘটাভাব বিষয় প্রতীত) হয় না,—এরূপ বলা যায় না। তন্তুতে ঘটাভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিতা থাকায় এতৎকালের তদবচ্ছেদকত্ব অবগাহনে উক্ত প্রতীতিতে ভ্রমত্বাপত্তি হয়। তথাপি, সেস্থলে, তন্তুতে এতৎকালবৃত্তি ঘটাভাব ভাসমান হউক, এরূপ বলা যায় না। (কারণ) তাদৃশ প্রতীতিতে কালের প্রতিযোগিকুক্ষিতে অবগ্রহতেও (ঐরূপ হয়) ; তত্ত্বচ্ছেদের দ্বারা কালে ঘটাভাব অবগাহিত্বের অনুভব সিদ্ধত্ব বশতঃ (ঐরূপ হয়), ইহাই ভাব। সুতরাং, "গুণবৎ অথবা সংযোগবৎ দ্রব্যত্বাৎ",

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ", "সময়ো (কালো) ঘটবান্ এতৎকালত্বাৎ", "কপালং ঘটবৎ ঘটধ্বংসাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য ('প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ) ইহাই অর্থ। এই 'তৎ' (পদ) (হইল) 'অসমানাধিকরণান্তম্'—ইহাই অর্থ। এবং উপাদেয় নহে, ইত্যাদি; যে সম্বন্ধের দ্বারা এবং যে রূপের (ধর্ম্মের) দ্বারা যাহা ব্যাপ্যবৃত্তি, সেই সম্বন্ধের দ্বারা সেই রূপের (ধর্ম্মের) দ্বারা তৎ সাধ্যতায় (অর্থাৎ সেই সাধ্যকস্থলে) উপাদেয় নহে, ইহাই অর্থ। তাহার দ্বারা সংযোগত্ব(রূপের) দ্বারা ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও সংযোগের সমবেতত্ব(রূপের) দ্বারা সাধ্যতায়, এবং কালিক-বিশেষণতার দ্বারা অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও দ্রব্যত্বের সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যতায় 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' পদ উপাদেয় নয়; পরন্তু, সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও দ্রব্যত্ব, সত্তাদির কালিকসম্বন্ধের দ্বারা তৎ (অর্থাৎ, প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ বা প্রতিযোগিব্যধিকরণ পদ) উপাদেয়ই। প্রয়োজন না থাকায় ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সর্ব্বথাই উপাদেয় নয়; অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, কিন্তু, কচিৎ দেয় (অর্থাৎ উপাদেয়); "বৃক্ষঃ সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদিতে দেয়, "সংযোগাভাববান্ নিত্যগুণত্বাৎ" ইত্যাদিতে দেয় নয়; ইত্যাদি আবেদনের জন্য (বুঝাইবার জন্য) ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 'সর্ব্বথাই' এইরূপ বলা হইল। সাধ্য-সাধন ভেদের দ্বারা ব্যাপ্তি ভিন্ন হয়, এবং সাধ্যতাঘটক সম্বন্ধাদি ভেদ বশতঃও (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাদি ভেদেও) ব্যাপ্তি ভিন্ন হয় বলিয়া এইরূপ বলা সম্ভব হইল।

ব্যাখ্যা: সাম্প্রদায়িকেরা দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব যে থাকে না তাহা প্রমাণ করিলেন; দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব সাধনের জন্য "যো যদীয়"-বাদিগণের অনুমান পদ্ধতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুষ্ট প্রমাণ করিয়া সাম্প্রদায়িক নৈয়ায়িকগণ দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব যে সম্ভব নয় তাহা প্রমাণ করিলেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ এ সম্পর্কে কি বলেন তাহা বলা হইতেছে, এবং সেই অভিপ্রায়েই দীধিতিকার "নবীনাস্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের সূচনা করিলেন। দীধিতিগ্রন্থের "গুণস্য" পদটি পরবর্ত্তী "সামান্যাভাব" পদের সহিত অন্বিত হইবে; অর্থাৎ "ঘটাদৌ গুণস্য সামান্যাভাবঃ", "গগনাদৌ সংযোগস্য সামান্যাভাবঃ" এইরূপ অন্বয় করিয়া দীধিতিগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। নবীনদের মতে উৎপত্তিকালে ঘটাদি দ্রব্যে গুণসামান্যাভাব থাকে। দ্রব্য হইল গুণের সমবায়ী কারণ, গুণ দ্রব্যে থাকে; কিন্তু যে ক্ষণে ঘটাদি দ্রব্য

উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষণে দ্রব্যে গুণ অর্থাৎ কার্য্য থাকিতে পারে না। কেননা, কার্য্য সর্ব্বদাই কারণের পরবর্ত্তী, এবং কারণ সর্ব্বদাই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থের উৎপত্তিকালে পরবর্ত্তী পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থে থাকে কি করিয়া? সেইজন্যই উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ঘটাদি দ্রব্যে গুণ-সামান্যাভাব থাকে। আপত্তি করা যাইতে পারে যে, আদ্যক্ষণে অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তিক্ষণে তাহাতে যে গুণসামান্যাভাব তাহা প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, কারণ, তদবস্থায় গুণসামান্যাভাবের কোনো সন্নিকর্ষ হয় না; সন্নিকর্ষের অভাব বশতঃ প্রথম ক্ষণে ঘটাদি দ্রব্যে গুণসামান্যাভাব আছে বলিয়া যে ব্যবহার তাহা সন্দিগ্ধ প্রামাণ্যের বিষয়। এইরূপ আশঙ্কার জন্যই "প্রলয়াবচ্ছেদেন গগনাদৌ" এই স্থলান্তর অনুসরণ করা হইল। প্রলয়কালে সমস্ত জন্যপদার্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। "জন্যভাবানধিকরণসময়ঃ মহাপ্রলয়ঃ", "জন্যদ্রব্যানধিকরণসময়ঃ খণ্ডপ্রলয়ঃ"—অর্থাৎ সমস্ত জন্যপদার্থের যখন কোনো অধিকরণ থাকে না, অর্থাৎ সমস্ত জন্যপদার্থ যখন ধ্বংস হয় সেই কালের নাম মহাপ্রলয়, সেইজন্য সেই কালটি জন্যভাবের অনধিকরণ হইয়াছে, জন্যভাবপদার্থের অনধিকরণ সময়কেই মহাপ্রলয় বলা হয়; এবং সমস্ত জন্যদ্রব্য যখন কোথাও থাকে না তখন খণ্ডপ্রলয় হয়। এখন, 'সংযোগ' যেহেতু জন্য-পদার্থ সুতরাং অন্যান্য জন্যপদার্থের ন্যায় মহাপ্রলয়ে সংযোগও থাকে না; 'গগন' নিত্যপদার্থ বলিয়া প্রলয়কালে গগন থাকিয়া যায়, এই গগনে প্রলয়কালে 'সংযোগ' থাকে না, কারণ সেই সময় 'সংযোগ' ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মহাপ্রলয়ে গগন প্রভৃতি নিত্যপদার্থে সংযোগসামান্যাভাব থাকে। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, মহাপ্রলয়ে জন্যভাব থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু এই আপত্তি করিলে মহাপ্রলয়ের ধারণাই ব্যাহত হইবে। পুনরায়, নব্যগণ মহাপ্রলয় স্বীকারই করেন না, তাঁহাদের মতে মহাপ্রলয়ের কোনো প্রমাণ নাই, যাহা হয় তাহা খণ্ডপ্রলয়, এবং খণ্ড প্রলয়ে শুধুমাত্র জন্যদ্রব্য সকল থাকে না, কিন্তু অন্যান্য জন্য পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্যভিন্ন অন্যান্য জন্যপদার্থ থাকিয়া যায়, সুতরাং প্রলয়কালে গগনাদিতে সংযোগসামান্যাভাব থাকে এ কথা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় 'তথা ধূমবত্যপি' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা স্থলান্তর অনুসরণ করা হইতেছে। পর্ব্বত, গোষ্ঠ প্রভৃতি হইল ধূমবান্, এই সকল ধূমবতেও দহনের, অর্থাৎ বহ্নির অভাব থাকে। পর্ব্বতে ধূম দর্শনের দ্বারা যখন বহ্নির অনুমান করা হয় তখন প্রকৃত-

পক্ষে 'পর্ব্বতে বহ্নি আছে' এই প্রতীতি হয় না ; 'এই পর্ব্বতের নিতম্বদেশে হুতাশন বা বহ্নি আছে, শিখরে নাই' এইরূপ প্রতীতিই হয়। সুতরাং পর্ব্বতে বহ্নি আছে এরূপ বলা যায় না। এস্থলে আপত্তি করা যায় যে, পর্ব্বতের শিখরে পর্ব্বতবৃত্তি হুতাশনাবচ্ছেদকত্বের অভাব আছে, অথবা হুতাশনে বা বহ্ন্যংশে শিখরাবচ্ছিন্ন পর্ব্বতবৃত্তিত্বাভাব আছে এইরূপ প্রতীতিই এস্থলে হয়, পর্ব্বতেই হুতাশনাভাব বা বহ্ন্যভাব আছে এরূপ প্রতীতি হয় না। ইহারই উত্তরে 'বৃত্তেরব্যাপ্যবৃত্তিত্বে' ইত্যাদি গ্রন্থ বলা হইয়াছে। 'বৃত্তি' হইল এস্থলে 'সম্বন্ধ', এবং 'বৃত্তিমান্' হইল 'সম্বন্ধবান্' ; সম্বন্ধ যদি অব্যাপবৃত্তি হয় তাহা হইলে সম্বন্ধবান্ অর্থাৎ সম্বন্ধীও অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে। অব্যাপ্য-বৃত্তিসম্বন্ধের সম্বন্ধীর ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব অত্যন্ত অসম্ভব। পর্ব্বতাদিতে বহ্নি সংযোগসম্বন্ধে থাকে, সংযোগসম্বন্ধ হইল অব্যাপ্যবৃত্তি, সুতরাং এস্থলে সংযোগসম্বন্ধের সম্বন্ধী যে বহ্নি তাহাও অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে। এইরূপ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সমস্ত পক্ষেই এইভাবে সাধ্যের অভাব প্রতীত হইবে—যথা এস্থলে পর্ব্বতের এই অংশে বহ্নি আছে, অন্য অংশে নাই, এইরূপ প্রতীতিও হয় ; এবং এইরূপে পর্ব্বতে বহ্নির অভাব প্রতীতি সম্ভব হইবে। সুতরাং, "যো যদবচ্ছেদেন যদীয়যৎসম্বন্ধাভাববান্ স তদবচ্ছেদেন তস্য তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববান্"—অর্থাৎ যাহাতে যদবচ্ছেদের দ্বারা ঐ যাহা সম্বন্ধীয় (যদীয়) যে সম্বন্ধের অভাব আছে, তাহাতে তদবচ্ছেদের দ্বারা তাহার সেই সম্বন্ধের অভাব আছে, এই ব্যাপ্তির সাহায্যেই পর্ব্বতে শিখরা-বচ্ছেদের দ্বারা সংযোগাবচ্ছিন্ন বহ্নির অভাব সিদ্ধ হয়। "যো" অর্থে ধরা গেল পর্ব্বত, 'যদবচ্ছেদেন' অর্থাৎ শিখরাবচ্ছেদেন, 'যদীয়' অর্থাৎ কিনা বহ্নি-সম্পর্কীয়, 'যৎসম্বন্ধাভাববান্' অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববান্, 'স' অর্থাৎ পর্ব্বত, 'তদবচ্ছেদেন' অর্থাৎ শিখরাবচ্ছেদেন, 'তস্য' অর্থাৎ বহ্নির, 'তৎসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নাভান্' অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাববান্ ; অর্থাৎ পর্ব্বতে শিখরা-বচ্ছেদে বহ্নির সংযোগসম্বন্ধের অভাব আছে। এইরূপে পর্ব্বতে শিখরাবচ্ছেদে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্নির অভাব সিদ্ধ হয়। এবং অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ-সম্বন্ধে সম্বন্ধী বহ্নিও অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় পর্ব্বতের কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছেদে বহ্নি আছে, অন্য দেশাবচ্ছেদে নাই, এই প্রতীতির দ্বারা সমগ্র পর্ব্বতে বহ্নি নাই (কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছেদে থাকিলেও সমগ্র পর্ব্বতাবচ্ছেদে নাই, অর্থাৎ সমগ্র পর্ব্বতে নাই) ইহা সিদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে আপত্তি করা যাইতে পারে যে,

"যো যদবচ্ছেদেন" ইত্যাদি ব্যাপ্তিটি অপ্রযোজক, কারণ, ঐ ব্যাপ্তির অনুরূপ একটি বিপরীত ব্যাপ্তি হইতে পারে,—যথা, "যো যদীয় যৎসম্বন্ধবান্ স তৎ-সম্বন্ধেন তদ্বান্"—অর্থাৎ পর্ব্বত যেহেতু বহ্নিসম্পর্কীয় সংযোগসম্বন্ধবান্, সেজন্য পর্ব্বত সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিমান্, অর্থাৎ পর্ব্বতে বহ্নি আছে এই প্রতীতি সম্ভব হইবে, পর্ব্বতে বহ্নি নাই বলিয়া যে প্রতীতির কথা বলা হইল তাহা আর হইবে না। এইভাবে বিপরীত ব্যাপ্তির সাহায্যে পর্ব্বতে বহ্নি আছে এবং বহ্নি নাই এতদুভয়ই সিদ্ধ হইবে, ফলে সংযোগ-সম্বন্ধে কুণ্ডে (ক্ষুদ্র পাত্রে) বদর (কুল জাতীয় ফল) থাকিলে 'কুণ্ডবান্ বদর' এবং 'বদরবান্ কুণ্ড' ইত্যাদিরূপ বিপরীত আধার-আধেয় সম্বন্ধজনিত কূট সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। এবম্প্রকার আপত্তির আশঙ্কাতেই "এবং প্রতিযোগিমতোরপি" প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল। কাল-দেশ এবং দেশ-কাল ভেদাবচ্ছেদের দ্বারা প্রতিযোগিমতের অভাব প্রতীত হয়। এস্থলে 'ভেদ' শব্দের অর্থ বিশেষ; দেশ বিশেষে এবং কাল বিশেষে দেশাবচ্ছেদে এবং কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব কালে এবং দেশে থাকে। কালে সব কিছুই থাকে, ঘটও থাকে; সুতরাং ঘটবত্তে অর্থাৎ কালে যখন ঘট থাকে বলা হয় তখন সেই সময় অর্থাৎ 'ইদানীং' (যে সময় কালে ঘট আছে ধরা হইল সেই সময়) তন্তুতে অর্থাৎ দেশে ঘটাভাব প্রতীত হয়; যে সময়ে কালে ঘট আছে বলা হইল, সেই সময়, অর্থাৎ তৎকালে তন্ত্ববচ্ছেদে বা দেশাবচ্ছেদে ঘটাভাব প্রতীত হয়। অর্থাৎ কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে (এস্থলে ঘট) তাহার অভাব দেশাবচ্ছেদে (এস্থলে তন্ত্ববচ্ছেদে) থাকে। এইরূপে কপালদ্বয় ঘটের সমবায়ী কারণ বলিয়া ঘট কপালে থাকে, অর্থাৎ কপাল হইল ঘটবান্; এই কপালে বা ঘটবত্তে (অর্থাৎ দেশাবচ্ছেদে) ঘট থাকিলেও ঘটনাশদশায় বা ঘটধ্বংসকালে "ইদানীং কপালে ন ঘট" এই প্রতীতি, অর্থাৎ ঘটাভাব প্রতীতি হয়; অর্থাৎ, কালাবচ্ছেদে ঘটাভাব প্রতীত হয়। এইরূপে কালাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব দেশে, এবং দেশাবচ্ছেদে যে প্রতিযোগী থাকে তাহার অভাব কালে থাকিয়া যায়। এই প্রকারে দেশ এবং কাল উভয়েই দ্রব্য হইলেও দ্রব্যের এক অংশাবচ্ছেদে (দেশ বা কাল) প্রতিযোগীর অভাব অন্য অংশাবচ্ছেদে (কাল বা দেশ) থাকিয়া যায়; সুতরাং সমগ্র দ্রব্যেই প্রতিযোগীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ইদানীং অর্থাৎ এই সময় তন্তুতে

ঘটাভাব প্রতীতির দ্বারা তৎকালাবচ্ছেদে তন্তুতে ঘটাভাব আছে,—এরূপ বলা যায় না, কেননা, তন্তুতে ঘটাভাব সকল সময়েই থাকে বলিয়া ইহা ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব, এবং সেইজন্য এতৎকালের তদবচ্ছেদকত্ব গ্রহণে ভ্রম হইতে পার; মনে হইতে পারে যে, এতৎকালাবচ্ছেদে তন্তুতে ঘটাভাব থাকিলেও অন্য সময়ে বা অন্য কালে তন্তুতে ঘট থাকিলেও থাকিতে পারে; সুতরাং ঐরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে, এতৎকালবৃত্তি ঘটাভাব তন্তুতে থাকুক—এরূপ কথাও বলা যায় না; কারণ, প্রতিযোগীর কুক্ষিতে, অর্থাৎ প্রতিযোগীর অঙ্গে কালকে গ্রহণ করা হইলেও তন্তুতে ঘটাভাব থাকে, অর্থাৎ তত্ত্বচ্ছেদে'এতৎ ঘটাভাব আছে' এই প্রতীতি হয়, তজ্জন্য পৃথকরূপে 'এতৎ-কালবৃত্তি ঘটাভাব' বলার আবশ্যকতা নাই। যে সময়ে তত্ত্বচ্ছেদকে গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সময়েই তথায় ঘটাভাব বোধটি অনুভব সিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং, "গুণবান্ দ্রব্যত্বাৎ", "সংযোগবান্ দ্রব্যত্বাৎ", "বহ্নিমান্ ধূমাৎ", "সময়ো বা কালো ঘটবান্ এতৎকালত্বাৎ", "কপালং ঘটবৎ ঘটধ্বংসাৎ" এই সমস্ত যাবতীয় অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই গঙ্গেশো-পাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" পদটি নিবেশ করা হইয়াছে।

দীধিতিগ্রন্থে "ন উপাদেয়ঞ্চ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বলা হইতেছে যে সর্ব্বত্রই, অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপ্যবৃত্তি হেতু-সাধ্যস্থলেই 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ উপাদেয় বা নিবেশ্য নয়। পূর্ব্বে বলা হইল অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' পদ নিবেশ্য, অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 'প্রতি-যোগিব্যধিকরণ' পদ নিবেশ্য নয়। কিন্তু, প্রশ্ন হইল ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে কোন্ সম্বন্ধে, কি রূপে উক্ত পদ নিবেশ্য নয়? এইজন্যই বলা হইতেছে যে, যে সম্বন্ধে এবং যে রূপে বা যে ধর্ম্মরূপে যাহা অর্থাৎ যে সাধ্য ব্যাপ্যবৃত্তি, সেই সম্বন্ধে সেই রূপে অর্থাৎ সেই ধর্ম্মরূপে সেই সাধ্যকস্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' পদ উপাদেয় নয়। এইরূপ না বলিলে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কেননা, 'সংযোগ' পদার্থটি যখন 'সংযোগত্ব'রূপে বা 'সংযোগত্ব'ধর্ম্মরূপে গৃহীত হয় তখন তাহা অব্যাপ্যবৃত্তি, কিন্তু 'সংযোগ' যখন 'সমবেত'রূপে গৃহীত হয় তখন তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি; সুতরাং, 'সমবেতত্ব'রূপে 'সংযোগ'সাধ্যকস্থলে উক্ত পদ (অর্থাৎ 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ) নিবেশ্য নয়, কিন্তু 'সংযোগত্ব'-রূপে সংযোগসাধ্যকস্থলে নিবেশ্য। আবার, 'দ্রব্যত্ব' পদার্থটি কালিকসম্বন্ধে

কাল এবং জন্যপদার্থে থাকে, কালাতিরিক্ত নিত্যপদার্থে থাকে না, সেকারণে উহা অব্যাপ্যবৃত্তি, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে 'দ্রব্যত্ব' শুধুমাত্র দ্রব্যে থাকে, সেজন্য তখন 'দ্রব্যত্ব' হইল ব্যাপ্যবৃত্তি। সুতরাং, কালিকসম্বন্ধে 'দ্রব্যত্ব'সাধ্যকস্থলে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' (বা প্রতিযোগিব্যধিকরণ) পদ নিবেশ্য, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে 'দ্রব্যত্ব'সাধ্যকস্থলে নিবেশ্য নয়। 'দ্রব্যত্ব', 'সত্তা' প্রভৃতি সমবায়সম্বন্ধে ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও কালিকসম্বন্ধে ব্যাপ্যবৃত্তি নয় বলিয়া কালিকসম্বন্ধে 'দ্রব্যত্ব', 'সত্তা' প্রভৃতি সাধ্যে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' পদ নিবেশ্য, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে 'দ্রব্যত্ব', 'সত্তা' প্রভৃতি সাধ্যকস্থলে ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ নিবেশ্য নয়। ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সর্ব্বদাই উক্ত পদ অনিবেশ্য; অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে যে সর্ব্বদাই নিবেশ্য তাহা নহে, কচিৎ নিবেশ্য; কারণ, 'সংযোগ' অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া "বৃক্ষঃ সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' পদ অবশ্যই উপাদেয়, কিন্তু 'সংযোগ' অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও "সংযোগাভাববান্ নিত্যগুণত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সংযোগাভাবটি ব্যাপ্যবৃত্তির রূপ পরিগ্রহ করে বলিয়া ঐ স্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' পদ উপাদেয় নয়। এই প্রকারে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়াই "ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে সর্ব্বথৈব" এইরূপ বলা হইয়াছে। হেতু-সাধ্য ভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয়, সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে; এইপ্রকার আরও নানাবিধ কারণে হেতু-সাধ্যে সম্বন্ধ এবং রূপ ভেদে, প্রয়োজন বোধে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ উপাদেয় বা অনুপাদেয় তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

জাগদীশী—যদ্যপি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে তদপ্রবেশে সত্তাবান্ জাতেরিত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ, সাধনবতি স্পন্দাদৌ সমবায়েন সত্তাভাবস্য অপি কালিকাদিসম্বন্ধেন বৃত্তেঃ, ন চ অভাবে হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বস্য অভাবীয়বিশেষণতয়া বিবক্ষণাৎ ন উক্তদোষঃ, তথা সতি অপি দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ ইত্যত্র অতিব্যাপ্তিঃ, দ্রব্যত্বরূপসাধ্যাভাবস্য বিশেষণতয়া বৃত্তিত্ববিরহাৎ, দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্বাভাবস্য অপি দ্রব্যত্বানতিরেকাৎ, ন চ অভাবত্বপ্রতীতেঃ প্রমাত্বরক্ষার্থম্ অভাবাভাবস্য অতিরিক্ততয়া উক্তাতিব্যাপ্তিবারণমিতি বাচ্যম্।

অভাববত্ত্ব ইত্যাদি অগ্রিমগ্রন্থেন ভাবাভাবসাধারণস্য অভাববত্ত্বস্য নির্ব্বচনবিরোধাপত্তেঃ, ঘটত্বাত্যভাবস্য কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাবে সাধ্যে স্বরূপসম্বন্ধেন গগনত্বাদিহেতৌ অব্যাপ্তেঃ তথাপি অনুদ্ধারাৎ, বিশেষণতয়া গগননিষ্ঠস্য ঘটত্বাভাবস্যৈব তাদৃশঘটত্বাভাবাভাবাভাবত্ব-কল্পনাৎ, তাবতৈব অভাবত্বপ্রতীতেঃ প্রমাত্বসম্ভবাৎ, অতঃ এব সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধেন সাধ্যবত্ত্ববুদ্ধের্বিষয়বিধয়া প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকো যো সম্বন্ধঃ তেন হেতুসামানাধিকরণ্যম্ অভাবস্য গ্রাহ্যম্ ইত্যুক্তৌ অপি ন নিস্তারঃ তথাবিধসম্বন্ধেন হেতুসামানাধিকরণ্যস্য অপ্রসিদ্ধ্যা প্রাগুক্তগগনত্বাদিহেতৌ, দ্রব্যত্বাভাববজ্জাতিত্বাদিত্যাদৌ চ অব্যাপ্তেঃ।

অনুবাদ : ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে যদ্যপি 'তৎ' (প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ) এর অপ্রবেশ (হয়) (তাহা হইলেও) সমবায়সম্বন্ধে সত্তাভাবেরও স্পন্দাদি সাধনবতে কালিকাদিসম্বন্ধে বৃত্তি হওয়ায় "সত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি হয়। হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বের অভাবে অভাবীয় বিশেষণতার দ্বারা (স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা) বলা হইলে উক্ত দোষ হয় না,—এরূপ বলা যায় না ; তাহা হইলেও "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়, (কারণ) 'দ্রব্যত্বরূপ' সাধ্যাভাবের বিশেষণতার দ্বারা (অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে) বৃত্তিত্ব হয় না; দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্বাভাবেরও দ্রব্যত্বের অনতিরেক বশতঃ (ঐরূপ বলা যায় না)। অভাবত্ব প্রতীতির প্রমাত্ব রক্ষার জন্য অভাবাভাবের অতিরিক্ততার দ্বারা উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ হয়,— এ কথা বলা যায় না। (তাহা হইলে) "অভাবত্বঞ্চ" ইত্যাদি অগ্রিম গ্রন্থের দ্বারা অভাববত্ত্বের ভাবাভাবসাধারণের (যে) নির্বচন (তাহার) বিরোধাপত্তি হয়। তথাপি (অর্থাৎ ঐ নির্বচন অগ্রাহ্য করিলেও) ঘটত্বাদির অভাবের কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাবের স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্য করিয়া গগনত্বাদি হেতুতে অব্যাপ্তি হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না), (কারণ) বিশেষণতার দ্বারা (অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা) গগননিষ্ঠ ঘটত্বাভাবেরই তাদৃশ ঘটত্বাভাবাভাবাভাবত্ব কল্পনার জন্য, (এবং) তাহাতেই অভাবত্ব প্রতীতির প্রমাত্ব সম্ভব হয় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)। অতএব, সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যবত্ত্ববুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক যে

সম্বন্ধ, তদ্দ্বারা হেতুসামানাধিকরণ্য অভাবের গ্রহণ (হইবে), এরূপ বলাতেও নিস্তার নাই। তথাবিধ সম্বন্ধের দ্বারা হেতুসামানাধিকরণ্যের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ প্রাগুক্ত গগনত্বাদি হেতুতে এবং "দ্রব্যত্বাভাববান্ জাতিত্বাৎ" ইত্যাদিতেও অব্যাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা : বলা হইল, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ ব্যাপ্তির লক্ষণে নিবেশের প্রয়োজন নাই; কিন্তু, তৎসত্ত্বেও "সত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদি ব্যাপ্যবৃত্তিস্থলে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ নিবেশ না করিলেও অব্যাপ্তি হয়। যদিও "সত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলে অব্যাপ্তি হয় বটে, তথাপি উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে, এবং ঐ অব্যাপ্তি কিরূপে বারণ করা সম্ভব হইবে তাহা পরে বলা হইতেছে। এখন, "সত্তাবান্ জাতেঃ" এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ নিবেশ না করিলেও কিরূপে অব্যাপ্তি হয়? এস্থলে সাধ্য হইল 'সত্তা', হেতু হইল 'জাতি', হেত্বধিকরণ হইল দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম (কারণ জাতি দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে থাকে)। স্পন্দ অর্থাৎ কর্ম্ম প্রভৃতি হেত্বধিকরণে জাতি বা হেতু সমবায়-সম্বন্ধে থাকে; স্পন্দাদিতে সত্তা বা সাধ্যও সমবায়সম্বন্ধে থাকে। সাধ্যাভাব অর্থাৎ সত্তাভাব স্পন্দাদিতে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে না, সামান্যাদিতে সাধ্যাভাব বা সত্তাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকে; কিন্তু ঐ সত্তাভাব বা সাধ্যাভাব কালিক-সম্বন্ধে সমস্ত জন্যপদার্থেই থাকে। স্পন্দ বা কর্ম্ম যেহেতু জন্যপদার্থ সেজন্য স্পন্দেও বা কর্ম্মেও সত্তাভাব বা সাধ্যাভাব কালিকসম্বন্ধে থাকিয়া যায়। এই স্পন্দ বা কর্ম্ম হেত্বধিকরণ হওয়ায় হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যায়, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আসিয়া পড়ে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অন্য সম্বন্ধে ধরিলে চলিবে না। এস্থলে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ স্পন্দাদিতে সাধ্যা-ভাবকে বা সত্তাভাবকে কালিকসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে, কিন্তু এই অভাব অর্থাৎ সত্তাভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে ধরিলে আর ঐ অব্যাপ্তি হয় না; কারণ, স্বরূপসম্বন্ধে ঐ অভাব বা সত্তাভাব দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে থাকে না, ফলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিল না, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও হয় না। কিন্তু, এরূপ বলিলেও সমস্ত অসুবিধা দূর হয় না। কারণ, "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এই স্থলে সাধ্য হইল 'দ্রব্যত্বাভাব', এবং হেতু হইল 'সত্তা'; সাধ্যাভাব হইল দ্রব্যত্বাভাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব (কারণ, দ্রব্যত্বাভাবাভাব, অর্থাৎ দ্রব্যত্বা-

ভাবের অভাব হইল দ্রব্যত্বস্বরূপ)। ইহা একটি অসদ্ধেতুস্থল। এস্থলে সাধ্যাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব স্বরূপসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্যে থাকে না, দ্রব্যত্ব সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। ফলে হেত্বধিকরণে স্বরূপসম্বন্ধে অভাবের বৃত্তিত্ব গ্রহণের দ্বারা সাধ্যাভাব থাকে না, এবং লক্ষণ অসদ্ধেতুস্থলে চলিয়া যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয়। স্বরূপসম্বন্ধে দ্রব্যত্বরূপ সাধ্যাভাবের হেত্বধিকরণে বা সর্ব্বত্র বৃত্তিত্ব না থাকায় এই অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। স্বরূপ-সম্বন্ধে দ্রব্যত্বের বৃত্তিত্বের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের চেষ্টা অন্য প্রকারে করা যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে, 'দ্রব্যত্বাভাব' এবং 'দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্ব' একই কথা; সুতরাং 'দ্রব্যভিন্নত্ব-প্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্ব'রূপ সাধের অভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব হইবে 'দ্রব্য-ভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্বাভাব', এই অভাবের স্বরূপসম্বন্ধে অপ্রসিদ্ধি হইবে না, ফলে উক্ত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না। কিন্তু, এরূপ বলিলেও হয় না; কারণ সমনীয়ত অভাবের ঐক্য বশতঃ 'দ্রব্যত্বাভাবে'র পরিবর্ত্তে 'দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্ব' ধরা হইয়াছে; 'দ্রব্যত্বাভাব' এবং 'দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্ব' একই কথা। কিন্তু "সম্ভবতি লঘৌ ধর্ম্মে গুরৌ তদভাবাৎ" ইত্যাদি নিয়মানুসারে দ্রব্যত্বাভাবের অভাবকে অর্থাৎ 'দ্রব্যত্বাভাবাভাব'কে 'দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্বাভাব' না ধরিয়া 'দ্রব্যত্ব'রূপেই ধরিতে হইবে, কারণ, 'দ্রব্যত্ব'ই হইল এস্থলে লঘুধর্ম্ম। পুনরায়, সমনীয়ত অভাবের ঐক্য বশতঃ 'দ্রব্যত্বাভাব' এবং 'দ্রব্যভিন্নত্ব-প্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্ব' একই পদার্থ হইলে 'দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্বা-ভাব' এবং 'দ্রব্যত্ব' (অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাব) একই হইবে। 'দ্রব্যত্ব' এবং 'দ্রব্যভিন্নত্বপ্রকারকপ্রমাবিশেষ্যত্বাভাব' অভিন্ন এবং অনতিরিক্ত হইলে উক্ত অতিব্যাপ্তি আর বারণ করা যাইবে না। পুনরায়, বলা যায় যে, 'দ্রব্যত্বাভাবাভাব'কে 'দ্রব্যত্ব'রূপে গ্রহণ করিলে অভাবত্ব প্রতীতির প্রমাত্ব রক্ষা হয় না। সুতরাং, দ্রব্যত্বাভাবাভাবের মধ্যে যে অভাবত্ব বর্ত্তমান তাহার প্রমাত্ব রক্ষার জন্য ঐ অভাবাভাবকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে, অর্থাৎ অতিরিক্ত অভাব-পদার্থরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এইরূপে উক্ত অতি-ব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হইবে। কিন্তু অভাবাভাবকে অতিরিক্ত অভাব-পদার্থরূপে গ্রহণ করিলে "অভাবত্বঞ্চ ইদমিহ নাস্তি ইদমিদং ন ভবতি" ইত্যাদি দীধিতিগ্রন্থ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ, দীধিতিকার অভাবত্বকে

ভাবাভাব সাধারণ (অর্থাৎ ভাব ও অভাব সাধারণ) বলিয়াছেন ; সুতরাং, ঐরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ অভাবাভাবকে অতিরিক্ত অভাব-পদার্থরূপে গ্রহণ করা যায় না, এবং অতিব্যাপ্তিটি থাকিয়াই যায়। যদি কেহ দীধিতি-গ্রন্থ অস্বীকার করেন, অর্থাৎ দীধিতিকার যাহা বলিয়াছেন তাহা যে স্বীকার করিতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই,—এরূপ যদি কেহ বলেন, তাঁহাদের উত্তরে অন্য একটি স্থল প্রদর্শন করিয়া বলা হইতেছে যে, অভাবাভাবকে অতিরিক্ত অভাব-পদার্থরূপে গ্রহণ করিলেও নিস্তার নাই। কালিকসম্বন্ধে ঘটত্বাভাব কাল এবং জন্যপদার্থে আছে, এই কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বা-ভাবের যে অভাব তাহা কালাতিরিক্ত নিত্যপদার্থে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, এই কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাভাবের অভাব ধরিয়া সেই 'ঘটত্বাভাবাভাব'কে স্বরূপসম্বন্ধে সাধ্য ধরা হইল, আর 'গগনত্ব' হইল হেতু। এই সাধ্যের অভাব বা সাধ্যাভাব হইল 'ঘটত্বাভাবাভাবাভাব'; ধরা গেল এই অভাবাভাবাভাব অতিরিক্ত অভাবস্বরূপ, এবং ইহা স্বরূপসম্বন্ধে থাকে; এই 'ঘটত্বাভাবাভাবাভাব' হইল 'ঘটত্বাভাবস্বরূপ', ঘটত্বাভাবস্বরূপ এই 'ঘটত্বাভাব' অর্থাৎ সাধ্যাভাব গগনে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে স্বরূপসম্বন্ধে থাকিয়া যায়, ফলে সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে 'ঘটত্বাভাবাভাবাভাব'কে 'ঘটত্বাভাব'রূপে গ্রহণ করায় অভাবের প্রমাত্বও রক্ষিত হইল, কারণ, ঘটত্বাভাবও অভাব, ইহাতে অভাবের প্রমাত্ব প্রতীতির হানি হয় না। এইরূপে অভাবাভাবকে অতিরিক্ত অভাব স্বীকার করিলেও শঙ্কার নিরসন হয় না। এই সকল অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া যদি বলা যায় যে, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটিকে সাধ্য-তাঘটকসম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহা হইলেও সমস্ত অসুবিধা দূর হয় না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে বহ্নি হইল সাধ্য, সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধ বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, এই সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবুদ্ধির অর্থাৎ 'বহ্নিমান্' এই বুদ্ধির প্রতি প্রতিবন্ধক হইল স্বরূপসম্বন্ধে 'বহ্ন্যভাববান্' বুদ্ধি; বহ্নি হইল প্রতিবধ্য, এবং বহ্ন্যভাব হইল প্রতিবন্ধক। বহ্ন্যভাব থাকে স্বরূপসম্বন্ধে, তাহা হইলে এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল 'স্বরূপ'। 'বিষয়বিধায়' কথাটি বলা হইল কেন? ঘট, পটাদি হইল বিষয়, এবং জ্ঞান হইল বিষয়ী; জ্ঞান আত্মাতে থাকে সমবায়সম্বন্ধে। যে কোনো বিষয়ক জ্ঞান আত্মাতেই

থাকিবে, অর্থাৎ 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এই জ্ঞানটি সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতেই থাকিবে, 'সংযোগেন পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এই জ্ঞানটিও সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে থাকিবে। অতএব পর্ব্বতে বহ্নিমত্তা বুদ্ধির প্রতি পর্ব্বতে বহ্ন্যভাববত্তা বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা কিরূপে পাওয়া যাইবে? এই চিন্তা করিয়াই 'বিষয়বিধয়া' কথাটি বলা হইল। তাহার দ্বারা জ্ঞানের বিষয় যাহা হইবে তাহাতেই প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকতা কল্পিত হইবে। 'সংযোগেন পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এই জ্ঞানের বিষয় সংযোগ, পর্ব্বত ও বহ্নি হওয়ায় প্রতিবধ্য হইল পর্ব্বতে বহ্নিমত্তা বুদ্ধি, আর প্রতিবন্ধক হইল 'স্বরূপেণ পর্ব্বতো বহ্ন্যভাববান্' এই বুদ্ধি; কারণ, 'স্বরূপেণ পর্ব্বতো বহ্ন্যভাববান্' এই জ্ঞানের বিষয় স্বরূপসম্বন্ধ, পর্ব্বত ও বহ্ন্যভাব হওয়ায় বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপসম্বন্ধ। এখন, এই প্রকারে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বা সাধ্যতাঘটক-সম্বন্ধে সাধ্যবত্তা বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ-নিষ্ঠ অভাব ধরিলে কি হয় দেখা যাক। "সত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলে সাধ্যতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়, কেননা, সত্তা সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে থাকে; সাধ্যবত্তা বুদ্ধির প্রতি অর্থাৎ 'সমবায়েন সত্তাবান্' এই বুদ্ধির প্রতি 'স্বরূপেণ সত্তাভাববান্' এই বুদ্ধিই হইল প্রতিবন্ধক। 'সত্তাভাব' সামান্যাদিতে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে; অর্থাৎ এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপ। 'সত্তাবান্' এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল 'সত্তাভাববান্' এই বুদ্ধি, এই 'সত্তাভাব' স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে 'স্বরূপ'; সুতরাং এস্থলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবটি স্বরূপসম্বন্ধে স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ স্পন্দাদিতে স্বরূপসম্বন্ধে সত্তাভাব অর্থাৎ সাধ্যা-ভাব থাকে না, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয়। "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে সাধ্যবত্তা বুদ্ধির, অর্থাৎ 'স্বরূপেণ দ্রব্যত্বাভাববান্' এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল 'সমবায়েন দ্রব্যত্ববান্' এই বুদ্ধি; এই 'দ্রব্যত্ব' সমবায়সম্বন্ধে থাকে; সুতরাং এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। এই সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ সত্তাধিকরণে বা দ্রব্যে 'দ্রব্যত্ব' থাকে; এই 'দ্রব্যত্ব' হইল দ্রব্যত্বাভাবাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব। অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যায়, ফলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। কিন্তু, কালিকসম্বন্ধে ঘটত্বা-ভাবের অভাব স্বরূপসম্বন্ধে সাধ্য ধরিয়া 'ঘটত্বাভাবাভাব'কে সাধ্য এবং 'গগনত্ব'কে হেতু ধরিলে অসুবিধা হইবে। কারণ, এস্থলে 'স্বরূপেণ ঘটত্বা-

ত্বাবাভাববান্' এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল 'কালিকেন ঘটত্বাভাববান্' এই বুদ্ধি, সুতরাং এই ঘটত্বাভাব আছে কালিকসম্বন্ধে, অর্থাৎ এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিক। হেত্বধিকরণ হইল এস্থলে গগন, গগন হইল কালাতিরিক্ত নিত্যপদার্থ, সুতরাং গগনে কালিকসম্বন্ধে কিছু থাকা সম্ভব নয়, অর্থাৎ গগনে কালিকসম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি হয়। অতএব, গগনে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন এস্থলে অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এইরূপে "দ্রব্যত্বাভাববান্ জাতিত্বাৎ" স্থলেও উক্ত "ঘটত্বাভাবাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলের ন্যায় ঐরূপ হেত্বধিকরণে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়। 'দ্রব্যত্বাভাববান্' এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল 'সমবায়েন দ্রব্যত্ব' এই বুদ্ধি, 'দ্রব্যত্ব' থাকে সমবায়সম্বন্ধে ; হেত্বধিকরণে অর্থাৎ 'জাতি'তে সমবায় সম্বন্ধে কেহ থাকে না। জাতিতে সমবায়সম্বন্ধের বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ হেত্বধিকরণে বা জাতিতে সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কোনো অভাব ধরাই যায় না, ফলে এস্থলেও অব্যাপ্তি হইয়া যায়।

জাগদীশী—তথাপি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিমত্ত্ববুদ্ধের্বিষয়বিধয়া প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকো যঃ সম্বন্ধঃ তেন হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বাভাবস্য বিবক্ষিতমিত্যদোষঃ, তথা চ দ্রব্যত্বাভাববজ্জাতিত্বাদিত্যাদৌ বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধেন জাতিত্বাভাববত্ত্ববুদ্ধের্বিষয়বিধয়া প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকো যো স্বরূপসম্বন্ধঃ তেন জাতিত্বস্বরূপস্য অভাবস্য তত্র প্রসিদ্ধত্বাৎ ইতি ভাবঃ। বস্তুতঃ ব্যাপ্যবৃত্তিত্বমত্র সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন যৎ স্বাধিকরণং তন্বৃত্ত্যভাবস্য তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বাভাবরূপং গ্রন্থকৃতোঽভিপ্রেতং, তাদৃশসাধ্যকঞ্চ সমবায়াদিনা আত্মত্বসাধ্যকজ্ঞানবত্ত্বাদিকং, সমবায়েন আত্মত্ববতি সমবায়েন আত্মত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্য কেনাপি সম্বন্ধেন অবৃত্তেঃ, তথা চ তাদৃশসাধ্যক এব নোপাদেয়ং, সত্তাবান্ জাতেরিত্যাদৌ পুনরুপাদেয়মেব, সত্ত্ববতি স্পন্দাদৌ সমবায়াবচ্ছিন্নসত্তাভাবস্য কালিকসম্বন্ধেন বর্ত্তমানতয়া সত্তাদেঃ নিরুক্তব্যাপ্যবৃত্তিত্বাভাবাৎ, ব্যাপ্যবৃত্তিত্বঘটকস্য স্বাধিকরণ-

বৃত্তিত্বস্য সম্বন্ধসামান্যেন প্রবিষ্টত্বাৎ, এতৎ সূচনার্থমেব সর্ব্বথৈব ব্যাপ্য-বৃত্তেরিত্যুক্তং, তস্য সম্বন্ধবিশেষানিয়ন্ত্রিতত্বাৎ, ব্যভিচারাদিস্তু সম্বন্ধো ন বৃত্তিনিয়ামকঃ তেন আত্মত্বাদেরপি ন ব্যাপ্যবৃত্তিত্বহানিরিতি ধ্যেয়ম্। সর্ব্বথৈব ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত-ব্যাপ্তি-বিশিষ্টহেতুমত্তানিশ্চয়ানন্তরানুমিতৌ ন উপাদেয়ম্। প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণাংশো জনকতাবচ্ছেদকে নোপাদেয়ঃ। সাধ্যসাধন-ভেদেন কার্যকারণভেদেন, ব্যাপ্তেঃ কারণতাবচ্ছেদকঘটকব্যাপ্তেঃ, ভেদাৎ ভিন্নত্বাৎ ইত্যপি বদন্তি।

অনুবাদঃ তথাপি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের দ্বারা হেত্বধিকরণ-বৃত্তিত্ব অভাব বলিতে হইবে, ইহা অদোষ; সুতরাং 'দ্রব্যত্বাভাববজ্জাতিত্বাৎ' ইত্যাদিতে স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা জাতিত্বাভাববত্ত্ব বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক যে স্বরূপসম্বন্ধ তাহার দ্বারা জাতিত্বস্বরূপ অভাবের তথায় প্রসিদ্ধি বশতঃ (অব্যাপ্তি হয় না), ইহাই ভাব। বস্তুতঃ, এস্থলে ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব (হইল) সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যাহা স্বাধিকরণ তাহাতে বৃত্তি হইয়াছে যে অভাব সেই অভাবের তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বাভাবরূপ, (ইহাই) গ্রন্থকারের অভিপ্রায়; এবং তাদৃশ সাধ্যকস্থল সমবায়সম্বন্ধে আত্মত্ব সাধ্য, জ্ঞানবত্ত্বাদি (হেতু) সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা আত্মত্ববতে (অর্থাৎ আত্মাতে) সমবায়সম্বন্ধে আত্মত্বাবচ্ছিন্নাভাব কোনো সম্বন্ধের দ্বারাই বৃত্তি হয় না; সুতরাং তাদৃশসাধকে উপাদেয় নহে, পুনরায় "সত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদিতে উপাদেয়, সত্ত্ববতি স্পন্দাদিতে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সত্তাভাবের কালিকসম্বন্ধে বৃত্তিত্ব থাকায় সত্তাদির পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্যবৃত্তিত্বের অভাব হয় বলিয়া (এবং) ব্যাপ্যবৃত্তিত্বঘটক স্বাধিকরণবৃত্তিত্বের সম্বন্ধসামান্যে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া এই সমস্ত সূচনার জন্যই "সর্ব্বথৈব ব্যাপ্যবৃত্তেঃ" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে; তাহার সম্বন্ধবিশেষ অনিয়ন্ত্রিত বলিয়া, ব্যভিচারাদি সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামক নয়, তদ্দ্বারা আত্মত্বাদিরও ব্যাপ্যবৃত্তিত্বের হানি হয় না, এইরূপ চিন্তনীয়। সর্ব্বথাই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত-ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-হেতুমত্তানিশ্চয়ানন্তরানুমিতিতে উপাদেয় নহে। জনকতাবচ্ছেদকে (অর্থাৎ

ব্যাপ্তিতে বা ব্যাপ্তির লক্ষণে) প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণাংশ উপাদেয় নয়। হেতু-সাধ্য ভেদে কার্য্য-কারণ ভেদের দ্বারা ব্যাপ্তির (অর্থাৎ) কারণতাবচ্ছেদকঘটক ব্যাপ্তির ভেদ (অর্থাৎ) ভিন্নত্ব বশতঃ, ইহাই বলা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা : "যদ্যপি" ইত্যাদি কথার দ্বারা "সত্তাবান্ জাতেঃ", "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ" স্থলে যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা কোনোরূপে দূর করা সম্ভব হইলেও "ঘটত্বাভাবাভাববান্ গগনত্বাৎ" এবং "দ্রব্যত্বাভাববান্ জাতিত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর না হওয়ায় যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা "তথাপি" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা এস্থলে দূর করা হইতেছে। হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবটিকে কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহাই সমস্যা। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যবত্তা বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে ধরিলে "দ্রব্যত্বাভাববান্ জাতিত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়—এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বলা হইতেছে সাধ্যতাবচ্ছেকসম্বন্ধে প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবকে গ্রহণ করিলে সমস্ত আশঙ্কা দূর হইবে। দেখিতে হইবে হেত্বধিকরণে কোন্ অভাব প্রসিদ্ধ; সেই প্রসিদ্ধ অভাবের যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধির বিষয়বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবটিকে ধরিতে হইবে। "দ্রব্যত্বাভাববান্ জাতিত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ হইল জাতি, জাতিতে 'জাতিত্বাভাবো নাস্তি' অর্থাৎ 'জাতিত্বাভাবাভাব' এই অভাবের প্রসিদ্ধি হয়; এই অভাবের প্রতিযোগী হইল 'জাতিত্বাভাব', এবং প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধি হইল 'জাতিত্বাভাববান্', এই প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল 'জাতিত্ববান্' এই বুদ্ধি, যাহা জাতিত্বাভাবাভাবস্বরূপ; সুতরাং প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপ, কারণ, জাতিত্বাভাবাভাব স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে। এই 'জাতিত্ব'স্বরূপ অভাব, অর্থাৎ জাতিত্বাভাবাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল 'স্বরূপ'; সুতরাং স্বরূপসম্বন্ধেই এস্থলে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবকে ধরিতে হইবে। হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ জাতিতে স্বরূপসম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। (পূর্ব্বে জাতিতে সমবায়সম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল)। "ঘটত্বাভাবাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ 'গগনে' 'গগনত্বাভাবাভাব' অর্থাৎ 'গগনত্বাভাবো নাস্তি' এই অভাবের প্রসিদ্ধি হয়; এই অভাবের প্রতিযোগিমত্তা

বুদ্ধি হইল 'গগনত্বাভাববান্' বুদ্ধি, এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল 'গগনত্ব' বুদ্ধি, যাহা 'গগনত্বাভাবাভাব'স্বরূপ, এই 'গগনত্ব'রূপ অভাব অর্থাৎ গগনত্বাভাবাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এস্থলে স্বরূপ; হেত্বধিকরণে বা গগনে স্বরূপসম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হওয়ায় এস্থলেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। (পূর্ব্বে গগনে কালিকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল)। "সত্তাবাঞ্জাতেঃ" স্থলে হেত্বধিকরণ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে ঘটাদির অভাব প্রসিদ্ধ, এই অভাবের প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধি হইল 'ঘটবান্' এই বুদ্ধি, এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইল 'ঘটাভাববান্' এই বুদ্ধি, 'ঘটাভাব' স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এস্থলে 'স্বরূপ', এই স্বরূপসম্বন্ধে হেত্বধিকরণবৃত্তি অর্থাৎ জাত্যধিকরণবৃত্তি অভাবকে ধরিলে এস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে বা সত্তাধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্যে 'দ্রব্যত্ব'স্বরূপ অভাবের অর্থাৎ 'দ্রব্যত্বাভাবাভাব' এই অভাবের প্রসিদ্ধি হয়; এই অভাবের প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধি যে 'দ্রব্যত্বাভাববান্' বুদ্ধি তাহার প্রতিবন্ধক হইল 'সমবায়েন দ্রব্যত্ববান্' এই বুদ্ধি, 'দ্রব্যত্ব'স্বরূপ যে 'দ্রব্যত্বাভাবাভাববান্' তাহা সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকায় এস্থলে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায় হওয়ায় এক্ষেত্রে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবটিকে সমবায়সম্বন্ধে ধরিতে হইবে। এস্থলে সাধ্য হইল 'দ্রব্যত্বাভাব' এবং সাধ্যাভাব হইল 'দ্রব্যত্বাভাবাভাব' যাহা 'দ্রব্যত্ব'স্বরূপ। 'দ্রব্যত্ব'স্বরূপ এই সাধ্যাভাব অর্থাৎ 'দ্রব্যত্বাভাবাভাব' সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্যে থাকিয়া যায়, ফলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাবের প্রসিদ্ধি হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ যায় না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

"সত্তাবাঞ্জাতেঃ", "ঘটত্বাভাবাভাববান্ গগনত্বাৎ", "দ্রব্যত্বাভাববান্ জাতিত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলগুলি সাধারণভাবে ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল; কিন্তু, বস্তুতঃপক্ষে, এই স্থলগুলি ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল নহে। ব্যাপ্যবৃত্তিত্বের লক্ষণ হইল "স্বাধিকরণ-বৃত্ত্যভাবাপ্রতিযোগিত্বং ব্যাপ্যবৃত্তিত্বং"—এবং অব্যাপ্যবৃত্তিত্বের লক্ষণ হইল "স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিত্বং"—অর্থাৎ "স্ব" পদে যাহাকে ধরা হইবে তদধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিত্ব তাহাতে না থাকিলে তাহা ব্যাপ্য-বৃত্তিস্থল হইবে, এবং তদধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিত্ব তাহাতে থাকিলে তাহা অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হইবে। এখন, 'স্ব' পদে যাহাকে ধরা

হইবে তদধিকরণবৃত্তি অভাবটিকে কোন্ সম্বন্ধে ধরা হইবে তাহার কোনো উল্লেখ না থাকায় তদধিকরণবৃত্তি অভাবটিকে যে কোনো সম্বন্ধে ধরা যাইতে পারে। ফলে "সত্তাবাঞ্জাতেঃ" প্রভৃতি স্থলগুলি প্রত্যেকেই অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হইয়া যাইবে। কারণ, সত্তাধিকরণ দ্রব্য-গুণ-কর্মে স্বরূপসম্বন্ধে সত্তাভাব না থাকিলেও কালিকসম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্মে সত্তাভাব থাকিতে পারে। তাহা হইলেই সত্তাধিকরণে সত্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব সত্তাতে থাকিয়া যাওয়ায় ইহা অব্যাপ্যবৃত্তি হইয়া পড়িল। যে সাধ্যকস্থল লইয়া প্রশ্ন সেই স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণে যদি তদধিকরণবৃত্তি অভাবের তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব না থাকে, অর্থাৎ প্রতিযোগিত্বাভাব থাকে তাহা হইলেই তাহা ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হইবে। "সত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলে সাধ্য 'সত্তা' সমবায়সম্বন্ধে তদধিকরণে থাকে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। সত্তাধিকরণে কালিকসম্বন্ধে সত্তাভাব থাকায় ঐ অভাবের প্রতিযোগিত্ব সত্তাতে থাকিয়া যায়, প্রতিযোগিত্বাভাব থাকে না, প্রতিযোগিত্বাভাব থাকিলে স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হইতে পারিত। কিন্তু যে কোনো সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণে বা সত্তাধিকরণে সাধ্যাভাব বা সত্তাভাব ধরিয়া সেই অভাবের প্রতিযোগিত্ব সাধ্যে বা সত্তাতে থাকার ফলে ইহা অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হইল। গ্রন্থকারের ইহাই অভিপ্রায়—দীধিতিকার এইরূপই ইঙ্গিত করিতে চাহিয়াছেন। এই প্রকার "আত্মত্ববান্ জ্ঞানবত্বাৎ" এইরূপ স্থলই প্রকৃত ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হইবে। কারণ, সাধ্য 'আত্মত্ব' হইলে সাধ্যাধিকরণ হইবে 'আত্মা'; আত্মত্ববতে অর্থাৎ আত্মাতে অর্থাৎ সাধ্যাধিকরণে আত্মত্বের বা সাধ্যের অভাব কোনো সম্বন্ধেই থাকে না। আত্মা নিত্যপদার্থ বলিয়া কালিকসম্বন্ধ এস্থলে প্রযোজ্য নয়; স্বরূপসম্বন্ধে আত্মত্বাভাব আত্মাতে থাকিতে পারে না, আর সমবায়সম্বন্ধে আত্মত্ব আত্মাতে থাকে, আত্মত্বাভাব সেজন্য সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে থাকিতে পারে না। ফলে, সাধ্যাধিকরণে বা আত্মত্বাধিকরণে আত্মত্বাভাব না থাকায় আত্মত্বে স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবের প্রতিযোগিত্ব কোনো প্রকারেই থাকে না, সুতরাং ইহা ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল। এইরূপ স্থলে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ উপাদেয় নহে। "সত্তাবান্ জাতেঃ" প্রভৃতি স্থলে সত্তাধিকরণে কালিকসম্বন্ধে সত্তাভাব কল্পিত হওয়ায় সত্তাতে স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকিয়া যায় এবং ইহা ব্যাপ্যবৃত্তি হয় না; কারণ, ব্যাপ্যবৃত্তির

ঘটক যে স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাব তাহা যে কোনো সম্বন্ধে ধরা যায় বলিয়া অর্থাৎ সম্বন্ধসামান্যের দ্বারা গ্রহণ করা যায় বলিয়া ইহা ব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে না। এই প্রকার স্থলে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ উপাদেয়। এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশের জন্যই "সর্ব্বথৈব" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারেই, অর্থাৎ এইপ্রকার সমস্ত ব্যাপ্যবৃত্তি স্থলে দেয় নহে, এবং অব্যাপ্যবৃত্তিস্থলে দেয়—এইরূপ কথা দীধিতিগ্রন্থে বলা হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু স্বাধিকরণবৃত্তি অভাবটির কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করা নাই, অর্থাৎ যে কোনো সম্বন্ধে ধরা যাইতে পারে, সেকারণে স্বাভাববত্তাসম্বন্ধে আত্মত্বাধিকরণে আত্মত্বাভাব কল্পনা করিয়া 'আত্মত্ব' সাধ্যটিকে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল বলিলে ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এইরূপ ব্যভিচার সম্বন্ধ বা স্বাভাববত্তাসম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধ নহে, এইরূপ সম্বন্ধ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধ, সুতরাং এই প্রকার সম্বন্ধ গ্রাহ্য নহে। এইরূপে 'আত্মত্ব' প্রভৃতি সাধ্যের ব্যাপ্যবৃত্তিত্বের হানি হয় না, ইহারা প্রকৃত ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল। এইরূপে সর্ব্বথাই অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলগুলিতে, যেস্থলে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' বা 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' ব্যতীত (অর্থাৎ অঘটিত) ব্যাপ্তির লক্ষণ প্রযুক্ত হয়, সেই স্থলগুলিতে বা সেই প্রকার অনুমিতিতে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদ উপাদেয় নয়। 'সাধ্যসাধনভেদেন' কথার অর্থ হইল 'কার্য্যকারণভেদেন' অর্থাৎ হেতু-সাধ্য ভেদের অর্থই হইল কার্য্যকারণের ভেদ। 'ব্যাপ্তেঃ' কথার অর্থ হইল 'কারণতাবচ্ছেদকঘটকব্যাপ্তেঃ'; অনুমিতির কারণ হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান, কারণতাবচ্ছেদক হইল ব্যাপ্তি, এই কারণতাবচ্ছেদকের ঘটক বা ব্যাপ্তির ঘটক হইল ব্যাপ্তির লক্ষণ; 'ব্যাপ্তেঃ' অর্থাৎ 'ব্যাপ্তির' এই কথার অর্থ হইল ব্যাপ্তির যে লক্ষণ তাহার। 'ভেদাৎ' কথার অর্থ 'ভিন্নত্বাৎ', অর্থাৎ সহজ কথায়, হেতু-সাধ্য ভেদে কার্য্যকারণের ভেদ হয় বলিয়া ব্যাপ্তির লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত লক্ষণ প্রযুক্ত হইবে, এবং অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত লক্ষণ প্রযুক্ত হইবে। ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়।

দীধিতি—প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যক্ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-

বচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্যং, তেন অয়ং গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাদিত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তিঃ। ন চোভয়ত্বমেকবিশিষ্টাপরত্বং বিশিষ্টঞ্চ কেবলাদন্যদিতি তদভাবো মনসি সহজত এব প্রতিযোগিব্যধিকরণ ইতি বাচ্যম্। উভয়ত্বং হি ন বিশিষ্টাদনতিরিক্তং, ন বা তদবচ্ছিন্নাভাবস্তদবচ্ছিন্নাভাবাৎ, বৈশিষ্ট্যবিরহেঽপি ঘটত্বপটত্বয়োরুভয়ত্বস্য উভয়ত্বেন তদভাবস্য চ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ। ন চ তত্র ব্যাপ্তিরেব উভয়ত্বাধিকরণস্য মূর্ত্তত্বস্য মনসি সত্বাৎ ইতি বাচ্যম্। তথাত্বেঽপি উভয়ত্বেন রূপেণ তত্রাসত্বাৎ নাত্র উভয়মিতি প্রতীতের্দুর্ব্বারত্বাৎ।

অনুবাদঃ এবং প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য (হইল) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য ; তাহার দ্বারা "অয়ং গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ", "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না। উভয়ত্ব (হইল) একবিশিষ্টাপরত্ব, এবং বিশিষ্ট (হইল) কেবল হইতে ভিন্ন, অতএব তদভাব মনেতে সহজেই থাকে, সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয়—এইরূপ বলা যায় না। (কারণ) উভয়ত্ব বিশিষ্ট হইতে অনতিরিক্ত নয়, অথবা তদবচ্ছিন্নাভাব অর্থাৎ উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব যে, সে তদবচ্ছিন্নাভাব অর্থাৎ বিশিষ্টাবচ্ছিন্নাভাব হয় না ; এবং বৈশিষ্ট্য (সামানাধিকরণ্য) বিরহ সত্ত্বেও ঘটত্ব, পটত্ব এই উভয়ত্বের উভয়ত্বের দ্বারা তদভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় বলিয়া। এবং উভয়ত্বাধিকরণ মূর্ত্তত্ব মনেতে থাকায় তথায় ব্যাপ্তিই হয়—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) তাহাতেও উভয়ত্বরূপে তথায় থাকে না বলিয়া, (এবং) এস্থলে উভয় নাই এই প্রতীতি দুর্বার হয় বলিয়া, (ঐরূপ বলা যায় না)।

ব্যাখ্যাঃ দীধিতিকার বলিতেছেন যে, প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য পদটিকে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ", এবং "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ" এই দুই স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এই স্থল দুইটি অসদ্ধেতুস্থল। গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার অধিকরণ যে দ্রব্য তাহাতে গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তারূপ প্রতিযোগীর অভাব না থাকিলেও হেত্বধিকরণ বা জাত্যধিকরণ হইল দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম, তাহাতে অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মেতে বিশিষ্টসত্তার অভাব

আছে, কিন্তু বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত বলিয়া সত্তা গুণ-কর্ম্মে থাকে, সুতরাং বিশিষ্টসত্তাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় না। হেত্বধিকরণে বা জাত্যধিকরণে অন্য অভাব অর্থাৎ ঘটপটাদির অভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে, অর্থাৎ বিশিষ্ট-সত্তাত্ব হইতে ভিন্ন হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, ফলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে। আবার, "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ" স্থলে ভূতত্ব থাকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ বায়ু ও আকাশে এবং মূর্ত্তত্ব থাকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ বায়ু ও মনেতে; ভূতত্ব-মূর্ত্তত্ব এই উভয় থাকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুতে অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্তেজমরুৎ হইল ভূতত্ব-মূর্ত্তত্ব এতদুভয়ের অধিকরণ, ক্ষিত্যপ্তেজবায়ুতে ভূতত্ব-মূর্ত্তত্বের অভাব থাকে না, কিন্তু, মনে ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাব থাকিলেও হেত্বধিকরণে বা মূর্ত্তত্বাধিকরণে মনে মূর্ত্তত্বের অভাব না থাকায় ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাবটি প্রতিযোগিসমানাধি-করণ হইয়া যায়, অর্থাৎ এই উভয়াভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় না; উভয়াভাবের প্রতিযোগী উভয়ের অন্তর্গত মূর্ত্তত্বও হইয়াছে, ফলে তথায়, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে ঐ উভয়াভাব ভিন্ন অন্য অভাব ধরিতে হইবে, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বা ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্ব হইতে ভিন্ন হইবে, ফলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে; এইরূপে এই দুই অসদ্ধেতুস্থলে অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণ চলিয়া যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু, প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য বা প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য অর্থে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য ধরিলে আর উক্ত দোষ হয় না। কারণ, গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে গুণ-কর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্ব, এই বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন পদার্থের অভাব অর্থাৎ সাধ্যা-ভাব হেত্বধিকরণে বা জাত্যধিকরণে অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মে থাকিয়া যায়, ফলে হেতু-মন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং লক্ষণ সমন্বয় হয় না। আবার, ভূতত্বমূর্ত্তত্ব স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্ব, এই উভয়ত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণ হইবে ক্ষিত্যপ্তেজমরুৎ, মন হইবে না, কারণ, ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণ বলিলে মন ধরা পড়ে না, কেননা, মনে ভূতত্ব নাই। তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে বা মূর্ত্তত্বাধিকরণে অর্থাৎ মনে ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব থাকিয়া যায়, ফলে লক্ষণ যায় না, এবং এইরূপে এই দুই স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয়।

সার্ব্বভৌম মত অনুসরণ করিয়া এস্থলে আপত্তি করা যায় যে, উভয়ত্বের অর্থ হইল একবিশিষ্টাপরত্ব'; ঘটপট এতদুভয় বলিলে বুঝা যায় যে এক-বিশিষ্ট অর্থাৎ ঘটবিশিষ্ট অপর বা পট। সুতরাং, ভূতত্বমূর্ত্তত্ব এতদুভয় বলিলেই বুঝা যায় ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্ব, এবং ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্ব বলিলেই আর মনের প্রসঙ্গ আসে না, কারণ মন ভূতত্ববিশিষ্ট নহে; যদি বলা যায় যে, বিশিষ্ট ও কেবল অনতিরিক্ত, অর্থাৎ ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্ব ও কেবলমূর্ত্তত্ব একই কথা', তবে বলা হইবে 'বিশিষ্ট' কথার অর্থই হইল 'কেবলাদন্য', অর্থাৎ কেবল হইত অন্য বা ভিন্ন। ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্ব বলিলেই তাহা কেবলভূতত্ব বা কেবলমূর্ত্তত্ব হইতে ভিন্ন, ইহাই বুঝা যাইবে। এবং এইরূপ হইলে গুণ-কর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা স্থলেও বিশিষ্ট পদে কেবলাদন্য অর্থে বিশিষ্টসত্তা কেবল-সত্তা হইতে ভিন্ন ইহা বুঝা যাইবে। ইহাতে বিশিষ্টসত্তার অভাব এবং ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাব কি, তাহা মনে সহজেই প্রতিভাত হইবে, এবং সেই অভাব অর্থাৎ দুই স্থলেই সাধ্যাভাব তৎতৎ হেত্বধিকরণে অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মে এবং মনে সহজেই থাকিয়া যাইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইবে, ফলে লক্ষণ যাইবে না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। সুতরাং প্রতি-যোগিব্যধিকরণ পদ যেরূপ আছে সেইরূপ রাখিলেই চলিবে,—ইহার অর্থ —প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য এরূপ বলার আবশ্যকতা নাই। ইহার উত্তরে দীধিতিকার বলিতেছেন যে, 'উভয়ত্ব' পদার্থ 'বিশিষ্ট' হইতে অনতিরিক্ত নহে, অর্থাৎ অতিরিক্ত; 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়' পদার্থটি ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্ব অর্থেই নহে, ইহা হইতে অতিরিক্ত, অর্থাৎ ভূতত্বমূর্ত্তত্বো-ভয় বলিলে তন্মধ্যে মূর্ত্তত্ব থাকায় তাহা মনেও থাকিবে, মন বাদ যাইবে না। সুতরাং ঐ প্রকারে অতিব্যাপ্তি বারণ করা যাইবে না। এতৎসত্ত্বেও যদি বলা যায় যে, উভয়ত্ব বিশিষ্টত্ব হইতে অতিরিক্ত হইলেও বিশিষ্টাবচ্ছিন্না-ভাব হইলেই যেহেতু উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব হয়, অর্থাৎ যেস্থলে বৈশিষ্ট্যের অভাব আছে সেস্থলে উভয়েরও অভাব সিদ্ধ হয়—যথা, ঘটবিশিষ্টপটাভাব স্বীকার করিলে ঘটপট-উভয়াভাবও স্বীকৃত হয়, সুতরাং হেত্বধিকরণে বা মূর্ত্তত্বাধিকরণে অর্থাৎ মনে ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাব স্বীকার করিলেই মনে ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাব স্বীকৃত হয়; এবং তাহা হইলেই হেত্বধিকরণে সাধ্যা-ভাব কল্পিত হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ যায় না এবং অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কাও থাকে না;—ইহার উত্তরে দীধিতিকার বলিতেছেন যে,

না, তাহা হয় না, অর্থাৎ বিশিষ্টত্বাবচ্ছিন্নাভাব উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবের নিয়ামক হইতে পারে না। কারণ, ঘটপট এই উভয়ের বৈশিষ্ট্য বা সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হইলেও ঘটত্বপটত্ব এতদুভয়ের বৈশিষ্ট্য বা সামানাধিকরণ্য হয় না, অর্থাৎ ঘটত্ববিশিষ্ট পটত্ব এইরূপ হইতে পারে না, বা ঘটত্ব পটত্ব একত্র থাকিতে পারে না; তথাপি বৈশিষ্ট্যবিরহ (বৈশিষ্ট্যের অভাব) সত্ত্বেও ঘটত্ব-পটত্ব এতদুভয়ের প্রতীতি বা জ্ঞান হইতে পারে, এবং এই উভয়ত্বের প্রতীতির দ্বারাই এই উভয়াভাবের প্রতীতি হইতে পারে, অর্থাৎ ঘটত্বাভাব পটত্বাভাব এতদুভয়াভাব প্রতীতি সিদ্ধ হয়, এবং ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং বৈশিষ্ট্যাভাব উভয়াভাবের সমান হইতে পারে না, বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও উভয়াভাবের প্রতীতি হইতে পারে; অর্থাৎ উক্ত আপত্তি নিরর্থক। আবার, মূর্ত্তত্ব যাহাতে থাকে ভূতত্বও তাহাতে থাকে বলিয়া ভূতত্ব-মূর্ত্তত্ব এই উভয়ত্ব মূর্ত্তত্বে থাকিয়া যাওয়ায় ভূতত্ব-মূর্ত্তত্ব এতদুভয়ত্বের আশ্রয় হইয়া যায় মূর্ত্তত্ব; এই মূর্ত্তত্ব মনে থাকে, অর্থাৎ উভয়ত্বাশ্রয় মনে থাকে, এইরূপে এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ ইহা লক্ষ্য স্থল হয়। সুতরাং ইহা যখন লক্ষ্য স্থলই তখন ইহা বারণের প্রয়াস নিরর্থক—যদি এইরূপ আপত্তি হয় সেই আশঙ্কায় দীধিতিকার বলিতেছেন যে, ইহাও বলা যায় না, অর্থাৎ এইরূপ আপত্তিও করা যায় না। কারণ, তথায় মনে উভয়ত্বরূপে মূর্ত্তত্ব থাকে না। সাধ্য হইল 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়'; এই উভয়ত্বরূপে মূর্ত্তত্ব মনে থাকে না; ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্বাশ্রয় যে মূর্ত্তত্ব সেই মূর্ত্তত্ব মনে থাকে; "নাত্র উভয়ম্" অর্থাৎ এস্থলে বা মনে উভয় নাই; অর্থাৎ মনে ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয় নাই এইরূপ প্রতীতি দুর্ব্বার হয়। সেই কারণে ইহা লক্ষ্য স্থল, বা এস্থলে ব্যাপ্তি হইয়াছে, এরূপ কথা বলা যায় না, এবং "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ" স্থলে যে অতিব্যাপ্তি তাহা বারণ হয় না, থাকিয়াই যায়।

জাগদীশী—একধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ প্রতিযোগিব্যক্তীনাং ভেদেঽপি ঐক্যমিতি নব্যমতে, বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যমাত্রোক্তাবপি, বহ্ন্যাদিসামান্যাভাব-

মাদায় অব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ অতিব্যাপ্তিবারণাত্মকপ্রয়োজনমাহ, তেনেতি। ন চ বিশিষ্টসত্ত্বস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাপ্রবেশাৎ ইদমযুক্তমিতি বাচ্যম্। জাতৌ বিশিষ্টসত্ত্বজ্ঞানব্যভিচারজ্ঞানদশায়ামপি বিশিষ্টসত্ত্বধর্মিকজাতিমন্নিষ্ঠপ্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্বজ্ঞানাৎ, বিশিষ্টসত্ত্বসাধ্যকানুমিতিপ্রসঙ্গস্যৈব প্রকৃতেঽতিপ্রসঙ্গপদার্থত্বাৎ, বিশিষ্টসত্ত্বস্যাপি উক্তরীত্যা ব্যাপ্যবৃত্তিত্ববিরহাৎ চ, বিশিষ্টস্য অতিরিক্তত্বে তত্র অতিব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ আহ ভূতত্বেতি। প্রাঞ্চস্তু বিশিষ্টসত্ত্বস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাপ্রবেশাৎ ভূতত্বেতি সাধ্যান্তরং, তত্র চ ভূতত্বং আত্মান্যতে সতি বিশেষগুণবত্ত্বং, মূর্ত্তত্বং অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্বং, তদুভয়ঞ্চাব্যাপ্যবৃত্ত্যেব ঘটাদৌ উৎপত্তিকালাবচ্ছেদেন তৎ উভয়াভাবসত্ত্বাদিত্যাহুঃ। সার্ব্বভৌমমতমাশঙ্কতে ন চেতি, বাচ্যমিতি পরেণান্বয়ঃ, তদভাবঃ ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাবঃ। সহজত ইতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাপ্রবেশেঽপি ইত্যর্থঃ। নমু উভয়ত্বস্য বিশিষ্টত্বাতিরিক্তত্বেঽপি সহজতঃ প্রতিযোগিব্যধিকরণস্য বিশিষ্টত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকমেব উভয়ত্বম্, অতো নাব্যাপ্তিঃ বিশিষ্টাভাবস্য উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবানতিরেকাদত আহ নবেতি, তদবচ্ছিন্নাভাবঃ উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবঃ। তদবচ্ছিন্নাভাবাৎ বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাবাৎ লিঙ্গব্যত্যয়েন ন অনতিরিক্ত ইত্যনুষজ্যতে। তথা চ অতিরিক্ত এবেতি ভাবঃ। ন চ অন্যত্র উভয়াভাবস্য বিশিষ্টাভাবাতিরিক্তত্বেঽপি প্রকৃতে ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাবস্য এব তদুভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং, সমনীয়তাভাবয়োঃ লাঘবাৎ একত্বাৎ ইতি বাচ্যম্। তাবতাপি হেতুমতো যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়ানধিকরণত্বং তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বস্য ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্বে অনপায়াৎ অতিব্যাপ্তেস্তাবদবস্থ্যাৎ ইতি ভাবঃ। উভয়ত্বস্যেতি, প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদিতি পরেণান্বয়ঃ। তথা চ বিরুদ্ধয়োরিব, সমানাধিকরণয়োরপি উভয়ত্বম্ অতিরিক্তমেব, বিরুদ্ধাবিরুদ্ধস্থলীয়োভয়ত্বপ্রতীত্যোঃ সমানাকারকত্বানুভবাৎ, ভূতত্বমূর্ত্তত্বয়োঃ বিরুদ্ধত্বভ্রম-

দশায়ামপি উভয়ত্বস্য প্রত্যয়াৎ চ ইতি ভাবঃ। ন চেতি বাচ্যম্ ইতি-পরেণান্বয়ঃ। তত্র ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ ইত্যত্র ব্যাপ্তিরেব ইতি, তথা চ তস্য লক্ষ্যতয়া তদ্বারণপ্রয়াসোঽনুচিত ইতি ভাবঃ। তথাত্বেঽপি ইতি উভয়ত্বাশ্রয়স্য মূর্ত্তত্বস্য মনসি সত্ত্বেঽপি ইত্যর্থঃ। তথা চ হেতুমত্ত্বাবচ্ছেদেন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্তাস্থল এব ব্যাপ্তিরতো ন এতৎ লক্ষ্যমিতি ভাবঃ। বৃত্তিমতি ব্যাপ্যভাবস্য ব্যভিচারনিয়তত্বাৎ ব্যভিচারং গ্রাহয়তি ন অত্র উভয়মিতি অত্র মূর্ত্তত্বাশ্রয়ে মনসি।

অনুবাদ ঃ প্রতিযোগিব্যক্তিসমূহের ভেদ থাকিলেও একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা এক এই নব্যমতে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যমাত্র উক্ত হইলেও বহ্ন্যাদির সামান্যাভাবকে ধরিয়া অব্যাপ্তি অসম্ভব হয় বলিয়া 'তেন' ইত্যাদির দ্বারা অতিব্যাপ্তি বারণরূপ প্রয়োজন বলা হইতেছে। বিশিষ্টসত্তার ব্যাপ্যবৃত্তিতার জন্য তৎসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অপ্রবেশ বশতঃ ইহা অযুক্ত—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) জাতিতে বিশিষ্টসত্তার ব্যভিচারজ্ঞানদশাতেই বিশিষ্টসত্ত্বধর্ম্মিক জাতিমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের প্রতিযোগিত্বজ্ঞান হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে বিশিষ্টসত্ত্বসাধ্যকানুমিতি প্রসঙ্গেরই অতিপ্রসঙ্গপদার্থত্ব হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না) এবং উক্তপ্রকারে বিশিষ্টসত্তারই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব থাকে না বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)। বিশিষ্টের অতিরিক্তত্বে তথায় অতিব্যাপ্তি অসম্ভব হওয়ায় 'ভূতত্ব' ইত্যাদি বলা হইল। প্রাচীনেরা, কিন্তু, বিশিষ্টসত্তার ব্যাপ্যবৃত্তিতা বশতঃ তৎসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অপ্রবেশ (হয়) বলিয়া 'ভূতত্ব' ইত্যাদি সাধ্যান্তর (অনুসরণ করেন); এবং তাহাতে 'ভূতত্ব' (হইল) 'আত্মান্যত্বে সতি বিশেষগুণবত্ত্ব' মূর্ত্তত্ব (হইল) 'অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্ব'; এবং উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ঘটাদিতে (যেরূপ গুণাভাব থাকায় অব্যাপ্যত্তি হয়, সেরূপ) উভয়াভাব থাকায় (উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে 'আত্মান্যত্বে সতি বিশেষণ' এবং 'অবচ্ছিন্নপরিমাণ' এতদুভয়গুণের অভাব থাকায়) তদুভয় (ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়) অব্যাপ্যবৃত্তিই, এরূপ বলা হইল। 'ন চ' ইত্যাদির দ্বারা সার্বভৌম মতের আশঙ্কা করা হইতেছে; 'বাচ্যম্' ইত্যাদি পরের সহিত অন্বয় হইবে;

'তদভাবঃ' (হইল) 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাবঃ'। 'সহজত' ইত্যাদি (হইল) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অপ্রবেশ হইলেও—ইহাই অর্থ। যদি বলা যায়, উভয়ত্বের বিশিষ্টত্বাতিরিক্তত্ব থাকিলেও সহজেই প্রতিযোগিব্যধিকরণ বিশিষ্টত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক (হয়) উভয়ত্ব, সুতরাং অতিব্যাপ্তি হয় না, (কারণ) বিশিষ্টাভাব উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবের অনতিরেক নয় বলিয়া, সেইজন্য বলা হইল 'ন বা' ইত্যাদি; 'তদবচ্ছিন্নাভাব' (হইল) উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব। 'তদবচ্ছিন্নাভাবাৎ' (হইল) বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাবাৎ; লিঙ্গব্যত্যয়ের দ্বারা (ইহা) অনতিরিক্ত—এইরূপ অনুসরণ করিতে হইবে। সুতরাং, অতিরিক্তই, ইহাই ভাব। অন্যত্র উভয়াভাবের বিশিষ্টাভাবাতিরিক্তত্ব থাকিলেও সমনীয়ত অভাবের লাঘব বশতঃ একত্ব থাকায়, প্রকৃতপক্ষে, ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাবেরও তদুভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব (থাকিয়া যায়), এরূপ বলা যায় না। (কারণ), তাহা হইলে, হেতুমতের যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়ানধিকরণত্ব, ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্বে তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের অনপায় বশতঃ তদবস্থায় অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া, ইহাই ভাব। 'উভয়ত্বস্য' ইত্যাদি, 'প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ' ইত্যাদি পরের সহিত অন্বয় হইবে। সুতরাং বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ স্থলীয় উভয়ত্বপ্রতীতির সমানাকারকত্বের অনুভব বশতঃ এবং বিরুদ্ধত্ব ভ্রমদশাতেও ভূতত্বমূর্ত্তত্ব উভয়ত্বের প্রত্যয় হওয়ায় বিরুদ্ধের ন্যায় সামানাধিকরণ্যেরও উভয়ত্ব অতিরিক্ত, ইহাই ভাব। 'ন চ ইতি বাচ্যম্' ইত্যাদি পরের সহিত অন্বয় হইবে। তাহাতে এস্থলে এই 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ' ব্যাপ্তিই (হয়), ইত্যাদি, সুতরাং তাহার লক্ষ্যতা থাকায় তাহার বারণ প্রয়াস অনুচিত—ইহাই ভাব। 'তথাত্বেঽপি' ইত্যাদি (হইল) উভয়ত্বাশ্রয় মূর্ত্তত্বের মনে থাকাতেও, ইহাই অর্থ। সুতরাং, হেতুমত্বাবচ্ছেদে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্তা স্থলেই ব্যাপ্তি, অতএব ইহা লক্ষ্য নহে, ইহাই ভাব। বৃত্তিমতে (হেত্বধিকরণে) ব্যাপ্ত্যভাবের ব্যভিচার নিয়ত বলিয়া 'ন অত্র উভয়ম্' ইত্যাদি ব্যভিচার গ্রহণ করা হইয়াছে, এস্থলে, মূর্ত্তত্বাশ্রয় মনে (ব্যভিচার গ্রহণ করা হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা: দীধিতিগ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জগদীশ বলিতেছেন যে, অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি এই দুই প্রকার দোষের মধ্যে অব্যাপ্তি দোষই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, লক্ষ্যে যদি লক্ষণ না যায় তাহা হইলে মূল লক্ষণই অসম্পূর্ণ। অগ্রে সমস্ত লক্ষ্যস্থলে লক্ষণ প্রয়োগের পর তাহা অন্যত্র প্রযুক্ত

হয় কিনা তাহা বিচার করিয়া লক্ষণ সংকোচনের প্রশ্ন আসিতে পারে। সেজন্য অব্যাপ্তি দোষ অতিব্যাপ্তি হইতে গুরুতর। তাহা হইলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই প্রসিদ্ধ অনুমিতির ক্ষেত্রে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেকাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিবৈয়ধিকরণ্য' অপ্রযুক্ত হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। পর্ব্বতে মহানসীয়, চত্বরীয়, গোষ্ঠীয় প্রভৃতি বহ্নির অভাব অবশ্যই আছে; তাহা হইলেই পর্ব্বতে বহ্ন্যভাব কল্পনা করিয়া পর্ব্বতকে প্রতিযোগীর অধিকরণরূপে গ্রহণ করা যায়; কারণ 'বহ্নির্নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগিতা প্রত্যেক বহ্নি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, মহানসীয় বহ্নিতে এক প্রতিযোগিতা, চত্বরীয় বহ্নিতে অন্য প্রতিযোগিতা, গোষ্ঠীয় বহ্নিতে অপর প্রতিযোগিতা ইত্যাদি; তাহা হইলে সেই প্রতিযোগিতার আশ্রয় মহানসীয় বহ্নি, চত্বরীয় বহ্নি প্রভৃতি হইবে; ইহাদের অনধিকরণ পর্ব্বত হওয়ায় 'বহ্নির্নাস্তি' এই অভাবটিই হেত্বধিকরণ পর্ব্বতে প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইয়া যায়, ফলে প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক 'বহ্নিত্ব' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক 'বহ্নিত্ব' একই হওয়ায় অর্থাৎ প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায়, 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। প্রাচীনেরা ব্যক্তিভেদে প্রতিযোগিতাও ভিন্ন ভিন্ন হয় এরূপ বলেন। তাঁহাদের মতেই 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে এইভাবে অব্যাপ্তি হয়। অব্যাপ্তি যখন অতিব্যাপ্তি হইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দোষ তখন এই অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা না করিয়া দীধিতিকার কেন অতিব্যাপ্তি বারণের প্রয়াস করিলেন? এইরূপ প্রশ্নের কথা চিন্তা করিয়া জগদীশ ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে,—একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবের ক্ষেত্রে সেই অভাবের অভাবীয় প্রতিযোগিতা সর্ব্বক্ষেত্রেই এক হইবে; অর্থাৎ প্রতি-যোগিব্যক্তি (ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে) ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ধর্ম্মটি এক হইলে প্রতিযোগিতা একটিই হইবে। যথা, বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবের ক্ষেত্রে অভাবীয় প্রতিযোগিতা একই হইবে। এই 'বহ্নিত্ব'রূপ ধর্ম্মটি সর্ব্বক্ষেত্রে এক; কিন্তু প্রতিযোগী, অর্থাৎ 'বহ্নি' ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ পর্ব্বতীয়, মহানসীয়, চত্বরীয়, গোষ্ঠীয় প্রভৃতি বহ্নি ভিন্ন ভিন্ন। এই বহ্নি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন সকল বহ্নিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাকে একই ধরিতে হইবে, প্রতিযোগিতা ভিন্ন ভিন্ন হইবে না; ইহাই নব্য নৈয়ায়িকদের মত। নব্যগণের মতে একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিব্যক্তিদের ভেদ থাকিলেও প্রতিযোগিতা এক, অর্থাৎ সকল প্রতিযোগিনিষ্ঠ প্রতি-

যোগিতা এক, অর্থাৎ বহ্নি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকল বহ্নিবৃত্তি প্রতিযোগিতা একই হইবে, ভিন্ন ভিন্ন হইবে না। তাহা হইলে, অর্থাৎ নব্যগণের মতানুসারে বিভিন্ন প্রতিযোগিবৃত্তি প্রতিযোগিতার ঐক্য স্বীকার করিলে আর পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির অভাব আর প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইবে না; কারণ, পর্ব্বতীয় বহ্নি এবং মহানসীয় বহ্নি বহ্নিপ্রতিযোগিত্বরূপে এক হওয়ায় পর্ব্বতে কোনো না কোনো বহ্নি থাকায় তথায় বহ্ন্যভাবটি প্রতিযোগিত্বাশ্রয়ের অসমানাধিকরণ হইবে না, ফলে উক্ত অব্যাপ্তি দোষ আর হয় না। এবং নব্যমতে উক্তরূপ অব্যাপ্তি দোষ হয় না বলিয়াই দীধিতিকার অতিব্যাপ্তি প্রসঙ্গের কথা বলিয়াছেন। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে (এস্থলে সংযোসম্বন্ধে) 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' বলিলেই বহ্নিসামান্যাভাব আসিয়া পড়িবে এবং বহ্নিমতে বহ্নিসামান্যাভাবে প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য না থাকায় 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত' লক্ষণ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে প্রযুক্ত হইবে। এই কারণেই দীধিতিগ্রন্থে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' অপ্রয়োজনীয়; "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলটি সাধারণভাবে ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, সুতরাং এস্থলে 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' প্রয়োগ না করিলে আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না, কারণ, হেত্বধিকরণ গুণকর্ম্মে বিশিষ্টসত্তাভাব থাকিয়া যায়, ফলে এই অসদ্ধেতুস্থলে, অর্থাৎ অলক্ষ্যে আর লক্ষণ যায় না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও হয় না। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, না, এরূপ বলা যায় না; কারণ "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হওয়ায় ইহা 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত' স্থল; কিন্তু, তৎসত্ত্বেও 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত' লক্ষণ প্রযুক্ত হইয়া যায় বলিয়া অতিপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। স্থলটিতে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা জাতিমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব জাতিতে বিশিষ্টসত্তার ব্যভিচারজ্ঞানদশাতেই থাকিয়া যায়; 'বিশিষ্টসত্তা' সাধ্যকস্থলে 'জাতি' হেতুটি ব্যভিচারী হেতু, এই 'জাতি' হেতুতে বিশিষ্টসত্তার ব্যভিচারজ্ঞানদশাতেই জাত্যধিকরণে তন্নিষ্ঠাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব বিশিষ্টসত্তাতে থাকে, কেননা, বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তা হিসাবে এক এবং অনতিরিক্ত; এইরূপে উক্ত স্থলে লক্ষণ প্রযুক্ত হওয়ায় সাধ্যানুমিতি ('বিশিষ্টসত্তা' সাধ্যের অনুমিতি) সম্ভব হইয়া যায়, এবং ইহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ আসিয়া পড়ে।

দীধিতিকার অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা এই অতিপ্রসঙ্গ অর্থেই করিয়াছেন। আর, প্রকৃতপক্ষে, 'বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ' স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিস্থলই নয়; ব্যাপ্য-বৃত্তি হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপে অতিপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য হয়; এবং ইহা যখন প্রকৃতপক্ষে অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল তখন ইহাতে লক্ষণের মধ্যে 'প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্য' অবশ্য নিবেশ করিতে হইবে, ফলে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য্য হইবে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য' অর্থে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য' গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এস্থলে অন্যরূপ বলেন, তাঁহাদের মতে 'বিশিষ্টসত্তা' (অর্থাৎ গুণকর্ম্মাণ্যত্ব-বিশিষ্টসত্তা) হইল অতিরিক্ত পদার্থ, অর্থাৎ পৃথক একটি সত্তা, ইহা কেবল-সত্তার সহিত এক নহে; এইরূপ হইলে বিশিষ্টসত্তার অভাব জাত্যধিকরণে অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মে থাকিয়া যায়, ফলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকায় উক্ত স্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না, এবং সেইজন্যই 'ভূতত্ব' ইত্যাদির দ্বারা স্থলান্তর অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রাচীনদের মতে, আবার, 'বিশিষ্টসত্তা' ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া তৎসাধ্যকে 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' পদ প্রযুক্ত না হওয়ায় 'বিশিষ্টসত্তা' সাধ্যকস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না বলিয়াও 'ভূতত্ব' ইত্যাদির দ্বারা সাধ্যান্তর গৃহীত হইয়াছে। 'ভূতত্ব' হইল 'আত্মান্যত্বে সতি বিশেষগুণবত্ত্ব'; 'বিশেষগুণবত্ত্ব' ধর্ম্মটি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মাতে থাকে; আত্মা ভিন্ন উক্ত পাঁচটি দ্রব্যে যে বিশেষগুণবত্ত্ব তাহাই এস্থলে 'ভূতত্ব'; মূর্ত্তই হইল 'অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্ব'; কোনো পদার্থের অবচ্ছিন্ন যে পরিমাণ তাহাই হইল 'অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্ব'। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও মন হইল এস্থলে অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্ব। উৎপত্তি-কালাবচ্ছেদে ঘটাদি দ্রব্যে গুণাভাব থাকে; 'অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্ব' এবং 'বিশেষগুণবত্ত্ব' গুণদ্বয় যে যে দ্রব্যে থাকে সেই সেই দ্রব্যেতেও উক্তরূপে গুণাভাব কল্পনা করিয়া 'ভূতত্ব মূর্ত্তত্ব' উভয়কেও অব্যাপ্যবৃত্তি বলা যাইতে পারে, এবং 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়' সাধ্যকস্থল এইরূপে অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় তথায় 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' পদ নিবেশ করিতে হইবে, ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে; প্রকৃতপক্ষে এই স্থলটির অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই দীধিতি-কারের প্রয়াস, ইহাই প্রাচীনদের মত।

'ন চ' ইত্যাদির দ্বারা সার্ব্বভৌম মতের আশঙ্কা দীধিতিগ্রন্থে করা

হইয়াছে। 'বাচ্যম্' শব্দটি পরের সহিত অন্বিত হইবে, অর্থাৎ 'ন চ বাচ্যম্' এইরূপ হইবে। 'তদভাবঃ' হইল 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাবঃ'। দীধিতিগ্রন্থে "তদভাবঃ মনসি সহজত এব" ইত্যাদি কথার মধ্যে 'সহজত' কথার তাৎপর্য্য হইল 'উভয়ত্ব'কে 'একবিশিষ্টাপরত্ব' এবং 'বিশিষ্ট'কে 'কেবলাদন্ত' রূপে গ্রহণ করিলে স্থলটিতে 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' পদের অর্থ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবৈয়ধিকরণ্য' গ্রহণ না করিয়াও উক্ত সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যমাত্র নিবেশ সত্বেও সহজেই মনেতে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে (মূর্ত্তত্ব মনেতেও থাকায় মনও হেত্বধিকরণ) তদভাব অর্থাৎ উভয়াভাব থাকিয়া যায়। উভয়াভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকায় আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না, ইহা অলক্ষ্যস্থল, অলক্ষ্যস্থলে সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকায় দোষের আশঙ্কা থাকে না। ইহার উত্তরে দীধিতিকার বলিলেন যে, 'উভয়ত্ব' বিশিষ্ট হইতে অনতিরিক্ত নহে, ইহা অতিরিক্ত এবং পৃথক, অর্থাৎ 'উভয়' উভয়ই ইহা একবিশিষ্টাপরত্ব প্রভৃতি নহে ; এবং তাহা হইলে এই 'উভয়াভাব' অর্থাৎ সাধাভাব মনে বা হেত্বধিকরণে থাকে না, কারণ, 'উভয়ের' মধ্যে মূর্ত্তত্বও থাকায় মনও ইহার মধ্যে ধরা পড়িয়া যায়, ফলে উভয়াভাব মনে ধরা যায় না, এইরূপে সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে না থাকায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতিব্যাপ্তি আবার আসিয়া পড়ে। পুনরায়, এস্থলে আপত্তি করা যায় যে, 'উভয়' বিশিষ্ট হইলেও, অর্থাৎ 'উভয়ত্বে'র বিশিষ্টত্ব হইতে অতিরিক্তত্ব থাকিলেও বিশিষ্টাভাব এবং উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব অনতিরিক্ত হওয়ায় (বিশিষ্টাভাব যেখানে থাকে সেস্থলে উভয়ের অবস্থিতি কোনোক্রমে না হওয়ায় সেস্থলে অবশ্যই উভয়াভাব থাকে বলিয়া) বিশিষ্টাভাব মনে (হেত্বধিকরণে) থাকায় উভয়াভাবও মনে থাকিয়া যায়—অর্থাৎ, ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাব যেহেতু মনে কল্পনা করা যায় (কারণ, মনে ভূতত্ব না থাকায় ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বের মধ্যে মন বাদ পড়িয়া যায়)। সুতরাং বিশিষ্টাভাব এবং উভয়াভাব অনতিরিক্ত হওয়ায় উভয়াভাবও অর্থাৎ ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাবও বা সাধ্যাভাবও মনে থাকিয়া যায়, এবং অতিব্যাপ্তি হয় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে দীধিতিকার "ন বা তদবচ্ছিন্নাভাবস্তদবচ্ছিন্নাভাবাৎ" ইত্যাদি কথা বলিলেন। 'তদবচ্ছিন্নাভাব' হইল উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব। দীধিতিকার বলিতেছেন যে বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাব হইলেই উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব হয় না। ঘটত্ব এবং পটত্ব এই উভয়ের সামানাধিকরণ্য

হয় না, অর্থাৎ উভয়ের ক্ষেত্রে ঘটত্ববিশিষ্ট পটত্ব এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকে না ; কোনো স্থলে এইরূপে ঘটত্বাভাব এবং পটত্বাভাব এই উভয় থাকিলেও সেস্থলে ঘটত্ববিশিষ্টপটত্বাভাব আছে এরূপ বলা যায় না ; কারণ, ঘটত্বাভাব কখনও পটত্ববিশিষ্টাভাব, বা পটত্বাভাব কখনও ঘটত্ববিশিষ্টাভাব হইতে পারে না, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ, তথাপি বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও এক্ষেত্রেও উভয়ের অনুভব সহজেই সিদ্ধ হয়, উভয়াভাব যে সে ক্ষেত্রে আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং বৈশিষ্ট্য ব্যতীতও যখন উভয়াভাব সহজসিদ্ধ, তখন বিশিষ্টাভাব উভয়াভাবের নিয়ামক এরূপ কথা বলা যায় না। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাব যে উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব হইতে অনতিরিক্ত তাহা বলা যায় না, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নাভাব অতিরিক্ত। "উভয়ত্বং হি ন বিশিষ্টত্বাদনতিরিক্তং" এস্থলে ক্লীবলিঙ্গ, এবং "ন বা তদবচ্ছিন্নাভাবস্তদবচ্ছিন্নাভাবাৎ" স্থলে পুংলিঙ্গ গ্রহণ করা হইয়াছে, এই লিঙ্গব্যত্যয় বা লিঙ্গব্যতিক্রমের দ্বারা 'ন অনতিরিক্তঃ' বা অতিরিক্ত বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নভাব অতিরিক্ত ইহা বুঝিতে হইবে।

পুনরায় আর একটি আপত্তির আশঙ্কা করিয়া জগদীশ বলিতেছেন যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয়াভাব বিশিষ্টাভাব হইতে, বা বিশিষ্টাভাব উভয়াভাব হইতে অতিরিক্ত হইলেও বর্ত্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাবে'র ক্ষেত্রে 'ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাব' 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাব' হইতে অতিরিক্ত নয়, ইহারা অনতিরিক্ত, অর্থাৎ 'ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বোভয়াভাবে'র প্রতিযোগিত্ব 'তদুভয়াবচ্ছিন্নে' থাকিয়া যায়। সমনিয়ত অভাবের একত্ব বশতঃ এইরূপ স্বীকারে লাঘব হয়, ফলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ হইলে, অর্থাৎ 'ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাব' এবং 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাব' একই হইলে, হেত্বধিকরণে যে 'ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাব' আছে সেই প্রতিযোগিত্বাশ্রয়ের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হওয়ায় সেই অভাবের অর্থাৎ 'ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাবে'র প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে, অর্থাৎ ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাবত্ব হইতে ভিন্ন হইবে। হেত্বধিকরণে বা হেতুমতে যাদৃশ প্রতিযোগিতাশ্রয়ের (অর্থাৎ প্রতিযোগীর) অনধিকরণত্ব থাকে, অর্থাৎ যাদৃশ প্রতিযোগী থাকে না, অর্থাৎ যাদৃশ প্রতিযোগিতাকাভাব থাকে, তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্বে থাকিয়া যায় ; অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতা-

বচ্ছেদক হইতে অর্থাৎ ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্ব হইতে ভিন্ন হয়, ফলে অলক্ষ্যে লক্ষণ চলিয়া যায়, এবং অতিব্যাপ্তি পুনরায় অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। দীধিতিগ্রন্থে "ঘটত্বপটত্বয়োরুভয়স্ত" পদটি পরবর্ত্তী "প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ" পদের সহিত অন্বিত হইবে। সুতরাং, 'ঘটত্ব পটত্ব' এই বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের উভয়ত্ব যেরূপ সহজেই প্রতীত হয়, সেইরূপ সমানাধিকরণ অবিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের উভয়ত্বও সহজেই প্রতীত হয়; ঘটত্ব এবং পটত্ব ইহারা একত্রে থাকিতে পারে না বলিয়া ইহারা বিরুদ্ধ; এই প্রকার বিরুদ্ধ স্থলের উভয়ত্ব প্রতীতি, এবং অবিরুদ্ধ স্থলের উভয়ত্ব প্রতীতি একই প্রকার, অর্থাৎ সমানাকার, ইহা অনুভব সিদ্ধ। কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি 'ভূতত্ব' এবং 'মূর্ত্তত্ব'কে ভ্রম বশতঃ বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে 'উভয়ত্ব' সহজেই অনুভব করিতে পারে, ভূতত্বমূর্ত্তত্বের উভয়ত্বের প্রত্যয় তাহার অবশ্যই হয়। এইরূপে বিশিষ্ট উভয় হইতে এবং উভয় বিশিষ্ট হইতে অতিরিক্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; এই প্রকারে উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না।

আবার, "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ" এই ক্ষেত্রে যদি ব্যাপ্তিই স্বীকার করা যায়, কারণ, ভূতত্ব-মূর্ত্তত্ব এতদুভয়ত্বের আশ্রয় যে মূর্ত্তত্ব তাহা মনে থাকিয়া যাওয়ার ফলে ইহা লক্ষ্যস্থলই হইয়া যায়, তাহা হইলে আর এই স্থলের বারণ প্রয়াস কেন? ইহা বারণের প্রয়োজন নাই, ইহা লক্ষ্যস্থলই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, সেস্থলে মনেতে উভয়ত্বরূপে ভূতত্বমূর্ত্তত্ব থাকে না, মনে উভয় নাই, "ন অত্র উভয়ম্" এই প্রতীতি সহজেই হয়; উভয়ত্বের আশ্রয়রূপে মনেতে মূর্ত্তত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব হইলেও মনেতে 'উভয়' আছে এরূপ প্রতীতি হয় না; সুতরাং উক্ত আপত্তি হয় না। ব্যাপ্তি কি? অর্থাৎ, সদ্ধেতুস্থল কি? জগদীশ সদ্ধেতুর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন "হেতুমত্বাবচ্ছেদেন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্তা" স্থলই হইল প্রকৃত সদ্ধেতুস্থল। "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্তা হইল ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্বাবচ্ছিন্নবত্তা এবং তাহা থাকে ক্ষিত্যপ্‌তেজবায়ুতে, মনে নহে; কিন্তু হেতুমত্বাবচ্ছেদ হইল ক্ষিত্যপতেজমরুৎমন; সুতরাং স্থলটি 'হেতুমত্বাবচ্ছেদেন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্তা' হইল না, অর্থাৎ সদ্ধেতুস্থল হইল না, ফলে ইহা লক্ষ্যস্থল নহে, অলক্ষ্যস্থলই হইল; সুতরাং ঐ আপত্তির প্রশ্ন আর ওঠে না। যাহা বৃত্তি হয় তাহা

বৃত্তিমান্, গগন কোথাও বৃত্তি হয় না বলিয়া গগন বৃত্তিমান্ নহে, অন্য সমস্ত পদার্থই বৃত্তিমান্; এইরূপ বৃত্তিমান্ হেতুতে ব্যাপ্তির অভাব থাকিলে ব্যভিচার হয়, এই ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্যই "ন অত্র উভয়ম্" ইত্যাদি কথার অবতারণা। উভয়ত্বাশ্রয় যে মূর্ত্তত্ব সেই মূর্ত্তত্ব বৃত্তিমান্ হইলেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে ইহা অসদ্ধেতুস্থল হওয়ায় এস্থলে ব্যভিচার হইয়াছে, অর্থাৎ 'মূর্ত্তত্ব' হেতুটি 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়'রূপ সাধ্যের ব্যভিচারী; কারণ, মূর্ত্তত্বাশ্রয় মনেতে 'উভয়' আছে এই প্রতীতি হয় না; এই ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্যই "নাত্র উভয়ম্" ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

দীধিতি—অত্যন্তপদঞ্চ অত্যন্তাভাবত্বনিরূপকপ্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যস্য, অত্যন্তাভাবত্বনিরূপকপ্রতিযোগিতায়াঞ্চ লাভায়, অন্যথা সর্ব্বস্যৈব অভাবস্য স্বসমানাধিকরণাভাবান্তরভিন্নত্বাৎ তদ্ভেদস্য স্বস্বরূপানতিরিক্ততয়া প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যস্যৈব দুর্লভত্বাপত্তেঃ সর্ব্বেষামেবাভাবানাং হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবত্বনিরূপকপ্রতিযোগ্যসমানাধিকরণাভাবান্তরাত্মকস্য স্বভেদস্য প্রতিযোগিত্বাদভাবসাধ্যকাব্যাপ্তেশ্চেতি সম্প্রদায়বিদঃ।

অনুবাদ ঃ এবং 'অত্যন্ত'পদ অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যের এবং অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক প্রতিযোগিতা লাভের জন্য, অন্যথায় সমস্ত অভাবেরই স্বসমানাধিকরণাভাবান্তরভিন্নত্ব বশতঃ তাহার ভেদের স্বস্বরূপানতিরিক্ততার জন্য প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যেরই দুর্লভত্বাপত্তি হয়; এবং অভাবসাধ্যকস্থলে সমস্ত অভাবের হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক-প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণাভাবান্তরাত্মক স্বভেদের প্রতিযোগিত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয় ইত্যাদি সাম্প্রদায়িকেরা (বলেন)।

ব্যাখ্যা ঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে, "……যৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব…" কথার মধ্যে যে 'অত্যন্তাভাব' কথাটি আছে দীধিতিকার তাহার বিবৃতি দিতেছেন। ব্যাপ্তির লক্ষণের মধ্যে—প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই অথচ হেত্বধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ইত্যাদি—আছে। এখন, 'অত্যন্তাভাব'

কথাটির বিশেষ উল্লেখ কেন ? দীধিতিকার বলিতেছেন যে, প্রথমতঃ প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ, এবং দ্বিতীয়তঃ 'যৎ' অর্থাৎ হেতুসমানাধিকরণে যে অভাব তাহার প্রতিযোগী হইবে অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক, অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা হইবে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক প্রতিযোগিতা। এই দুই বস্তুলাভের জন্যই ব্যাপ্তির লক্ষণে "অত্যন্তাভাব" কথার স্পষ্ট নির্দ্দেশ। এখন, উক্ত অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক প্রতিযোগিতা গ্রহণ না করিলে ক্ষতি কি ? তাহাতে ক্ষতি অবশ্যই আছে।

প্রথম ক্ষতি হইবে যে, 'প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যে'র দুলর্ভত্ব উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য স্থল সহজে পাওয়া যাইবে না। অভাবানুযোগিক এবং অভাবপ্রতিযোগিক যে ভেদ তাহা অধিকরণস্বরূপ হইবে (অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব হইল অধিকরণস্বরূপ)। যথা, ঘটাভাব এবং পটাভাব এই দুই অভাবের মধ্যে ভেদ আছে, অর্থাৎ ঘটাভাব পটাভাব নয়, বা ঘটাভাবে পটাভাবের ভেদ আছে ; এস্থলে এই যে ভেদ বা অন্যোন্যাভাব তাহা আছে ঘটাভাবে, অর্থাৎ ঘটাভাব হইল উক্ত ভেদের অধিকরণ বা অনুযোগী ; এবং ঐ ভেদের প্রতিযোগী হইল পটাভাব ; এইরূপে ঐ ভেদটি বা অন্যোন্যাভাবটি হইল অভাবানুযোগিক এবং অভাবপ্রতিযোগিক ভেদ। এইরূপ যে অভাবানুযোগিক এবং অভাবপ্রতিযোগিক ভেদ তাহা অধিকরণস্বরূপ, অর্থাৎ এস্থলে উক্ত ভেদ ঘটাভাবস্বরূপ, ঘটাভাবই হইল উক্ত ভেদের অধিকরণ। (বিপরীতভাবে ধরিলে, অর্থাৎ পটাভাব ঘটাভাব নয় বা পটাভাবে ঘটাভাবের ভেদ আছে বলিলে এই ভেদের বা অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ বা অনুযোগী হইবে পটাভাব, এবং প্রতিযোগী হইবে ঘটাভাব। এই অভাবানুযোগিক এবং অভাবপ্রতিযোগিক ভেদের অধিকরণ পটাভাব হওয়ায় এই ভেদটি পটাভাবস্বরূপ হইবে)। উক্ত ভেদকে বা অন্যোন্যাভাবকে অধিকরণস্বরূপ না বলিয়া পৃথক বলিয়া ধরিলে উক্ত ভেদের পার্থক্যের জন্য আর একটি ভেদ, এবং দ্বিতীয় এই ভেদের জন্য অপর একটি ভেদ এবং এইরূপে অনন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হয়, এবং অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সেই জন্যই উক্ত ভেদকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া ধরিতে হইবে। এইভাবে উক্ত ভেদ ঘটাভাবস্বরূপ হওয়ায় ঘটাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘট এবং পটাভাব দুইই ; কারণ, উক্ত ভেদের প্রতিযোগী হইল পটাভাব, ভেদটি ঘটাভাবস্বরূপ হওয়ায়

ঘটাভাবের প্রতিযোগীও পটাভাব হইবে। এখন, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" একটি প্রসিদ্ধ স্থল, হেত্বধিকরণে ধরা যাক ঘটাভাব আছে, এই হেত্বধিকরণে ঘটাভাব ভিন্ন অন্য অভাব ধরা গেল পটাভাব, পটাভাব হইল ঘটাভাব হইতে অভাবান্তর; "স্ব" অর্থে প্রথম অভাব অর্থাৎ ঘটাভাবকে ধরিলে স্বসমানাধিকরণ অভাবান্তর হইল পটাভাব; একই অধিকরণে থাকায় ইহারা হইল সমানাধিকরণ। হেত্বধিকরণনিষ্ঠ এই ঘটাভাবে পটাভাবের ভেদ আছে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই ভেদ ঘটাভাবস্বরূপ হওয়ায় পটাভাব হইল ঘটাভাবের প্রতিযোগী, তাহা হইলে হেতুমন্নিষ্ঠ এই ঘটাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইল না, কেননা, ঘটাভাবের প্রতিযোগী পটাভাবও হেত্বধিকরণে ঘটাভাবাধিকরণে আছে; এই প্রকারে হেত্বধিকরণে যে কোনো অভাব ধরা যাক না কেন তাহারই উক্ত প্রকার অবস্থা ঘটিবে, এবং ফলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের দুর্লভত্ব উপস্থিত হইবে; সহজে প্রতিযোগিব্যধিকরণ স্থল বা প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ স্থল পাওয়া যাইবে না।

দ্বিতীয় ক্ষতি হইল, অভাবসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। "ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ" একটি অভাবসাধকস্থল, এবং সদ্ধেতুস্থল। হেত্বধিকরণে ধরা গেল মঠাভাব আছে, এই মঠাভাব মঠাধিকরণে না থাকায় তাহা প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এবং হেত্বধিকরণে থাকায় হেতুসমানাধিকরণ অভাব হইল। সুতরাং 'মঠ' হইল হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবত্বনিরূপক প্রতিযোগী, এই প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ অভাবান্তর হইল ঘটাভাব অর্থাৎ সাধ্য। হেত্বধিকরণনিষ্ঠ এই যে মঠাভাব তাহাতে ঘটাভাবের ভেদ আছে, এই ভেদ অধিকরণস্বরূপ অর্থাৎ মঠাভাবস্বরূপ, এবং তাহা হইলে মঠাভাবের প্রতিযোগী ঘটাভাব হইয়া যাইবে। এইরূপে হেতুমন্নিষ্ঠ এই অভাবের অর্থাৎ মঠাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ঘটাভাবত্ব, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে ঘটাভাবত্ব; তাহা হইলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না, এবং অব্যাপ্তি হইয়া যায়। অভাবসাধ্যকস্থলে এইরূপে সমস্ত অভাবেরই হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অভাবান্তরের ভেদের প্রতিযোগিত্ব থাকিয়া যাওয়ায় অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং এই দুই প্রকার ক্ষতি হয় বলিয়া অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এবং অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক হেতুমন্নিষ্ঠ-অভাবীয় প্রতিযোগিতা ধরিতে হইবে; এবং তজ্জন্যই

মূল ব্যাপ্তির লক্ষণে "অত্যন্তাভাব" কথাটি নিবেশ করা হইয়াছে।

কিন্তু, 'অত্যন্ত' পদের এইরূপ যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহা দীধিতি-কারের মত নহে, ইহা সাম্প্রদায়িকদের মত, অর্থাৎ কোনো কোনো নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের এইরূপ অভিমত। দীধিতিকার সাম্প্রদায়িকদের মতের উল্লেখ করিলেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত মত নহে।

জাগদীশী—নন্নু বহ্ন্যাদিভেদমাদায় অব্যাপ্তেঃ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণপদেনৈব বারণাৎ অত্যন্তপদম্ ব্যর্থমত আহ অত্যন্তপদঞ্চেতি, অত্যন্তাভাবত্বনিরূপকং যৎ প্রতিযোগিত্বং তদাশ্রয়বৈয়ধিকরণ্যবিবক্ষায়াঃ ফলমাহ অন্যথেতি। তদ্ভেদস্য, স্বসমানাধিকরণাভাবান্তরভেদস্য, স্বরূপানতিরিক্ততয়া ইতি, অনবস্থা ভয়াৎ ইত্যর্থঃ তুল্যত্বাপত্তেরিতি, হেতুসমানাধিকরণাভাবমাত্রস্যৈব স্বাত্মকভেদপ্রতিযোগিযদভাবান্তরং তৎ সমানাধিকরণত্বাদিতি ভাবঃ। ন চ ভাবস্বরূপাভাবস্যৈব বহ্ন্যভাবাভাবস্য প্রতিযোগিবহ্ন্যভাবঃ তদসমানাধিকরণত্বাৎ প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যং সুলভমিতি বাচ্যম্। তস্যাপি স্বসমানাধিকরণাভাবান্তরভিন্নত্বাৎ, অভাবমাত্রপ্রতিযোগিকোঽপি বিশিষ্টাভাবাত্ত্বনাত্মকোঽভাবোঽধিকরণভিন্নো নেষ্যতে, লাঘবাৎ। অগ্রে বিবক্ষণীয়স্য সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যস্য বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ঘটাত্যভাবে সত্ত্বাৎ ন সর্ব্বত্র অপ্রসিদ্ধিঃ, কিন্তু স্বরূপসম্বন্ধেন অভাবস্য সাধ্যতায়ামেব, ইতি সূচয়িতুমপ্রসিদ্ধিমপহায় তুল্যত্বমুক্তম্। অত্যন্তাভাবত্বনিরূপকপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ববিবক্ষায়াঃ ফলমাহ সর্ব্বেষামেব ইতি, ভাবভেদস্য অতিরিক্ততাস্বীকারাৎ আহ অভাবসাধ্যমিতি। তথা চ ঘটভিন্নং পটত্বাদিত্যাদৌ পটত্বসমানাধিকরণস্য নিরুক্তপ্রতিযোগ্যসমানাধিকরণগোত্বাত্যভাবস্য ঘটভেদভিন্নত্বাৎ, তাদৃশভেদস্য চ গোত্বাত্যভাবরূপত্বাৎ তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকমেব ঘটভেদত্বমিতি অব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ।

অনুবাদ ঃ যদি বলা যায়, বহ্ন্যাদি ভেদ গ্রহণ করিয়া (যে) অব্যাপ্তি (হয় তাহা) প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদের দ্বারাই বারণ হয় বলিয়া অত্যন্ত পদ ব্যর্থ, সেইজন্য বলা হইল "অত্যন্তপদঞ্চ" ইত্যাদি ; অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক যে প্রতিযোগিত্ব তদাশ্রয়বৈয়ধিকরণ্য বলার জন্য ফল বলা হইল 'অন্যথা' ইত্যাদি। 'তদ্ভেদস্য' (হইল) 'স্বসমানাধিকরণাভাবান্তরভেদস্য' ; 'স্বরূপানতিরিক্ততয়া' অর্থাৎ স্বরূপ হইতে বা ভেদ হইতে অনতিরিক্ত বলিয়া ইত্যাদি ; (অর্থাৎ) অনবস্থা ভয়ের জন্য, ইহাই অর্থ ; দুর্লভত্বাপত্তি বশতঃ ইত্যাদি, হেতুসমানাধিকরণাভাবমাত্রেরই স্বাত্মক (অর্থাৎ, স্বসমানাধিকরণাভাবান্তর) ভেদপ্রতিযোগী যে অভাবান্তর তৎসমানাধিকরণত্ব বশতঃ, ইহাই ভাব। ভাবস্বরূপ অভাবেরই, বহ্ন্যভাবাভাবের প্রতিযোগিবহ্ন্যভাব, তৎ অসমানাধিকরণত্ব বশতঃ প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য সুলভ হয়—এরূপ বলা যায় না। (কারণ), তাহারও স্বসমানাধিকরণাভাবান্তর ভিন্নত্ব থাকে বলিয়া, (এবং) লাঘব বশতঃ অভাবমাত্রপ্রতিযোগিকও বিশিষ্টাভাবাদি অনাত্মক অভাবাধিকরণভিন্ন ইষ্ট নয় (বলিয়া)। অগ্রে বিবক্ষণীয় সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদিতে প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য ঘটাদি অভাবে থাকায় সর্ব্বত্র অপ্রসিদ্ধি হয় না, কিন্তু স্বরূপসম্বন্ধে অভাবের সাধ্যতাতে (অপ্রসিদ্ধি হয়), ইত্যাদি সূচনার জন্য অপ্রসিদ্ধি বর্জ্জন করিয়া দুর্লভত্ব (এরূপ কথা) বলা হইয়াছে। অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বলার জন্য ফল বলা হইতেছে "সর্ব্বৈবা" ইত্যাদি ; ভাবভেদের অতিরিক্ততা স্বীকার বশতঃ বলা হইল "অভাবসাধ্যম্" ইত্যাদি। সুতরাং "ঘটভিন্নং পটত্বাৎ" ইত্যাদিতে পটত্বসমানাধিকরণের পূর্ব্বোক্ত প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ গোত্বাভাবের ঘটভেদভিন্নত্ব বশতঃ এবং তাদৃশ ভেদের গোত্বাদি অভাবরূপত্ব বশতঃ তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব ইত্যাদি (হওয়ায়) অব্যাপ্তি (হয়), ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা ঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ব্যাপ্তির লক্ষণে "......যৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব"...প্রভৃতি যে "অত্যন্ত" পদ আছে তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে পর্ব্বতে বহ্নির ভেদ অবশ্যই আছে, পর্ব্বতে বহ্নির এই যে ভেদ বা অন্যোন্যাভাব এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'বহ্নিত্ব', ইহাতে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না, ফলে এই

প্রসিদ্ধ স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব বলিতে যদি অত্যন্তাভাব ধরা যায় তাহা হইলে আর পর্ব্বতাদিতে বহ্নির ভেদ বা অন্যোন্যাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তির চিন্তা করা যাইবে না, কেননা, পর্ব্বতে বহ্নির অত্যন্তাভাব কখনই স্বীকার করা যায় না। এই নিমিত্তই ব্যাপ্তির লক্ষণে 'অত্যন্ত' পদের নিবেশ। এইরূপভাবে 'অত্যন্ত' পদের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করিলে আপত্তি করা যায় যে অন্যোন্যাভাবঘটিত উক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদের দ্বারাই বারণ হয়। কারণ, পর্ব্বতাদিতে বহ্নির অন্যোন্যাভাব ধরিলে ঐ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হইল বহ্নি, এবং পর্ব্বতে বহ্নি থাকায় প্রতিযোগীর অধিকরণে অভাব থাকিয়া যায়, অর্থাৎ অভাবটি প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ হয় না। সুতরাং, অব্যাপ্তির আশঙ্কা যখন 'প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ' পদের দ্বারাই বারণ হয় তখন আর 'অত্যন্ত' পদ কেন? উক্ত 'অত্যন্ত' পদ ব্যর্থ। এই প্রকার ব্যর্থতাপত্তির আশঙ্কা করিয়াই রঘুনাথ "অত্যন্তপদঞ্চেতি" প্রভৃতি গ্রন্থ উপস্থিত করিয়াছেন। ব্যাপ্তির লক্ষণে 'অত্যন্ত' পদ নিবেশ না করিলে একদিকে 'প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য দুর্লভ হইয়া পড়ে, এবং অপরদিকে প্রসিদ্ধ স্থলে অব্যাপ্তি হয়। দীধিতিকার "অন্যথা" ইত্যাদি কথার দ্বারা অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক যে প্রতিযোগিত্ব তাহার আশ্রয় বৈয়ধিকরণ্যের দুর্ঘটত্ব কিরূপে উপস্থিত হয় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। দীধিতিগ্রন্থের 'তদ্ভেদ' কথার অর্থ স্বসমানাধিকরণ অভা-বান্তরের ভেদ; সেই ভেদ স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ সেই ভেদ অধিকরণস্বরূপ। কারণ, এক অভাবের সহিত অন্য অভাবের ভেদকে অধিকরণস্বরূপ না বলিলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। হেতুসমানাধিকরণ অভাব মাত্রেরই স্বাত্মকভেদ অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ অভাবান্তরের যে ভেদ, সেই ভেদের অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী যে অভাবান্তর তাহা সমানা-ধিকরণ হইয়া যায় বলিয়া 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যে'র দুর্লভত্ব হয়। এইরূপে অভাবানুযোগিক অভাবপ্রতিযোগিকভেদ অধিকরণস্বরূপ হয় বলিয়া হেত্ব-ধিকরণে এই প্রকার অভাবান্তর স্বীকার করিয়া 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যে'র দুর্লভত্বাপত্তি দেওয়া হইয়াছে; দীধিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে আপত্তি করা যায় যে, হেত্বধিকরণে ভাবস্বরূপ অভাব ধরিলে ঐরূপ 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যে'র দুর্লভত্বাপত্তি হয় না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ধূমাধিকরণে ভাবরূপ অভাব, অর্থাৎ বহ্ন্য-

ভাবাভাব (যাহা বহ্নিস্বরূপ, অর্থাৎ ভাবরূপ) ধরা যায় ; ধূমাধিকরণে বহ্নি আছে, সুতরাং বহ্ন্যভাবাভাব আছে। এই বহ্ন্যভাবাভাবের প্রতিযোগী হইল বহ্ন্যভাব ; ধূমাধিকরণে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যেহেতু বহ্ন্যভাবাভাব আছে সেজন্য তথায় বহ্ন্যভাব থাকে না। হেত্বধিকরণে প্রতিযোগী যে বহ্ন্যভাব তাহা না থাকায় বহ্ন্যভাবাভাবটি প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ হইল, এবং এইরূপে ভাবস্বরূপ অভাব গ্রহণ করিলে আর 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদের দুর্লভত্বাপত্তি হইবে না। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ কথা বলা যায় না ; কারণ, ঐ ভাবস্বরূপ অভাবেরও স্বসমানাধিকরণ অভাবান্তরের ভেদ থাকিয়া যায়। ধূমাধিকরণে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যেরূপ বহ্ন্যভাবাভাব আছে সেইরূপ ঘটাভাবও আছে ; হেত্বধিকরণে বহ্ন্যভাবাভাবে ঘটাভাবের (অভাবান্তরের) যে ভেদ তাহা অধিকরণস্বরূপ, অর্থাৎ বহ্ন্যভাবাভাবস্বরূপ ; ফলে বহ্ন্যভাবাভাবের প্রতিযোগী যেরূপ বহ্ন্যভাব হয়, সেইরূপ ঘটাভাবও বহ্ন্যভাবাভাবের প্রতিযোগী হইয়া পড়ে, এবং এই ঘটাভাবরূপ প্রতিযোগী হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায় বলিয়া বহ্ন্যভাবাভাব আর প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল না। পুনরায়, বহ্ন্যভাবাভাব ভাবরূপ বলিয়া যদি বলা যায় যে, এস্থলে বহ্ন্যভাবাভাবে ঘটাভাবের যে ভেদ তাহা অভাবপ্রতিযোগিক হইল, কিন্তু অভাবানুযোগিক নহে (বহ্ন্যভাবাভাব ভাবরূপ বলিয়া অভাব নহে), তাহা হইলে বলা হইবে, শুধুমাত্র অভাবপ্রতিযোগিক ভেদ হইলেও সেই ভেদ অধিকরণস্বরূপ, ইহাতে লাঘব হয় ; তাহা হইলেই বহ্ন্যভাবাভাব ভাবরূপ হইলেও ঘটাভাবের ভেদের অধিকরণ হইয়া যায়, এবং তৎতৎ প্রতিযোগী হয় ঘটাভাব, ফলে দোষ থাকিয়াই যায়। কেবলমাত্র বিশিষ্টসত্তা-ভাব প্রভৃতি বিশিষ্টাভাবের ক্ষেত্রে এরূপ হয় না, অর্থাৎ ভাবরূপ অভাব স্বসমানাধিকরণ অভাবান্তরের ভেদের অধিকরণ হয় না ; অন্যথায় সমস্ত অভাবের ক্ষেত্রেই ঐরূপ হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য' পদের প্রতিযোগী সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অগ্রে সে বিষয়ে বলা হইবে ; প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যের প্রতিযোগী সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলে "বহ্নি-মান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধ হইল 'সংযোগ', এই সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগী ধরিলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ধূমাধিকরণে ঘটপটাদির অভাব ধরিতে হয়, এবং তাহাতে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় না ; কিন্তু, অভাবসাধ্যকস্থলে সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধ হইবে স্বরূপসম্বন্ধ, সে স্থলে স্বরূপসম্বন্ধে

প্রতিযোগিকে ধরিলে পূর্ব্বোক্তরূপে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' অভাবের অপ্রসিদ্ধি হইয়া পড়িবে ; অর্থাৎ 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' পদের অপ্রসিদ্ধি সর্ব্বত্র হইবে না, অভাবসাধ্যকস্থলে হইবে। সেইজন্যই 'অপ্রসিদ্ধি' শব্দটি পরিহার করিয়া দীধিতিকার 'দুর্লভ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ 'প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ' অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় না, 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' অভাব দুর্লভ হয়।

দীধিতিগ্রন্থে "সর্ব্বেষাম্" প্রভৃতি কথার দ্বারা অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'অত্যন্ত' পদ ব্যাপ্তির লক্ষণে নিবেশ না করিলে অভাবসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি হয়। ভাবসাধ্যকস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবান্তরের ভেদ অধিকরণস্বরূপ হয় না, সেস্থলে ভেদ অতিরিক্ত পদার্থ, সেইজন্যই 'অভাবসাধ্যকস্থল' কথাটির উল্লেখ করা হইয়াছে। "ঘট-ভিন্নং পটত্বাৎ" ('ঘটভিন্ন' হইল ঘটান্যোন্যাভাব, এস্থলে অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব দুইই ধরা যায়, অর্থাৎ 'ঘটভিন্ন' এবং 'ঘটাভাব' দুইই ধরিতে পারা যায়) স্থলে হেত্বধিকরণ হইল 'পট', এই হেত্বধিকরণে বা পটে গোত্বাদির অভাব আছে। পটে গোত্ব না থাকায় গোত্বাভাবটি প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণ হইল এবং পটত্বাধিকরণে থাকায় হেতুসমানাধিকরণ হইল। এই গোত্বাভাব ঘটভেদ হইতে (অর্থাৎ সাধ্য হইতে) ভিন্ন, অর্থাৎ গোত্বা-ভাবে ঘটভেদের ভেদ আছে, এই ভেদ অধিকরণস্বরূপ, অর্থাৎ গোত্বাভাবরূপ। ইহাতে গোত্বাভাবের প্রতিযোগী হইবে 'ঘটভেদ' ; তাহা হইলে হেতুমন্নিষ্ঠ এই গোত্বাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ঘটভেদত্ব ; এইরূপে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক আর হইল না, এবং ইহাতে অব্যাপ্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু, ব্যাপ্তির লক্ষণে 'অত্যন্ত' পদ থাকায় অত্যন্তাভাবপর অভাব ধরিতে হয়, এবং তাহা হইলে আর ঐ সকল দোষ হয় না।

জাগদীশী—সম্প্রদায় ইত্যস্বরসঃ তদ্বীজন্তু উক্ত বিবক্ষায়ামপি সর্ব্বেষাং হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবানামত্যন্তাভাবত্বনিরূপকত্বেন পূর্ব্বক্ষণাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্টস্বাভাবাত্মকপ্রতিযোগিনা সমং সামানাধি-করণ্যাদভাবসাধ্যকাব্যাপ্তেস্তাবদবস্থ্যং, যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-

বিশিষ্টস্য অনধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব-প্রবেশে তু ব্যর্থমেব অত্যন্তপদম্ ইতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ ঃ সম্প্রদায় ইত্যাদি অস্বরস, তাহার কারণ, কিন্তু, উক্তরূপ বলিলেও অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক সকল হেতুসমানাধিকরণ অভাবেরই অভাবসাধ্যকস্থলে পূর্ব্বক্ষণাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট স্বাভাবাত্মকপ্রতিযোগীর সহিত সামানাধিকরণ্য বশতঃ তদবস্থায় অব্যাপ্তি (হয়); যাদৃশ প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকবিশিষ্ট অনধিকরণ হেত্বধিকরণ, তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব প্রবেশে কিন্তু 'অত্যন্ত' পদ ব্যর্থই, ইত্যাদি চিন্তনীয়।

ব্যাখ্যা ঃ দীধিতিগ্রন্থে "ইতি সম্প্রদায়বিদঃ" কথাটি বলার উদ্দেশ্য হইল ইহা দীধিতিকারের নিজস্ব মত নহে, ইহা কোনো কোনো নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের অভিমত। কিন্তু, এইপ্রকার মত, অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে 'অত্যন্ত' পদের এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসম্মত নহে এই মত, ইহা অস্বরস। ইহা কেন অস্বরস তাহা জগদীশ 'তদ্বীজন্তু' কথার দ্বারা বলিতেছেন। ইহা যে রঘুনাথের অনভিপ্রেত তাহার ইঙ্গিত জগদীশ এস্থলে দিতেছেন। 'অত্যন্ত' পদের উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা সত্ত্বেও অভাবসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আছে। "ঘটাভাববান্ পটত্বাৎ" একটি অভাবসাধ্যক সদ্ধেতুস্থল। কোনো স্থানে, যথা ভূতলাদিতে, ঘটাভাবের কথা বলিলে তাহা অবশ্যই কোনো বিশেষ সময় বা ক্ষণঘটিত ঘটাভাব বোঝায়; যে বিশেষ ক্ষণে ঘটাভাবের কল্পনা বা আলোচনা হইবে তাহার পূর্ব্বক্ষণে যে ঘটাভাব তাহা আলোচ্য ঘটাভাব হইতে পৃথক সময়ে বা ক্ষণে হইবে; এখন, পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাব পূর্ব্বক্ষণ ব্যতীত সর্ব্বক্ষণেই আছে, কেননা, পূর্ব্বক্ষণে যে ঘটাভাব থাকে তাহা পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট বলিয়া অন্য ক্ষণে থাকিতে পারে না, অর্থাৎ তাহা পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট বলিয়া অন্যক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হইতে পারে না। এইরূপ হইলে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাব আলোচ্য ক্ষণে থাকিয়া যায়। হেত্বধিকরণও আলোচ্য ক্ষণের মধ্যে আসিয়া যায় বলিয়া পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাব হেত্বধিকরণেও থাকিয়া যায়। এখন, অধিকরণ ভিন্ন হইলেও সত্তা হিসাবে ঘটাভাব এবং পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাব এক এবং অনতিরিক্ত। সুতরাং, হেত্বধিকরণে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট ঘটাভাবাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘটাভাব (সত্তা হিসাবে অনতিরিক্ত-

বলিয়া), প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটাভাবত্ব, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল ঘটাভাবত্ব ; এইরূপে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। এইভাবে জগদীশ প্রমাণ করিলেন যে, সাম্প্রদায়িকগণের পূর্ব্বোক্ত প্রকার 'অত্যন্ত' পদের ব্যাখ্যা অসঙ্গত এবং অসম্পূর্ণ, সুতরাং ইহাতে অস্বরস হয় ; কেননা, অভাবসাধ্যকস্থলে হেতু-সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবত্বনিরূপক সমস্ত অভাবেরই পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট স্বাভাবাত্মক প্রতিযোগীর সহিত সামানাধিকরণ্য হয় ; অর্থাৎ হেত্বধিকরণে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাবের অভাবটি থাকিয়া যায়, ফলে অব্যাপ্তি হয়, এবং সেইজন্যই সাম্প্রদায়িকদের মত গ্রহণ করিলে অস্বরস হয়। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অর্থাৎ যাদৃশ প্রতিযোগীর অনধিকরণ হেত্বধিকরণ, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যাদৃশ প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগী থাকে না (অর্থাৎ যাদৃশ প্রতিযোগিতাক অভাব হেত্বধিকরণে থাকে), ঠিক তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা হইবে না। কারণ, আলোচ্য ক্ষণে হেত্বধিকরণে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাব থাকিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদৃশ ধরিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবত্ব, এবং এইরূপ হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ঘটাভাবত্ব হওয়ায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় এবং উক্ত প্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি দূর হয় বটে, কিন্তু 'অত্যন্ত' পদ ব্যর্থ হইয়া যায়। হেত্বধিকরণে অভাবান্তরের ভেদ কল্পনা করিয়া প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের যে দুর্লভত্বাশঙ্কা তাহা 'অত্যন্ত' পদের দ্বারা বারণের প্রয়োজন তাহা হইলে আর হইবে না। কারণ, হেত্বধিকরণে ঘটাভাবের সহিত পটাভাবের ভেদ কল্পনা করিলেও হেত্বধিকরণ ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাশ্রয়ের অনধিকরণ বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে তাদৃশ 'ঘটত্ব' ; পটাভাবকে আর ঘটাভাবের প্রতিযোগী ধরা সম্ভব হইবে না, ফলে 'অত্যন্ত' পদ ব্যতীতই "যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব" প্রবেশের দ্বারাই প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের দুর্লভত্ব দূর হইতে পারে। অপরপক্ষে, অভাব-সাধ্যকস্থলে হেত্বধিকরণে অন্য অভাব ধরিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। "ঘটাভাববান্ পটত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে যেরূপ ঘটাভাবও আছে সেইরূপ

মঠাভাবও আছে ; মঠাভাবের সহিত ঘটাভাবের ভেদ থাকায় মঠাভাবের প্রতিযোগী ঘটাভাব হইয়া পড়ে, এবং প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, "যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট" ইত্যাদি বলিলে ঐ আশঙ্কা থাকে না, কারণ, তখন মঠাভাবের প্রতিযোগী ধরিতে হইবে 'মঠ', 'ঘটাভাব' নহে, এবং তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে 'মঠত্ব', 'ঘটাভাবত্ব' নহে ; এইরূপে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যাইবে, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। সুতরাং 'অত্যন্ত' পদ ব্যতিরেকেই "যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট" ইত্যাদি বিবক্ষার দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রকার আপত্তি খণ্ডিত হয়, এবং 'অত্যন্ত' পদ ব্যর্থ হয়, ব্যাপ্তির লক্ষণে 'অত্যন্ত' পদের আর প্রয়োজনীয়তা তাহা হইলে থাকে না। এইরূপে জগদীশ প্রমাণ করিলেন যে, সাম্প্রদায়িকদের মত স্বীকার করিলে অস্বরস হয়। সুতরাং, সাম্প্রদায়িকদের উক্ত প্রকার 'অত্যন্ত' পদের ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে, এবং গ্রাহ্যও নহে।

দীধিতি—অথ যদা গোত্বং তদা গৌরিত্যত্রাতিব্যাপ্তিঃ, প্রলয়স্য গোধ্বংসবত্ত্বেন গবাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বাৎ।

অনুবাদ ঃ অনন্তর, প্রলয়ের গোধ্বংসবত্ত্বের দ্বারা গবাত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব বশতঃ "যদা গোত্বং তদা গৌঃ" ইত্যাদি এস্থলে অতিব্যাপ্তি (হয়)।

ব্যাখ্যা ঃ অত্যন্তাভাবঘটিত নানাবিধ সমস্যার আর একটি স্থল প্রদর্শন করা হইতেছে। "যদা গোত্বং তদা গৌঃ", অর্থাৎ যে যে স্থলে গোত্ব, সেই সেই স্থলে গো—আপাতঃদৃষ্টিতে ইহা একটি সদ্ধেতুস্থল। স্থলটিকে হেতু সাধ্য অনুসারে বিন্যাস করিলে হইবে,—"কালো গোমান্ গোত্বাৎ" ; এস্থলে পক্ষ হইল 'কাল', সাধ্য হইল 'গো', এবং হেতু হইল 'গোত্ব'। সাধারণভাবে, কালে গোত্ব থাকিলে তথায় গো অবশ্যই থাকিবে, সুতরাং ইহা সদ্ধেতুস্থল ; কিন্তু, 'গোত্ব' যেহেতু জাতি, সেজন্য ইহা নিত্য পদার্থ, এবং ইহা অবিনাশী, অর্থাৎ প্রলয়কালে সমস্ত জন্যপদার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও 'গোত্ব' ধ্বংস হয় না।

অর্থাৎ, প্রলয়কালে 'গো' জন্যপদার্থ বলিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তৎকালে 'গোত্ব' জাতি বলিয়া ধ্বংস হয় না, থাকিয়া যায়। ফলে প্রলয়কালে 'গোত্ব' থাকিলেও 'গো' অর্থাৎ সাধ্য থাকে না, এবং সেই কারণে স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল হইয়া যায়; কারণ, প্রলয়কালে অর্থাৎ হেতুমত্তাবচ্ছেদে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনুপস্থিতি ঘটিয়া যায়। সুতরাং, "গোমান্ গোত্বাৎ" একটি অসদ্ধেতুস্থল। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে সংসর্গাভাব তিন প্রকার—অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব। পুনরায়, প্রাচীনমতে অত্যন্তাভাব হইল ত্রিতয়-প্রতিযোগিক, অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী তিনটি; যাহার অত্যন্তাভাব সে সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, ধ্বংসাভাবাধিকরণে এবং প্রাগভাবাধিকরণে অত্যন্তাভাব প্রাচীনমতে থাকে না বলিয়া ধ্বংসাভাব এবং প্রাগভাবও হইল অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। প্রাচীনমতে অত্যন্তাভাবের এই তিন প্রকার প্রতিযোগী হয় বলিয়া অত্যন্তাভাবকে ত্রিতয়প্রতিযোগিক অভাব বলা হয়। এইরূপ হইলে ধ্বংস যেহেতু অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী সেকারণে ধ্বংসাধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না। প্রলয়কালে হেতু বা 'গোত্ব' অবশ্যই থাকে; সেইকালে যেহেতু 'গো'ধ্বংস থাকে সেইজন্য 'গো'-অত্যন্তাভাব থাকে না; 'গো'-অত্যন্তাভাব সেইকালে না থাকিলে তথায় অন্য অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলে সেই অন্য অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে (গোত্ব হইতে) ভিন্ন হইবে, অর্থাৎ লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে, ফলে অলক্ষ্যে, অর্থাৎ অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়।

জাগদীশী—গোধ্বংসবত্ত্বেনেতি, প্রাচাং মতে গবাত্যন্তাভাবস্য গোধ্বংসবিরোধিত্বাৎ ইত্যাশয়ঃ। ন চ দৈশিকবিশেষণতয়া যৎ গোধ্বংসস্য অধিকরণং তদেব গবাত্যন্তাভাবস্য বিরোধাৎ কালিকসম্বন্ধেন গোধ্বংসবত্যপি প্রলয়ে তদত্যন্তাভাবসত্ত্বে বাধকাভাবাৎ নাতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্। প্রাচাং মতে ভূতলাদিদেশস্যেব কালস্যাপি দৈশিকবিশেষণতয়া ধ্বংসবত্ত্বাৎ, অএতব ত্বক্‌সংযুক্তকালে

বিশেষণতয়া বায়ুনাশাধীনবায়ুস্পর্শনাশস্য গ্রহঃ শব্দানিত্যতায়াং মিশ্রৈরুক্তঃ। যদ্যপি এবমপি নাতিব্যাপ্তিসম্ভবঃ, কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-গবাত্যন্তাভাবস্যৈব প্রলয়ে কালিকসম্বন্ধেন বর্তমানত্বাৎ ধ্বংসাদিমতি দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধেনৈব অত্যন্তাভাবস্য অনভ্যুপগমাৎ তথাপি প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিতস্য ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয়লক্ষণস্য অবশ্যং দৈশিকবিশেষণতয়া অভাবে হেতুসামানাধিকরণ্যঘটিতত্বাৎ তস্যৈব অতিব্যাপ্তির্বোধ্যা। ন চ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকস্য দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধেন হেতুমন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবস্য অপ্রসিদ্ধ্যা তথাপি ন অতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্। সৃষ্টিকালবৃত্তিত্বাদিবিশিষ্ট-গোত্বাত্যভাবস্য এব তাদৃশস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ ঃ গোধ্বংসবত্ত্বেন ইত্যাদি. প্রাচীনদের মতে গবাত্যন্তা-ভাবের গোধ্বংসবিরোধিত্ব বশতঃ এইরূপ হয়। দৈশিকবিশেষণতার দ্বারা যাহা গোধ্বংসের অধিকরণ তাহাই গবাত্যন্তাভাবের বিরোধ হওয়ায় কালিকসম্বন্ধে প্রলয় গোধ্বংসবান্ হইলেও তথায় গবাত্যন্তাভাব থাকায় বাধকাভাব হয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) প্রাচীনমতে ভূতলাদি দেশের ন্যায় কালেরও দৈশিকবিশেষণতার দ্বারা ধ্বংসবত্ত্ব থাকে বলিয়া; ত্বক্‌সংযুক্তকালে বিশেষণতার দ্বারা বায়ুনাশাধীন বায়ুর স্পর্শনাশের জ্ঞান 'শব্দানিত্যতা'তে মিশ্রগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গবাত্যন্তাভাবেরও প্রলয়কালে কালিকসম্বন্ধে থাকার জন্য ধ্বংসাদিমতে দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধের দ্বারাও অত্যন্তাভাবের অভ্যুপগম হয় না বলিয়া যদ্যপি এইরূপে অতিব্যাপ্তি হয় না, তথাপি প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্যাঘটিত ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলীয় লক্ষণের অবশ্য দৈশিকবিশে-ষণতার দ্বারা অভাবে হেতুসামানাধিকরণ্যঘটিতত্ব বশতঃ তাহারও অতিব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে। কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার দৈশিকবি-শেষণতাসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তথাপি অতি-ব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদি বলা যায় না। (কারণ) সৃষ্টিকালবৃত্তিত্বা-দিবিশিষ্ট তাদৃশ গোত্বাত্যভাবেরও প্রসিদ্ধত্ব বশতঃ, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা ঃ প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে অত্যন্তাভাবের ত্রিতয়-

প্রতিযোগিকত্ব থাকে ; অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী তিনটি— প্রতিযোগী, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব। প্রতিযোগীর অধিকরণে যেরূপ অত্যন্তাভাব থাকে না, সেইরূপ প্রাগভাবাধিকরণে ও ধ্বংসাধিকরণেও অত্যন্তাভাব থাকে না। সেইজন্যই প্রতিযোগীর সহিত অত্যন্তাভাবের যেরূপ বিরোধিত্ব থাকে, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাবের সহিতও অত্যন্তাভাবের সেইরূপ বিরোধিত্ব থাকে। সুতরাং, এই মত অনুসারে ধ্বংসাভাব অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ; প্রতিযোগ্যধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না, সেজন্য ধ্বংসাধিকরণেও অত্যন্তাভাব থাকে না, এইরূপে অত্যন্তাভাবের সহিত ধ্বংসাভাবের বিরোধ হয়, ইহা প্রাচীনদের মত। এই বিরোধের ফলে গবাত্যন্তাভাবেরও ('গো' হইল সাধ্য, গো+অত্যন্তাভাব=গবাত্যন্তাভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব) গোধ্বংসের সহিত বিরোধ হইবে ; তাহা হইলে, গোত্বাধিকরণ অর্থাৎ হেত্বধিকরণ যে প্রলয় সেই প্রলয়কালে (অর্থাৎ হেত্বধিকরণে) গবাত্যন্তাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব থাকে না, কারণ, প্রলয়কালে গোধ্বংস থাকিয়া যায়, ফলে প্রলয়ে (হেত্বধিকরণে) অন্য অভাব কল্পনা করিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে অর্থাৎ গোত্ব হইতে ভিন্ন হইবে, এবং এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে ; এইরূপ বলার জন্যই 'গোধ্বংসবত্ত্বেন' ইত্যাদি কথার অবতারণা। ধ্বংসাধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না ; অত্যন্তাভাব থাকে স্বরূপসম্বন্ধে ; তাহা হইলে একই অধিকরণে ধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব ভিন্ন সম্বন্ধে থাকিতে বাধা কোথায় ? একই সম্বন্ধে একই অধিকরণে অত্যন্তাভাব এবং তৎপ্রতিযোগী ধ্বংস না থাকিতে পারে, কিন্তু পৃথক সম্বন্ধে একই অধিকরণে ইহাদের থাকার কোনো বাধা নাই। তাহা হইলে, প্রলয়ে ধ্বংস (অর্থাৎ গোধ্বংস) কালিকসম্বন্ধে এবং গবাত্যন্তাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকিতে পারে। গবাত্যন্তাভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব প্রলয়ে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে বা গোত্বাধিকরণে থাকিলে আর লক্ষণ সমন্বয় হয় না ; এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হইলে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধ হইল দৈশিকস্বরূপসম্বন্ধ ; কালিকবিশেষণতা হইতে ইহাকে পৃথক করিবার জন্যই 'দৈশিক' শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং, দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে যাহা গোধ্বংসের অধিকরণ তাহার গবাত্যন্তাভাবের

বিরোধ থাকিতে পারে; কিন্তু কালিকসম্বন্ধে প্রলয়ে গোধ্বংস থাকিলে তথায় গবাত্যন্তাভাবের বাধকতা থাকে না, ফলে অতিব্যাপ্তি হয় না।" কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, কারণ প্রাচীনদের মতে ভূতলাদি দেশে ধ্বংসা-ভাব যেরূপ স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, সেইরূপ কালেও ধ্বংসাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকিতে পারে। পক্ষধর মিশ্র প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ কালে স্বরূপসম্বন্ধে ধ্বংসাভাব থাকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বায়ুর গুণ হইল স্পর্শ, দ্রব্যনাশ হইলে দ্রব্যাধীন গুণেরও অবশ্যই নাশ হয়; ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুর জ্ঞান হয়, ত্বকের সহিত বায়ুর সংযোগের ফলে বায়ুর জ্ঞান সম্ভব হয়। ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যেরূপ বায়ুর জ্ঞান হয়, সেইরূপ বায়ুর নাশও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাই হয়। এবং বায়ুনাশের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর গুণ স্পর্শেরও নাশ হয়, এবং তাহাও ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জানিতে পারা যায়। কিন্তু, বায়ুনাশাধীন এই বায়ুস্পর্শনাশ থাকে কোথায়? এই স্পর্শনাশ বা স্পর্শধ্বংস কালে থাকে, অর্থাৎ ত্বক্‌সংযুক্তকালে এবং কালে এই ধ্বংস (স্পর্শধ্বংস) স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে। পক্ষধর মিশ্রগণ তাঁহাদের 'শব্দানিত্য'তা গ্রন্থে এ বিষয়ে বলিয়াছেন; সুতরাং, কালে ধ্বংসাভাব যখন স্বরূপসম্বন্ধে থাকে তখন কালিকসম্বন্ধে ধ্বংসাভাবকে কালে, অর্থাৎ প্রলয়কালে ধরিয়া অতিব্যাপ্তি বারণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। পুনরায়, কেহ কেহ অন্যপ্রকার কথা বলিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মতে অত্যন্তা-ভাবকে যে স্বরূপসম্বন্ধে থাকিতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই, অত্যন্তা-ভাবকে কালিকসম্বন্ধেও ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে, প্রলয়কালে অর্থাৎ ধ্বংসাধিকরণে বা গোধ্বংসাধিকরণে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গবাত্যন্তাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব কালিকসম্বন্ধে থাকিতে পারে। তাহা হইলে কালিকসম্বন্ধে অত্যন্তাভাব অর্থাৎ গবাত্যন্তাভাব বা সাধ্যাভাবকে প্রলয়কালে ধরিয়া গোধ্বংসাভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে প্রলয়কালে ধরিলে অত্যন্তাভাবকে বা সাধ্যাভাবকে প্রলয়ে রাখা যায়, এবং অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু এইভাবেও অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না; কারণ পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে রাখিতে হইবে। "কালো গোমান্ গোত্বাৎ" স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, এবং সেইজন্য ইহা প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত স্থল; এবং তাহা হইলে, এস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় লক্ষণই প্রযুক্ত হইবে।৮

প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত হলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে অবশ্যই স্বরূপসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। এইরূপ হইলে হেত্বধিকরণে বা প্রলয়কালে অত্যন্তাভাবকে অবশ্যই স্বরূপসম্বন্ধে রাখিতে হইবে। অত্যন্তাভাবকে স্বরূপসম্বন্ধে প্রলয়কালে বা হেত্বধিকরণে ধরিতে বাধ্য হইতে হইলে গোধ্বংসকে অবশ্যই কালিকসম্বন্ধে প্রলয়ে ধরিতে হয়। কিন্তু, ধ্বংসাভাবকে স্বরূপসম্বন্ধেও ধরা যায়, স্বরূপ-সম্বন্ধে যে ধরিতে বাধ্য হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহা হইলে, অর্থাৎ প্রলয়কালে গোধ্বংসকে স্বরূপসম্বন্ধে ধরিলে প্রলয়ে অত্যন্তা-ভাবকে আর স্বরূপসম্বন্ধে ধরা যায় না, কারণ, প্রতিযোগী ধ্বংস স্বরূপসম্বন্ধে তথায় থাকিয়া যায়। এইরূপে প্রলয়ে গবাত্যন্তাভাব বা সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। পুনরায়, আরও এক প্রকার আপত্তি হইতে পারে। 'গোত্ব' হইল হেতু, হেত্বধিকরণ হইল প্রলয়কাল ; "কালো গোমান্ গোত্বাৎ" স্থলটিতে 'কাল' যেহেতু পক্ষ, সুতরাং সাধ্য 'গো' অবশ্যই কালিকসম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিক। এখন, এই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে প্রতি-যোগিতাক অভাব, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্বরূপসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে থাকিবে কি করিয়া ? কারণ, কালিকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ প্রলয়কালে কোনো কিছুর অভাব সম্ভবই নয়। কালিকসম্বন্ধে নিত্য সব কিছুই প্রলয়কালে থাকে, এবং অনিত্যপদার্থের ধ্বংস থাকায় প্রলয়কালে অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। হেত্বধিকরণ যখন প্রলয়কাল তখন প্রলয়কালে কালিকসম্বন্ধে সমস্ত নিত্যপদার্থই থাকিয়া যায়, কোনো অভাব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে প্রলয়কালে বা হেত্বধি-করণে কোনো নিত্যপদার্থের অভাব থাকে না, জন্যপদার্থের ধ্বংস আছে, সেইজন্য প্রলয়কালে অত্যন্তাভাবও থাকিতে পারে না। উক্ত স্থলে যখন হেতু-মন্নিষ্ঠ অভাবেরই অপ্রসিদ্ধি হয় তখন ঐ স্থলে অর্থাৎ ঐ অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ই হয় না, ফলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। কিন্তু এরূপভাবেও অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। কারণ, কালিকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অভাব প্রলয়কালে থাকিতে পারে। সৃষ্টিকালে যে পদার্থ থাকে তাহা প্রলয়কালে থাকে না ; তাহা কালে থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে বিশিষ্ট করিয়া ধরিলে এক কালের পদার্থের অবস্থিতি অন্য কালে অবশ্যই থাকিবে না। অর্থাৎ সৃষ্টিকালবৃত্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ কখনই প্রলয়কালে থাকিবে না, কারণ তাহা

সৃষ্টিকালবৃত্তিত্ববিশিষ্ট। সৃষ্টিকালবৃত্তিত্ববিশিষ্ট গোত্ব শুধুমাত্র সৃষ্টিকালে থাকে, প্রলয়কালে থাকে না। সুতরাং কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব স্বরূপসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ প্রলয়কালে থাকিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে ঐ অভাবের প্রসিদ্ধি হয়। উক্তরূপ অভাবের অপ্রসিদ্ধির কল্পনার দ্বারা অতিব্যাপ্তি বারণ সেইজন্য সম্ভব নয়, অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।

দীধিতি—সংসর্গাভাবমাত্রোক্তাবপি যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং (ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ)।

অনুবাদ ঃ সংসর্গাভাবমাত্র উক্তিতেও "যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" (ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়)।

ব্যাখ্যা ঃ পক্ষধর মিশ্রগণ বলেন যে, "যদা গোত্বং তদা গৌঃ" স্থলটিতে হেত্বধিকরণ প্রলয়কালে গোধ্বংস থাকায় সেই গোধ্বংস গবাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া গবাত্যন্তাভাব হেত্বধিকরণে থাকে না, ফলে অতিব্যাপ্তি হয় বটে, কিন্তু হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটিকে সংসর্গাভাবপর অভাব ধরিলে ঐ অতিব্যাপ্তি আর হয় না। ধ্বংসাভাব, প্রাগভাব এবং অত্যন্তাভাব এই তিনটিই হইল সংসর্গাভাব; হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটি সংসর্গা-ভাবপর হইলে ধ্বংস, প্রাগভাব এবং অত্যন্তাভাবের যে কোনো একটি রাখিলেই চলিবে, কেবলমাত্র অত্যন্তাভাবকেই যে রাখিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহা হইলে, প্রলয়কালে গোধ্বংস যেহেতু থাকে সেকারণ হেত্বধিকরণে অর্থাৎ প্রলয়কালে গোধ্বংসাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব ('গো' হইল সাধ্য) থাকিয়া যায়; ফলে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকায় লক্ষণ যায় না, এবং অতিব্যাপ্তিও হয় না। এইভাবে মিশ্রগণ উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে পারেন।

কিন্তু, "যদা গোত্বং তদা গৌঃ" স্থলের অতিব্যাপ্তি হেত্বধিকরণে সংসর্গা-ভাবপর অভাব ধরিয়া বারণ করা সম্ভব হইলেও "যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" স্থলটিতে অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না। এক্ষেত্রে পক্ষ হইল খণ্ডপ্রলয়কাল,

সুতরাং হেত্বধিকরণও হইল খণ্ডপ্রলয়কাল। খণ্ডপ্রলয় কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছিন্ন, সামান্ততঃ দেশাবচ্ছিন্ন নহে। খণ্ডপ্রলয় সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া থাকে না, কিঞ্চিৎ দেশ ব্যাপিয়া থাকে। খণ্ডপ্রলয়ে দ্ব্যণুক থাকে না, কিন্তু পরমাণু থাকে, কারণ, পুনরায় সৃষ্টির সম্ভাবনা খণ্ডপ্রলয়ে অবশ্যই থাকিবে; পরমাণু নিত্য বলিয়া কোনোকালেই পরমাণু ধ্বংস হয় না, দ্ব্যণুক ধ্বংস হয়, এবং পরমাণুতে স্পন্দ বা ক্রিয়া থাকে; কারণ, ক্রিয়া বা স্পন্দ না থাকিলে সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্ভবই হইবে না; সুতরাং খণ্ডপ্রলয়ে পরমাণু এবং স্পন্দ থাকে, কিন্তু দ্ব্যণুক থাকে না। তাহা হইলে, "খণ্ডপ্রলয়কালো দ্ব্যণুকবান্ স্পন্দাৎ" স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল, কারণ, এস্থলে পক্ষে হেতু থাকিলেও সাধ্য থাকে না। এখন, খণ্ডপ্রলয়ে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সাধ্য অর্থাৎ দ্ব্যণুকের ধ্বংসাভাব আছে, কিন্তু সামান্যতঃ দ্ব্যণুকের, অর্থাৎ দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস হয় না; কারণ, যে দেশে খণ্ডপ্রলয় আছে সেই দেশ ব্যতীত অন্যত্র, অর্থাৎ যে দেশে খণ্ডপ্রলয় হয় নাই সেস্থলে, দ্ব্যণুক থাকিয়া যায়; ফলে খণ্ডপ্রলয়ে সামান্যতঃ দ্ব্যণুকের অত্যন্তাভাব তো ধরা যাইবেই না, ধ্বংসাভাবও ধরা যাইবে না; কেননা, কিঞ্চিৎ দ্ব্যণুকের নাশ হইলেও দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের নাশ হয় না, আর প্রাগভাবের প্রশ্ন তো ওঠেই না। সুতরাং সংসর্গাভাবের একটিকেও হেত্বধিকরণে ধরা যায় না, ফলে, সাধ্য বা দ্ব্যণুক ব্যতীত অন্য বস্তুর অভাব হেত্বধিকরণে বা খণ্ডপ্রলয়ে ধরিতে হয়, এবং তাহা হইলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যাওয়ায় অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এবং এই অতিব্যাপ্তি হেত্বধিকরণে সংসর্গাভাবপর অভাব ধরিয়াও বারণ হয় না। যদি বলা যায়, খণ্ডপ্রলয় ব্যতীত অন্য দেশে দ্ব্যণুক থাকিলেও যে দেশে খণ্ডপ্রলয় আছে সে দেশে যখন দ্ব্যণুকের নাশ অর্থাৎ ধ্বংস আছে তখন খণ্ডপ্রলয়কালে দ্ব্যণুকের ধ্বংসাভাব (অর্থাৎ সংসর্গাভাব-পর অভাবরূপ ধ্বংসাভাব) অর্থাৎ সাধ্যাভাব থাকে, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিলেই এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না;—তাহা হইলে উত্তর হইবে যে—ঐরূপ বলিলে "যত্র স্পন্দঃ তত্র দ্ব্যণুকং" রূপে সামান্যমুখী ব্যাপ্তির অপ্রসিদ্ধি হইবে; বিশেষ ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সামান্য ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ঐরূপ বলা যায় না, এবং আলোচ্য স্থলটি সামান্য ব্যাপ্তি স্থল হওয়ায় ঐরূপ কথা নিরর্থক।

জাগদীশী—মিশ্রমতং নিরসিতুমাহ সংসর্গাভাবেতি ; অত্যন্তাভাবপদেন ইত্যাদি। তথাচ প্রলয়ে গোত্বাবচ্ছিন্নধ্বংসবত্ত্বাৎ এব ন অতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। ন চ গোধ্বংসস্ত গোত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব-স্বীকারেঽপি ধ্বংসপ্রাগভাবাদেঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাস্বীকারেণ সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকবিশেষণতাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ববিরহাৎ কুতঃ তমাদায় অতিব্যাপ্তিব্যুদাস ইতি বাচ্যম্। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধান্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্নস্যৈব হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্বস্ত লক্ষণে প্রবেশনীয়ত্বাৎ তাবতৈব সমবায়াদ্যবচ্ছিন্নবহ্ন্যাত্যন্তাভাবমাদায় অব্যাপ্তেঃ বারণাৎ, তস্য চ ধ্বংসপ্রতিযোগিতাসাধারণ্যাদিতি ভাবঃ। যদা স্পন্দ ইতি স্পন্দবতি খণ্ডপ্রলয়ে স্বর্গান্তরীয়দ্ব্যণুকপ্রাগভাববত্ত্বেন দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নধ্বংসবিরহাৎ অতিব্যাপ্তিঃ। ন চ খণ্ডপ্রলয়ে স্পন্দসত্ত্বে মানাভাবঃ ব্রহ্মণো বর্ষশতম্ আয়ুরিত্যাগমপ্রসিদ্ধেরেব মানত্বাৎ। ন হি রবিক্রিয়াং বিনা ক্ষণমুহূর্ত্তাদিঘটিতস্য বর্ষস্য সম্ভব ইতি। নন্ন মহাপ্রলয়পূর্ব্ব তৃতীয়ক্ষণে দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নধ্বংসসত্ত্বাৎ, ন অতিব্যাপ্তিঃ তদানীমপি চরমদ্ব্যণুকনাশানুগুণস্য পরমাণুস্পন্দস্য সত্ত্বাৎ, তৎকালোৎপন্নপরমাণ্বন্তরসংযোগেন প্রলয়পূর্ব্ব ক্ষণ এব পশ্চাৎ তস্য বিনাশত্বাৎ তাদৃশপরমাণ্বন্তরসংযোগস্য চ কার্য্যদ্রব্যেণ সহ এব স্বীকারাৎ, ন নিত্যত্বম্, আশ্রয়নাশাৎ এব তন্নাশসম্ভবাৎ ইত্যত আহ যদাদৃষ্টমিতি। কেচিত্তু স্বমতে দ্ব্যণুকস্য অভাবাৎ স্পন্দস্য চ খণ্ডপ্রলয়ে বৃত্তৌ বলবত্তরপ্রমাণাভাবাৎ যদাদৃষ্টমিত্যুক্তম্ ইত্যাহুঃ, তচ্চিন্ত্যং।

অনুবাদ : মিশ্রমত নিরাসের জন্ত 'সংসর্গাভাব' ইত্যাদি (বলা হইল) ; 'অত্যন্তাভাব' পদের দ্বারা ইত্যাদি (অর্থাৎ 'অত্যন্তাভাব' পদের দ্বারা যে দোষ হয় তাহা 'সংসর্গাভাব' ইত্যাদির দ্বারা নিরাস করা হইতেছে)। সুতরাং প্রলয়ে গোত্বাবচ্ছিন্নধ্বংসবত্ত্ব থাকাতেই অতিব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব। গোধ্বংসের গোত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব স্বীকার করিলেও ধ্বংসপ্রাগভাবাদির প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ অস্বীকারের দ্বারা

সাধ্যতাবচ্ছেদক কালিকবিশেষণতাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বের অভাব হওয়ায় তাহাকে গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তি বারণ কিরূপে (হয়) ;—এরূপ বলা যায় না। (কারণ), লক্ষণে হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অন্ত সম্বন্ধানবচ্ছিন্নের প্রবেশনীয়ত্ব থাকায় (এরূপ বলা যায় না) ; (এবং) তাহাতেই সমবায়াত্তবচ্ছিন্ন বহ্ন্যাদির অভাব গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি বারণ হয় বলিয়া, এবং তাহার ধ্বংসপ্রতিযোগিতাসাধারণ্য থাকে বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)—ইহাই ভাব। "যদা স্পন্দঃ" ইত্যাদি ; স্পন্দবত্তে (অর্থাৎ) খণ্ডপ্রলয়ে স্বর্গান্তরীয় দ্ব্যণুকপ্রাগভাববত্ত্বের দ্বারা দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস না থাকায় অতিব্যাপ্তি (হয়)। খণ্ডপ্রলয়ে স্পন্দ থাকার প্রমাণাভাব (হয়) বলা যায় না। (কারণ), 'ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু'—ইত্যাদি আগমপ্রসিদ্ধি বশতঃই প্রমাণত্ব (থাকে)। রবিক্রিয়া ব্যতীত ক্ষণমুহূর্ত্তাদিঘটিত বর্ষের সম্ভব হয় না, ইত্যাদি। যদি বলা যায়—মহাপ্রলয়পূর্ব্বতৃতীয়ক্ষণে দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস হয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না ; সেই সময়েও চরমদ্ব্যণুকনাশের কারণ পরমাণুস্পন্দ থাকে বলিয়া (অতিব্যাপ্তি হয় না) ; তৎকালোৎপন্ন পরমাণ্বন্তরসংযোগের দ্বারা প্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণই তাহার পশ্চাৎ (ক্ষণ) বিনাশ হওয়ায়, এবং কার্য্যদ্রব্য সহ তাদৃশ পরমাণ্বন্তরসংযোগেরও স্বীকার বশতঃ, নিত্যত্ব না হওয়ায়, আশ্রয়নাশ বশতঃই তাহার নাশ সম্ভব হয় বলিয়া (অতিব্যাপ্তি হয় না) ইত্যাদি,—সেজন্ত বলা হইল "যদা অদৃষ্টম্" ইত্যাদি। কিন্তু, কেহ কেহ, স্বমতে দ্ব্যণুকের অভাব হেতু, এবং স্পন্দের খণ্ডপ্রলয়ে বৃত্তিতার বলবত্তর প্রমাণাভাব থাকায় "যদা অদৃষ্টম্" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, এরূপ বলেন ; (কিন্তু) তাহা চিন্তনীয়।

ব্যাখ্যা : অন্যোন্যাভাবঘটিত নানাবিধ অসুবিধা দূর করিবার জন্ত পক্ষধর মিশ্র ও মিশ্রমতবাদিগণ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে সংসর্গাভাবপর অভাব ধরার কথা বলিলেন। অর্থাৎ হেত্বধিকরণে বা প্রলয়ে গোধ্বংস থাকায় গবাত্যন্তাভাব থাকে না, কারণ, প্রাচীনমতে ধ্বংস হইল অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। কিন্তু হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে সংসর্গাভাবপর বলিলে হেত্বধিকরণে ধ্বংসাভাব ধরা যায়, কারণ, ধ্বংসাভাব, প্রাগভাব এবং অত্যন্তাভাব এই তিনটিই হইল সংসর্গাভাব। হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ প্রলয়ে যেহেতু গোধ্বংস আছে সেজন্ত গোধ্বংসাভাব ধরা অবশ্যই সম্ভব। 'এই গোত্বাবচ্ছিন্ন ধ্বংসাভাব হেত্বধিকরণে থাকিলে 'গো' সাধ্য বলিয়া সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে

থাকিয়া যায়, এবং "কালো গোমান্ গোত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। এস্থলে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। কোনো কোনো নৈয়ায়িকদের মতে ধ্বংস এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগিকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব থাকিলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কিছুই হয় না। কারণ, কোনো বস্তু ধ্বংস হইলে তাহার যে অভাব, বা কোনো বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগী কোনো সম্বন্ধেই থাকিতে পারে না। আলোচ্য স্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ প্রলয়ে গোধ্বংসাভাব আছে এবং এই ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী হইল 'গো', অর্থাৎ গোধ্বংসাভাবের গোত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব আছে ইহা স্বীকৃত। কিন্তু ধ্বংস এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধত্ব অস্বীকার করিলে এস্থলেও গোধ্বংসাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ আর কিছু ধরা যাইবে না। ব্যাপ্তির লক্ষণানুসারে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাটি গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিক, এই কালিকসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে আলোচ্য স্থলে প্রতি-যোগিত্বের অপ্রসিদ্ধি হইলে তাহাকে ধরিয়া; অর্থাৎ গোধ্বংসের প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক 'গোত্ব'কে ধরিয়া উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না। কারণ, গোধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'গোত্ব' স্বীকৃত হইলেও প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এ স্থলে কিছুই স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং আলোচ্য স্থলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বলিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধান্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বুঝিতে হইবে। সাধ্য-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কথায় অর্থ করিতে হইবে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। আলোচ্য স্থলটিতে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাটি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় নাই সত্য, কিন্তু, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, অর্থাৎ কালিক বিশেষণতাসম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোনো সম্বন্ধের দ্বারাও অবচ্ছিন্ন হয় নাই, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধান্যসম্বন্ধান-বচ্ছিন্ন হইয়াছে, সুতরাং অতিব্যাপ্তি বারণ কেন হইবে না? উক্তরূপ আপত্তি আর করা যায় না, এবং অতিব্যাপ্তিও আর থাকে না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলেও এইভাবেই, অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা' বলিতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই অব্যাপ্তি বারণ হইবে। হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ধূমবত্তে বহ্নি থাকে সংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির অভাব ধূমবত্তে সকল সময়েই থাকে, সুতরাং সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'বহ্নিত্ব', ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন না হওয়ায় এস্থলে অব্যাপ্তি হয় এরূপ বলা যায় না। কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, হইল 'সংযোগ', সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ (সংযোগসম্বন্ধ) ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ হইল সমবায়; হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাটি এস্থলে সমবায় সম্বন্ধেই ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন অন্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াছে, অনবচ্ছিন্ন হয় নাই, সুতরাং অব্যাপ্তি হয় না। ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও এই নিয়মই প্রযোজ্য হইবে; এবং তাহা হইলে "কালো গোমান্ গোত্বাৎ" স্থলে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না; ইহাই এস্থলের ভাব। ইহা হইল মিশ্রমত; অর্থাৎ পক্ষধর মিশ্র এবং তাঁহার মতের অনুগামিগণ "কালো গোমান্ গোত্বাৎ" স্থলের অতিব্যাপ্তিটি উক্ত প্রকারে হেত্বধিকরণে সংসর্গাভাবরূপ অভাব ধরিয়া বারণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, ঐরূপ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটিকে সংসর্গাভাবপর অভাব ধরিয়া সকল ক্ষেত্রে অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। মিশ্রবাদিগণের উক্তরূপ চিন্তা ত্রুটিপূর্ণ, এবং তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য "যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" এই স্থলান্তর অনুসরণ করা হইয়াছে। স্থলটিকে হেতু সাধ্য অনুসারে সাজাইলে হইবে "কালো দ্ব্যণুকবান্ স্পন্দাৎ"; গ্রন্থে 'যদা' এবং 'তদা এই দুই শব্দের দ্বারা 'কাল'কে পক্ষরূপে গ্রহণ করার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই স্থলে হেতু হইল 'স্পন্দ', এই স্পন্দবত্তে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়ে পরমাণু থাকিয়া যায়। পক্ষ যেহেতু 'কাল' সেজন্য যে কোনো 'কাল'কে ধরা যায় বলিয়া খণ্ডপ্রলয়কাল পক্ষ বা হেত্বধিকরণরূপে গৃহীত হইল। খণ্ডপ্রলয়ে স্পন্দ অবশ্যই আছে, কেননা, পুনরায় সৃষ্টি হইতে হইবে; সেজন্য পরমাণু এবং স্পন্দ খণ্ডপ্রলয়ে থাকিয়া যায়। খণ্ডপ্রলয়ে পরমাণু থাকে, কিন্তু দ্ব্যণুক থাকে না, সংহত পদার্থ বলিয়া তৎকালে দ্ব্যণুক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খণ্ড-প্রলয়াবচ্ছিন্ন দ্ব্যণুকের ধ্বংস তৎকালে, অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়কালে থাকিলেও

দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস তৎকালে থাকে না, কারণ, যে দেশে খণ্ডপ্রলয় নাই তথায় দ্ব্যণুক অবশ্যই আছে। সে কারণ, দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ সামান্যতঃ দ্ব্যণুকের ধ্বংস খণ্ডপ্রলয়ে স্বীকার্য্য নহে। আরও, যে দেশে খণ্ডপ্রলয় আছে তথায় ভবিষ্যতে সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া সর্গান্তরীয় দ্ব্যণুকের, অর্থাৎ আপাততঃ ধ্বংস হইয়াছে যে সমস্ত দ্ব্যণুক তাহাদের পুনরায় উৎপত্তির সম্ভাবনা জনিত প্রাগভাব থাকিয়া যায়, ফলে দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস খণ্ড-প্রলয়ে স্বীকার্য্য নয়। তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে দ্ব্যণুকাভাব না ধরিয়া অন্য অভাব ধরিতে হয়, এবং এই অন্য অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্য-তাবচ্ছেদক দ্ব্যণুকত্ব হইতে ভিন্ন হইয়া যায়, এবং এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হয়। খণ্ডপ্রলয়ে হেতু অর্থাৎ স্পন্দ থাকে, কিন্তু সাধ্য অর্থাৎ দ্ব্যণুক থাকে না, দ্ব্যণুক অন্যত্র থাকে, সেজন্য "দ্ব্যণুকবান্ স্পন্দাৎ" স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল। খণ্ডপ্রলয়ে 'স্পন্দ' থাকার কোনো প্রমাণ নাই এরূপ কথা বলা যায় না; কারণ, "ব্রহ্মণো বর্ষশতম্ আয়ুঃ", অর্থাৎ 'ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু' এই প্রসিদ্ধ আগমবাক্য বা বেদবাক্যই ইহার প্রমাণ। রবিক্রিয়া ব্যতীত ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি ঘটিত বৎসর সম্ভব হয় না। বৎসরের মধ্যে ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি আছে, এবং ইহাদের লইয়া বৎসর; রবিক্রিয়া না থাকিলে ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতির কোনো অর্থই হয় না। আর, ব্রহ্মা যেহেতু শতবর্ষ পর্য্যন্ত আছেন, সেকারণ, খণ্ডপ্রলয়কালে ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি থাকায় তৎকালে ক্রিয়াও থাকে; সুতরাং খণ্ডপ্রলয়ে স্পন্দ থাকে না এরূপ কথা বলা যায় না। সুতরাং, হেত্বধিকরণে সংসর্গাভাবপর অভাব ধরিলেও, অর্থাৎ অত্যন্তাভাব না ধরিয়া ধ্বংসাভাব ধরিলেও, সর্ব্বত্র অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না; "কালো দ্ব্যণুকবান্ স্পন্দাৎ" স্থলটির দ্বারা তাহাই প্রমাণ করা হইল।

এই স্থলে, অর্থাৎ "কালো দ্ব্যণুকবান্ স্পন্দাৎ" স্থলে অবশ্য একটি আপত্তির সাহায্যে অতিব্যাপ্তি বারণ করা যায়। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বতৃতীয়ক্ষণে দ্ব্যণুক-ত্বাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ সামান্যতঃ দ্ব্যণুকের ধ্বংস থাকিয়া যায়, এই ধ্বংস স্বীকার্য্য। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে পর পর ছয়টি ক্ষণ গণনা করা যাক; মহা-প্রলয়ের পূর্ব্ব ষষ্ঠ-ক্ষণে পরমাণুর ক্রিয়া হয়; তৎপরবর্ত্তী ক্ষণে, অর্থাৎ মহা-প্রলয়ের পূর্ব্ব পঞ্চম-ক্ষণে পরমাণু সমূহের বিভাগ হয়, অর্থাৎ পরমাণু সমূহ বিভক্ত হইয়া পড়ে; তৎপরবর্ত্তী ক্ষণে অর্থাৎ মহাপ্রলয় হইতে পূর্ব্ব চতুর্থ ক্ষণে পরমাণুর সহিত পরস্পর যে পূর্ব্ব সংযোগ ছিল তাহার নাশ হয়, অর্থাৎ এই

ক্ষণে পূর্ব্বসংযোগের নাশ হয়; তৎপরবর্ত্তী ক্ষণে, অর্থাৎ মহাপ্রলয় হইতে পূর্ব্ব তৃতীয়-ক্ষণে পরমাণুর সহিত উত্তরদেশ সংযোগ এবং দ্ব্যণুক নাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মহাপ্রলয় হইতে পূর্ব্ব এই তৃতীয়-ক্ষণে দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের বা সমস্ত দ্ব্যণুকের নাশ হয়। তৎপরবর্ত্তী ক্ষণে, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব দ্বিতীয়-ক্ষণে স্পন্দ নাশ হয়, এই ক্ষণেই স্পন্দ নাশের সহিত ত্রসরেণুরূপ কার্য্যদ্রব্য সমূহের নাশ হয়। ত্রসরেণুরূপ এই কার্যদ্রব্যসমূহ হইল আশ্রয়; এই আশ্রয় নাশ হওয়ার জন্য পরবর্ত্তী ক্ষণে, অর্থাৎ মহাপ্রলয় হইতে পূর্ব্ব প্রথম-ক্ষণে উত্তর সংযোগ নাশ হয়, এই ক্ষণেই, অর্থাৎ উত্তরসংযোগনাশ ক্ষণেই অদৃষ্ট নাশ হয়, এবং এই উত্তরসংযোগনাশ ও অদৃষ্টনাশ হইলেই মহাপ্রলয় হয়। তাহা হইলে, মহাপ্রলয় হইতে পূর্ব্ব তৃতীয়-ক্ষণে সমস্ত দ্ব্যণুক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের নাশ বা ধ্বংস হয়; ইহা সমস্ত নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরই স্বীকার্য্য বিষয়। কিন্তু, মহাপ্রলয় হইতে পূর্ব্ব তৃতীয়-ক্ষণে দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের নাশ হইলেও স্পন্দ নাশ হয় না; স্পন্দ তৎপরবর্ত্তী ক্ষণে নাশ হয়; কারণ, স্পন্দ নাশ হইলে সেই ক্ষণে দ্ব্যণুক নাশ হয় কি করিয়া? চরম-দ্ব্যণুক নাশের কারণ হইল পরমাণু-স্পন্দ, এই স্পন্দও সেই ক্ষণে নাশ হইলে চরমদ্ব্যণুক নাশ আর সেই ক্ষণে হয় কিরূপে? সুতরাং, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব তৃতীয়ক্ষণে দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস হয়, কিন্তু স্পন্দ থাকিয়া যায়। তাহা হইলে, ঐ তৃতীয়ক্ষণে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যে প্রলয় সেই প্রলয়ের পূর্ব্ব তৃতীয়-ক্ষণ-কালে দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের অভাব থাকিলে ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে দ্ব্যণুকত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে দ্ব্যণুকত্ব; ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন না হওয়ায় "কালো দ্ব্যণুকবান্ স্পন্দাৎ" স্থলে আর লক্ষণ যায় না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। তৎকালোৎপন্ন, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব তৃতীয়-ক্ষণ-কালোৎপন্ন পরমাণু উত্তরসংযোগের ফলে তৎপর-ক্ষণে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব দ্বিতীয়-ক্ষণে (মহাপ্রলয়ের ক্ষণকে এক বা প্রথম ধরিয়া গণনা করিলে দ্ব্যণুকনাশের পরক্ষণ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণ বা মহাপ্রলয়-পূর্ব্ব দ্বিতীয়ক্ষণ হয়) স্পন্দ নাশ হয়। এবং ঐ ক্ষণেই, অর্থাৎ স্পন্দনাশক্ষণেই তাদৃশ পরমাণু উত্তরসংযোগের যে সমস্ত ত্রসরেণুরূপ কার্য্যদ্রব্য তাহাদের নাশ হয়; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই ত্রসরেণুরূপ কার্য্যদ্রব্যসমূহই আশ্রয়, এবং ইহা নিত্য নয় বলিয়া ইহাদের নাশ সম্ভব হয়। এবং এই আশ্রয়নাশের ফলেই তৎপরক্ষণেই পরমাণু উত্তরসংযোগের নাশ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্ট-

নাশের ফলেই ঐ ক্ষণেই মহাপ্রলয় হয়। এইরূপে মহাপ্রলয়ের পূর্ব তৃতীয়-ক্ষণে সামান্যতঃ দ্ব্যণুকাভাব থাকাতে উক্ত স্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। এইভাবে "যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ করা সম্ভব হয় বলিয়াই এই আপত্তি বা আশঙ্কার নিমিত্তই অন্য স্থল অনুসরণ করা হইতেছে, অর্থাৎ "যদা অদৃষ্টং তদা জন্যং জ্ঞানং দুঃখং বা" এই স্থলটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে।

কেহ কেহ কিন্তু এস্থলে অন্যরূপ বলেন। "যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" স্থলে উক্ত প্রকারে অতিব্যাপ্তি বারণের আশঙ্কায় দীধিতিকার "যদা অদৃষ্টং তদা জন্যং জ্ঞানং" এই স্থলান্তরের কথা বলেন নাই। প্রকৃতপক্ষে রঘুনাথ নিজে দ্ব্যণুকবাদে বিশ্বাসী নহেন। সংহত পদার্থকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করিয়া গেলে সর্ব্বশেষ অবিশ্লেষ্য পদার্থের অবস্থা হইল পরমাণুর অবস্থা, ইহাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। এই পরমাণু প্রত্যক্ষ গোচর নহে, ইহা অনুমান-সাপেক্ষ। দুইটি পরমাণু সংযুক্ত হইয়া হয় দ্ব্যণুক, তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া হয় ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু; এইভাবে ত্র্যণুক, চতুরণুক প্রভৃতিক্রমে স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হয়। সকলের মতেই ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ গোচর; রঘুনাথের মতে এক স্থানে যখন আমাদের বিশ্লেষণ হইতে নিরস্ত হইতেই হইবে, তখন সেই বিশ্লেষণকে পরমাণু পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার কোনো সার্থকতা নাই। যে পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ প্রত্যক্ষ গোচর, আমাদের ততদূর পর্য্যন্ত যাওয়াই সঙ্গত, এবং তাহাতে আমাদের আলোচনায় বা কাজের কোনই ক্ষতি হয় না। সুতরাং, ত্রসরেণু বা ত্র্যণুকের পর আর বিশ্লেষণ করা আমাদের উচিত নয়, ত্রসরেণুকেই পদার্থবিশ্লেষের সর্ব্বশেষ স্তর হিসাবে গণ্য করাই উচিত। এই কারণে রঘুনাথ দ্ব্যণুকবাদে বিশ্বাসী নহেন। এবং যেহেতু তিনি দ্ব্যণুক অগ্রাহ্য করেন সেইজন্য "যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" এই স্থলটিই তিনি বর্জ্জন করিতে চাহেন। উপরন্তু, খণ্ডপ্রলয়ে কাহারও স্পন্দ থাকারও বলবত্তর প্রমাণের অভাব আছে। এই সকল কারণে এই স্থলটি দীধিতিকারের অভিপ্রেত নহে বলিয়াই "যদা অদৃষ্টম্ তদা জন্যং জ্ঞানং দুঃখং বা" এই স্থলান্তর অনুসরণের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু, জগদীশের বক্তব্য হইল যে, "কেচিত্তু"বাদিগণের এই মত গ্রহণযোগ্য কি না তাহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে; সহজে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

দীধিতি—যদা অদৃষ্টং তদা জন্যং জ্ঞানং দুঃখং বা, যদা তত্ত্বাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানম্ ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, দ্ব্যণুকত্বাদেঃ দ্ব্যণুকাদি-শূন্যখণ্ডপ্রলয়াদিনিষ্ঠধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বাৎ।

অনুবাদ ঃ দ্ব্যণুকত্বাদির দ্ব্যণুকাদি শূন্য খণ্ডপ্রলয়াদিনিষ্ঠ ধ্বংসপ্রাগ-ভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বশতঃ "যদা অদৃষ্টং তদা জন্যং জ্ঞানং দুঃখং বা", "যদা তত্ত্বাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা ঃ খণ্ডপ্রলয়ে দ্ব্যণুক থাকে না বলিয়া দ্ব্যণুকাদিশূন্য যে খণ্ডপ্রলয়, অর্থাৎ হেত্বধিকরণ, সেই ধ্বংসপ্রাগভাবাদির প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্য-তাবচ্ছেদক হইতে, অর্থাৎ দ্ব্যণুকত্ব হইতে ভিন্ন হইয়া যায় ; অর্থাৎ দ্ব্যণুকাদি-শূন্য খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ ধ্বংসপ্রাগভাবাদির প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় অতিব্যাপ্তি অনিবার্য্য হয়। কারণ, খণ্ডপ্রলয়ে কিঞ্চিৎ দ্ব্যণুকের নাশ হইলেও দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের নাশ স্বীকৃত না হওয়ায় দ্ব্যণুক ভিন্ন, বা সাধ্য ভিন্ন অন্য অভাব খণ্ডপ্রলয়ে ধরিতে হইবে, ফলে সেই অভাবের প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হওয়ায় অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের জন্য অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়। ঠিক এইভাবেই "যদা অদৃষ্টং তদা জন্যং জ্ঞানং দুঃখং বা" এবং "যদা তত্ত্বাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" ইত্যাদি স্থলেও অতিব্যাপ্তি হয়। "যদা অদৃষ্টং তদা জন্যং জ্ঞানং দুঃখং বা" স্থলে 'যদা' অর্থাৎ পক্ষ বা হেত্বধিকরণ হইল খণ্ডপ্রলয়, 'অদৃষ্ট' হইল হেতু, এবং 'জন্যং জ্ঞানং দুঃখংবা' হইল সাধ্য ; অর্থাৎ স্থলটি হইল "খণ্ডপ্রলয়ো জন্যজ্ঞানবান্ দুঃখবান্ বা অদৃষ্টাৎ"। খণ্ডপ্রলয়ে অদৃষ্টের নাশ হয় না বলিয়া তৎকালে অদৃষ্ট থাকে ; জ্ঞান দুই প্রকার—নিত্যজ্ঞান এবং জন্যজ্ঞান ; ঈশ্বরীয় জ্ঞান হইল নিত্যজ্ঞান, তদ্ভিন্ন জাগতিক সমস্ত জ্ঞানই হইল জন্যজ্ঞান। ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিনাশ নাই বলিয়া ঈশ্বরীয় জ্ঞান হইল নিত্যজ্ঞান ; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য জ্ঞানের উৎপত্তি থাকায় তাহা কারণ সাপেক্ষ বলিয়া তাহা জন্য, এবং সেই জন্যই ধ্বংসশীল বা অনিত্য, অর্থাৎ জন্য জ্ঞানের বিনাশ সম্ভব। খণ্ডপ্রলয়ে সমস্ত জন্য জ্ঞানের বিনাশ হয়। খণ্ডপ্রলয়ে জন্যজ্ঞান থাকে না বলিয়া স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল ; কারণ, হেতু অর্থাৎ 'অদৃষ্ট' হেত্বধিকরণে বা খণ্ডপ্রলয়ে থাকে, কিন্তু সাধ্য অর্থাৎ জন্যজ্ঞান থাকে না, সেইজন্যই স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল। এই খণ্ডপ্রলয়ে বা হেত্বধিকরণে তাৎকালিক সমস্ত জন্যজ্ঞানের নাশ হইলেও জন্য-

জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নের নাশ হয় না, কারণ, দেশান্তরে, যেখানে খণ্ডপ্রলয় নাই, তথায় জন্যজ্ঞান থাকিয়া যায়। ফলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব অর্থাৎ জন্য-জ্ঞানাভাব সম্ভব নয়। "যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" স্থলের ন্যায় এস্থলেও খণ্ড-প্রলয়ে জন্য জ্ঞানের প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব কোনোটিই সম্ভব নয়; সুতরাং হেত্বধিকরণে সাধ্য ব্যতীত অন্য বস্তুর অভাব ধরিতে হইবে, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। কোনো কোনো দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে মুক্তি বা মোক্ষ হইল নিত্যসুখের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ। তাহা হইলে মুক্ত-পুরুষের নিত্যসুখের এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল জন্যজ্ঞান, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হইল জন্যজ্ঞান। এখন, খণ্ডপ্রলয়ে কোনো মুক্ত পুরুষের অবস্থান অসম্ভব নয়; খণ্ডপ্রলয়ে যদি কোনো মুক্ত পুরুষ থাকে তাহা হইলে সেই মুক্ত পুরুষের খণ্ডপ্রলয়েও নিত্য সুখাভিব্যক্তি ঘটিবে, এবং ফলে খণ্ডপ্রলয়ে জন্যজ্ঞান থাকিয়া যাইবে; খণ্ডপ্রলয়ে জন্যজ্ঞান থাকিলে স্থলটি আর অসদ্ধেতুস্থল হইবে না, সদ্ধেতুস্থল হইয়া যাইবে। এবং তাহা হইলে সদ্ধেতুস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয়ের জন্য আর অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে না। এই আশঙ্কার জন্যই "দুঃখং বা" এই সাধ্যান্তর গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত কারণে "যদা অদৃষ্টং তদা জন্যংজ্ঞানং" স্থলটিকে যদি সদ্ধেতুস্থল বলা হয় সেইজন্যই বলা হইল—অথবা—"যদা অদৃষ্টং তদা দুঃখং"। খণ্ডপ্রলয়ে 'দুঃখ' কোনো প্রকারেই থাকে না; 'অদৃষ্ট' বা হেতু খণ্ডপ্রলয়ে আছে, 'দুঃখ' বা সাধ্য নাই, সুতরাং ইহা অবশ্যই অসদ্ধেতুস্থল। এস্থলেও হেত্বধিকরণে যৎকিঞ্চিৎ দুঃখের অভাব থাকিলেও দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের অভাব খণ্ডপ্রলয়ে থাকে না; এইরূপে এই অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাভাব বা 'দুঃখাভাব' কল্পিত না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয়। এইভাবে "যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" এই স্থলেও অতিব্যাপ্তি হয়। খণ্ডপ্রলয়ে সামান্যতঃ জন্যজ্ঞানের অভাব সম্ভব না হইলেও বিশেষ জন্যজ্ঞানের ধ্বংস জনিত অভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়ে কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিনাশের ফলে সেই বিশেষ ব্যক্তির অদৃষ্ট খণ্ডপ্রলয়ে থাকে, এবং সেই ব্যক্তির জন্যজ্ঞান তৎকালে অবশ্যই থাকে না, সুতরাং "যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল। এই অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্য অর্থাৎ 'তদীয় জ্ঞান' হেত্বধিকরণে বা খণ্ডপ্রলয়ে থাকে না, অর্থাৎ হেত্বধি-

করণে সাধ্যাভাব বা 'তদীয় জ্ঞানাভাব' থাকে ; ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের (অর্থাৎ সাধ্যাভাবের) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন হয় না বলিয়া এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার জন্য আর অতি-ব্যাপ্তি দোষ হয় না ;—এরূপ কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু, না, এরূপ স্থলেও অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। কারণ, খণ্ডপ্রলয়ে বিশেষ ব্যক্তির জ্ঞানের অভাব অবশ্যই আছে ; কিন্তু জ্ঞান যেহেতু একটি নহে, অনেক, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের একাধিক জ্ঞান হয়, সেকারণে ব্যক্তিবিশেষের কোনো জ্ঞানের প্রাগভাব, কোনো জ্ঞানের ধ্বংসাভাব খণ্ডপ্রলয়ে থাকে। কিন্তু, এক বিশেষের প্রাগভাব, অপর বিশেষের ধ্বংসাভাব যেস্থলে থাকে তথায় সামান্যতঃ অভাব ধরা যায় না। তাহা হইলে বিশেষ ব্যক্তির কোনো জ্ঞানের প্রাগভাব, কোনো জ্ঞানের ধ্বংসাভাব খণ্ডপ্রলয়ে থাকায় সেই ব্যক্তির জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নের অভাব খণ্ডপ্রলয়ে ধরা যায় না ; ফলে অন্য অভাব হেত্ব-ধিকরণে ধরিতে হয়, এবং এইরূপে পুনরায় সেই অভাবের প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে অর্থাৎ 'জ্ঞানত্ব' হইতে ভিন্ন হওয়ায় "যদা তস্যাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়।

জাগদীশী—নিত্যজ্ঞানমাদায় সদ্ধেতুতাবারণায় জন্যমিতি, নিত্য-সুখাভিব্যক্তের্মুক্তিত্বমতে সদ্ধেতুত্বমাশঙ্ক্য সাধ্যান্তরমাহ দুঃখং বেতি। নমু কার্য্যমাত্রং প্রতি অদৃষ্টস্য হেতুত্বাৎ, প্রলয়প্রাক্ক্ষণেঽপি তস্য সত্ত্বং, তথা চ তদানীমেব দুঃখত্বাবচ্ছিন্নধ্বংসসত্ত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ দুঃখাদেঃ স্বসাক্ষাৎকারনাশ্যতয়া তদানীম্ অসত্ত্বাৎ। উত্তরক্ষণে সাক্ষাৎকারাসম্ভবাৎ অবিদিতে প্রমাণাভাবাৎ। কিঞ্চ যাবৎ ব্রহ্মা-ণ্ডানাং যুগপৎ প্রলয়ানভ্যুপগমেন ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্ত্তিদুঃখমাদায় সদ্ধেতু-রেব অয়ম্ অত আহ যদা তস্যেতি। অত্র চ তদীয়সুষুপ্ত্যাদিসময়ে তদীয়জ্ঞানবিরহাৎ ব্যভিচার স্ফুট এব। জন্যকত্বাদেরিতি। খণ্ডপ্রলয়ে কেষাঞ্চিৎ ধ্বংসস্য কেষাঞ্চিৎ প্রাগভাবস্য সত্ত্বাৎ জন্যকত্বস্য তৎপ্রতি-

-যোগিতাতিরিক্তবৃত্তিত্বেন অনবচ্ছেদকত্বম্ ইত্যর্থঃ। নন্থ ধ্বংসকত্বাব-চ্ছিন্নানধিকরণকালবৃত্তিত্ববিশিষ্টস্তৈব তত্তংধ্বংসস্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকমেব ধ্বংসকত্বম্, অবচ্ছেদকত্বঞ্চ অন্যূনবৃত্তিত্বমেব ইত্যত আহ ন হি ইতি।

অনুবাদ : নিত্যজ্ঞান গ্রহণের দ্বারা সদ্ধেতুতা বারণের নিমিত্ত 'জন্যম্' ইত্যাদি, নিত্যসুখাভিব্যক্তি বশতঃ মুক্তিত্ব (এই) মতে সদ্ধেতুত্ব আশঙ্কা করিয়া 'দুঃখং বা' ইত্যাদি সাধ্যান্তর বলা হইল। যদি বলা যায়—কার্য্য-মাত্রের প্রতি অদৃষ্টের হেতুত্ব বশতঃ প্রলয়ের প্রাক্ক্ষণেও তাহা থাকে, সুতরাং সেই সময়েও দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস থাকার জন্য অতিব্যাপ্তি হয় না ; (তাহা হইলে বলা হইবে), দুঃখাদির স্বসাক্ষাৎকারনাশ্যতা বশতঃ সেই সময়ে (ঐরূপ) অসম্ভব হয় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)। (কারণ) অবিদিত (পদার্থের) প্রমাণের অভাব হওয়ায় উত্তরক্ষণে সাক্ষাৎকার অসম্ভব হয় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)। যেহেতু যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের যুগপৎ প্রলয়ের অভ্যুপগম হয় না, (সুতরাং) ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্ত্তী দুঃখ গ্রহণ করিয়া ইহা সদ্ধেতুই (এইরূপ বলা যাইতে পারে বলিয়া), সেইজন্য 'যদা তস্য' ইত্যাদি বলা হইল। এবং এস্থলে তদীয় সুষুপ্ত্যাদি সময়ে তদীয়জ্ঞানের অভাব থাকায় ব্যভিচার পরিস্ফুটই (হয়)। 'ধ্বংসকত্বাদেঃ' ইত্যাদি। খণ্ডপ্রলয়ে কোনো কোন ধ্বংস, কোনো কোনো প্রাগভাব থাকার জন্য ধ্বংসকত্বের তৎ-প্রতিযোগিতাতিরিক্তবৃত্তিত্বের দ্বারা অনবচ্ছেদকত্ব (হয়) ইহাই অর্থ। যদি বলা যায়, ধ্বংসকত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণকালবৃত্তিত্ববিশিষ্ট তৎ তৎ ধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকই ধ্বংসকত্ব, (কেননা) অন্যূনবৃত্তিত্বই অবচ্ছেদকত্ব ইত্যাদি, সেইজন্যই বলা হইল 'ন হি' ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা : খণ্ডপ্রলয়ে লৌকিক জ্ঞানের বিনাশ হয়, কিন্তু ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বা নিত্যজ্ঞানের বিনাশ হয় না ; সেইজন্য "যদা অদৃষ্টং তদা জন্যং জ্ঞানং" স্থলে সাধ্যরূপে 'জন্যজ্ঞান'কে ধরা হইয়াছে। কেননা, জন্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে নিত্যজ্ঞানকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিলে খণ্ডপ্রলয়ে 'অদৃষ্ট' এবং 'নিত্য-জ্ঞান' উভয়ই থাকিয়া যায়, ফলে স্থলটি সদ্ধেতুস্থল হইয়া যায়। সেইজন্যই "যদা অদৃষ্টং তদা জ্ঞানং" না বলিয়া "জন্যং জ্ঞানং" বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ;

"যদা অদৃষ্টং তদা জ্ঞানং" বলিলে যে কোনো জ্ঞান হইতে পারে, এবং নিত্য-জ্ঞানও হইতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কার জন্যই "জন্যং জ্ঞানং" ইত্যাদিতে "জন্য" পদ দেওয়া হইয়াছে। আবার, বেদান্তাদি দর্শনের মতে মুক্তি বা মোক্ষ হইল নিত্যসুখের অভিব্যক্তি। আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃতপক্ষে কোনো দুঃখ নাই, তিনি স্বরূপতঃ আনন্দময় ; শুধুমাত্র মায়ার জন্যই ব্যবহারিক জগতের সুখ দুঃখের অনুভূতি হয়। এই মায়ার আবরণ অপসারিত হইলেই আত্মা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করেন, এবং নিত্যসুখ প্রত্যক্ষ করেন, এইরূপ অবস্থাই মুক্তির অবস্থা। এখন, খণ্ডপ্রলয়ে অনিত্য বস্তুর ধ্বংস হইলেও মুক্ত পুরুষের বিনাশ নাই, তাহার অস্তিত্ব খণ্ডপ্রলয়ে থাকিতে পারে। মুক্ত পুরুষ খণ্ডপ্রলয়ে থাকিলে তাহার নিত্যসুখাভিব্যক্তি বা নিত্যসুখপ্রত্যক্ষও খণ্ড-প্রলয়ে থাকিবে। কিন্তু মুক্ত পুরুষের এই নিত্যসুখ-প্রত্যক্ষ হইল জন্যজ্ঞান, কারণ, এই নিত্যসুখপ্রত্যক্ষের উৎপত্তি আছে ; তাহা হইলে ক্ষেত্র বিশেষে খণ্ডপ্রলয়ে জন্যজ্ঞানেরও থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং তাহাতে খণ্ডপ্রলয়ে জন্যজ্ঞান এবং 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ হেতু উভয়ই থাকিতে পারে, ফলে স্থলটি আর অসদ্ধেতুস্থল হইবে না, সদ্ধেতুস্থল হইয়া যাইবে। এই প্রকার আশঙ্কার নিমিত্তই "দুঃখং বা" এই সাধ্যান্তর গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ, দুঃখ কখনও খণ্ডপ্রলয়ে থাকে না, মুক্ত পুরুষেরও দুঃখ কদাপি সম্ভব নহে ; সুতরাং "যদা অদৃষ্টং তদা দুঃখং" স্থলটি অবশ্যই অসদ্ধেতুস্থল। এই অসদ্ধেতু-স্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়ে তাৎকালিক তদ্দেশীয় সমস্ত দুঃখের অভাব থাকিলেও দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের অভাব থাকে না ; কারণ, প্রলয় ভিন্ন অন্য দেশে দুঃখ থাকিয়া যায়। ফলে হেত্বধিকরণে 'দুঃখ' বা সাধ্যের অভাব না ধরিয়া অন্য অভাব ধরিতে হয়, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে বা 'দুঃখত্ব' হইতে ভিন্ন হওয়ায় অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে, অর্থাৎ "যদা অদৃষ্টং তদা দুঃখং" স্থলে যে অতিব্যাপ্তির কথা বলা হইল তাহাতে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। কার্য্যমাত্রের প্রতি, অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি অদৃষ্ট হইল কারণ ; তাহা হইলে, মহাপ্রলয় যেহেতু একটি কার্য্য সেজন্য মহাপ্রলয়ের প্রতিও অদৃষ্ট হইল কারণ ; এবং সেজন্য মহাপ্রলয়ের প্রাক্‌ক্ষণে বা পূর্ব্বক্ষণে অবশ্যই অদৃষ্ট থাকিবে। কিন্তু মহাপ্রলয়ের প্রাক্‌ক্ষণে অদৃষ্ট থাকিলেও কোনো দুঃখ থাকে না, তৎপূর্ব্বেই সমস্ত দুঃখের নাশ হয়, সুতরাং মহাপ্রলয়ের প্রাক্‌ক্ষণে

সমস্ত দুঃখের বা দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের ধ্বংস থাকে, অর্থাৎ অভাব থাকে। তাহা হইলে মহাপ্রলয়ের প্রাক্‌ক্ষণকে হেত্বধিকরণ ধরিলে এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ মহাপ্রলয়প্রাক্‌ক্ষণে সামান্যতঃ দুঃখের বা দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের অভাব কল্পিত হইতে পারে। ফলে এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ 'দুঃখত্ব' একই হওয়ায় অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে না। দুঃখ নাশের হেতু বা কারণ হইল স্বসাক্ষাৎকার; সুতরাং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে দুঃখ থাকা অসম্ভব। কারণ, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে সমস্ত কার্য্যদ্রব্যের নাশ হয়; ঐ ক্ষণে দুঃখ থাকিলে দুঃখ নাশের জন্য পরক্ষণে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ক্ষণে দুঃখের স্বসাক্ষাৎকার স্বীকার করিতে হয়, কেননা, স্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত যখন দুঃখ নাশ হয় না, তখন মহাপ্রলয়ক্ষণে স্বসাক্ষাৎকার হওয়ার পর মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণস্থিত দুঃখ নাশ হয় বলিতে হয়। কিন্তু, মহাপ্রলয়ক্ষণে যখন সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই ক্ষণে দুঃখের সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না; মহাপ্রলয়ক্ষণে দুঃখের সাক্ষাৎকার অবিদিত অর্থাৎ অজ্ঞাত; যাহা অজ্ঞাত বা যাহা কখনও জানা যায় না তাহার কোনো প্রমাণ নাই। প্রমাণ না থাকাতে, অর্থাৎ প্রমাণাভাব হওয়াতে মহাপ্রলয়ক্ষণে দুঃখের স্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা দুঃখনাশ স্বীকার করা যায় না, এবং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে দুঃখ থাকিতেই পারে না; ফলে, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের অভাব থাকাতে অতিব্যাপ্তি আর হয় না। পুনরায়, হেত্বধিকরণ মহাপ্রলয় না ধরিয়া খণ্ডপ্রলয় ধরিলেও অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ, খণ্ডপ্রলয় কখনও সর্ব্বত্র যুগপৎ হয় না; কোনো বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডে খণ্ডপ্রলয় হইলে তদ্দেশে দুঃখ থাকে না বটে, কিন্তু অন্য দেশে বা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে যথায় খণ্ডপ্রলয় নাই তথায় দুঃখ অবশ্যই থাকে। এই দুঃখ, অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়হীন ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্ত্তী দুঃখ কালিকসম্বন্ধে কালে বা সর্ব্বকালে অবশ্যই থাকে। এবং তাহা হইলে, কালিকসম্বন্ধে খণ্ড-প্রলয়হীন ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্ত্তী দুঃখ খণ্ডপ্রলয়বান্ দেশে অবশ্যই থাকিবে। খণ্ড-প্রলয়বান্ দেশে দুঃখ থাকিলে "যদা অদৃষ্টং তদা দুঃখং" স্থলটি আর অসদ্ধেতুস্থল থাকিবে না, সদ্ধেতুস্থল হইয়া যাইবে। এবং স্থলটি সদ্ধেতুস্থল হইলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে আর অতিব্যাপ্তির কোনো আশঙ্কাই থাকে না। এই প্রকার আপত্তি এবং আশঙ্কার জন্যই "যদা তত্ত্বাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" এই স্থলান্তর অনুসরণ করা হইয়াছে।

"যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" ইহা একটি বিশেষ স্থল। সামান্ততঃ অদৃষ্টকে হেতু এবং সামান্ততঃ জ্ঞানকে সাধ্য ধরিলে অতিব্যাপ্তি বারণের সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে বলিয়া "যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" এই বিশেষ স্থল গ্রহণ করা হইল। খণ্ডপ্রলয়ে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের 'অদৃষ্ট' থাকিলে সেই ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান, অর্থাৎ 'তদীয় জ্ঞান' নিশ্চয় তথায় থাকিবে না; সামান্ততঃ জ্ঞানের সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ থাকিলেও খণ্ডপ্রলয়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষের—যে ব্যক্তি অবশ্যই মুক্ত পুরুষ নহেন—ধ্বংসের পর সেই ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে না। তাহা হইলে "যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" স্থলটি অবশ্যই অসদ্ধেতুস্থল হইবে। আর খণ্ডপ্রলয়ই বা কেন, সুষুপ্তিকালীন অবস্থায়ও ব্যক্তির জ্ঞানের, অর্থাৎ জন্যজ্ঞানের বিনাশ হয়, এবং সুষুপ্তিতে তদ্ব্যক্তির অদৃষ্ট থাকে। সুতরাং খণ্ডপ্রলয়ে তো বটেই, সুষুপ্তিকালেও 'তত্তাদৃষ্ট' থাকে, কিন্তু 'তদীয় জ্ঞান' থাকে না। ইহাতেই ব্যভিচার, অর্থাৎ স্থলটি সে অসদ্ধেতুস্থল তাহা, পরিস্ফুট হইতেছে। এখন, "যদা তত্তাদৃষ্টং তদা তদীয়ং জ্ঞানং" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ, খণ্ডপ্রলয়ে বা সুষুপ্তিতে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে 'তদীয় জ্ঞানের' সামান্ততঃ অভাব ধরা যায় না। কারণ, জ্ঞান এক নহে, বহু; অর্থাৎ ব্যক্তির জ্ঞান বহুপ্রকার হয়। খণ্ডপ্রলয় বা সুষুপ্তিতে ব্যক্তির কোনো কোনো জ্ঞানের ধ্বংস হয়, আবার খণ্ডপ্রলয়ের পর তত্তাদৃষ্ট-বান্ ব্যক্তির উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকায় ঐ ব্যক্তির কোনো কোনো জ্ঞানের প্রাগভাব খণ্ডপ্রলয়ে থাকে; সুষুপ্তির ক্ষেত্রেও সুষুপ্তিতে কোনো কোনো জ্ঞানের ধ্বংস হয়, এবং সুষুপ্তির পর জাগ্রৎ অবস্থায় জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকায় সুষুপ্তিতে কোনো কোনো জ্ঞানের প্রাগভাব থাকে। কিন্তু, কোনো স্থলে এক বিষয়ের ধ্বংসাভাব এবং অন্য বিষয়ের প্রাগভাব থাকিলে তথায় তৎ তৎ বিষয়ের সামান্ততঃ অভাব অর্থাৎ তৎপুরুষীয় জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নের অভাব ধরা যায় না; সুতরাং, এইরূপে খণ্ডপ্রলয়ে বা সুষুপ্তিতে 'তদীয় জ্ঞানে'র সামান্ততঃ অভাব ধরা যায় না। 'তদীয় জ্ঞানে'র সামান্ততঃ অভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব (তৎপুরুষীয় জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নের অভাব) হেত্বধিকরণে ধরা সম্ভব না হইলে অন্য অভাব ধরিতে হইবে, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে অর্থাৎ 'তদীয়-জ্ঞানত্ব' হইতে ভিন্ন হওয়ায় অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। "যদা স্পন্দঃ

তদা দ্ব্যণুকং” স্থলেও এইপ্রকারে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। খণ্ড-প্রলয়ে কোনো কোনো দ্ব্যণুকের ধ্বংস, কোনো কোনো দ্ব্যণুকের প্রাগভাব উক্তপ্রকারে থাকে, এবং তাহাতে খণ্ডপ্রলয়ে বা হেত্বধিকরণে সামান্যতঃ দ্ব্যণুকের অর্থাৎ দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের বা সাধ্যের অভাব ধরা যায় না, অন্য অভাব ধরিতে হয়, এবং এইভাবে এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। নিয়ম হইল যে, অভাবীয় প্রতিযোগিতার অন্যূন এবং অনতিরিক্ত বৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে। খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ দ্ব্যণুকাভাবের প্রতিযোগিতা দ্ব্যণুকত্ব হইতে ন্যূনবৃত্তিত্ববিশিষ্ট এবং দ্ব্যণুকত্ব (অর্থাৎ সামান্যতঃ দ্ব্যণুকত্ব) খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ দ্ব্যণুকাভাবীয় প্রতিযোগিতা হইতে অতিরিক্ত বৃত্তিত্ববিশিষ্ট। সুতরাং, সামান্যতঃ দ্ব্যণুকত্ব খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ দ্ব্যণুকাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না, ইহা উক্ত অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক; অর্থাৎ, তাহা হইলে সামান্যতঃ দ্ব্যণুকের বা দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের অভাব খণ্ডপ্রলয়ে ধরা যায় না, খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সামান্যতঃ দ্ব্যণুকত্ব নয়। এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে আর সাধ্যাভাব ধরা যায় না, ফলে অতিব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। এস্থলে অবশ্য বলা যায় যে, অভাবীয় প্রতিযোগিতার অন্যূনবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হইলেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে, অনতিরিক্তবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই; তাহা হইলে, অর্থাৎ এইরূপ বলিলে সামান্যতঃ দ্ব্যণুকের অর্থাৎ দ্ব্যণুকত্বাব-চ্ছিন্নের অনধিকরণ যে খণ্ডপ্রলয় তৎকালবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে তৎ তৎ দ্ব্যণুকের (অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ দ্ব্যণুকসমূহের) ধ্বংস, সেই ধ্বংসাভাবের প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক হইবে দ্ব্যণুকত্ব, অর্থাৎ সামান্যতঃ দ্ব্যণুকত্ব। এই দ্ব্যণুকত্ব খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা হইতে অবশ্যই অন্যূনবৃত্তিত্ববিশিষ্ট। তাহা হইলে, খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ বা হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক হইবে দ্ব্যণুকত্ব, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল দ্ব্যণুকত্ব; এইরূপে হেতু-সন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় “যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং” এই অসদ্ধেতুস্থলে আর লক্ষণ যায় না, ফলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। এইপ্রকার কথা বলিয়া অতিব্যাপ্তি বারণ করা যায় এই আশঙ্কাতেই দীধিতিকার “ন হি” ইত্যাদি গ্রন্থের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

দীধিতি—ন হি তয়োঃ সামান্যাভাবত্ববাদিমতেঽপি এক-বিশেষপ্রাগভাববিশেষান্তরধ্বংসবত্যপি সময়ে সামান্যাবচ্ছিন্নধ্বংস-প্রাগভাবয়োঃ সম্ভব ইতি চেৎ ন ;

অনুবাদ : তদুভয়ের (ধ্বংস এবং প্রাগভাব এতদুভয়ের) সামান্যাভাব-ত্ববাদিমতেও এক বিশেষের প্রাগভাব এবং বিশেষান্তরের ধ্বংসাভাববান্ সময়ে বা কালে সামান্যাবচ্ছিন্ন ধ্বংসপ্রাগভাব সম্ভব হয় না;—যদি এরূপ বলা যায়,—তাহা বলা যায় না ;

ব্যাখ্যা : অনেকে কোনো স্থলে কোনো বস্তুর ধ্বংস থাকিলে বা কোনো বস্তুর প্রাগভাব থাকিলে তথায় সেই বস্তুর সামান্যাভাব স্বীকার করেন। কিন্তু এই মত স্বীকার করিলেও, অর্থাৎ ধ্বংস এবং প্রাগভাবের সামান্যাভাবত্ব স্বীকার করিলেও কোনো কালে বা সময়ে এক বিশেষের প্রাগভাব এবং অন্য বিশেষের ধ্বংস থাকিলে সেই কালে তৎ তৎ বস্তুর ধ্বংস-প্রাগভাব স্বীকার করা যায় না। খণ্ডপ্রলয়ে তাৎকালিক সমস্ত দ্ব্যণুকের ধ্বংস থাকে বলিয়া তৎকালে দ্ব্যণুকের সামান্যাভাব স্বীকারের কথা অনেকে বলিতে পারেন। কিন্তু, এই মতবাদিগণের পক্ষেও ঐরূপ স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ, খণ্ডপ্রলয়ে তাৎকালিক সমস্ত দ্ব্যণুকের ধ্বংস হইলেও ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্তী দ্ব্যণুক থাকিয়া যায়, আবার, ভবিষ্যতে সৃষ্টির সময়ে দ্ব্যণুকের সম্ভাবনা থাকায় খণ্ডপ্রলয়ে অন্য দ্ব্যণুকের প্রাগভাবও থাকে ; এইরূপে কিছু বিশেষ দ্ব্যণুকের ধ্বংস এবং অন্য বিশেষ দ্ব্যণুকের প্রাগভাব খণ্ডপ্রলয়ে থাকায় তৎকালে অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়ে সামান্যাবচ্ছিন্ন দ্ব্যণুকের ধ্বংসপ্রাগভাব থাকিতে পারে না ; অর্থাৎ সামান্যাবচ্ছিন্ন দ্ব্যণুকের অভাব বা দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্নের অভাব খণ্ডপ্রলয়ে থাকিতে পারে না। অর্থাৎ, কোথাও এক বিশেষের ধ্বংস এবং বিশেষান্তরের প্রাগভাব থাকিলে তথায় সেই বস্তুর সামান্যতঃ অভাব ধরা যায় না। এই ভাবে খণ্ডপ্রলয়ে সামান্যতঃ দ্ব্যণুকের অভাব বা সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।

"ইতি চেৎ"—অর্থাৎ "অথ যদা গোত্বং তদা গৌঃ" ইত্যাদি স্থলে পূর্বোক্ত বহুপ্রকার কথা বলিয়া যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছে তাহা যদি বলা যায়, অর্থাৎ উক্ত অতিব্যাপ্তি এবং ঐ প্রসঙ্গে একই প্রকার বহু অতি-ব্যাপ্তির আশঙ্কার কথা ঐরূপ ভাবে যদি বলা যায় ;—'ন'—অর্থাৎ, তাহা

বলা যায় না। অর্থাৎ "যদা গোত্বং তদা গৌঃ" স্থলে উক্তপ্রকার অতিব্যাপ্তি হয় না।

জাগদীশী—ধ্বংসাদিপ্রতিযোগিতায়াং গোত্বাদিধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বে মানাভাবঃ গোর্নষ্টা ইত্যাদি প্রতীতেঃ গোপ্রতিযোগিকধ্বংসাত্তবগাহিতয়া অপি উপপত্তেঃ, বাধনিশ্চয়াদিপ্রতিবন্ধকত্বাত্তনুরোধেন এব ভেদাত্যন্তাভাবয়োঃ গোত্বাত্তবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বোপগমাৎ। ন চ এবমপি তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নবত্ত্বাবুদ্ধিং প্রতি তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নাভাববত্ত্বানিশ্চয়ত্বেন বিরোধিতয়া তদ্গবাত্যন্তাভাবস্য ইব তদ্গোধ্বংসস্য অপি তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বম্ আবশ্যকম্ ইতি বাচ্যম্। একসম্বন্ধেন তদ্গবাত্যন্তাভাবগ্রহে অপি সম্বন্ধান্তরেণ তদ্গোমত্তাবুদ্ধ্যুৎপাদাৎ সম্বন্ধবিশেষমন্তর্ভাব্যৈব অত্যন্তাভাবগ্রহস্য প্রতিবন্ধকতয়া ধ্বংসবত্ত্বাগ্রহসাধারণ্যাসম্ভবাৎ ইত্যাশয়েন আহ মতেঽপি ইতি।

অনুবাদ: ধ্বংসাদি প্রতিযোগিতার গোত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের প্রমাণাভাব (হয়), "গোর্নষ্টা" ইত্যাদি প্রতীতিতে গোপ্রতিযোগিক ধ্বংসাদি জ্ঞানেরই উপপত্তি (হয়); (কারণ), বাধনিশ্চয়াদি প্রতিবন্ধকত্বাদি অনুরোধের দ্বারাই ভেদ (এবং) অত্যন্তাভাবের গোত্বাদি অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বের উপগম হয় বলিয়া। তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নবত্তা বুদ্ধির প্রতি তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নাভাববত্তা নিশ্চয়ত্বের দ্বারা বিরোধিতা হওয়ায় তদ্গবাত্যন্তাভাবের ন্যায় তদ্গোধ্বংসেরও তদ্গোত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব আবশ্যক (হয়), এরূপও বলা যায় না। (কারণ), এক সম্বন্ধের দ্বারা তদ্গবাত্যন্তাভাব জ্ঞানেও সম্বন্ধান্তরের দ্বারা তদ্গোমত্তাবুদ্ধি উৎপাদিত হওয়ায় সম্বন্ধবিশেষ চিন্তার দ্বারাই অত্যন্তাভাবজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা হওয়ায় ধ্বংসবত্তাজ্ঞানের (সম্বন্ধ) সাধারণ্য বশতঃ (উক্তরূপ প্রতিযোগিতা) অসম্ভব হয় বলিয়া এই আশঙ্কার দ্বারাই "মতেঽপি" ইত্যাদি বলা হইল।

ব্যাখ্যা: অভাবীয় প্রতিযোগিতাটিকে শুধুমাত্র অন্যূনবৃত্তিত্ববিশিষ্ট

ধরিয়া খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ দ্ব্যণুকাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্ব্যণুকত্ব হওয়ার ফলে "যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণের আশঙ্কা করিয়া রঘুনাথ "ন হি" ইত্যাদি কথার দ্বারা বলিতেছেন যে, ঐরূপ ভাবে উক্তস্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব নহে। কারণ, ধ্বংসাভাব এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন হয় না। ধ্বংসাভাবে যে পদার্থের ধ্বংস সেই পদার্থপ্রতিযোগিক ধ্বংসজ্ঞানেরই উপপত্তি বা অভ্যুপগম হয়। "গোধ্বংস" বলিলে গোপ্রতিযোগিকধ্বংস এই জ্ঞানই হয়। 'গোধ্বংস' বলিলে গোত্বধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব প্রতীত হয় না। প্রাগভাবের ক্ষেত্রেও এই প্রকার হয়। অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রে কিন্তু তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রতীতি হয়। ঘটাত্যন্তাভাব বলিলে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাকাভাব এই প্রতীতিই হয়। অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রেও এইরূপ হয়। অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রে এইপ্রকার তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব প্রতীত হইবার কারণ হইল এই সমস্ত স্থলে বাধনিশ্চয়াদি প্রতিবন্ধক থাকে। তদ্ঘটাত্যন্তাভাববান্ বা তদ্গবাত্যন্তাভাববান্ বুদ্ধির প্রতি তদ্ঘটবান্ বা তদ্গোমান্ বুদ্ধি হইল প্রতিবন্ধক; 'তদ্গোমান্' এই বুদ্ধি বা নিশ্চয় হইলে 'তদ্গবাত্যন্তাভাব' বুদ্ধি হইতে পারে না। বিপরীতভাবে, 'তদ্গোমান্' বা 'তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নবত্তা' বুদ্ধির প্রতি 'তদ্গবাত্যন্তাভাববান্ বা 'তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নাভাববত্তা' বুদ্ধি হইল প্রতিবন্ধক; অর্থাৎ তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নাভাববত্তা' বুদ্ধি নিশ্চয় হইলে 'তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নবত্তা' এই বুদ্ধি আর হয় না। অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রেও এইরূপ হয়। কিন্তু, ধ্বংস এবং প্রাগভাবের ক্ষেত্রে এইরূপ কোনো প্রতিবন্ধক নাই। কোনো ঘট ধ্বংস হওয়ার পর সেই ধ্বংসাভাবের প্রতিবন্ধক আর কে হইবে? ঐ ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট তাহা ধ্বংস হওয়ার পর আর কোনোরূপেই থাকে না। প্রাগভাবের ক্ষেত্রেও একই প্রকার হয়। অর্থাৎ যে ঘটের প্রাগভাব আছে তাহার প্রতিবন্ধক কে হইবে? ঘট উৎপন্ন হইলে প্রাগভাব তো আর থাকিবেই না। কোনো বিশেষ ঘটের প্রাগভাব জনিত বুদ্ধির প্রতি প্রতিবন্ধক কোনো বুদ্ধি তো আমাদের হয় না; 'অয়ং ঘটঃ প্রাগভাববান্' বুদ্ধির প্রতি ঘটবান্ বুদ্ধি প্রতিবন্ধক নহে। এইরূপে, ধ্বংসাভাবত্তা বুদ্ধির প্রতি প্রতিবন্ধক কোনো বুদ্ধি নাই। এইভাবে, ধ্বংস এবং প্রাগভাবের ক্ষেত্রে বাধনিশ্চয়াদি কোনো প্রতিবন্ধক না থাকায় ধ্বংস এবং প্রাগভাবের প্রতি-

যোগিতাতে তৎপ্রতিযোগিক ধ্বংস বা তৎপ্রতিযোগিক প্রাগভাব এই জ্ঞানই (যে বস্তুর ধ্বংস বা প্রাগভাব ধরা হইবে তাহাই 'তৎ') হয়। তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক ধ্বংস বা তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক প্রাগভাব এই জ্ঞান হয় না। সুতরাং, খণ্ডপ্রলয়ে দ্ব্যণুকের ধ্বংস থাকায় সেই ধ্বংসাভাব দ্ব্যণুকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক ধ্বংসাভাব হইবে না; অর্থাৎ খণ্ডপ্রলয়নিষ্ঠ দ্ব্যণুকধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সামান্যতঃ দ্ব্যণুকত্ব হইবে না। অতএব খণ্ডপ্রলয়ে দ্ব্যণুকধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্ব্যণুকত্ব না হইলে আর "যদা স্পন্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হইবে না। এস্থলে বলা যায় যে, 'তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নাভাববত্তা' বুদ্ধির প্রতি যেমন 'তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নবত্তা' বুদ্ধি প্রতিবন্ধক এবং 'তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নাভাব' যেমন 'তদ্গোত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব' হয়, সেইরূপ 'তদ্গোধ্বংসের' ক্ষেত্রেও 'তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নবত্তা' বুদ্ধি 'তদ্গোধ্বংসে'র প্রতিবন্ধক হউক, এবং 'তদ্গোধ্বংসাভাব' 'তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব' হউক, অর্থাৎ 'তদ্গোধ্বংসের'ও তদ্গোত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব থাকুক। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না; কারণ, অত্যন্তাভাবের ক্ষেত্রে এক সম্বন্ধে অত্যন্তাভাবের বুদ্ধি বা জ্ঞান হইলেও অন্যসম্বন্ধে তদ্বত্তাবুদ্ধি বা জ্ঞান হইতে পারে। এক সম্বন্ধে তদ্গবাত্যন্তাভাব জ্ঞান হইলেও ভিন্ন সম্বন্ধে তদ্গোমত্তা বুদ্ধি সহজেই হইতে পারে। প্রান্তরাদি দেশে সমবায় সম্বন্ধে 'গো' এর অভাব সকল সময়েই থাকে, আবার তদ্দেশেই সংযোগসম্বন্ধে 'গো' থাকিতে পারে; এইজন্যই অত্যন্তাভাবকে সর্ব্বদাই সম্বন্ধ বিশেষের দ্বারা বলিতে হয়। অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রেও এইরূপ হয়। অত্যন্তাভাবকে যেরূপ সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা বলিতে হয়, অত্যন্তাভাবের প্রতিবন্ধককেও সেইরূপ সম্বন্ধবিশেষের দ্বারাই বলিতে হয়। কিন্তু, ধ্বংস এবং প্রাগভাব কোনো সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা বিশেষিত হয় না। কোনো ঘট ধ্বংস হওয়ার পর সেই ধ্বংসাভাব কোনো বিশেষ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না; সংযোগ, বা সমবায়, বা অন্য কোনো বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা ঐ ধ্বংসাভাবকে বিশেষিত করা যায় না; প্রাগভাবের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। ধ্বংসাভাবের ক্ষেত্রে ধ্বংসবত্তা বুদ্ধির, এবং প্রাগভাবের ক্ষেত্রে প্রাগভাববত্তা বুদ্ধির এইরূপ সম্বন্ধ সাধারণ্য থাকায় (অর্থাৎ ইহাদের কোনো বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া যে কোনো সম্বন্ধ সম্ভব হওয়ায় সম্বন্ধ সাধারণ্য থাকে) উক্তরূপ প্রতিযোগিতা অসম্ভব হয়; অর্থাৎ তদ্গোধ্বংসের তদ্গোত্বাবচ্ছিন্ন প্রতি-

যোগিতা সম্ভব হয় না। সুতরাং, দ্ব্যণুকধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কোনো প্রকারেই দ্ব্যণুকত্ব হইতে পারে না ; এবং "যদা শব্দঃ তদা দ্ব্যণুকং" স্থলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এইরূপ চিন্তা করিয়াই "মতেঽপি" কথাটি দীধিতিগ্রন্থে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, ধ্বংসপ্রাগভাবের সামান্যাভাববাদি-মতেও, অর্থাৎ ধ্বংস এবং প্রাগভাবের সামান্যাভাব যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও ধ্বংসপ্রাগভাবের তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব কোনো-প্রকারেই সম্ভব হয় না।

দীধিতি—প্রতিযোগিমত ইব ধ্বংসাদিমতোঽপি কালস্যাত্যন্তা-ভাববত্বেঽবিরোধাৎ, অন্যথা অত্যন্তাভাবস্য কালমাত্রাবৃত্তিত্ব-প্রসঙ্গাৎ।

অনুবাদ : (তাহা বলা যায় না, কারণ,) প্রতিযোগিমান্ (কালের) ন্যায় ধ্বংসাদিমান্ কালেরও অত্যন্তাভাববত্বের বিরোধ হয় না বলিয়া ; অন্যথায় অত্যন্তাভাবের কালমাত্রের অবৃত্তিত্ব প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (তাহা বলা যায় না)।

ব্যাখ্যা : প্রাচীনেরা অত্যন্তাভাবকে ত্রিতয়প্রতিযোগিক বলিয়াছেন ; ধ্বংস, প্রাগভাব এবং প্রতিযোগী এই তিনটিই হইল অত্যন্তাভাবের প্রতি-যোগী। দীধিতিকার বলিতেছেন যে, প্রতিযোগিমান্ যে কাল—অর্থাৎ ঘটা-ভাবের প্রতিযোগী যে ঘট, সেই ঘটবান্ যে কাল—তাহাতে অর্থাৎ সেই কালে অত্যন্তাভাব থাকে। যথা, ঘটাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট তাহাও কালে থাকে এবং ঘটাত্যন্তাভাবও কালে থাকে। এইরূপ প্রতিযোগিমান্ যে কাল তাহাতে প্রতিযোগী থাকিলেও যেরূপ অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে, সেইরূপ ধ্বংসাভাব ও প্রাগভাব (অত্যন্তাভাবের অপর দুই প্রতিযোগী) কালে থাকিলেও সেই কালে অত্যন্তাভাব থাকার কোনো বাধা নাই। ইহা স্বীকার না করিলে কালমাত্রেতেই, অর্থাৎ সর্ব্বকালেই অত্যন্তাভাবের অবৃত্তিত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ অত্যন্তাভাব থাকিতে পারিবে না। কেননা, কোনো বস্তুর যখন ধ্বংস হয় তখন সেই ধ্বংস তো কালেই থাকিবে, প্রাগ-

অভাবও কালে থাকে, এবং সেই বস্তুর অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীরূপে সেই বস্তু নিজেও কালে থাকে। সুতরাং কোনো কালে প্রতিযোগী, কোনো কালে ধ্বংসাভাব, এবং কোনো কালে প্রাগভাব থাকিবেই, ফলে অত্যন্তাভাব থাকিবে কোথায়? যে কালই ধরা হউক না কেন, হয় প্রতিযোগী, অথবা ধ্বংসাভাব, অথবা প্রাগভাব কোনো না কোনো কালে থাকিয়া যাইবে; অত্যন্তাভাবের সহিত এই তিনটিরই বিরোধিতা থাকিলে অত্যন্তাভাব কোনো কালেই থাকিতে পারে না। এইরূপে কোনো অত্যন্তাভাবই কোনো কালে থাকিবে না; কিন্তু তাহা তো আর হইতে পারে না, কারণ অত্যন্তাভাবের লক্ষণ হইল: 'সদাতনসংসর্গাভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ'; সদাতন অর্থাৎ সর্ব্বকালবৃত্তি যে অভাব তাহাই অত্যন্তাভাব, অতএব অত্যন্তাভাব কোনো কালেই না থাকিলে থাকিবে কোথায়? সুতরাং কালে ধ্বংসাভাব থাকিলে সেই কালে অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে; কালে ধ্বংসরূপ প্রতিযোগী অত্যন্তাভাব থাকার বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহা হইলে "যদা গোত্বং তদা গোঃ" স্থলে অতিব্যাপ্তি আর হয় না। কারণ, মহাপ্রলয়ে গোধ্বংস থাকিলেও তৎকালে গবাত্যন্তাভাব থাকার কোনো বাধা হয় না। মহাপ্রলয়ে গবাত্যন্তাভাব (বা হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব) থাকিলেই সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে 'গোত্ব' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে 'গোত্ব', ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় এই অসদ্ধেতু-স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং সেইজন্য অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

জাগদীশী—নন্বু প্রতিযোগিমত ইবেত্যসিদ্ধং তত্রাপি অত্যন্তাভাবানভ্যুপগমাৎ অত আহ অন্যথেতি। অত্যন্তাভাবস্যেতি গোত্বাদিনা গবাত্যন্তাভাবস্যেত্যর্থঃ, তেন গগনাত্যন্তাভাবস্য গোবিশিষ্টগোত্বাভাবস্য চ প্রলয়বৃত্তিত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। তত্র অত্যন্তাভাবস্য দৈশিকবিশেষণতয়া কালমাত্রাবৃত্তিত্বং প্রাচৈরিষ্টমেব সদাতনত্বব্যবহারস্য কালিকবিশেষণতয়া এব সত্ত্বাদিতি তু বিভাবনীয়ম্। নন্বু প্রতি-

যোগিবিশিষ্টেঽপি কালে তদত্যন্তাভাবসত্ত্বে গবাবচ্ছেদেন ইদানীং গোত্বং নাস্তিত্যাপি প্রতীতঃ স্যাৎ, অত আহ ইয়াংস্তু ইতি।

অনুবাদ: যদি বলা যায়, "প্রতিযোগিমত ইব" ইত্যাদি অসিদ্ধ, (কারণ) তথায়ও (অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালেও) অত্যন্তাভাবের অভ্যাগম হয় না বলিয়া, সেইজন্য বলা হইল "অন্যথা" ইত্যাদি। 'অত্যন্তাভাবস্য' ইত্যাদি (হইল) গোত্বাদিবিশিষ্ট 'গবাত্যন্তাভাবস্য', ইহাই অর্থ; তাহাতে গগনাদি অভাবের এবং গোবিশিষ্ট গোত্বাভাবের প্রলয়বৃত্তিত্ব হইলেও ক্ষতি হয় না। তাহাতে দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে অত্যন্তাভাবের কালমাত্রে অবৃত্তিত্ব প্রাচীনগণের ইষ্টই, কিন্তু, সদাতনত্বব্যবহারের কালিকবিশেষণতা-সম্বন্ধের দ্বারাই সম্ভব হয় বলিয়া ইহা চিন্তনীয়। যদি বলা যায়—প্রতি-যোগিবিশিষ্ট হইলেও কালে তদত্যন্তাভাব থাকে, (তাহা হইলে) "ইদানীং গবাবচ্ছেদে গোত্বং নাস্তি"—অর্থাৎ এই কালে গবাবচ্ছেদে গোত্ব নাই—ইত্যাদিরও প্রতীতি হউক; সেইজন্যই বলা হইল, "ইয়াংস্তু" ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা: দীধিতিগ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, প্রতিযোগিমান্ কালে যেরূপ অত্যন্তাভাব থাকে, সেইরূপ ধ্বংস ও প্রাগভাববান্ কালেও অত্যন্তাভাব থাকে। কিন্তু, প্রাচীনমতে ইহা অসিদ্ধ; কারণ প্রাচীনেরা প্রতিযোগিমান্ কালেও অত্যন্তাভাব স্বীকার করেন না। প্রাচীনমতে অত্যন্তাভাব ত্রিতয়-প্রতিযোগিক হওয়ায় প্রাগভাব, ধ্বংস এবং প্রতিযোগী এই তিনটির অধিকরণ কালে অত্যন্তাভাব থাকে না। এই আশঙ্কায় "অন্যথা" ইত্যাদি বলা হইল। অর্থাৎ, অত্যন্তাভাব কথার অর্থ হইল গোত্বাদিবিশিষ্ট গবাত্যন্তাভাব, ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘটাত্যন্তাভাব ইত্যাদি; এইরূপ অর্থেই অত্যন্তাভাবকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপ না হইলে প্রলয়ে বা প্রলয়কালে গগনের অত্যন্তাভাব থাকিতে বাধা হয় না। গগন কোথাও কখনও থাকে না, সুতরাং, কালে বা প্রলয়কালেও থাকে না; কিন্তু অত্যন্তাভাবের কালমাত্রাবৃত্তিত্ব (কালমাত্রে অবৃত্তিত্ব – কালমাত্রাবৃত্তিত্ব) বলা হইলে, অর্থাৎ কোনো অত্যন্তা-ভাবই কালে থাকিতে পারে না এরূপ বলা হইলে প্রলয়কালে গগনাত্যন্তাভাব থাকারও বাধা হইয়া যায়। কিন্তু কোনো বস্তুর অত্যন্তাভাব বলিতে তৎতৎ ধর্মাবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাব বলিলে গগনাত্যন্তাভাব অর্থাৎ গগনত্ববিশিষ্ট

গগনাত্যন্তাভাব থাকিতে কোনো বাধা হয় না; সুতরাং প্রলয়কালেও গগনাত্যন্তাভাব থাকে, ইহাতে কোনো ক্ষতি হয় না। অপরদিকে, গোত্ব-বিশিষ্ট গবাত্যন্তাভাব, ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটাত্যন্তাভাব প্রভৃতি অত্যন্তাভাব কালে থাকে এবং প্রলয়কালেও থাকে, ফলে এতাদৃশ অভাবের প্রতিযোগীও কালে থাকে; অর্থাৎ এতাদৃশ অভাবীয় প্রতিযোগিমৎ কালে উক্তরূপ অভাবও থাকে। এইরূপ না হইলে কালে কোনো অভাবই রাখা যাইবে না, এবং ফলতঃ অত্যন্তাভাবের কালমাত্রাবৃত্তিত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কারণ, প্রতিযোগিমৎ কাল, ধ্বংসাধিকরণ কাল বা প্রাগভাবাধিকরণ কাল ব্যতীত আর কোনো কাল পাওয়া যায় না যাহাতে অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে; বস্তুতঃপক্ষে এমন কোনো কাল নাই যাহাতে প্রতিযোগী থাকে না, বা ধ্বংস থাকে না বা প্রাগভাব থাকে না; সেই জন্যই দীধিতিকার বলিলেন—"কালমাত্রাবৃত্তিত্বপ্রসঙ্গাৎ" ইত্যাদি। এই অত্যন্তাভাবটি তত্তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন বা তত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ধরিতে হইবে, সামান্যতঃ অভাব নহে, ইহাই জগদীশগ্রন্থের অভিপ্রায়। প্রাচীনদের নিকট এই আপত্তি ইষ্টাপত্তি, অর্থাৎ কালমাত্রে স্বরূপসম্বন্ধে অত্যন্তাভাবের অবৃত্তিত্ব প্রসঙ্গ আসিলেও ক্ষতি নাই। স্বরূপসম্বন্ধে কালে অত্যন্তাভাবের বৃত্তিত্বাভাব বা অবৃত্তিত্ব থাকিলেও কালিকসম্বন্ধে অত্যন্তাভাব কালে অবশ্যই থাকিবে। কালিকসম্বন্ধে সব কিছুই কাল এবং জন্য পদার্থে থাকে, সুতরাং কালিক-সম্বন্ধে অত্যন্তাভাবও কালে থাকিবে; তাহা হইলে অত্যন্তাভাবের কাল-মাত্রাবৃত্তিত্ব প্রসঙ্গ আর কখনই আসিবে না, এবং তাহাতে সনাতনত্ব অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের সর্ব্বকালবৃত্তিত্ব এই ব্যবহারও ঠিক থাকিবে। ইহা প্রাচীনদের অভিমত; প্রাচীনেরা এইরূপ বলিলে তাহা চিন্তার কারণ হইবে, কেননা, দীধিতিকারের কালমাত্রাবৃত্তিত্ব প্রসঙ্গ তাহা হইলে অমূলক হইয়া যাইবে। কিন্তু, দীধিতিকারের ঐরূপ আশঙ্কা সহজে অস্বীকার করাও যায় না, কারণ, রঘুনাথ সবিশেষ চিন্তা না করিয়া ঐরূপ আশঙ্কা করেন নাই। তথাপি দীধিতিগ্রন্থ অবলম্বনে প্রাচীনদের এইরূপ ইষ্টাপত্তির উত্তর আপাততঃ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না বলিয়াই জগদীশ "বিভাবনীয়ম্" কথাটি বলিলেন, অর্থাৎ প্রাচীনদের ঐরূপ আপত্তি বিশেষরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন।

পুনরায় আর একটি আপত্তি করা যায়। বলা হইয়াছে যে, প্রতি-যোগিমান্ কালে অর্থাৎ প্রতিযোগিবিশিষ্ট কালে অত্যন্তাভাব থাকায়

কোনো বাধা নাই। তাহা হইলে, 'ইদানীং' অর্থাৎ এই কালে বা এই ক্ষণে গবাবচ্ছেদে 'গোত্বং নাস্তি' এই অভাবের প্রতীতি হউক। গোত্বাভাবের প্রতিযোগী হইল 'গোত্ব', এই 'গোত্ব' ইদানীং অর্থাৎ এই কালে কোনো বিশেষ 'গো'তে বা গবাবচ্ছেদে আছে; অর্থাৎ এই কাল বা 'ইদানীং' হইল গোত্ববান্ অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্। প্রতিযোগিমান্ কালে অত্যন্তাভাব থাকিলে এই কালে 'গোত্ব'রূপ প্রতিযোগী আছে, সুতরাং এই কালে গবাবচ্ছেদে গোত্বাভাবও থাকুক। কিন্তু তাহা তো আর হইতে পারে না; এই কালে 'গো'তে গোত্বাভাব কিরূপে থাকিবে? ইহা অসম্ভব, অর্থাৎ ইদানীং গবাবচ্ছেদে গোত্বাভাব একান্তই অসম্ভব এবং অনুভব বিরুদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কার জন্যই বা এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়াই "ইয়াংস্ত' ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

দীধিতি—ইয়াংস্তু বিশেষো যদেকস্য দেশভেদাবচ্ছিন্নং তথাত্বমপরস্য তু স্বরূপাবচ্ছিন্নমিতি দেশে কালস্যেব কালেঽপি দেশস্যাবচ্ছেদকত্বাৎ, তচ্ছূন্যে চ কালে তদভাবস্য প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বাৎ।

অনুবাদ: ইহাতে বিশেষ (হইল), দেশে কালের ন্যায় কালেও দেশের অবচ্ছেদকত্ব থাকায় একের (প্রতিযোগিমান্ কালের) দেশভেদাবচ্ছিন্ন তথাত্ব (অত্যন্তাভাববত্ব) (হয়), কিন্তু, অপরের (ধ্বংসাদিমান্ কালের) স্বরূপাবচ্ছিন্ন (তথাত্ব হয়), ইত্যাদি; এবং তচ্ছূন্য কালে তদভাবের প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব হয় বলিয়া (ঐরূপ হয়)।

ব্যাখ্যা: "ইদানীং গবাবচ্ছেদে গোত্বং নাস্তি" এই অভাবের প্রতীতি হয় না; অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালে অত্যন্তাভাব থাকিলেও ঐরূপ প্রতীতি হয় না। কারণ, এস্থলে বিশেষ নিয়ম আছে। দেশে যে অভাব থাকে তাহা যেমন কালকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালে যে অভাব থাকে তাহাও দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে; অর্থাৎ দেশে যে অত্যন্তাভাব থাকে তাহা কালকে, এবং কালে যে অত্যন্তাভাব থাকে তাহা দেশকে অবচ্ছেদ

করিয়া থাকে। যথা, গোষ্ঠে (অর্থাৎ দেশে) যে গবাত্যন্তাভাব থাকে তাহা মধ্যাহ্নে (অর্থাৎ কালে) থাকে, অর্থাৎ গোষ্ঠে গবাত্যন্তাভাব মধ্যাহ্নকালকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে রাত্রিতে (বা কালে) যে গবাত্যন্তাভাব তাহা প্রান্তরাদি দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে। এইরূপ হইলে আর 'ইদানীং' অর্থাৎ এই কালে গবাবচ্ছেদে গোত্বাভাব আছে বলা যায় না, কারণ, এই কালে অত্যন্তাভাব অর্থাৎ গোত্বাভাব কল্পনা করিলে ঐ অভাবের প্রতিযোগী 'গোত্ব' দেশে অর্থাৎ 'গো'তে থাকিবে, সুতরাং ইদানীং গবাবচ্ছেদে গোত্বাভাব চিন্তা করা যায় না। সেইজন্যই বলা হইল—"একস্তু দেশভেদাবচ্ছিন্নং তথাত্বং"—অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালের, অর্থাৎ যে কালে প্রতিযোগী থাকে সেই কালের দেশভেদ অর্থাৎ প্রতিযোগ্যনাধার দেশ বা যে দেশে প্রতিযোগী নাই সেই দেশ তদবচ্ছিন্ন তথাত্ব অর্থাৎ অত্যন্তাভাববত্ত্ব—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। বলা হইয়াছে যে, প্রতিযোগিমান্ কালে অত্যন্তাভাব থাকে, তাহা উক্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ; অর্থাৎ যে কালে প্রতিযোগী আছে সেই কালে অত্যন্তাভাববত্ত্ব বলিলে, অর্থাৎ সেই কালে অত্যন্তাভাব আছে বলিলে, ঐ অভাব প্রতিযোগ্যনাধার দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে। ধ্বংসাভাবের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বিশেষ নিয়ম নাই। প্রাচীনমতে ধ্বংসও অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, এই প্রতিযোগিমান্ কালে বা ধ্বংসবান্ কালে অত্যন্তাভাব চিন্তার কোনো বিশেষ নিয়ম নাই। ঘটধ্বংসবান্ কালে তৎপ্রতিযোগিক, অর্থাৎ ঘট প্রতিযোগিক অত্যন্তাভাব স্বরূপসম্বন্ধেই থাকিতে পারে। অর্থাৎ, এই কালে ঘটধ্বংস বা গোধ্বংস আছে বলিলে এই কালে ঘটাত্যন্তাভাবও আছে বা গবাত্যন্তাভাবও আছে বলা যায়। ইহাতে কোনো ক্ষতি নাই।

এস্থলে আপত্তি করা যায় যে, "যদা গোত্বং তদা গোঃ" স্থলটি হইল অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল ; অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ ব্যাপ্তির লক্ষণে দিতে হইবে। 'যদা' অর্থে কালকে ধরা হইয়াছে ; প্রলয়কালে গবাত্যন্তাভাব অবশ্যই থাকে, কিন্তু সৃষ্টিকালে গবাত্যন্তাভাব থাকে না, সৃষ্টিকালে গবাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ 'গো' থাকিয়া যায়। 'যদা' অর্থাৎ কাল যদি হেত্বধিকরণ হয়, তাহা হইলে, সৃষ্টিকালে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে গবাত্যন্তাভাব না থাকায় বা তৎপ্রতিযোগী 'গো' থাকায় আর ঐ অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইল না। এইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন

"তচ্ছূন্যে চ কালে" ইত্যাদি ; অর্থাৎ প্রতিযোগিশূন্য যে প্রলয়কাল তাহাতে গবাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে।

জাগদীশী—একস্য প্রতিযোগিমতঃ কালস্য, দেশভেদঃ প্রতিযোগ্যনাধারদেশঃ, তথাত্বম্ অত্যন্তাভাববত্ত্বম্, অপরস্য ইতি ধ্বংসাদিমতঃ কালস্য, ইত্যর্থঃ। স্বরূপাবচ্ছিন্নমিতি, যস্য যদ্রূপম্ অধিকরণতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নং, তথা চ নিরবচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ। তথাত্বমিতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ। নন্নু ইদানীম্ অশ্বে ন গোত্বম্ ইত্যাদিপ্রতীতেঃ কালবৃত্তিতয়া অশ্ববৃত্তিতয়া চ গোত্বাভাবাবগাহিতয়া এব উপপত্তৌ দেশস্য কালবৃত্তিত্বাবচ্ছেদকে মানম্, অন্যথা গৃহে নেদানীং গৌঃ ইত্যাদি প্রত্যয়বশাৎ গৃহাদিদেশস্য গবাত্যন্তাভাববত্ত্বায়ামপি কালো নাহবচ্ছেদকঃ স্যাৎ। অত্রাপি গবাভাবে গৃহবৃত্তিত্বকালবৃত্তিত্বোভয়াবগাহিতায়াঃ সুবচত্বাৎ ইতি ভাবঃ। নন্নু এবম্ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিতস্য অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয়লক্ষণস্য কালো গোমান্ গোত্বাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ গবাভাবস্য সৃষ্টিকালে প্রতিযোগিসমানাধিকরণতয়া লক্ষণাঘটকত্বাৎ, অত আহ তচ্ছূন্য ইতি। গবাদিশূন্যে চ ইত্যর্থঃ। তথা চ যৎকিঞ্চিদ্ধেত্বধিকরণাবচ্ছেদেন প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যং যৎ অগ্রে বাচ্যম্ তস্য গবাত্যন্তাভাবেঽপি সত্ত্বাৎ ন তত্র অপি লক্ষণাতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ।

অনুবাদ : 'একস্য' (হইল) প্রতিযোগিমতঃ কালস্য অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালের ; 'দেশভেদঃ' (হইল) প্রতিযোগ্যনাধারদেশ, 'তথাত্বম্' (হইল) অত্যন্তাভাববত্ত্ব ; 'অপরস্য' (হইল) ধ্বংসাদিমতঃ কালস্য অর্থাৎ ধ্বংসাদিমান্ কালের ; ইহাই অর্থ। স্বরূপাবচ্ছিন্ন ইত্যাদি (হইল) যাহার যেরূপ অধিকরণতাবচ্ছেদক তদবচ্ছিন্ন, সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন, ইহাই অর্থ। 'তথাত্বম্' ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে। যদি বলা যায়, "ইদানীং

অশ্বে ন গোত্বং" ইত্যাদি প্রতীতিতে কালবৃত্তিতার এবং অশ্ববৃত্তিতার দ্বারা গোত্বাভাবাবগাহিতারই উপপত্তি হওয়ায় দেশের কালবৃত্তিতাবচ্ছেদকত্বের প্রমাণাভাব (হয়), সেইজন্য বলা হইল "দেশে" ইত্যাদি। "ইহ" (শব্দের) অর্থ সাদৃশ্য, এবং তাহা অনুভূয়মানত্বের দ্বারাই হয়, সুতরাং অনুভবই দেশের কালবৃত্তিতাবচ্ছেদকে প্রমাণ ; অন্যথায়, "গৃহে নেদানীং গৌঃ" ইত্যাদি প্রত্যয় বশতঃ গৃহাদি দেশের গবাত্যন্তাভাববত্ত্ব থাকিলেও কালের অবচ্ছেদকত্ব না হউক। এস্থলেও গবাভাবে গৃহবৃত্তিত্বকালবৃত্তিত্ব এতদুভয়াবগাহিতার জন্য ঐরূপ সুন্দরভাবে বলা যায়,—ইহাই ভাব। আরও, যদি বলা যায়, গবাভাবের সৃষ্টিকালে প্রতিযোগিসমানাধিকরণতার দ্বারা লক্ষণাঘটকত্ব বশতঃ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় লক্ষণ "কালো গোমান্ গোত্বাৎ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য বলা হইল "তচ্ছূন্য" ইত্যাদি। এবং 'গবাদিশূন্যে' ইহাই অর্থ। সুতরাং, যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণাবচ্ছেদে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য—যাহা অগ্রে বলা হইবে তাহা গবাত্যন্তাভাবেও থাকার ফলে সেস্থলেও লক্ষণাতিব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা ঃ "যদেকস্য দেশভেদাবচ্ছিন্নং তথাত্বমপরস্য তু স্বরূপাবচ্ছিন্নম্" ইত্যাদিতে 'একস্য' শব্দের অর্থ প্রতিযোগিমান্ কালের ; 'দেশভেদ' কথার অর্থ হইল প্রতিযোগ্যনাধার দেশ, তদ্দেশাবচ্ছিন্ন ; 'তথাত্বম্' হইল অত্যন্তাভাববত্ত্বম্, 'অপরস্য' শব্দের অর্থ হইল ধ্বংসাদিমান্ কালের, 'স্বরূপাবচ্ছিন্ন' হইল যাহার যেরূপ অধিকরণতাবচ্ছেদক তদবচ্ছিন্ন ; অর্থাৎ ধ্বংস বা প্রাগভাব যে কালে থাকে তদধিকরণতাবচ্ছেদকই হইবে তদবচ্ছিন্নাভাব, অর্থাৎ ধ্বংস বা প্রাগভাবের বিশেষ নিয়ম না থাকায় ইহারা নিরবচ্ছিন্ন। এস্থলে বিশেষ নিয়ম হইল প্রতিযোগিমান্ কালের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিমান্ কালে যে অভাব চিন্তা করা হইবে তাহা প্রতিযোগ্যনাধার দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকিবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিমান্ কালে যে অভাব থাকে তাহা প্রতিযোগ্যনাধার দেশাবচ্ছিন্ন হইবে ; যথা, মধ্যাহ্নকালে গবাভাব বলিলে ঐ অভাব তৎপ্রতিযোগী 'গো' এর অনাধার যে দেশ, অর্থাৎ গৃহ, সেই দেশ বা গৃহকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকিবে। মধ্যাহ্নে গবাদি প্রান্তরে থাকে, গৃহে থাকে না। সুতরাং, 'ইদানীং গবাবচ্ছেদে গোত্বাভাব' বলা যায় না, কারণ, 'গৌঃ' 'গোত্ব'রূপ প্রতিযোগীর অনাধার দেশ নহে। 'তথাত্বম্' অর্থাৎ 'অত্যন্তাভাববত্ত্বম্' পদটি পূর্বের সহিত অন্বয় হইবে, অর্থাৎ "যদেকস্য দেশভেদাবচ্ছিন্নং

"তথাত্বম্" এইরূপ হইবে। এস্থলে বলা যায় যে, ঐরূপ হইলে অর্থাৎ কালবৃত্তি অভাব দেশকে—প্রতিযোগ্যনাধার দেশকে—অবচ্ছেদ করিয়া থাকিলে "ইদানীং অশ্বে ন গোত্বং" এই প্রতীতিতে অশ্বে যে গোত্বাভাব তাহা 'ইদানীং' বা এই কালেও থাকে, আবার 'ইদানীং' বা এই কালে যে গোত্বাভাব তাহা অশ্বে বা দেশেও থাকে; অর্থাৎ গোত্বাভাব দেশবৃত্তি এবং কালবৃত্তি এতদুভয়ই, অর্থাৎ দেশ এবং কাল এই উভয়েতেই গোত্বাভাবের বৃত্তিতা আছে। এইরূপ উপপত্তি হওয়ায় দেশের কালবৃত্তিতাবচ্ছেদকত্ব আর থাকে না; অর্থাৎ দেশে যে অভাব আছে তাহা কালকে যে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে তাহা আর বলা যায় না; কেননা, অশ্বে বা দেশে যে গোত্বাভাব তাহা সর্ব্বকালেও থাকে, ইদানীং কালেও থাকে; এইজন্যই বলা হইল 'দেশে' ইত্যাদি। অর্থাৎ দেশে কালের ন্যায় কালেও দেশের অবচ্ছেদকত্ব থাকে। দেশবৃত্তি অভাব কালকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে, এবং কালবৃত্তি অভাব দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে; এই প্রতীতি অনুভবের দ্বারাই হয়, অনুভবই এস্থলে প্রমাণ। দেশের কালবৃত্তিতাবচ্ছেদকত্বে প্রমাণ হইল, অর্থাৎ দেশবৃত্তি অভাব কালকে যে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে তাহার প্রমাণ হইল অনুভব; অনুভবের দ্বারাই ইহা স্থির হয়। অন্যথায় "ইদানীং গৃহে ন গোঃ" ইত্যাদি প্রতীতিতে গৃহাদি দেশে যে গবাত্যন্তাভাব তাহাও কালানবচ্ছেদক হউক; অর্থাৎ এক্ষেত্রে গৃহাদি দেশবৃত্তি যে অভাব তাহা কালকে অবচ্ছেদ করিয়া নাই এরূপ বলা হউক। কেননা, এক্ষেত্রেও গবাভাব 'ইদানীং' বা এই কালেও বৃত্তি হয়, এবং 'গৃহ' এই দেশেও বৃত্তি হয়, অর্থাৎ গবাভাবের দেশবৃত্তিতা এবং কালবৃত্তিতা এই দুইই আছে। সুতরাং, গৃহাদি দেশবৃত্তি এই গবাভাব কালাবচ্ছেদে নাই ইহা উত্তমরূপে বলা হউক না কেন? কিন্তু তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ। অতএব, দেশবৃত্তি অভাব কালাবচ্ছেদে থাকে বা কালকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে, এবং কালবৃত্তি অভাব দেশাবচ্ছেদে থাকে বা দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া থাকে। পুনরায়, "গোমান্ গোত্বাৎ" স্থলটি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, সুতরাং এস্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ ব্যাপ্তির লক্ষণে উপাদেয়, অর্থাৎ এই স্থলটি প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত স্থল। প্রলয়কালে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে বা গোত্বাধিকরণে গবাভাব গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সাধ্যাভাব গ্রহণ করিয়া "গোমান্ গোত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে যে অতিব্যাপ্তি বারণ করা হইয়াছিল তাহা আর হয় না। কারণ, হেতুমন্নিষ্ঠ

যে অভাব ধরা হইবে সেই অভাবকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইতে হইবে। কিন্তু, এস্থলে পক্ষ বা হেত্বধিকরণ হইল কাল, প্রলয়কালও কাল এবং সৃষ্টিকালও কাল ; প্রলয়কালে গবাভাব থাকিলেও সৃষ্টিকালে গবাভাব থাকে না, সৃষ্টিকালে গো থাকে। 'গো' হইল গবাভাবের প্রতিযোগী, প্রলয়কালে গবাভাব থাকিলে সৃষ্টিকালে তৎপ্রতিযোগী থাকিয়া যায় ; ফলে প্রলয়কালবৃত্তি যে গবাভাব অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ যে গবাভাব তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইল না, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইয়া গেল ; কারণ, কালের অর্থাৎ হেত্বধিকরণের একাংশে (প্রলয়কালে) গবাভাব থাকে, এবং অপরাংশে (সৃষ্টিকালে) গবাভাবের প্রতিযোগী 'গো' থাকে। ইহাতে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ গবাভাব আর ধরা যায় না, এবং এইরূপে হেত্বধিকরণে গবাভাব বা সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এই আশঙ্কাতেই বলা হইল "তচ্ছূন্য" ইত্যাদি। "তচ্ছূন্যে' কথার অর্থ হইল 'গবাদিশূন্যে'। অর্থাৎ গবাদিশূন্য যে কাল অর্থাৎ প্রলয়কাল সেই কালেতেই অর্থাৎ প্রলয়কালেতেই তদভাবের বা গবাভাবের প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব থাকে ; অর্থাৎ সৃষ্টিকালকে হেত্বধিকরণ না ধরিয়া শুধুমাত্র গবাদিশূন্য বা তচ্ছূন্য কালকে বা প্রলয়কালকে হেত্বধিকরণ ধরিলেই সেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ যে গবাভাব তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে। যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণাবচ্ছেদে অর্থাৎ হেত্বধিকরণের যদ্দেশাবচ্ছেদে অভাব ধরা হইবে তদ্দেশে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য থাকিলেই চলিবে—এ বিষয়ে পরে বলা হইবে। এইরূপ হইলে প্রলয়কালে অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণাবচ্ছেদে 'গো' না থাকায় তদ্দেশাবচ্ছেদে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য থাকে, অর্থাৎ প্রলয়াবচ্ছেদে গবাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় ; এবং এইভাবে যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে গবাভাব বা সাধ্যাভাব থাকায় এস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না।

দীধিতি—ন চ সংসর্গাভাববিশেষোঽত্যন্তাভাবঃ সংসর্গাভাবত্বক সংসর্গারোপজন্যপ্রতীতিবিষয়াভাবত্বরূপং জন্যতাঘটকনিয়মঘটিতমিতি বাচ্যম্। তদ্বদন্যাবৃত্তিত্বরূপনিয়মস্য তত্র ঘটকত্বাৎ, এবং

নিয়মান্তরস্যাত্র প্রবেশেঽপি ন ক্ষতিরিত্যাহুঃ। বক্ষ্যতে চ নিয়মা-ঘটিতমেব সংসর্গাভাবাদিলক্ষণম্। অনুপদমেব চ বিবেচয়িষ্যতে সংসর্গাভাবত্বপ্রবেশে প্রয়োজনবিরহোঽব্যাপ্তিশ্চ।

অনুবাদ ঃ অত্যন্তাভাব সংসর্গাভাববিশেষ, এবং সংসর্গাভাব সংসর্গারোপজন্য প্রতীতিবিষয় অভাবস্বরূপ (হওয়ায়) জন্যতাঘটক নিয়মঘটিত (হয়)—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) তদ্বদন্যাবৃত্তিত্বরূপ নিয়মের তথায় ঘটকত্ব থাকে বলিয়া; এবং এস্থলে নিয়মান্তর প্রবেশেও ক্ষতি হয় না, ইত্যাদি বলা হয়। এবং নিয়মাঘটিতই সংসর্গাভাবাদির লক্ষণ ইহা বলা হইবে। এবং পশ্চাৎ বিবেচনা করা হইবে যে, সংসর্গাভাবত্ব প্রবেশে প্রয়োজনবিরহ এবং অব্যাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা ঃ ব্যাপ্তির লক্ষণে যে "…. যৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব…" ইত্যাদির মধ্যে 'অত্যন্তাভাব' শব্দটি আছে সেই অত্যন্তাভাব পদার্থটি কি ? প্রকৃতপক্ষে অত্যন্তাভাব হইল এক প্রকার সংসর্গাভাব, ইহা সংসর্গাভাব-বিশেষ। কারণ, সংসর্গাভাব হইল তিন প্রকার, অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাব; সুতরাং অত্যন্তাভাব একপ্রকার সংসর্গাভাব ব্যতীত কিছুই নয়। কিন্তু সংসর্গাভাব পদার্থটি কি ? সংসর্গাভাব হইল "সংসর্গা-রোপজন্য প্রতীতিবিষয়ক যে অভাব", অর্থাৎ সংসর্গের আরোপের ফলে প্রতীতিবিষয়ক অভাবত্ব হইল সংসর্গাভাবত্ব। "অত্র যদি স্যাৎ তদা উপলভ্যেত", অর্থাৎ এস্থলে কোনো পদার্থ থাকিলে তাহা উপলব্ধ হইত বা জানা যাইত – এইরূপ প্রতীতির ফলে উক্ত পদার্থের যে সংসর্গের অভাব বোধ তাহাই সংসর্গাভাব। এস্থলে ঘট-সংসর্গ থাকিলে ঘট-প্রতীতি হইত, ঘট না থাকাতে ঘট-প্রতীতি বিষয়ের যে অভাব তাহাই সংসর্গাভাব। সুতরাং অত্র যদি স্যাৎ ইত্যাদি প্রকার সংসর্গারোপজন্য যে প্রতীতি হয় তদ্বিষয়ক অভাবই হইল সংসর্গাভাব, তাহা হইলে এই সংসর্গাভাবের ক্ষেত্রে এই সংসর্গারোপ হইতে একটি উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় তাহা জন্য-পদার্থ; জন্যতা বা জন্যত্ব হইল 'স্বনিষ্ঠান্যথাসিদ্ধ্যনিরূপকত্বে সতি স্ব(কারণ)ব্যাপ্যত্বং জন্যত্বং', অর্থাৎ কার্য্যনিষ্ঠ অন্যথাসিদ্ধির অনিরূপকত্ব এবং কারণব্যাপ্যত্বই হইল জন্যত্ব। সেই জন্যত্ব বা জন্যতার ঘটক হইবে ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যত্ব; অতএব জন্যতার ঘটক হইল ব্যাপ্তি, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-নিয়মই হইল জন্যতা, এবং

জন্যতা-ঘটক হইল নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি। তাহা হইলে, ব্যাপ্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসিল ব্যাপ্তিস্থিত অত্যন্তাভাব, ব্যাপ্তিতে যে অত্যন্তাভাব আছে সেই অত্যন্তাভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসিল সংসর্গাভাব, সংসর্গাভাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসিল সংসর্গারোপ, এবং সংসর্গারোপের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে জন্যতা আসিল সেই জন্যতার ঘটকরূপে পুনরায় আসিল ব্যাপ্তি ; ইহাতে দোষ হয়, এই দোষের নাম 'চক্রক-দোষ'। কোনো বিষয় ব্যাখ্যার জন্য যদি সেই বিষয়েরই আশ্রয় লওয়া যায় তাহা হইলে যে দোষ হয় তাহাকে বলে আত্মাশ্রয় দোষ ; যে বিষয়ের আলোচনা তাহাকে 'স্ব' ধরিলে স্বগ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ ('গ্রহ' শব্দের অর্থ হইল জ্ঞান) হইল আত্মাশ্রয় দোষ, অর্থাৎ যে বিষয়ের আলোচনা তাহার জ্ঞানের প্রসঙ্গ তাহারই উপর নির্ভরশীল। যদি স্বগ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ হয়, অর্থাৎ যে বিষয়ের আলোচনা তাহার জ্ঞান অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল হইয়া সেই অন্য পদার্থটি যদি আবার সেই আলোচ্য পদার্থটির উপর নির্ভর করে তাহা হইলে যে দোষ হয় তাহাকে বলা হয় অন্যোন্যাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয় দোষ। আর যদি স্বগ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ বা ততোধিক গ্রহ সাপেক্ষ গ্রহ হয় তাহা হইলে চক্রক-দোষ হয়। এস্থলে এই চক্রক-দোষ ঘটিয়াছে। কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তির আলোচনা প্রসঙ্গে আসিয়াছে ব্যাপ্তির লক্ষণে যে অত্যন্তাভাব আছে সেই অত্যন্তাভাব প্রসঙ্গ, অত্যন্তাভাব প্রসঙ্গে আসিয়াছে সংসর্গাভাব, সংসর্গারোপজন্য প্রতীতি বা জ্ঞান বিষয় যে অভাব তাহাই সংসর্গাভাব, এই সংসর্গারোপ প্রসঙ্গে পুনরায় ব্যাপ্তির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল, কারণ জন্যত্বই হইল ব্যাপ্তি, এইরূপে ব্যাপ্তির আলোচনা প্রসঙ্গে চক্রক দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু, দীধিতিকার বলিতেছেন যে এইরূপ আপত্তি বা দোষ উত্থাপন করা যায় না। কারণ, ঐরূপ আপত্তির প্রসঙ্গ আসিলে বলা হইবে ব্যাপ্তি জন্যতা-ঘটক হইলেও উহা সিদ্ধান্তলক্ষণীয় ব্যাপ্তি নহে, এই ব্যাপ্তি ভিন্ন, এই ব্যাপ্তি হইল "তদ্বদন্যাবৃত্তিত্ব"রূপ ব্যাপ্তি ; অর্থাৎ ব্যাপ্তির ভিন্ন লক্ষণ স্বীকার করা হইবে, "তদ্বদন্যাবৃত্তিত্ব" অর্থাৎ "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব" হইল ব্যাপ্তি—এইরূপ বলা হইবে। তাহা হইলে, অর্থাৎ ব্যাপ্তির জন্যতা-ঘটকত্ব স্বীকার করিলেও "সংসর্গারোপজন্য" জন্য পদার্থ বলিয়া আর সিদ্ধান্তলক্ষণীয় ব্যাপ্তি নির্ভর হইবে না, এবং চক্রক-দোষও আর হইবে না। পুনরায়, এস্থলে নিয়মান্তর প্রবেশের দ্বারাও উক্ত চক্রক-দোষ নিবারিত হইতে পারে,

এবং তাহাতে কোনো ক্ষতি হয় না। নিয়মান্তর হইল ব্যাপ্তির নিয়মান্তর বা ব্যাপ্তির ভিন্ন নিয়ম। ব্যাপ্তির জন্যতা-ঘটক নিয়ম স্বীকার করিয়া "তদ্বদন্যাবৃত্তিত্ব" নিয়ম স্বীকার করিলে উক্ত দোষ নিবারিত হয়; আবার, "তদ্বদন্যাবৃত্তিত্ব" নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়ম, অর্থাৎ "সাধ্যসম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপবত্তাদিস্বরূপ" নিয়ম অনুসরণ করিলেও উক্ত দোষ হয় না, কেননা, জন্যতাঘটক নিয়ম অস্বীকার করিলেই উক্ত দোষ নিবারিত হইবে; সংসর্গারোপ জন্য-পদার্থ হওয়ায় সেই জন্যতার ঘটকত্ব নির্দ্ধারণের জন্যই ব্যাপ্তির আশ্রয় লওয়ায় চক্রক দোষ হইয়াছিল; ব্যাপ্তির "সাধ্যসম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপবত্তাদিস্বরূপ" নিয়ম স্বীকার করিলে আর ঐরূপ করিতে হয় না, ফলে চক্রক-দোষও ঘটে না। আরও, সংসর্গাভাবকে যে জন্যতা-ঘটক প্রভৃতি নিয়মঘটিত হইতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই; সংসর্গাভাব নিয়মাঘটিতও হইতে পারে, অর্থাৎ সংসর্গাভাব জন্যতা-ঘটক প্রভৃতি নিয়ম ঘটিত নহে এরূপও হইতে পারে; পরে তাহাই বলা হইবে। ভেদভিন্নাভাবত্বই হইল সংসর্গাভাবত্ব; এবং সংসর্গাভাবের এই ভেদভিন্নাভাবত্বরূপ লক্ষণ নিয়মাঘটিত লক্ষণ, পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। এইরূপে সংসর্গাভাবের ভেদভিন্নাভাবত্ব লক্ষণ স্বীকার করিলে আর চক্রকাদি দোষের প্রসঙ্গ আসে না। পরে আরও বিবেচনা করা হইবে যে, ব্যাপ্তির লক্ষণে যে 'অত্যন্তাভাব' শব্দটি আছে, অর্থাৎ অত্যন্তাভাব একপ্রকার সংসর্গাভাব বলিয়া ব্যাপ্তির লক্ষণে 'অত্যন্তা-ভাব' শব্দের দ্বারা যে সংসর্গাভাবত্বের নিবেশ করা হইয়াছে তাহা নিষ্প্র-য়োজন। অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে শুধুমাত্র 'অভাব' শব্দটি থাকাই যথেষ্ট, 'অত্যন্তাভাব' উল্লেখের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ লক্ষণে "যৎসমানাধিকরণা-ত্যন্তাভাব" না বলিয়া "যৎসমানাধিকরণাভাব" বলিলেই যথেষ্ট। পরে বলা হইবে যে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল হইল প্রতিযোগিব্যধিকরণ স্থল। উদাহরণস্বরূপ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অব্যাপ্যবৃত্তিস্থলে হেত্বধিকণে বহ্নির ভেদ (অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে 'অত্যন্তাভাব' উল্লেখ না করিয়া শুধুমাত্র 'অভাব' বলিলে অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ ধরা যায় বলিয়া) ধরা যায়; এই ভেদের বা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হইল বহ্নি; হেত্বধিকরণে বহ্নি অর্থাৎ ঐ অভাবের প্রতিযোগী আছে, তাহা হইলে হেতুযন্নিষ্ঠ ঐ অন্যোন্যাভাব প্রতি-যোগিসমানাধিকরণ অভাব হইল, প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল না।

কিন্তু, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটিকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইতে হইবে, প্রতি-যোগিসমানাধিকরণ অভাব হইলে চলিবে না। সুতরাং হেত্বধিকরণে প্রতি-যোগিব্যধিকরণ অভাব ধরিতে হইলে অন্যোন্যাভাব বা ভেদ ধরিলে চলিবে না, অত্যন্তাভাব ধরিতেই হইবে ; অতএব, প্রতিযোগিব্যধিকরণ বিশেষণের দ্বারাই অব্যাপ্তি বারণ হয়, পৃথকভাবে 'অত্যন্তাভাব' উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই, শুধুমাত্র 'অভাব' উল্লেখই যথেষ্ট। আবার, লক্ষণে 'যৎসমানাধিকরণা-ভাব' বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই প্রসিদ্ধ স্থলে হেতুসমানাধিকরণ যে কোনো অভাব অর্থে অন্যোন্যাভাব ধরা যায় বলিয়া সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী বহ্নি হেত্বধিকরণে থাকায় প্রসিদ্ধ স্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অভাব বশতঃ অব্যাপ্তি হয়, এই আশঙ্কাও করা যায় না। কারণ, প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য স্থলে প্রতিযোগীকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। সুতরাং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রতিযোগীকেও সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। কিন্তু, হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবকে অন্যোন্যাভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগী তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকিবে, কারণ, ভেদ বা অন্যোন্যাভাব হইল তাদাত্ম্য প্রতি-যোগিক অভাব। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগী ধরিয়া সেই প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য গ্রহণ করিতে হইলে আর অন্যোন্যাভাব হেত্বধিকরণে ধরা যাইবে না, কারণ, বহ্নির সংযোগসম্বন্ধে অনধিকরণ পর্ব্বতাদি হয় না; এবং হেত্বধিকরণে অন্যোন্যাভাব না ধরিয়া অত্যন্তাভাব ধরিলে সেই অত্যন্তা-ভাবের প্রতিযোগী বহ্নি হইবে না, 'কারণ', বহ্নি হেত্বধিকরণে থাকার ফলে বহ্নি ব্যতীত অন্য পদার্থের অভাব হেত্বধিকরণে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ হইলে সেই অভাব বা অত্যন্তাভাব তৎপ্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইবে না, অথচ হেতুসমানাধিকরণ হইবে, এবং সেই অভাবীয় প্রতিযোগী সাধ্যতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধবিশিষ্ট হইবে। এইভাবে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রসিদ্ধি হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। অপরদিকে, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে বা ব্যাপ্তিতে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' বিশেষণ উপাদেয় নয়। এইরূপ ব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যকস্থলে সাধ্য হেত্বধিকরণে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে ; যথা, "গৌঃ সাম্না-বত্বাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 'গো' সাধ্য সাম্নাদিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ এরূপ স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য। সাধ্যতাব-

চ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব যেহেতু হেত্বধিকরণে ধরিতে হইবে, সেজন্য এস্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব হেত্বধিকরণে ধরিতে হইবে। কিন্তু, "গৌঃ সাস্নাদিমত্ত্বাৎ" প্রভৃতিরূপ ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক-স্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ সাস্নাবত্ত্বাদিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাব-ত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়; কারণ, অত্যন্তাভাব কখনও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিক হয় না, এবং এইজন্য সাধ্যতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্য সম্বন্ধে অত্যন্তাভাব-ত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্বের উল্লেখ না থাকিলে এই প্রকার ব্যাপ্যবৃত্তিস্থলে অত্যন্তাভাব গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্বের প্রবেশের জন্যই এই প্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা। তাই দীধিতিকার বলিলেন —"সংসর্গাভাবত্বপ্রবেশে প্রয়োজনবিরহোঽব্যাপ্তিশ্চ"—অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্বের প্রবেশ হইলে অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে বা ব্যাপ্তিতে সংসর্গাভাবত্বের প্রবেশ অনর্থক; শুধুমাত্র অভাবত্বের প্রবেশের দ্বারাই লক্ষণ সমন্বয় হয়।

জাগদীশী—ন চ বাচ্যমিত্যন্বয়ঃ, সংসর্গাভাববিশেষ ইতি, সদাতন-সংর্গাভাব ইত্যর্থঃ। সংসর্গেতি স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংসর্গেণ যঃ প্রতিযোগ্যারোপঃ তজ্জন্যপ্রতীতিবিষয়ো যো অভাবঃ তত্ত্বমিত্যর্থঃ। সংসর্গস্তু তাদাত্ম্যভিন্নো গ্রাহ্যঃ তেন ভেদব্যুদাসঃ। প্রাগভাবধ্বং-সয়োরপি উত্তরকালপূর্ব্বকালৌ এব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধৌ ইতি তাভ্যামেব সম্বন্ধাভ্যাং প্রতিযোগ্যারোপঃ প্রাগভাবধ্বংসয়োঃ প্রত্যক্ষে হেতুরতস্তয়োঃ নাব্যাপ্তিরিতি প্রাচামাশয়ঃ। ঘটিতমিতি, তথাচ চক্রকাদিপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। তত্র জন্যত্বে নিয়মান্তরস্য সাধ্য-সম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপবত্ত্বাদিস্বরূপস্য ইত্যর্থঃ ইতি কেচিৎ। নন্বভাব-বুদ্ধৌ প্রতিযোগ্যারোপস্য হেতুত্বে মানাভাবাৎ উক্তসংসর্গাভাবত্বঘটিত-ব্যাপ্তিলক্ষণস্য অসম্ভবঃ কথঞ্চিৎ অভাবলৌকিকপ্রত্যক্ষং প্রতি আরো-পস্য হেতুতাস্বীকারেঽপি অতীন্দ্রিয়সাধ্যকে ব্যভিচারিণি অতিব্যাপ্তিঃ,

তত্র হেতুসমানাধিকরণসাধ্যাভাবস্য অতীন্দ্রিয়তয়া নিরুক্তসংসর্গাভাবত্ব-বিরহাৎ অত আহ বক্ষ্যতে চেতি। ভেদভিন্নাভাবত্বং সংসর্গাভাবত্বং, সদাতনত্ববিশিষ্টঞ্চ তদেব অত্যন্তাভাবত্বং, ভেদত্বঞ্চ সংসর্গবিধয়া তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবত্বম্, অনুযোগিতাবিশেষো বেত্য-ভিপ্রায়ঃ। যত্তু, ভেদত্বাদিবৎ সংসর্গাভাবত্বমপি অখণ্ডোপাধিরিতি, তত্তুচ্ছং ভেদত্বাদিবৎ অখণ্ডস্য সংসর্গাভাবত্বস্য অনুভবেন অবিষয়ী-করণাৎ, তান্ত্রিকব্যবহারস্ত ভেদভিন্নাভাবত্বাদিনাপি উপপত্তেঃ। বস্তু-গতিমনুরুধ্যাহ অনুপদমিতি। বিবেচয়িষ্যতে ইতি "তদপি বা ন উপাদেয়ম" ইত্যাদি গ্রন্থেন ইতি শেষঃ। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিতং লক্ষণমভিপ্রেত্যাহ প্রয়োজনবিরহেতি। ধূমাদিসমানাধিকরণস্য বহ্ন্যাদিভেদস্য প্রতিযোগিসমানাধিকরণত্বাদেব তমাদায় অব্যাপ্তিবিরহাৎ ইতি ভাবঃ। ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয়লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাঘটিতত্বাৎ তদভিপ্রেত্যাহ অব্যাপ্তিশ্চেতি। তাদাত্ম্যেন গবাদেঃ সাধ্যতায়াং তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্না-ত্যন্তাভাবাপ্রসিদ্ধ্যা সাস্নাবত্ত্বাদৌ অব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ। ইদমপি অভাব-বৃত্তিরভাবো ন অধিকরণস্বরূপঃ, ন বা ধর্ম্মাত্যন্তাভাব এব ধর্ম্মিণো ভেদ ইতি মতেন, অন্যথা পটাদিভেদরূপস্য ঘটভেদাত্যন্তাভাবস্য পট-ত্বাত্যন্তাভাবস্য বা পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতায়া এব তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ত্বাৎ অব্যাপ্তিবিরহাৎ ইতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ ঃ 'ন চ' শব্দের 'বাচ্যম্' ইত্যাদির সহিত অন্বয় হইবে; 'সংসর্গাভাববিশেষ' ইত্যাদি (হইল) সদাতন (অর্থাৎ নিত্য) সংসর্গাভাব, ইহাই অর্থ। 'সংসর্গ' ইত্যাদি (হইল) স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে যে প্রতিযোগ্যারোপ তজ্জন্য প্রতীতি বিষয় যে অভাব তাহাই, ইহাই অর্থ। সংসর্গকে, কিন্তু, তাদাত্ম্য ভিন্ন (রূপে) গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে ভেদের প্রসঙ্গ আসে না। প্রাগভাব (এবং) ধ্বংসাভাবেরও উত্তরকাল (এবং) পূর্ব্বকালই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হওয়ায় ঐ দুই সম্বন্ধের দ্বারা প্রতিযোগ্যারোপ প্রাগভাব (এবং) ধ্বংসাভাবের প্রত্যক্ষে কারণ (হয়),

সেজন্ত ইহাদের ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি হয় না—প্রাচীনেরা ইহা বলেন। 'ঘটিতম্' ইত্যাদি, সুতরাং চক্রকাদি প্রসঙ্গ, ইহাই ভাব। সেস্থলে, জন্যত্বে সাধ্য-সম্বন্ধিতাবচ্ছেদক রূপবত্ত্বাদিস্বরূপ নিয়মান্তরের (প্রবেশ হইলে ক্ষতি নাই), ইহাই অর্থ, কেহ কেহ এরূপ বলেন। যদি বলা যায়, অভাববুদ্ধিতে প্রতি-যোগ্যারোপের কারণত্বে প্রমাণাভাব বশতঃ উক্ত সংসর্গাভাবত্বঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভব হয়, (কারণ), কথঞ্চিৎ অভাবের লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি আরোপের (অর্থাৎ প্রতিযোগ্যারোপের) কারণতা স্বীকার করিলেও অতীন্দ্রিয় সাধ্যকস্থলে ব্যভিচারী হেতুতে অতিব্যাপ্তি হয়, তথায় হেতুসমানাধিকরণ সাধ্যাভাব অতীন্দ্রিয় বলিয়া (অসদ্ধেতুতে সাধ্যাভাব কল্পিত হয় না বলিয়া) পূর্ব্বোক্ত সংসর্গাভাবত্ব সম্ভব হয় না; সেজন্ত বলা হইল 'বক্ষ্যতে চ' ইত্যাদি। সংসর্গাভাবত্ব (হইল) 'ভেদভিন্নাভাবত্ব'; এবং তাহাতেই অত্যন্তাভাবত্ব (হইল) সদাতনত্ববিশিষ্ট; এবং ভেদত্ব (হইল) সংসর্গবিধয়া তাদাত্ম্যাব-চ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবত্ব, অথবা অনুযোগিতা বিশেষ, ইহাই অভিপ্রায়। যাঁহারা বলেন ভেদত্বাদি সদৃশ সংসর্গাভাবত্বও অখণ্ডোপাধি ইত্যাদি, তাঁহারা তুচ্ছ; (কারণ) ভেদত্বাদির ন্যায় সংসর্গাভাবত্বের অখণ্ড অনুভবের দ্বারাই অবিষয়ীকৃত হয়; তান্ত্রিকব্যবহারের ভেদভিন্নাভাবত্বাদির দ্বারা উপপত্তি হয়। বস্তুগতি অনুসরণ করিয়া বলা হইল 'অনুপদম্' ইত্যাদি। 'বিবেচয়িষ্যতে' ইত্যাদি (হইল) 'তদপি বা ন উপাদেয়ম্' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা এইরূপে শেষে (বিবেচিত হইবে)। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধি-করণ্যঘটিত লক্ষণকে অভিপ্রায় করিয়া বলা হইল 'প্রয়োজনবিরহ' ইত্যাদি। ধূমাদিসমানাধিকরণ বহ্ন্যাদি ভেদের প্রতিযোগিসমানাধিকরণত্ব বশতঃই তাহাকে (সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধকে) গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি হয় না বলিয়াই ('প্রয়োজনবিরহ' শব্দ), ইহাই ভাব। ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাঘটিতত্ব বশতঃ তদভিপ্রায়ে বলা হইল 'অব্যাপ্তিশ্চ' ইত্যাদি। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গবাদি সাধ্যতাতে তৎসম্বন্ধা-বচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সাস্নাবত্ত্বাদিতে অব্যাপ্তি হয়, ইহাই অর্থ। অভাববৃত্তি অভাব অধিকরণস্বরূপ নয়, অথবা ধর্ম্মাত্যন্তাভাব ধর্ম্মীর ভেদ নয়, ইত্যাদি মতের দ্বারা এইরূপই হয়; অন্যথায়, পটাদিভেদরূপ ঘট-ভেদাত্যন্তাভাবের অথবা পটত্বাত্যন্তাভাবের পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতারই তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বশতঃ অব্যাপ্তিবিরহ হয় বলিয়া (অভাববৃত্তি অভাব

অধিকরণ স্বরূপ নয় ইত্যাদি মতের দ্বারা বলিতে হইবে)—এইরূপ চিন্তনীয়।

ব্যাখ্যা: 'ন চ' শব্দের সহিত 'বাচ্যম্' শব্দের অন্বয় হইবে, অর্থাৎ সংসর্গাভাবত্ব জন্যতাঘটক নিয়মঘটিত বলা যায় না। অত্যন্তাভাব হইল একপ্রকার সংসর্গাভাব, বা অত্যন্তাভাব হইল সংসর্গাভাববিশেষ; অর্থাৎ সনাতন বা নিত্যসংসর্গাভাব হইল অত্যন্তাভাব। সংসর্গাভাব কি? তাহা হইল, স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ('স্ব' অর্থে সংসর্গাভাব) সম্বন্ধে যে প্রতি-যোগ্যারোপ, সেই আরোপ-জন্য প্রতীতিবিষয় যে অভাব তাহাই হইল সংসর্গাভাব। ভূতলাদিতে ঘটসংসর্গাভাব আছে বলিলে 'স্ব' অর্থাৎ যে সংসর্গাভাব তাহার প্রতিযোগী হইবে ঘট, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে 'সংযোগ'; এই সংযোগসম্বন্ধে যে প্রতিযোগ্যারোপ, এই আরোপ জন্য যে প্রতীতি, সেই প্রতীতিবিষয় যে অভাব—অর্থাৎ যদি থাকিত তাহা হইলে উপলব্ধি হইত, না থাকার ফলে উপলব্ধি হইতেছে না, এই উপলব্ধি না হওয়াই হইল প্রতীতিবিষয় অভাব—এই প্রতীতিবিষয় অভাবই হইল সংসর্গাভাব। এস্থলে যে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে সেই সম্বন্ধ বা সংসর্গ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ব্যতীত হইবে, অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ধরিলে চলিবে না; এবং এইরূপ হইলেই, অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বা সংসর্গকে তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধরূপে গ্রহণ করিলেই ভেদ অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবের প্রসঙ্গ আসিবে না, অর্থাৎ সংসর্গাভাবের সহিত অন্যোন্যাভাব পৃথককৃত হইবে। কিন্তু, তাহা হইলে প্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাব—(উভয়েই সংসর্গাভাব)—ইহাদের ক্ষেত্রে কি হইবে? কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাগভাবের প্রতিযোগী, এবং ধ্বংসের পর ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী, অনস্তিত্ব সম্পন্ন বলিয়া ইহারা কোন্ সম্বন্ধে থাকে তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না, ফলে ইহাদের স্বপ্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধ কি হইবে? এবং ইহাদের স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ নির্দ্ধারিত না হইলে প্রাগভাবের এবং ধ্বংসাভাবের ক্ষেত্রে স্বপ্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যারোপজন্য প্রতীতিবিষয় অভাবরূপ যে সংসর্গাভাবের লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহা প্রযুক্ত হয় না, ফলে অব্যাপ্তি হয়। ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, উত্তরকাল এবং পূর্ব্বকাল হইল প্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং এই দুই সম্বন্ধে প্রতিযোগ্যা-

রোপই হইল ঐ দুই অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ; সুতরাং অব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই। ইহাই প্রাচীনদের মত। কিন্তু এইভাবে সংসর্গাভাবকে ব্যাখ্যা করিলে ইহা জন্যতাঘটক নিয়মঘটিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ এস্থলে চক্রক-দোষ উপস্থিত হয়। কারণ, ব্যাপ্তির প্রসঙ্গে আসিল ব্যাপ্তির লক্ষণস্থিত অত্যন্তাভাবের প্রসঙ্গ, অত্যন্তাভাব হইতে সংসর্গাভাব, সংসর্গাভাব হইতে সংসর্গারোপ জন্য প্রতীতিবিষয়ক অভাব, এই সংসর্গারোপ আবার জন্যপদার্থ বলিয়া জন্যতার ঘটক যে ব্যাপ্তি সেই ব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আবার আসিয়া পড়ে, এবং এইরূপে চক্রক-দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু, দীধিতিকার বলিতেছেন যে, ঐ প্রকার চক্রকদোষ হয় না, কারণ, এই ব্যাপ্তিকে সিদ্ধান্তলক্ষণীয় জন্যতার ঘটক না বলিয়া অন্য নিয়মের বা ব্যাপ্তির দ্বারা ব্যাপ্তিকে বা জন্যতাকে বলা হইবে। 'তদ্বদন্যাবৃত্তিত্ব'রূপ বা 'সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব'রূপ নিয়মই সেস্থলে ব্যাপ্তির ঘটক বলা হইবে, অর্থাৎ অত্যন্তাভাবঘটিত জন্যতাঘটক নিয়মকে ব্যাপ্তির ঘটক সেস্থলে বলা হইবে না। পুনরায়, নিয়মান্তর বা অন্য নিয়মের দ্বারাও ব্যাপ্তিকে বলা যাইতে পারে। সাধ্যসম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপবত্ত্বাদিস্বরূপ বা হেতুতাবচ্ছেদকরূপবত্ত্বাদিস্বরূপ (সাধ্যসম্বন্ধী হইল হেতু) যে নিয়ম সেই নিয়মই ব্যাপ্তির ঘটক, জন্যতাঘটক নিয়ম ব্যাপ্তির ঘটক নয়। এইরূপে ব্যাপ্তির ঘটক প্রসঙ্গে জন্যতাঘটক নিয়মকে অস্বীকার করিলে আর চক্রক-দোষ হয় না। কারণ, 'সংসর্গারোপজন্য' পদার্থটি তখন আর জন্যতাঘটক নিয়মের অন্তর্গত হইয়া ব্যাপ্তি নির্ভর হইবে না, কেননা, ব্যাপ্তির ঘটক এবং জন্যতাঘটক নিয়ম এক নয়। কেহ কেহ এইরূপও বলেন, অর্থাৎ এই দ্বিতীয় প্রকার নিয়মের কথাও বলেন; সুতরাং চক্রক-দোষ ঘটিবার আশঙ্কা আর থাকে না। এস্থলে অবশ্য বলা যায় যে, পূর্ব্ব-বর্ণিত সংসর্গাভাবত্বের লক্ষণ শুদ্ধ নহে। কারণ, অভাববুদ্ধিতে যে প্রতিযোগ্যারোপের কথা বলা হইয়াছে সেই প্রতিযোগ্যারোপের প্রতি হেতু বা কারণ কি? এই প্রতি-যোগ্যারোপের কারণের প্রমাণাভাব হয়, অর্থাৎ কোনো কারণ নাই; সুতরাং, উক্ত সংসর্গাভাবত্বঘটিত ব্যাপ্তির লক্ষণই অসম্ভব। কেননা, প্রতিযোগ্যারোপের হেতুত্বে প্রমাণাভাব বশতঃ সংসর্গাভাবের লক্ষণই যখন অসম্ভব এবং অশুদ্ধ তখন সেই সংসর্গাভাবঘটিত "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-যৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব......" ইত্যাদি যে ব্যাপ্তির লক্ষণ তাহাও অসম্ভব। কোনো কোনো লৌকিক অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অবশ্য

প্রতিযোগ্যারোপের হেতুতা স্বীকার করা যায় ; 'ইহা এস্থলে থাকিলে প্রত্যক্ষ করা যাইত', এইরূপ প্রতিযোগ্যারোপ সম্ভব, কেননা, প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ গোচর এবং অভাবের প্রতীতি স্পষ্ট করার জন্যই এই প্রতিযোগ্যারোপ। কিন্তু, অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় সাধ্যকস্থলে যদি একটি ব্যভিচারী হেতু গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ ব্যভিচারী হেতু এবং অলৌকিক সাধ্যকে ধরিয়া যদি কোনো স্থল কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যাইবে না ; কারণ, সাধ্য অতীন্দ্রিয় বলিয়া তদভাবও প্রত্যক্ষগোচর নয়, ফলে সাধ্যাভাব ধরা যায় না। অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে অতিব্যাপ্তি হইবে, অর্থাৎ সংসর্গাভাবত্বের উক্ত লক্ষণ দুষ্ট হইবে। ইহাতে পূর্বোক্ত সংসর্গাভাবত্ব অসম্ভব হওয়ার ফলে সংসর্গাভাবঘটিত ব্যাপ্তির লক্ষণও অসম্ভব হইয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই দীধিতিকার বলিলেন 'বক্ষ্যতে চ' ইত্যাদি, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে। দীধিতিকার এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, সংসর্গাভাবের প্রতিযোগ্যারোপ জনিত প্রতীতি-বিষয় অভাবরূপ যে লক্ষণ তাহা অযথার্থ। প্রকৃতপক্ষে 'সংসর্গাভাবের লক্ষণ ইহা নহে ; 'সংসর্গাভাবত্বে'র প্রকৃত লক্ষণ হইল 'ভেদভিন্নাভাবত্ব' ; ভেদ অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব ব্যতীত যে অভাব তাহাই সংসর্গাভাব। এবং সদাতনত্ব বা নিত্যত্ব বিশিষ্ট সংসর্গাভাবই হইল অত্যন্তাভাব। আর, ভেদত্ব বা অন্যোন্যাভাবত্ব কি ? সংসর্গবিধয়া বা সংসর্গসম্বন্ধীয় (সংসর্গ অর্থে সম্বন্ধ, অর্থাৎ সম্বন্ধ সম্পর্কিত) তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবত্বই হইল ভেদত্ব। অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব তাহাই হইল ভেদ বা অন্যোন্যাভাব। অবশ্য, অনুযোগিতাবিশেষও বলা যায় ; তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবত্ব অথবা অনুযোগিতাবিশেষরূপ হইল ভেদত্ব। এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, ভেদত্ব যেরূপ অখণ্ডোপাধি, সেইরূপ সংসর্গাভাবও অখণ্ডোপাধি। কিন্তু, জগদীশ বলিতেছেন যে, এই মত তুচ্ছ ; কারণ, অন্যোন্যাভাবত্বের বা ভেদত্বের ন্যায় সংসর্গাভাবত্বের অখণ্ডোপাধিত্ব অনুভব বিরুদ্ধ, সংসর্গাভাবত্বের অখণ্ডোপাধিত্ব অনুভবের দ্বারাই অবিষয়ীকৃত হয়। তান্ত্রিকদের অর্থাৎ প্রাচীনদের ব্যবহারেও ভেদভিন্নাভাবত্বাদির, অর্থাৎ সংসর্গাভাবত্বাদির অখণ্ডোপাধিত্ব উপলব্ধি হয় না। প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণের জন্যই, অর্থাৎ প্রকৃত পথ নির্দ্ধারণের অনুরোধেই 'অনুপদম্' শব্দ

ব্যবহার করা হইয়াছে, অর্থাৎ পরে বিবেচনার দ্বারা প্রকৃত গতি বা চিন্তাধারা নির্দ্ধারিত হইবে। "সিদ্ধান্তলক্ষণ" গ্রন্থের দীধিতিটীকার পরিশেষে দীধিতিকার 'তদপি বা ন উপাদেয়ম্' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা ঐ প্রশ্নের, অর্থাৎ ব্যাপ্তিতে সংসর্গাভাবত্বের অপ্রবেশে ক্ষতি হয় না এই প্রশ্নের বিবেচনা করিয়াছেন, এবং সংসর্গাভাবত্বের অপ্রবেশে যে প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষতি নাই তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বরং ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্ব নিবেশ করিলে নিবেশের অপ্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয় এবং অব্যাপ্তি হয়। কিঞ্চিৎ পরেই বলা হইবে যে, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগীকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, বা অভাবীয় প্রতিযোগিতাটি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, এবং হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে। এখন অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, যথা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি স্থলে যখন ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ পদ উপাদেয়, তখন হেত্বধিকরণে বা ধূমাদি সমানাধিকরণে যে অভাব ধরা হইবে তাহা অন্যোন্যাভাব হইতে পারে না। কারণ, ধূমাধিকরণে বহ্নির ভেদ স্বীকার করিয়া অন্যোন্যাভাব ধরিলে সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হইবে 'বহ্নি'; এবং 'বহ্নি' যেহেতু ধূমাধিকরণে বা ধূমাদিসমানাধিকরণে থাকে সুতরাং হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটি (এস্থলে বহ্নিভেদরূপ অন্যোন্যাভাবটি) আর প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল না, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া পড়ে। ফলে, ঐ অভাব অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব ধরা যায় না; আর, অন্যোন্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে অবশ্যই সংসর্গাভাব ধরিতে হইবে। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্বের উল্লেখ বা প্রবেশ নিষ্প্রয়োজন, শুধুমাত্র অভাবত্বের উল্লেখের দ্বারাই সংসর্গাভাবত্ব প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা রক্ষা হয়। পুনরায়, ব্যাপ্তির লক্ষণে শুধুমাত্র অভাবত্বের উল্লেখ করিলে যেহেতু অন্যোন্যাভাব ধরা যাইতে পারে সেজন্য "বহ্নিমান্ধূমাৎ" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থলে হেত্বধিকরণে বহ্ন্যাদি ভেদের প্রতিযোগী 'বহ্নি' থাকিয়া যায় বলিয়া এইরূপ প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অভাব বশতঃ সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না; সুতরাং সংসর্গাভাব নিবেশ নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তিতে সংসর্গাভাবত্বের উল্লেখ প্রয়োজনহীন। অপরদিকে, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্বের উল্লেখ থাকিলে অব্যাপ্তি হয়। ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে বা ব্যাপ্তিতে

'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' অনুপাদেয়। একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক,—
যথা "গোঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সাধ্য 'গো' হেত্বধিকরণে
বা সাস্নাদিবতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য। যেহেতু সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতার নিরূপক
অভাব হেত্বধিকরণে ধরিতে হইবে, সুতরাং, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে
অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাকাভাব হেত্বধিকরণে ধরিতে হইবে।
কিন্তু "গোঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ
সাস্নাবত্ত্বাধিকরণে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাবত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়;
কারণ, অত্যন্তাভাব কখনও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয়
না, এবং এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গা-
ভাবত্বের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে এক্ষেত্রে আর অত্যন্তাভাব ধরার প্রশ্ন
ওঠে না; শুধুমাত্র অভাবত্বের উল্লেখ থাকিলে এক্ষেত্রে অত্যন্তাভাব না
ধরিয়া অন্যোন্যাভাব ধরা যাইতে পারে, এবং অব্যাপ্তি পরিহার করা যাইতে
পারে; কিন্তু, সংসর্গাভাবত্বের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলে অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য
হইয়া পড়ে। এস্থলে অবশ্য একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—যে মতে
অভাবানুযোগিক অভাবপ্রতিযোগিক ভেদ অধিকরণস্বরূপ, অথবা ধর্ম্মাত্য-
ন্তাভাব ধর্ম্মীয় ভেদসূচক, সেই মত গ্রহণ করিলে চলিবে না। কারণ, ঐ
মত গ্রহণ করিলে হেত্বধিকরণ সাস্নাবতে পটত্বাত্যন্তাভাব, ঘটভেদাত্যন্তা-
ভাব, মঠত্বাত্যন্তাভাব প্রভৃতি অত্যন্তাভাব আছে, তাহাতে অভাবান্তরের
ভেদ আছে; ভেদটি অধিকরণস্বরূপ হইলে অত্যন্তাভাবস্বরূপ হইবে, এবং
প্রতিযোগিতাটি তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে। অর্থাৎ অভাবানুযোগিক
ভেদ অধিকরণস্বরূপ হইলে ঐ ভেদ হেতুমন্নিষ্ঠ উক্ত প্রকার অত্যন্তাভাবাত্মক
হইয়া যাইবে। আবার, ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব হইলে ধর্ম্মীর ভেদ হয় বলিয়া
হেত্বধিকরণ সাস্নাবতে যদি অশ্বত্ব, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব ধরা
যায় (যাহা অবশ্যই আছে) তাহা হইলে হেত্বধিকরণে বা সাস্নাবতে তৎতৎ
ধর্ম্মী, অর্থাৎ অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতির ভেদ স্বীকৃত হয়; এবং এই ভেদ তাদাত্ম্য-
প্রতিযোগিক বলিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ অশ্বত্বাদির অত্যন্তাভাবও তাদাত্ম্য-
প্রতিযোগিক হইয়া যায়। সেইজন্যই বলা হইল, ঐ মত গ্রহণ করিলে এস্থলে
চলিবে না। এইভাবেই বিষয়টি চিন্তা করিতে হইবে।

দীধিতি—অথ জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ, বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ, জাতিমান্ ভাবত্বাদিত্যাদৌ সমবায়েন জ্ঞানাদেঃ সাধ্যতায়ামতিব্যাপ্তিঃ; সাধ্যশূন্যানামপি হেতুমতাং বিষয়ত্ববিশেষণত্বৈকার্থসমবায়ৈঃ সাধ্যবত্ত্বাদিতি চেন্নৈবম্, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিনো যদধিকরণং সম্বন্ধি বা তদ্বৃত্তিত্বাভাবস্যোক্তত্বাৎ।

অনুবাদ : অনন্তর "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ", "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ", "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" ইত্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞানাদি সাধ্যতাতে অতিব্যাপ্তি (হয়); (কারণ) সাধ্যশূন্য হেতুমৎ সমূহের বিষয়ত্ব, বিশেষণত্ব, একার্থসমবায় (ইত্যাদির সম্বন্ধের) দ্বারা সাধ্যবত্ত্ব বশতঃ (অতিব্যাপ্তি হয়), এরূপ যদি বলা যায়, (তবে বলা হইবে)—এরূপ হয় না; (কারণ) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ অথবা সম্বন্ধী তদ্বৃত্তিত্বাভাবের উক্তিত্ব বশতঃ (ঐরূপ হয় না)।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে সংসর্গাভাবত্বের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন প্রমাণ করিয়া দীধিতিকার ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সম্পর্কিত অপর একটি সমস্যার ইঙ্গিত "অথ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দিতেছেন। "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ" "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ", "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" এই স্থলগুলি প্রত্যেকেই অসদ্ধেতুস্থল। কারণ, 'জ্ঞান' সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে, দ্রব্যত্বাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে (অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন দ্রব্যে) থাকে না, সুতরাং 'দ্রব্যত্ব' হেতু 'জ্ঞান' সাধ্যের ব্যভিচারী; 'বিশেষগুণ' সমবায়সম্বন্ধে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মাতে থাকে, কিন্তু মন ব্যতীত দ্রব্যত্বাধিকরণ অর্থাৎ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ কাল এবং দিক্ ইহারাও হয়, অথচ কালে এবং দিকে কোনো 'বিশেষগুণ' থাকে না, ফলে 'মনোঽন্যদ্রব্যত্ব' হেতু 'বিশেষগুণ' সাধ্যের ব্যভিচারী, কাল এবং দিক্ হইল ব্যভিচারী স্থল; 'জাতি' সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্মে থাকে, কিন্তু দ্রব্য-গুণ-কর্ম, সামান্য, সমবায় এবং বিশেষ এই ছয়টি পদার্থ ভাবপদার্থ বলিয়া 'ভাবত্ব' শুধু যে দ্রব্য-গুণ-কর্মে থাকে তাহা নহে, এই ছয়টি পদার্থতেই 'ভাবত্ব' থাকে, ফলে, ভাবত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ সামান্য, সমবায় ও বিশেষ ইহারাও হয়, অথচ সামান্যে, সমবায়ে বা বিশেষে জাতি থাকে না,

এজন্ম 'ভাবত্ব' হেতু 'জাতি' সাধ্যের ব্যভিচারী, সামান্ত, সমবায় ও বিশেষ হইল ব্যভিচারী স্থল। এইরূপে "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ", "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ", "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলগুলি প্রত্যেকেই অসদ্ধেতুস্থল। কিন্তু, এই স্থলগুলিতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে 'জ্ঞান' সমবায়সম্বন্ধে অবশ্য দ্রব্যত্বাধিকরণে অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন দ্রব্যে থাকে না, কিন্তু, সমস্ত দ্রব্যই যেহেতু জ্ঞানের বিষয় সেজন্য বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞান সমস্ত দ্রব্যে সহজেই থাকিতে পারে, এবং এই সম্বন্ধে আত্মা ভিন্ন অন্য দ্রব্যে আর জ্ঞানের অভাব ধরা যায় না। ফলে, আত্মা ভিন্ন অন্য দ্রব্যে 'জ্ঞান' অর্থাৎ সাধ্য থাকিয়া যাওয়ায় জ্ঞানাভাব বা সাধ্যাভাব অন্য দ্রব্যে ধরা যায় না, অন্য অভাব ধরিতে হয়; ফলে, হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের জন্য অতিব্যাপ্তি হয়। "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" স্থলে সাধ্য 'বিশেষগুণ' হেত্বধিকরণ কালে এবং দিকে সমবায় সম্বন্ধে না থাকিলেও কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে কালে এবং দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে দিকে থাকিতে পারে; এইরূপে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ কালে ও দিকে 'বিশেষগুণ' সাধ্যের অভাব আর ধরা যায় না, হেত্বধিকরণে বা মনোঽন্যদ্রব্যে অন্য অভাব ধরিতে হইবে, ফলে, অসদ্ধেতুস্থলে এইভাবে লক্ষণ সমন্বয়ের জন্য অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলে সামান্ত, সমবায় এবং বিশেষ এই তিন ভাব-পদার্থে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে জাতি সমবায়সম্বন্ধে অবশ্য থাকে না, কিন্তু একার্থ-সমবায়সম্বন্ধে থাকিতে পারে। একার্থসমবায় হইল সমবায়ের স্বাত্মক সম্বন্ধ, ইহাও অবশ্য সমবায়, এই স্বাত্মকসম্বন্ধ হইল স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। 'যথা 'রসাৎ পৃথক্', 'রূপমেকম্' ইত্যাদি প্রতীতিতে 'রস', 'রূপ' ইহারা গুণ, আবার, 'পৃথক্ একম্', ইহারাও গুণ; কিন্তু গুণে তো কোনো গুণ থাকিতে পারে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে থাকে কি করিয়া? 'রসাৎ পৃথক্', 'রূপমেকম্' ইত্যাদি প্রতীতিকে তো অযথার্থ বলা যায় না, কারণ এবম্বিধ প্রতীতি সকলেরই হয়, এবং ইহা সর্ব্বসম্মত। ইহারই উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, উক্ত প্রকার স্থলে যে গুণ গুণেতে থাকে তাহা একার্থসমবায়সম্বন্ধে থাকে, ইহাও এক প্রকার সমবায়সম্বন্ধই; এবং এই একার্থসমবায় হইল সমবায়ের স্বাত্মকসম্বন্ধ। স্ব + আত্মক = স্বাত্মক, অর্থাৎ নিজের মধ্যেই নিজের এক প্রকার সম্বন্ধবিশেষ, ইহা স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। একার্থসমবায়ের সংজ্ঞা হইল—"একার্থসমবায়ঃ

'তাদাত্ম্যপ্রতিযোগিত্ব এতৎ অন্যতরসম্বন্ধেন সমবায়বত্ত্বরূপঃ"—অর্থাৎ একার্থ-সমবায় হইল তাদাত্ম্য এবং প্রতিযোগিত্ব এই দুই সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ এই দুইটির মধ্যে যে কোনো একটির দ্বারা সমবায়বত্ত্ব, অর্থাৎ ঐ দুইটির একটি সম্বন্ধের দ্বারা সমবায়সম্বন্ধ যাহাতে থাকে তত্ত্ব হইল একার্থ-সমবায়সম্বন্ধ। এখন, জাতি সমবায়সম্বন্ধে সমবায়ে থাকে না, কিন্তু তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সমবায় সমবায়ে আছে; জাতি-সমবায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সমবায়ে থাকে, এবং এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকাই হইল একার্থসমবায়সম্বন্ধে থাকা, অর্থাৎ একার্থসমবায়সম্বন্ধে জাতি সমবায়ে থাকে। আরও, 'বিশেষ' সমবায়সম্বন্ধে পরমাণুতে থাকে, সুতরাং সেক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইল বিশেষ, অর্থাৎ বিশেষে সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব থাকিল; আবার, জাতি সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্মে থাকে, এক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধের প্রতি-যোগী হইল জাতি, অর্থাৎ জাতিতে সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব থাকিল। এইরূপে সমবায়ের প্রতিযোগিত্ব জাতিতেও থাকে এবং বিশেষেও থাকে, সুতরাং এই প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধে জাতি বিশেষে থাকিতে পারে; কিন্তু এই প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধও এক প্রকার সমবায়সম্বন্ধবিশেষ, এবং ইহা হইল একার্থ-সমবায়; অর্থাৎ একার্থসমবায়সম্বন্ধে এইরূপে জাতি বিশেষে থাকিতে পারে। পুনরায়, দ্রব্য-গুণ-কর্মে জাতি সমবায়সম্বন্ধে থাকাতে জাতিতে সমবায়ের প্রতিযোগিত্ব থাকে বলিয়া প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধে জাতি সমবায়েও থাকিতে পারে, এবং এই প্রতিযোগিত্বসম্বন্ধও হইল একার্থসমবায়সম্বন্ধ। এই প্রকারে একার্থসমবায়সম্বন্ধে জাতি সামান্য, সমবায় এবং বিশেষেও থাকিতে পারে। তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ভাবত্বাধিকরণে অর্থাৎ সামান্য-সমবায়-বিশেষে জাতির অভাব আর ধরা যাইবে না, অন্য অভাব ধরিতে হইবে, ফলে, অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এইভাবে "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে (অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন দ্রব্যে) বিষয়তাসম্বন্ধে সাধ্য অর্থাৎ 'জ্ঞান' থাকিয়া যাওয়ায়, "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে (অর্থাৎ কালে ও দিকে) বিশেষণত্ব-সম্বন্ধে সাধ্য অর্থাৎ 'বিশেষগুণ' থাকিয়া যাওয়ায়, এবং "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে (অর্থাৎ সামান্য, সমবায় ও বিশেষে) একার্থসমবায়সম্বন্ধে সাধ্য অর্থাৎ 'জাতি' থাকিয়া যাওয়ায় উক্ত অসদ্ধেতুস্থলগুলিতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা গেল না, ফলে প্রত্যেক স্থলেই অতিব্যাপ্তি দোষ

উপস্থিত হয়।

এই প্রকার অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়া দীধিতিকার তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, ঐরূপ আশঙ্কা হয় না, কারণ, প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবটিকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটিকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু, কোন্ সম্বন্ধে প্রতিযোগীকে ধরিয়া প্রতিযোগিব্যধিকরণ ধরিতে হইবে, অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ধরিতে হইলে প্রতিযোগিব্যধিকরণের প্রতিযোগীকে কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইতে হইবে তাহা এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। এক্ষণে সেইজন্য বলা হইতেছে যে, প্রতিযোগিব্যধিকরণের প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। প্রতিযোগিব্যধিকরণের প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিলে উক্ত অসদ্ধেতুস্থলগুলিতে হেত্বধিকরণে সহজেই সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হইবে, এবং অতিব্যাপ্তিও বারণ হইবে। "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে সাধ্য হইল 'জ্ঞান'; হেত্বধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্যে জ্ঞানাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব চিন্তা করিলে সেই অভাবের প্রতিযোগী হইবে 'জ্ঞান', এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সমবায়; কারণ, জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে আত্মাতে থাকে। সুতরাং, সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে জ্ঞানাভাব আত্মা ভিন্ন দ্রব্যে অবশ্যই থাকে, এবং ইহাতে হেত্বধিকরণে বা দ্রব্যে সাধ্যাভাব গ্রহণ সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" স্থলে সাধ্য হইল 'বিশেষগুণ'; হেত্বধিকরণে বা মনোঽন্যদ্রব্যে সাধ্যাভাব বা বিশেষগুণাভাব চিন্তা করিলে সেই অভাবের প্রতিযোগী হইবে 'বিশেষগুণ' এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সমবায়; কারণ, বিশেষগুণ গুণের ন্যায় দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধেই স্বাভাবিকভাবে থাকে। সুতরাং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে 'বিশেষগুণ' অবশ্যই হেত্বধিকরণে অর্থাৎ কালে ও দিকে থাকে না; এইরূপে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ কালে ও দিকে বিশেষগুণাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলেও সাধ্য 'জাতি' দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে সমবায়সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে থাকে; হেত্বধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম ব্যতীত ভাবপদার্থে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে জাতি থাকে না বলিয়া দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম ব্যতীত

ভাবপদার্থরূপ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব চিন্তা করা যায়, এবং অতিব্যাপ্তিও হয় না। এইরূপে উক্ত সমস্ত অসদ্ধেতুস্থলগুলিতেই অতিব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিব্যধিকরণের প্রতিযোগীকে গ্রহণ করিলে উক্ত স্থলগুলিতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হইবে, এবং হেতুমন্নিষ্ঠ সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবও হইবে। এখন, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিব্যধিকরণের প্রতিযোগীকে গ্রহণ করার বিষয়টি দীধিতিকার ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগী যাহাতে থাকে তাহাতে, অথবা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় সেই সম্বন্ধী বা অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব যদি হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবে থাকে, অথবা তদধিকরণ বা তৎসম্বন্ধি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব যদি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবে থাকে, তাহা হইলেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটিকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বলা যাইবে। "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণে জ্ঞানাভাব গ্রহণ করা আমাদের উদ্দেশ্য ; (কারণ, অসদ্ধেতুতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিলে অতিব্যাপ্তি হইবে না), এই অভাবের বা জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী যে জ্ঞান তাহা আত্মাতে স্বাভাবিকভাবে সমবায়সম্বন্ধে থাকে ; তাহা হইলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। এই সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগী জ্ঞানের অধিকরণ হইল আত্মা, এই অধিকরণে অর্থাৎ আত্মাতে বৃত্তি হয় জ্ঞান, এবং জ্ঞানেতে থাকে উক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগ্যধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা ; এবং এই বৃত্তিতার অভাব, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব আত্মা ভিন্ন অন্য দ্রব্যে বা দ্রব্যত্বাধিকরণে অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি জ্ঞানাভাবে থাকিয়া যায়, ফলে ঐ অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়। এইরূপে "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুতে সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়, এবং তাহা অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকায় আর উক্ত অসদ্ধেতুতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এইরূপে নিবেশ করায় বিষয়তাসম্বন্ধে আত্মা ভিন্ন অন্য দ্রব্যে জ্ঞানের অস্তিত্ব আর চিন্তা করা যায় না, ফলে "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" স্থলে মনোঽন্যদ্রব্যত্বাধি-

করণে অর্থাৎ কালে এবং দিকে কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে এবং দৈশিক-বিশেষণতাসম্বন্ধে বিশেষগুণের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলেও এইভাবে বিষয়তা, বিশেষণতা এবং একার্থসমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম ব্যতীত ভাবপদার্থসমূহে জাতির অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। সুতরাং, উক্ত তিনটি স্থলেই হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব সাধ্যাভাব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। এইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন যে, প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ বা সম্বন্ধি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব বুঝিতে হইবে।

দীধিতি—ভবতি চৈবম্ অন্যোন্যাভাবোঽপি প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণঃ।

অনুবাদঃ এবং এইরূপে অন্যোন্যাভাবেও প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ (সঙ্গত) হয়।

ব্যাখ্যাঃ প্রতিযোগী যে ক্ষেত্রে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে সে ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীকে ধরা যায় না, কারণ, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয়। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কোনো বস্তু কোনো বস্তুতে থাকে না, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কোনো বস্তুর অধিকরণ বলিয়া কিছু হয় না। যথা, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘট ঘটে থাকে এরূপ বলা যায় না, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘট হইল ঘটের সম্বন্ধী। সেইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন —"সম্বন্ধিবেতি"—অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবটি যদি অন্যোন্যাভাব ধরা যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে তাদাত্ম্য; এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হইলেও প্রতিযোগীর সম্বন্ধীর অপ্রসিদ্ধি হয় না, ফলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগীর সম্বন্ধীর অভাব ধরা সম্ভব হইবে, এবং লক্ষণ সমন্বয়েরও কোনো অসুবিধা হইবে না। এইভাবে হেত্বধিকরণে অন্যোন্যাভাব ধরিলেও অর্থাৎ অন্যোন্যা-ভাবের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য রক্ষা হয়।

জাগদীশী—নন্থ. বিষয়তায়া বৃত্ত্যনিয়ামকত্বমতে জ্ঞানাভাবস্ত গগনাদৌ সহজত এব প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিরত আহ বিশেষগুণ ইতি ; অত্র ব্যভিচারনিরূপকঃ কালো দিক্ চ তত্র কালে কালিকেন দিশি চ দৈশিকেন সম্বন্ধেন বিশেষগুণস্য সত্ত্বাৎ তদভাবো ন প্রতিযোগিব্যধিকরণ ইতি ভবতি অতিব্যাপ্তিঃ। বিশেষপদম্ ব্যভিচারত্বরক্ষায়ৈ ; দ্রব্যত্বাদিত্যুক্তৌ সম্বন্ধসামান্যেন বিশেষগুণস্য মনসি অসত্ত্বাৎ নাতিব্যাপ্তিসম্ভবঃ, কালোপাধিতাদ্দিগুপাধিত্বস্য অপি মনসি অসত্ত্বাৎ, অন্যথা মনসঃ কালোপাধিত্বমপি স্যাদত উক্তং মনোঽন্যেতি। যত্তু মূর্ত্তমাত্রস্য দিগুপাধিত্বং মহাদিগ্‌বৃত্তিতায়াম্ অবচ্ছেদকত্বং, ন তু অধিকরণত্বং ইতি প্রাচাং মতে সম্বন্ধসামান্যেন এব তস্য বিশেষগুণানধিকরণত্বাৎ মনোঽন্যপদমিতি, তন্মন্দম্ এবম্ ; অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধেনৈব মনসো বিশেষগুণবত্তায়াঃ সম্ভবেন মনোঽন্য-পদবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। অত্র চ দ্রব্যত্বাধিকরণে ঘটাদৌ অতীততত্তদ্ব্যক্ত্য-ভাবসম্বন্ধসামান্যেন প্রতিযোগিব্যধিকরণ ইতি ধ্যেয়ম্। নন্থ স্বমতে দিক্কালয়োরীশ্বরানতিরিক্তত্বাৎ অত্র ব্যাপ্তিরেব ইত্যত আহ জাতীতি। ন চ জাতেঃ ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যা-প্রবেশাৎ এব নাতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্। সমবায়েন অব্যাপকত্বগ্রহ-দশায়ামপি সম্বন্ধসামান্যেন প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিতব্যাপকত্ব-জ্ঞানাৎ সমবায়েন জাত্যনুমিত্যাপত্তেরেব প্রকৃতে অতিব্যাপ্তিপদার্থত্বাৎ, জাত্যাদেরপি প্রাগুক্তব্যাপ্যবৃত্তিত্ববিরহাচ্চ। অতিব্যাপ্তিং যোজয়তি সাধ্যশূন্যেতি। বিশেষণতা, দিক্‌কৃতা, কালিকী চ ; একার্থেতি, সমবায়স্য অপি স্বাত্মক এব স্বরূপসম্বন্ধ ইতি। তত্রাপি জাত্যেকার্থ-সমবায়োঽস্তি ইত্যাশয়ঃ, জাতিঃ সতীতিবৎ, সমবায়ঃ সন্ ইতি প্রতীতেঃ অবিশেষাৎ। ভাবত্বাৎ সমবেতত্বাৎ ইত্যপি কেচিৎ।

অনুবাদ ঃ যদি বলা যায়, বিষয়তার বৃত্ত্যনিয়ামকত্বমতে জ্ঞানাভাবের গগনাদিতে সহজেই প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব বশতঃ অতিব্যাপ্তি হয় না, সেজন্য বলা হইল 'বিশেষগুণ' ইত্যাদি ; এস্থলে ব্যভিচারনিরূপক (হইল) কাল

এবং দিক্, তাহাতে কালে কালিকসম্বন্ধে এবং দেশে দৈশিকসম্বন্ধে বিশেষগুণ থাকায় তদভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় না, ইহাতে অতিব্যাপ্তি হয়। ব্যভিচারত্ব রক্ষার জন্য 'বিশেষ' পদ ; 'দ্রব্যত্বাৎ' এই উক্তিতে সম্বন্ধসামান্যের দ্বারা বিশেষগুণ মনে থাকে না বলিয়া অতিব্যাপ্তি সম্ভব হয় না ; (কারণ) কালোপাধিত্বের ন্যায় দিগুপাধিত্বও মনে থাকে না বলিয়া, অন্যথায় মনের কালোপাধিত্বও থাকুক, সেজন্য বলা হইল 'মনোঽন্য' ইত্যাদি। কিন্তু যাঁহারা (বলেন) মূর্ত্তমাত্রের দিগুপাধিত্ব (হইল) মহাদিগ্‌বৃত্তিতাতে অবচ্ছেদকত্ব, ইত্যাদি প্রাচীন মতে সম্বন্ধসামান্যের দ্বারাই তাহার (মনের) বিশেষ-গুণের অনধিকরণত্ব বশতঃ 'মনোঽন্য' পদ ইত্যাদি, তাহা মন্দই ; (কারণ) অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধের দ্বারাই মনের বিশেষগুণবত্তার সম্ভবের দ্বারা 'মনোঽন্য' পদের ব্যর্থতাপত্তি হয়। এবং এস্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণ ঘটাদিতে অতীত তৎ তৎ ব্যক্ত্যভাব সম্বন্ধসামান্যের দ্বারা প্রতিযোগিব্যধিকরণ (হয়), ইত্যাদি চিন্তনীয়। যদি বলা যায়, স্বমতে (দীধিতিমতে) দিক্‌কালের ঈশ্বরানতি-রিক্তত্ব বশতঃ এস্থলে ব্যাপ্তিই (হয়) ইত্যাদি, সেজন্য বলা হইল 'জাতি' ইত্যাদি। জাতির ব্যাপ্যবৃত্তিতার জন্য তৎসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধি-করণ্যের অপ্রবেশ বশতঃই অতিব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদি বলা যায় না। (কারণ) সমবায়সম্বন্ধে অব্যাপকত্বগ্রহদশাতেই সম্বন্ধসামান্যের দ্বারা প্রতি-যোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত ব্যাপকত্বজ্ঞান বশতঃ সমবায়সম্বন্ধে জাত্যনুমিতির আপত্তিই প্রকৃতপক্ষে অতিব্যাপ্তিপদার্থ হয় বলিয়া, এবং জাত্যাদিরও প্রাগুক্ত ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বিরহ হয় বলিয়া। 'সাধ্যশূন্য' ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি যোজনা করা হইতেছে। বিশেষণতা (হইল) দিক্‌কৃতা এবং কালিকী (অর্থাৎ দৈশিকবিশেষণতা বা দৈশিক স্বরূপসম্বন্ধ এবং কালিকবিশেষণতা বা কালিক স্বরূপসম্বন্ধ) ; একার্থ ইত্যাদি (হইল) সমবায়েরও স্বাত্মকই স্বরূপসম্বন্ধ, ইত্যাদি। সেস্থলেও জাতির একার্থসমবায় আছে, এইরূপ চিন্তা করা হয় ; "জাতিঃ সতি" ইত্যাদির ন্যায় "সমবায়ঃ সন্" ইত্যাদি প্রতীতিতে অবিশেষ হয় বলিয়া (জাতির একার্থসমবায় হয়)। 'ভাবত্বাৎ' (কথার তাৎপর্য্য হইল) সমবেতত্বাৎ, এইরূপও কেহ কেহ বলেন।

ব্যাখ্যা : 'সংযোগ', 'সমবায়' প্রভৃতি সম্বন্ধগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা, বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধ এবং বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধ। যে সকল সম্বন্ধের দ্বারা এক পদার্থ অপর পদার্থে বৃত্তি হয় সেই সকল

সম্বন্ধের নাম বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধ ; বৃত্তিনিয়ামকত্বের ফলিতার্থ হইল আধার-আধেয়ভাবত্ব, অর্থাৎ যে সম্বন্ধের দ্বারা আধার-আধেয়ত্ব নিরূপিত হয় তাহাকে বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধ বলে। অপরদিকে, যে সকল সম্বন্ধের দ্বারা আধার-আধেয়ত্ব নিরূপিত হয় না, অর্থাৎ যে সকল সম্বন্ধের দ্বারা কোনো পদার্থ অপর পদার্থে বৃত্তি হয় না, সেই সকল সম্বন্ধ হইল বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধ। সংযোগ, সমবায়, কালিক এবং স্বরূপ সম্বন্ধ (এবং কোনো কোনো মতে বাচ্যত্ব ও শব্দশক্যত্ব সম্বন্ধ) হইল বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধ ; ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত সম্বন্ধই হইল বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধ। এইরূপ হইলে বিষয়তাসম্বন্ধ হইল বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধ, এবং এই সম্বন্ধে কোনো পদার্থ অন্য পদার্থে বৃত্তি হয় না, বা থাকে না। সুতরাং "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞান আত্মা ভিন্ন অন্য দ্রব্যে আর থাকিতে পারে না, ফলে জ্ঞানাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব গগনাদি দ্রব্যে, অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন সমস্ত দ্রব্যে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সহজেই থাকিয়া যায়, এবং এই হেতুমন্নিষ্ঠ সাধ্যাভাব বা জ্ঞানাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে এরূপ কথা বলা যায় বলিয়া "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" এই স্থলান্তর অনুসরণ করা হইল। "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" স্থলে মন ভিন্ন-দ্রব্যত্বাধিকরণ হইল ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্ ও দেহী ; ইহাদের মধ্যে কাল এবং দিক্ ভিন্ন অন্য দ্রব্যে বিশেষগুণ থাকে, সুতরাং এস্থলে কাল এবং দিক্ হইল 'মনোঽন্য-দ্রব্যত্ব'রূপ অসদ্ধেতুর ব্যভিচারী স্থল। এই কালে এবং দিকে কালে কালিকসম্বন্ধে ও দিকে দৈশিকসম্বন্ধে বিশেষগুণ থাকিতে পারে বলিয়া ঐ দুই ব্যভিচারী স্থলে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে আর সাধ্যাভাব বা বিশেষগুণাভাব ধরা যায় না ; অর্থাৎ কাল এবং দিক্‌রূপ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব বা বিশেষগুণাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না। কেননা, হেত্বধিকরণে (কালে ও দিকে) বিশেষগুণাভাব ধরিলে ঐ অভাবের প্রতিযোগী যে বিশেষগুণ তাহা কালিক এবং দৈশিক সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে (কালে ও দিকে) থাকিয়া যায়, এবং এইজন্য অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে সাধ্য ধরা হইয়াছে 'বিশেষগুণ', কেবলগুণ নহে ; সাধ্যে এই 'বিশেষ' পদ ব্যভিচারত্ব রক্ষার জন্য নিবেশ করা হইয়াছে। 'কেবলগুণ' সাধ্য করিলে, অর্থাৎ স্থলটিকে "গুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" এইরূপ বলিলে 'গুণ' বা সাধ্য সমবায়সম্বন্ধে প্রত্যেক

দ্রব্যেতেই থাকিতে পারে, মনোঽন্য সকল দ্রব্যেতেই 'গুণ' স্বাভাবিকভাবেই থাকিতে পারে ; এমন কি, 'গুণ' মনেতেও স্বাভাবিকভাবে থাকে। সুতরাং 'গুণ' সাধ্য সহজেই সম্বন্ধসামান্যের দ্বারাই, অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধের দ্বারাই দ্রব্যত্বাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ দ্রব্যে থাকায় "গুণবান্ মনোঽন্য-দ্রব্যত্বাৎ" স্থলটি আর অসদ্ধেতুস্থল হইবে না, সদ্ধেতুস্থল হইয়া যাইবে, ফলে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আর আসিবেই না ; কারণ, সদ্ধেতুতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে, দোষের প্রশ্ন উঠিবে না। এই কারণেই "বিশেষগুণ'কে সাধ্য করা হইল, এবং কালে ও দিকে 'বিশেষগুণ' থাকে না বলিয়া স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল হইল, বা 'মনোঽন্য-দ্রব্যত্ব' হেতুটি 'বিশেষগুণ' সাধ্যের ব্যভিচারী হেতু হইল। এই ব্যভি-চারত্ব রক্ষার জন্যই সাধ্যে 'বিশেষ' পদ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে হেতু হইল 'মনোঽন্যদ্রব্যত্ব', শুধুমাত্র 'দ্রব্যত্ব' নহে ; হেতু যদি শুধুমাত্র 'দ্রব্যত্ব' হইত তাহা হইলে 'মন' দ্রব্য বলিয়া মনও হেত্বধিকরণ হইত ; এবং মনে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষগুণ থাকে না বলিয়া বিশেষগুণাভাব বা সাধ্যাভাব মনে বা হেত্বধিকরণে সহজেই থাকিয়া যাইত, এবং তাহাতে "বিশেষগুণবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিত না, কেননা, স্বাভাবিকভাবেই হেত্বধিকরণে বা মনে সাধ্যাভাব বা বিশেষগুণাভাব থাকায় অসদ্ধেতুতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। মনের দিক্ উপাধিত্ব আছে এরূপ কথাও বলা যায় না ; (মনের দিক্ উপাধিত্ব স্বীকার করিলে অবশ্য বিশেষগুণ দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে মনে থাকিয়া যাওয়ায় উক্ত প্রকার অতিব্যাপ্তি আর হয় না ; কিন্তু মনের দিক্ উপাধিত্ব স্বীকৃত নয়।) কারণ, মনের যে কালোপাধিত্ব নাই তাহা সর্ব্বজন স্বীকৃত। মনের কালোপাধিত্ব যেমন হয় না, সেইরূপ মনের দিগুপাধিত্বও নাই। আর, মনের দিগুপাধিত্ব আছে একথা বলিলে মনের কালোপাধিত্ব থাকিতেই বা বাধা কি ? কিন্তু মনের কালোপাধিত্ব কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং, মনের কালোপাধিত্ব যেমন সম্ভব নয়, সেইরূপ দিগুপাধিত্বও সম্ভব নয় ; অতএব, মনে 'বিশেষগুণ' কোনো প্রকারেই থাকা সম্ভব নয় ; এই-জন্যই মন ব্যতীত অন্য দ্রব্যকে হেত্বধিকরণ ধরা হইয়াছে, এবং হেতু 'মনোঽন্যদ্রব্যত্ব' ধরা হইয়াছে। কোনো কোনো প্রাচীন নৈয়ায়িক এস্থলে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, মূর্ত্তদ্রব্য মাত্রেরই যখন

দিগুপাধিত্ব আছে, তখন মন মূর্ত্তদ্রব্য বলিয়া তাহারও দিগুপাধিত্ব আছে; কিন্তু মূর্ত্তদ্রব্যের যে দিগুপাধিত্ব তাহা খণ্ডদিকের উপাধিত্ব নহে, তাহা মহা-দিগ্‌বৃত্তিতাতে অবচ্ছেদকত্ব। অর্থাৎ মহাদিক্‌কে অবচ্ছেদ করিয়া মূর্ত্তদ্রব্য থাকে; এইজন্য মূর্ত্তদ্রব্যের যে দিগুপাধিত্ব তাহা অবচ্ছেদকত্ব, অধিকরণত্ব নহে; অর্থাৎ দিগধিকরণে মূর্ত্তদ্রব্য থাকে না, দিগবচ্ছেদে থাকে, এবং এইজন্য সম্বন্ধসামান্যের দ্বারাই অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধেই মন বিশেষগুণের অধিকরণ হয় না; এবং মনে 'বিশেষগুণ' না থাকিলে মনে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে ('দ্রব্যত্ব'কে হেতু ধরিলে মনও হেত্বধিকরণ হয়) বিশেষগুণাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব থাকায় অতিব্যাপ্তি আর হয় না। এই নিমিত্তই 'মনোঽন্য' পদ হেতুতে নিবেশ করা হইয়াছে। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে এই মত মন্দ, অর্থাৎ অযথার্থ। কারণ, তাহা হইলে অবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে মনে 'বিশেষগুণ' থাকুক না কেন, এবং তাহা থাকিতে বাধাই বা কি? এইরূপে অবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে মনে 'বিশেষগুণ' থাকার ফলে (অর্থাৎ থাকা সম্ভব হয় বলিয়া) 'মনোঽন্য' পদের ব্যর্থতাপত্তি হয়, অর্থাৎ 'মনোঽন্য' পদ নিবেশ অপ্রয়োজনীয় হইয়াছে এরূপ অসঙ্গত কথা বলিতে হয়। কেননা, অবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে 'বিশেষগুণ' মনে থাকিয়া গেলে হেতু 'মনোঽন্যদ্রব্যত্ব' বলার প্রয়োজন কি? 'দ্রব্যত্ব' বলিলেই তো হয়; নয়টি দ্রব্যের মধ্যে কাল, দিক্‌ ও মন সর্ব্বত্রই তাহা হইলে 'বিশেষগুণ' থাকিতে পারে। এইরূপে অবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে মনে 'বিশেষগুণ' থাকিলে 'মনোঽন্য' পদের ব্যর্থতাপত্তি হয় বলিয়া জগদীশ বলিলেন যে, প্রাচীনদের ঐরূপ বক্তব্য মন্দ। এখন, "বিশেষগুণবান্‌ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে কালে এবং দিকে বিশেষণতাসম্বন্ধে 'বিশেষগুণ' বা সাধ্য থাকিয়া যাওয়ায় হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ মনোঽন্যদ্রব্যত্বা-ধিকরণে, অর্থাৎ মন ভিন্ন অন্য দ্রব্যে সাধ্যাভাব ধরা যাইবে না, অন্য অভাব ধরা যাইবে, এবং সেজন্য লক্ষণ সমন্বয় হওয়ার ফলে অতিব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু, প্রশ্ন হইল, মন ভিন্ন অন্য দ্রব্যে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় অন্য অভাব ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে যে অতিব্যাপ্তির চিন্তা করা হইতেছে সেই অতিব্যাপ্তি চিন্তার জন্য অন্য কি অভাব ধরা যাইবে? মন ভিন্ন দ্রব্যত্বাধিকরণে অর্থাৎ মন ভিন্ন দ্রব্যে তো কোনো অভাবই ধরা সম্ভব হইতেছে না, এবং ইহাতে স্থলটিই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্যই জগদীশ বলিতেছেন যে, উক্ত স্থলে মন ভিন্ন দ্রব্যত্বাধিকরণে অর্থাৎ

ঘটাদি দ্রব্যে অতীত তৎ তৎ ব্যক্তির (অর্থাৎ অতীত তৎ তৎ ঘটাদি ব্যক্তির) অভাব ধরা সম্ভব হয়। অতীতকালাবচ্ছেদে যে ঘট ছিল তাহার অভাব অবশ্যই আছে, কারণ, এককালাবচ্ছেদে যে পদার্থ থাকে তাহা অন্য-কালাবচ্ছেদে থাকিতে পারে না। এইরূপে বর্ত্তমান কালে অতীত ঘটাদি-ব্যক্তির অভাব সহজেই থাকে, এবং ঐ অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবও হইবে; সম্বন্ধসামান্যের দ্বারাই অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধের দ্বারাই এরূপ হইতে পারে। এবং এইভাবে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ব্যতীত অন্য প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অভাব ধরিয়া "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তি চিন্তা করা যাইতে পারে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, দীধিতিকার কালের ও দিকের পৃথক দ্রব্যত্ব স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে কাল ও দিক্ ঈশ্বর হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ ইহারা ঈশ্বরই। সুতরাং, স্বমতে, অর্থাৎ দীধিতিমতে কাল ও দিক্ যখন ঈশ্বরই, তখন মনোঽন্যদ্রব্যত্বাধিকরণ কাল ও দিক্ হইবে না, ফলে মনোঽন্য সমস্ত দ্রব্যেই বিশেষগুণ স্বাভাবিক-ভাবে থাকায় "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" স্থলটি সদ্ধেতুস্থল হইয়া যাইবে, এবং মনোঽন্যদ্রব্যত্বাধিকরণ কালে ও দিকে বিশেষণতাসম্বন্ধে বিশেষ-গুণের অস্তিত্ব চিন্তা করিয়া অতিব্যাপ্তি প্রদান করা সম্ভব হইবে না। এইরূপ আশঙ্কা করা যায় বলিয়াই "জাতিমান ভাবত্বাৎ" এই স্থলান্তর অনুসরণ করা হইল। অর্থাৎ "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে 'জাতি' সাধ্যের অভাব হেত্বধিকরণে ধরা যায় না। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ হইল ভাবপদার্থ, এবং এই সকল পদার্থেই ভাবত্ব থাকে, অর্থাৎ ঐ ভাবপদার্থগুলিই হইল ভাবত্বের অধিকরণ বা হেত্বধিকরণ। তন্মধ্যে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে জাতি সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এবং সামান্য, সমবায় ও বিশেষে জাতি একার্থসমবায়সম্বন্ধে থাকে। এইরূপে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না; ঐ ভাবপদার্থগুলিতে বা হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বা সমবায়সম্বন্ধে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব চিন্তা করিলে সেই অভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে না। কারণ, যে হেত্বধিকরণে (অর্থাৎ ভাবপদার্থগুলিতে) জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বা সমবায়সম্বন্ধে চিন্তা করা হইবে, সেই হেত্বধিকরণেতেই (অর্থাৎ সেই ভাবপদার্থগুলিতেই) ঐ অভাবের (অর্থাৎ সাধ্যাভাবের বা জাত্যভাবের) প্রতিযোগী যে জাতি বা সাধ্য তাহাও সমবায়সম্বন্ধে এবং একার্থসমবায়-

সম্বন্ধে থাকিয়া যাওয়ায় হেত্বধিকরণে উক্ত সাধ্যাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায়, প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না। সাধ্য ভিন্ন অন্য বস্তুর অভাব হেত্বধিকরণে বা ভাবপদার্থগুলিতে ধরিলে সেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে, এবং অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এস্থলে অবশ্য আপত্তি করা যায় যে, "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" হইল ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, এবং সেজন্য এস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের' প্রবেশ অপ্রয়োজনীয়। তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে অর্থাৎ সামান্য, সমবায় ও বিশেষে (ইহারাও ভাবপদার্থ, সুতরাং ইহারাও হেত্বধিকরণ) 'জাতি' বা সাধ্যের অভাব আছে, কেননা, সমবায়সম্বন্ধে 'জাতি' দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে থাকে, সামান্য-সমবায়-বিশেষে থাকে না; সুতরাং সমবায়সম্বন্ধে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়। হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে যখন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, এবং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ যেহেতু সমবায়, সেকারণ সমবায়সম্বন্ধে সাধ্যের বা জাতির অভাব হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়; এইরূপে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। কিন্তু, এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ, "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলে 'জাতি' সাধ্যটি 'ভাবত্ব' হেতুর অব্যাপক; এবং 'জাতি' সাধ্যের এই অব্যাপকত্ব বশতঃ স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল। সাধ্যের এই অব্যাপকত্ব সমবায়সম্বন্ধে হইয়াছে, অর্থাৎ 'জাতি' সাধ্য স্বাভাবিকভাবে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এবং এই সমবায়সম্বন্ধে 'জাতি' সাধ্যের অব্যাপকত্বগ্রহদশাতেই, অর্থাৎ এইরূপ অসদ্ধেতুস্থলীয় জ্ঞানদশাতেই এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, যেস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য অপ্রয়োজনীয়, সেস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত লক্ষণ প্রযুক্ত হইয়া যায় এবং অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যানুমিতি অর্থাৎ জাত্যনুমিতি সম্ভব হইয়া যায়। হেত্বধিকরণ ভাবপদার্থে সম্বন্ধসামান্যের দ্বারা, অর্থাৎ যে কোনো সম্বন্ধের দ্বারা সাধ্য বা জাতি থাকিয়া যায়,—দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে জাতি সমবায়সম্বন্ধে, এবং সামান্য-সমবায়-বিশেষে জাতি একার্থসমবায়সম্বন্ধে ভাবপদার্থে থাকিয়া যায়—এবং সেজন্য হেত্বধিকরণে সাধ্য ভিন্ন অন্য পদার্থের অভাব ধরিতে হয়। হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, এস্থলে জাতি অর্থাৎ সাধ্য সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। এই সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্য ভিন্ন যে কোনো বস্তুর

অভাব হেত্বধিকরণে ধরা যাইতে পারে। এইরূপে গুণ-কর্ম্মের অভাব হেত্বধিকরণে ধরা যাইতে পারে। গুণ-কর্ম্ম সমবায়সম্বন্ধে শুধুমাত্র দ্রব্যে থাকে, আর কোথাও সমবায়সম্বন্ধে থাকে না, অর্থাৎ গুণ-কর্ম্ম গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না ; ফলে হেত্বধিকরণে (গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-সমবায়-বিশেষও হেত্বধিকরণ) গুণ-কর্ম্মের সমবায় সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অভাব হেত্বধিকরণে থাকে, এবং গুণ-কর্ম্মের অধিকরণ অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মাভাবের প্রতিযোগীর অধিকরণ যে দ্রব্য সেই দ্রব্যে গুণ-কর্ম্মাভাব থাকে না ; এইভাবে হেত্বধিকরণে গুণ-কর্ম্মাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়। এই গুণ-কর্ম্মাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল গুণ-কর্ম্মত্ব, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'জাতিত্ব', ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয়। এইভাবে "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যের অব্যাপকত্ব জ্ঞানাবস্থাতেই ব্যাপ্যবৃত্তি-স্থল হইলেও প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যায়, এবং সাধ্যের অব্যাপকত্ব থাকিলেও লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে সাধ্যানুমিতি বা জাত্যনুমিতি সম্ভব হইয়া যায়। এইরূপ হওয়াতে, অর্থাৎ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত স্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অসদ্ধেতুতে সাধ্যানুমিতি সম্ভব হওয়াতে যে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয় তাহাই এস্থলে অতিব্যাপ্তি শব্দের অর্থ, সুতরাং অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না, থাকিয়াই যায়। উপরন্তু "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলটি প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্যবৃত্তিস্থল নহে ; "আত্মত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" প্রভৃতি স্থল ব্যতীত সমস্ত স্থলই হইল অব্যাপ্যবৃত্তি-স্থল। সুতরাং "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" হইল অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল, এবং তাহাতে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যঘটিত লক্ষণই প্রযুক্ত হইবে ; এবং তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে, বারণ হইবে না। এইরূপে দীধিতিকার "সাধ্যশূন্য" ইত্যাদি কথার দ্বারা "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ", "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ", "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলগুলিতে অতিব্যাপ্তি যোজনা করিতেছেন ; অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থলগুলিতে হেত্বধিকরণ সাধ্যশূন্য হইলেও সম্বন্ধান্তরের দ্বারা হেত্বধিকরণে সাধ্য থাকিয়া যাওয়ায় উক্ত অসদ্ধেতুস্থল-গুলিতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়। "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে বিষয়ত্বসম্বন্ধে, "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" স্থলে বিশেষণতাসম্বন্ধে, এবং "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলে একার্থসমবায়-

সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে সাধ্য থাকিয়া যাওয়ায় উক্ত স্থলগুলিতে অতিব্যাপ্তি হয়। তন্মধ্যে বিশেষণতা হইল কালিকবিশেষণতা এবং দৈশিকবিশেষণতা ; কাল এবং দিক্‌রূপ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাধিকরণে বিশেষগুণের সমবায়সম্বন্ধে অভাব থাকিলেও কালে কালিকবিশেষণতা এবং দিকে দৈশিকবিশেষণতা সম্বন্ধে বিশেষগুণ থাকিতে পারে। একার্থসমবায় হইল সমবায়েরই এক প্রকার স্বাত্মকসম্বন্ধ, অর্থাৎ ইহাও এক প্রকার সমবায়সম্বন্ধ, এবং ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ। তাদাত্ম্য এবং প্রতিযোগিত্ব ইহাদের যে কোনো একটির দ্বারা সমবায়রূপই হইল একার্থসমবায়। এইরূপ স্থলেও, অর্থাৎ এইপ্রকার সমবায়-রূপেতেও জাতির একার্থসমবায় আছে, ইহাই বক্তব্য। 'জাতি সতি' এই প্রতীতির দ্বারা জাতি জাতিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে, এই তাদাত্ম্য হইল একার্থসমবায় ; এই প্রকারে 'সমবায়ঃ সন্' এই প্রতীতিরও অবিশেষ হয়, অর্থাৎ এই প্রতীতিও সিদ্ধ হয়। 'জাতি' সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে থাকে বলিয়া জাতিতে সমবায়ের প্রতিযোগিত্ব থাকে, এবং এই প্রতিযোগিত্ব-সম্বন্ধে জাতি জাতি ও বিশেষে থাকে ; 'সমবায়ঃ সন্' এই প্রতীতির দ্বারাই জাতির সমবায়ে থাকা সিদ্ধ হয়। তাদাত্ম্য সমবায়ে আছে, "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলে কেহ কেহ 'ভাবত্বাৎ' শব্দের অর্থ 'সমবেত্বাৎ' করিয়াছেন। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ এই ছয়টি ভাবপদার্থ বলিয়া ইহাদের মধ্যে 'ভাবত্ব' আছে ; অপরদিকে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি সমবায়ী পদার্থ বলিয়া ইহাদের মধ্যে 'সমবেতত্ব' আছে। 'ভাবত্ব' অর্থে 'সমবেতত্ব' গ্রহণ করিলে সমবায় বাদ পড়িয়া যায়, আর 'ভাবত্ব' গ্রহণ করিলে সমবায়ও ধরা পড়ে, ইহাই পার্থক্য ; মূল বিষয়ের বা বক্তব্যের কোনো ক্ষতি হয় না।

জাগদীশী—প্রতিযোগিতেতি, তথাচ জ্ঞানাদ্যভাবস্য তাদৃশেন সমবায়সম্বন্ধেন ঘটাদৌ প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ। ন চ তাদৃশযৎকিঞ্চিৎসম্বন্ধেন প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাবোক্তৌ বহ্নিসামান্যাভাবস্য অপি ধূমবৎ পর্ব্বতাবচ্ছেদেন মহানসীয়সংযোগেন প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্বাৎ বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ, স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যেন তথাত্বোক্তৌ চ জাতিমান্

জাতিত্বাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, সমবায়েন জাত্যভাবস্যৈব তাদাত্ম্যেন জাতিমদ্ভেদত্বাৎ তস্য চ স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্যসম্বন্ধেন যৎ জাতিসম্বন্ধি তদ্বৃত্তিত্বেন প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বাভাবাৎ ইতি বাচ্যম্। স্বপ্রতিযোগিত্বং যাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং তাদৃশসম্বন্ধেন যৎপ্রতিযোগিসম্বন্ধি তদ্বৃত্তিত্বাভাবস্য উক্তত্বাৎ সংযোগসামান্যাবচ্ছিন্নবহ্ন্যভাবপ্রতিযোগিতায়াং মহানসীয়সংযোগত্বাদিবিশিষ্টানবচ্ছেদ্যতয়া বহ্ন্যভাবস্য পর্ব্বতাদৌ মহানসীয়সংযোগেন প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাবেঽপি অব্যাপ্তিবিরহাৎ ইতি ধ্যেয়ম্। ননু সমবায়াদ্যবচ্ছিন্নবহ্ন্যভাবমাদায় ধূমাদৌ অব্যাপ্তিবারণার্থমগ্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বেন প্রতিযোগিত্বং নিবেশনীয়ং তথাপি কপিসংযোগবতস্তাদাত্ম্যেন সাধ্যতায়াম্ এতদ্বৃক্ষত্বাদৌ অব্যাপ্তিঃ, ভেদমাত্রস্য এব স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্যেন সম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যধিকরণাপ্রসিদ্ধ্যা অত আহ সম্বন্ধি বেতি। এতদেব ঘটয়তি ভবতি চেতি, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিসম্বন্ধিত্ববিবক্ষণেন। ন চ তাদাত্ম্যেন বস্তুমাত্রস্য এব ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাৎ তাদৃশসম্বন্ধেন সাধ্যতায়াং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাপ্রবেশাৎ ইদমযুক্তমিতি বাচ্যম্। মূলাদ্যবচ্ছেদেন কপিসংযোগবদ্ভেদস্য বৃক্ষাদৌ স্বয়মঙ্গীকারাৎ, তাদাত্ম্যেন কপিসংযোগবতোঽপি অব্যাপ্যবৃত্তিত্বাৎ। ন চ এবং প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাব ইত্যগ্রিমনিষ্কর্ষে অপি অপ্রতিকারঃ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধেন যৎ যৎ প্রতিযোগিসম্বন্ধিনঃ তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নভেদকূটবিশিষ্টহেতুমদ্বৃত্তিত্বস্য এব তত্র বক্তব্যত্বাৎ। বস্তুতস্তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন অপি ন কস্যচিৎ প্রাগুক্তব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্, অতো যথাশ্রুতমেব সম্যক্। কেচিত্তু প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতায়াং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বযৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাব ইত্যাদি বক্ষ্যমাণনিষ্কর্ষস্য তাদাত্ম্যেন সাধ্যতায়াং ব্যভিচারিণি অতিব্যাপ্তিঃ অতঃ প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বং পরিত্যজ্য প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্বং অবশ্যং তত্র নিবেশ্যম্ ইত্যাশয়েন সম্বন্ধিত্বমুক্তমিত্যাহুঃ।

অনুবাদ ঃ 'প্রতিযোগিতা' ইত্যাদি, সুতরাং জ্ঞানাদি অভাবের তাদৃশ সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদিতে প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব বশতঃ অতিব্যাপ্তি হয় না। তাদৃশ যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাব (এই) উক্তিতে বহ্নিসামান্যাভাবেরও ধূমবৎ পর্ব্বতাবচ্ছেদে মহানসীয় সংযোগের দ্বারা প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্ব বশতঃ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়) ; এবং স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধসামান্যের দ্বারা ঐরূপ উক্তিতে (অর্থাৎ প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাব উক্তিতে) "জাতিমান্ জাতিত্বাৎ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়) ; (কারণ), সমবায়সম্বন্ধে জাত্যভাবেরই তাদাত্ম্যসম্বন্ধের দ্বারা জাতিমৎ ভেদত্ব বশতঃ এবং তাহার স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধের দ্বারা যাহা জাতিসম্বন্ধী তদ্‌বৃত্তিত্বের দ্বারা প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বাভাব বশতঃ (অতিব্যাপ্তি হয়)—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) স্বপ্রতিযোগিত্ব যাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাদৃশ সম্বন্ধে যাহা প্রতিযোগিসম্বন্ধী তদ্‌বৃত্তিত্বাভাবের উক্তত্ব বশতঃ (এরূপ বলা যায় না) ; (এইরূপ উক্তিতে, অর্থাৎ উক্তত্ব বশতঃ) সংযোগসামান্যাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাবপ্রতিযোগিতাতে মহানসীয়সংযোগত্বাদিবিশিষ্ট অনবচ্ছেদ্যতা বশতঃ বহ্ন্যভাবের পর্ব্বতাদিতে মহানসীয় সংযোগের দ্বারা প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাবেই অব্যাপ্তি বিরহ হয় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)—ইত্যাদিরূপ চিন্তনীয়। যদি বলা যায়, সমবায়াদ্যবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাব গ্রহণ করিয়া ধূমাদিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্য অগ্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের দ্বারা প্রতিযোগিত্ব নিবেশনীয়, তথাপি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'কপিসংযোগবতঃ' সাধ্যকস্থলে 'এতদ্‌বৃক্ষত্বাদিতে' অব্যাপ্তি (হয়), (কারণ) ভেদমাত্রেরই স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া (অব্যাপ্তি হয়), সেজন্য বলা হইল 'সম্বন্ধি বা' ইত্যাদি। 'ভবতি চ' ইত্যাদি (অর্থাৎ), এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিসম্বন্ধিত্ব বিবক্ষণের দ্বারা এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বস্তুমাত্রেরই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ তাদৃশ সম্বন্ধে সাধ্যতাতে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অপ্রবেশ বশতঃ ইহা অযুক্ত, এরূপ বলা যায় না। (কারণ) বৃক্ষাদিতে মূলাদ্যবচ্ছেদে কপিসংযোগবদ্ভেদের নিজের (রঘুনাথের) অঙ্গীকার বশতঃ, (এবং) তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কপিসংযোগবতেরও অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ (এরূপ বলা যায় না)। এবং "প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাব" ইত্যাদি অগ্রিম নিষ্কর্ষ লক্ষণেও অপ্রতিকারঃ

(হয়), এরূপ বলা যায় না। (কারণ) "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন যৎ যৎ প্রতিযোগিসম্বন্ধিনঃ তত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন-ভেদকূটবিশিষ্ট-হেতুমদ্বৃত্তিত্ব" ইহারই সেস্থলে বক্তব্যত্ব বশতঃ (এরূপ বলা যায় না) বস্তুতঃপক্ষে, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের দ্বারাও প্রাগুক্ত ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব কাহারও হয় না, সুতরাং যথাশ্রুতই যথার্থ। কেহ কেহ কিন্তু—'প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতি-যোগিতাতে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বযৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাব' ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ নিষ্কর্ষ লক্ষণের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যভিচারী সাধ্যকস্থলে অতিব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য 'প্রতিযোগ্যনধিকরণত্ব' পরিত্যাগ করিয়া 'প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্ব' সেস্থলে অবশ্য নিবেশনীয়, ইত্যাদি অভিপ্রায়ের দ্বারা 'সম্বন্ধিত্ব' উক্ত হইয়াছে,—এরূপ বলেন

ব্যাখ্যা : হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বলিতে প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্যের প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে ; এবং তাহা হইলেই "জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাৎ"; "বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাৎ" এবং "জাতিমান্ ভাবত্বাৎ" স্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণে, মনোঽন্যদ্রব্যত্বাধিকরণে এবং ভাবত্বাধিকরণে অর্থাৎ উক্ত স্থলগুলির হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে জ্ঞান, বিশেষগুণ এবং জাতির অভাব ধরা যায় (এক্ষেত্রে প্রত্যেক স্থলেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়); এবং এইরূপে অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ায় অতি-ব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। এখন প্রশ্ন হইল, প্রতিযোগিসামানাধি-করণ্যাভাব অর্থাৎ প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য বা প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, না সামান্যতঃ প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে ? প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে যৎ-কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে গ্রহণ করিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে ; কারণ, পর্ব্বতে 'বহ্নি' সংযোগসম্বন্ধে থাকে, এবং মহানসেও 'বহ্নি' সংযোগসম্বন্ধে থাকে, কিন্তু পর্ব্বতীয় সংযোগ এবং মহানসীয় সংযোগ ভিন্ন। যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতি-যোগিবৈয়ধিকরণ্য চিন্তা করিলে পর্ব্বতে বহ্ন্যভাব সম্ভব হইবে ; কারণ, বহ্ন্য-ভাবের প্রতিযোগী হইল' 'বহ্নি', এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, এবং মহানসীয় সংযোগ হইল যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ। এই যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ মহানসীয় সং-

যোগসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ অর্থাৎ বহ্ন্যধিকরণ হইল মহানস, এই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব নিশ্চয়ই পর্ব্বতে আছে; কারণ মহানসরূপ অধিকরণে যৎকিঞ্চিৎ সংযোগসম্বন্ধে মহানসীয় বহ্নির বৃত্তিতা থাকে, এবং মহানসীয় বহ্নির বৃত্তিতা অবশ্যই পর্ব্বতাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা নহে, অর্থাৎ এই মহানসীয় বহ্নির বৃত্তিতা অবশ্যই পর্ব্বতরূপ অধিকরণে থাকে না। সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, এক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ সংযোগসম্বন্ধে বহ্ন্যভাব পর্ব্বতে বা ধূমাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়; এইরূপে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, এক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ মহানসীয় সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অভাব ধরাতেই ঐরূপ অব্যাপ্তি হইল। অপরদিকে, সামান্যতঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য চিন্তা করিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে অবশ্য অব্যাপ্তি হইবে না; কারণ, সামান্যতঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে পর্ব্বতীয় সংযোগও গণ্য হইয়া যায়, এবং তাহাতে সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ অর্থাৎ বহ্নির অধিকরণ পর্ব্বতও হয়, কিন্তু পর্ব্বতাধিকরণে যে বহ্নির বৃত্তি হয় এবং তাহাতে যে বৃত্তিতা থাকে তদভাব পর্ব্বতে থাকে না, অর্থাৎ পর্ব্বতে বহ্ন্যভাব ধরা সম্ভব হয় না; এইরূপে সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব না থাকায় অন্য অভাব চিন্তা করিয়া লক্ষণ সমন্বয় হইবে, এবং অব্যাপ্তি আর হইবে না। কিন্তু, সামান্যতঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে "জাতিমান্ জাতিত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। "জাতিমান্ জাতিত্বাৎ" স্থলে সাধ্য হইল 'জাতি', এবং হেতু হইল 'জাতিত্ব'; জাতি থাকে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে, এবং জাতিত্ব থাকে জাতিতে, ইহাতে হেতু এবং সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হয় না, এবং এই সামানাধিকরণ্যের অভাব বশতঃই স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল। জাতি স্বভাবতঃ সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এই সমবায়সম্বন্ধে জাতি কিন্তু জাতিতে থাকে না, কেননা, জাতিতে জাতি স্বীকার করিলে অনবস্থা হয়। জাতিতে যদি জাতি না থাকে তাহা হইল "জাতিমান্ জাতিত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ, 'জাতিত্ব' হেতু বলিয়া হেত্বধিকরণ হইল জাতি এবং সাধ্যও হইল জাতি। সুতরাং, জাতিতে জাতি না থাকিলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব পাওয়া গেল;

এইভাবে সাধারণ নিয়মে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় এই অসদ্ধেতু-স্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু, ধর্ম্মীর ভেদ ও ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব এক বা অভিন্ন, এবং ইহা সর্ব্বস্বীকৃত ; জাতিমান্ হইল জাতিধর্ম্মী (কেননা, জাতিরূপ ধর্ম্ম যাহাতে থাকে তাহাই জাতিধর্ম্মী), জাতিমতে জাতিরূপ ধর্ম্ম থাকে, সুতরাং জাতিমান্ হইল জাতিধর্ম্মী। জাতিতে জাতিমতের ভেদ আছে, কেননা, জাতি এবং জাতিমান্ এক নয়, ভিন্ন ; সুতরাং জাতি এবং জাতিমান্ ভিন্ন বলিয়া জাতিতে জাতিমতের ভেদ বা অন্যোন্যাভাব স্বীকৃত। এখন, ধর্ম্মীর ভেদ যখন ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব হয় তখন জাতিমতের ভেদে জাতির অত্যন্তাভাব অবশ্যই স্বীকৃত হইবে (জাতিমান্ হইল ধর্ম্মী, এবং জাতি হইল ধর্ম্ম)। সুতরাং, জাতিতে জাতিমতের ভেদ স্বীকৃত হওয়াতেই জাতিরও অত্যন্তাভাব স্বীকৃত হইল। জাতিতে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে জাতির বা সাধ্যের এই যে অত্যন্তাভাব, এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইল জাতি, এবং জাতিমৎ ভেদের বা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হইল জাতি-মৎ। ভেদ বা অন্যোন্যাভাব তাদাত্ম্যপ্রতিযোগিক অভাব বলিয়া উক্ত অন্যোন্যাভাবের বা ভেদের প্রতিযোগী যে জাতিমৎ তাহা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে ; অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ তাদাত্ম্যও হইয়া যায়। এখন, এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অর্থাৎ জাতির যে সম্বন্ধী অর্থাৎ জাতি, তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব অর্থাৎ জাতি নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেত্বধিকরণে অর্থাৎ জাতিতে থাকে না ; কারণ, জাতিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জাতি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব থাকে কি করিয়া? জাতিতে জাতি-নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকে। সুতরাং, এইরূপ হইলে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ যেরূপ সমবায় হয়, সেইরূপ তাদাত্ম্যও স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইয়া যায়। অতএব, তাদাত্ম্যও সামান্যতঃ স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অন্তর্গত হওয়ায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ জাতিতে জাতির অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল না, এবং তাহা হইলে আর সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে ধরা গেল না। অভাবান্তর গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ সাধ্য ব্যতীত অন্য প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হেত্বধিকরণে ধরিলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যায় ; এইরূপে "জাতিমান্ জাতিত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে সামান্যতঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়-ধিকরণ্যের প্রতিযোগীকে গ্রহণ করার ফলে অতিব্যাপ্তি দোষ উপস্থিত হয়।

সুতরাং প্রশ্ন হইল, প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রতিযোগীকে যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে, না, সামান্যতঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে? উভয় স্থলেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এইরূপ সমস্যার সমাধানের জন্য জগদীশ বলিতেছেন যে, প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রতিযোগিতাটি যাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য চিন্তা করা হইতেছে সেই অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব বা স্বপ্রতিযোগিত্ব যাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, তাদৃশ সম্বন্ধে যাহা প্রতিযোগীর সম্বন্ধী, সেই সম্বন্ধিনিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব। এইরূপ হইলে পর্ব্বতে যে মহানসীয় সংযোগসম্বন্ধে বৃত্তিতার অভাব ধরিয়া বহ্ন্যভাব চিন্তা করা হইয়াছে তাহা আর হয় না। কারণ, এস্থলে বহ্ন্যভাবের যে প্রতিযোগিত্ব আছে তাহা স্বরূপতঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন; কেননা, পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতিতে যে বহ্নিসংযোগ থাকে তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ সংযোগরূপে চিন্তা করা হয় না, এবং তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ সংযোগের স্বাভাবিক প্রতীতিও হয় না। সুতরাং "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে স্বপ্রতিযোগিত্ব সংযোগসামান্যাবচ্ছিন্ন বলিয়া অর্থাৎ সংযোগত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সংযোগসামান্য, এবং পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। কারণ, স্বপ্রতিযোগিত্ব সংযোগসামান্যসম্বন্ধে উক্ত বহ্নিপ্রতিযোগীর অধিকরণ পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতি বহ্ন্যধিকরণের সম্ভাব্য সমস্ত স্থলগুলিই হইবে; এবং তাহা হইলে মহানসীয় সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিবৃত্তিতার অভাব পর্ব্বতে আর ধরা যাইবে না, কারণ, স্বপ্রতিযোগিত্ব সংযোগসামান্যসম্বন্ধে অধিকরণনিরূপিত বৃত্তিতা পর্ব্বত, গোষ্ঠ, মহানস, চত্বর প্রভৃতি সকলেতেই আছে; এইরূপে পর্ব্বতাদিতে পূর্ব্বপ্রকার যৎকিঞ্চিৎ সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ধরিয়া মহানসীয় সংযোগের দ্বারা বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাব হইলেও অব্যাপ্তি আর হয় না। ঠিক এইভাবেই "জাতিমান্ জাতিত্বাৎ" স্থলেও আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এস্থলে সমবায়সম্বন্ধে জাতিতে জাতির অভাবই স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করা হইতেছে, এবং এই অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব বা এস্থলে স্বপ্রতিযোগিত্ব হইল সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, এই সমবায়সম্বন্ধে প্রতিযোগীর বা জাতির অধিকরণ হইল

দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম, এই অধিকরণ-নিরূপিত অর্থাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেত্বধিকরণে বা জাতিতে 'জাতির্নাস্তি' অভাব অবশ্যই আছে; সুতরাং জাতিতে জাতির অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে, এবং এইরূপে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ জাতিতে প্রতিযোগিব্যধিকরণ সাধ্যাভাব অর্থাৎ জাত্যভাব ধরা সম্ভব হয়। ইহাতে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ায় এবং ঐ সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের বিষয়টি এই ভাবেই চিন্তা করিতে হইবে।

পুনরায়, হেত্বধিকরণে যে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ধরিতে হইবে সেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটি কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহা বলা হয় নাই; হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইবে ইহা ঠিক, কিন্তু অভাবটি কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হইবে? কোনো বিশেষ সম্বন্ধ যখন নির্দ্ধারণ করা হয় নাই তখন যে কোনো সম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে পর্ব্বতাদিতে বহ্নি সংযোগসম্বন্ধে থাকে, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতাদিতে সকল সময়েই আছে। সুতরাং, পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণে সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাব ধরিলে সেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব' এবং সাধ্য বহ্নি হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'বহ্নিত্ব'; ফলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং ইহাতে এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার জন্য অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অগ্রে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করা হইয়াছে; অর্থাৎ এবম্বিধ অসুবিধা নিরসনের জন্য কিঞ্চিৎ পরেই বলা হইবে যে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। এরূপ হইলে "বহ্নিমান্ধূমাৎ" স্থলে সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব পর্ব্বতাদিতে ধরা যায় না; কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, সমবায় নহে; এই সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণে বহ্ন্যভাব ধরা যায় না (কারণ, সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতাদিতে বহ্নি সকল সময়েই থাকে), অন্য অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহাতে আর লক্ষণ সমন্বয়ের অসুবিধা হয় না, ফলে অব্যাপ্তিও হয় না। কিন্তু, এতৎসত্ত্বেও হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্য-

তাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিলেও "কপিসংযোগবত্বান্ এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে সাধ্য হইল 'কপিসংযোগবৎ', এবং হেতু হইল 'এতদ্বৃক্ষত্ব'; হেত্বধিকরণ হইল 'এতদ্বৃক্ষ', এবং সাধ্য অর্থাৎ কপিসংযোগবৎ তাহাও বৃক্ষ; সুতরাং, সাধ্য 'কপিসংযোগবৎ' হেত্বধিকরণ 'এতদ্বৃক্ষে' তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য। প্রত্যেক ভেদ বা অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য; কিন্তু ভেদমাত্রেরই যে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ (অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক ভেদের যে স্ব স্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ) সেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধের অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয়। কারণ, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কোনো বস্তু কোনো বস্তুতে থাকে না; 'এই ঘট' তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'এই ঘটে' থাকে এরূপ প্রতীতি হয় না; 'ঘট' ভূতলাদি দেশে থাকিতে পারে, এবং সেইরূপ প্রতীতিও হয়, কিন্তু 'ঘট' 'ঘটে'ই থাকে এই প্রতীতির প্রসিদ্ধি নাই। এইরূপে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ "কপিসংযোগবত্বান্ এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়; কারণ, উক্ত স্থলে সাধ্য 'কপিসংযোগবৎ' তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য। এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্ব সম্ভব হয় না; কেননা, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগীর অধিকরণের প্রসিদ্ধি নাই; এই কারণে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিলেও "কপিসংযোগবত্বান্ এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই দীধিতিকার বলিলেন "সম্বন্ধি বেতি", অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ বলিতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ-নিরূপিত বা সম্বন্ধি-নিরূপিত (অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর সম্বন্ধি-নিরূপিত) বৃত্তিতার অভাব বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলগুলিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হইলেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধীর অপ্রসিদ্ধি হয় না; এবং উক্ত সম্বন্ধিনিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবে থাকিলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবটিকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বলা যাইবে। এইরূপে "কপিসংযোগবত্বান্ এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলেও আর অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এইরূপ হইলে, এস্থলে সাধ্যতাব-

চ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অভাব অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব হেত্বধিকরণে বা এতদ্বৃক্ষে ধরিতে হইবে। 'এতদ্বৃক্ষে' ঘটপটাদির ভেদ বা অন্যোন্যাভাব আছে; এই ভেদের প্রতিযোগী যে ঘটপটাদি সেই ঘটপটাদির প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধী হইল ঘটপটাদি (কারণ, ঘটপটাদি যেহেতু ঘটপটাদিই, সেজন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটপটাদির সম্বন্ধী ঘটপটাদিই), এবং ঐ ভেদ বা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'কপিসংযোগবত্ত্ব'; এই প্রকারে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়, এবং প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এইভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদসম্বন্ধ যেস্থলে তাদাত্ম্য সেস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে 'প্রতিযোগীর অধিকরণ' না বলিয়া 'প্রতিযোগীর সম্বন্ধী' বলিতে হইবে, এবং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে সেস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর সম্বন্ধিত্বের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, প্রতিযোগীর অধিকরণত্বের দ্বারা বুঝিলে চলিবে না। তাদাত্ম্যসম্বন্ধের ক্ষেত্রে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর সম্বন্ধিত্ব গ্রহণ করার কথা বলার জন্যই দীধিতিকার বলিলেন—"ভবতি চৈবম্ অন্যোন্যাভাবোঽপি প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণঃ"—অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রেও এই প্রকারে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ সঙ্গত হয়। এস্থলে অবশ্য আপত্তি করা যায় যে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বস্তুমাত্রই অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই হইল ব্যাপ্যবৃত্তি, এবং এই ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের নিবেশ অপ্রয়োজনীয়; তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ যদি তথায় ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য অনিবেশ্য হয়, তাহা হইলে, "কপিসংযোগবত্বান্ এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য এতাদৃশ প্রচেষ্টার প্রয়োজন কি? সুতরাং এই প্রচেষ্টা অযুক্ত এবং নিরর্থক। এইরূপ আপত্তির উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, যদ্যপি 'কপিসংযোগবৎ' এবং বৃক্ষ একই বস্তু, অর্থাৎ যাহা 'কপিসংযোগবৎ' তাহাই বৃক্ষ, তথাপি বৃক্ষের মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগবতের ভেদ আছে; বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকায় অগ্রাবচ্ছিন্ন বৃক্ষই 'কপিসংযোগবৎ' মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগ না থাকায় মূলাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ 'কপিসংযোগবৎ' নহে; এবং এই কারণে

এতদ্বৃক্ষের মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগের ভেদ আছে, এবং এই ভেদ দীধিতিকার নিজেই পরে স্বীকার করিয়াছেন। এই ভেদ স্বীকৃত হইলে "কপিসংযোগবত্বান্ এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলটি তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যকস্থল হইলেও আর ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থল হইল না, অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থল হইল, কেননা, সাধ্য 'কপিসংযোগবৎ' হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষের কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছেদে থাকে, নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে না। এবং ইহা অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল হইলে এস্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রয়োজনীয়তা নাই এ কথা আর বলা যায় না। সুতরাং উক্ত আপত্তি অনর্থক। পুনরায়, দীধিতিকার অগ্রে "প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাব" ইত্যাদি প্রকার যে নিষ্কর্ষ ব্যাপ্তির লক্ষণ করিয়াছেন তাহারও অপ্রতিকারত্ব আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহাও অযথার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, উক্ত নিষ্কর্ষ লক্ষণে "প্রতিযোগ্যনধিকরণ···" ইত্যাদিতে 'অধিকরণ' শব্দটি নিবেশ করা হইয়াছে, কিন্তু 'সম্বন্ধী' শব্দের কোনো নিবেশ নাই; 'সম্বন্ধী' শব্দের নিবেশ নিষ্কর্ষ লক্ষণে না থাকায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে উক্ত লক্ষণের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়;—এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ, সেস্থলে অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে লক্ষণে "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন যৎ যৎ প্রতিযোগিসম্বন্ধিনঃ তত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নভেদকূটবিশিষ্টহেতুমদ্বৃত্তিত্ব"—এরূপ বলিলেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে সঙ্গতি রক্ষা হইবে; সুতরাং নিষ্কর্ষ লক্ষণের অপ্রতিকারস্বরূপ আপত্তি করা যায় না। আর, বস্তুতঃপক্ষে তাদাত্ম্যসম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব কাহারও হয় না। সমবায়সম্বন্ধে আত্মত্বাদি সাধ্য এবং জ্ঞানবত্বাদি হেতু ধরিলে, অর্থাৎ "আত্মত্ববান্ জ্ঞানবত্বাৎ" ইত্যাদিরূপ স্থলেই প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত স্থলই অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল;—এ সম্পর্কে পূর্ব্বেই বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলগুলিতে ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব আছে বলিয়া ঐরূপ স্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অপ্রবেশ বশতঃ এতাদৃশ আলোচনা নিরর্থক এরূপ কথা বলা চলে না; সেকারণ যাহা আছে তাহাই ঠিক, বা যথাশ্রুতই সম্যক্; অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ-নিরূপিত বা সম্বন্ধি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবে থাকিলে হেতুমন্নিষ্ঠ উক্ত অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে।

এস্থলে কেহ কেহ কিন্তু বলেন যে, "প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতায়াং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বযৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাব" ইত্যাদি বক্ষ্য-

মাণ নিষ্কর্ষ লক্ষণে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ব্যভিচারী স্থলে বা অসদ্ধেতু-স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়; সেইজন্যই নিষ্কর্ষ লক্ষণে 'প্রতিযোগ্যনধিকরণত্ব' পরিত্যাগ করিয়া 'প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্ব' অবশ্যই নিবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ নিষ্কর্ষ লক্ষণে "প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাব..." ইত্যাদি না বলিয়া "প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিহেতুমন্নিষ্ঠাভাব..." ইত্যাদিরূপ বলিতে হইবে; এবং এই প্রকার অভিপ্রায়েই "সম্বন্ধিত্ব" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ-নিরূপিত বা সম্বন্ধি-নিরূপিত বৃত্তি-তার অভাব ইত্যাদিরূপ কথা দীধিতিকার বলিয়াছেন।

দীধিতি—তদ্বিশিষ্টস্ত চ হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বং বাচ্যং;

অনুবাদঃ এবং তদ্বিশিষ্ট (প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট অভাবে) হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব বলিতে হইবে;

ব্যাখ্যাঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ তদ্বৃত্তিত্বাভাব, বা প্রতিযোগীর যে সম্বন্ধী তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ধরিতে হইবে, এরূপ বলা হইল। এই অভাবটিকে দীধিতিকার 'তদ্বিশিষ্টাভাব' বলিলেন; এই 'তদ্বিশিষ্টাভাব' কথার অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণ-নিরূপিত যে বৃত্তিত্বাভাব, অর্থাৎ প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট যে অভাব তাহাই হইল 'তদ্বিশিষ্টাভাব'। এখন, দীধিতিকারের বক্তব্য হইল যে, এই 'তদ্বিশিষ্টা-ভাব'টিকে অবশ্যই হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব হইতে হইবে, অন্যথায়, অর্থাৎ 'তদ্বিশিষ্টাভাব'টি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব না হইলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কারণ, "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে গুণাদিতে অর্থাৎ গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতিতে কপিসংযোগের অভাব অবশ্যই আছে, এবং এই অভাব প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধে কপিসংযোগাধিকরণ বৃক্ষাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্ব কপিসংযোগাভাবে থাকিলেও গুণাদিবৃত্তি কপি-সংযোগাভাবে তদ্বৃত্তিত্ব নাই, ফলে কপিসংযোগাভাবটি প্রতিযোগিসামানাধি-করণ্যাভাববিশিষ্ট হইবে (কেননা, 'কপিসংযোগ'ও হইল এক প্রকার

সংযোগ, গুণাদিতে সমবায়সম্বন্ধে সংযোগের অভাব স্বাভাবিকভাবেই থাকে, সুতরাং গুণাদিতে কপিসংযোগের অভাব বা কপিসংযোগাভাব থাকিবেই); এবং সাধ্য যেহেতু এস্থলে 'কপিসংযোগ' সেজন্য প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক আর এক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না, কেননা, কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'কপিসংযোগত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল এস্থলে 'কপিসংযোগত্ব'; এইভাবে এইরূপ সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, 'তদ্বিশিষ্টাভাব'টি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব হইলে আর ঐরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এস্থলে হেত্বধিকরণ হইল 'এতদ্বৃক্ষ', 'তদ্বিশিষ্টাভাব'টিকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব ধরিলে এই 'এতদ্বৃক্ষে' বা হেত্বধিকরণে 'কপি-সংযোগাভাব'রূপ অভাব ধরা যাইবে না, কারণ "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলটি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল হওয়ায় এক্ষেত্রে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ উপাদেয়; এবং 'কপিসংযোগাভাব' যেহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব নয়, ইহা প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব, অর্থাৎ প্রতিযোগিসামানা-ধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট কপিসংযোগাভাবটি হেত্বধিকরণে বা এতদ্বৃক্ষে যেহেতু নাই, সেজন্য কপিসংযোগাভাব হেত্বধিকরণে ধরা যায় না; হেত্বধিকরণে অভাবান্তর ধরিলে অর্থাৎ ঘটপটাদির অভাব ধরিলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যায়, এবং লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। সেইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন যে, 'তদ্বিশিষ্টাভাব'টিকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব হইতে হইবে।

জাগদীশী—নন্বু কপিসংযোগাভাবস্যাপি গুণাদৌ প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণত্বাৎ কপিসংযোগ্যেতত্ত্বাদিত্যাদাবব্যাপ্তিরত আহ তদ্বি-শিষ্টস্য ইতি। প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্টস্য ইত্যর্থঃ। তথা চ হেতুমতি বৃক্ষাদৌ সংযোগবদ্বৃত্তিত্বাভাববিশিষ্টঃ সংযোগাভাবো নাস্তীতি ন অব্যাপ্তিঃ, বিশিষ্টনিরূপিতাধেয়ত্বমপি অতিরিক্তমিত্যাশয়েন ইদম্। যদ্বা তদ্বিশিষ্টস্য ইত্যস্য হেত্বধিকরণেঽন্বয়ঃ, তত্র ষষ্ঠ্যর্থোঽধি-করণত্বং তেন প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্টস্য অধিকরণং যদ্ধেত্বধিকরণং তদ্বৃত্তিত্বমভাবে বাচ্যম্ ইত্যর্থঃ। যদ্যপি প্রতিযোগ্য-

সমানাধিকরণত্বং হেতুবিশেষণীকৃত্য প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যবিশিষ্টো যো হেতুঃ তদধিকরণবৃত্ত্যভাবস্য প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বব্যাখ্যায়া এব সংযোগী এতত্ত্বাদিত্যাদৌ ন অব্যাপ্তিসম্ভাবনা, বৃক্ষস্য প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণত্বাভাবাৎ, তথাপি কর্ম্মণি চ সংযোগা-ভাবঃ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ ইতি অগ্রিমমূলস্বরসেন হেতুসমানাধি-করণাভাবস্যৈব বিশেষণং, প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্বদলম্, অত এতাবান্ প্রয়াস ইতি অবধেয়ম্।

অনুবাদঃ যদি বলা যায়, গুণাদিতে কপিসংযোগাভাবেরও প্রতি-যোগ্যসমানাধিকরণত্ব বশতঃ "কপিসংযোগী এতত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি হয়, সেইজন্যই বলা হইল 'তদ্বিশিষ্টস্য' ইত্যাদি। 'প্রতিযোগিসামানাধি-করণ্যাভাববিশিষ্ট' ইহাই অর্থ ('তদ্বিশিষ্ট' কথার ইহাই অর্থ)। সুতরাং হেত্বধিকরণ বৃক্ষাদিতে সংযোগবদ্‌বৃত্তিত্বাভাববিশিষ্ট সংযোগাভাব না থাকায় অব্যাপ্তি হয় না ইত্যাদি, বিশিষ্ট-নিরূপিত আধেয়ত্বও অতিরিক্ত এই মতের দ্বারা ইহা (বুঝিতে হইবে)। অথবা, 'তদ্বিশিষ্টস্য' ইত্যাদির হেত্বধিকরণের সহিত অন্বয় (হয়), তাহাতে ষষ্ঠ্যর্থ (হইল) অধিকরণত্ব, তদ্দ্বারা প্রতি-যোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট অধিকরণ, যাহা হেত্বধিকরণ, তদ্‌বৃত্তিত্বা-ভাব বলা যায়, ইহাই অর্থ। যদিও প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্বকে হেতুর বিশেষণ করিয়া প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট যে হেতু তদধিকরণবৃত্ত্য-ভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব ব্যাখ্যার দ্বারাই বৃক্ষের প্রতিযোগিবৈয়-ধিকরণ্যাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণত্ব হয় না বলিয়া "সংযোগী এতত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না, তথাপি "কর্ম্মণি চ সংসর্গাভাবঃ প্রতিযোগ্য-সমানাধিকরণঃ" ইত্যাদি অগ্রিম মূল গ্রন্থের স্বরসের দ্বারা হেতুসমানাধিকরণা-ভাবেরই বিশেষণ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্ব হওয়ায় এইরূপ প্রয়াসের প্রয়োজন হইল, এইরূপ অবধারণ করাই উচিত।

ব্যাখ্যাঃ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ-নিরূপিত তদ্‌বৃত্তিত্বাভাব বা প্রতিযোগীর সম্বন্ধি-নিরূপিত তদ্‌বৃত্তিত্বাভাব গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে। দীধিতিকার বলিতেছেন যে, এই অভাবটিকে একটি বিশিষ্টাভাবরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, এই অভাবটি হইল প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণ-

নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব; এইভাবে ইহা একটি বিশিষ্টাভাব হওয়ায় দীধিতিকার ইহাকে 'তদ্বিশিষ্টাভাব' ইত্যাদিরূপে বলিলেন। দীধিতিগ্রন্থের 'তদ্বিশিষ্ট' কথার অর্থ হইল 'প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট', অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণে থাকে না যে অভাব সেই অভাবই 'তদ্বিশিষ্টাভাব'; ইহাই দীধিতিগ্রন্থের 'তদ্বিশিষ্টাভাব' কথার অর্থ। এখন, এই বিশিষ্টাভাবটিকে অবশ্যই হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব হইতে হইবে; অন্যথায়, অর্থাৎ এই বিশিষ্টাভাবটিকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব না ধরিয়া অন্য কোনো অধিকরণবৃত্তি অভাব ধরিলে দোষ হইবে। যথা, "কপিসংযোগী এতত্ত্বাৎ" বা "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলে সাধ্য হইল 'কপিসংযোগ', এই কপিসংযোগের অভাব বা সাধ্যাভাব গুণাদিতে, অর্থাৎ গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতিতে আছে, এবং তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণই হয়, কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধে কপিসংযোগাধিকরণ বৃক্ষাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্ব গুণাদিনিষ্ঠ কপিসংযোগাভাবে নাই, সুতরাং গুণকর্ম্মাদিনিষ্ঠ কপিসংযোগাভাবটি প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্টই হইয়া যায়। এইরূপ হইলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন হয় না, এক হইয়া যায়; কারণ, এস্থলে সাধ্য হইল 'কপিসংযোগ', এবং উক্তরূপ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের প্রতিযোগীও হইল 'কপিসংযোগ', ফলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় এইরূপ সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ যায় না, এবং অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, এই তদ্বিশিষ্টাভাবটি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব হইলে আর ঐরূপ অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, হেত্বধিকরণ হইল এস্থলে 'এতদ্বৃক্ষ', এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগাভাব ধরিলে সেই অভাব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অভাব হইবে না, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যাইবে, কেননা, বৃক্ষের মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব থাকিলেও বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ (অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী) থাকিয়া যায়; ফলে হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষে ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি অন্য প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অভাব ধরিতে হইবে (কারণ, দীধিতিকার 'তদ্বিশিষ্টাভাব' বলিতে হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অভাব বলিয়াছেন)। পুনরায়, "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" প্রভৃতি স্থল 'অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল হওয়ায় এরূপ স্থলে "প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য" বা "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" বিশেষণ অবশ্য উপাদেয় বলিয়া এস্থলে হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষে ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব

ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ও সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন হইবে (অর্থাৎ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে), লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো বাধা থাকিবে না, অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকিবে না। সেইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন,—"তদ্বিশিষ্টস্য চ হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বং বাচ্যং"—অর্থাৎ তদ্বিশিষ্টাভাবটিকে হেত্বধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বা প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্টাভাব বুঝিতে হইবে ; গুণাদিতে কপিসংযোগাভাবটি প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্টাভাব অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব হইলেও তাহা হেত্বধিকরণবৃত্তি হয় না ; সেইজন্য গুণাদিতে কপিসংযোগাভাব ধরিয়া এরূপ স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না। এক্ষেত্রে অবশ্য একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে—সাধারণতঃ বিশিষ্টসত্তার ও কেবলসত্তার অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সত্তারূপে তাহারা এক এবং অনতিরিক্ত, অর্থাৎ তাহাদের আধেয়ত্বের কোনো ভিন্নত্ব থাকে না ; কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টিকে অন্যরূপে চিন্তা করিতে হইবে, এক্ষেত্রে 'তদ্বিশিষ্টস্য' কথার মধ্যে যে বিশিষ্টাভাব ধরার কথা বলা হইয়াছে সেই বিশিষ্টাভাব এবং কেবল-অভাবের অধিকরণ তো ভিন্ন ভিন্ন হইবেই, উপরন্তু ইহাদের আধেয়ত্বকেও অতিরিক্তত্ব বা ভিন্নত্বরূপে চিন্তা করিতে হইবে। কারণ, হেত্বধিকরণবৃত্তি যে বিশিষ্টাভাব এবং গুণাদিবৃত্তি যে অভাব তাহারা অভাবরূপে এক এবং অনতিরিক্ত হইলে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব কপিসংযোগাভাবস্বরূপ হইয়া যায়, ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক এক হইয়া যাওয়ায় পুনরায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। সেইজন্যই বলা হইল 'বিশিষ্টনিরূপিত-আধেয়ত্বমপ্যতিরিক্তম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ বিশিষ্টনিরূপিত আধেয়ত্বকেও এক্ষেত্রে অতিরিক্তত্ব বা ভিন্নত্বরূপে চিন্তা করিতে হইবে। অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি যে বিশিষ্টাভাব এবং অন্য অধিকরণবৃত্তি যে অভাব তাহাও এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথক পৃথক হইবে।

'যদ্বা' ইত্যাদির দ্বারা জগদীশ এস্থলে অন্য একটি উপায় নির্দ্ধারণের কথা বলিতেছেন। 'তদ্বিশিষ্ট' অর্থে যে তদ্বিশিষ্টাভাব অর্থাৎ প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট যে অভাব সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিব্যধিকরণ বিশেষণটি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের বিশেষণ না হইয়া যদি হেত্বধিকরণের বিশেষণ হয় তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি দোষও আর হয়

না। 'তদ্বিশিষ্টস্ত' শব্দে যে ৬ষ্ঠী বিভক্তি আছে তাহা হেত্বধিকরণের সহিত অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট যে হেত্বধিকরণ তাহার অভাব বা তদ্বৃত্তি অভাব—এরূপ হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তদ্বৃত্তি যে অভাব ইত্যাদিরূপ অর্থ করিতে হইবে। দীধিতিগ্রন্থের 'তদ্বিশিষ্ট' কথাটি হইল 'তদ্বিশিষ্টাভাব'; এই তদ্বিশিষ্টাভাবটি হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাববিশিষ্ট যে অভাব হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব সেই অভাব, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। 'তদ্বিশিষ্ট' কথাটি হেত্বধিকরণের বিশেষণ হইলে উক্তরূপ অধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাববিশিষ্ট যে হেত্বধিকরণ, অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণই ধরিতে হইবে, এবং সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাবটিই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে, যথা "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ধরিতে হইবে (অর্থাৎ, ঐ অভাবীয় অধিকরণটি প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট-অভাবাধিকরণ হইবে, অর্থাৎ ঐ অধিকরণে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য থাকিবে না, প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য থাকিবে); এরূপ হইলে লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো অসুবিধা হইবে না। বিষয়টিকে এইভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

পুনরায়, "যদ্যপি" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা জগদীশ এক্ষেত্রে অপর একটি উপায় নির্দ্ধারণের কথা বলিতেছেন। 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্ব'কে যদি হেতুর বিশেষণ করা যায়, তাহা হইলে, প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট যে হেতু সেই হেতুর অধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাবই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং সেই অভাব গ্রহণ করিলেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হইবে এবং লক্ষণও ঠিক থাকিবে। 'প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট' কথার অর্থই হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাববিশিষ্ট অর্থাৎ "তদ্বিশিষ্ট"। এইভাবে 'তদ্বিশিষ্ট'কে হেত্বধিকরণের বিশেষণ না করিয়া হেতুর বিশেষণ করিলেও সামঞ্জস্য রক্ষা হয় এবং "সংযোগী এতত্ত্বাৎ" বা "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলে অব্যাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে না। কারণ, হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষের মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব চিন্তা করিয়া

হেত্বধিকরণে বা এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগাভাব ধরিলে হেত্বধিকরণ প্রতিযোগ্য-সামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট (বা প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যবিশিষ্ট) হেতুর অধিকরণ হইবে না, তাহা প্রতিযোগিসামাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুর অধিকরণ হইয়া যাইবে, কেননা, কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী 'কপিসংযোগ' এতদ্বৃক্ষে (এতদ্বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে) থাকে। ফলে হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষে ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি অভাবান্তর গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়, অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। কিন্তু, এরূপ করা যায় না; অর্থাৎ 'তদ্বিশিষ্ট'কে হেতুর বিশেষণ করিয়া সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হইলেও এরূপ করা যাইবে না। কারণ, মূলকার গঙ্গেশোপাধ্যায় স্বয়ং হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিতই 'তদ্বিশিষ্ট' পদের অন্বয় করিতে হইবে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে মূলকার যখন বিশেষব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন তখন তিনি দেখাইয়াছেন যে, "কর্ম্মণি চ সংযোগা-ভাবঃ প্রতিযোগিব্যধিকরণঃ", অর্থাৎ গুণকর্ম্মাদিতে সংযোগাভাব প্রতি-যোগিব্যধিকরণ বা প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ হয়; এবং সেজন্য "সংযোগী সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে 'তদ্বিশিষ্ট' পদকে হেতুর সহিত বা হেত্বধিকরণের সহিত অন্বয় করিলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়, কিন্তু হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিত 'তদ্বিশিষ্ট' পদের অন্বয় করিলে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। "সংযোগী সত্ত্বাৎ" স্থলে হেতু হইল 'সত্তা এবং হেত্বধিকরণ হইল দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম; হেত্বধিকরণ-গুণ-কর্ম্মে সংযোগাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বা প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অভাব হয়, কিন্তু হেত্বধিকরণ দ্রব্যে ('সত্তা' হেতু বলিয়া 'গুণ-কর্ম্ম' যেরূপ হেত্বধিকরণ, সেইরূপ 'দ্রব্য'ও হইল হেত্ব-ধিকরণ) সংযোগাভাব কখনও প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না, কেননা, দ্রব্যের এক অংশে সংযোগাভাব থাকিলেও অপর অংশে সংযোগ থাকিয়া যাইতে পারে। ফলে হেত্বধিকরণে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ধরিলেই এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে, কিন্তু 'তদ্বিশিষ্ট'কে যদি হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিত অন্বয় করা যায়, তাহা হইলে, গুণ-কর্ম্মরূপ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অভাব, অর্থাৎ সংযোগাভাব, তাহাই 'তদ্বিশিষ্টাভাব' হইতে পারে। এবং এইরূপে হেত্বধিকরণে সং-যোগাভাব বা সাধ্যাভাব গ্রহণ করা সম্ভব হওয়ায় সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক

হইয়া যায়, এবং এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এই প্রসঙ্গে গঙ্গেশোপাধ্যায় স্বয়ং 'তদ্বিশিষ্ট' পদকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিত অন্বয় করার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং স্বয়ং মূলকারের যখন ইহাই অভিপ্রায় তখন 'তদ্বিশিষ্ট' পদকে হেতুর সহিত বা হেত্বধিকরণের সহিত অন্বয় করার প্রয়াস নিরর্থক; 'তদ্বিশিষ্ট' পদকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। এই বিষয়টি এইভাবেই চিন্তা করিতে হইবে।

দীধিতি—তদ্বদ্‌বৃত্তিভিন্নত্বস্তু নার্থঃ, অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকব্যভিচারিণি অতিপ্রসঙ্গাৎ। অত্র সামানাধিকরণ্যবতো ন তদভাববত্ত্বং, প্রতীতেরন্যথৈবোপপাদিতত্বাদিতি অস্বরসাৎ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যেত্যাদিবিশেষণং বক্ষ্যতি, তচ্চ হেত্বধিকরণে বোধ্যং, প্রতিযোগ্যনধিকরণীভূতহেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবেতি পুনরভাবান্তার্থনিষ্কর্ষঃ।

অনুবাদ: কিন্তু তদ্বদ্‌বৃত্তিভিন্ন অর্থ নহে, (কারণ) অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক ব্যভিচারী স্থলে অতিপ্রসঙ্গ হয়। এই অস্বরস হওয়ার জন্য সামানাধিকরণ্যবতে তদভাববত্ত্ব হয় না, (এরূপ) প্রতীতি হইলেও অন্যরূপ উপপাদিত্ব বশতঃ 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' ইত্যাদি বিশেষণ বলা হইয়াছে, এবং তাহা হইলে হেত্বধিকরণে ('তদ্বিশিষ্ট' বিশেষণ উপাদেয়) বুঝিতে হইবে, 'প্রতিযোগ্যনধিকরণীভূতহেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাব' ইত্যাদি পুনরায় অভাবান্ত (পর্য্যন্ত) নিষ্কর্ষ (অর্থ)।

ব্যাখ্যা: 'তদ্বিশিষ্টাভাব' কথাটিকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিত অন্বয় করিতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করার পর দীধিতিকার অন্য আশঙ্কার কথা চিন্তা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। সংযোগাভাব হইল প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব, অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে এই অভাব ধরা যায় না; কিন্তু তদ্বদ্‌বৃত্তিভিন্ন অভাব অর্থাৎ সংযোগবদ্‌বৃত্তিভিন্ন অভাব "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদিরূপ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে ধরা যায়।

'তদ্বৎ' হইল সংযোগবৎ, তদ্বদ্‌বৃত্তি হইল তদ্বদ্‌বৃত্তি যে অভাব অর্থাৎ সংযোগবদ্‌বৃত্তি যে অভাব, অর্থাৎ সংযোগবদ্‌বৃত্তি যে সংযোগাভাব তাহা, তদ্ভিন্ন যে অভাব, অর্থাৎ সংযোগবদ্‌বৃত্তি যে সংযোগাভাব সেই সংযোগাভাব ভিন্ন যে অভাব তাহাই হইল তদ্বদ্‌বৃত্তিভিন্ন অভাব, বা তদ্বদ্‌বৃত্তিভিন্নত্বের ইহাই অর্থ। এস্থলে সংযোগাভাবটি এতদ্বৃক্ষে সংযোগবদ্‌বৃত্তি অভাব হয় বলিয়া এই অভাব ধরা যায় না, তদ্ভিন্ন অভাব ধরিতে হইবে। এইরূপে হেত্বধিকরণে বা এতদ্বৃক্ষে তদ্বদ্‌বৃত্তিভিন্ন অভাব অর্থাৎ কপিসংযোগাভাব ভিন্ন অন্য অভাব ধরা সম্ভব হইবে, এবং তাহাতে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকিবে না। এইরূপ হইলে 'তদ্বিশিষ্ট' পদের অন্বয় সম্পর্কে যে জটিল আলোচনা পূর্ব্বে করা হইল তাহার প্রয়োজন হয় না, অনেক সহজেই সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু দীধিতিকার বলিতেছেন যে, এরূপ করা যায় না, কারণ, এরূপ করিলে ব্যভিচারী স্থলে, অর্থাৎ অসদ্ধেতুস্থলে অতিপ্রসঙ্গের বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। যথা, "সংযোগী সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে সংযোগাভাবরূপ অভাবটি অর্থাৎ সাধ্যাভাবটি সংযোগবদ্‌বৃত্তি (অর্থাৎ তদ্বদ্‌বৃত্তি) অভাব হইয়া যায়, সংযোগবদ্‌বৃত্তি ভিন্ন অভাব হয় না, ফলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ সত্তাধিকরণে অভাবান্তর গ্রহণ করিতে হয়, এবং সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হয় না ; এইভাবে এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। সুতরাং, তদ্বদ্‌বৃত্তিভিন্ন অভাব চিন্তা করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যায় না।

পুনরায়, প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য যাহাতে থাকে তাহাতে তাহার অভাব ধরা যায় না, কেননা, এরূপ করিলে অন্বরস হয়, অর্থাৎ ইহা অনুভব বিরুদ্ধ। অর্থাৎ যে অভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য থাকে সেই অভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাব ধরা যায় না, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ ; কপিসংযোগাভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য থাকে, সুতরাং তাহাতে (কপিসংযোগাভাবে) প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাব থাকিতে পারে না, এবং সেজন্য কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট অভাব হইতে পারে না। যদি বলা যায়, প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য এবং তাহার অভাব একই অধিকরণে থাকিতে পারে, এবং এরূপ প্রতীতি সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে বলা হইবে, ইহার বিপরীত প্রতীতিও হইতে পারে, এবং তাহাতে দোষেরও উদ্ভব হইতে পারে (জাগদীশী গ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

ইহা বিস্তৃতভাবে বলা হইবে)। সুতরাং এইভাবে লক্ষণ সমন্বয় করা যায় না। সেইজন্যই লক্ষণে 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' নিবেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ গঙ্গেশোপাধ্যায় "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ…" ইত্যাদিরূপে লক্ষণটিকে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ধরিয়াই লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে, এবং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের সহিতই অন্বয় করিতে হইবে। "অভাবান্ত" পর্য্যন্ত, অর্থাৎ "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব…" এই 'অভাব' পর্য্যন্ত লক্ষণাংশের ইহাই যথার্থ অর্থ বা নিষ্কর্ষ অর্থ।

জাগদীশী—নন্বু ভেদস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া প্রতিযোগিসমানাধিকরণভিন্নত্বোক্তৌ চ প্রাগুক্তাব্যাপ্তিবারণসম্ভবে তদ্বিশিষ্টস্য ইত্যাদিকং বিফলমত আহ তদ্বৎ বৃত্তীতি। প্রতিযোগিমদ্বৃত্তিভিন্নত্বমিত্যর্থঃ। অত্রেতি অস্বরসাৎ ইতি অন্বয়ঃ ন তদভাববত্ত্বমিতি, তথাচ সংযোগী সত্ত্বাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। নন্বু সংযোগাভাবে গুণে ন সংযোগসামানাধিকরণ্যম্ ইতি প্রতীতিবলাদেব গুণাবচ্ছেদেন সংযোগাভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাবসত্ত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিরত আহ প্রতীতেরিতি। উক্তপ্রতীতেঃ সংযোগাভাবনিষ্ঠস্য সংযোগসামানাধিকরণ্যস্য অবচ্ছেদকত্বাভাবমেব গুণাদৌ সংযোগানধিকরণীভূতগুণবৃত্তিত্বমেব বা সংযোগাভাবাদৌ অবগাহতে ইতি ভাবঃ। বক্ষ্যতি মূলকারঃ। তচ্চ তদপি হেত্বধিকরণ ইতি তেন কপিসংযোগাভাবস্য প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছেদকীভূতগুণাগুবচ্ছিন্নত্বেঽপি কপিসংযোগী এতত্ত্বাদিত্যাদৌ ন অব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। নন্বু হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বং প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যানবচ্ছেদকীভূতহেত্বধিকরণবৃত্তিত্বমিতি যাবৎ তচ্চ ব্যাপ্যবৃত্তেরবচ্ছেদকত্ববিরহাৎ, অপ্রসিদ্ধং গুরুতরঞ্চ ইত্যত আহ প্রতিযোগ্যনধিকরণ ইতি।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, এবং ভেদের ব্যাপ্যবৃত্তিতার দ্বারা প্রতিযোগিসমানাধিকরণভিন্নত্ব উক্তিতে পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হওয়ায়

'তদ্বিশিষ্ট' ইত্যাদি বিকল, সেইজন্যই বলা হইল 'তদবৃত্তি' ইত্যাদি। প্রতিযোগিমদবৃত্তিভিন্নত্ব ইহাই অর্থ। 'অত্র' ইত্যাদি 'অন্বয়সাৎ' ইত্যাদিতে অন্বয় (হইবে), 'তদভাববত্ত্ব' নহে ইত্যাদি, সুতরাং "সংযোগী সত্ত্বাৎ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, ইহাই ভাব। যদি বলা যায়, গুণে সংযোগাভাবে সংযোগসামানাধিকরণ্য থাকে না এই প্রতীতির জন্যই গুণাবচ্ছেদে সংযোগাভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাব থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না, সেইজন্যই বলা হইল 'প্রতীতেঃ' ইত্যাদি। উক্ত প্রতীতির দ্বারাই গুণাদিতে সংযোগাভাবনিষ্ঠ সংযোগসামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদকত্বাভাবই অথবা সংযোগাভাবাদিতে সংযোগানধিকরণীভূত গুণবৃত্তিত্বই উপলব্ধি হয়, ইহাই ভাব। মূলকার (এইরূপ) বলিয়াছেন। এবং তাহাতে তাহা হইলেও 'হেত্বধিকরণ' ইত্যাদির দ্বারা কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছেদকীভূত গুণাত্ববচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও "কপিসংযোগী এতত্ত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব। যদি বলা যায়, হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব, প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যানবচ্ছেদকীভূতহেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব ইত্যাদি যাবৎ (বিশেষণ) তাহা ব্যাপ্যবৃত্তিস্থলে অবচ্ছেদকত্ব না থাকার জন্য অপ্রসিদ্ধ, গুরুতর (ইত্যাদি) হয়, সেইজন্যই বলা হইল 'প্রতিযোগ্যনধিকরণ' ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা: ব্যাপ্তির লক্ষণে 'তদ্বিশিষ্ট' কথার অন্বয় প্রসঙ্গে অন্য একটি উপায়ের কথা এস্থলে বলা হইতেছে। অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব ধরা যায় না, কারণ, প্রতিযোগীর অধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাব ভিন্ন যে অভাব তাহাই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব (দীধিতিগ্রন্থে যে 'তদবৃত্তিভিন্নত্বং' কথাটি আছে তাহার অর্থই এই প্রকার); কিন্তু প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব ভিন্ন যে অভাব তাহা ধরা যায়। "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে এতদ্বৃক্ষে 'কপিসংযোগাভাব'রূপ অভাব ধরা যায় না, কারণ, কপিসংযোগাভাবটি কপিসংযোগবদ্বৃত্তি কপিসংযোগাভাব হইয়াছে, সুতরাং তদ্ভিন্ন অভাব ধরিলে যদিও অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না তথাপি "সংযোগী সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। "সংযোগী সত্ত্বাৎ" স্থলে সংযোগাভাবটি দ্রব্যে সংযোগবদ্বৃত্তি হওয়ায় গুণকর্মেও এই অভাব থাকিয়া যায়, ফলে সংযোগাভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় না, অর্থাৎ সংযোগবদ্বৃত্তি ভিন্ন হয় না, সুতরাং অন্য অভাব গ্রহণ করিতে

হয়, অভাবান্তর গ্রহণ করিলেই এই অসদ্ধেতুস্থলে, অর্থাৎ "সংযোগী সত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ চলিয়া যায়, এবং অতিব্যাপ্তি হয়। অতএব, 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' শব্দের 'তদবৃত্তিভিন্নত্ব'রূপ অর্থ করা যায় না। এক্ষেত্রে একটি অনুভবের অপলাপ হয়, অর্থাৎ অম্বরস হয়; কেননা, যে হেতুসমানাধিকরণ অভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য থাকে সেই অভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যের অভাব থাকিতে পারে না, এই দুইটি হইল পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। একই অধিকরণে দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকে কি করিয়া? এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে একত্র রাখা যায় না, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ, এরূপ করিলে অম্বরস হয়। দীধিতিগ্রন্থে "সামানাধিকরণ্যবতো ন তদভাববত্তং" কথার সহিত "অম্বরসাৎ" শব্দের অন্বয় হইবে; অর্থাৎ "সামানাধিকরণ্যবতো ন তদভাববত্বম্ অম্বরসাৎ" এইরূপ হইবে। এখানে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, ইহাতে অম্বরস হয় না; কারণ, 'সংযোগাভাবে গুণে ন সংযোগসামানাধিকরণ্যম্' এই প্রতীতির দ্বারা গুণাদিবৃত্তি যে সংযোগাভাব তাহাতে সংযোগসামানাধিকরণ্য নাই। বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে এবং কপিসংযোগের অভাবও আছে বলিয়া বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য থাকিলেও গুণাদিবৃত্তি কপিসংযোগাভাবে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যের ভেদ থাকিতে পারে, এইরূপ প্রতীতি অম্বাভাবিক নয়, এবং ইহাতে "সংযোগী সত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। কারণ, হেত্বধিকরণ দ্রব্যে 'সংযোগ' থাকিলেও হেত্বধিকরণ গুণ-কর্ম্মে 'সংযোগ' থাকে না, এবং ইহার দ্বারা গুণ-কর্ম্ম-নিরূপিত সংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হয় না; কেননা, সমগ্র হেত্বধিকরণ, অর্থাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম একত্রে ধরিলে হেত্বধিকরণে দ্রব্যে সংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হয় বটে (কারণ, গুণ-কর্ম্মে সংযোগাভাব থাকে, কিন্তু দ্রব্যে সংযোগ অর্থাৎ সংযোগাভাবের প্রতিযোগী থাকে), কিন্তু শুধুমাত্র গুণাবচ্ছেদে বা শুধুমাত্র গুণ-কর্ম্মাবচ্ছেদে যে সংযোগাভাব (অর্থাৎ দ্রব্যকে বাদ দিয়া শুধুমাত্র গুণকর্ম্মরূপ হেত্বধিকরণে যে সংযোগাভাব) তাহা অবশ্যই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব নয়, কারণ, গুণ-কর্ম্মে সংযোগ কখনও থাকে না। এইভাবে হেত্বধিকরণে 'সংযোগাভাব' বা সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হয়, এবং এইরূপে সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যাওয়ায় "সংযোগী সত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে আর লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং অতিব্যাপ্তির

আশঙ্কাও আর থাকে না। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ একই অধিকরণে দুই বিরুদ্ধ ধর্মের প্রতীতি সম্ভব এ কথা বলা যায় না; কারণ, এইরূপ প্রতীতি বলপূর্ব্বক করা হয়, ইহা সহজসিদ্ধ প্রতীতি নহে। আর, বলপূর্ব্বক এইরূপ প্রতীতি সম্ভব হয় বলিলে ইহার বিপরীত প্রতীতিও সম্ভব হয় বলিতে পারা যায়। যথা, এস্থলে আমাদের প্রতীতি হইল গুণে বা গুণ-কর্ম্মে সংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব নহে; ইহার বিপরীত প্রতীতি—যথা, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ সংযোগাভাবে গুণবৃত্তিত্ব বা গুণ-কর্ম্মবৃত্তিত্ব নাই—এইরূপ প্রতীতিও সম্ভব হইতে পারে। এবং এইপ্রকার বিপরীত প্রতীতি স্বীকার করিলে পুনরায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে; কারণ, ইহাতে হেত্বধিকরণে যে অভাবটি ধরা হইল তাহাতে 'গুণবৃত্তিত্বাভাব' বুঝাইল, কিন্তু প্রতিযোগিব্যধিকরণ সংযোগাভাবরূপ সাধ্যাভাব বুঝাইল না, অন্য অভাব ধরিলে "সংযোগী সত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে আর সাধ্যাভাব ধরা গেল না, ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। পুনরায়, এক্ষেত্রে অপর একটি বিপরীত প্রতীতি হইতে পারে; সংযোগাভাবে যে সংযোগ-সামানাধিকরণ্য তাহা দ্রব্যাবচ্ছেদে থাকে, কিন্তু গুণাদ্যবচ্ছেদে থাকে না; অতএব গুণাদিতে বা গুণ-কর্ম্মে সংযোগাভাবনিষ্ঠ সংযোগসামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদকত্বের অভাব আছে এরূপ প্রতীতিও সম্ভব হইতে পারে। এরূপ হইলে ঐ অভাবের, অর্থাৎ সংযোগাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয় না, ফলে এই অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। সুতরাং এইভাবে লক্ষণ সমন্বয় করা যায় না, 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' বিশেষণের দ্বারাই লক্ষণের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে। সেইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন "প্রতিযোগিবৈয়-ধিকরণ্যেত্যাদিবিশেষণং বক্ষ্যতি"—অর্থাৎ মূলকার গঙ্গেশোপাধ্যায় লক্ষণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অর্থাৎ "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" এই বিশেষণটি বলিয়াছেন, বা নিবেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ ঐ সকল কারণে 'প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্য' বিশেষণের দ্বারাই লক্ষণের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে, এবং মূলকার নিজেই তাহা বলিয়াছেন।

এইভাবে হেত্বধিকরণে 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' বিশেষণ নিবেশ করিলে আর কোনো অসুবিধা হয় না। পূর্ব্বোক্ত বিপরীত প্রতীতির ক্ষেত্রে গুণাদিতে গুণাদ্যবচ্ছিন্ন সংযোগাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য স্বীকার করা হইয়াছিল, তাহাতেও কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ, "কপিসংযোগী

এতত্ত্বাৎ বা এতদ্বৃত্তিত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ এতৎ এ বা এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগাভাব ধরা যাইবে না, কেননা, তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না এবং তদ্বৃত্তি অভাব হয় না, এবং অন্য অভাব ধরিলে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। আবার, "সংযোগী সত্ত্বাৎ" স্থলে গুণাভবচ্ছেদে সংযোগাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ায় হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ গুণকর্ম্মরূপ সত্তাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে সংযোগাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়, ফলে গুণ-কর্ম্মরূপ হেত্বধিকরণ প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেত্বধিকরণ হওয়ায় এবং তদ্বৃত্তি অভাব অর্থাৎ সংযোগাভাব সাধ্যাভাব হওয়ায় এই অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং সেজন্য অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

এখন, হেত্বধিকরণে 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য' বিশেষণ দেওয়ার অর্থ হইল হেত্বধিকরণটি প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল, আবার, ইহার অর্থ হইল প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যের অনবচ্ছেদকীভূত হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অভাব। কিন্তু, এইরূপ অর্থ করিলে অসুবিধা হয়; অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়; আবার, কেহ কেহ বলেন প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যস্থল সকল সময়েই অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল বলিয়া অবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি হয় না; এইরূপে বিষয়টি গুরুতর বা জটিল হইয়া যায়। সেইজন্যই বলা হইল 'প্রতিযোগ্যনধিকরণীভূত' ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রতিযোগ্যনধিকরণীভূত হেত্বধিকরণবৃত্তি যে অভাব সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতা—ইত্যাদি।

দীধিতি—ননু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য যস্য কস্যচিৎ, তৎসামান্যস্য, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকযৎকিঞ্চিদবচ্ছিন্নস্য বা অনধিকরণমুক্তম্; আদ্যে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকাব্যাপ্তিঃ একপ্রতিযোগ্যধিকরণস্য অপি তদ্ব্যক্ত্যন্তরানধিকরণত্বাৎ, দ্বিতীয়ে সংযোগসামান্যাভাববান্ দ্রব্যত্বাভাববান্ বা সত্ত্বাদিত্যাদাবতিব্যাপ্তিঃ, সাধ্যাভাববত্তো দ্রব্যস্য তৎপ্রতিযোগিসংযোগবিশেষাভাববত্ত্বাৎ নিত্যত্বাদি-

বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাত্মকতৎপ্রতিযোগিনোঽধিকরণত্বাৎ চ স্বাভাবাভাবাত্মকস্য বিশিষ্টস্যাপি দ্রব্যত্বস্য দ্রব্যত্বানতিরেকাৎ।

অনুবাদ: যদি বলা যায়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের যে কোনোটির, অথবা তৎসামান্যের, অথবা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম তদবচ্ছিন্নের অধিকরণত্ব উক্ত হইয়াছে, (তাহা হইলে বলা হইবে) প্রথমটিতে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে একপ্রতিযোগ্যধিকরণেরও তদ্ব্যক্ত্যন্তরের অনধিকরণত্ব বশতঃ অব্যাপ্তি হয়; দ্বিতীয়টিতে "সংযোগসামান্যাভাববান্ সত্ত্বাৎ", অথবা "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়; (কারণ) সাধ্যাভাবাধিকরণ দ্রব্যের তৎপ্রতিযোগী সংযোগবিশেষাভাববিশিষ্ট নিত্যত্বাদিবিশিষ্ট দ্রব্যত্বাভাবাত্মক তৎপ্রতিযোগীর অধিকরণত্ব বশতঃ, এবং স্বাভাবাভাবাত্মক বিশিষ্টদ্রব্যত্বেরও দ্রব্যত্বের অনতিরেক বশতঃ (অতিব্যাপ্তি হয়)।

ব্যাখ্যা: ব্যাপ্তির লক্ষণে যে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদটি আছে তাহাকে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" এবং "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। পূর্ব্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন" শব্দটিকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে সেই আলোচনাই দীধিতিকার বর্ত্তমান প্রসঙ্গে করিতেছেন। প্রথমতঃ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' বলিতে যে কোনো (যস্য কস্যচিৎ) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরিতে পারা যায়; দ্বিতীয়তঃ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' অর্থে তৎসামান্য অর্থাৎ যাবৎ বা সকল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরা যায়; এবং তৃতীয়তঃ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' অর্থে যৎকিঞ্চিৎ অবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরিতে পারা যায়। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' পদের যে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য' অর্থ করা হইয়াছে সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের কোন্ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার অসামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে? উক্ত তিনটি অর্থের যে কোনো অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাতে দোষ হয়।

প্রথমতঃ, যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থে 'যস্ত কস্তচিৎ' অর্থাৎ যে কোনো প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরা যায় তাহা হইলে "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। এতদ্বৃক্ষে সেই বৃক্ষান্তর্গত কপিসংযোগ আছে, কিন্তু অন্য বৃক্ষান্তর্গত বা অন্য পদার্থান্তর্গত যে কপিসংযোগ, অর্থাৎ যে কোনো বা 'যস্ত কস্তচিৎ' কপিসংযোগ তাহার অভাব অবশ্যই এতদ্বৃক্ষে আছে। এতদ্বৃক্ষের মূলাবচ্ছেদে যে কপিসংযোগের অভাব আছে সেই কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ হইল একব্যক্তি, অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ; সুতরাং এতদ্বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকায় মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল না। কিন্তু অন্যত্র যে কপিসংযোগ আছে, অর্থাৎ তত্তৎ ব্যক্ত্যন্তর যে কপিসংযোগ তাহা এতদ্বৃক্ষে নাই, অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ তত্তৎ ব্যক্ত্যন্তর কপিসংযোগের অধিকরণ হইতে পারে না, অনধিকরণ হইয়া যায়, ফলে এতদ্বৃক্ষে যে তত্তদ্ব্যক্ত্যন্তর কপিসংযোগাভাব থাকে তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়। এইভাবে এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগাভাব (তত্তদ্ব্যক্ত্যন্তর কপিসংযোগাভাব) প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যাওয়ায় সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে কপিসংযোগত্ব; এবং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকও যেহেতু কপিসংযোগত্ব, সুতরাং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় এই সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ যায় না, এবং অব্যাপ্তি হইয়া যায়।

পুনরায়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের দ্বিতীয় অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ তৎসামান্য বা যাবৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যক্তি এই অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে "সংযোগসামান্যাভাববান্ সত্বাৎ" এবং "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্বাৎ" এই দুইটি অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থে যাবৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যক্তি এই অর্থও গ্রহণ করা যায় না। জাগদীশীগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিবৃত করা হইতেছে।

জাগদীশী—কস্যচিৎ ইতি, অনধিকরণত্বমিতি পরেণ অন্বয়ঃ।

তদ্ব্যক্ত্যন্তরেতি, প্রতিযোগিব্যক্ত্যন্তরেতি অর্থঃ। স্বমতে সংযোগসামান্যাভাবস্য কেবলান্বয়িত্বাৎ তৎসাধ্যকসত্তাদিকং সদ্ধেতুরেব অতঃ সাধ্যান্তরমাহ দ্রব্যত্বাভাবেতি। যদ্যপি দ্রব্যত্বাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাৎ তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাপ্রবেশাৎ ইদম্ অসঙ্গতম্। ন চ অত্র কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নদ্রব্যত্বাভাবঃ সাধ্যঃ, স চ গুণাদ্যবচ্ছেদেন কালে এব অব্যাপ্যবৃত্তিরিতি বাচ্যম্। তথা সতি তস্য কেবলান্বয়িত্বাৎ তৎসাধ্যকসত্তাদেঃ সদ্ধেতুত্বেন তত্র অতিব্যাপ্তেরুপন্যাসানৌচিত্যাৎ, তথাপি সত্ত্বে হেতৌ দ্রব্যত্বাভাবস্য ব্যভিচারগ্রহদশায়ামপি প্রতিযোগিসামান্যানধিকরণসত্ত্ববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং দ্রব্যত্বাভাববত্ত্বম্ ইত্যাকারকব্যাপকতাজ্ঞানাদনুমিত্যাপত্তিরেব অত্র অতিব্যাপ্তিশব্দার্থঃ। বস্তুতঃ দ্রব্যত্বাভাবস্য অপি ন প্রাগুক্তব্যাপ্যবৃত্তিত্বমিতি ধ্যেয়ম্। প্রথমে সাধ্যে অতিব্যাপ্তিং গ্রাহয়তি সাধ্যাভাববত ইতি। তৎপ্রতিযোগীতি, তস্য সংযোগাত্মনঃ সাধ্যাভাবস্য যঃ প্রতিযোগী সংযোগবিশেষাভাবঃ তদ্বত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে অতিব্যাপ্তিং যোজয়তি নিত্যত্বাদীতি। নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টং যদ্দ্রব্যত্বং তদভাবাত্মকো যঃ সাধ্যাভাবস্য প্রতিযোগী তদধিকরণত্বাৎ, সাধ্যাভাববতো দ্রব্যস্য ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ। নন্থু বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবো ন দ্রব্যত্বস্বরূপস্য সাধ্যাভাবস্য প্রতিযোগী, কিন্তু নিত্যত্বাদিবিশিষ্টদ্রব্যত্বস্য এব, ইতি দ্রব্যত্বং প্রতিযোগিব্যধিকরণমেব ইত্যত আহ স্বাভাবেতি, স্বং নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বং।

অনুবাদ: 'কস্তচিৎ' ইত্যাদি পরের 'অনধিকরণত্ব' ইত্যাদির সহিত অন্বয় হইবে। স্বমতে (দীধিতিমতে) সংযোগসামান্যাভাব কেবলান্বয়ী বলিয়া তৎসাধ্যক সত্তাদি সদ্ধেতুই, সেইজন্য 'দ্রব্যত্বাভাব' ইত্যাদি সাধ্যান্তর বলা হইল। যদিও দ্রব্যত্বাভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রবেশ না হওয়ায় ইহা অসঙ্গত— এস্থলে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন দ্রব্যত্বাভাব সাধ্য হইলে, এবং তাহা গুণাদ্যবচ্ছেদের দ্বারা কালেই থাকায় অব্যাপ্যবৃত্তি (হয়) ইত্যাদি বলা যায় না, (কারণ) তাহা

হইলে, তাহার (ঐ সাধ্যের) কেবলান্বয়িত্ব বশতঃ তৎসাধ্যক সত্তাদির সদ্ধেতুত্বের দ্বারা তথায় অতিব্যাপ্তির উপন্যাস অনুচিত হয় ;—তথাপি সত্তা হেতুতে দ্রব্যত্বাভাবের ব্যভিচারজ্ঞানদশাতেও 'প্রতিযোগিসামান্যানধিকরণ-সম্বন্ধনিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক দ্রব্যত্বাভাববত্ব' (সাধ্যতাবচ্ছেদক) ইত্যাকার ব্যাপ্তিজ্ঞান হওয়ায় অনুমিতির আপত্তি হয়, ইহাই এস্থলে অতি-ব্যাপ্তি শব্দের অর্থ। বস্তুতঃপক্ষে দ্রব্যত্বাভাবেরও পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব নাই, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। 'সাধ্যাভাববত' ইত্যাদির দ্বারা প্রথম সাধ্যে অতিব্যাপ্তি গ্রহণ করা হইতেছে। 'তৎপ্রতিযোগী' ইত্যাদি, সেই সংযোগাত্মক সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী যে সংযোগবিশেষাভাব তদ্বত্ব বশতঃ (অতিব্যাপ্তি হয়) ইহাই অর্থ। 'নিত্যত্বাদি' ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয়ে অতিব্যাপ্তি যোজনা করা হইতেছে। নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব তদভাবাত্মক সাধ্যা-ভাবের যে প্রতিযোগী তদধিকরণত্ব বশতঃ (অতিব্যাপ্তি হয়), 'সাধ্যাভাব-বতো' ইহা পূর্ব্বের 'দ্রব্যত্ব' পদের সহিত অন্বয় হইবে। যদি বলা যায়, বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব দ্রব্যত্বস্বরূপ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী নয়, কিন্তু নিত্যত্বাদি-বিশিষ্টদ্রব্যত্বেরই (প্রতিযোগী) ইত্যাদিতে দ্রব্যত্ব প্রতিযোগিব্যধিকরণই হয় ইত্যাদি সেইজন্যই বলা হইল "স্বাভাব" ইত্যাদি ; 'স্ব' হইল নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্ব।

ব্যাখ্যা: গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত ব্যাপ্তির লক্ষণের "প্রতিযোগ্যসমানা-ধিকরণ" পদের 'প্রতিযোগী' পদটি 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন, 'প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদটি কোন্ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থে 'যৎ কিঞ্চিৎ' বা যে কোনো প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে ধরা যাইতে পারে। এই অর্থ গ্রহণ করিলে "কপিসংযোগী-এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষে অন্য বৃক্ষান্তর্গত কপিসংযোগের যে অভাব আছে তাহা অন্য বৃক্ষান্তর্গত বা পদার্থান্তর্গত কপিসংযোগের অসমানাধিকরণ হয়, এবং সেজন্য অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। সুতরাং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থে যে কোনো বা 'যৎ কিঞ্চিৎ' প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরিতে পারা যায় না; দীধিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিস্তৃত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থে 'তৎসামান্ত' বা যাবৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেকাবচ্ছিন্নব্যক্তিকে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু, এরূপ অর্থ করিলে "সংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এবং "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এই দুইটি অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। জগদীশ বলিতেছেন যে, এই দুইটি স্থলের মধ্যে "সংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলটিকে সদ্ধেতুস্থল বলা যাইতে পারে। কারণ, স্বমতে, অর্থাৎ দীধিতিমতে দ্রব্যে সংযোগসামান্তাভাব থাকে, সুতরাং, দ্রব্যে সংযোগসামান্তাভাব স্বীকার করিলে হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ দ্রব্য-গুণ-কর্মে সংযোগসামান্তাভাব স্বীকৃত হয়, এবং স্থলটি কেবলান্বয়িস্থল হইয়া যায়, ফলে ইহা সদ্ধেতুস্থলরূপে স্বীকৃত হয়। এরূপ হইলে এস্থলে আর অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আসে কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই দীধিতিকার সাধ্যান্তর বা দ্বিতীয় স্থল অনুসরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ এই স্থলান্তর অনুসরণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য আশঙ্কা হইতে পারে যে, "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, এবং ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ এই স্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ উপাদেয় নয়, কেবলমাত্র অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলেই 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ উপাদেয়, সুতরাং এই স্থলানুসরণ অসঙ্গত। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কালিকসম্বন্ধে দ্রব্যত্বাভাবকে সাধ্য করিয়া স্থলটিকে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল করা যাইতে পারে; কারণ, কালিকসম্বন্ধে দ্রব্যত্বাধিকরণ কালে যেরূপ দ্রব্যত্ব থাকে সেইরূপ দ্রব্যত্বের অনধিকরণ গুণাত্ববচ্ছেদে কালেতেই কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন দ্রব্যত্বাভাবটি স্বরূপসম্বন্ধে থাকিয়া যায়, ফলে কালিকসম্বন্ধে দ্রব্যত্ব ও দ্রব্যত্বাভাব কালে থাকে; এইভাবে দ্রব্যত্বাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে, এবং তাহা হইলে "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ নিবেশ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতেও হয় না, অর্থাৎ এইভাবে স্থলটিকে অব্যাপ্যবৃত্তিস্থল করিয়া 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ নিবেশ করা সম্ভব হইলেও স্থলটি কেবলান্বয়িস্থল বলিয়া সদ্ধেতুস্থলরূপে গণ্য হয়, এবং সেকারণে এস্থলে অতিব্যাপ্তির চিন্তা অনুচিত হয়। তথাপি কিন্তু, 'সত্তা' হেতু 'দ্রব্যত্বাভাব' সাধ্যের ব্যভিচারী, কারণ, সাধারণভাবে সত্তাধিকরণ দ্রব্যে (হেত্বধিকরণে) 'দ্রব্যত্বাভাব' বা সাধ্যাভাব থাকে না। এই স্থলে এইরূপ ব্যভিচারজ্ঞান থাকিলেও লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যায়। কারণ, হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ গুণ-কর্মে সাধ্যাভাব বা দ্রব্যত্বাভাবাভাব ধরা যায় না বলিয়া

হেত্বধিকরণে অন্য অভাব ধরিতে হয়, এবং সেই অভাবান্তরটি অবশ্যই প্রতি-যোগিব্যধিকরণ অভাব ; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক অবশ্যই সাধ্যা-ভাবচ্ছেদক 'দ্রব্যত্বাভাবত্ব' হইতে ভিন্ন, ফলে এই ব্যভিচারী স্থলে এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হওয়ায়, অর্থাৎ লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ায় অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা হয় ; অতিব্যাপ্তি শব্দের এইপ্রকার অর্থই এস্থলে করিতে হইবে। অথবা প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যত্বাভাবের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাপ্যবৃত্তিত্বই হয় না। বিষয়টি এইরূপ ভাবেই চিন্তা করিতে হইবে।

"সংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ দ্রব্যে সাধ্যা-ভাব অর্থাৎ সংযোগাভাবাভাব (যাহা সংযোগস্বরূপ) থাকে, সাধ্যাভাবের বা সংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল সংযোগাভাবত্ব, এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে যাবৎ অর্থে গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ যাবৎ সংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক অভাব গ্রহণ করিলে সেই অভাব হেত্ব-ধিকরণ দ্রব্যে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে না। কারণ, দ্রব্যে যে সংযোগাভাবাভাব (যাহা সংযোগস্বরূপ) থাকে তাহা তৎ তৎ সংযোগাভাব প্রতিযোগিক অভাব, অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগাভাবাভাবরূপ অভাবের প্রতি-যোগী হইবে সংযোগবিশেষাভাব। এইরূপে, দ্রব্যে সংযোগাভাবাভাবরূপ অভাবটি আর প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল না, প্রতিযোগিসমানাধি-করণ অভাব হইয়া গেল। কারণ, দ্রব্যে যেরূপ সংযোগবিশেষাভাবাভাব আছে, সেইরূপ সংযোগবিশেষাভাবও (সংযোগবিশেষাভাবাভাবের প্রতিযোগী) দ্রব্যে আছে। (অর্থাৎ, সহজ কথায়, দ্রব্যের এক অংশে সংযোগ থাকে, আবার অপর অংশে সংযোগ থাকে না।) ফল কথা এই যে, সংযোগরূপ যে সাধ্যাভাব (অর্থাৎ সংযোগাভাবাভাব) তাহার প্রতিযোগী যেরূপ সংযোগসামান্যাভাব হয়, সেইরূপ সংযোগবিশেষাভাবও হয় ; সংযোগবিশেষাভাব কোনো দ্রব্যে বা বৃক্ষে থাকে, অথচ সংযোগরূপ সাধ্যাভাবও (সংযোগাভাবাভাব) কোনো দ্রব্যে বা বৃক্ষে থাকে, ফলে সংযোগরূপ সাধ্যাভাব অর্থাৎ সংযোগাভাবাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায়, এবং এইরূপ হওয়ায় সাধ্যাভাব আর লক্ষণের ঘটক হয় না, হেত্বধিকরণে অভাবান্তর গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সন্নিবেশ করিতে হয়, এবং তাহা করিলেই অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়।

"দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ দ্রব্যে সাধ্যাভাব বা দ্রব্যত্বাভাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্বস্বরূপ অভাব থাকে। এই সাধ্যাভাবের অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল দ্রব্যত্বাভাবত্ব, এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে যাবৎ অর্থে গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ যাবৎ দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক অভাব গ্রহণ করিলে সেই অভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাব, যাহা দ্রব্যত্বস্বরূপ অভাব, তাহা দ্রব্যত্বস্বরূপ হওয়ায় দ্রব্যে থাকে। দ্রব্যত্বস্বরূপ এই অভাবের (অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাবের) প্রতিযোগী যেরূপ দ্রব্যত্বাভাব হইতে পারে, সেইরূপ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব এবং জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব ইহারাও এই অভাবের (দ্রব্যত্বস্বরূপ অভাবের, অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাবের) প্রতিযোগী হইতে পারে; কারণ, দ্রব্যত্বস্বরূপ যে অভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব (বা দ্রব্যত্বাভাবাভাব), তাহা নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ এবং জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ উভয়ই হইতে পারে। বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা যেরূপ সত্তারূপে অনতিরিক্ত, সেইরূপ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব, জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব এবং দ্রব্যত্ব ইহারাও দ্রব্যত্বরূপে অনতিরিক্ত; আবার, নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব এবং জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব ইহারা দ্রব্যত্বরূপে অনতিরিক্ত হইলেও ইহাদের অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন, এবং সেই কারণে নিত্যদ্রব্যে বা হেত্বধিকরণে (নিত্যদ্রব্যও দ্রব্য বলিয়া তাহা সত্তাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ) জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট দ্রব্যত্বাভাব থাকে, এবং জন্যদ্রব্যে বা হেত্বধিকরণে (জন্যদ্রব্যও দ্রব্য বলিয়া তাহা সত্তাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ) নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব থাকে, ফলে দ্রব্যত্বাভাবটিকে আর প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবরূপে ধরা যায় না, ইহা প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায় (কেননা, নিত্যদ্রব্যে জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব এবং জন্যদ্রব্যে নিতবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব থাকায় দ্রব্যে দ্রব্যত্বাভাব থাকে, এবং স্বাভাবিকভাবে দ্রব্যে দ্রব্যত্বও [অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবের প্রতিযোগী] থাকে; ফলে, দ্রব্যত্বাভাব ও তাহার প্রতিযোগী দ্রব্যত্ব উভয়েই দ্রব্যে এইভাবে থাকিয়া যাওয়ায় দ্রব্যত্বাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায়)। এইভাবে দ্রব্যত্বাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব না হওয়ায় হেত্বধিকরণ দ্রব্যে দ্রব্যত্বাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব ভিন্ন অন্য প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ধরিতে হয়; তাহা হইলেই, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব না ধরিয়া অভাবান্তর গ্রহণ করিলেই এই অসদ্ধেতু-

স্থলে, অর্থাৎ "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় এবং অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব (নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব বা জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব) দ্রব্যত্বস্বরূপ সাধ্যাভাবের, অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী নয়, ইহা নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ অভাবের, অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাবের বা জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ অভাবের, অর্থাৎ জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বা-ভাবাভাবের প্রতিযোগী। তাহা হইলে, অর্থাৎ বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব কেবলমাত্র বিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ অভাবের, অর্থাৎ বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাবের প্রতিযোগী ইহা স্বীকৃত হইলে ঐ অভাবটি অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাভাবটি বা সাধ্যাভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যাইবে, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণ দ্রব্যে সাধ্যাভাবকে (দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে) প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবরূপে ধরা সম্ভব হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে আর লক্ষণ সমন্বয় হইবে না, এবং ফলে অতি-ব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকিবে না। এইরূপ বলা যাইতে পারে বলিয়াই, অর্থাৎ এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়াই দীধিতিকার বলিলেন—"স্বাভাবা-ভাবাত্মকস্থ" ইত্যাদি। 'স্ব' অর্থে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব (বা জন্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্ব), 'স্বাভাব' হইল নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব (বা জন্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব); স্বাভাবাভাব অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব (বা জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব) হইল আত্মকস্বরূপ, অর্থাৎ দ্রব্যত্ব-স্বরূপ, আর দ্রব্যত্ব হইল দ্রব্যত্বাভাবাভাবস্বরূপ ; সুতরাং নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-দ্রব্যত্বাভাব (বা জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব) দ্রব্যত্বাভাবাভাবেরও, অর্থাৎ সাধ্যাভাবেরও প্রতিযোগী হয়, এবং এজন্য দ্রব্যত্বাভাবাভাবটি প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অভাবরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। আরও, বিশিষ্টসত্তার এবং কেবলসত্তার অধিকরণ ভিন্ন হইলেও সত্তারূপে তাহারা যেরূপ অনতি-রিক্ত, ঠিক সেইরূপ ভাবেই বিশিষ্টদ্রব্যত্বের এবং কেবলদ্রব্যত্বের অধিকরণ ভিন্ন হইলেও দ্রব্যত্বরূপে তাহারা এক এবং অনতিরিক্ত। সুতরাং "দ্রব্য-ত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ দ্রব্যে দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপ অভাব প্রতি-যোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাবই হয়, ফলে এস্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না, থাকিয়াই যায়।

জাগদীশী—ন চ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবস্য অভাবো ন নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বং, বিশিষ্টস্য অনতিরিক্ততয়া জন্যদ্রব্যেঽপি নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্য অভাবো নাস্তি ইতি অতিপ্রসঙ্গাৎ, কিন্তু নিত্যৈকত্বাদিকমেব ইতি ন অতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্। বিশিষ্টাধিকরণতায়াঃ প্রতীতিনিয়ামকতয়া এব অতিপ্রসঙ্গভঙ্গে দ্রব্যত্বমপেক্ষ্য নিত্যানন্তসংখ্যাপরিমাণাদৌ তাদৃশাভাবত্বকল্পনায়াং গৌরবাৎ অভাবাভাবস্য এব প্রতিযোগিত্বমিতি সিদ্ধান্তপ্রবাদাৎ চ। নন্বু এবমপি নিখিলাভাবস্য এব স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্টং যৎ স্বং তদভাবাত্মকস্বপ্রতিযোগিনা সহ সমানাধিকরণত্বাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্ধ্যৈব ন অতিব্যাপ্তিঃ, একব্যক্তিমাত্রবৃত্তীনাং গুণাত্মাত্মকাভাবানামপি পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টস্য স্বস্য যোঽভাবস্তাদৃশপ্রতিযোগিনা সার্দ্ধং সামানাধিকরণ্যাৎ।

অনুবাদ: বিশিষ্টের অনতিরিক্ততার দ্বারা জন্যদ্রব্যেও নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বের 'অভাবো নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতি হয় বলিয়া নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবের অভাব নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব হয় না, কিন্তু নিত্যগত একত্বাদিই (হয়), ইহাতে অতিব্যাপ্তি হয় না, এরূপ বলা যায় না। (কারণ) বিশিষ্টাধিকরণতার প্রতীতিনিয়ামকের দ্বারাই দ্রব্যত্বের অপেক্ষা; নিত্যের অনন্ত সংখ্যা পরিমাণাদিতে তাদৃশ অভাবত্ব কল্পনায় গৌরব হয় বলিয়া, এবং অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ এই সিদ্ধান্তপ্রবাদ বশতঃ (এরূপ বলা যায় না)। যদি বলা যায়, এইরূপেই নিখিল অভাবেরই স্বাশ্রয় তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে অভাব (স্ব) তদভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগীর সহিত সমানাধিকরণত্ব বশতঃ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধির দ্বারাই অতিব্যাপ্তি হয় না; একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি গুণাত্মাত্মক অভাবসমূহেরও পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাবের যে অভাব তাদৃশ প্রতিযোগীর সহিত সামানাধিকরণ্য বশতঃ (অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়)।

ব্যাখ্যা: "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় সেই অতিব্যাপ্তি সম্পর্কে জগদীশ দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। "ন চ" ইত্যাদি

কথার দ্বারা জগদীশ সেই বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করিতেছেন। "দ্রব্যত্বা-ভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলটি আলোচনা করার সময় নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট দ্রব্যত্বাভাবা-ভাব (অর্থাৎ সাধ্যাভাব) ধরা হইয়াছিল ; এই দ্রব্যত্বাভাবাভাব দ্রব্যত্বস্বরূপ বা নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ। কিন্তু, ইহা হয় না, অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবের অভাব নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ হয় না। কেননা, তাহা হইলে বিশিষ্ট এবং কেবল অনতিরিক্ত বলিয়া, অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্ব এবং কেবলদ্রব্যত্ব এক ও অনতিরিক্ত বলিয়া জন্যদ্রব্যেও নিত্য-বৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বের অভাবের অভাব থাকে এই প্রতীতি সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ নিত্যদ্রব্যে বা জন্যদ্রব্যে যেরূপ দ্রব্যত্বাভাবাভাব চিন্তা করা যায়, সেইরূপ জন্যদ্রব্যে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব চিন্তা করা যাইবে না কেন ? কারণ, বিশিষ্টদ্রব্যত্ব ও কেবলদ্রব্যত্ব স্বরূপতঃ অভিন্ন, সুতরাং নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব জন্যদ্রব্যে আছে এরূপ প্রতীতি হইতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রতীতি অসঙ্গত, ইহা কখনও হইতে পারে না। এরূপ না হইলে, অর্থাৎ এরূপ প্রতীতি অসঙ্গত হইলে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বা-ভাবাভাব কেবলদ্রব্যত্বস্বরূপ না হইলে, বা অনতিরিক্ত না হইলে নিত্যবৃত্তি-ত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাবটি কি ? উত্তরে বলা হইবে, ইহা 'নিত্যগত-একত্ব,' অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ইহা একটি বিশেষ অভাব। তাহা হইলে, "দ্রব্য-ত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তি আর হয় না, কারণ, এরূপ হইলে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব জন্যদ্রব্যে এবং জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব নিত্যদ্রব্যে আর ধরা সম্ভব হয় না, এবং সেকারণে দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে প্রতি-যোগিসমানাধিকরণ অভাব আর বলিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। কিন্তু, না, এইভাবে এই স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না ; কারণ, বিশিষ্ট এবং কেবল স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তাহাদের অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন, ইহা প্রতীতিসিদ্ধ বা সর্ব্বসিদ্ধ ; এবং সেই কারণে জন্যদ্রব্যে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব চিন্তা করা যায় না, কেননা, জন্যদ্রব্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অধিকরণতা এবং নিত্যদ্রব্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অধিকরণতা ভিন্ন ভিন্ন। আরও, নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব, যাহা নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ, তাহাকে 'নিত্যগত-একত্ব' বলিলে সেই 'নিত্যগত-একত্বে'র সংখ্যা এবং পরিমাণ অনন্ত সংখ্যক হইবে, অর্থাৎ নিত্যে যে সমস্ত দ্রব্য থাকিবে তাহারা প্রত্যেকেই 'নিত্যগত-একত্ব' হইবে, ফলে

গৌরব দোষ উপস্থিত হইবে; সুতরাং ইহাকে 'নিত্যগত একত্ব' বলা সমীচীন হইবে না। যদি বলা যায়, এই গৌরব ফলমুখ গৌরব, অর্থাৎ এই গৌরব স্বীকার করিলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা বারণ হয়, সুতরাং এই গৌরব ইষ্ট, ইহা স্বীকার করাই উচিত, সেইজন্যই পুনরায় বলা হইল অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ হয়; উদয়নাচার্য্য তাঁহার "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন, এবং তাহা সকল নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। সুতরাং, নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবের অভাব নিত্যবৃত্তিত্বদ্রব্যত্বস্বরূপই হইবে, ইহার অন্যথা হয় না, এবং "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।

পুনরায়, "নমু" ইত্যাদির দ্বারা জগদীশ তর্কালঙ্কার "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে যে অতিব্যাপ্তি দেওয়া হইয়াছে সেই সম্পর্কে আর একটি আপত্তির কথা উত্থাপন করিতেছেন। স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে অভাব সেই অভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগীর অর্থাৎ অভাব-প্রতিযোগীর সামানাধিকরণ্য থাকায় নিখিল অভাবই, অর্থাৎ সকল বা যাবতীয় অভাবই প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যাইবে, প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বলিয়া আর কিছু হইবে না, ফলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের একান্ত অপ্রসিদ্ধি বশতঃ উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আর আসিবে না। "স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্টং যৎ স্বং তদভাবাত্মকস্বপ্রতিযোগী" কথাটি ব্যাখ্যা করা যাক—'স্ব' অর্থে এস্থলে অভাব; স্বাশ্রয় বা তদাশ্রয় হইল তৎ তৎ অভাবের আশ্রয় বা অধিকরণ; 'তদভাবাত্মকস্বপ্রতিযোগী' হইল হেতুসমানাধিকরণ যে তৎ তৎ অভাব তদভাবাত্মক যে অভাব তাহা, অর্থাৎ সেই অভাবই (তদভাবাত্মক অভাবই) হইল 'স্বপ্রতিযোগী' বা হেতুসমানাধিকরণ অভাবপ্রতিযোগী বা হেতুসমানাধিকরণ তৎ তৎ অভাবব্যক্তির প্রতিযোগী; এই প্রতিযোগীর সহিত সামানাধিকরণ্য হইল ঐ তৎ তৎ অভাবের অধিকরণের সহিত হেত্বধিকরণের সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ ঐ তৎ তৎ অভাবের অধিকরণ হেত্বধিকরণ হইয়া যায়। ধরা যাক ভূতলে ঘটাভাব আছে, এই ঘটাভাব যেরূপ ভূতলে আছে সেইরূপ অন্যান্য স্থানেও আছে; কিন্তু, ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের প্রতিযোগী যেরূপ ঘট, সেইরূপ সেই ঘটাভাবের (ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের) অভাবও হইল ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের প্রতিযোগী। অন্যান্য বা তৎ তৎ অধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট এই ঘটাভাবাভাব হইল ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট

ঘটাভাবের অভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগী (অর্থাৎ ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের প্রতিযোগী), এবং এই প্রতিযোগী অভাবাত্মক, অর্থাৎ ইহাও অভাব। অর্থাৎ, তৎ তৎ অধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবাভাবরূপ প্রতিযোগী হইল স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে অভাব সেই অভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগী। ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাব থাকে ভূতলে, কিন্তু তাহার প্রতিযোগী (ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবের প্রতিযোগী) ঘটাভাবাভাব ঘটাভাবের অধিকরণ যে অন্য দ্রব্য সেই অন্য দ্রব্যেতেও থাকিয়া যায়, এবং অন্যান্য অধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের প্রতিযোগী যে ঘটাভাবাভাব তাহা ভূতলে থাকিয়া যায়; ইহাতে ঘটাভাব এবং তাহার প্রতিযোগী ঘটাভাবাভাব উভয়েই ভূতলাদি দ্রব্যে অর্থাৎ একই অধিকরণে থাকিয়া যায়; ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবটি এইভাবে প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায়। পটাভাব, মঠাভাব প্রভৃতি সমস্ত অভাবের ক্ষেত্রেই এই প্রকারে সকল অভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইয়া যায়, প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বলিয়া আর কিছু হয় না, অর্থাৎ নিখিল অভাবই প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি ঘটিলে "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ আর আসিবে না। প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি অবশ্য একভাবে বারণ করা যায়; একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি-অভাব ধরিলে ঐ অপ্রসিদ্ধি নিষেধ করা যাইতে পারে। যথা, দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপ অভাব, যাহা দ্রব্যত্বস্বরূপ, তাহা দ্রব্যে থাকে; আবার, দ্রব্যে গুণাভাবাভাবরূপ অভাব, যাহা গুণস্বরূপ, তাহাও থাকে; দ্রব্যে এই গুণাভাবাভাবরূপ অভাব হইল একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি-অভাব, অর্থাৎ এই অভাব একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি বা দ্রব্যব্যক্তিমাত্রবৃত্তি-অভাব। দ্রব্যত্বাভাবাভাবের সমানাধিকরণ অভাব হইল গুণাভাবাভাব, কেননা, উভয় অভাবই (দ্রব্যত্বাভাবাভাব এবং গুণাভাবাভাব) দ্রব্যে থাকায় উভয় অভাবেরই অধিকরণ হইল দ্রব্য; এই দ্রব্যত্বাভাবাভাবের (যাহা দ্রব্যত্বস্বরূপ) সমানাধিকরণ অর্থাৎ তৎসমানাধিকরণ গুণাভাবাভাবের প্রতিযোগী হইল গুণাভাব; এই গুণাভাবরূপ প্রতিযোগী দ্রব্যে থাকে না (কারণ, দ্রব্যে কখনও গুণাভাব থাকে না), সুতরাং, দ্রব্যত্বাধিকরণে গুণাভাবাভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়, এবং এইভাবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের প্রসিদ্ধি সম্ভব হয়। কিন্তু, এইভাবেও হয় না; কারণ, এইরূপ হইলে বলা হইবে যে, দ্রব্যে যে ক্ষণে

গুণস্বরূপ অভাব (অর্থাৎ গুণাভাবাভাব) ধরা হইবে তাহার পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে গুণস্বরূপ অভাব (অর্থাৎ গুণাভাবাভাব) সেই অভাবের প্রতিযোগী যে গুণাভাব তাহা বর্ত্তমান ক্ষণে দ্রব্যে থাকিতে পারে, ফলে গুণ-স্বরূপ অভাবটি (অর্থাৎ গুণাভাবাভাবটি) দ্রব্যত্বাধিকরণে প্রতিযোগিসমানাধি-করণ অভাব হইয়া যায় ; এইরূপে, পুনরায় প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয়। প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের এইরূপে অপ্রসিদ্ধি ঘটিলে "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে আর অতিব্যাপ্তির চিন্তা করা যায় না।

জাগদীশী—ন চ বক্ষ্যমাণখণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ্যা গগনাদ্যভাব এব প্রতিযোগিব্যধিকরণঃ, তস্য অপি নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টো যো গগনাদ্যভাবঃ তদভাবাত্মকেন স্বপ্রতিযোগিনা সমং সমানাধিকরণত্বাৎ, গগনাদ্যভাব-স্যৈব সংযোগাদিসম্বন্ধেন অভাবত্বাবচ্ছিন্নাভাবতয়া খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ্যাপি তস্য প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বাসম্ভবাচ্চ, এতেন নিত্যত্বাদিবিশিষ্টস্য গগনাত্যন্তাভাবস্য যোঽভাবঃ তদভাবত্বং ন গগনাদ্যভাবস্য তস্য কেবলান্বয়িতয়া জন্যেঽপি নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টস্য গগনাভাবস্য অভাবো নাস্তীতি প্রতীতিপ্রসঙ্গাৎ কিন্তু নিত্যত্বাদেরেব তথাত্বমিত্যুক্তাবপি ন নিস্তার ইতি চেৎ

অনুবাদ ঃ বক্ষ্যমাণ খণ্ডশের প্রসিদ্ধি হওয়ায় গগনাদ্যভাবও প্রতি-যোগিব্যধিকরণ (অভাব হয়), এরূপ বলা যায় না ; (কারণ) তাহারও নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে গগনাদ্যভাব তদভাবাত্মক স্বপ্রতিযোগীর সহিত সামানাধিকরণ্য বশতঃ, এবং গগনাদ্যভাবের সংযোগাদি সম্বন্ধে অভাবত্বাব-চ্ছিন্নাভাবত্বের দ্বারা খণ্ডশের প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও তাহার (গগনাভাবের) প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব অসম্ভব হয় বলিয়া (গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না)। ইহাতে নিত্যত্বাদিবিশিষ্ট গগনাত্যন্তাভাবের যে অভাব তদভাবত্ব গগনাদ্যভাব হয় না, (কারণ) তাহা কেবলান্বয়ী বলিয়া জন্যেও নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট গগনাভাবের 'অভাবো নাস্তি' (এই অভাব) প্রতীতি হয় বলিয়া নিত্যত্বাদিতেও তথাত্বের উক্তিতেও কিন্তু নিস্তার নাই।

ব্যাখ্যা ঃ স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবিশিষ্ট অভাব ধরিয়া নিখিল অভাবের প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় বলিলেও গগনাভাবের প্রতিযোগি-

বৈয়ধিকরণ্য থাকিতে পারে এরূপ বলা যায় ; কারণ, সাধারণভাবে গগনের কোথাও বৃত্তিতা না থাকায় গগনের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে ; "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদি প্রকরণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা পরে বলা হইয়াছে। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যে গগনাভাবপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব যে উভয়াভাব সেই উভয়াভাব-রূপ গগনাভাব যে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় তাহা "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" প্রকরণে প্রমাণ করা হইয়াছে ; সুতরাং গগনাভাব প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অভাব হইতে পারে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও গগনাভাবকে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অভাব বলা যাইবে না ; কারণ, সামান্যতঃ গগনাভাব এবং নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাব স্বরূপতঃ এক এবং অভিন্ন ; ফলে নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টগগনাভাবের যে অভাব এবং তাহার যে অভাব, অর্থাৎ নিত্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টগগনাভাবাভাবের যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী হইল নিত্য-বৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাব যাহা গগনাভাবস্বরূপ ; সুতরাং গগনাভাবের প্রতিযোগী যেরূপ গগন হয়, সেইরূপ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাবও গগনাভাবের প্রতিযোগী হয়, ফলে হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ জন্যদ্রব্যে গগনা-ভাবের প্রতিযোগী নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাব থাকিয়া যায়, এবং অনুরূপভাবে নিত্যদ্রব্যে জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাবরূপ গগনাভাবের প্রতিযোগী থাকিয়া যায়। এইভাবে হেত্বধিকরণে গগনাভাব এবং তাহার প্রতিযোগী নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাব বা জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনা-ভাবাভাব দুইই থাকিয়া যাওয়ায় গগনাভাবটি প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া যায়। পুনরায়, অভাব কখনও কোথাও সংযোগসম্বন্ধে থাকে না বলিয়া সংযোগসম্বন্ধে অভাবের অভাব সর্ব্বত্রই থাকে ; আবার সাধারণভাবে গগন কোথাও থাকে না বলিয়া গগনের অভাবও সর্ব্বত্র থাকে, এবং সেজন্য সংযোগসম্বন্ধে অভাবের অভাব গগনাভাবস্বরূপ হয়। এইরূপে সংযোগসম্বন্ধে অভাবাভাব ও গগনাভাব এক হইলে গগনাভাবের প্রতিযোগী যেরূপ গগন হয় সেইরূপ অভাবও (অভাবাভাবের প্রতিযোগী) গগনাভাবের প্রতিযোগী হইয়া যায়। ফলে, হেত্বধিকরণে গগনাভাব ধরিলে তথায় কোনো না কোনো অভাব থাকিয়া যায় বলিয়া সেই অভাব, যাহা গগনা-ভাবের প্রতিযোগিস্বরূপ, তাহাও থাকিয়া যায়। সুতরাং গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না, প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া

যায়। অর্থাৎ খণ্ডশ গগনাভাব স্বীকার করিলেও সেই গগনাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য অসম্ভব হয়। আবার বলা যাইতে পারে যে, নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাব গগনাভাবস্বরূপ হয় বলিয়া গগনাভাব কেবলান্বয়ী হইয়া যায়। এইভাবে গগনাভাব কেবলান্বয়ী হওয়ায় তাহা জন্মেতেও থাকে, অর্থাৎ জন্মে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাবাভাব থাকে বলা যায়, এবং অনুরূপভাবে নিত্যেও জন্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাবাভাব থাকে বলা যায়। এইরূপে নিত্য এবং জন্য সমস্ত পদার্থে গগনাভাবাভাবাভাব (যাহা গগনাভাবস্বরূপ) থাকে, এই অভাবের প্রতিযোগী গগনাভাবাভাব (যাহা গগনস্বরূপ) কোথাও থাকে না, ফলে গগনাভাবাভাবাভাবরূপ (যাহা গগনাভাবস্বরূপ) এই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, গগনাত্যন্তাভাবের অভাবের অভাব, অর্থাৎ গগনাভাবাভাবাভাব গগনাভাবস্বরূপ হয় না, ইহা 'একত্ব', ইহা একটি পৃথক পদার্থ, এবং এই কারণে উক্ত প্রকারে গগনাভাবকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বলা যায় না, ইহা বলিলেও 'সংযোগেন অভাবো নাস্তি' এই অভাবটি গগনাভাবস্বরূপ হওয়ায় গগনাভাবের প্রতিযোগী অভাবও হয়, সেই অভাবের সামানাধিকরণ্য থাকে, অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয়; সুতরাং এস্থলে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অনুচিত। এইভাবে সকল প্রকারে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে কোনরূপেই অতিব্যাপ্তি প্রদান করা সম্ভব হয় না।

জাগদীশী—অত্র নব্যাঃ যথাশ্রুতস্য প্রাগুক্তক্রমেণ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবস্য অপ্রসিদ্ধ্যা বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ সর্ব্বত্রাসম্ভবঃ স্যাদতো যৎকিঞ্চিৎস্বপ্রতিযোগিত্বং যাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং তাদৃশ সম্বন্ধেন স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যানধিকরণং যৎ সাধনাধিকরণং তন্নিষ্ঠাভাবস্য সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেব লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকে প্রবেশনীয়ম্। তথা চ সদ্ধেতুস্থল ইব দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাদিত্যত্র অপি সংযোগেন ঘটাদ্যভাব এব প্রতিযোগিব্যধিকরণঃ তদীয়ং হি ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিত্বং যাদৃশসংযোগ-

সম্বন্ধেনাবচ্ছিন্নং তাদৃশসংযোগসম্বন্ধেন সাধনবতো দ্রব্যস্য তদীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যানধিকরণত্বমক্ষতমেব। ন চ এবমপি তদীয়স্য সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বস্য অপ্রসিদ্ধ্যা ন সঙ্গতিরিতি পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্বাদিবিশিষ্টস্য ঘটাত্যভাবস্য অভাব এব তৎপ্রসিদ্ধেঃ ইত্যাহুঃ। স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নস্বনিরূপকাভাবপ্রতিযোগিসামান্যানধিকরণীভূতহেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বযদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাব ইত্যগ্রিমলক্ষণাভিপ্রায়েণ ইদং, সংযোগেন ঘটাত্যভাবস্য এব প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যসৌলভ্যাদিত্যপি বদন্তি।

অনুবাদঃ এস্থলে নব্যগণ এরূপ বলেন,—যথাশ্রুত পূর্ব্বোক্তক্রমে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাভাবের অপ্রসিদ্ধি হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সর্ব্বত্র অসম্ভব হয় (প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাভাব অসম্ভব হয়); সেইজন্য (বলা হইতেছে) যৎকিঞ্চিৎ স্বপ্রতিযোগিত্ব যাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (হইবে) তাদৃশ সম্বন্ধে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তন্নিষ্ঠাভাবের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বই লক্ষণস্থিত সাধ্যতাবচ্ছেদকে প্রবেশনীয় হইবে। সুতরাং, সদ্ধেতুস্থলের ন্যায় "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি এইরূপ স্থলেও সংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির অভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ (হয়), (ইহাতে) তদীয় ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিত্ব যাদৃশ সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন তাদৃশ সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ দ্রব্যের তদীয় 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যের অনধিকরণত্ব' অক্ষতই (থাকে)। এইরূপ হইলে, তদীয়ের (ঘটাভাবীয়ের) সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় সঙ্গতি হয় না, এরূপ বলা যায় না; (কারণ) পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাত্যভাবের অভাবই ইহাতে প্রসিদ্ধ হয়; (নব্যগণ) এইরূপ বলেন। আরও, স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন স্বনিরূপকাভাবপ্রতিযোগিসামান্যানধিকরণীভূত হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব, যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব (এই) উভয়াভাব (গ্রহণ করিতে হইবে) ইত্যাদি অগ্রিম লক্ষণ অভিপ্রায়ের দ্বারা এই সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাবেরই প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য

সুলভ (হয়); ইহাও (নব্যগণ) বলেন।

ব্যাখ্যা : এইভাবে যথাশ্রুত, অর্থাৎ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন তৎসামান্যের অনধিকরণত্ব' লক্ষণে নিবেশ করার ব্যাপারে পূর্ব্বোক্তক্রমে, অর্থাৎ 'স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবিশিষ্ট অভাব' ধরিয়া প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের যে অপ্রসিদ্ধির কথা বলা হইল তাহাতে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতু-স্থলেও এবং সর্ব্বত্রই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি ঘটিয়া যাইবে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ধূমাধিকরণ পর্ব্বতাদিতে ঘটাদির অভাব ধরা যায়, এবং এই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব; পর্ব্বতাদিতে যেরূপ ঘটাভাব ধরা যায়, সেইরূপ স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে ঘটাভাব তাহাও ধরা যায়, এবং তাহার প্রতিযোগী স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটা-ভাবের অভাবও হয়। অতএব ঘটাভাবের প্রতিযোগী যেরূপ ঘট হয় সেইরূপ স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবাভাবও ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, এবং তাহার সমানাধিকরণ পর্ব্বতাদি হইয়া যায়। প্রতিযোগিরূপ এই স্বাশ্রয়তত্ত-দ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবাভাব অতিরিক্ত পদার্থ, এবং ইহা পর্ব্বতাদিতে থাকিয়া যায়; ঘটাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট তাহা পর্ব্বতাদিতে না থাকিলেও স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবাভাব পর্ব্বতাদিতে (অর্থাৎ ধূমাধিকরণে) থাকিয়া যায়, ফলে ঘটাদির অভাবও প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইতে পারে না, এবং এইরূপ হইলে লক্ষণ সমন্বয় অসম্ভব হইয়া যাইবে। এই কারণে নব্য নৈয়ায়িকগণ এস্থলে বলেন যে, 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্ন তৎসামান্যের অনধিকরণত্ব' এই প্রকার ব্যাখ্যা অভিপ্রেত নহে; এই কথার প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য্য হইল 'যৎকিঞ্চিৎ স্বপ্রতিযোগিত্ব, অর্থাৎ যে অভাবপ্রতিযোগিত্বটি যাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে তাদৃশ সম্বন্ধে স্বপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্য-তাবচ্ছেদক' তাহাই লক্ষণের ঘটক হইবে। 'স্ব' পদে এক্ষেত্রে হেত্বধিকরণে অভিপ্রেত যে তৎ তৎ অভাবব্যক্তি ধরা হইবে সেই অভাবকে বলা হইয়াছে, এবং সেই অভাবীয় কোনো একটি প্রতিযোগিতাই 'স্বপ্রতিযোগিত্ব' শব্দের অর্থ। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে ঘটপটাদির অভাব ধরাই অভি-প্রেত, এইরূপ ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', এই প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিত্ব ঘটে আছে,

স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবাভাবে নাই; কেননা, স্বাশ্রয়তত্তদ্ব্যক্তি বৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবাভাবে যে প্রতিযোগিত্ব আছে তাহাকে ধরিলে সকল প্রতিযোগিতাকেই ধরা হয়। কিন্তু তাহা করা চলিবে না, অর্থাৎ সকল প্রতিযোগিতাকে না ধরিয়া একটি প্রতিযোগিতাকে ধরিতে হইবে, অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব প্রসিদ্ধ হয় সেইরূপ একটি প্রতিযোগিতাকেই ধরিতে হইবে; সুতরাং 'যৎকিঞ্চিৎ স্বপ্রতিযোগিত্ব' অর্থে এস্থলে ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাকেই ধরিতে হইবে। 'ঘট' সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া ঘটে যে প্রতিযোগিত্ব আছে তাহাও সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে; এই সংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ তাদৃশ সম্বন্ধে, ঘটাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ, অর্থাৎ পর্ব্বতাদি, সেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের (ঘটাভাবের) সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', ফলে এস্থলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হয়, এবং লক্ষণ সমন্বয়ও হইয়া যায়। এইরূপভাবেই সমগ্র বিষয়টির অর্থ করিতে হইবে। এইরূপ হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলের ন্যায় "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলেও হেত্বধিকরণে বা সত্তাধিকরণে সংযোগসম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব ধরা যাইবে, এবং সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে, এবং ইহার দ্বারা "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধির কথা আর বলা যাইবে না। এখানে অবশ্য আপত্তি করা যায় যে, "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপ, কারণ, 'দ্রব্যত্বাভাব' স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে, সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাব হেত্বধিকরণ দ্রব্যাদিতে ধরা যায় কিরূপে? অর্থাৎ, তদীয় বা ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব ধরিলে এই স্থলে লক্ষণে সঙ্গতি রক্ষা হয় না, কারণ, প্রতিযোগিতাটি সাধ্যতাববচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইবে যে, তাহা হইলে এক্ষেত্রে পূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাবে যে প্রতিযোগিত্ব আছে সেই প্রতিযোগিত্বটি যাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, তাদৃশ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে তদীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যের অনধিকরণত্ব ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই সঙ্গতি রক্ষা সম্ভব হইবে। হেত্বধিকরণে যে ক্ষণে ঘটাভাব ধরার কথা হইল তাহার পূর্ব্বক্ষণে হেত্বধিকরণে যে ঘটাভাব ছিল তাহা ঘটাভাবাভাবাভাবস্বরূপ; এই ঘটাভাবাভাবাভাবরূপ অভাবই

অভিপ্রেত অভাব হইবে। এই অভাবের প্রতিযোগী হইল ঘটাভাবাভাব (যাহা ঘটস্বরূপ), এই ঘটাভাবাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, সুতরাং এস্থলে যাদৃশ সম্বন্ধ হইবে স্বরূপসম্বন্ধ, এবং সাধ্য যেহেতু 'দ্রব্যত্বাভাব' সেজন্য সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধও হইল এস্থলে স্বরূপসম্বন্ধ, ফলে সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বের অপ্রসিদ্ধি আর এস্থলে ঘটিবে না এবং লক্ষণের সঙ্গতিও রক্ষা হইবে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এইরূপভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা করেন।

পুনরায়, সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাব ধরিয়াও এক্ষেত্রে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয়। স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন স্বনিরূপক যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগিসামান্যের অনধিকরণীভূত হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব ধরিয়া হেত্বধিকরণে সংযোগসম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব ধরিয়া প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য রক্ষা হয়। পরে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" প্রকরণে এইভাবেই ব্যাপ্তির লক্ষণ করা হইবে, এবং তাহাতে সমস্ত প্রকার সঙ্গতিও রক্ষা করা সম্ভব হইবে। নব্যগণ এইরূপও বলেন।

সুতরাং, "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়, কোনোরূপেই বারণ হয় না।

দীধিতি—তৃতীয়ে কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাদিত্যাদাবব্যাপ্তিঃ, সাধ্যাভাবানাং কপিসংযোগানাং গুণানামধিকরণস্যাত্মনস্তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকগুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বাৎ।

অনুবাদঃ তৃতীয়ে "কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি হয়; (কারণ) সাধ্যাভাব কপিসংযোগ (যাহা গুণস্বরূপ বলিয়া) গুণের অধিকরণ আত্মাতে তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক গুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব বশতঃ (অব্যাপ্তি হয়)।

ব্যাখ্যাঃ তৃতীয়তঃ, ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' কথার মধ্যে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' অর্থে

যদি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ এই অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে 'কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। এই স্থলে হেতু হইল 'আত্মত্ব', হেত্বধিকরণ হইল আত্মা, সাধ্য হইল 'কপিসংযোগাভাব', সাধ্যাভাব হইল কপিসংযোগাভাবাভাব যাহা কপিসংযোগস্বরূপ; কপিসংযোগ আত্মাতে কখনই থাকে না, সুতরাং হেত্বধিকরণে কপিসংযোগরূপ অভাব (অর্থাৎ সাধ্যাভাব) ধরা সম্ভব হয় না। কিন্তু, 'সংযোগ' যেহেতু একপ্রকার গুণ, সেজন্য 'কপিসংযোগও' গুণস্বরূপ হয়, ফলে, কপিসংযোগরূপ অভাব (কপিসংযোগাভাবাভাব বা সাধ্যাভাব) গুণস্বরূপ অভাব হয়। 'গুণ' আত্মাতে থাকে, সুতরাং গুণস্বরূপ অভাব (যাহা কপিসংযোগরূপ অভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব) আত্মাতে বা হেত্বধিকরণে থাকে। 'গুণ' হইল গুণাভাবাভাবস্বরূপ, এই গুণাভাবাভাবের, অর্থাৎ গুণরূপ অভাবের প্রতিযোগী হইল 'গুণাভাব'; গুণাভাব আত্মাতে কখনই থাকে না বলিয়া গুণস্বরূপ অভাবটি প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল। কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগী হইল কপিসংযোগাভাব, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল কপিসংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্ন; এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ আত্মা না হইলেও গুণস্বরূপ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল গুণাভাবত্ব, এই যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ধরিয়া গুণাভাবাভাব অর্থাৎ গুণস্বরূপ অভাব হেত্বধিকরণ আত্মাতে প্রতিযোগিব্যধিকরণ হইল, এবং ইহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবও হইল; এইভাবে সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া যায়। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' কথাটিকে যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নরূপেও গ্রহণ করা যায় না।

জাগদীশী—তৃতীয়ে চ অব্যাপ্তিং দর্শয়তি কপীতি। প্রাচাং মতে সংযোগসামান্যাভাবসাধ্যকম্ আত্মত্বং বিরুদ্ধম্, অতঃ কপিসংযোগসামান্যাভাব উক্তঃ। বৃক্ষাদাবুৎপত্তিকালাবচ্ছেদেন গুণসামান্যাভাব-

সত্ত্বাৎ বৃক্ষত্বাদিকং পরিত্যজ্য আত্মত্বং হেতুরুক্তঃ, যদ্যপি বৃক্ষাদেঃ স্বসমবেতকপিসংযোগাত্মকাভাবপ্রতিযোগিনঃ সমবেতসামান্যাভাবস্য দ্রব্যমাত্রসমবেতাভাবস্য চ অনধিকরণত্বাৎ বৃক্ষত্বাদেরপি হেতুতায়াম্ অব্যাপ্তিঃ সম্ভবত্যেব তথাপি সত্তাদ্রব্যত্বয়োরেব সমবেতাভাবদ্রব্যমাত্রসমবেতাভাবয়োঃ অভাবত্বং লাঘবাৎ ন তু কপিসংযোগাদ্যাত্মকসমবেতমাত্রস্য তথাত্বং গৌরবাদিত্যাশয়ঃ। গুণসামান্যাভাবস্য সংযোগস্বরূপাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ আবিষ্কর্ত্তুং গুণানামিত্যুক্তং তৎপ্রতিযোগিতেতি কপিসংযোগীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে ইত্যর্থঃ। ন চ গুণসামান্যাভাবস্য অভাবো দ্রব্যত্বমেব লাঘবাৎ ন তু গুণো গৌরবাদতঃ সংযোগপ্রতিযোগিত্বং ন তু গুণসামান্যাভাবস্যেতি বাচ্যং। ঘটাদৌ উৎপত্তিদশায়াং গুণসামান্যাভাবস্যৈব সত্ত্বেন দ্রব্যত্বস্য তদভাবত্বাসম্ভবাদভাবাভাবস্য প্রতিযোগিত্বনিয়মাচ্চেতি ভাবঃ।

অনুবাদ ঃ এবং তৃতীয়ে 'কপি' ইত্যাদির দ্বারা অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাচীনমতে সংযোগসামান্যাভাবসাধ্যক আত্মত্ব বিরুদ্ধ, সেইজন্য কপিসংযোগসামান্যাভাব উক্ত (হইয়াছে); উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে বৃক্ষাদিতে গুণসামান্যাভাব থাকায় বৃক্ষত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া আত্মত্ব হেতু উক্ত (হইয়াছে); যদিও বৃক্ষাদির স্বসমবেত কপিসংযোগাত্মক অভাবের প্রতিযোগী সমবেতসামান্যাভাব এবং দ্রব্যমাত্রসমবেতসামান্যাভাবের অনধিকরণত্ব বশতঃ বৃক্ষাদিরও হেতুত্ব থাকায় অব্যাপ্তি সম্ভব হয়, তথাপি লাঘব বশতঃ সমবেতাভাব (এবং) দ্রব্যমাত্রসমবেতাভাব (এই) উভয়ের অভাবত্ব সত্তা (এবং) দ্রব্যত্ব (এই) উভয় হওয়ায় কপিসংযোগাত্মক সমবেতমাত্রের তথাত্ব (অভাবত্ব) হয় না, (কারণ, ইহাতে) গৌরব হয়, এইজন্য ('বৃক্ষত্ব' হেতু গ্রহণ করা হয় নাই)। গুণসামান্যাভাবের সংযোগস্বরূপ অভাবপ্রতিযোগিত্ব আবিষ্কারের নিমিত্ত 'গুণানাম্' ইত্যাদি উক্ত (হইয়াছে), তৎপ্রতিযোগিতা ইত্যাদি (অর্থাৎ তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক) হইল কপিসংযোগীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, ইহাই অর্থ। গুণসামান্যাভাবের অভাব লাঘব বশতঃ দ্রব্যত্বই (হয়), কিন্তু গৌরব হওয়ায় গুণ হয় না, সেজন্য গুণসামান্যাভাবের সংযোগপ্রতিযোগিত্বও হয় না, এরূপ কিন্তু বলা যায় না।

(কারণ) ঘটাদিতে উৎপত্তিদশায় গুণসামান্যাভাব থাকায় দ্রব্যত্বের তদ্‌ভাবত্ব অসম্ভব হয় বলিয়া এবং অভাবাভাবের প্রতিযোগিত্ব নিয়ম বশতঃ (এরূপ বলা যায় না), ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' অর্থে 'যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন' এই অর্থ গ্রহণ করিলেও যে দোষ হয় তাহাই এস্থলে আলোচনা করা হইতেছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে "কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কপিসংযোগাভাবাভাব কপিসংযোগস্বরূপ, কপিসংযোগস্বরূপ এই অভাব গুণস্বরূপ অভাব হয় বলিয়া কপিসংযোগস্বরূপ অভাবের প্রতিযোগী গুণাভাবও হয়; গুণাভাব হেত্বধিকরণ আত্মাতে থাকে না বলিয়া আত্মাতে গুণস্বরূপ অভাব, যাহা কপিসংযোগস্বরূপ অভাব, অর্থাৎ সাধ্যাভাব, প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়। এইরূপে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় "কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়, (দীধিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে)। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব থাকে না, সেজন্য আলোচ্য স্থলটি "সংযোগসামান্যাভাববান্ আত্মত্বাৎ" করা গেল না, স্থলটি "কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" এইরূপ করিতে হইল। স্থলটি "কপিসংযোগাভাববান্ বৃক্ষত্বাৎ" এইরূপ করা হইল না কেন? ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, 'বৃক্ষত্ব' হেতু হইলে যেহেতু উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে দ্রব্যে গুণসামান্যাভাব থাকে সুতরাং বৃক্ষেও উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে গুণসামান্যাভাব থাকিয়া যায়; ফলে কপিসংযোগস্বরূপ, যাহা গুণস্বরূপ, সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী গুণাভাব বৃক্ষে বা হেত্বধিকরণে থাকায় গুণস্বরূপ, যাহা কপিসংযোগস্বরূপ, সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে ধরা যাইবে না, এবং তাহা হইলে অব্যাপ্তি প্রদানও এক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না। সেইজন্য স্থলটি "কপিসংযোগাভাববান্ বৃক্ষত্বাৎ" না ধরিয়া স্থলটি "কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" ধরা হইল। পুনরায়, সাধ্যাভাব, অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবাভাব, যাহা কপিসংযোগস্বরূপ, তাহা যেরূপ গুণস্বরূপ হয়, সেইরূপ একইভাবে সমবেতস্বরূপও হইতে পারে। সংযোগ দ্রব্যে সর্ব্বদাই সমবায়সম্বন্ধেই থাকে, দ্রব্যসমবেত-সংযোগ সমবেতস্বরূপও হওয়ায় কপিসংযোগও সমবেতস্বরূপ হয়। হেত্বধিকরণ বৃক্ষে এইভাবে সমবেতস্বরূপ অভাব, যাহা কপিসংযোগস্বরূপ সাধ্যাভাব,

থাকিয়া যায় ; সমবেত ও কপিসংযোগ একই হওয়ায় বৃক্ষে সমবেত থাকে বলিয়া কপিসংযোগও অর্থাৎ সাধ্যাভাবও থাকিয়া যায়। কিন্তু বৃক্ষে সমবেতাভাব থাকে না। এই সমবেতাভাব হইল সাধ্যাভাব, অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিস্বরূপ ; কারণ, কপিসংযোগাভাবাভাবের অর্থাৎ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী হইল 'কপিসংযোগাভাব', কপিসংযোগ সমবেতস্বরূপ হওয়ায় কপিসংযোগাভাবও সমবেতাভাবস্বরূপ হয়, ফলে 'কপিসংযোগাভাবাভাবের বা সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী সমবেতাভাবও হয়। এই সমবেতাভাব বৃক্ষে বা হেত্বধিকরণে কখনই থাকে না, সুতরাং সমবেতরূপ অভাব, অর্থাৎ যাহা সাধ্যাভাবস্বরূপ, তাহা হেত্বধিকরণ বৃক্ষে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়। এইরূপে হেত্বধিকরণ বৃক্ষে প্রতিযোগিব্যধিকরণ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় "কপিসংযোগাভাববান্ বৃক্ষত্বাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলেও অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এক্ষেত্রে 'সমবেত'কে সামান্যতঃ সমবেতরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, অথবা দ্রব্যে যে 'সমবেত' থাকে তাহাকে ধরিয়া শুধুমাত্র দ্রব্য-সমবেতরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, এই উভয় 'সমবেত'ই কপিসংযোগাত্মক অভাব হইবে। কিন্তু, এইভাবে এই স্থলে অব্যাপ্তি প্রদান সম্ভব হইলেও ইহা ঠিক হইবে না ; কারণ কপিসংযোগ সমবেতস্বরূপ হইলেও সমবেতাভাবাভাব, যাহা কপিসংযোগাভাবাভাবস্বরূপ বা সাধ্যাভাবস্বরূপ তাহা সমবেতস্বরূপ হয় না, তাহা সত্তাস্বরূপ ; সেইরূপ দ্রব্যসমবেতাভাবাভাবও দ্রব্যত্বস্বরূপ হয়, দ্রব্যসমবেতস্বরূপ হয় না। ইহাতে লাঘব হয় ; সমবেতাভাবাভাবকে সমবেতস্বরূপ, এবং দ্রব্যসমবেতাভাবাভাবকে দ্রব্যসমবেতস্বরূপ বলিলে গৌরব হয়। এই গৌরব দোষ পরিহারের জন্য সমবেতাভাবাভাবকে সত্তা, এবং দ্রব্যসমবেতাভাবাভাবকে দ্রব্যত্ব বলিলেই যথার্থ হয়। এবং এইরূপ হইলে কপিসংযোগরূপ সাধ্যাভাব সমবেতস্বরূপ না হইয়া সত্তাস্বরূপ বা দ্রব্যত্বস্বরূপ হইয়া যাইবে ; কারণ, কপিসংযোগাভাবাভাব ও সমবেতাভাবাভাব এক হয় না, অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবাভাব সমবেতস্বরূপ হয় না ; কপিসংযোগাভাবাভাব কপিসংযোগস্বরূপ হয়, কিন্তু সমবেতাভাবাভাব সত্তাস্বরূপই হয়। ইহা হইলে 'সমবেতাভাব'কে আর কপিসংযোগরূপ অভাবের প্রতিযোগী বলা যাইবে না, ফলে বৃক্ষে কপিসংযোগ বা সাধ্যাভাব সম্ভব হইলেও তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে না, এবং ইহার দ্বারা "কপিসংযোগাভাববান্ বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে আর

অব্যাপ্তি প্রদান করা যাইবে না। এই কারণেই কপিসংযোগরূপ অভাবের প্রতিযোগিরূপে গুণাভাবকেই ধরিতে হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যেই দীধিতি-গ্রন্থে "গুণানামধিকরণস্য" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। পুনরায়, গুণসামান্যা-ভাবের অভাবকে, অর্থাৎ গুণাভাবাভাবকে গুণস্বরূপ না বলিয়া দ্রব্যত্বস্বরূপ বলা যাইতে পারে; কারণ, গুণ যেরূপ দ্রব্যে থাকে সেইরূপ দ্রব্যত্বও দ্রব্যে থাকে, সুতরাং গুণাভাবাভাব দ্রব্যত্বস্বরূপ হউক, এবং ইহাতে লাঘব হয়, গুণাভাবাভাবকে গুণস্বরূপ চিন্তা করিলেই বরং গৌরব হয় (কারণ, 'দ্রব্যত্ব' একপ্রকার, কিন্তু 'গুণ' চব্বিশ প্রকার)। ইহা স্বীকার করিলে সংযোগা-ভাবাভাব, যাহা সংযোগস্বরূপ, তাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ সংযোগস্বরূপ অভাবের প্রতিযোগী আর গুণাভাব হইতে পারিবে না, ফলে উক্ত অনুমিতি স্থলে গুণাভাবকে কপিসংযোগরূপ অভাবের, অর্থাৎ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী ধরা যাইবে না, এবং তাহা হইলে সাধ্যাভাবটি আর হেত্বধিকরণে প্রতি-যোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে না, এবং উক্ত অব্যাপ্তিও আর প্রদান করা যাইবে না। কিন্তু এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ গুণাভাবাভাবকে দ্রব্যত্বস্বরূপ বলা যায় না। কারণ, উৎপত্তিকালে সকল দ্রব্যেই গুণাভাব বা গুণসামান্যা-ভাব থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু, উৎপত্তিকালে দ্রব্যে গুণসামান্যা-ভাব থাকিলেও দ্রব্যত্ব অবশ্যই দ্রব্যে থাকিবে, দ্রব্যত্বাভাব কখনই দ্রব্যে থাকিবে না। এখন, গুণাভাবাভাব যদি দ্রব্যত্বস্বরূপ হয়, তাহা হইলে উৎপত্তিকালে দ্রব্যে গুণাভাবাভাব আছে স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা স্বীকার করিলে উৎপত্তিকালে দ্রব্যে গুণ আছে তাহা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়া যায়; কিন্তু ইহা হয় না, বা স্বীকার করা যায় না, ইহা অসম্ভব। আরও, অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ হয়, ইহা স্বীকৃত নিয়ম বা সিদ্ধান্ত, এই সকল কারণে গুণাভাবাভাবকে দ্রব্যত্বস্বরূপ বলা যায় না, গুণস্বরূপই বলিতে হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য।

দীধিতি—নৈবম্, যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধি-করণত্বং হেতুমতঃ তদনবচ্ছেদকত্বস্য উক্তত্বাৎ।

অনুবাদ ঃ এরূপ নহে, যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে (থাকিবে) তদনবচ্ছেদকত্ব উক্তির দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত দোষ হইবে না)।

ব্যাখ্যা ঃ ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগিসমানাধিকরণ' কথার মধ্যে 'প্রতিযোগী' শব্দে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' অর্থ গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছিল। এই 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' শব্দের অর্থ যস্য কস্যচিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন, তৎসামান্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন, বা যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যাহাই ধরা হউক না কেন তাহাতেই দোষ হয়; অর্থাৎ এই তিনটি অর্থের কোনো অর্থেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে গ্রহণ করা যায় না। সেইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন "নৈবম্", অর্থাৎ এই তিনটির কোনোটিই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের প্রকৃত অর্থ নয়। তাহা হইলে প্রকৃত অর্থটি কি? উত্তরে দীধিতিকার বলিতেছেনে যে, যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে থাকিবে সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাহাই লক্ষণের ঘটক হইবে, এবং 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন'কে এইরূপ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে ঘটাদির অভাব আছে, ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল ঘটত্বাবচ্ছিন্ন, এই ঘটত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে আছে; এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', সুতরাং লক্ষণ ঠিক থাকিল। 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' শব্দের এইরূপ অর্থ করিলে "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ", "সংযোগাভাববান্ বা দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ", "কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলগুলিতে লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো অসুবিধা হয় না, এবং কোনো দোষও হয় না। "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে এতদ্বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকার জন্য কপিসংযোগাভাব এতদ্বৃক্ষে ধরা যায় না, কারণ, কপিসংযোগত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে থাকে না, অর্থাৎ কপিসংযোগের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না, সুতরাং বৃক্ষান্তরীয় কপিসংযোগের অভাবও এতদ্বৃক্ষে গ্রহণ করা যায় না। এতদ্বৃক্ষে ঘটপটাদির অভাব সহজেই ধরা যায়, এই ঘটপটাদিনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইল এতদ্বৃক্ষ বা হেত্বধিকরণ; এই

অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি, এবং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক 'কপিসংযোগত্ব', ফলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় লক্ষণ ঠিক থাকে, অব্যাপ্তিও হয় না। "সংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এবং "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে সংযোগাভাবাভাবের (সাধ্যাভাবের) প্রতিযোগী হইল 'সংযোগাভাবত্ব', এবং দ্রব্যত্বাভাবাভাবের (সাধ্যাভাবের) প্রতিযোগী হইল 'দ্রব্যত্বাভাবত্ব'; এবং ইহাদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইল যথাক্রমে 'সংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্ন' এবং 'দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্ন'। হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ গুণকর্ম্মে সংযোগাভাব এবং দ্রব্যত্বাভাব থাকিয়া যাওয়ার ফলে হেত্বধিকরণ সংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্নের এবং দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) অধিকরণ হইয়া যায়, অনধিকরণ হইল না; এবং 'সংযোগাভাবত্ব' ও 'দ্রব্যত্বাভাবত্ব' উভয়েই যথাক্রমে উভয়স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকও হইল এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না। ইহাতে অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় করা গেল না, এবং সেজন্য অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকিল না। "কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ আত্মাতে কপিসংযোগাভাব থাকে বলিয়া হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব, অর্থাৎ কপিসংযোগরূপ সাধ্যাভাব, আত্মাতে থাকে না, ঘটপটাদি অন্য বস্তুর অভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইবে আত্মা বা হেত্বধিকরণ, ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'কপিসংযোগাভাবত্ব'; ফলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন হইয়া যায়, এবং প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

জাগদীশী—যাদৃশেতি। তথা চ গুণসামান্যাভাবনিষ্ঠপ্রতিযোগিতায়া অবচ্ছেদকং যদ্গুণসামান্যাভাবত্বং হেতুমতস্তদবচ্ছিন্নানধিকরণত্বেঽপি কপিসংযোগাভাবত্বস্য তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বাৎ তদ্রূপেণ সাধ্যতায়াম্ আত্মত্বহেতৌ নাব্যাপ্তিঃ। দ্রব্যত্বা-

ভাববান্ সত্ত্বাদিত্যাদৌ তু দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্নানধিকরণং যৎ হেতুমত্তঃ তন্নিষ্ঠাভাবস্য তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকমেব দ্রব্যত্বাভাবত্বমতো নাতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। ন চ বহ্নিমান্ তৎপর্ব্বতত্বাদিত্যাদৌ তত্তদ্বহ্নিসংযোগসম্বন্ধেন সাধ্যতায়াম্ অব্যাপ্তিঃ, তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাদ্য-ভাবপ্রতিযোগিনঃ তেন সম্বন্ধেন অধিকরণাপ্রসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্। যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপিতস্বরূপসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যাভাববত্ত্বং হেতু-মতঃ তেন সম্বন্ধেন তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ঘটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যস্যৈব তত্তদ্বহ্নিনিরূপিতসংযোগসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপিতস্বরূপসম্বন্ধেন অভাবস্য হেতুমতি সত্ত্বেন তাদৃশসম্বন্ধেন ঘটাদ্যভাবস্য এব প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বসম্ভবাৎ।

অনুবাদঃ যাদৃশ ইত্যাদি। সুতরাং গুণসামান্যাভাবনিষ্ঠ প্রতি-যোগিতার অবচ্ছেদক যে গুণসামান্যাভাবত্ব হেত্বধিকরণে তদবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব থাকিলেও কপিসংযোগাভাবত্বের তাদৃশ প্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদকত্ব থাকায় তদ্রূপে সাধ্যতার দ্বারা আত্মত্ব হেতুতে অব্যাপ্তি হয় না। "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদিতে, কিন্তু, দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তন্নিষ্ঠাভাবের তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকই দ্রব্যত্বাভাবত্ব (হয়), সেজন্য অতিব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব। "বহ্নিমান্ তৎপর্ব্বতত্বাৎ" ইত্যাদিতে তৎ তৎ বহ্নিসংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতার দ্বারা অব্যাপ্তি হয়, (কারণ) তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোগীর তৎসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয় (সেজন্য অব্যাপ্তি হয়), এরূপ বলা যায় না। (কারণ) যে প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-নিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে যাদৃশ প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসামান্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকিবে তৎসম্বন্ধে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বলা যায় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)। ঘটত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাসামান্যেরই তৎ তৎ বহ্নিনিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-নিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে অভাব হেত্বধিকরণে থাকায় তাদৃশ সম্বন্ধে ঘটাদির অভাবেরই প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব সম্ভব হয় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না)।

ব্যাখ্যা : মূল ব্যাপ্তির লক্ষণে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" কথার মধ্যে "'প্রতিযোগী" শব্দটিকে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' অর্থে গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছিল, এবং 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' কথাটিকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে সেই প্রসঙ্গে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের তিন প্রকার অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা গেল উক্ত তিন প্রকার অর্থের কোনোটিই নির্দ্দোষ নহে। পরিশেষে দীধিতিকার বলিলেন যে, যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে থাকিবে তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে হইবে, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ ঠিক হইবে ; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ইহাই যথার্থ অর্থ বা তাৎপর্য্য। 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' কথার এইরূপ অর্থ করিলে "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ", "সংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ", "দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ", "কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলগুলিতে আর কোনো দোষের উদ্ভব হয় না। "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষে সাধারণভাবে কপিসংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় অভাবান্তর ধরিয়া, অর্থাৎ ঘটপটাদি অন্য বস্তুর অভাব ধরিয়া যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যায়, অব্যাপ্তিও হয় না। হেত্বধিকরণ আত্মাতে কপিসংযোগাভাবাভাব, যাহা গুণস্বরূপ, সেই গুণস্বরূপ অভাব ধরিয়াও লক্ষণের সঙ্গতি রক্ষা করা যায়। আত্মাতে গুণ থাকে, গুণ হইল গুণাভাবাভাব, যাহা গুণস্বরূপ অভাব ; এই গুণস্বরূপ অভাবের, অর্থাৎ গুণাভাবাভাবের প্রতিযোগী হইল 'গুণাভাব', এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'গুণাভাবত্ব' ; গুণাভাব (গুণাভাবাভাবের প্রতিযোগী) আত্মাতে থাকে না বলিয়া আত্মা বা হেত্বধিকরণ গুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) অনধিকরণ হইল। কিন্তু এরূপ হইলেও গুণসামান্যাভাবনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার (অর্থাৎ গুণাভাবের) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে 'গুণসামান্যাভাবত্ব', 'কপিসংযোগাভাবত্ব' নহে, এবং তাহা হইলেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যায়। অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবাভাবকে গুণস্বরূপ ধরিলেও এই গুণস্বরূপ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ (অর্থাৎ আত্মা), তাহা প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া যাওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তিও হয় না।

"দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে দ্রব্যত্বাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'দ্রব্যত্বাভাবত্ব', হেত্বধিকরণ বা সত্ত্বাধিকরণ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব থাকায় দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্নের (দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপ অভাবীয় প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) অনধিকরণ হইল হেত্বধিকরণ। দ্রব্যত্বাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল দ্রব্যত্বাভাবত্ব, সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল এস্থলে দ্রব্যত্বাভাবত্ব; ফলে ঐ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্ব-ধিকরণে, বা সত্ত্বাধিকরণে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব না হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিল না। "সংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলেও এইভাবে অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু লক্ষণের এই প্রকার অর্থ করিলে "বহ্নিমান্ তৎপর্বতত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, লক্ষণে যে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছে-দকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ' বলা হইয়াছে সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নটিকে অর্থাৎ প্রতিযোগিতাকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অর্থাৎ 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নান-ধিকরণ হেত্বধিকরণ' এইরূপ বুঝিতে হইবে। লক্ষণে এইরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ পরে করা হইবে। "বহ্নিমান্ তৎপর্বতত্বাৎ" এই অনুমিতি স্থলে সাধ্য হইল 'তৎবহ্নিপ্রতিযোগিক-সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি' এবং হেতু হইল 'তৎপর্ব্বতত্ব'; সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল 'তৎবহ্নি-প্রতিযোগিকতৎপর্ব্বতানুযোগিক-সংযোগসম্বন্ধ', সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল না। তাহা হইলে হেত্বধিকরণ তৎপর্ব্বতে ঘটাদির অভাব ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইলে ঘটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরা সম্ভব হয় না। কারণ, ঘটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগী সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধেই হয়, 'তৎবহ্নিপ্রতিযোগিক-তৎপর্ব্বতানুযোগিক-সংযোগ'সম্বন্ধে হয় না; শুধু তাহাই নহে, 'তৎবহ্নিপ্রতিযোগিক-তৎপর্ব্বতানু-যোগিক-সংযোগ'সম্বন্ধে কেবলমাত্র তৎবহ্নির অধিকরণ তৎপর্ব্বতে সম্ভব হয়, ইহা ভিন্ন এই সম্বন্ধে অন্য কেহ অন্য কোনো অধিকরণে থাকে না। সুতরাং, এই অনুমিতি স্থলে সংযোগ'সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগীর 'তৎবহ্নিপ্রতিযোগিক-তৎপর্ব্বতানুযোগিক সংযোগ'সম্বন্ধে অধিকরণের অপ্র-

সিদ্ধি হয়, এবং সেজন্য এই অনুমিতি স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগি তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরা কখনই সম্ভব হইবে না, ফলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু, না, এই স্থলে এইপ্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-(সাধ্যতাবচ্ছেদক)-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা-প্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হইবে (বা যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণতা সামান্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকিবে—ইহা একই কথা) সেই সম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হেত্বধিকরণে থাকাই লক্ষণের ঘটক হইবে, অর্থাৎ সেই সম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইলেই লক্ষণ ঠিক থাকিবে। আলোচ্য অনুমিতি স্থলে 'যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' বলিতে 'তৎবহ্নিপ্রতিযোগিক-তৎপর্ব্বতানুযোগিক-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' ধরা হইল; এই তৎবহ্নিপ্রতিযোগিক-তৎপর্ব্বতানুযোগিক-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা-প্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্নের (ঘটনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের) অধিকরণতার অভাব বা অধিকরণতা সামান্যাভাব হেত্বধিকরণ তৎপর্ব্বতে আছে (অর্থাৎ হেত্বধিকরণ তৎপর্ব্বত ঘটত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইল); এই সম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', ইহাতে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হইল, এবং ঘটনিষ্ঠ এই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবও হইল, ফলে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিল না।

জাগদীশী—তাদৃশাভাববত্ত্বং চ হেতুমতো নিরবচ্ছিন্নবিশেষণতয়ৈব বাচ্যম্, অতঃ কপিসংযোগাধিকরণত্বাভাবস্য বৃক্ষবৃত্তিত্বেঽপি নাব্যাপ্তিঃ। অত্র প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক-সম্বন্ধেন এব গ্রাহ্যং তেন অয়ঃপিণ্ডস্য অপি কালিকাদিসম্বন্ধেন যদ্ধূমত্ব-বিশিষ্টতৃণাদিকং সংযোগেন তস্যাধিকরণত্বেঽপি ধূমবান্ বহ্নেঃ ইত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তিঃ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন তদবচ্ছিন্নত্ব-নিবেশে তু প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বম্ ইত্যত্র অবচ্ছেদকত্বং সাধ্যতাব-

চ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন এব গ্রাহ্যম্, অন্যথা বিষয়িতাসম্বন্ধেন রূপত্বাবচ্ছিন্নস্য জ্ঞানাদেঃ পৃথিব্যাদৌ সমবায়েন অভাবস্য সত্ত্বাৎ রূপবান্ পৃথিবীত্বাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ। বস্তুতঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বং তন্নিরূপিতস্বরূপসম্বন্ধেন এব নিরুক্তপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বস্য অভাবঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মে বক্তব্যঃ, তেন বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ যত্র বহ্নিত্বাদিনিরূপিতসমবায়াদিসম্বন্ধেন বহ্নিত্বাদেঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বং তত্র তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নস্য প্রতিযোগিব্যধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বস্য অপ্রসিদ্ধাবপি ন ক্ষতিরিতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ : এবং হেত্বধিকরণের তাদৃশাভাববত্ত্বকে (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাভাববত্ত্বকে) 'নিরবচ্ছিন্ন' বিশেষণের দ্বারা বলিতে হইবে, তাহা হইলে, কপিসংযোগাধিকরণত্বাভাবের বৃক্ষবৃত্তিত্ব থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে কালিকাদিসম্বন্ধে বহ্নিমত্ত্ববিশিষ্ট তৃণাদি সংযোগের দ্বারা অয়ঃপিণ্ডেরও তাহার অধিকরণত্ব থাকিলেও "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে তদবচ্ছিন্নত্ব নিবেশে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব হইলেও কিন্তু এস্থলে অবচ্ছেদকত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় বিষয়িতাসম্বন্ধে রূপত্বাবচ্ছিন্ন জ্ঞানাদির পৃথিব্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে অভাব থাকায় "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তিপ্রসঙ্গ হয়। বস্তুতঃ-পক্ষে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব তন্নিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধেই সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের অভাব বলিতে হইবে, তাহা হইলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদিতে যেস্থলে বহ্নিত্বাদি-নিরূপিত সমবায়াদি সম্বন্ধে বহ্নিত্বাদির সাধ্যতাবচ্ছেদকত্ব (হয়) সেস্থলে তাদৃশ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি হইলেও ক্ষতি নাই, এইরূপ অবধারণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ

যে হেত্বধিকরণ তাহাতে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে হইবে এইরূপ বলা হইয়াছে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ কথার অর্থ হইল হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাব থাকিতে হইবে। এখন বলা হইতেছে যে, হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাবকে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ এই অভাবনিষ্ঠ অধিকরণকে (হেত্বধিকরণকে) নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হইতে হইবে। তাহা হইলেই "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষে 'কপিসংযোগাভাব' আর ধরা সম্ভব হইবে না, কারণ, এতদ্বৃক্ষের মূলদেশে কপিসংযোগের অভাব থাকিলেও অগ্রদেশে কপিসংযোগ থাকায় কপিসংযোগাভাব এতদ্বৃক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিল না ; ফলে ঘটপটাদির অভাব হেত্বধিকরণে বা এতদ্বৃক্ষে ধরিতে হইবে, এবং এই অভাব নিরবচ্ছিন্নভাবেই হেত্বধিকরণে থাকিবে, তাহাতে লক্ষণ সমন্বয়ও সম্ভব হইবে, অব্যাপ্তিও হইবে না। অন্যথায়, হেত্বধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন অভাব ধরার কথা না বলিলে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যে কোনো অভাব ধরা সম্ভব হইলে এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগাভাব ধরা যাইত, এবং এইরূপে সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব (কপিসংযোগাভাব) ধরা সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া যাইত। কিন্তু এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন বিশেষণ নিবেশ করিলে আর ঐরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

পুনরায়, লক্ষণে যে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' কথাটি আছে সেখানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব' কথার অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্য ; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্ট যাহা তাহাতেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্য থাকে (যথা, ঘটাভাবের ক্ষেত্রে 'ঘটত্ব' হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্ট হইল 'ঘট', সুতরাং, ঘটে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্য থাকে, এইরূপ বুঝিতে হইবে)। এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্যকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, অন্যথায়, যে কোনো সম্বন্ধে ধরিলে বা সম্বন্ধ সামান্যের দ্বারা ধরিলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরিতে হইবে ; সাধ্য হইল এস্থলে 'ধূম', কিন্তু যে কোনো সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্যকে ধরা সম্ভব হইলে কালিকসম্বন্ধেও ধরা

যায়, কালিকসম্বন্ধে ধূমাভাবীয় (অর্থাৎ সাধ্যাভাবীয়) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্য সমস্ত জন্ম পদার্থেই থাকে, তৃণাদি পদার্থেও থাকে এবং কালিকসম্বন্ধে এই তৃণাদি পদার্থ হেত্বধিকরণ বা বহ্ন্যধিকরণ অয়ঃপিণ্ডেও থাকে ; সুতরাং কালিকসম্বন্ধে ধূমাভাবীয় (সাধ্যাভাবীয়) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্য অয়ঃপিণ্ডে থাকিয়া যাওয়ায় ধূমের অভাব আর অয়ঃপিণ্ডে বা হেত্বধিকরণে ধরা গেল না, ফলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়া যায়। কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্যকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলে আর ঐরূপ অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, এস্থলে 'ধূম' সাধ্যের সাধ্যতাবচ্ছেদক 'ধূমত্ব' বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল এস্থলে সমবায় (কেননা, ধূমত্ব সমবায়সম্বন্ধেই থাকে) ; এই সমবায়সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধূমাভাবীয় (সাধ্যাভাবীয়) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্য ধূমে থাকে (কারণ ঐ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্ট হইল ধূম), এই ধূমের অভাব (অর্থাৎ সাধ্যাভাব) হেত্বধিকরণ অয়ঃপিণ্ডে সংযোগসম্বন্ধে আছে, ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই 'ধূমত্ব' হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ যায় না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। এস্থলে অবশ্য বলা যায় যে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্যকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলেও ঐ অতিব্যাপ্তি ঘটিবে না। কারণ, ধূমাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম 'ধূমত্ব' সমবায়সম্বন্ধে থাকায় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধও হইল এস্থলে সমবায়, সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাধর্ম্মবৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিলেও দোষ হয় না। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা সম্ভব হইলেও লক্ষণে যে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করার কথা আছে সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকের যে অবচ্ছেদকত্ব তাহাকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটসম্বন্ধে অবশ্যই ধরিতে হইবে, নতুবা "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। রূপের অভাব চিন্তা করিলে রূপাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে 'রূপত্ব' ; রূপত্বকে বিষয়িতাসম্বন্ধে ধরিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইবে বিষয়িতাসম্বন্ধ ; বিষয়িতাসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থই জ্ঞানে থাকে, সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব পৃথিবীতে আছে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকবিষয়িতাসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্যের

অভাবও সেইভাবে পৃথিবীতে থাকিয়া যায় ; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'রূপত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'রূপত্ব', ফলে এই সদ্ধেতুস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকের অবচ্ছেদকত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলে আর এই অব্যাপ্তি হয় না। 'রূপ' সাধ্য হওয়ায় এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'রূপত্ব', এবং রূপত্ব সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায় ; এই সমবায়সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকের অবচ্ছেদকত্ব ধরিলে পৃথিবীতে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে রূপত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক অভাব ধরা যায় না, কারণ, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন রূপত্বাবচ্ছিন্ন অভাবের অধিকরণ পৃথিবী হয় না, অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে রূপত্বরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অধিকরণ হইল রূপ, সেই রূপ হেত্বধিকরণে বা পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, ফলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সেইজন্য বলা হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্যকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে না ধরিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিলেও 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বে'র অবচ্ছেদকত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিয়া পুনবায় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের অবচ্ছেদকত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরা অপেক্ষা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মবৈশিষ্ট্যকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটসম্বন্ধে ধরিলে সকল দিক রক্ষা হয়, লক্ষণ সমন্বয়েরও কোনো অসুবিধা হয় না, এবং তাহাতে লাঘবও হয়।

আরও, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই প্রসিদ্ধ স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক 'বহ্নিত্ব' সমবায়সম্বন্ধে থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায় ; কিন্তু এস্থলে সামান্যতঃ সমবায়সম্বন্ধকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ না বলিয়া যদি বহ্নিত্বপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ বলা যায় তাহা হইলে এই স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কারণ, ধূমাধিকরণে ঘটাদির অভাব তাহা হইলে ধরা যায় না ; কেননা, ঘটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাতে বহ্নিত্বপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধের অভাব হয়, বহ্নিত্বপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধে কেবলমাত্র বহ্নিত্বই বহ্নিতে থাকিতে পারে, অন্যত্র এই

সম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি হয়, ফলে এই সম্বন্ধে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ ধরা সম্ভব না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে, উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাকে (এস্থলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাকে, অর্থাৎ ঘটত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাকে),—সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকে থাকিবে,—এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই স্থলে বহ্নিত্বপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিতে আছে। সুতরাং এইভাবে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো অসুবিধা হয় না, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। অর্থাৎ তাৎপর্য্য হইল যে, বহ্নিত্বপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকত্বপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে বহ্নিত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতাই থাকিবে, অন্য কোনো অবচ্ছেদকতা থাকিবে না, অন্য সকল অবচ্ছেদকতারই এই স্বরূপসম্বন্ধটি ব্যধিকরণ সম্বন্ধ হইবে; সুতরাং হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অভাব বহ্নিত্বপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকত্বপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্বে থাকিবে, এবং ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না।

জাগদীশী—অত্র যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মে তাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়াধিকরণীভূতযদ্‌যদ্ব্যক্তিনিষ্ঠাধিকরণতানবচ্ছেদকত্বস্য অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বস্য চ দ্বয়োর্ব্যতিরেকস্তত্তদ্ব্যক্তিভেদকূটবত্ত্বমেব যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বমিত্যস্য অর্থো বোধ্যঃ। তেন ধূমবদিত্যাদিপ্রতীতেঃ অবশ্যক্লৃপ্তাভিঃ পর্ব্বতত্বাদিতত্তদ্ধর্ম্মবিশিষ্টতত্তদ্ধূমত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতাব্যক্তিভিরেব উপপত্তৌ ধূমত্বাখণ্ডধর্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণতায়াং মানাভাবাৎ ধূমাদিসামান্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকং যদ্ধূমত্বাদিকং তদবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাপ্রসিদ্ধাবপি ধূমবান্ বহ্নেরিত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তিঃ, ধূমাধিকরণতত্তদ্ব্যক্তিভেদকূটবত্ত্বমাদায়ৈব ধূমসামান্যাভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবৈয়ধিকরণ্যসম্ভবাদিতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ ঃ এস্থলে যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মে তাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়ের অধিকরণীভূত যৎ যৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব এবং (সামান্যতঃ) অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব (এই) উভয়ের অভাব থাকিবে, তত্তদ্ব্যক্তিভেদকূটবত্ত্বই যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব; ইহার এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহার দ্বারা 'ধূমবৎ' ইত্যাদি প্রতীতিতে অবশ্য স্বীকার্য্য পর্ব্বতত্বাদি তত্তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট তত্তদ্ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণতা-ব্যক্তিসমূহেরই উপপত্তি হয় বলিয়া ধূমত্বাদি অখণ্ডধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার প্রমাণের অভাব হওয়ায় ধূমত্বাদিরূপ যে ধূমাদিসামান্যাভাবপ্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক তদবচ্ছিন্ন অধিকরণত্বের অপ্রসিদ্ধি হইলেও "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না; (কারণ) ধূমাধিকরণ তত্তদ্ব্যক্তিভেদকূটবত্ত্ব গ্রহণের দ্বারাই ধূমসামান্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয় বলিয়া (অতিব্যাপ্তি হয় না), এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব অর্থাৎ ধূমাভাব গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় অতিব্যাপ্তি হইবে। সাধারণভাবে বহ্ন্যধিকরণ অয়োগোলকে ধূমাভাব গ্রহণ করা যায়, এবং তাহাতে অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু, পর্ব্বতে যে ধূম আছে তাহা মহানস, চত্বর প্রভৃতিতে নাই, বা মহানসে যে ধূম আছে তাহা পর্ব্বত চত্বরাদিতে নাই, অর্থাৎ পর্ব্বতে যে ধূম আছে তাহা পর্ব্বতীয়-ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতার দ্বারা, এবং মহানসে যে ধূম আছে তাহা মহানসীয়-ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতার দ্বারা উপপত্তি হয়। অর্থাৎ পর্ব্বতে আছে পর্ব্বতীয়-ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তাপ্রতিযোগিক অধিকরণতা, মহানসে আছে মহানসীয়-ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তাপ্রতিযোগিক অধিকরণতা ইত্যাদি। সুতরাং পর্ব্বত, গোষ্ঠ প্রভৃতিতে যে পৃথক পৃথক ধূম থাকে তাহা সামান্যতঃ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়ত্বপ্রতিযোগিক অধিকরণতা-নিরূপিত ধূম নহে; ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য বিষয় এবং সেজন্য সামান্যতঃ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন অধি-করণতার কোনো প্রমাণ নাই বলিয়া ইহার অপ্রসিদ্ধি ঘটে। ব্যাপ্তির লক্ষণে যাদৃশ অর্থাৎ যেরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ, সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে। এখন, সামান্যতঃ ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণতার যদি অপ্রসিদ্ধি ঘটে তাহা হইলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের

অভাব ধরা যায় কিরূপে ? অয়োগোলকে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অভাব না ধরিয়া অন্য অভাব ধরিলেই অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এইরূপ অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা বারণের জন্যই বলা হইতেছে যে, যাদৃশ অর্থাৎ যেরূপ প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকধর্ম্মে তাদৃশ অর্থাৎ তদ্রূপ বা সেইরূপ প্রতিযোগিতার আশ্রয়ের অধি-করণীভূত যৎ যৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতার অনবচ্ছেদকত্ব এবং সামান্যতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব এই উভয়াভাব থাকিলেই তাহা তৎ তৎ ব্যক্তিভেদ-কূটবান্ যে হেত্বধিকরণ তাহাই, অর্থাৎ এই তৎ তৎ ব্যক্তিভেদকূটবত্ত্বই হইবে যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব। এস্থলে যাদৃশ প্রতি যোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম, অর্থাৎ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম হইল 'ধূমত্ব' ; এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মে প্রতিযোগিতার আশ্রয় যে ধূম সেই আশ্রয়ের অধিকরণীভূত যৎ যৎ ব্যক্তি ধরিয়া, অর্থাৎ পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি যৎ যৎ ব্যক্তি ধরিয়া সেই তৎ তৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তানবচ্ছেদকত্ব ধূমত্বে আছে। কারণ, পর্ব্বতাদি তত্তদ্ব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তাবচ্ছেকত্ব পর্ব্বতীয় ধূমত্বাদিতেই থাকিবে, সামান্যতঃ ধূমত্বে তাদৃশ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব থাকিবে, সেজন্য পর্ব্বতীয় ধূমবান্ এই প্রতীতির অনুরোধে পর্ব্বতীয় ধূমত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা স্বীকার আছে। অতএব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্ম ধূমত্বে স্বাশ্রয়াধিকরণীভূত যৎ যৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব ধূমত্বে আছে, অর্থাৎ উক্ত যৎ যৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ বা পর্ব্বত, চত্বরাদিনিষ্ঠ অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব ধূমত্বে আছে। আবার, সামান্যতঃ ধূমত্বাবচ্ছিন্নআধেয়ত্বপ্রতিযোগিক অধি-করণতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ এই অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বের অভাব ধূমত্বে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মে থাকিলেও, অর্থাৎ এই অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব ধূমত্বে থাকিলেও সামান্যতঃ অধিকরণতাবচ্ছেদকত্বের অভাব ধূমত্বে আছে, সুতরাং এই অধিকরণতানবচ্ছেদকত্ব এবং অধিকরণতাবচ্ছেদকত্ব এতদুভয়াভাব তাহা হইলে ধূমত্বে থাকিয়া যায় (উক্ত অনবচ্ছেদকত্ব ধূমত্বে আছে, উক্ত সামান্যতঃ অবচ্ছেদকত্বের অভাব ধূমত্বে আছে, ফলে উভয়কে একত্রে ধরিয়া এতদুভয়াভাব ধূমত্বে আছে)। হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে তাদৃশ পর্ব্বতাদি তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নের ভেদ আছে, অর্থাৎ উক্ত তত্তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নের ভেদকূট অর্থাৎ ভেদসমূহ অয়োগোলকে আছে ; ফলে অয়োগোলকে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সামান্যতঃ ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অভাব থাকিয়া যায়। এইভাবে হেত্ব-

ধিকরণ অয়োগোলকে ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতি-ব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিল না; এবং এই ধূমাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবই হয়, কেননা, অয়োগোলকে ধূমাভাবীয় প্রতিযোগী, অর্থাৎ ধূম কখনই থাকে না। 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ' বলিতে বিষয়টি এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

জাগদীশী—নন্থ অত্র প্রতিযোগিত্বাদিকং নাতিরিক্তঃ পদার্থঃ, 'প্রতিযোগিত্বাদিকং তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ' ইত্যাদি উত্তরগ্রন্থবিরোধাৎ, কিন্তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ, স চ যদি প্রতিযোগিস্বরূপঃ তদা বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ সর্ব্বত্রাসম্ভবঃ, ঘটাদিস্বরূপস্যৈব ঘটাত্যভাবপ্রতিযোগিত্বস্য ঘটত্বাবচ্ছিন্নবৎ দ্রব্যত্ব-সমবেতত্ব-জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্নতয়া তাদৃশাবচ্ছেদকীভূত-জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্নস্য হেতুমতি সত্ত্বাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্ধেঃ। ন চ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপমেব প্রতিযোগিত্বমিতি অদোষঃ; সমবায়েন বহ্নেঃ সাধ্যত্বে ধূমাদাবতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ, সমবায়াবচ্ছিন্নবহ্ন্যভাবস্য বহ্নিত্বরূপং যৎ প্রতিযোগিত্বং সমবায়বৎ সংযোগস্যাপি তদবচ্ছেদকসম্বন্ধতয়াস্তদবচ্ছেদকীভূততাদৃশসম্বন্ধেন সাধনবতঃ প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বাভাবাৎ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূতযৎকিঞ্চিৎসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বোক্ত্যা তদ্বারণে তু সংযোগেন বহ্নিসাধ্যকে ধূমাদৌ অব্যাপ্তিঃ, সমবায়াবচ্ছিন্নবহ্ন্যভাবস্যৈব সমবায়েন প্রতিযোগিব্যধিকরণস্য বহ্নিত্বস্বরূপং যৎ প্রতিযোগিত্বং তস্য এব সংযোগসম্বন্ধেনাপি অবচ্ছিন্নত্বাৎ ইতি চেৎ; অত্র বদন্তি, প্রতিযোগিস্বরূপং তদবচ্ছেদকস্বরূপং বা যৎ প্রতিযোগিত্বং তদপি কস্যচিৎ অভাবস্য কেনচিৎ ধর্ম্মেণ সম্বন্ধেন বা অবচ্ছিন্নং ব্যবহারবলাৎ, ন তু সর্ব্বেণ সম্বন্ধেন ধর্ম্মেণ বা, সমবায়াবচ্ছিন্নবহ্ন্যভাবপ্রতিযোগিত্বং সংযোগাবচ্ছিন্নমিত্যাদি-ব্যবহারাভাবাৎ। তথা চ যদভাবীয়যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন যদভাবীয়যৎপ্রতিযোগিতানিরূপিতাবচ্ছেদকীভূতধর্ম্মাবচ্ছিন্নাসম্বন্ধিত্বং হেতুমতঃ তদভাবীয়তৎপ্রতিযোগিতানিরূপিতাবচ্ছেদকতাশূন্যত্বং সাধ্যতাবচ্ছেদকে নিবেশ্যমিতি অদোষঃ, যৎপ্রতিযোগিতেত্যপহায়

যাদৃশপ্রতিযোগিতেত্যভিধানাদেব তাদৃশার্থলাভাৎ। ন চ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপং যদি প্রতিযোগিত্বং তদা যদভাবীয়যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন তদভাবীয়তাদৃশপ্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নস্য অনধিকরণত্বং হেতুমতঃ ইত্যেব সম্যক্ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বপ্রবেশো ব্যর্থ ইতি বাচ্যম্; বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেরিত্যাদৌ অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ, হেতুমন্মাত্রস্য এব বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবপ্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাদিতি অস্মদ্‌গুরুচরণাঃ।

অনুবাদ ঃ "প্রতিযোগিত্বাদিকং তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ" ইত্যাদি উত্তরগ্রন্থের (পরবর্ত্তী গ্রন্থের) বিরোধ হয় বলিয়া প্রতিযোগিত্বাদি এস্থলে কিন্তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ, এবং ইহা (প্রতিযোগিত্ব) যদি প্রতিযোগিস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, ঘটাদিস্বরূপ ঘটাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেরই ঘটত্বাবচ্ছিন্নের ন্যায় দ্রব্যত্বসমবেতত্ব-জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্নতার দ্বারা তাদৃশাবচ্ছেদকীভূত জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্নের হেত্বধিকরণে থাকার জন্য প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সর্ব্বত্র অসম্ভব হয়। এবং প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপ ইত্যাদিও অদোষ নহে; (কারণ) সমবায়াবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাবের বহ্নিস্বরূপ যে প্রতিযোগিত্ব (তাহার) সমবায়ের ন্যায় সংযোগেরও তদবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব থাকে বলিয়া তদবচ্ছেদকীভূত তাদৃশ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বের অভাব বশতঃ সমবায়সম্বন্ধে 'বহ্নি' সাধ্যত্বে ধূমাদিতে অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (অদোষ হয় না)। (ইহা) বারণের জন্য কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধে প্রতিযোগ্যনধিকরণত্ব উক্তিতে সংযোগসম্বন্ধে 'বহ্নি' সাধ্যকস্থলে ধূমাদিতে অব্যাপ্তি হয়, (কারণ) সংযোগসম্বন্ধে হইলেও সমবায়সম্বন্ধে সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিব্যধিকরণ বহ্ন্যভাবেরও বহ্নিস্বরূপ যে প্রতিযোগিত্ব তাহারও অবচ্ছিন্নত্ব বশতঃ (অব্যাপ্তি হয়);—ইত্যাদি যদি বলা যায়, (ইহার উত্তরে) এস্থলে বলা হইতেছে,—কোনো অভাবের যে প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগিস্বরূপ বা তদবচ্ছেদকস্বরূপ (যাহাই হউক) তাহাও ব্যবহার অনুসারে কোনো সম্বন্ধের বা কোনো ধর্ম্মের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন (হইবে), সমবায়াবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাবপ্রতিযোগিত্ব সংযোগাবচ্ছিন্ন এইরূপ ব্যবহার হয় না বলিয়া সকল

সম্বন্ধের বা (সকল) ধর্মের দ্বারা কিন্তু (অবচ্ছিন্ন) হইবে না। সুতরাং হেত্বধিকরণে যদভাবীয় যৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যদভাবীয়-যৎপ্রতিযোগিতা-নিরূপিত-অবচ্ছেদকীভূতধর্মাবচ্ছিন্নের অসম্বন্ধিত্ব (থাকিবে) তদভাবীয় তৎপ্রতিযোগিতানিরূপিত-অবচ্ছেদকতাশূন্যত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে নিবেশ করিতে হইবে, ইহাতে দোষ হয় না, (কারণ) 'যৎপ্রতিযোগিতা' ইত্যাদি পরিহার করিয়া 'যাদৃশপ্রতিযোগিতা' ইত্যাদি নিবেশ বশতঃই তাদৃশ অর্থলাভ হয় বলিয়া (দোষ হয় না)। প্রতিযোগিত্ব যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপ (হয়), তাহা হইলে, যদভাবীয় যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে তদভাবীয় তাদৃশ প্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব এইরূপই সম্যক্ (হয়), (এবং) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব (হেত্বধিকরণে) প্রবেশ ব্যর্থ (হয়), এরূপ বলা যায় না; (কারণ, তাহা হইলে) "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্ত্যাপত্তি হয়, হেত্বধিকরণমাত্রেরই বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছিন্নের অধিকরণত্ব থাকে বলিয়া (অতিব্যাপ্তি হয়), ইহা আমার পূজ্যপাদ গুরুর অভিমত।

ব্যাখ্যা: 'অত্র' অর্থাৎ এস্থলে, অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে যে 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ' এরূপ কথা বলা হইয়াছে সেস্থলে 'প্রতিযোগিতা' বা 'প্রতিযোগিত্ব' শব্দটির স্বরূপ কি তাহাই এস্থলে আলোচনা করা হইতেছে। 'প্রতিযোগিত্ব' কি প্রতিযোগিস্বরূপ? অথবা ইহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ? ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাই বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। সাধারণতঃ 'ঘটো নাস্তি' এই অভাব যখন চিন্তা করা হয় তখন এই অভাবের প্রতিযোগী হইল 'ঘট', এবং ঘটে এই ঘটনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব থাকে; এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিত্বকে একটি অতিরিক্ত পদার্থরূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু জগদীশ এস্থলে বলিতেছেন যে 'প্রতিযোগিত্ব' অতিরিক্ত পদার্থ নহে; কারণ, দীধিতিকার তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থে "প্রতিযোগিত্বাদিকং তু স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ" ইত্যাদি কথার দ্বারা প্রতিযোগিত্বকে স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ বলিয়াছেন; সুতরাং প্রতিযোগিত্বকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার করা যায় না।

প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বলিলে ক্ষতি কি? উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

ইত্যাদি স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সর্ব্বত্রই লক্ষণ সমন্বয় অসম্ভব হইয়া যাইবে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ঘটপটাদির অভাব হেত্বধিকরণে ধরিয়া ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয়; প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বলিলে এরূপ ক্ষেত্রে ঘটাভাবের প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগিস্বরূপ, অর্থাৎ ঘটস্বরূপ হইবে। এখন, ঘটত্ব যেরূপ ঘটে থাকে, সেইরূপ দ্রব্যত্ব, সমবেতত্ব, জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতিও ঘটে থাকে (ঘট দ্রব্য বলিয়া ঘটে দ্রব্যত্ব থাকে, ঘট সমবেত পদার্থ বলিয়া ঘটে সমবেতত্ব থাকে, ঘট জ্ঞেয় বস্তু বলিয়া ঘটে জ্ঞেয়ত্ব থাকে); ফলে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যেরূপ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন, সমবেতত্বাবচ্ছিন্ন, জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইহারাও ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হয়। পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতিতেও দ্রব্যত্ব, সমবেতত্ব, জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি থাকিয়া যাওয়ার ফলে পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণ দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন সমবেতত্বাবচ্ছিন্ন, জ্ঞেয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রভৃতির অনধিকরণ হয় না, ফলে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের প্রসিদ্ধিই হয় না; এবং সমস্ত সদ্ধেতুস্থলেই এইরূপে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি ঘটিয়া যাওয়ায় সদ্ধেতুস্থলে সর্ব্বত্রই লক্ষণ সমন্বয় অসম্ভব হইয়া যাইবে। সেইজন্য প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বলিতে পারা যায় না।

প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপও বলা যায় না, ইহাতেও দোষ হয়। প্রতিযোগিত্ব যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, সমবায়সম্বন্ধে বহ্নিকে সাধ্য ধরিয়া সংযোগসম্বন্ধে ধূমকে হেতু ধরিলে সেই স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। সমবায়সম্বন্ধে 'বহ্নি' সাধ্য, এবং সংযোগসম্বন্ধে 'ধূম' হেতু হইলে স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল হয়; কারণ সমবায়সম্বন্ধে 'বহ্নি' বহ্ন্যবয়বে থাকে, সংযোগসম্বন্ধে ধূমাধিকরণ পর্ব্বতাদিতে থাকে না, ফলে 'ধূম' হেতুটি সাধ্য-ব্যভিচারী হইয়া যাওয়ায় স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল হয়। এখন, সমবায়-সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবের (সাধ্যাভাবের) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', প্রতি-যোগিত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ হওয়ায় প্রতিযোগিত্বও হইল 'বহ্নিত্ব'; ঠিক এইভাবেই সংযোগসম্বন্ধেও বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিত্ব (প্রতিযোগিত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ বলিয়া) হইল 'বহ্নিত্ব'; এই দুই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অভাবীয় বহ্নিত্বস্বরূপ যে প্রতিযোগিত্ব তাহা কিন্তু ভিন্ন বা পৃথক নহে, ইহারা এক বা অভেদ, কেননা, উভয়ই হইল 'বহ্নিত্ব', বহ্নিত্বরূপে ইহারা অভিন্ন।

এইরূপ হইলে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণ হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদি হওয়ায় সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগিতা যে বহ্নিত্ব সেই বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নেরও অধিকরণ পর্ব্বতাদি হইয়া যায়; অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবীয় বহ্নিত্বস্বরূপ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকীভূত সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের আধেয়ত্বপ্রতিযোগিক অধিকরণতা হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে থাকিয়া যায়; সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবরূপ সাধ্যাভাব অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে ধরা সম্ভব ইহাতে না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে সংযোগ এবং সমবায় এই উভয় সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব ধরিয়াই তদভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব করা হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তি প্রদানও সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যদি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধে, অর্থাৎ এস্থলে সমবায়সম্বন্ধে, বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে থাকে, এবং ইহাতে হেত্বধিকরণে বহ্ন্যভাবরূপ সাধ্যাভাব গ্রহণ সম্ভব হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না, অতিব্যাপ্তিটি বারণ হইয়া যায়। কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ধরিয়া এস্থলের অতিব্যাপ্তি এইভাবে বারণ হইলেও সংযোগসম্বন্ধে 'বহ্নি'কে সাধ্য এবং 'ধূম'কে হেতু করিলে সেস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কারণ, সংযোগসম্বন্ধে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগিত্ব যে 'বহ্নিত্ব' সেই বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব থাকিয়া যায়, এক্ষেত্রে এই সমবায়সম্বন্ধ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ; এইরূপে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বহ্নিরূপ প্রতিযোগী থাকিয়া যাওয়ায় হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হয় বলিয়া এবং এই সাধ্যাভাব (বহ্ন্যভাব) প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ায় এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ প্রতিযোগিত্ব যে বহ্নিত্ব সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বস্বরূপ বহ্নিত্বও সেই বহ্নিত্ব; বহ্নিত্বটি যেরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধরূপে সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, সেইরূপ সংযোগসম্বন্ধের দ্বারাও বহ্নিত্বটি অবচ্ছিন্ন। এইজন্যই এস্থলেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়।

তাহা হইলে, এইভাবে 'প্রতিযোগিত্ব' যদি প্রতিযোগিস্বরূপ বা প্রতি-

যোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ কোনটিই না হয় তবে 'প্রতিযোগিত্ব' পদার্থটির প্রকৃত স্বরূপ কি? ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রতিযোগিতাটি প্রতিযোগি-স্বরূপ বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ যাহাই হউক না কেন, ব্যবহারের দ্বারাই প্রতিযোগিত্ব পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। কোনো অভাবের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঘটাভাবীয়, বা পটাভাবীয়, বা মঠাভাবীয় প্রতি-যোগিতাদি স্থলে, অর্থাৎ এইরূপ কোনো যৎকিঞ্চিৎ অভাবের ক্ষেত্রে, কেনচিৎ ধর্মের দ্বারা, অর্থাৎ ঐ ঐ অভাবের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মের দ্বারা এবং কোনো সম্বন্ধের দ্বারাই প্রতিযোগিতাটি অবচ্ছিন্ন হইবে, কিন্তু সমস্ত ধর্মের দ্বারা বা সমস্ত সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে না; ব্যবহার অনুসারেই এইরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে ধর্ম স্বাভাবিক সেই যৎকিঞ্চিৎ ধর্মের দ্বারা, যথা, ঘটাভাব স্থলে 'ঘটত্ব' ধর্মের দ্বারা, কিন্তু দ্রব্যত্ব, জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা নহে, এবং কেনচিৎ সম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে অভাব ধরা হইবে ব্যবহার অনুসারে সেই অভাবস্থলে সেই সম্বন্ধকেই স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধরূপে গ্রহণ করিয়া সেই যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধের দ্বারা, যথা, সং-যোগসম্বন্ধে ঘটাভাব স্থলে সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা, সমবায়সম্বন্ধে ঘটাভাব স্থলে সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা, কিন্তু অন্য সম্বন্ধের দ্বারা নহে, প্রতিযোগিত্বটি অবচ্ছিন্ন বুঝিতে হইবে; কারণ, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিত্ব ও সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিত্ব এক নহে, এবং এরূপ ব্যবহারও হয় না। সুতরাং ব্যবহার অনুসারেই প্রতিযোগিত্বটির স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। এই কারণেই ব্যাপ্তির লক্ষণে বলিতে হইবে—যদভাবীয় যৎপ্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যদভাবীয় যৎপ্রতিযোগিতানিরূপিত অবচ্ছেদকী-ভূতধর্মাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অসম্বন্ধিত্ব, অর্থাৎ অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে থাকিবে, তদভাবীয় তৎপ্রতিযোগিতা-নিরূপিত অবচ্ছেদকত্বশূন্যত্ব, অর্থাৎ তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব, সাধ্য-তাবচ্ছেদকে থাকিতে হইবে; 'প্রতিযোগিত্ব' পদের এই প্রকার অর্থ লাভের জন্যই ব্যাপ্তির লক্ষণে 'যৎপ্রতিযোগিতা' না বলিয়া 'যাদৃশপ্রতিযোগিতা' এইরূপ বলা হইয়াছে।

সুতরাং প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিস্বরূপ বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ যে অর্থেই গ্রহণ করা হউক না কেন ব্যবহার অনুসারেই আলোচ্যস্থলে তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ হইলে বলা যায় যে,

প্রতিযোগিত্ব যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, ব্যাপ্তির লক্ষণে যদভাবীয় যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তদভাবীয় তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ না বলিয়া তদভাবীয় তাদৃশ প্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ এরূপ বলা হউক না কেন? বরং প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ বলিলে এইরূপ বলাই সমীচীন হইবে। কিন্তু এরূপ বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে, ব্যাপ্তির লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব' এই নিবেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। লক্ষণের এই ব্যর্থতাপত্তি বারণের জন্যই জগদীশ বলিলেন —"ন চ, বাচ্যম্"—অর্থাৎ, এরূপ বলা যায় না। পুনরায়, প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ বলিলেও লক্ষণে "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব" এইরূপ নিবেশ করিতে হইবে, অন্যথায়, "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়া যাইবে। এই স্থলে বহ্নিধূমোভয়াভাবের অর্থাৎ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগিত্বটি বহ্নিধূমোভয়ত্বস্বরূপ হওয়ায় বহ্নি এবং ধূম উভয়েতেই প্রতিযোগিত্ব থাকে; এস্থলে হেতু হইল বহ্নি, হেত্বধিকরণ ধরা হইল অয়োগোলক, হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে প্রতিযোগিত্বাশ্রয় বহ্নির অধিকরণত্ব থাকে, অনধিকরণত্ব থাকে না, ফলে এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, সাধ্যাভাবের অর্থাৎ বহ্নিধূমোভয়াভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিধূমোভয়ত্ব', এই বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ অয়োগোলক হয় না, কারণ, 'বহ্নিধূম' এতদুভয় একত্রে অয়োগোলকে থাকে না, ফলে হেত্বধিকরণে এইভাবে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ' এইরূপ নিবেশের দ্বারাই এই অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হইল। সুতরাং, লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব' নিবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে, এইরূপ নিবেশ ব্যর্থ নহে। 'প্রতিযোগিত্ব' সম্পর্কে এইরূপ বক্তব্য জগদীশ তর্কালঙ্কারের গুরুর অভিমত, সেইজন্যই জাগদীশী গ্রন্থে "ইতি অস্মদ্গুরুচরণাঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে।

দীধিতি—অত্র চ গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে হেতোর্যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ প্রবিষ্টস্তেন সম্বন্ধেন যো হেতুমান্ তত্র বর্ত্তমানস্যাভাবস্য, সাধ্যস্য চ যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নায়াশ্চ প্রতিযোগিতায়া অনবচ্ছেদকত্বং বোধ্যম্। তেন ধূমসমবায়িনিষ্ঠাভাবস্য সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ ধূমসংযোগিনিষ্ঠাভাবস্য চ সমবায়াবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়া অবচ্ছেদকত্বেঽপি বহ্নিত্বস্য ন ক্ষতিঃ। যদ্বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্বং হেতুমতো বক্তব্যম্।

অনুবাদ: এবং এস্থলে গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে হেতুর যেরূপ সম্বন্ধ প্রবিষ্ট (হইয়াছে) সেই সম্বন্ধে যে হেতুমান্ (অর্থাৎ হেত্বধিকরণ) তথায় বর্ত্তমান অভাবের এবং সাধ্যের যেরূপ সম্বন্ধ প্রবিষ্ট তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব বুঝিতে হইবে। তাহার দ্বারা ধূমসমবায়িনিষ্ঠ সংযোগাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার এবং ধূমসংযোগিনিষ্ঠ সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব বহ্নিতে থাকিলেও ক্ষতি নাই। অথবা, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব হেত্বধিকরণে (থাকিবে) বলা যায়।

ব্যাখ্যা: ব্যাপ্তির মূল লক্ষণের শেষাংশে যে "……তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যম্ ব্যাপ্তিঃ" ইত্যাদি কথা আছে, অর্থাৎ লক্ষণে যে 'সামানাধিকরণ্য' কথাটি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকেই এস্থলে অর্থাৎ দীধিতিগ্রন্থে 'গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্য' বলা হইয়াছে; 'অত্র' অর্থাৎ এস্থলে, এই 'অত্র' কথার অর্থ হইল লক্ষণঘটকীভূত; অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে যে 'সামানাধিকরণ্য' কথাটি গ্রহণ করা হইয়াছে সেই 'সামানাধিকরণ্য' সম্পর্কেই এখানে বলা হইয়াছে। অনুমিতি সম্ভব হইতে হইলে হেতুর সহিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হেত্বধিকরণে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণ হইবে হেতু এবং সাধ্যের সমান অধিকরণ; এই সমান অধিকরণে, অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যে হেতুর যেরূপ সম্বন্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতু যে সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে আছে সেই সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে হেতুমান্, অর্থাৎ ঐ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যাহা হেত্বধিকরণ হইবে সেই হেত্বধিকরণে আছে যে অভাব, সাধ্যের যেরূপ সম্বন্ধ উক্ত সামানাধিকরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হেতুমন্নিষ্ঠ উক্ত অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক-

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণের ঘটক হইবে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

এইরূপ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবীয় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণের ঘটক হইলে আর কোনো অসুবিধা হয় না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই প্রসিদ্ধ স্থলে হেতু 'ধূম' এবং সাধ্য 'বহ্নি' উভয়েই সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে থাকে। কিন্তু হেতুর অধিকরণ যদি সমবায়সম্বন্ধে ধরা যায় তাহা হইলে সমবায়সম্বন্ধে হেতুর বা ধূমের অধিকরণ যে ধূমাবয়ব সেই ধূমাবয়বে বা হেত্বধিকরণে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অভাব থাকে। ফলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ায় এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। আরও, সংযোগসম্বন্ধে হেতু বা ধূম অবশ্যই পর্ব্বতাদিতে থাকে; কিন্তু এই পর্ব্বতাদিতে বা হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির বা সাধ্যের অভাব অবশ্যই আছে, সুতরাং এইভাবে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ায় পুনরায় এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'বহ্নিত্ব', ফলে হেতুসমানাধিকরণে (হেতুমন্নিষ্ঠ) অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব না হওয়ায় এই প্রসিদ্ধ স্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণের ঘটক হইলে আর ঐ প্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ ধরিতে হইবে বলিলে সমবায়সম্বন্ধে ধূমের বা হেতুর অধিকরণ ধূমাবয়বকে আর ধরা যাইবে না, সংযোগসম্বন্ধে ("বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, কেননা, এস্থলে গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে হেতু বা ধূম সংযোগসম্বন্ধেই প্রবিষ্ট হইয়াছে) পর্ব্বতাদিকেই ধূমের অধিকরণ ধরিতে হইবে। এই পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি থাকিয়া যাওয়ায় সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতাদিতে ঘটাভাবীয়, পটাভাবীয় প্রভৃতি অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে অর্থাৎ বহ্নিত্বে থাকে; আবার, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাকে ধরিতে হইবে বলিলে পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির বা সাধ্যের অভাব ধরিতে পারা যায় না (সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল

এস্থলে সংযোগ, কারণ, 'বহ্নি' সাধ্য এস্থলে গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে সংযোগসম্বন্ধেই প্রবিষ্ট হইয়াছে); সংযোগসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতাদিতে ধরা সম্ভব না হওয়ায় হেত্বধিকরণে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে বা বহ্নিত্বে থাকে না; এই-ভাবে এই সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব থাকা সম্ভব না হওয়ায় আর উক্ত উভয়প্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন "ন ক্ষতিঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ, ধূমসমবায়িনিষ্ঠ অভাবের সংযোগাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার এবং ধূমসংযোগিনিষ্ঠ অভাবের সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব বহ্নিতে থাকিলেও, অর্থাৎ এই উভয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 'বহ্নিত্ব' হইলেও ক্ষতি নাই; 'যাদৃশ' শব্দের অনুপ্রবেশের দ্বারাই সমস্ত অসুবিধা দূর হয়।

'যদ্বা' ইত্যাদির দ্বারা দীধিতিকার ব্যাপ্তির লক্ষণের অন্য একটি কল্প অনুসরণ করিয়াছেন। 'যাদৃশ' ইত্যাদির দ্বারা না বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে যে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব হেত্বধিকরণে থাকিবে, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তদভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হেত্বধিকরণে ধরিলেই লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হইবে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগী যে ঘট, সেই ঘটের অসম্বন্ধিত্ব হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে থাকে (অর্থাৎ, পর্ব্বতাদিতে ঘটাভাব থাকায় বা ঘট না থাকায় ঘটের সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ পর্ব্বতাদিতে ঘটের অসম্বন্ধিত্ব থাকে), অর্থাৎ এস্থলে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাবীয় (তদভাবীয়) প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', এই ঘটত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক 'বহ্নিত্ব' হইতে ভিন্ন, ফলে তদভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরা সম্ভব হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয়, এবং এই স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। এইভাবে দীধিতিকার এই প্রসঙ্গে অন্য একটি উপায়ের কথা বলিলেন।

জাগদীশী—গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্য ইতি, পরামর্শবিষয়সাধ্য-সামানাধিকরণ্য ইত্যর্থঃ। সম্বন্ধবিশেষেণৈব সাধ্যসাধনয়োঃ সামানা-ধিকরণ্যজ্ঞানাৎ অনুমিতিস্তৎজ্ঞানপ্রতিবন্ধকতয়া এব বিরোধস্য হেত্বা-

ভাসত্বমিতি মতেন ইদং। যদিচ যেন কেনাপি সম্বন্ধেন সাধ্যসাধনয়োঃ সামানাধিকরণ্যজ্ঞানাৎ অনুমিতিঃ, স্বব্যাপকসাধ্যসম্বন্ধিতামাত্রং বা ব্যাপ্তিঃ, ব্যাপকত্বদলে সাধ্যসাধনয়োঃ সম্বন্ধবিশেষপ্রবেশাদেব অতিব্যাপ্তিপ্রসঙ্গভঙ্গাদিতি বিভাব্যতে, তদা পরামর্শেন সাধনস্য, অনুমিত্যা চ সাধ্যস্য, গ্রাহ্যং যৎপক্ষতাবচ্ছেদকেন সার্দ্ধং সামানাধিকরণ্যং, তত্র প্রবিষ্টো যাদৃশঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থো বোধ্যঃ। ধূমবান্ বহ্নেরিত্যাদৌ মহানসীয়সংযোগেন সদ্ধেতৌ সংযোগমাত্রেণ তদ্বত্তামাদায় অব্যাপ্তিঃ, এবং দ্রব্যত্বসাধ্যকে ঘটানুযোগিকসমবায়সম্বন্ধেন সত্তাদিহেতৌ সমবায়মাত্রেণ হেতুমত্তামাদায় অপি ইত্যতো 'যৎসম্বন্ধ' ইত্যপহায় 'যাদৃশসম্বন্ধ' ইত্যুক্তম্। সাধ্যস্য চ ইতি, গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে প্রবিষ্ট ইতি অন্বয়ঃ। ধূমাধিকরণে তত্তৎসংযোগেন বহ্ন্যভাবসত্ত্বাৎ বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিরতো 'যাদৃশ' ইত্যুক্তম্।

অনুবাদ ঃ গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্য ইত্যাদি, পরামর্শবিষয় সাধ্যসামানাধিকরণ্য ইত্যাদি অর্থ। সম্বন্ধবিশেষের দ্বারাই সাধ্যসাধনের সামানাধিকরণ্য জ্ঞান হওয়ায় অনুমিতি (হয়), তদ্জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতার দ্বারাই বিরোধের হেত্বাভাসত্ব (হয়), এই মতের দ্বারা ইহা (বলা হইল)। যদিও যে কোনো সম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যসাধনের সামানাধিকরণ্য বশতঃ অনুমিতি (হয়), অথবা স্বব্যাপক সাধ্যসম্বন্ধিতামাত্র (হইল) ব্যাপ্তি, ব্যাপকত্বদলে সাধ্য-সাধনের সম্বন্ধবিশেষ প্রবেশের দ্বারাই অতিপ্রসঙ্গ ভঙ্গ হয়, এইরূপ চিন্তা করা যায়; তাহা হইলেও পরামর্শের দ্বারা হেতুর, এবং অনুমিতির দ্বারা সাধ্যের পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত যে গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্য (হয়) তথায় যাদৃশ সম্বন্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে মহানসীয় সংযোগসম্বন্ধে সদ্ধেতুতে সংযোগমাত্রের দ্বারা হেতুমত্ত্ব গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি (হয়), এবং দ্রব্যত্ব সাধ্যকে ঘটানুযোগিক সমবায়-সম্বন্ধে সত্তাদি হেতুতে সমবায়মাত্রের দ্বারা তদ্বত্ত্ব গ্রহণ করিয়াও (অব্যাপ্তি) হয়, সেজন্য 'যৎসম্বন্ধ' ইত্যাদি পরিহার করিয়া 'যাদৃশসম্বন্ধ' ইত্যাদি উক্ত (হইয়াছে)। 'সাধ্যস্য চ' ইত্যাদি 'গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে প্রবিষ্টঃ' ইত্যাদির সহিত অন্বয় (হইয়াছে)। ধূমাধিকরণে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধের

দ্বারা বহ্ন্যভাব থাকায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য 'যাদৃশ' ইত্যাদি উক্ত (হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা : 'গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্য' ইত্যাদি দীধিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 'গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্য' কথার অর্থ হইল পরামর্শবিষয়ীভূত সাধ্য-সাধনের সামানাধিকরণ্য। সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষের যে জ্ঞান তাহাই হইল পরামর্শ বা পরামর্শজ্ঞান ; এই পরামর্শই হইল অনুমিতির কারক, যথা, 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শজ্ঞানের দ্বারাই পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি সম্ভব হয়। এইরূপ পরামর্শজ্ঞানের মধ্যে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্যের জ্ঞান আছে। পরামর্শজ্ঞানের বিষয়ীভূত হেতু-সাধ্যের যে সামানাধিকরণ্য সেই সামানাধিকরণ্যের কথাই এস্থলে বলা হইতেছে, ইহা অন্য জ্ঞানের বা সামান্যতঃ জ্ঞানের বিষয়ীভূত সামানাধিকরণ্য নহে। সম্বন্ধ-বিশেষের দ্বারা সাধ্য ও হেতুর সামানাধিকরণ্যের জ্ঞান হইলে অনুমিতি সম্ভব হয় ; 'সম্বন্ধবিশেষ' কথার অর্থ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং হেতু-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ; যে কোনো সম্বন্ধের দ্বারা হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হইলেই অনুমিতি সম্ভব হয় না ; সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যের সহিত হেতু-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুর সামানাধিকরণ্য হইলেই অনুমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু, এইরূপ সামানাধিকরণ্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধকজ্ঞান থাকিলে অনুমিতি সম্ভব হয় না, অনুমিতির বিরোধ হয় ; অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যের সহিত হেতুতাবচ্ছেকদসম্বন্ধে হেতুর সামানাধিকরণ্য না ধরিয়া অন্য প্রকারের সম্বন্ধের দ্বারা সামানাধিকরণ্য চিন্তা করিলে অনুমিতি হয় না, এবং অনুমিতি না হওয়ার জন্য হেত্বাভাস হয়, এই হেত্বাভাসকে বিরোধ-হেত্বাভাস বলে। এইজন্যই, অর্থাৎ এইপ্রকার দোষের আশঙ্কা নিরাকরণের জন্যই 'ইদং' অর্থাৎ "অত্র চ গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে" ইত্যাদি দীধিতিগ্রন্থের অবতারণা ; অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষের দ্বারাই হেতু-সাধ্যের সামানাধিকরণ্য চিন্তা করিয়া অনুমিতি করিতে হইবে, এইরূপ বক্তব্যের উদ্দেশ্যেই এই প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। এখানে বলা যাইতে পারে যে, যে কোনো সম্বন্ধের দ্বারা হেতু-সাধ্যের সামানাধিকরণ্যজ্ঞান হইতে, অথবা স্বব্যাপক (অর্থাৎ হেতুব্যাপক, 'স্ব' অর্থে হেতু) সাধ্যসম্বন্ধিতামাত্ররূপ যে ব্যাপ্তি তাহা হইতে অনুমিতি হইতে পারে। যথা, "ঘটত্ববান্ পটত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণ পটে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে 'ঘটত্বে'র বা সাধ্যের অভাব থাকায় সাধারণ-

ভাবে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, কিন্তু কালিকসম্বন্ধে 'ঘটত্ব' এবং 'পটত্ব' একই অধিকরণে থাকিতে পারে, অর্থাৎ ইহাদের সামানাধিকরণ্য কালে বা অন্য কোনো জন্য দ্রব্যে থাকিতে পারে; আবার, এই কালিকসম্বন্ধে পটত্বের স্বব্যাপক সাধ্যসম্বন্ধিত্বও সম্ভব হইতে পারে; এবং কালিকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ পটে 'ঘটত্ব' বা সাধ্যও থাকিতে পারে; এবং এইরূপ হইলে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ায় অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কিন্তু ব্যাপকত্বদলে, অর্থাৎ ব্যাপকত্বের মধ্যে হেতু-সাধ্যের সম্বন্ধবিশেষ নিবেশ করিলে আর এইরূপ অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি হয় না। হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণত্বঘটিত, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বঘটিত যে ব্যাপকত্ব, সেই ব্যাপকত্বে সম্বন্ধবিশেষ, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, এই দুই সম্বন্ধ নিবেশ করিলে যে কোনো সম্বন্ধে হেতু-সাধ্যের সামানাধিকরণ্য চিন্তা করা সম্ভব হইবে না, সেজন্য উক্ত প্রকার অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকিবে না; এই ভাবেই বিষয়টি চিন্তা করিতে হইবে, অর্থাৎ পরামর্শের দ্বারা হেতুর এবং অনুমিতির দ্বারা সাধ্যের পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে 'সংযোগেন বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শজ্ঞান থাকে, এই পরামর্শে সংযোগঘটিত সামানাধিকরণ্যের দ্বারাই পর্ব্বতে ধূমের প্রতীতি হয়; পরামর্শঘটিত এই সম্বন্ধের দ্বারা, এস্থলে সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা, পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে। অপরদিকে, 'সংযোগেন পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এই অনুমিতিতে সংযোগসম্বন্ধের দ্বারাই পর্ব্বতে বহ্নির প্রতীতি হয়; অনুমিতিতে এই সম্বন্ধের দ্বারা, এস্থলে সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই দীধিতিগ্রন্থে "যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ" ইত্যাদিরূপ বলা হইয়াছে; 'যাদৃশ সম্বন্ধ' হইল যেরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ হেতুর ক্ষেত্রে পরামর্শঘটিত সম্বন্ধ, এবং সাধ্যের ক্ষেত্রে অনুমিতিঘটিত সম্বন্ধের দ্বারাই পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত ইহাদের (হেতু-সাধ্যের) সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে। এই অভিপ্রায়েই 'যাদৃশ সম্বন্ধ' অর্থাৎ যেরূপ সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই স্থলে হেতুকে অর্থাৎ বহ্নিকে মহানসীয় সংযোগসম্বন্ধে (বা এইরূপ কোনো বিশেষ সম্বন্ধে) ধরিলে স্থলটি সদ্ধেতুস্থল হয়; কারণ, মহানসীয় সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি কেবলমাত্র মহানসেই থাকিবে অন্যত্র থাকিবে না, কিন্তু

ধূম মহানস ভিন্ন অন্যত্রও থাকিবে (কারণ, ধূমকে কোনো বিশেষ সম্বন্ধে ধরা হয় নাই) ফলে ধূম বা এস্থলে সাধ্য ব্যাপক হইয়া যাওয়ায় স্থলটি সদ্ধেতুস্থল হইবে। এই সদ্ধেতুস্থলে সংযোগমাত্রের দ্বারা, অর্থাৎ সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে যদি হেত্বধিকরণকে ধরা হয়, অর্থাৎ সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা যদি ধরা হয়, তাহা হইলে হেত্বধিকরণ বা বহ্ন্যধিকরণ অয়োগোলকে ধূমের অভাব সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে ধরা যাইবে, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব অর্থাৎ ধূমাভাব ধরা সম্ভব হওয়ায় এইপ্রকার সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। "দ্রব্যত্ববান্ সত্ত্বাৎ" এই স্থলেও হেতুকে বা সত্তাকে ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে ধরিলে স্থলটি সদ্ধেতুস্থল হইবে। ঘটানুযোগিক সত্তা বলিতে ঘটে যে সত্তা আছে সেই সত্তাই গ্রহণ করিতে হইবে, গুণ-কর্ম্ম বা অন্য দ্রব্যে যে সত্তা আছে তাহা শুদ্ধ সমবায়সম্বন্ধে আছে, ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে নাই, সুতরাং সেই সত্তাকে গ্রহণ করা যাইবে না ; এই কারণে 'দ্রব্যত্ব' সাধ্য ঘটানুযোগিক সত্তার ব্যাপক হইয়া যাওয়ায় স্থলটি সদ্ধেতুস্থল হইয়া যাইবে। ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে সত্তাকে হেতু ধরিলে হেত্বধিকরণ হইবে ঘট (কারণ, ঘটে যে সত্তা থাকে কেবলমাত্র সেই সত্তাই ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এবং সেই সত্তাকেই হেতু ধরা হইয়াছে) ; এই হেত্বধিকরণ ঘটে সামান্যতঃ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব থাকে না, (দ্রব্যত্বকে ঘটে থাকিতে হইলে ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে থাকিতে হইবে, কেননা, ঘটে কাহাকেও থাকিতে হইলে তাহাকে ঘটানুযোগিক সম্বন্ধেই থাকিতে হইবে, সামান্যতঃ সম্বন্ধে থাকিলে চলিবে না), এইরূপে হেত্বধিকরণে সামান্যতঃ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় এইরূপ সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু যাদৃশ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা বলিলে ঐরূপ অব্যাপ্তি হয় না। যাদৃশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণকে ধরিলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলটিতে মহানসীয় সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ মহানসে সামান্যতঃ ধূমাভাব ধরা যায় না, কারণ, মহানসে ধূম থাকিয়াই যায় ; ঠিক এইভাবেই 'যাদৃশ সম্বন্ধ' বলিলে "দ্রব্যত্ববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ ঘটে দ্রব্যত্বের অভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব ধরা যায় না ; কারণ, দ্রব্যত্ব সামান্যতঃ সমবায়সম্বন্ধে ঘটে না থাকিলেও ঘটানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে ঘটে অবশ্যই থাকে, ফলে হেত্বধিকরণ ঘটে দ্রব্যত্বাভাব

বা সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় এই সদ্ধেতুস্থলে আর অব্যাপ্তি হয় না। এইরূপে এই দুইটি স্থলে যাদৃশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণকে গ্রহণ করায় অব্যাপ্তি হইল না। এই কারণেই 'যৎসম্বন্ধ' অর্থাৎ যে কোনো সম্বন্ধ না বলিয়া দীধিতিকার 'যাদৃশ সম্বন্ধ' অর্থাৎ যেরূপ সম্বন্ধ (অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ইত্যাদি যেরূপ সম্বন্ধ) এইরূপ কথা বলিলেন।

দীধিতিগ্রন্থের 'সাধ্যস্য চ' ইত্যাদি কথা ঐ স্থলের 'গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে প্রবিষ্টঃ' ইত্যাদির সহিত অন্বয় করিতে হইবে; অর্থাৎ, দীধিতিগ্রন্থে 'গ্রাহ্য-সামানাধিকরণ্যে হেতোর্যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ' ইত্যাদি যেরূপ বলা হইয়াছে সেইভাবেই 'গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে সাধ্যস্য চ যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ' ইত্যাদি বলিতে হইবে। যাদৃশ সম্বন্ধে অর্থাৎ যেরূপ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে সাধ্যের প্রবেশ হইয়াছে সেই সম্বন্ধে সাধ্যকে না ধরিলে যেরূপ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির বা সাধ্যের অভাব সম্ভব হয়, ঠিক সেই-ভাবেই একই স্থলে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হয়। যথা, হেত্বধিকরণ পর্ব্বত হইলে সেই হেত্বধিকরণে মহানসীয় সংযোগ-সম্বন্ধে বা চত্বরীয় সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অভাব ধরা সম্ভব হইতে পারে, ইহার দ্বারা হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ায় সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কিন্তু যাদৃশ সম্বন্ধে সাধ্যকে ধরিতে হইবে বলিলে এস্থলে সংযোগত্ব-বিশিষ্ট সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যকে বা 'বহ্নি'কে ধরিতে হইবে; এইরূপ যাদৃশ সম্বন্ধে বা সংযোগত্ববিশিষ্ট সংযোগসম্বন্ধে বলিলে মহানসীয় বা চত্বরীয় সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির বা সাধ্যের অভাব পর্ব্বতরূপ হেত্বধিকরণে ধরা সম্ভব হইবে না, কারণ, মহানসীয়, চত্বরীয়, পর্ব্বতীয় প্রভৃতি সমস্ত সংযোগই সংযোগত্ববিশিষ্টসংযোগ। হেত্বধিকরণে সাধ্যের 'যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ' ইত্যাদি কথার দ্বারাই এইরূপ অব্যাপ্তি বারণ হয়, এইজন্যই 'যাদৃশঃ' ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

এই দীধিতিগ্রন্থের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতে যাইলে প্রশ্ন হয়—হেতু-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমান্ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, এই বলিলেই হইত, "গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে" ইত্যাদি গুরুতরভাবে কেন দীধিতিকার বলিলেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, 'সাধ্যসামানা-ধিকরণ্য' কথার অর্থ হইল সাধ্যাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা; এই সাধ্যাধিকরণ

এবং বৃত্তিতা যদি বিশেষ কোনো সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করা হয় তাহা হইলে বিরোধের হেত্বাভাসত্ব থাকে না, কারণ, সাধ্যাসামানাধিকরণ্যই হইল বিরোধ, এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্বরূপেই বিরোধের হেত্বাভাসত্ব স্বীকৃত। যথা, "ঘটত্ববান্ পটত্বাৎ" স্থলে ঘটত্বাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব-জ্ঞান পটত্বে থাকার ফলে ঘটত্বাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বরূপ সামানাধিকরণ্য-জ্ঞান (অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান) হয় না, ফলে 'ঘটত্ববান্' এই অনুমিতিও হয় না। এস্থলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটত্বের অধিকরণতা-নিরূপিত সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব পটত্বে ধরিলেই অসামানাধিকরণ্য থাকিবে; কিন্তু কালিকসম্বন্ধে ঘটত্বা-ধিকরণ-নিরূপিত কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিলে ঘটত্বসামানাধিকরণ্য পটত্বে থাকিবে, ইহাতে ঘটত্বের অসামানাধিকরণ্য পটত্বে থাকিতে পারে না বলিয়া ঘটত্বাসামানাধিকরণ্যরূপ বিরোধের হেত্বাভাসত্বও থাকে না। অতএব, সাধ্যাধিকরণ ও তন্নিরূপিত বৃত্তিতাকে সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; সেই সম্বন্ধবিশেষই দীধিতিকার "গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।

এক্ষেত্রে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, সাধ্যাসামানাধিকরণ্যকে বিরোধ না বলিয়া সাধ্যব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী যে হেতু, সেই হেতুকে যদি বিরোধ বলা যায় তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যে কোনো সম্বন্ধ নিবেশ না করিলেও চলে। "ঘটত্ববান্ পটত্বাৎ" এই বিরোধস্থলে সাধ্য হইল 'ঘটত্ব', এই 'ঘটত্ব'রূপ সাধ্য ঘটে আছে, ঘটে পটত্বাভাব নিয়ত, অর্থাৎ সকল সময়ে থাকে, ফলে ঘটত্বের ব্যাপকীভূত অভাব পটত্বাভাব হয়। এই অভাবের প্রতিযোগিত্ব পটত্বে আছে, সুতরাং ঘটত্বব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব 'পটত্ব' হেতুতে আছে; সেই জ্ঞান, অর্থাৎ ঘটত্বব্যাপকীভূত অভাবীয় প্রতি-যোগিত্বজ্ঞান 'ঘটত্ববান্' অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, কারণ, 'ঘটত্ব'রূপ সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী যে হেতু, অর্থাৎ 'পটত্ব', সেই হেতুমান্ পক্ষ-পরামর্শের পর আর 'ঘটত্ববান্' অনুমিতি হইতে পারে না, সুতরাং সামানা-ধিকরণ্যাদিতে সম্বন্ধ প্রবেশের প্রয়োজন নাই; অর্থাৎ সাধ্যসামানাধিকরণ্যে সম্বন্ধবিশেষ নিবেশ না করিয়া বলা যায়, "স্বব্যাপকসাধ্যসম্বন্ধিতামাত্রং ব্যাপ্তিঃ"। 'স্ব' পদ হইল হেতু, হেতুব্যাপক যে সাধ্য, অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্যসম্বন্ধিত্বই হইল ব্যাপ্তি। এইরূপ বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলা যায়

যে, সাধ্যসামানাধিকরণ্যে সম্বন্ধবিশেষ নিবেশ না করিয়া বা সাধ্যসম্বন্ধিত্বকে সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করিয়া যদি যে কোনো সম্বন্ধে ধরা হয়, তাহা হইলে, সাধ্যাদিতে কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত না হওয়ায় এক সম্বন্ধে সামানাধিকরণ্যজ্ঞান হইয়া অন্য সম্বন্ধে সাধ্যানুমিতির আপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার বক্তব্যের বিরুদ্ধে এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপকত্বদলে অর্থাৎ "স্বব্যাপকসাধ্যসম্বন্ধিতামাত্রং ব্যাপ্তিঃ" এই লক্ষণে তদ্বন্নিষ্ঠাভাব (হেতুমন্নিষ্ঠাভাব) প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ ব্যাপকত্ব মধ্যে যে হেতুমান্ সেই হেতুমত্তে যে সম্বন্ধ প্রবিষ্ট আছে সেই সম্বন্ধে হেতুমান্, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমান্, এবং প্রতিযোগিতাটি যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, নিবেশ করিলেই অন্য সম্বন্ধে সাধ্যানুমিতির আপত্তি (অর্থাৎ অতিপ্রসঙ্গজনিত আপত্তি) আর করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইল, এইভাবে বিষয়টির সমাধান সম্ভব হইলে দীধিতিকারের "গ্রাহ্যসামানাধিকরণ্যে হেতোর্যাদৃশসম্বন্ধঃ প্রবিষ্টঃ" ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, যদি পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করা হয়, তাহা হইলে, পরামর্শের সহিত হেতুর, এবং অনুমিতির সহিত সাধ্যের গৃহীত যে পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত সামানাধিকরণ্য, তথায় যে সম্বন্ধের প্রবেশ হইয়াছে সেই সম্বন্ধে হেতুমান্, এবং সাধ্যের যে সম্বন্ধ প্রবেশ হইয়াছে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নিবেশ করিতে হইবে। যথা, "সংযোগেন বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতঃ" এই পরামর্শে ধূমসামানাধিকরণ্য পক্ষতাবচ্ছেদকে অর্থাৎ পর্ব্বতত্বে আছে; ধূমাধিকরণ হইল পর্ব্বত, তাহাতে পর্ব্বতত্ব আছে, সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে ধূমাধিকরণবৃত্তিত্বরূপ সামানাধিকরণ্য পর্ব্বতত্বে আছে, ফলে পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যে সংযোগসম্বন্ধ প্রবিষ্ট হওয়ায় 'সংযোগেন হেতুমান্' বলিতে কোনো বাধা হয় না। এইভাবে "সংযোগেন পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই অনুমিতিতেও সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিসামানাধিকরণ্য পক্ষতাবচ্ছেদকে (পর্ব্বতত্বে) থাকার ফলে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বলিতে আর কোন অসুবিধা হয় না। ইহাই দীধিতিগ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য। এ বিষয়ে অধিক বিস্তারের আর প্রয়োজন নাই।

জাগদীশী—তেন সম্বন্ধেন যো হেতুমানিত্যস্ত ফলমাহ ধূমসমবায়ীতি। প্রতিযোগিতায়া ইতি, অবচ্ছেদকত্বেঽপি বহ্নিত্বস্য ন ক্ষতিরিত্যন্বয়ঃ। সাধ্যস্ত চেত্যাদেঃ ফলমাহ ধূমসংযোগীত্যাদি। নম্নু তাদাত্ম্যেন গবাদেঃ সাধ্যত্বে সাস্নাদৌ অব্যাপ্তিস্তত্র সাধনবন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতায়াঃ সাধ্যতাবচ্ছেদক-তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বে মানাভাবস্য স্বয়মেব বৌদ্ধাধিকারটিপ্পন্যামুক্তত্বাৎ, এবং ধনী চৈত্রত্বাৎ ইত্যাদৌ বৃত্ত্যনিয়ামক-স্বস্বামিত্বাদিসম্বন্ধেন ধনাদেঃ সাধ্যতায়ামপি তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বাপ্রসিদ্ধেরত আহ, যদ্বেতি। যত্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন তৎ বৈয়ধিকরণ্যং প্রবেশ্য পুনঃ প্রতিযোগিতায়াঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ববিবক্ষায়াং গৌরবমতো 'যদ্বা' ইত্যাদিকল্প ইতি, তত্তুচ্ছং, সম্বন্ধান্তরাবচ্ছিন্নতত্তদনন্তপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকভেদকূটঘটিতত্বেন 'যদ্বা' ইত্যাদিকল্পস্যৈব গুরুতরত্বাদিত্যাহুঃ।

অনুবাদঃ 'তেন সম্বন্ধেন যো হেতুমান্' ইত্যাদি ইহার ফল বলা হইতেছে—'ধূমসমবায়ী' ইত্যাদি। 'প্রতিযোগিতায়া' ইত্যাদি 'অবচ্ছেদকত্বেঽপি বহ্নিত্বস্য ন ক্ষতি;' ইত্যাদির (সহিত) অন্বয় (হইবে)। 'সাধ্যস্ত চ' ইত্যাদির ফল বলা হইতেছে—'ধূমসংযোগী' ইত্যাদি। যদি বলা যায়, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গবাদির সাধ্যত্বে সাস্নাদিতে অব্যাপ্তি (হয়), (কারণ), সেস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতার সাধ্যতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের প্রমাণাভাব (হয়, তাহা) স্বয়ংই (দীধিতিকার নিজেই) বৌদ্ধাধিকারটিপ্পনীতে বলিয়াছেন বলিয়া (অব্যাপ্তি হয়), এবং "ধনী চৈত্রত্বাৎ" ইত্যাদিতে বৃত্ত্যনিয়ামক স্বস্বামিত্বাদিসম্বন্ধে ধনাদির সাধ্যতাতেও তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বের অপ্রসিদ্ধি (হয়)—সেইজন্য বলা হইল 'যদ্বা' ইত্যাদি। যাঁহারা (বলেন) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তৎবৈয়ধিকরণ্যকে প্রবেশ করাইয়া পুনরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব বলায় গৌরব হয়, সেজন্য 'যদ্বা' ইত্যাদি কল্প (বলা হইল) ইত্যাদি, তাঁহারা (সেই মত) তুচ্ছ ; (কারণ) সম্বন্ধান্তরাবচ্ছিন্ন তৎ তৎ অনন্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভেদকূটঘটিতত্বের দ্বারা 'যদ্বা' ইত্যাদি কল্পেরই গুরুতরত্ব হয় ; ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা : দীধিতিগ্রন্থের 'তেন সম্বন্ধেন যো হেতুমান্' কথাটির তাৎপর্য্য "ধূমসমবায়িনিষ্ঠাভাবস্য সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ' ইত্যাদি কথার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; আবার, 'সাধ্যস্য চ' ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য "ধূমসমবায়িনিষ্ঠাভাবস্য সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ' ইত্যাদি কথার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (দীধিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে)। 'সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ' এবং 'সমবায়াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতায়াঃ' দীধিতিগ্রন্থের যে এই দুইটি 'প্রতিযোগিতায়াঃ' শব্দ আছে ইহাদের সহিত 'অবচ্ছেদকত্বেঽপি বহ্নিত্বস্য ন ক্ষতিঃ' এই কথায় অন্বয় হইবে; অর্থাৎ 'সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়া অবচ্ছেদকত্বেঽপি বহ্নিত্বস্য ন ক্ষতিঃ', এবং 'সমবায়াবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়া অবচ্ছেদকত্বেঽপি বহ্নিত্বস্য ন ক্ষতি :', এইরূপ হইবে।

'যদ্বা' ইত্যাদির দ্বারা দীধিতিকার যে ব্যাপ্তির লক্ষণের পৃথক একটি কল্পানুসরণ করিয়াছেন জগদীশ 'নমু' ইত্যাদি কথার দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতেছেন। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব যে হেত্বধিকরণে আছে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতি-যোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে —দীধিতিকারের 'যদ্বা' প্রকল্পে ইহাই বলা হইয়াছে। এইরূপ হইলে "বহ্নি-মান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে বহ্নিরূপ প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব থাকে না বলিয়া (কারণ, বহ্নি সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতাদিতে থাকে) পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণে বহ্ন্যভাব ধরা যায় না; এবং সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধ এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ না হওয়ায় সমবায়াদি সম্বন্ধেও পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণে বহ্ন্যভাব ধরা সম্ভব হইলেও সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না, সেজন্য প্রতিযোগিতাতে আর সাধ্য-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিতে হয় না, ফলে হেত্বধিকরণে অভাবান্তর ধরিলেই লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যায়। আবার, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব বলায় সমবায়সম্বন্ধে ধূমাবয়বকে হেত্বধিকরণরূপে ধরাও যাইবে না, পর্ব্বতাদিকেই হেত্বধিকরণরূপে ধরিতে হইবে, ফলে লক্ষণ সমন্বয়ের আর কোনো অসুবিধা হয় না। দীধিতিকারের 'যদ্বা' প্রকল্পের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণের জন্য জগদীশ দুইটি স্থলের উল্লেখ করিয়াছেন; "গোঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এবং "ধনী চৈত্রত্বাৎ" এই দুইটি স্থলানুসরণের দ্বারা 'যদ্বা' প্রকল্পের

যে বিশেষ তাৎপর্য্য আছে তাহা জগদীশ তর্কালঙ্কার বুঝাইতে চাহিয়াছেন। "গোঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তি সদ্ধেতুস্থলে সাধ্য হইল 'গো', হেতু 'সাস্নাবত্ত্ব' এবং হেত্বধিকরণ হইল 'সাস্নাবৎ', 'গো' সাধ্য হেত্বধিকরণ সাস্নাবতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে, ফলে এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। এখন, ব্যাপ্তির লক্ষণ অনুসারে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব ধরিতে হইলে এস্থলে সেরূপ অভাব ধরা যায় না; কারণ অত্যন্তাভাব যেহেতু কখনও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয় না, সেজন্য হেত্বধিকরণ সাস্নাবতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) প্রতিযোগিতাক কোনো অভাব ধরাই সম্ভব হয় না, এই অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয়। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অত্যন্তাভাবত্বের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় হেত্বধিকরণে অন্যোন্যাভাবঘটিত অভাব ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয়ের চেষ্টাও এস্থলে করা যায় না, কারণ, দীধিতিকার স্বয়ং তাঁহার বৌদ্ধাধিকারটিপ্পনীতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অন্যোন্যাভাবঘটিত অভাবীয় প্রতিযোগিতাকে অস্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অন্যোন্যাভাবঘটিত প্রতিযোগিতার প্রমাণের অভাব হয় ইহা দীধিতিকার নিজেই বলিয়াছেন, সুতরাং অন্যোন্যাভাবঘটিত অভাবও এস্থলে হেত্বধিকরণে ধরা যায় না। তথাপি অন্যোন্যাভাব অখণ্ড উপাধির ঘটক বলিয়া এরূপ স্থলেও অন্যোন্যাভাবের প্রসিদ্ধি হইতে কোনো বাধা নাই এরূপ কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন; এবং এরূপ কথা বলা যাইতে পারে বলিয়াই জগদীশ "ধনী চৈত্রত্বাৎ" এই দ্বিতীয় স্থলটির উল্লেখ করিলেন। "ধনী চৈত্রত্বাৎ" স্থলে সাধ্য হইল 'ধন', হেতু 'চৈত্রত্ব', এবং হেত্বধিকরণ হইল 'চৈত্র'। চৈত্র নামক ব্যক্তির ধন আছে বলিয়াই সে ধনী; চৈত্র হইল ধনের অধিকারী, অর্থাৎ ধনের স্বামী, সুতরাং 'ধন' বা সাধ্য চৈত্রে স্বস্বামিত্বসম্বন্ধে আছে। এই স্বস্বামিত্বসম্বন্ধটি হইল বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধ, এবং ইহা সর্ব্বসম্মত। বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে কোনো অভাব ধরা যায় না বলিয়া এই সম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্ত্যনিয়ামকস্বামিত্বসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতার অপ্রসিদ্ধি হয়; ফলে এই প্রকার সদ্ধেতুস্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণে 'যাদৃশ' শব্দের নিবেশ করিয়াও লক্ষণ সমন্বয় করা যায় না। কিন্তু লক্ষণটিকে যদি—'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব যে হেত্বধিকরণে থাকে'—এইভাবে করা যায় তাহা হইলে আর উক্ত স্থলগুলিতে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা

আর হয় না। "গোঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ সাস্নাবতে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে 'গো' ভিন্ন কোনো বস্তুরই কোনো সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাস্নাবতে 'গো' ভিন্ন অন্য বস্তুর অসম্বন্ধিত্ব থাকে ; ফলে হেত্বধিকরণ সাস্নাবতে যে বস্তুর অসম্বন্ধিত্ব থাকে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ সেই বস্তু-নিরূপিত প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতা-বচ্ছেদক ধরিয়া সহজেই লক্ষণ সমন্বয় করা যায়। আবার, "ধনী চৈত্রত্বাৎ" স্থলেও হেত্বধিকরণ চৈত্রে স্বামিত্বসম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধনের অভাব (সাধ্যাভাব) ধরা সম্ভব না হইলেও স্বামিত্বসম্বন্ধে 'ধন' ভিন্ন অন্য বস্তুর অসম্বন্ধিত্ব ধরা যায়, ফলে চৈত্রে স্বামিত্বসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে বস্তুর অসম্বন্ধিত্ব আছে হেত্বধিকরণে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই বস্তু-নিরূপিত অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। এইভাবে লক্ষণে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব' নিবেশের দ্বারা উক্ত দুইটি স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়। এই কারণেই দীধিতিকার "যদ্বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্বং হেতুমতো বক্তব্যম্" এইরূপ কথা বলিলেন।

কেহ কেহ দীধিতিকারের এই 'যদ্বা' প্রকল্পের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। এই সকল ব্যক্তিদের মতে ব্যাপ্তির লক্ষণে যে প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে ধরিয়া পুনরায় সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সেই প্রতিযোগিতাকে ধরার কথা বলা হইয়াছিল তাহাতে গৌরব হয়, সেইজন্য লাঘব বশতঃই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব হেত্বধিকরণে ধরিতে হইবে এরূপ বলা হইল। ইহাতে লক্ষণে যে একবার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের নিবেশ, এবং পুনরায় সাধ্যতা-বচ্ছেদকসম্বন্ধের নিবেশ করা হইয়াছিল তাহা আর করিতে হয় না, অর্থাৎ দুইবার এইরূপ সম্বন্ধ নিবেশের প্রয়োজন হয় না, একবার সম্বন্ধ নিবেশের দ্বারাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব' এইরূপ নিবেশের দ্বারাই লক্ষণের সঙ্গতি রক্ষা হয়, এবং ইহাতে লাঘবও হয় ; এবং এই লাঘবের জন্যই দীধিতিকার 'যদ্বা' ইত্যাদি কল্প অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, এই মত তুচ্ছ, ইহা গ্রহণযোগ্য নহে ; কারণ, লাঘব হয় বলিয়াই দীধিতিকার এই 'যদ্বা' কল্পের অনুসরণ করিয়াছেন এরূপ বলিলে সম্বন্ধান্তরের দ্বারা বিভিন্ন সম্বন্ধ ধরা যায়, এবং

তদ্দ্বারা অসংখ্য বা অনন্তসংখ্যক প্রতিযোগী সম্ভব হওয়ায় সেই অনন্তসংখ্যক প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ভেটকূট লক্ষণের মধ্যে আসিয়া পড়ে, ফলে লক্ষণটি, অর্থাৎ 'যদ্বা' ইত্যাদির দ্বারা উক্ত ব্যাপ্তির বিকল্প লক্ষণটি গুরুতর হইয়া পড়ে। সুতরাং লাঘবের জন্য দীধিতিকার 'যদ্বা' প্রকল্পের অনুসরণ করিয়াছেন ইহা যথার্থ নহে ; পূর্ব্বোক্তপ্রকার স্থলগুলিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই দীধিতিকার এইরূপ 'যদ্বা' কল্পের অনুসরণ করিয়াছেন ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

দীধিতি—তথা চ সম্বন্ধভেদেন প্রতিযোগিতা ন বিশেষণীয়া, এবং স্থিতে। সামানাধিকরণ্যাদৌ 'সম্বন্ধিত্বং' নিবেশনীয়ং, ন তু অধিকরণত্বং, তথা চ ধর্ম্মিণোঽপি ব্যাপ্যত্বং ব্যাপকত্বঞ্চ নির্বহতি, তথা হি তাদাত্ম্যেন সম্বন্ধেন ধূমবতঃ সম্বন্ধিনি মহানসে বর্ত্তমানো যোঽন্যোন্যাভাবস্তস্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্না যা প্রতিযোগিতা, তদনবচ্ছেদকবহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্নস্য বহ্নিমতস্তাদাত্ম্যেন সম্বন্ধিনি মহানসে, ধূমবতস্তাদাত্ম্যেন সম্বন্ধিত্বম্। এবং ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপ্যত্ব-ব্যাপকত্বে বোধ্যে। অতএব জলাদীনাং পৃথিবীত্বাভাবব্যাপ্যত্বং তত্র তত্রোক্তং সঙ্গচ্ছতে।

অনুবাদ ঃ সুতরাং, সম্বন্ধভেদের দ্বারা (পৃথক পৃথক সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধভেদের দ্বারা) প্রতিযোগিতাকে বিশেষণীয় করিতে হইবে না ; এইরূপ হইলে সামানাধিকরণ্যাদিতে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশ করিতে হইবে, কিন্তু অধিকরণত্ব নয় ; সুতরাং ধর্ম্মীরও ব্যাপ্যত্ব এবং ব্যাপকত্ব নির্ব্বাহ হয় ; তাহাতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধূমবতের সম্বন্ধী মহানসে বর্ত্তমান যে অন্যোন্যাভাব তাহার তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তদনবচ্ছেদক বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্নের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বহ্নিমতের সম্বন্ধী মহানসে ধূমবতের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব (থাকে)। এইরূপে ধর্ম্মীর ব্যাপকত্বে ধর্ম্মের ব্যাপ্যত্ব বুঝিতে হইবে। অতএব তত্র তত্রোক্ত জলাদির পৃথিবীত্বাভাবব্যাপ্যত্ব সঙ্গত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ ব্যাপ্তির লক্ষণকে "সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্য-সম্বন্ধিত্বং" এইভাবে বলিলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে না, এবং তাহা হইলে বিভিন্ন অনুমিতিস্থলে যে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হয় সেই ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ আর প্রতিযোগিতাতে নিবেশ করিতে হইবে না, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ প্রতিযোগিতাতে আর দিতে হইবে না; সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব বলিলেই সকল দিক রক্ষা হইবে। এইরূপ হইলে ব্যাপ্তির লক্ষণের পরবর্ত্তী অংশে হেত্বধিকরণে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকের যে সামানাধিকরণ্য থাকার কথা বলা হইয়াছে সেই 'সামানাধিকরণ্য' স্থলেও 'সামানাধিকরণ্য' না বলিয়া 'সম্বন্ধিত্ব' কথাটি নিবেশ করিতে হইবে; অর্থাৎ ঐ স্থলে 'অধিকরণত্ব' না বলিয়া সম্বন্ধিত্ব বলিতে হইবে। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব যে হেত্বধিকরণে আছে, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সম্বন্ধিত্বই ব্যাপ্তি, এইরূপ বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ ঠিক থাকিবে, এবং তাহাই লক্ষণের ঘটক হইবে। এরূপ হইলে ধর্ম্মীরও ব্যাপ্যত্ব ব্যাপকত্ব নির্ব্বাহ হয়, অর্থাৎ সম্ভব হয়। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে 'বহ্নি' এবং 'ধূম' হইল ধর্ম্ম, এবং পর্ব্বত, মহানস প্রভৃতি হইল ধর্ম্মী; পর্ব্বত, মহানস প্রভৃতি বহ্নি-বিশিষ্ট, ধূমবিশিষ্ট হয় বলিয়াই বহ্নি, ধূম হইল পর্ব্বত, মহানস প্রভৃতির ধর্ম্ম, এবং পর্ব্বত, মহানস প্রভৃতি হইল ধর্ম্মী। এখন, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বহ্নিমৎ-মহানসকে সাধ্য, এবং ধূমবৎ-মহানসকে হেতু ধরা যায়, এইরূপ হেতু-সাধ্য স্থল সদ্ধেতুস্থল হইবে। এস্থলে সাধ্য এবং হেতু উভয়কেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে; হেত্বধিকরণ ধূমবৎ-মহানসে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটপটাদির ভেদ বা অন্যোন্যাভাব থাকায় ঘটপটাদিরূপ প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব ধূমবৎ-মহানসে বা হেত্বধিকরণে থাকে, হেত্বধিকরণে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঐ ঘটপটাদিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি; সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল এস্থলে বহ্নিমত্ত্ব, এই সাধ্যতাবচ্ছেদক ঘটত্ব পটত্বরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন; প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক এই যে সাধ্যতাবচ্ছেদক এই সাধ্যতাবচ্ছেদ-কাবচ্ছিন্নের সহিত অর্থাৎ বহ্নিমৎ-মহানসের সহিত হেতুর বা ধূমবৎ-মহানসের সম্বন্ধিত্ব (তাদাত্ম্যসম্বন্ধে) আছে, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হয়,

কোনো দোষ হয় না।

এইভাবেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীকে সাধ্য, অথবা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীকে হেতু ধরিয়া অনুমিতি সম্ভব হয়। পর্ব্বতাদিতে ধূম, বহ্নি থাকে, সুতরাং ধূম, বহ্নি উভয়েই পর্ব্বতাদির ধর্ম্ম, এবং পর্ব্বতাদি হইল ধূম, বহ্নি উভয়ের ধর্ম্মী। অতএব, ধর্ম্মকে অর্থাৎ বহ্নিকে সাধ্য করিয়া ধর্ম্মীকে অর্থাৎ ধূমবৎকে (পর্ব্বতাদিকে) হেতু করা যায়, অর্থাৎ "বহ্নিমান্ ধূমবতঃ" এইরূপ অনুমিতি সম্ভব হয়, এবং তাহাতে ধর্ম্মের অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপকত্ব, এবং ধর্ম্মীর অর্থাৎ ধূমবতের (পর্ব্বতাদির) ব্যাপ্যত্ব সম্ভব হয়; বিপরীতভাবে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বহ্নিমৎকে (পর্ব্বতাদিকে) সাধ্য করিয়া ধূমকে হেতু করা যায়, এবং তাহাতে "বহ্নিমতঃ ধূমাৎ" এই অনুমিতিও সম্ভব হয়, এবং এক্ষেত্রেও ধর্ম্মের অর্থাৎ ধূমের ব্যাপ্যত্ব এবং ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব অর্থাৎ বহ্নিমতের ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়। উভয় অনুমিতিস্থলের উভয় হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ ধূমবদধিকরণে এবং ধূমাধিকরণে ঘটাদির তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অসম্বন্ধিত্ব থাকে, এবং হেত্বধিকরণে ঘটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সম্বন্ধিত্বও থাকে, ফলে লক্ষণ সমন্বয়ও হয়।

ব্যাপ্তির লক্ষণে সম্বন্ধিত্ব নিবেশের ফলে এইরূপে ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মকে সাধ্য এবং ধর্ম্মীকে হেতু ধরিয়া অনুমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু অনেকে ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ইহা অপসিদ্ধান্ত, যথার্থ বা সঠিক সিদ্ধান্ত নহে। এই মত নিরসনের জন্যই দীধিতিকার "অতএব জলাদীনাং" ইত্যাদি গ্রন্থ অনুসরণ করিলেন। মূলকার গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার "ব্যতিরেকী" প্রভৃতি গ্রন্থে (তত্র তত্রোক্ত) "পৃথিবীত্বাভাববান্ জলাৎ" এই প্রকার অনুমিতি করিয়াছেন। এই অনুমিতি-স্থলে 'জল'কে হেতু না ধরিয়া 'জলত্ব'কে হেতু ধরিলেও হেত্বধিকরণ জল হইতে পারিত, এবং হেত্বধিকরণ জলে পৃথিবীত্বাভাব বা সাধ্য থাকায় লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো অসুবিধা হইত না। কিন্তু মূলকার 'জলত্ব' অর্থাৎ ধর্ম্মকে (জলের ধর্ম্ম হইল জলত্ব) হেতু না করিয়া ধর্ম্মীকে অর্থাৎ 'জল'কে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে হেতু করিয়াছেন। জলে পৃথিবীত্বাভাব থাকায় জলে অর্থাৎ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে হেতুতে সাধ্যসম্বন্ধিত্ব থাকে, ফলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসম্বন্ধে ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতির অসম্বন্ধিত্ব জলে বা হেতুতে ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। এইভাবে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বয়ং মূলকার কর্তৃক স্বীকৃত। সুতরাং ইহাকে

অপসিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না।

জাগদীশী—সম্বন্ধভেদেন, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন। নমু সম্বন্ধবিশেষেণ সাধ্যসাধনয়োঃ সামানাধিকরণ্যপ্রবেশে তাদাত্ম্যেন হেতুসাধ্যভাবেঽব্যাপ্তিঃ, তাদৃশসম্বন্ধেন হেতুসাধ্যয়োরধিকরণাপ্রসিদ্ধেরত আহ, 'এবং স্থিত' ইতি। সম্বন্ধবিশেষস্য অত্র নিবেশে 'স্থিত' ইত্যর্থঃ। সামানাধিকরণ্যাদৌ ইতি আদিপদেন হেতুসামানাধিকরণ্যপ্রবিষ্টহেত্বধিকরণত্বস্য পরিগ্রহঃ। প্রয়োজনমাহ, তথা চেতি। ধর্ম্মিণোঽপি ইতি, তাদাত্ম্যেন ব্যাপ্যত্বং ব্যাপকত্বঞ্চ নির্ব্বহতীত্যর্থঃ, অন্যথা তাদাত্ম্যেন হেতোঃ সাধ্যস্য চ অধিকরণাপ্রসিদ্ধ্যা ন তন্নির্ব্বাহ ইতি ভাবঃ। যোঽন্যোন্যাভাব ইতি, যোঽভাব ইত্যেব বক্তুমুচিতম্, অন্যোন্যাভাবত্বনিবেশে বৈয়র্থ্যাদিতি ধ্যেয়ম্। তদনবচ্ছেদকবহ্নিমত্ত্বেতি, বহ্নিমত্ত্বং বহ্ন্যধিকরণত্বং, তচ্চ অধিকরণব্যক্তীনাং ভেদেঽপি অভিন্নমিত্যাশয়েন ইদম্। অত্র সাধ্যসাধনয়োরিব তদীয়সম্বন্ধয়োরপি ভেদেন ব্যাপ্তের্ভেদাৎ, তাদাত্ম্যেন হেতুসাধ্যকস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যতাদাত্ম্যমেব ব্যাপ্তির্বক্তুমুচিতা, লাঘবাদিতি বদন্তি। এবমিতি, সামানাধিকরণ্যাদৌ সম্বন্ধিত্ব নিবেশে কৃত ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মিণ ইতি, বস্তুন ইত্যর্থঃ। তথা চ 'গৌঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ', বহ্নিমান্ ধূমবত ইত্যাদৌ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন ব্যাপকতা, ব্যাপ্যতাপি সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ : 'সম্বন্ধভেদেন' (হইল) সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন। যদি বলা যায়, সম্বন্ধবিশেষের দ্বারা সাধ্যহেতুর সামানাধিকরণ্য প্রবেশে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতু-সাধ্যের অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতু-সাধ্যভাবে অব্যাপ্তি হয়, সেইজন্য বলা হইল 'এবং স্থিত' ইত্যাদি। এস্থলে 'স্থিত' (কথার অর্থ হইল) সম্বন্ধবিশেষের নিবেশে, ইহাই অর্থ। 'সামানাধিকরণ্যাদৌ' ইত্যাদি 'আদি' পদের দ্বারা হেতুসামানাধিকরণ্যে

প্রবিষ্ট হেত্বধিকরণত্বকে গ্রহণ করা হইয়াছে। (ইহার) প্রয়োজন বলা হইতেছে, 'তথা চ' ইত্যাদি। 'ধর্ম্মিণোঽপি' ইত্যাদি (হইল) তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ব্যাপ্যত্ব এবং ব্যাপকত্ব নির্ব্বাহ্ হয়, ইহাই অর্থ; অন্যথা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে হেতুর এবং সাধ্যের অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তাহা নির্ব্বাহ হয় না, ইহাই ভাব। 'যোঽন্যোন্যাভাবঃ' ইত্যাদি, 'যোঽভাবঃ' এইরূপ বলাই উচিত, অন্যোন্যাভাবত্বের নিবেশ ব্যর্থ, এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'তদনবচ্ছেদকবহ্নিমত্ত্ব' ইত্যাদি, 'বহ্নিমত্ত্ব' (হইল) বহ্ন্যধিকরণত্ব; এবং সেই অধিকরণব্যক্তিসমূহের ভেদেও (অধিকরণ) অভিন্ন (হয়), এইজন্য ইহা (বলা হইল)। এস্থলে সাধ্য-হেতুর ন্যায় তদীয় সম্বন্ধের ভেদের দ্বারাও ব্যাপ্তির ভেদ হয় বলিয়া তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতুসাধ্যকস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যতাদাত্ম্যই ব্যাপ্তি, (এইরূপ বলাই উচিত), লাঘবের জন্যই এইরূপ বলা সঙ্গত। 'এবং' ইত্যাদি, সামানাধিকরণ্যাদিতে সম্বন্ধিত্ব নিবেশ করা হইলে—এইরূপ অর্থ। 'ধর্ম্মিণঃ' ইত্যাদি বস্তুর—ইহাই অর্থ। সুতরাং "গোঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ", "বহ্নিমান্ ধূমবত্ত্বাৎ" ইত্যাদিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যাপকতা, ব্যাপ্যতাও সঙ্গত হয়, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা: দীধিতিগ্রন্থের 'সম্বন্ধভেদেন' কথার অর্থ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধভেদের দ্বারা; অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে প্রতিযোগিতা লক্ষণে ধরার কথা আছে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন অনুমিতিস্থলে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধভেদের দ্বারা বলিতে হয়; কিন্তু সাধ্যতাবচ্ছেকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব বলিলে এইরূপ সম্বন্ধভেদের দ্বারা প্রতিযোগিতাকে আর বলিতে হয় না। আরও, ব্যাপ্তির লক্ষণে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতু-সাধ্য করিলে অসুবিধা হয়। কারণ, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয়; যথা, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'ঘট' ঘটে থাকে, অর্থাৎ ঘটের অধিকরণ ঘট এরূপ বলা যায় না, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটে 'ঘটে'র সম্বন্ধিত্ব থাকে এইরূপই বলিতে হইবে। এইভাবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেতু-সাধ্য করিলে সেই অনুমিতিস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কিন্তু লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব বলিলে আর ঐরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

এইজন্যই দীধিতিগ্রন্থে "এবং স্থিতে" ইত্যাদি বলা হইল; অর্থাৎ সম্বন্ধ-বিশেষের নিবেশের দ্বারা, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধবিশেষ প্রতিযোগিতাতে নিবেশের কথা লক্ষণে বলা হইলে, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে হেতু-সাধ্য স্থলে উক্ত প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ব্যাপ্তির লক্ষণে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্য-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যের কথা বলা হইয়াছে; দীধিতিকারের 'যদ্বা' ইত্যাদি কল্পের দ্বারা বলা হইতেছে যে সেই 'সামানা-ধিকরণ্য' কথার পরিবর্ত্তে লক্ষণে 'সম্বন্ধিত্ব' কথা নিবেশ করিতে হইবে, নতুবা, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ তাদাত্ম্য হইলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সামানাধিকরণ্য সম্ভবই হইবে না। দীধিতিগ্রন্থে 'সামানাধিকরণ্যাদৌ' ইত্যাদিতে যে 'আদি' পদের নিবেশ করা হইয়াছে তদ্দ্বারা 'সামানাধিকরণ্য' কথার মধ্যে যে হেত্বধিকরণ কথাটি নিহিত আছে সেই হেত্বধিকরণকে বোঝান হইয়াছে। ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সামানাধিকরণ্য' কথার পরিবর্ত্তে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশ করিলে তদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধারণ হেতু-সাধ্য-স্থলে অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি জনিত অসুবিধা তো দূর হয়ই, উপরন্ত লক্ষণে সম্বন্ধিত্ব নিবেশের দ্বারা ধর্ম্মীরও ব্যাপ্যত্ব এবং ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'বহ্নিমৎ-মহানস'কে সাধ্য, এবং 'ধূমবৎ-মহানস'কে হেতু ধরিয়া অনুমিতি সম্ভব হয়। লক্ষণে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশের দ্বারা এইরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়াই দীধিতিগ্রন্থে "তথা চ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে; অর্থাৎ "তথা চ" ইত্যাদির দ্বারা লক্ষণে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণে 'সামানাধিকরণ্য' কথার পরিবর্ত্তে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশ না করিলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব, ব্যাপকত্ব নির্ব্বাহ সম্ভব হইত না। দীধিতিগ্রন্থে যে 'যোঽন্যোন্যাভাবঃ' কথাটি আছে তাহার তাৎপর্য্য হইল, হেত্বধিকরণে যে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব থাকিবে সেই প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব বা সেই প্রতিযোগীর ভেদ হেত্বধিকরণে ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে, হেত্বধিকরণে সেই প্রতি-যোগিতাক অত্যন্তাভাব ধরা যাইবে না। কারণ, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিতে হইবে, দীধিতিকার অল্প পরেই ইহা বলিয়াছেন; আরও, অত্যন্তাভাব কখনও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতাক অভাব হয় না, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অত্যন্তাভাবত্বের প্রসিদ্ধি

হয় না। সেইজন্যই দীধিতিকার হেত্বধিকরণে অন্যোন্যাভাব ধরার কথা বলিলেন। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন এস্থলে 'যোঽন্যোন্যাভাবঃ' কথার পরিবর্ত্তে 'যোঽভাবঃ' নিবেশ করিলেই চলে, বিশেষরূপে 'অন্যোন্যাভাব' কথাটি নিবেশের আবশ্যকতা নাই, 'অন্যোন্যাভাব' কথাটি এখানে ব্যর্থ। অর্থাৎ জগদীশের বক্তব্য হইল হেত্বধিকরণে অন্যোন্যাভাব বা অত্যন্তাভাব যে কোনো অভাব ধরা যাইতে পারে ; কিন্তু অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতা যেহেতু তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না, সেজন্য হেত্বধিকরণে ভেদ বা অসম্বন্ধিত্ব গ্রহণ করিয়াই লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। সেইজন্যই জগদীশ বলিলেন যে দীধিতিগ্রন্থে 'যোঽন্যোন্যাভাবঃ' স্থলে 'যোঽভাবঃ' নিবেশ করিলেও হয়, বিশেষরূপে 'অন্যোন্যাভাব' কথার উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। দীধিতিগ্রন্থে যে 'তদনবচ্ছেদকবহ্নিমত্ত্ব' কথাটি আছে তাহার অর্থ হইল 'তদনবচ্ছেদক-বহ্ন্যধিকরণত্ব' ; এস্থলে 'বহ্নিমত্ত্ব' কথার অর্থ হইল 'বহ্ন্যধিকরণত্ব' ; বহ্নির অধিকরণ যদিও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি অধিকরণত্বরূপে সমস্ত অধিকরণই এক এবং অভিন্ন ; অর্থাৎ 'বহ্নিমৎ-পর্ব্বত', 'বহ্নিমৎ-মহানস' প্রভৃতি ভিন্ন হইলেও পর্ব্বত, মহানস প্রভৃতি সকলেই বহ্নির অধিকরণ হওয়ায় অধিকরণত্বরূপে ইহারা এক এবং অভিন্ন ; এস্থলে 'বহ্নিমত্ত্ব' কথার ইহাই তাৎপর্য্য। ভিন্ন ভিন্ন অনুমিতিস্থলে হেতু-সাধ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় যেরূপ ব্যাপ্তিও ভিন্ন হয়, সেইরূপ হেতু-সাধ্যের সম্বন্ধভেদেও ব্যাপ্তির ভেদ হয় ; অর্থাৎ হেতু-সাধ্যের সম্বন্ধ ভিন্ন হইলেও ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেইজন্যই 'অত্র' অর্থাৎ এস্থলে, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'বহ্নিমৎ-মহানস' এবং তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে 'ধূমবৎ-মহানস' সাধ্য-হেতু স্থলে (বা বিপরীতভাবে হেতু-সাধ্য স্থলে) হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্যতাদাত্ম্য তাহাই ব্যাপ্তি, এইরূপ বলাই উচিত, এবং ইহাতে লাঘবও হয়। দীধিতিগ্রন্থে 'এবমিতি' কথাটি আছে, ইহার অর্থ হইল ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সামানাধিকরণ্যা'দি স্থলে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশ করিলে এইরূপ হয়,—ইহাই 'এবমিতি' কথার মর্ম্মার্থ। 'ধর্ম্মিণঃ' কথার অর্থ হইল 'বস্তুনঃ' ; ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব হয় কথার অর্থ হইল বস্তুর ব্যাপকত্ব হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়। এইভাবে 'ধর্ম্মীর অর্থাৎ বস্তুর ব্যাপ্যত্ব সম্ভব হয় বলিয়া "গোঃ সাস্নাবত্বাৎ", "বহ্নিমান্ ধূমবতঃ" ইত্যাদিরূপ অনুমিতি সম্ভব হয়। এইরূপে ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব ও ধর্ম্মের ব্যাপ্যতা, এবং ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব ও ধর্ম্মীর ব্যাপ্যতা সঙ্গত হয় ; ইহাই ভাব।

জাগদীশী—ন চ উক্তমতদ্বয় এব পর্ব্বতানুযোগিকসংযোগাদিনা বহ্ন্যাদেঃ সাধ্যতায়াং তত্তদ্ধূমেঽব্যাপ্তিঃ, তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন প্রতিযোগিনো যদধিকরণং তদন্যত্বস্য, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন যৎপ্রতিযোগিসম্বন্ধি তদন্যত্বস্য চ, হেতুমত্যপ্রসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্; তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপিত-বিশেষণতাবিশেষেণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতানি-রূপিতবিশেষণতাবিশেষেণ বা, তাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্না-ধিকরণত্বসামান্যাভাবস্যোক্তত্বাৎ। অন্যথা কালিকাদিসম্বন্ধেন সর্ব্বস্যৈব হেতুমতঃ প্রতিযোগ্যধিকরণতাবত্ত্বাৎ প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেত্বধিকরণা-প্রসিদ্ধেঃ।

অনুবাদ ঃ উক্ত মতদ্বয়েই পর্ব্বতানুযোগিক সংযোগাদির দ্বারা বহ্ন্যাদির সাধ্যতাতে তৎ তৎ ধূমে অব্যাপ্তি হয়, (কারণ) তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ তদন্যত্বের, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে প্রতিযোগিসম্বন্ধী তদন্যত্বের হেত্বধিকরণে অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া (অব্যাপ্তি হয়)—এরূপ বলা যায় না ; (কারণ) তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধা-বচ্ছিন্ন অধিকরণতা-নিরূপিত বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে, অথবা, সাধ্যতা-বচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-নিরূপিত বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণত্ব সামান্যাভাব বলার জন্যই (অব্যাপ্তি হয় না)। অন্যথায় কালিকাদিসম্বন্ধে সকল হেত্বধিকরণেরই প্রতিযোগ্যধি-করণতাবত্ত্ব থাকায় প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেত্বধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয়।

ব্যাখ্যা ঃ ব্যাপ্তির লক্ষণ সংক্রান্ত দুইটি মতের কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য ধরিয়া হেতু-মন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে ; এবং দ্বিতীয় মতটি হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে ধরিলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগি-তাতে পুনরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ না করিয়াই হেতু-মন্নিষ্ঠ উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের প্রতিযোগি-তানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিলেই চলিবে।

এই দুইটি মতেই পর্ব্বতানুযোগিক সংযোগসম্বন্ধে বহ্ন্যাদির সাধ্যতাতে তৎ তৎ ধূমে অব্যাপ্তি হয়; অর্থাৎ "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে পর্ব্বতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধে যদি বহ্নিকে সাধ্য ধরা হয়, এবং তৎ ধূমকে হেতু ধরা হয় তাহা হইলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। প্রথম মত অনুসারে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিতে হইবে। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল পর্ব্বতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধ, এই পর্ব্বতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে (অর্থাৎ পর্ব্বতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধে) প্রতিযোগীর যে অধিকরণ সেই অধিকরণের, অর্থাৎ প্রতিযোগীর সম্বন্ধিত্বের অপ্রসিদ্ধি হইবে; কেননা, পর্ব্বতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে পর্ব্বতীয়-বহ্নি ব্যতীত অন্য কেহ থাকিতে পারে না বলিয়া অন্য কোনো অভাবীয় প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্বও সম্ভব হয় না; এবং এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়। দ্বিতীয় মত অনুসারে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ পর্ব্বতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধে, পর্ব্বতীয়-বহ্নি ব্যতীত আর কেহ থাকিতে পারে না বলিয়া অভাবীয় প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়, এবং এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়;—কিন্তু না, এইরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত দুইটি কল্পে দুইটি বিভিন্ন সম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাসামান্যাভাব বলিলেই আর ঐরূপ অব্যাপ্তি হইবে না। প্রথম কল্পে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ পর্ব্বতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) আধেয়ত্বনিরূপিত অধিকরণতা-প্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে (বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে) যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাসামান্যাভাববৎ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবীয় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হেত্বধিকরণে ধরিলেই লক্ষণ সমন্বয় হইবে। দ্বিতীয় কল্পে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (পর্ব্বতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) আধেয়ত্বনিরূপিত অধিকরণতা-প্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে তাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাসামান্যাভাববৎ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হইবে।

এইভাবে উক্ত দুইটি কল্পেই অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যাইবে।

এইরূপ আধেয়ত্ব-নিরূপিত অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে অধিকরণতাসামান্যাভাব ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় না করিলে অন্যত্র আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যথা, কালিকসম্বন্ধে সাধ্য ধরিয়া অনুমিতি করিলে যে কোনো হেত্বধিকরণেই অভাবীয় প্রতিযোগীর অধিকরণতা থাকিয়া যাইবে' কেননা, কালিকসম্বন্ধে সমস্ত কিছুই কালে এবং জন্য পদার্থে থাকে। ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ হেত্বধিকরণ আর হইতেই পারিবে না (কারণ, কালিকসম্বন্ধে সর্ব্বত্রই এবং হেত্বধিকরণে তদ্বন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগীর অধিকরণতা থাকিয়া যাইবে)। এইভাবে প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেত্বধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় কালিকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে কোনো অনুমিতিই সম্ভব হইবে না। কিন্তু উক্ত প্রকার আধেয়ত্ব-নিরূপিত অধিকরণতা-প্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে অধিকরণতাসামান্যাভাব গ্রহণ করিলে কালিকসম্বন্ধে সাধ্য গ্রহণ করিয়াও অনুমিতি সম্ভব হয়।

জাগদীশী—ননু তাদাত্ম্যেন ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপ্যতায়ামপসিদ্ধান্ত ইত্যত আহ, অতএবেতি। ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপ্যত্বাদেবেত্যর্থঃ। 'তত্র তত্র', ব্যতিরেক্যাদি গ্রন্থে ইত্যাদি।

অনুবাদঃ যদি বলা যায়, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যতাতে অপসিদ্ধান্ত (হয়) ইত্যাদি, সেইজন্য বলা হইল, 'অতএব' ইত্যাদি ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যত্ব বশতঃই (এইরূপ হয়) ইহাই অর্থ। 'তত্র তত্র' (ইহার অর্থ হইল) ব্যতিরেকাদি গ্রন্থে ইত্যাদি।

ব্যাখ্যাঃ এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যতাতে অপসিদ্ধান্ত হয়। "বহ্নিমান্ ধূমবতঃ" এই স্থলে ধূমধর্ম্মী যে 'ধূমবৎ' তাহারই ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে; ইহা না করিয়া ধর্ম্মের অর্থাৎ ধূমের ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করাই সঠিক সিদ্ধান্ত হইবে, অর্থাৎ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এইরূপ অনুমিতি হওয়াই সঙ্গত হইবে; এইরূপ অনেকে বলিতে পারেন। এই আশঙ্কা করিয়াই দীধিতিকার 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থানুসরণ করিলেন। মূলকার গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার "ব্যতিরেকী" প্রভৃতি গ্রন্থে স্বয়ং "পৃথিবীত্বাভাববান্ জলাৎ" এইরূপ অনুমিতির দ্বারা ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ

এস্থলে 'জলত্ব'কে হেতু না করিয়া তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'জল'কে হেতু করিয়াছেন; সুতরাং ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকারে অপসিদ্ধান্ত হয় না। দীধিতিগ্রন্থে 'তত্র তত্র' কথার দ্বারা 'ব্যতিরেকী' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা বলা হইয়াছে। দীধিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে।

দীধিতি—যথা চ যাদৃশেন সম্বন্ধেন হেতোর্ব্যাপ্যতা গৃহীতা তাদৃশেন সম্বন্ধেন তস্য পক্ষবিশিষ্টত্বজ্ঞানে, যাদৃশেন সম্বন্ধেন চ সাধ্যস্য ব্যাপকত্বমবগতং তাদৃশেনৈব সাধ্যপক্ষয়োর্বিশিষ্টানুমিতিঃ। তেন ন ধূমাবয়বে সংযোগেন, ন বা সমবায়েন পর্ব্বতে বহ্নিধীঃ, তথৈবাবগতব্যাপকতাঘটকসম্বন্ধেন ব্যাপ্যস্যাভাবঃ সিদ্ধ্যতীতি, কথমন্যথা সমবায়েন বহ্নিবিরহিণি মহানসে সংযোগেন, সংযোগেন বা বহ্নিবিরহিণি স্বাবয়বে, ধূমঃ সমবায়েন ন নিবর্ত্ততে, নিবর্ত্ততে চ সংযোগেন বহ্নিবিরহিণি সংযোগেন, ইতি নিয়ম উপপদ্যতে? তথা চ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন জলাদীনাং ব্যাপ্যত্বগ্রহাদ্ব্যাপকনিবৃত্ত্যা তাদাত্ম্যেনৈব তেষামভাবঃ সিদ্ধ্যতি, স এব চান্যোন্যাভাবঃ, ইত্থমেব চ তাদাত্ম্যাবৃক্ষশিংশপয়োর্ব্যাপ্তিনিশ্চয় ইতি সঙ্গচ্ছতে।

অনুবাদ: এবং, যেভাবে, যাদৃশ সম্বন্ধের দ্বারা হেতুর ব্যাপ্যতা গৃহীত (হয়), তাদৃশ সম্বন্ধে তাহার (হেতুর) পক্ষবিশিষ্টত্বজ্ঞানে, এবং যাদৃশ সম্বন্ধে সাধ্যের ব্যাপকত্ব অবগত (হওয়া যায়), তাদৃশ সম্বন্ধের দ্বারাই সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টানুমিতি (হয়)। তাহাতে সংযোগসম্বন্ধে ধূমাবয়বে, অথবা সমবায়সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নিজ্ঞান হয় না; সেইভাবেই ব্যাপকতাঘটক-সম্বন্ধের দ্বারা (ব্যাপকাভাবের দ্বারা) ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি; অন্যথায়, সমবায়সম্বন্ধে বহ্নিবিহীন মহানসে সংযোগসম্বন্ধে ধূমের অভাব থাকে না, অথবা সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিবিহীন ধূমাবয়বে (স্বাবয়বে) সমবায়-সম্বন্ধে ধূমের অভাব থাকে না, কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিবিহীন ধূমাবয়বে সংযোগসম্বন্ধে ধূমের অভাব থাকে, এই নিয়ম কিরূপে উপপাদিত হয়? সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জলাদির ব্যাপ্যত্বজ্ঞান বশতঃ ব্যাপকাভাবের দ্বারা

তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তাহার (জলাদির) অভাব (ব্যাপ্যাভাব) সিদ্ধ হয়, এবং তাহাই অন্যোন্যাভাব; এবং ইহাতেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বৃক্ষশিংশপার ব্যাপ্তিনিশ্চয় (হয়), এইভাবে (বিষয়টি) সঙ্গত হয়।

ব্যাখ্যা : "পৃথিবীত্বাভাববান্ জলাৎ" এই স্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'জল'কে হেতু ধরিয়া জলের ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, এবং ইহা স্বয়ং গঙ্গেশোপাধ্যায় কর্তৃক স্বীকৃত। কিন্তু জল যেহেতু সমবায়সম্বন্ধে জলের অবয়বে থাকে সেজন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে না ধরিয়া সমবায়সম্বন্ধে জলকে ধরিয়াও জলের ব্যাপ্যত্ব সম্ভব হয়, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীতে জলের অভাবও ধরা সম্ভব হয়। সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, এবং তজ্জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থানুসরণেরও প্রয়োজন নাই। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের কথা চিন্তা করিয়াই দীধিতিকার "যথা চ" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন। মূলকার গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রথমে অন্বয়ী দৃষ্টান্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার 'ব্যতিরেকী' গ্রন্থে পরে ব্যতিরেকি-পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাপকতাঘটকসম্বন্ধে ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যতাঘটক-সম্বন্ধে ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ করিয়াছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব যেহেতু তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই গ্রহণ করা হইয়াছে সেজন্য পরবর্ত্তী কালে সমবায়-সম্বন্ধে ব্যাপ্যত্ব গ্রহণ করা যায় না। এইজন্যই দীধিতিকার বলিতেছেন "যাদৃশেন সম্বন্ধেন" ইত্যাদি। কোনো অনুমিতিস্থলে, অর্থাৎ কোনো হেতু-সাধ্যস্থলে যেরূপ সম্বন্ধে হেতুর ব্যাপ্যতা গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধে হেতুর পক্ষবিশিষ্টত্বজ্ঞানে যেরূপ সম্বন্ধে সাধ্যের ব্যাপকত্ব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধের দ্বারাই সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টানুমিতি হয়। এস্থলে 'পক্ষবিশিষ্ট' শব্দের অর্থ হইল 'পক্ষবিষয়ক', অর্থাৎ এস্থলে পক্ষবিষয়ক অনুমিতির কথাই বলা হইতেছে। সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টানুমিতি হইল 'পক্ষবিশেষ্যক-সাধ্যপ্রকারক অনুমিতি' এবং 'সাধ্যবিশেষ্যক-পক্ষপ্রকারক অনুমিতি'; এই উভয়ই হইল সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টানুমিতি। কারণ প্রাচীনমতে পক্ষবিশেষ্যক জ্ঞানের ন্যায় পক্ষপ্রকারক জ্ঞানও অনুমিতির প্রতি কারণ; 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শ যেরূপ অনুমিতির কারণ হয়, সেইরূপ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্ব্বতে' এই জ্ঞানও, অর্থাৎ এই পরামর্শটিও অনুমিতির কারণ হয় ("বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতিস্থলটি ধরা হইয়াছে)। পক্ষবিশিষ্ট শব্দের অর্থ পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শমাত্র হইলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতঃ' এই পরামর্শই পাওয়া যায়,

পক্ষবিশেষণক অর্থাৎ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্ব্বতে' এই পরামর্শ পাওয়া যায় না; এইজন্যই জগদীশ বলিলেন 'পক্ষবিষয়ক ইত্যর্থঃ', অর্থাৎ পক্ষবিষয়ক বলিলে পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ (বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতঃ) এবং পক্ষবিশেষণক পরামর্শ (বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ পর্ব্বতে) উভয়কেই ধরা যায়, কেননা, উভয়স্থলেই 'পক্ষ' বিষয় হইয়াছে। অতএব উভয় পরামর্শের দ্বারাই অনুমিতি হইতে পারে। 'পক্ষঃ সাধ্যবান্' (পর্ব্বতো বহ্নিমান্) এবং 'সাধ্যং পক্ষে' (বহ্নিঃ পর্ব্বতে) ইত্যাকারক উভয়ানুমিতিই বিশিষ্টানুমিতি। পক্ষকে বিষয় করিয়া এস্থলে অনুমিতি করা হইতেছে বলিয়া ইহা বিশিষ্টানুমিতি। পক্ষে যে সম্বন্ধে হেতুর ব্যাপ্যতা গ্রহণ করা হইবে, এবং যে সম্বন্ধে সাধ্যেরও ব্যাপকত্ব পক্ষে গ্রহণ করা হইবে, সেই সম্বন্ধেই বিশিষ্টানুমিতি হইবে, অন্য সম্বন্ধে ধরিলে হইবে না। এই কারণেই বহ্নি-ধূম সাধ্য-হেতু স্থলে ধূমাবয়বকে পক্ষ ধরিলে সেস্থলে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির জ্ঞান হয় না, কেননা, ধূমাবয়বে ধূম সমবায়সম্বন্ধে থাকায় হেতুর ব্যাপ্যতা সমবায়সম্বন্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে, ফলে সাধ্যের বা বহ্নির ব্যাপকত্ব সংযোগসম্বন্ধে ধরিলে বহ্ন্যনুমিতি হয় না। আবার, পর্ব্বতে ধূম সংযোগসম্বন্ধে থাকায় তথায় হেতুর ব্যাপ্যতা সংযোগসম্বন্ধে হয়, সুতরাং সমবায়সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নির জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপকত্ব সেক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধে ধরা যায় না। এইভাবেই, অর্থাৎ এইরূপ হয় বলিয়াই ব্যাপকতাঘটকসম্বন্ধে ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ হয়। বহ্নি-ধূম সাধ্য-হেতু হইলে 'বহ্নি' হইল 'ব্যাপক', এবং 'ধূম' হইল 'ব্যাপ্য'। বহ্নি-ধূম স্বভাবতঃ সংযোগসম্বন্ধেই পর্ব্বতাদিতে থাকে, সেজন্য এস্থলে ব্যাপকতাঘটক এবং ব্যাপ্যতাঘটক উভয় সম্বন্ধই হইল সংযোগসম্বন্ধ। ব্যাপকতাঘটক সংযোগসম্বন্ধে ব্যাপকাভাব অর্থাৎ বহ্ন্যভাব যেখানে থাকে সেখানে ব্যাপকতাঘটক সংযোগসম্বন্ধে ব্যাপ্যাভাব অর্থাৎ ধূমাভাবও থাকিবে। এই-ভাবে যাদৃশ সম্বন্ধে ব্যাপকাভাবের দ্বারা যাদৃশ সম্বন্ধে ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ হয়, তাদৃশ তাদৃশ সম্বন্ধেই সাধ্য-পক্ষের বিশিষ্টানুমিতি হইবে; ইহাই নিয়ম। এবং এইরূপ নিয়ম বশতঃই সমবায়সম্বন্ধে মহানসাদিতে বহ্নির অভাব ধরিলে তথায় সংযোগসম্বন্ধে ধূমের অভাব ধরা যায় না, কেননা, সংযোগসম্বন্ধে মহানসাদিতে ধূমের অভাব কখনই থাকে না; আবার, সংযোগসম্বন্ধে ধূমাবয়বে বহ্নির অভাব ধরিলে তথায় (ধূমাবয়বে) সমবায়সম্বন্ধে ধূমের অভাব ধরা যায় না, কেমনা, সমবায়সম্বন্ধে ধূমাবয়বে ধূম সকল সময়েই থাকে। কিন্তু,

সংযোগসম্বন্ধে ধূমাবয়বে বহ্নির অভাব ধরিলে তথায় (ধূমাবয়বে) সংযোগসম্বন্ধে ধূমেরও অভাব ধরা যায় ; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, যে সম্বন্ধে ব্যাপকত্ব সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্যাপকাভাবের দ্বারাই যে সম্বন্ধে ব্যাপ্যত্ব সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ হয় বলিয়াই এরূপ হয়। তাহা না হইলে এইরূপ নিয়ম উপপাদিত হইত না। "পৃথিবীত্বাভাববান্ জলাৎ" স্থলে জলের ব্যাপ্যতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই গ্রহণ করা হইয়াছে ; তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জলাদির এই ব্যাপ্যতাজ্ঞান হয় বলিয়াই ব্যাপকাভাবের দ্বারা (অর্থাৎ পৃথিবীত্বাভাবাভাবের অর্থাৎ পৃথিবীত্বের দ্বারা) ব্যাপ্যাভাব অর্থাৎ জলাদির অভাব অর্থাৎ ভেদ সিদ্ধ হয়। এই ব্যাপ্যাভাব অর্থাৎ জলাদির অভাব তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া ইহা অত্যন্তাভাব নহে, ইহা ভেদ বা অন্যোন্যাভাব। "বৃক্ষঃ শিংশপায়াঃ" এই অনুমিতিতেও এইভাবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে শিংশপাতে ব্যাপ্যতাজ্ঞান সম্ভব হয়, এবং তাহাতে ব্যাপ্তিও হয়। এইরূপভাবেই সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করিতে হইবে।

জাগদীশী—ননু সমবায়েন জলাদৌ পৃথিবীত্বাভাবব্যাপ্যত্বপরতয়া এব তদগ্রন্থসঙ্গতিরিত্যাশঙ্ক্য, পৃথিবীত্বাদৌ জলাদিভেদসাধনার্থং তদুপন্যাসো ন স্যাৎ, ব্যাপকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নব্যাপকাভাবেন ব্যাপ্যতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নব্যাপ্যাভাবস্যৈব সিদ্ধেরিত্যন্বয়িদৃষ্টান্তপূর্ব্বকং পরিহরতি, যথা চ ইতি। পক্ষবিশিষ্টেতি, পক্ষবিষয়ক ইত্যর্থঃ, প্রাচাং মতে পক্ষবিশেষ্যকজ্ঞানস্যেব পক্ষপ্রকারকজ্ঞানস্যাপি কারণত্বাৎ। ধূমাবয়ব ইতি, ন বহ্নিধীরিত্যন্বয়ঃ। ধূমাবয়বে সমবায়েন তাদৃশধূমবত্ত্বগ্রহেঽপি ন বহ্ন্যনুমিতিঃ, পর্ব্বতে চ সংযোগেন ধূমবত্ত্বগ্রহেঽপি ন সমবায়েন বহ্ন্যনুমিতিরিত্যর্থঃ। কথমিতি, নিয়ম উপপদ্যত ইতি পরেণ অন্বয়ঃ। মহানসে সংযোগেন ইতি, ন নিবর্ত্ততে ইত্যন্বয়ঃ, ন সংযোগাবচ্ছিন্নস্বাভাবোঽনুমিতৌ ভাসত ইতি তদর্থঃ। নিবর্ত্ততে চ ইতি, ধূম ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ। তাদাত্ম্যেন এব ইতি, সমবায়েন ব্যাপ্যতায়াস্তু সমবায়েন জলস্যাত্যন্তাভাব এব সিদ্ধ্যেদিতি, জল-

ভেদসাধনার্থং তদগ্রন্থাবতারো ন স্যাৎ ইতি ভাবঃ। নম্বেতাবতাঽপি তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন জলাভাবঃ সিদ্ধঃ, ন তু জলান্যোন্যাভাব ইতি তদ্দোষতাবদবস্থ্যম্ অত আহ, স এব চেতি। ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপ্যত্বে প্রাচাং সংবাদমুপন্যস্য ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপকত্বে তমাহ ইত্থমেব চেতি। তাদাত্ম্যেন ব্যাপ্তের্ব্যবস্থাপনেনৈবেত্যর্থঃ। তথা চ 'বৃক্ষঃ শিংশপায়া' ইত্যত্র ব্যাপ্তের্নিশ্চয়ঃ প্রামাণিক ইতি ভাবঃ।

অনুবাদঃ যদি বলা যায়, সমবায়সম্বন্ধে জলাদিতে পৃথিবীত্বাভাবের ব্যাপ্যত্ব বশতঃই তদগ্রন্থ সঙ্গতি (হয়) এই আশঙ্কায় পৃথিবীত্বাদিতে জলাদির ভেদ সাধনের জন্য তদুপন্যাস অপ্রয়োজনীয়, (সেইজন্য) অন্বয়ি-দৃষ্টান্তপূর্ব্বক ব্যাপকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যতাঘটক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্যাভাবই সিদ্ধ হওয়ায় ইহা (ঐ আশঙ্কা) পরিহার করা হইতেছে,—'যথা চ' ইত্যাদি। 'পক্ষবিশিষ্ট' ইত্যাদি, পক্ষবিষয়ক ইহাই অর্থ; প্রাচীনদের মতে পক্ষবিশেষ্যকজ্ঞানের ন্যায় পক্ষ-প্রকারকজ্ঞানেরও কারণত্ব (হয়)। 'ধূমাবয়ব' ইত্যাদি, 'ন বহ্নিধিঃ' ইত্যাদিতে অন্বয় (হইবে)। ধূমাবয়বে সমবায়সম্বন্ধে ধূমবত্ত্বজ্ঞান হইলেও তাদৃশ (সমবায়-সম্বন্ধে) বহ্ন্যনুমিতি হয় না, এবং সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতে ধূমবত্ত্বজ্ঞান হইলেও সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যনুমিতি হয় না, ইহাই অর্থ। 'কথম্' ইত্যাদি, 'নিয়ম উপপদ্যতঃ' ইত্যাদি পরের সহিত অন্বয় (হইবে), সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন স্বাভাবিক অনুমিতি ভাসমান হয় না, ইহাই তাহার অর্থ। 'নিবর্ত্ততে চ' ইত্যাদি, 'ধূমঃ' ইত্যাদি পূর্বের সহিত অন্বয় (হইবে)। 'তাদাত্ম্যেন এব' ইত্যাদি (হইল), সমবায়সম্বন্ধে ব্যাপ্যতাতে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে জলের অত্যন্তাভাব (পৃথিবীতে) সিদ্ধ হয় ইত্যাদি, জলভেদসাধনের জন্য তদগ্রন্থানুসরণ না হউক, ইহাই ভাব। যদি বলা যায়, এরূপ হইলেও তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন জলাভাব সিদ্ধ হয়, কিন্তু জলান্যোন্যাভাব (সিদ্ধ) হয় না, ইত্যাদি তদবস্থায় সেই দোষ (হয়), সেজন্য বলা হইল 'স এব চ' ইত্যাদি। ধর্ম্মীর ধর্মব্যাপ্যত্ব স্বীকারে প্রাচীনদের মত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব হয়, সেইজন্য বলা হইল 'ইত্থমেব চ' ইত্যাদি। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যাপ্তির ব্যবস্থাপনায় দ্বারাই (ইহা হয়) ইহাই অর্থ। সুতরাং 'বৃক্ষঃ শিংশপায়াঃ'

ইত্যাদি এস্থলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় প্রামাণিক, ইহাব ভাব।

ব্যাখ্যা ঃ পৃথিবীতে জলাদির ভেদ প্রতিপাদনের জন্ম তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়া "পৃথিবীত্বাভাববান্ জলাৎ" এই অনুমিতির দ্বারা পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু, এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, সমবায়সম্বন্ধের দ্বারাই জলাদিতে পৃথিবীত্বাভাবের ব্যাপ্যতা সম্ভবপর হয়। সমবায়সম্বন্ধে জল জলের অবয়বে থাকে; সুতরাং সমবায়সম্বন্ধেই জল পৃথিবীত্বাভাবের ব্যাপ্য হয়। এইভাবে সমবায়সম্বন্ধে জলাদির ব্যাপ্যত্ব সম্ভব হওয়ায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকারের দ্বারা পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধনের প্রয়োজন কি? সুতরাং পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধনের জন্ম মূলকারের ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার সম্পর্কিত যে গ্রন্থানুসরণ তাহা অনাবশ্যক হউক। এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়াই দীধিতিকার "যথা চ" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিলেন। প্রথমে অন্বয়িদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া সাধ্যব্যাপ্য হেতুর সাহায্যে সাধ্যানুমিতি করিতে হয়; পরে ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। এক্ষেত্রেও মূলকার সেইভাবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়া "পৃথিবীত্বাভাববান্ জলাৎ" এই অন্বয়ী দৃষ্টান্তের সাহায্যে সাধ্যানুমিতি করিয়াছেন, এবং পরে ঐ ব্যাপকাভাবের দ্বারা তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ করিলেন। সুতরাং, তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই জলাদির ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করিয়া পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধন করিতে হইবে, অন্য সম্বন্ধে করিলে চলিবে না; অতএব গঙ্গেশোপাধ্যায়ের উক্ত প্রকার গ্রন্থানুসরণ নিরর্থক নহে; এইরূপে মূলকারের উক্ত প্রকার গ্রন্থানু-সরণের আনর্থক্য পরিহার করা যাইবে। এস্থলে সাধ্য-পক্ষের যে বিশিষ্টানু-মিতি করা হইয়াছে তাহা 'পক্ষবিশেষ্যক সাধ্যপ্রকারক' এবং 'সাধ্যবিশেষ্যক পক্ষবিশেষণক' এই উভয়প্রকার অনুমিতি। পরামর্শজ্ঞানের দ্বারা যেরূপ অনুমিতি সম্ভব হয়, প্রাচীন নৈয়ায়িককের মতে সাধ্যবিশেষ্যক পরামর্শ-জ্ঞানের দ্বারাও সেইরূপ অনুমিতি সম্ভব হয়। এস্থলে সাধ্য-পক্ষের যে বিশিষ্টানুমিতি ধরা হইয়াছে তাহা পক্ষবিশেষ্যক অনুমতি এবং সাধ্যবিশেষ্যক অনুমিতি উভয়ই; দীধিতিগ্রন্থের 'পক্ষবিশিষ্ট' কথায় অর্থ যে 'পক্ষবিষয়ক' তাহা জগদীশ এই জন্যই স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; দীধিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা করার সময় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। নিয়ম হইল যে,

যেরূপ যেরূপ সম্বন্ধে হেতুর ব্যাপ্যতা এবং সাধ্যের ব্যাপকত্ব স্বীকার করা হইবে সেইরূপ সম্বন্ধেই বিশিষ্টানুমিতি করিতে হইবে, অন্য সম্বন্ধে বিশিষ্টানুমিতি করিলে চলিবে না। এইরূপ নিয়ম বশতঃই ধূমাবয়বে ধূম সমবায়সম্বন্ধে থাকিলেও তথায় সংযোগসম্বন্ধে বহ্ন্যনুমিতি হয় না, এবং পর্ব্বতাদিতে সংযোগসম্বন্ধে ধূম থাকিলেও তথায় সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যনুমিতি সম্ভবপর হয় না; কেননা, ধূম-বহ্নি হেতু-সাধ্য স্থলে ধূমের ব্যাপ্যতা এবং বহ্নির ব্যাপকত্ব উভয়ই সংযোগসম্বন্ধে স্বীকার করা হয়। এইভাবেই বলা যায় "পৃথিবীত্বা-ভাববান্ জলাৎ" স্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জলের ব্যাপ্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়াই জলের তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অভাব পৃথিবীতে সিদ্ধ হয়। এস্থলে প্রশ্ন করা যায় যে, ইহাতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জলাভাব সিদ্ধ হয়, কিন্তু অন্যোন্যা-ভাব সিদ্ধ হইল কোথায়? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কাতেই দীধিতিকার বলিলেন "স চ এব অন্যোন্যাভাবঃ", অর্থাৎ উক্ত তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে জলাভাব তাহাই অন্যোন্যাভাব, অর্থাৎ জলান্যোন্যাভাব বা জলভেদ; এবং এইভাবেই পৃথিবীতে জলের ভেদ সাধিত হয়। এইপ্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা যেরূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ "বহ্নিমান্ ধূমবতঃ" স্থলে যেরূপ ধূমবতের বহ্নিব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ হয়, প্রাচীনদের মতে সেইরূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম-ব্যাপকত্বও সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ "গৌঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" স্থলে গবাদির সাস্নাব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ হয় বলিয়াই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যাপ্তিনির্ণয় সম্ভব হয়; এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যাপ্তি নির্ণয় হয় বলিয়াই "বৃক্ষঃ শিংশপায়াঃ" ইত্যাদি-রূপ অনুমিতিও সম্ভব হয়। এইরূপ অনুমিতিতে যে ব্যাপ্তি তাহা নিশ্চয়-ব্যাপ্তি, এবং তাহা প্রামাণিক।

দীধিতি—অতএব গোত্বাদ্যগ্রহদশায়াং 'যত্র সাস্নাদি সা গৌ'-রিতি তাদাত্ম্যেন গোর্ব্যাপকত্বগ্রহে সাস্নাদিনা তাদাত্ম্যেন গৌঃ, তাদাত্ম্যেন গোর্ব্যতিরেকাচ্চ সাস্নাদিব্যতিরেকঃ সিদ্ধ্যতি।

অনুবাদ: অতএব, গোত্বত্বাদি জ্ঞানাভাব দশায় 'যত্র সাস্নাদি সা গৌঃ' ইত্যাদি (হয়), তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো' এর ব্যাপকত্বজ্ঞানে সাস্নাদি

(হেতুর) দ্বারা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গৌ', এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো' এর ব্যতিরেক বশতঃ সাস্নাদির ব্যতিরেক সিদ্ধ হয়।

ব্যাখ্যা : তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপ্যত্ব যেরূপ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্বও সিদ্ধ হয়। "ইয়ং গৌঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" স্থলে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে 'গো' হইল সাধ্য, এবং 'সাস্নাবত্ত্ব' হইল হেতু; এস্থলে 'গো' হইল ব্যাপক এবং ধর্ম্মী, আর, 'সাস্নাবত্ত্ব' হইল ব্যাপ্য এবং ধর্ম্ম। এই অনুমিতি-স্থলে 'গো' এর বা ধর্ম্মীর সাস্নাবত্ত্বব্যাপকত্ব বা ধর্ম্মব্যাপকত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, এবং ইহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হইয়াছে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারা এইরূপ অনুমিতি না করিয়া সাধ্যতা-বচ্ছেদককে গ্রহণ করিয়াও এই অনুমিতি সম্ভব হইতে পারে। তাহা করিলে এই অনুমিতিতে সাধ্য হইবে 'গোত্ব', এই 'গোত্ব' জাতিস্বরূপ; এবং 'গোত্ব' যেহেতু উল্লেখ্যমান জাতি সেকারণে ইহার উপর আর একটি ধর্ম্মের স্বরূপতঃ ভান হইবে, অর্থাৎ 'গোত্বত্ব' এইরূপ হইতে পারিবে। সাধ্য 'গোত্ব' হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'গোত্বত্ব'; উল্লেখ্যমান জাতির স্বরূপতঃ ভান হওয়ার জন্যই 'গোত্বত্ব' ভান সম্ভব হইবে, অর্থাৎ 'গোত্ব' সাধ্যের সাধ্যতা-বচ্ছেদকরূপে 'গোত্বত্বকে' গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক ব্যাপ্তির সাহায্যেই "ইয়ং গৌঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এই অনুমিতি সম্ভব হইবে (জাগদীশীগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে বলা হইবে)। সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারা এই-প্রকার অনুমিতি করার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এই সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ 'গোত্বত্ব' বিষয়টি হইল 'গবেতরাবৃত্তিত্ব', অর্থাৎ 'গো' হইতে ইতর বা ভিন্ন যাহা তাহাতে অবৃত্তিত্বই হইল 'গোত্বত্ব'। কিন্তু এইরূপ গবেতরাবৃত্তিত্বরূপ যে 'গোত্বত্ব' সেই গোত্বত্বের জ্ঞান যদি কাহারও না থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পক্ষে 'গোত্বত্ব'রূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকের সাহায্যে অনুমিতি করা সম্ভব নয়; তাহাকে উক্ত প্রকার ধর্ম্মীর ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারাই "গৌঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এই অনুমিতি করিতে হইবে। সেই-জন্যই বলা হইল "অতএব গোত্বত্বাজ্ঞগ্রহদশায়াং" ইত্যাদি, অর্থাৎ গোত্বত্ব-জ্ঞান না থাকিলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে উক্ত প্রকার অনুমিতিই করিতে হইবে। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো'তে ব্যাপকত্বজ্ঞান হইলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গো'তেই "গৌঃ" এই অনুমিতি সম্ভব হইবে।

এইরূপে অন্বয়ী দৃষ্টান্তের দ্বারা যেরূপ "ইয়ং গৌঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এই অনুমিতিতে 'গো'এর সাস্নাদিব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হয়। এস্থলে 'গো' সাধ্য হইল ব্যাপক, এবং 'সাস্নাবত্ত্ব' হেতু হইল ব্যাপ্য; সুতরাং গবাভাব থাকিলে সাস্নাবত্ত্বাভাব থাকিয়া যায় বলিয়া ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাবও সিদ্ধ হয়, এবং এইভাবেই ধর্মীর ধর্মব্যাপকতা সিদ্ধ হয়।

জাগদীশী—ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপকত্বে যুক্তিমপ্যাহ অতএবেতি। ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপকত্বাদেবেত্যর্থঃ। নন্নু 'ইয়ং গৌ' ইত্যনুমিতির্গবেতরাবৃত্তিত্বরূপায়াঃ শুদ্ধগোত্বনিরূপিতব্যাপ্তের্জ্ঞানাৎ সমবায়েন নিরবচ্ছিন্নগোত্বসাধ্যকৈব ভবিষ্যতি, সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বরূপায়া অপি ব্যাপ্তেরনুমিতিহেতুত্বস্যাগ্রে বাচ্যত্বাদতস্তাদৃশানুমিত্যনুরোধাৎ ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপকত্বস্বীকারোঽনুচিত ইত্যত উক্তং গোত্বস্যেতি। গোত্বস্য গবেতরাবৃত্তিত্বং, তথা চ গবেতরাবৃত্তিত্বরূপায়া গোত্বব্যাপ্তেরজ্ঞানদশায়াম্ উৎপন্নায়াম্ 'ইয়ং গৌ' ইত্যনুমিতেঃ গোত্ববিধেয়ত্বাসম্ভবাৎ গোবিধেয়কত্বমেবেতি, তদনুরোধাৎ অবশ্যং ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপকত্বং বাচ্যমিতি ভাবঃ।

অনুবাদঃ ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্বে যুক্তিই বলা হইতেছে, 'অতএব' ইত্যাদি। ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব বশতঃই, ইহাই অর্থ। যদি বলা যায়, গবেতরাবৃত্তিত্বরূপ শুদ্ধগোত্বনিরূপিত ব্যাপ্তিজ্ঞান বশতঃ সমবায়সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন 'গোত্ব' সাধ্যকের দ্বারাই "ইয়ং গৌঃ" এই অনুমিতি হইবে, (এবং) অগ্রে উক্ত সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তিরও (এই) অনুমিতির হেতুত্ব থাকে বলিয়া তাদৃশ অনুমিতির অনুরোধ বশতঃ ধর্মীর ধর্মব্যাপকত্ব স্বীকার অনুচিত হয়, সেজন্য বলা হইল 'গোত্বস্য' ইত্যাদি। 'গোত্বস্য' (হইল) গবেতরাবৃত্তিত্ব, সুতরাং গবেতরাবৃত্তিত্বরূপ গোত্বব্যাপ্তির অজ্ঞানদশায় উৎপন্ন "ইয়ং গৌঃ" ইত্যাদি অনুমিতির 'গোত্ব'বিধেয়ত্ব অসম্ভব।

হওয়ায় 'গো'বিধেয়কত্বই (সম্ভব) হয়, তদনুরোধ বশতঃ ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব অবশ্য বলিতে হইবে, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা: "ইয়ং গৌঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এই অনুমিতিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো' হইল সাধ্য, এবং সাস্নাবত্ব হইল হেতু, এই অনুমিতিতে হেত্বধিকরণ সাস্নাবতে 'গো'এর অনুমিতি হয়। 'গো' হইল ধর্ম্মী, এবং 'সাস্নাবত্ব' হইল ধর্ম্ম, সুতরাং এরূপ স্থলে ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব স্বীকৃত হয়, এবং ধর্ম্মীর এই ধর্ম্মব্যাপকত্ব তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সিদ্ধ হয়। কিন্তু, এই স্থলে সাস্নাবতে 'গো' অনুমিতি সম্ভব করিবার জন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মব্যাপকত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন কি? সমবায়সম্বন্ধে "গোত্ববান্ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এইরূপ অনুমিতির দ্বারাই সাস্নাবতে 'গো' অনুমিতি সম্ভব হয়। 'গোত্বত্ব' হইল গবেতরাবৃত্তিত্ব (অর্থাৎ গো হইতে ভিন্ন বা ইতর বস্তুতে অবৃত্তিত্বই হইল গবেতরাবৃত্তিত্ব), এই গবেতরাবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তির দ্বারাই শুদ্ধ গোত্ব-নিরূপিত ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হয়, ফলে 'গোত্ব' এই সাধ্য গ্রহণ করিয়া "গোত্ববান্ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এই অনুমিতি সম্ভব হয়, এবং সাস্নাবতে 'গোত্ব' অনুমিতি সিদ্ধ হয়। সাধ্য 'গোত্ব' হইল জাতিস্বরূপ, এই 'গোত্ব' যেহেতু উল্লেখ্যমান জাতি সেজন্য ইহাতে আর একটি ধর্ম্মের অবশ্যই ভান হইবে, অর্থাৎ 'গোত্ব' এর ধর্ম্ম 'গোত্বত্ব' এইরূপ হইতে পারিবে। ইহার দ্বারা 'গোত্ব' সাধ্য হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক 'গোত্বত্ব' সিদ্ধ হইবে। এই গোত্বত্বরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকের সাহায্যে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে, এবং সাস্নাবতে 'গোত্ব' অনুমিতি সম্ভব হইবে। 'গোত্ব' সাধ্য এবং 'সাস্নাবত্ব' হেতু উভয়েই সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সমবায়সম্বন্ধেই এই অনুমিতি সম্ভব হইবে। এখানে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, 'গোত্ব' সাধ্য গোত্বত্বাবচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহা নিরবচ্ছিন্ন হয় না; ফলে লক্ষণ সমন্বয় করার সময় হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য চিন্তা করিলে সেই সাধ্য কখনও নিরবচ্ছিন্ন হইবে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যাইবে যে, এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত-লক্ষণীয় ব্যাপ্তি গ্রহণ না করিয়া "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব"রূপ যে ব্যাপ্তি সেই ব্যাপ্তির দ্বারাই লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হইবে, অর্থাৎ গবেতরাবৃত্তিত্বরূপ সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ববিশিষ্টে গোত্বের স্বরূপতঃই ভান হইবে। সুতরাং ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব স্বীকার করিয়া তাদাত্ম্য-

সম্বন্ধে সাস্নাবত্তে 'গো' অনুমিতি সিদ্ধ করার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, 'গবেতরাবৃত্তিত্ব'রূপ অর্থাৎ 'গোত্বত্ব'রূপ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি কোনো ব্যক্তির না হয়, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি 'গোত্ব' ব্যাপ্তির দ্বারা "গোত্ববান্ সাস্নাবত্ত্বাৎ" এই অনুমিতি করিবে কিরূপে ? এই 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ দশায়, অর্থাৎ গবেতরাবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকা কালীন অবস্থায় 'গোত্ব' বিধেয়ক অনুমিতি সম্ভব হয় না। কিন্তু তদবস্থাতেও 'গো' এর জ্ঞান থাকিয়া যায় বলিয়া 'গো' বিধেয়ক অনুমিতি সম্ভব হয়, ইহাতে কোনো বাধা থাকে না। সেইজন্যই দীধিতি-গ্রন্থে "অতএব গোত্বত্বাগ্রহদশায়াং" ইত্যাদি বলা হইল; অর্থাৎ 'গোত্বত্ব' এর অজ্ঞান দশায় "ইয়ং গৌঃ" এই অনুমিতিকে সিদ্ধ করিবার জন্যই ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

জাগদীশী—ননু তাদাত্ম্যেন গৌঃ সাধ্যত্বেঽপি গোত্বং হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকমিত্যাকারকব্যাপ্তিধিয়োঽনুমিতি-হেতুত্বাৎ, তত্র চ ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকবিধয়ৈব গোত্বত্বগ্রহস্যাপেক্ষিতত্বাৎ, তদগ্রহে গোবিধেয়কানুমিতিরপ্যনুপপন্নেত্যত আহ,-আদীতি। আদিনা পক্ষধর্ম্মতাপরিগ্রহঃ; তথা চ গবেতরাবৃত্তিত্বরূপব্যাপ্তেঃ সাস্নাব্যাপকতাগ্রহে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতয়োপস্থিতিধ্রৌব্যেঽপি তদ্বিশিষ্টস্য যত্র ন পক্ষধর্ম্মতাধীঃ। তত্রৈব "অয়ং গৌঃ" ইত্যনুমিতের্গোবিধেয়কত্ব-মাবশ্যকমিতি তদনুরোধেনৈব তাদাত্ম্যেন ব্যাপকত্বং বাচ্যমিত্যাশয়ঃ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গৌঃ' এর সাধ্যত্ব হইলেও 'গোত্বং হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকম্' ইত্যাকার ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুমিতিহেতুত্ব বশতঃ, এবং তথায় ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে 'গোত্বত্ব' জ্ঞানের অপেক্ষা হয় বলিয়া তদগ্রহে ('গোত্বত্ব' এর অগ্রহে) 'গো' বিধেয়ক অনু-মিতিও উপপন্ন হয় না, এইজন্য বলা হইল 'আদি' (অর্থাৎ গোত্বত্বাদি) ইত্যাদি। আদি (পদের) দ্বারা পক্ষধর্ম্মতা গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং 'গবেতরাবৃত্তিত্ব'রূপ ব্যাপ্তিতে সাস্নাব্যাপকতাগ্রহে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতায় উপস্থিতি ধ্রুব হইলেও তদ্বিশিষ্টের (গোত্বত্ববিশিষ্টের) যেখানে পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান থাকে না সেস্থলেই 'অয়ং গৌঃ' এই অনুমিতিতে 'গো' বিধেয়কত্ব

আবশ্যক হয়, তদনুরোধেই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যাপকত্ব বলা হইয়াছে, ইহাই অভিপ্রায়।

ব্যাখ্যা : তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গোঃ' সাধ্য হইলে বা 'গো'তে সাধ্যত্ব থাকিলে, অর্থাৎ "ইয়ং গোঃ" বা "অয়ং গোঃ" এই অনুমিতি হইলেও 'গোত্বং হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং' এই জ্ঞান অনুমিতির কারণ হইবে, কেননা, তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন বিধেয়ক অনুমিতির প্রতি, অর্থাৎ গোত্বাবচ্ছিন্ন বিধেয়ক "ইয়ং গোঃ" এই অনুমিতির প্রতি তদ্ধর্মে (গোত্বধর্মে) ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব-জ্ঞান কারণ হইবে। ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হইল তদ্বন্নিষ্ঠ অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান, এবং ইহা গোত্বধর্মিক হইবে; তাহা হইলে, এই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানের ধর্ম্মী হইল গোত্ব, এবং এই জ্ঞানের ধর্ম্মিতা আছে গোত্বে, ফলে, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক হইবে গোত্বত্ব। অতএব, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক গোত্বত্বরূপে গোত্বে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হওয়ায় 'গোত্বত্ব'এর অগ্রহদশায়, অর্থাৎ 'গোত্বত্ব'এর অজ্ঞানদশায় কিরূপে অনুমিতি সম্ভব হয়? আর, যদি বলা যায়, "গোত্বং হেতুমন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং" এই জ্ঞানে 'গোত্বত্ব'এর গ্রহ বা জ্ঞান হয় না, তাহা হইলে, 'গো'বিধেয়ক অনুমিতিই হইতে পারে না, কারণ, 'গোত্বত্ব'রূপ ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকজ্ঞান ভিন্ন গোত্বধর্ম্মিতাক ব্যাপ্তিবুদ্ধি হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কাতেই দীধিতিকার 'আদি' পদের নিবেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'গোত্বত্বাদ্যগ্রহদশায়াং' ইত্যাদিতে 'গোত্বত্বাদি' কথার মধ্যে 'আদি' পদ দিয়াছেন। 'আদি' পদের দ্বারা পক্ষধর্ম্মতাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ হইলেও, অর্থাৎ 'গবেতরাবৃত্তিত্ব'রূপ ব্যাপ্তিতে সাস্নাদির ব্যাপকতাজ্ঞানে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতাক পক্ষধর্ম্মতার অনুপ্রবেশ বা উপস্থিতি অনিবার্য্য বা ধ্রুব হইলেও 'গোত্বত্ব'বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান থাকিবে না— এরূপ ক্ষেত্র থাকিলেও থাকিতে পারে, অর্থাৎ ঐ ভাবে 'গোত্বত্ব'বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের অভাববিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। এইরূপ 'গোত্বত্ব'বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান থাকিবে না এরূপ ক্ষেত্র যদি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে, সেইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই "ইয়ং গোঃ" ইত্যাদিরূপ 'গো'বিধেয়ক অনুমিতিই হইবে, 'গোত্ব'বিধেয়ক বা 'গোত্ব'সাধ্যক অনুমিতি সেক্ষেত্রে হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্র হইতে পারে এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়াই এস্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাই

এস্থলের অভিপ্রায়।

জাগদীশী—যত্তু, শুদ্ধগোত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়কানুমিতিং প্রতি নিরবচ্ছিন্নগোত্বনিষ্ঠবিশেষ্যতাকমেব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানং হেতুরতো গোত্বত্বাগ্রহেঽপি গোত্বে সাস্নাদিব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বগ্রহসম্ভবাৎ গোসাধ্যকানুমিতের্নানুপপত্তিঃ, অভাবলৌকিকপ্রত্যক্ষ এবাধিকরণতাবচ্ছেদকরূপেণ তদুপস্থিতেঃ হেতুত্বাদিতি মতং, তত্তুচ্ছং, ব্যাভিচারজ্ঞানাপ্রতিবধ্যতয়া তাদৃশব্যাপকতাগ্রহস্য অনুমিত্যহেতুত্বাদন্যথা তুল্যযুক্ত্যা শুদ্ধগোত্ববিধেয়কানুমিতিং প্রতি নিরবচ্ছিন্নগোত্ববিশেষ্যতাকস্য, প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবাপ্রতিযোগিত্বজ্ঞানস্য, হেতুত্বাৎ 'অয়ং গৌ' ইত্যনুমিতের্গোত্বত্বাদ্যনুপস্থিতাবপি গোত্বরূপধর্ম্মসাধ্যকত্বস্য দুর্ব্বারত্বাপত্তেরিতি দিক্।

প্রাঞ্চস্তু গোতাদাত্ম্যস্য সাস্নাব্যাপকত্বগ্রহাদেব গোস্তাদাত্ম্যেন সিদ্ধিসম্ভবাৎ ন তদনুরোধেন গোস্তাদাত্ম্যেন ব্যাপকত্বস্বীকারো যুক্তঃ, সম্বন্ধগতব্যাপকত্বগ্রহাদেব সম্বন্ধিনোঽনুমিতের্মিশ্রাদিসম্মতত্বাৎ অত উক্তং গোত্বত্বাদ্যগ্রহদশায়ামিতি ; গোতাদাত্ম্যত্বাদ্যগ্রহদশায়ামিতি তদর্থ ইত্যাহুঃ ; তচ্চিন্ত্যম্। গোত্বত্বাদ্যগ্রহদশায়ামিত্যস্য গোত্বত্বেনাগ্রহো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা গোত্ববাধনিশ্চয়দশায়ামিত্যর্থঃ, তথা চ তদানীময়ং গৌরিত্যনুমিত্যর্থং ধর্ম্মিণো ধর্ম্মব্যাপকত্বমবশ্যং স্বীকার্য্যমিত্যপি বদন্তি। গৌরিতি, সিদ্ধ্যতীতি পরেণান্বয়ঃ। গোর্ব্যতিরেকাদিতি, তাদাত্ম্যেনেত্যনুষজ্যতে।

অনুবাদ : শুদ্ধ গোত্বাবচ্ছিন্ন-বিধেয়ক অনুমিতির প্রতি নিরবচ্ছিন্ন গোত্বনিষ্ঠ বিশেষ্যতাক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানই কারণ, সুতরাং গোত্বত্বজ্ঞান না হইলেও গোত্বে সাস্নাদিব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান সম্ভব হওয়ায় 'গো'সাধ্যক অনুমিতিতে অনুপপত্তি হয় না, অভাবলৌকিকপ্রত্যক্ষেই অধিকরণতাবচ্ছেদকরূপে তদুপস্থিতি কারণ হয় বলিয়া এইরূপ হয়—যাহারা কিন্তু এই মত বলেন তাহা (এই মত) তুচ্ছ ; (কারণ) ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হয় না বলিয়া তাদৃশ ব্যাপকতাজ্ঞান অনুমিতির কারণ হয় না, অন্যথায়, তুল্য

যুক্তির দ্বারা শুদ্ধ 'গোত্ব'বিধেয়ক অনুমিতির প্রতি নিরবচ্ছিন্নগোত্ববিশেষ্যতাক প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবের অপ্রতিযোগিত্বজ্ঞানের হেতুত্ব (কারণত্ব) বশতঃ গোত্বত্বাদির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও "অয়ং গৌঃ" এই অনুমিতি হয় বলিয়া গোত্বরূপ ধর্মসাধ্যকত্বের দুর্ব্বারত্বাপত্তি হয়—(সেইজন্য এই মত তুচ্ছ)—ইহাই দিক।

প্রাচীনেরা কিন্তু,—গো-তাদাত্ম্যের সাধ্যাব্যাপকত্ব স্বীকার বশতঃই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো'এর (অনুমিতি) সিদ্ধ হয় বলিয়া তদনুরোধে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে 'গো'এর ব্যাপকত্ব স্বীকার যুক্তিযুক্ত নহে, সম্বন্ধগত ব্যাপকত্ব-গ্রহ বশতঃই সম্বন্ধীর অনুমিতি মিশ্রাদি সম্মত বলিয়া সেইজন্য বলা হইল 'গোত্বত্বাগ্রহদশায়াম্' ইত্যাদি, 'গোতাদাত্ম্যত্বাগ্রহদশায়াম্' ইহাই তাহার অর্থ,—এরূপ বলেন ; ইহা চিন্তনীয়। 'গোত্বত্বাগ্রহদশায়াম্' ইত্যাদি ইহার 'গোত্বত্বেন অগ্রহো যস্মাৎ' এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'গোত্ববাধনিশ্চয়দশায়াম্' এই অর্থ (হয়) ; সুতরাং, সেইকালে 'অয়ং গৌঃ' এই অনুমিতি (হয়), এই অর্থেই ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য, এইরূপও বলা হয়। 'গৌঃ' ইত্যাদি 'সিদ্ধতি' ইত্যাদি পরের সহিত অন্বয় হইবে। 'গোর্ব্যতিরেকাৎ' ইত্যাদি তাদাত্ম্যসম্বন্ধের দ্বারাই অনুসরণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ "ইয়ং গৌঃ" এই অনুমিতিতে পক্ষধর্ম্মিতার দ্বারা 'গোত্ব'এর অনুপ্রবেশ অনিবার্য্য হওয়ায় এই অনুমিতি 'গোত্ব'সাধ্যক অনুমিতি হইয়া যায় ; গোত্বত্বাবচ্ছিন্ন 'গোত্ব'সাধ্যক এই অনুমিতির ক্ষেত্রে যদি কাহারও গোত্বত্বের জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে, গোত্বত্বের অগ্রহ দশায় 'গোত্ব'সাধ্যক অনুমিতি সম্ভব হয় না, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো'সাধ্যক অনুমিতিই সেক্ষেত্রে হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকতা স্বীকারের দ্বারাই সেরূপ ক্ষেত্রে অনুমিতি সম্ভব হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো কোনো নৈয়ায়িক বলেন যে, 'গোত্বত্ব' এর জ্ঞান না থাকিলেও এরূপ ক্ষেত্রে 'গো'সাধ্যক অনুমিতি, অর্থাৎ শুদ্ধগোত্বাবচ্ছিন্ন বিধেয়কানুমিতি সম্ভব হইতে পারে। 'যত্তু' ইত্যাদির দ্বারা জগদীশ এই সকল নৈয়ায়িকদের মত আলোচনা করিতেছেন। এই অনুমিতি 'গো'সাধ্যক অনুমিতি হইলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারাই অনুমিতি করিতে হয়, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক 'গোত্ব' হওয়ায় অনুমিতির ক্ষেত্রে 'গোত্বত্ব' এর জ্ঞান আবশ্যক হইয়া পড়ে। 'যত্তু'বাদিগণ বলিতেছেন যে, এই অনুমিতির

ক্ষেত্রে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন-গোত্বনিষ্ঠ-বিশেষ্যতাক যে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান, অর্থাৎ গোবৃত্তি সাস্নাদিমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব-জ্ঞান, তাহাই ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হইতে পারে ; তাহা হইলে সাধ্যতা-বচ্ছেদকতাবচ্ছেদকরূপে 'গোত্বত্ব' এর জ্ঞান এই অনুমিতির ক্ষেত্রে আর আবশ্যক হইবে না। নিরবচ্ছিন্ন-গোত্বনিষ্ঠ-বিশেষ্যতাক প্রতিযোগিতান-বচ্ছেদকত্ব বিশিষ্ট হইবে 'গোত্ব', এই গোত্বাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামানা-ধিকরণ্যই হইবে ব্যাপ্তি, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই 'গো'সাধ্যক অনুমিতির প্রতি কারণ হইবে। সুতরাং 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহদশাতেও এইভাবে 'গো'-সাধ্যক তাদাত্ম্যসম্বন্ধে "ইয়ং গৌঃ" এই অনুমিতি সম্ভব হইবে। এখানে বলিতে পারা যায় যে, যেখানে 'গোত্ব'এর প্রতীতি হয় সেখানে 'গোত্বত্ব'এর ভান সহজেই এবং স্বভাবতঃই হয়, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রেও 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ থাকে না ; ইহার উত্তরে 'যত্তু'বাদিগণ বলেন যে, এইরূপ ধর্ম্মের ভান সর্ব্বক্ষেত্রে হয় না। কেবলমাত্র অভাবলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই এইরূপ ধর্ম্মের ভান হইতে পারে, অন্যত্র হয় না। ভূতলে ঘটাভাব আছে বলিলে ভূতলে ঘটাভাবের যে লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় সেই ঘটাভাবের বা অভাবের অধিকরণ হইল ভূতল, অধিকরণতাবচ্ছেদকরূপে ভূতলে ভূতলত্বের ভান হয়, এইরূপ ধর্ম্মের ভান অন্যত্র হয় না ; সুতরাং 'গোত্ব' এর উপর 'গোত্বত্ব' এর ভান হইবে না। অতএব 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ দশাতেও গোত্বত্ব-ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান হইয়া 'গো'সাধ্যক অনুমিতির দ্বারাই "ইয়ং গৌঃ" এই অনুমিতি সম্ভব হয়। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, এই মত তুচ্ছ, অর্থাৎ এই মত গ্রহণ করা যায় না। কারণ, 'যত্তু'বাদিগণের এই অনুমিতির প্রতি কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন-গোত্বনিষ্ঠ-বিশেষ্যতাক-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহা ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতি-বধ্য নয়। নিয়ম হইল যে, ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইবে ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইবে ব্যভিচারজ্ঞান ; যেমন, সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিহেতুজ্ঞান হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং তাহার প্রতিবন্ধক হইল সাধ্যাভাববদ্-বৃত্তিহেতুজ্ঞান, ইহা ব্যভিচারজ্ঞান, এই ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইল সাধ্যা-ভাববদবৃত্তিহেতুজ্ঞানরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান। অন্য ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেও এইরূপ প্রতি-বধ্য-প্রতিবন্ধক ভাব নির্ণীত হয়। যথা, আলোচ্য স্থলে 'গোত্বং হেতুমন্নিষ্ঠা-

ভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং' এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইল 'গোত্বং হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকং' এই ব্যভিচারজ্ঞান, এবং 'গোত্বং হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং' এই জ্ঞানটি, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-জ্ঞানটি এস্থলে প্রতিবধ্য হইবে। ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হইলেই ব্যাপ্তি-জ্ঞান অনুমিতির কারণ হইবে, যে ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হয় না তাহা অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। বর্ত্তমান স্থলে গোত্ববৃত্তি, অর্থাৎ গোত্বত্বানবচ্ছিন্ন শুদ্ধগোত্বনিষ্ঠ বিশেষ্যতাক সাস্নাদিবন্নিষ্ঠ প্রতি-যোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞান ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতিবধ্য হয় না; কারণ, এস্থলে ব্যভিচারজ্ঞান হইল 'গোত্বং হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকং' এই জ্ঞান, এই জ্ঞানে গোত্বত্বের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানে গোত্বত্বের জ্ঞান হয় নাই, ব্যাপ্তিজ্ঞানে 'গোবৃত্তি হেতুমন্নিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান' হইয়াছে, এই অসমানপ্রকারক বিশেষ্যক জ্ঞানের প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক ভাব নাই। গোবৃত্তি সাস্নাদিবন্নিষ্ঠাভাবপ্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানকে ব্যভিচারজ্ঞান বলা যায় না, সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মিক, অর্থাৎ গোত্বধর্ম্মিক ব্যভিচারজ্ঞানই প্রতিবন্ধক হইবে, তাহা হইলে গোত্বধর্ম্মিক ব্যাপ্তিজ্ঞানই (ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বজ্ঞানই) প্রতিবধ্য হইবে, এবং ইহাই অনুমিতির প্রতি কারণ হইবে। অতএব এস্থলে, অর্থাৎ গোবৃত্তি সাস্নাদিবন্নিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞানটি ব্যভিচারজ্ঞানের প্রতি-বধ্য না হওয়ায় ইহা অনুমিতির প্রতি কারণ হইতে পারে না। আর যদি ইহা স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে, তুল্য যুক্তির দ্বারা গোত্ববিধেয়ক অনু-মিতিও গোত্বত্বের অগ্রহ দশায় অর্থাৎ গোত্বত্বের অজ্ঞান কালে হইতে পারে। সুতরাং, 'যত্তু'বাদিগণের,—'নিরবচ্ছিন্ন-গোত্বনিষ্ঠ-বিশেষ্যতাক-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক'রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা 'গোত্বত্ব'এর অগ্রহ দশায় "ইয়ং গৌঃ" এই অনুমিতি হয়,—এরূপ কথা স্বীকার করা যায় না। এই-ভাবেই এই বিষয়টির দিগ্‌দর্শন করা হইল।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এস্থলে অন্যরূপ বলেন; তাঁহাদের মতে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে 'গো', এবং শুদ্ধ 'গো' ইহারা একই, এই উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। শুদ্ধ 'গো' বলিতে যাহা বোঝা যায় তাহাই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো', আবার তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো' বলিতে যাহা বোঝা যায় তাহাই শুদ্ধ 'গো'; সুতরাং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো' এবং শুদ্ধ 'গো' এক বা অভিন্ন। এখন, তাদাত্ম্য-

সম্বন্ধে 'গো'কে বা ধর্ম্মীকে সাধ্য ধরিয়া অনুমিতি করিলে "গোঃ সাম্নাবত্বাৎ" স্থলে গো-তাদাত্ম্যের, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেরও ব্যাপকত্ব স্বীকার হইয়া যায়। সম্বন্ধের (অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাদাত্ম্যসম্বন্ধের) ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারাই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে "গোঃ" এই অনুমিতি সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ সম্বন্ধের ব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারাই সম্বন্ধীর ব্যাপকত্বও স্বীকৃত হইয়া যায়। সম্বন্ধের ব্যাপকত্বের দ্বারা সম্বন্ধীর ব্যাপকত্ব যে সিদ্ধ হয় তাহা মিশ্রগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। সুতরাং, এরূপ হইলে 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ দশাতেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'গো'কে ধরিয়া সম্বন্ধের ব্যাপকত্বের দ্বারা সম্বন্ধীর ব্যাপকত্ব স্বীকার করিয়া "ইয়ং গোঃ" এই অনুমিতি সিদ্ধ হইতে পারে; "ইয়ং গোঃ" এই অনুমিতি করার ক্ষেত্রে 'গো' এর ব্যাপকত্ব পৃথকরূপে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা নাই। অতএব, 'গোত্বত্ব' এর জ্ঞান না হইলেও, অর্থাৎ 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ দশাতেও সম্বন্ধের ব্যাপকত্ব গ্রহণের দ্বারা সম্বন্ধীর ব্যাপকত্ব স্বীকার করিয়া "ইয়ং গোঃ" এই অনুমিতি সিদ্ধ হয়। দীধিতিকারের "গোত্বত্বাগ্রহদশায়াম্" কথার ইহাই তাৎপর্য্য। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের ইহাই অভিমত। জগদীশের বক্তব্য হইল যে, প্রাচীনদের এই অভিমত বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

পুনরায়, দীধিতিকারের "গোত্বত্বাগ্রহদশায়াম্" কথার অন্য আর এক প্রকার অর্থও এস্থলে করা যাইতে পারে। "গোত্বত্বেন অগ্রহো যস্মাৎ"— অর্থাৎ যাহা ইহাতে 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ হয়—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা 'গোত্বত্বাগ্রহদশা' শব্দের অর্থ 'গোত্ববাধনিশ্চয়দশা' করা যায়। যে জ্ঞানের দ্বারা অন্য কোনো জ্ঞানের বাধা হয় সেই জ্ঞানটি বাধনিশ্চয়জ্ঞান। 'গোত্ব'রূপ জ্ঞানের বাধা হইল 'গোত্বাভাববান্' এই জ্ঞান; সুতরাং, 'গোত্বাভাববান্' এই জ্ঞান হইল গোত্বত্বাবচ্ছিন্ন গোত্বজ্ঞানের বাধনিশ্চয়। কোনো ক্ষেত্রে এইরূপ 'গোত্বাভাববান্' জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ এই বাধনিশ্চয়-জ্ঞান হইলে, সেই বাধনিশ্চয়দশায় 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ অবশ্যই হয়। এইরূপ বাধনিশ্চয়দশায় যে 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ, তৎকালে অর্থাৎ সেই 'গোত্বত্ব' এর অগ্রহ দশায় 'গোত্ব' এর অগ্রহ বশতঃ "গোঃ" এই অনুমিতি সম্ভব হয় না। সুতরাং সেইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব স্বীকারের দ্বারাই "ইয়ং গোঃ" এই অনুমিতি সিদ্ধ করিতে হয়। ঐরূপ অবস্থায় ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্ব স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, এবং এইরূপ স্বীকারের দ্বারাই

তৎকালে "ইয়ং গৌঃ" এই অনুমিতি সাধন করা সম্ভব হয়। অনেকে এ বিষয়ে এরূপ মত পোষণ করেন।

দীধিতিগ্রন্থে 'গৌঃ' শব্দটি পরবর্ত্তী 'সিধ্যতি' এই শব্দের সহিত অন্বয় হইবে। 'গোব্যতিরেকাৎ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ব্যতিরেক পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অন্বয়ী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধর্ম্মীর ধর্ম্মব্যাপকত্বও স্বীকার করিয়া যেরূপ "ইয়ং গৌঃ" এইরূপ অনুমিতি সম্ভব হয়, সেইরূপ ব্যতিরেক পদ্ধতির দ্বারাও তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ করিয়া "ইয়ং গৌঃ সাস্নাবত্ত্বাৎ" স্থলে সাধ্যব্যাপকত্ব, অর্থাৎ গোব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গবাভাব যেখানে থাকে সেখানে সাস্নাবত্ত্বের অভাব থাকে। ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও অবশ্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ করিতে হইবে; অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গবাভাবের দ্বারা সাস্নাবত্ত্বের অভাব সিদ্ধ হইবে। সেইজন্যই জগদীশ বলিলেন "তাদাত্ম্যেন অনুবজ্যতে" ইত্যাদি।

দীধিতি—এবঞ্চ সংযোগেন গগনাদেরপি দ্রব্যত্বব্যাপকত্বং। বৃত্ত্যনিয়ামকসংযোগমাত্রস্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধরূপত্বে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্বাভিধানে বা, পৃথিবীত্বাদিব্যাপকত্বমপি, তদভাববতোঽপি পৃথিব্যাদেঃ সংযোগেন তৎসম্বন্ধিত্বাৎ, সিদ্ধিরপি তস্য তথৈব, ন তু বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধেন, তেনাসম্বন্ধিত্বাৎ অব্যাপকত্বাৎ চ, ব্যক্তীভবিষ্যতি চেদমুপরিষ্টাৎ।

অনুবাদঃ এবং এই সংযোগসম্বন্ধে গগনাদিরও দ্রব্যত্বব্যাপকত্ব (হয়)। বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগমাত্রের অভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ-রূপত্বে, অথবা, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্ব গ্রহণে (গগনাদির) পৃথিবীত্বাদিব্যাপকত্বও (হয়), তদভাববান্ (গগনাভাববান্) হইলেও পৃথিব্যাদিতে সংযোগসম্বন্ধে (বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে) তৎসম্বন্ধিত্ব থাকায় (পৃথিবীত্বাদির ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়); তাহাতেই (বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেই) তাহার ("ঘটো গগনবান্" এই অনুমিতির) সিদ্ধি হইলেও

(পৃথিবীত্বাদির ব্যাপকত্ব হয়) ; কিন্তু, বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে হয় না, (কারণ) সেই সম্বন্ধে অসম্বন্ধিত্ব এবং অব্যাপকত্ব বশতঃ (হয় না) ; ইহা (পরে) বলা হইবে।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সামানাধিকরণ্য' স্থলে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশ করিলে কিরূপ ফললাভ হয় সেই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, ইহার দ্বারা গগনাদিরও দ্রব্যত্বব্যাপকত্ব সম্ভব হয় ; অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশ করিলে "গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এরূপ অনুমিতি করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ গগন কোথাও থাকে না, বা গগন কোথাও বৃত্তি হয় না, ফলে হেত্বধিকরণ বা দ্রব্যত্বাধিকরণ দ্রব্যে গগন থাকিতে পারে না, এবং এইরূপ অনুমিতিও হইতে পারে না। কিন্তু, বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগন সমস্ত মূর্ত্তদ্রব্যের সংযোগী, এই বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে, তাহা হইলে, গগন হইল দ্রব্যের সম্বন্ধী (বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে সম্বন্ধী)। এইভাবে গগন দ্রব্যের সম্বন্ধী হওয়ায় "গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এই অনুমিতি হইতে আর বাধা থাকে না। কিন্তু, এখানে প্রশ্ন হইল, এইরূপ বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনকে দ্রব্যের সম্বন্ধী ধরিয়া এই অনুমিতি করিলে লক্ষণ সমন্বয় হইবে কিরূপে ? কারণ, বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার প্রসিদ্ধি হয় না, ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ-অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক আর ধরা সম্ভবই হইবে না, এবং এই কারণে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব না হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, এইরূপ অনুমিতিও করা যাইবে না। কিন্তু কোনো কোনো মতে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা স্বীকার করা হয়, সেই মত অনুসরণ করিলে বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ দ্রব্যে যে কোনো বস্তুর অভাব ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ তদভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক 'গগনত্ব'কে ধরা চলিবে, এবং তাহা হইলে লক্ষণ সমন্বয়ও সম্ভব হইবে, "গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এই অনুমিতিও করা চলিবে। ইহা হইল বর্ত্তমান দীধিতিগ্রন্থের প্রথম কল্প। দ্বিতীয় কল্পানুসারে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত্বের অপ্রসিদ্ধি স্বীকার করিয়াও ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সামানাধিকরণ্য' স্থলে 'সম্বন্ধিত্ব' গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। "গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য ধরিয়া হেত্বধিকরণ দ্রব্যে বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনো সম্বন্ধে, অর্থাৎ সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে গুণাদির অভাব বা সমবায়-

সম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব ধরা যাইতে পারে। এইরূপ সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গুণাভাবের বা ঘটাভাবের প্রতিযোগী যে গুণাদি বা ঘটাদি, সেই প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে থাকে (অর্থাৎ গুণাদিরূপ বা ঘটাদিরূপ প্রতিযোগী সাধ্যতাবচ্ছেদক বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে সম্বন্ধী হয় না)। ইহাতে সংযোগসম্বন্ধে গুণাভাবীয় বা সমবায়সম্বন্ধে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে গুণত্ব বা ঘটত্ব তাহা গগনত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হয়, এইরূপে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। "গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলের ন্যায় "গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্থলেও এইভাবে লক্ষণ সমন্বয় করা যায়। হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে গুণের বা সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অভাব ধরিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঐ অভাবীয় প্রতিযোগীর সহিত হেত্বধিকরণে অসম্বন্ধিত্ব স্বীকার করিয়া উক্ত অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে গুণত্ব বা ঘটত্ব তাহার সহিত সাধ্যতাবচ্ছেদক গগনত্বের ভেদ সিদ্ধ হয়, এবং এইভাবে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়।

এখানে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে গগনাভাব সকল সময়েই থাকে, ইহাতে 'গগনাভাব' অর্থাৎ সাধ্যাভাব পৃথিবীতে বা হেত্বধিকরণে স্বভাবতঃই থাকিয়া যায় বলিয়া সদ্ধেতুতে সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হইয়া যায়, ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, পৃথিবীতে গগনাভাব থাকিলেও বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব থাকে, এবং সেই সম্বন্ধ গ্রহণের দ্বারাই পৃথিবীত্বের ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়; সেইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন "তদভাববতোঽপি" ইত্যাদি। এইভাবে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব স্বীকার করিলে "ঘটো গগনবান্" এইরূপ অনুমিতি হউক না কেন—এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে বলিয়াই দীধিতিকার বলিলেন "সিদ্ধিরপি" ইত্যাদি; অর্থাৎ বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঐরূপ অনুমিতি সিদ্ধ হইতে পারে, ইহাতে কোনো বাধা হয় না; কিন্তু বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঐরূপ অনুমিতি হইতে পারিবে না। কারণ, বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে পৃথিবীর সহিত গগনের সম্বন্ধিত্ব থাকে না, এবং বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে পৃথিবীত্বের ব্যাপকত্বও সম্ভব হয় না।

অবশ্য বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধেও গগন পৃথিবীতে থাকিতে পারে ; অল্প পরেই, অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদি কল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে।

জাগদীশী—এবঞ্চেতি, সামানাধিকরণ্যাদৌ সম্বন্ধিত্বপ্রবেশে চ ইত্যর্থঃ। সংযোগত্বেন সংযোগমাত্রস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বে বৃত্ত্যনিয়ামকসংযোগস্যাপি তত্ত্বং সর্ব্বসিদ্ধমতো 'মাত্র'পদম্। 'সম্বন্ধরূপত্বে' ইতি, অন্যথা তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবাপ্রসিদ্ধ্যা গগনাদেঃ পৃথিবীত্বব্যাপকত্বং দুর্ঘটমেব স্যাৎ, ইতি ভাবঃ। তাদৃশসম্বন্ধস্য প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বেঽপি দ্বিতীয়কল্পানুসারেণ ব্যাপকত্বং সম্পাদয়তি, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন ইতি। তথা চ সম্বন্ধান্তরাবচ্ছিন্নঘটাদ্যভাবমাদায়ৈব লক্ষণসমন্বয় ইতি ভাবঃ। দ্রব্যত্বস্য গগনাসংযুক্তবিভ্যন্তরে তদ্ব্যভিচারাৎ হেত্বন্তরমাহ, পৃথিবীত্বাদিতি। 'ব্যাপকত্বমপি' ইতি 'গগনাদে'রিতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ।

ননু উৎপত্তিকালে জন্যস্য, প্রলয়কালে নিত্যস্য পৃথিবীমাত্রস্য গগনাভাবসত্ত্বাৎ কথং তস্য পৃথিবীত্বব্যাপকত্বম্ অত আহ, তদভাববতোঽপি ইতি, গগনাদেরভাববতোঽপি। সংযোগেন ইতি, বৃত্ত্যনিয়ামকসংযোগেন ; তৎসম্বন্ধিত্বাৎ, গগনাদিসম্বন্ধিত্বাৎ।

ননু এবং নিরুক্তব্যাপ্তিজ্ঞানাৎ ঘটো গগনবান্ ইত্যনুমিতিঃ প্রমা স্যাদত আহ, সিদ্ধিরপি ইতি। তথৈব, বৃত্ত্যনিয়ামকসংযোগেন এব, তথা চ তাদৃশসম্বন্ধেন গগনানুমিতেঃ প্রমাত্বম্ ইষ্টমেব ইতি ভাবঃ।

'তেনাসম্বন্ধিত্বাৎ' ইতি ; যেন সম্বন্ধেন সাধ্যসাধনসামানাধিকরণ্যং পরামর্শে ভাসতে, তেন এব সম্বন্ধেন সাধ্যানুমিতেঃ ফলত্বাৎ ইতি ভাবঃ। সামানাধিকরণ্যধিয়ো হেতুত্বস্য, তদংশে সম্বন্ধবিশেষনিবেশস্য বা অনঙ্গীকারমতেঽপি আহ, অব্যাপকত্বাচ্চেতি। 'তেন' ইত্যনুষজ্যতে ; তথা চ যাদৃশসম্বন্ধেন সাধ্যস্য হেতুব্যাপকত্বং গৃহ্যতে তেনৈব সম্বন্ধেন

সাধ্যসিদ্ধিঃ ফলম্, অতো বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধেন সাধ্যস্য হেতুব্যাপকত্বা-সম্ভবাদেব ন তেন সম্বন্ধেন সাধ্যস্য প্রমানুমিতিরিতি ভাবঃ।

নন্নু বৃত্তিনিয়ামকসংযোগেনাপি গগনস্য পৃথিবীত্বাদিব্যাপকত্বং দুর্ব্বারং, তাদৃশসম্বন্ধেন গগনসম্বন্ধ্যপ্রসিদ্ধ্যা গগনাভাবস্য প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বাভাবাৎ, তাদৃশাভাবান্তরপ্রতিযোগিত্বস্য চ গগনাদৌ অসত্ত্বাৎ অত আহ ব্যক্তীত্যাদি। ইদং বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধেন গগনাদের-ব্যাপকত্বং, তথা চ নিরুক্তপ্রতিযোগিকত্বম্ ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণং প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্যং বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধেন গগনাভাবেঽপি স্থাস্যতি ইতি ভাবঃ।

অনুবাদঃ 'এবং চ' ইত্যাদি, সামানাধিকরণ্যাদিতে এবং সম্বন্ধিত্ব প্রবেশে, ইহাই অর্থ। সংযোগত্বের দ্বারা সংযোগমাত্রের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বে বৃত্ত্যনিয়ামকসংযোগেরও তত্ত্ব (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব) সর্ব্বসিদ্ধ, সেইজন্য 'মাত্র'পদ। 'সম্বন্ধরূপত্বে' ইত্যাদি, অন্যথায় তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ গগনাদির পৃথিবীত্ব-ব্যাপকত্ব দুর্ঘটই হয়, ইহাই ভাব। দ্বিতীয় কল্পানুসারে তাদৃশ সম্বন্ধের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বেও ব্যাপকত্ব সম্পাদিত হয়, 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন' ইত্যাদি। সুতরাং সম্বন্ধান্তরাবচ্ছিন্ন ঘটাদির অভাব গ্রহণের দ্বারাই লক্ষণ সমন্বয় (হয়), ইহাই ভাব। বিভ্যন্তরে গগনাসংযুক্তিতে তথায় (দ্রব্যত্বের) ব্যভিচার হওয়ায় হেত্বন্তর বলা হইল, 'পৃথিবীত্বাৎ' ইত্যাদি। 'ব্যাপকত্বম্' ইত্যাদি 'গগনাদেঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত অন্বয় (হইবে)।

যদি বলা যায়, উৎপত্তিকালে জন্যের (জন্য পৃথিবীতে) এবং প্রলয়কালে নিত্যের (নিত্য পৃথিবীতে) পৃথিবীমাত্রেই গগনাভাব থাকিয়া যাওয়ায় তাহার (গগনের) পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব কিরূপে (হয়)? সেইজন্য বলা হইল, 'তদভাববতোঽপি' ইত্যাদি, (ইহার অর্থ) 'গগনাদেরভাববতোঽপি'। 'সংযোগেন' ইত্যাদি (হইল) বৃত্ত্যনিয়ামকসংযোগেন; 'তৎসম্বন্ধিত্বাৎ' (হইল) গগনাদিসম্বন্ধিত্বাৎ।

যদি বলা যায়, এইরূপ নিরুক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান বশতঃ "ঘটো গগনবান্"

এই অনুমিতি প্রমা হউক, সেইজন্য বলা হইল 'সিদ্ধিরপি' ইত্যাদি। তথৈব (হইল) 'বৃত্তিনিয়ামকসংযোগেন এব' (তথাই, অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধের দ্বারাই); সুতরাং তাদৃশ সম্বন্ধে গগনানুমিতির প্রমাত্ব ইষ্টই, ইহাই ভাব।

'তেনাসম্বন্ধিত্বাৎ' (অর্থাৎ সেই সম্বন্ধে অসম্বন্ধিত্ব বশতঃ) ইত্যাদি (হইল) যে সম্বন্ধের দ্বারা পরামর্শে সাধ্যসামানাধিকরণ্য ভাসমান হয়, সেই সম্বন্ধের দ্বারাই সাধ্যানুমিতির ফলত্ব বশতঃ ইহাই ভাব। সামানাধিকরণ্য-জ্ঞানে (এই ব্যাপ্তিজ্ঞানে) অথবা তদংশে সম্বন্ধবিশেষ নিবেশের কারণত্ব অনঙ্গীকার করিলেও (অব্যাপকত্ব) হয়, সেইজন্যই বলা হইল, 'অব্যাপক-ত্বাচ্চ' ইত্যাদি। (সেইজন্যই) 'তেন' ইত্যাদি অনুসরণ করা হইতেছে; সুতরাং যেরূপ সম্বন্ধে সাধ্যের হেতুব্যাপকত্ব গ্রহণ করা হয়, সেই সম্বন্ধের দ্বারাই সাধ্যসিদ্ধি ফল (হয়), সেইজন্য বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যের হেতু-ব্যাপকত্ব অসম্ভব হয় বলিয়া সেই সম্বন্ধে সাধ্যের প্রমানুমিতি হয় না, ইহাই ভাব।

যদি বলা যায়, তাদৃশ সম্বন্ধে (বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে) গগনসম্বন্ধীর অপ্রসিদ্ধি বশতঃ গগনাভাবের প্রতিযোগিব্যধিকরণত্বের অভাব হওয়ায়, এবং গগনাদিতে তাদৃশ অভাবান্তরের প্রতিযোগিত্ব না থাকায় বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধের দ্বারাও গগনের পৃথিবীত্বাদি ব্যাপকত্ব দুর্ব্বার হয়, সেইজন্য বলা হইল 'ব্যক্তী' ইত্যাদি। 'ইদং' (ইহার অর্থ হইল), বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধে গগনাদির অব্যাপকত্ব, সুতরাং 'প্রতিযোগিত্ব' ইত্যাদির দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে গগনাভাবেও থাকিয়া যায়, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা: ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সামানাধিকরণ্য' স্থলে 'সম্বন্ধিত্ব' নিবেশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করা হইতেছে বলিয়াই দীধিতিকার 'এবং চ' ইত্যাদি বলিলেন। দীধিতিগ্রন্থে "বৃত্ত্যনিয়ামকসংযোগমাত্র" ইত্যাদি কথার মধ্যে 'মাত্র' পদ নিবেশ করা হইয়াছে, যদি এই 'মাত্র' পদ নিবেশ না করা হইত তাহা হইলে সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ সংযোগ-ত্বাবচ্ছিন্ন সংযোগসম্বন্ধে অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ গ্রহণের অর্থই উপলব্ধি হইত। সামান্যতঃ সংযোগ বা সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন সংযোগ বলিতে নিখিল সংযোগ হয় বলিয়া তাহা বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক উভয়ই হয়,

কিন্তু সামান্যতঃ বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাক অভাবের যে অপ্রসিদ্ধি হয় তাহা সর্ব্বসিদ্ধ ; এবং এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব কোনোপ্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারিত না, গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধি ইহাতে দুর্ঘট হইয়া পড়িত। কিন্তু 'মাত্র' পদ নিবেশের দ্বারা যে মত অনুসারে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রসিদ্ধি হয় সেই মত গ্রহণ করিয়া গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধি সম্ভব করা গেল, অন্যথায় ইহা হইত না। এই উদ্দেশ্যেই এস্থলে 'মাত্র' পদের নিবেশ করা হইয়াছে। যদি একান্তই বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রসিদ্ধি কোনোক্রমেই স্বীকার না করা হয় তাহা হইলেও গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় ; এবং এই উদ্দেশ্যেই দীধিতিগ্রন্থে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন' ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয় কল্প অনুসরণ করা হইয়াছে (দীধিতিগ্রন্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে)। দ্বিতীয় কল্প অনুসরণের দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে ধরিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ-অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা হইয়াছে। "গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে গগনাভাব ধরা যায় না, কেননা, সাধ্যতাবচ্ছেদক-বৃত্ত্যনিয়ামক-সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব থাকায় গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না ; ফলে এই সদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ায় অভাবান্তর ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। ইহাতে হেত্বধিকরণে বৃত্ত্যনিয়ামক ব্যতীত অন্য সম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ সম্বন্ধান্তরের দ্বারা ঘটপটাদির অভাব ধরা যাইতে পারে। এইরূপে হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদির অভাব চিন্তা করিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে (এক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধে) প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য ধরা যাইবে, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবই হইবে ; সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘটত্বাদি তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদক 'গগনত্ব' হইতে ভিন্ন হইবে, ফলে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হইবে, গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্বও সিদ্ধ হইবে। গগনে ব্যাপকত্ব সিদ্ধির জন্য দীধিতিকার "গগনবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলটি ছাড়াও অপর একটি স্থল, অর্থাৎ "গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ" এই স্থল গ্রহণ করিয়াছেন ; ইহার কারণ হইল 'দ্রব্যত্ব' সকল দ্রব্যেই অর্থাৎ নয়টি দ্রব্যেই থাকে। নয়টি

দ্রব্যের মধ্যে গগন, কাল, দিক্ ও আত্মা হইল বিভু, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ; বিভুদ্রব্য একে অন্যের সম্বন্ধী হইতে পারে না ; অর্থাৎ গগন, কাল, দিক্ ও আত্মা ইহারা কেহ কাহারও সম্বন্ধী হইতে পারে না। এই কারণে "গগন-বান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ কালে ও দিকে গগনের কোনো সম্বন্ধেই সম্বন্ধিত্ব না থাকায় (ইহারা বিভুদ্রব্য বলিয়া) 'দ্রব্যত্ব' হেতুটি ব্যভিচারী হইয়া যায় ; এই আশঙ্কাতেই দীধিতিকার "গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ" এই দ্বিতীয় স্থলটি অনুসরণ করিলেন। দীধিতিগ্রন্থে 'ব্যাপকত্বম্' কথাটির সহিত পূর্ব্বের 'গগনাদি' কথার অন্বয় হইবে।

বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে গগনের অভাব সকল সময়েই থাকে ; বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব থাকিলেও উৎপত্তি-কালে জন্য-পৃথিবীতে গগন থাকে না। উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে কোনো জন্য-দ্রব্যেই কোনো সম্বন্ধে কেহ সম্বন্ধী হইতে পারে না, সুতরাং জন্য-পৃথিবীতেও উৎপত্তিকালে কেহ থাকে না, অর্থাৎ গগনও থাকে না। আবার, প্রলয়কালে নিত্যদ্রব্যে কেহ থাকে না, ফলে নিত্য-পৃথিবীতেও, অর্থাৎ পৃথিবী-পর-মাণুতেও বা ক্ষিতি-পরমাণুতেও প্রলয়কালে কেহ থাকে না, অর্থাৎ গগনও থাকে না। ইহার দ্বারা পৃথিবীমাত্রেই গগনাভাব সিদ্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু এরূপ হইলে গগনাদির পৃথবীত্বব্যাপকত্ব সম্ভব হইবে কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে দীধিতিকার বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে গগনের অভাব স্বাভাবিকভাবে থাকিলেও, অর্থাৎ পৃথিবী তদভাববান্ বা গগনাভাববান্ হইলেও তদভাববতে অর্থাৎ গগনাভাববতে অর্থাৎ পৃথিবীতে বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনের সম্বন্ধিত্ব সম্ভব হয়। সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে বা অন্য কোনো সম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব সম্ভব না হইলেও বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের সম্বন্ধিত্ব সম্ভব হয় ; এবং ইহার দ্বারা গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্বও সিদ্ধ হয়।

এইরূপ হইলে বলা যায় যে, এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা, অর্থাৎ বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধে গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্বরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা "ঘটো গগনবান্" অর্থাৎ "ঘটো গগনবান্ ঘটত্বাৎ" এই অনুমিতি হউক, এবং এই অনুমিতি প্রমানুমিতি হউক ; ইহারই উত্তরে দীধিতিকার বলিতেছেন "সিদ্ধিরপি" ইত্যাদি, অর্থাৎ "ঘটো গগনবান্ ঘটত্বাৎ" এই অনুমিতি সিদ্ধ হয়। "তথৈব", তাহার দ্বারাই, অর্থাৎ সেই সম্বন্ধের দ্বারাই, অর্থাৎ বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগ-

সম্বন্ধের দ্বারাই এইরূপ অনুমিতি সিদ্ধ হয়। এইরূপ বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটে গগনানুমিতি প্রমানুমিতিই হয়, এবং ইহা ইষ্টই, অর্থাৎ এইরূপ অনুমিতি অভিপ্রেতই হয়।

দীধিতিগ্রন্থের "তেনাসম্বন্ধিত্বাৎ" কথার তাৎপর্য্য হইল, সাধ্য-সাধনের পরামর্শ যে সম্বন্ধে হয় সেই সম্বন্ধেই পক্ষে সাধ্যানুমিতির ফল হয়; অন্য সম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে হয় না। বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য-হেতুর পরামর্শ হইলে বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেই সাধ্যানুমিতি হইবে, এবং সেই অনুমিতি যথার্থ অনুমিতি বা প্রমানুমিতিই হইবে। "ঘটো গগনবান্ ঘটত্বাৎ" স্থলেও বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য-হেতুর পরামর্শ স্বীকার করিয়া ঘটে সাধ্যানুমিতি বা গগনানুমিতি সম্ভব হইবে, এবং ইহা প্রমানুমিতিই হইবে; কিন্তু, বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য-হেতুর পরামর্শ স্বীকার করিলেও অন্য সম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে ঘটে গগনানুমিতি কখনই সম্ভব হইবে না, এবং হইলে তাহা প্রমানুমিতিও হইবে না। সামানাধিকরণ্যঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞানে (অর্থাৎ, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি—এই সামানাধিকরণ্যঘটিত ব্যাপ্তিজ্ঞানে) সামানাধিকরণ্যজ্ঞানের অনুমিতির প্রতি হেতুত্ব বা কারণত্ব হয় (অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যজ্ঞান অনুমিতির প্রতি কারণ হয়), এবং তদংশে অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যাংশে সাধ্য-হেতুতে যে সম্বন্ধবিশেষের নিবেশ হয়, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ও হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের নিবেশ হয়, তাহারও অনুমিতির প্রতি কারণত্ব হয় (অর্থাৎ সাধ্য-হেতুতে নিবিষ্ট সম্বন্ধবিশেষও অনুমিতির প্রতি কারণ হয়)। এই মত অনঙ্গীকার করিলে বা অস্বীকার করিলে সামানাধিকরণ্যজ্ঞানের অনুমিতির প্রতি কারণত্ব যে কোনো সম্বন্ধে ধরা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেও পৃথিবীতে গগনানুমিতি সম্ভব হইতে পারে। এই আশঙ্কাতেই দীধিতিগ্রন্থে "অব্যাপকত্বাচ্চ" ইত্যাদি বলা হইল। অর্থাৎ এইরূপ যে কোনো অনুমিতির কারণত্ব স্বীকার করিলে সাধ্যের হেতু-ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় না, এবং এই অব্যাপকত্ব বশতঃ অনুমিতিও হইতে পারে না। সেইজন্যই বলা হইল "তেনাসম্বন্ধিত্বাৎ"; অর্থাৎ যে কোনো সম্বন্ধে ধরিলে, যথা আলোচ্য স্থলে বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে অনুমিতির কারণত্ব ধরিলে, বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে গগনের অসম্বন্ধিত্ব বশতঃ

পৃথিবীতে গগনানুমিতি সম্ভব হয় না। সুতরাং যাদৃশ সম্বন্ধে সাধ্যের হেতু-ব্যাপকত্ব গ্রহণ করা হয়, তাদৃশ সম্বন্ধের দ্বারাই সাধ্যসিদ্ধি, অর্থাৎ সাধ্যানুমিতির ফল হয়; অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনের (সাধ্যের) পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব (হেতুব্যাপকত্ব) গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ঐ সম্বন্ধেই, অর্থাৎ বৃত্ত্যনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেই পৃথিবীতে গগনানুমিতির ফল হইবে, বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনানুমিতির ফল হইবে না। বৃত্তি-নিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে এস্থলে সাধ্যের, অর্থাৎ গগনের হেতুব্যাপকত্ব, অর্থাৎ পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব অসম্ভব হয় বলিয়াই এই বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যের বা গগনের প্রমানুমিতি সম্ভব হয় না। ইহাই এস্থলের বক্তব্য বিষয়।

পুনরায়, বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনের পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব দুর্ব্বার হইতে পারে, অর্থাৎ অনিবার্য্য হইতে পারে। বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগন কোথাও থাকে না বা গগনের কোনো সম্বন্ধিত্ব হয় না বলিয়া এই সম্বন্ধে গগনসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি হয়; এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ গগনাভাবের প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বের অভাব হয়, অর্থাৎ গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইতে পারে না (বৃত্তিনিয়ামক সংযোগের দ্বারা গগনাভাবের প্রসিদ্ধি না হইলে গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবও হইতে পারে না); ইহাতে 'গগনাভাব' বা সাধ্যাভাব আর লক্ষণের ঘটক হইল না। ফলে, হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে (অর্থাৎ সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধে) ঘটপটাদির অভাব ধরিলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদক 'গগনত্ব' হইতে ভিন্ন হইবে, এবং হেত্ব-ধিকরণ পৃথিবীতে ঘটপটাদির অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবও হইবে। এইভাবে হেতুমন্নিষ্ঠ তাদৃশ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অভাবীয় প্রতি-যোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হওয়ায় ইহা লক্ষণের ঘটক হইবে, এবং লক্ষণ সমন্বয়ও সম্ভব হইবে। এইরূপ হইলেই বৃত্তিনিয়ামক সংযোগ-সম্বন্ধে "গগনবান্ পৃথিবীত্বাৎ" এই অনুমিতি সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ ইহা প্রমানু-মিতি হইবে, এবং বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধেও গগনের পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সম্ভব হইবে। দীধিতিগ্রন্থের প্রথম কল্প অনুসারে এইভাবে বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনের পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় কল্প অনুসারে সমবায়সম্বন্ধে যেহেতু গগনাভাবের কোনো প্রসিদ্ধি হয় না সেজন্য সমবায়-সম্বন্ধে গগনাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় সমবায়সম্বন্ধে গগনাভাব বা সাধ্যাভাব

লক্ষণের ঘটক হয় না (অর্থাৎ, হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরা যায় না) ; সুতরাং সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে ঘটাদির অভাব চিন্তা করা যাইতে পারে। আবার, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনে কোনো সম্বন্ধিত্বও সম্ভব নয়, বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগন কোথাও থাকে না বলিয়া এই সম্বন্ধে গগনের সম্বন্ধিত্বেরও অপ্রসিদ্ধি হয়, এই সম্বন্ধিত্বের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া এই সম্বন্ধে গগনের অসম্বন্ধিত্বও অসম্ভব হয়, ফলে সমবায়সম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ ঘটাত্যভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হয়, এবং এইরূপে লক্ষণ সমন্বয়ের দ্বারা বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনাদির পৃথিবীত্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ বলা যাইতে পারে বলিয়াই দীধিতিকার বলিলেন, "ব্যক্তৌ" ইত্যাদি ; অর্থাৎ এইরূপ হইতে পারে না, এবং পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে। দীধিতিগ্রন্থে "চেদম্" ইত্যাদি কথার মধ্যে যে 'ইদম্' শব্দ আছে তাহার অর্থ হইল 'বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে গগনাদির ব্যাপকত্ব' ; অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনাদির এই ব্যাপকত্ব সাধারণভাবে স্বীকার্য্য হইলেও অন্যভাবে গগনাদির ব্যাপকত্ব সম্ভব হইতে পারে না, পরে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদি কল্পে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। সুতরাং, এইভাবে প্রতিযোগিত্ব, অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গগনাভাবীয় যে প্রতিযোগিত্ব, সেই প্রতিযোগিত্ব প্রভৃতির দ্বারা বক্ষ্যমাণ যে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য বা প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য তাহা বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনাভাবেও থাকিয়া যায়, অর্থাৎ বৃত্তিনিয়ামক সংযোগসম্বন্ধে গগনাভাবও প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়। ইহাই এস্থলের বক্তব্য বিষয়।

দীধিতি—নষ্টদ্রব্যাতিরিক্তদ্রব্যাত্মককালমাত্রবৃত্তিধর্ম্মস্য বিশেষণতাবিশেষেণাব্যাপ্যবৃত্তি কিমপি ব্যাপকং ন স্যাৎ, স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিনোঽসম্বন্ধিনি কালে বর্ত্তমানস্যাভাবস্য প্রতিযোগিতায়াং তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বস্য, তেন সম্বন্ধেন যৎপ্রতিযোগিসম্বন্ধিভিন্নত্বস্য চ কালেঽসম্ভবাৎ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যাত্মক কালমাত্রবৃত্তি-ধর্ম্মের বিশেষণতাবিশেষ সম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি (সাধ্য), কোনো প্রকারে ব্যাপক না হউক, স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধে (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে) প্রতি-যোগীর অসম্বন্ধী কালে বর্ত্তমান অভাবের প্রতিযোগিতাতে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব), এবং সেই সম্বন্ধে যে প্রতিযোগিসম্বন্ধী তদন্তত্ব কালে অসম্ভব বলিয়া (অব্যাপ্তি হয়)।

ব্যাখ্যা : পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তির লক্ষণে হয় প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিতে হইবে, অথবা, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে ধরিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে দীধিতিকার "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" এই অনুমিতি স্থলে (সদ্ধেতুস্থলে) উক্ত দুইটি লক্ষণের একটিও প্রয়োগ না হওয়ায় সদ্ধে-তুতে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন। দ্রব্য হইল নয়টি, তন্মধ্যে অষ্টদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক দ্রব্যাত্মক যে পদার্থটিতে, অর্থাৎ অষ্টপ্রকার দ্রব্যকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যে দ্রব্যটিতে কাল-মাত্রবৃত্তিধর্ম্ম থাকে তাহা হইল কাল ; সেই কালমাত্রবৃত্তিধর্ম্ম, অর্থাৎ শুধুমাত্র কালে বৃত্তি হইবে বা থাকিবে যে ধর্ম্ম তাহা মহাকালত্বরূপ ধর্ম্ম ; কারণ এই মহাকাল দ্রব্যাত্মক পদার্থ, ইহা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, দিক্, দেহী ও মন হইতে পৃথক এবং অতিরিক্ত ; এই অষ্টদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত কালমাত্রবৃত্তিধর্ম্মবিশিষ্ট যে দ্রব্য তাহা হইল কাল। অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যাত্মক এই যে কাল তাহা মহাকাল ও খণ্ডকাল দুইই হইতে পারে ; কিন্তু খণ্ডকালত্ব জন্যপদার্থেও বৃত্তি হয়, মহাকালত্ব বৃত্তি হয় শুধুমাত্র কালে, অর্থাৎ শুধুমাত্র কালবৃত্তিধর্ম্মই হইল মহাকালত্ব। এইরূপ কালমাত্রবৃত্তিধর্ম্ম হইল মহাকালত্ব—এই 'মহাকালত্ব' হইল হেতু। বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি কোনো পদার্থ, যাহা কোনো প্রকারেই হেতুর ব্যাপক হয় না, তাহা সাধ্য ; অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে ঘটপটাদি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থসমূহ 'মহাকালত্ব' হেতুর ব্যাপক কদাপি হয় না, সুতরাং কালিকসম্বন্ধে ঘটপটাদি হইল সাধ্য, এবং পক্ষ হইবে 'কাল' ; অর্থাৎ স্থলটি হইল "কালো ঘটবান্ পটবান্ বা মহাকালত্বাৎ"। এস্থলে সাধ্য ঘটপটাদি হেতুর অব্যাপক হইলেও ইহা অসদ্ধেতুস্থল নহে, কারণ, পক্ষ হইল 'কাল'।

এই "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে সংযোগাদির অভাব চিন্তা করিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সমবায়াদি সম্বন্ধে সংযোগাদির অভাব সংযোগাদ্যধিকরণে থাকে না, হেত্বধিকরণ মহাকালে সংযোগাদির অভাব থাকে, কেননা, কাল সংযোগাদি প্রতিযোগীর অসম্বন্ধী ; কিন্তু, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এস্থলে কালিকসম্বন্ধ হওয়ায় কালিকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ মহাকালে কোনো অভাব ধরা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ মহাকালে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবের অপ্রসিদ্ধি হয়। অপরদিকে, সাধ্যতাবচ্ছেদক-কালিকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রসিদ্ধিই নাই। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সমস্ত পদার্থই কালে থাকে, এবং তাহা হইলেই কালিকসম্বন্ধে কালে কোনো কিছুর অভাব ধরা যায় না। কালিকসম্বন্ধে কালে কোনো অভাব ধরা সম্ভব না হইলে সেই অভাব প্রতিযোগ্যধিকরণে নাই, হেত্বধিকরণে আছে, এরূপ কথা বলা যাইবে কিরূপে ? অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয় না। এইরূপে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে কোনো প্রকারেই লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়।

জাগদীশী—কালিকসম্বন্ধেন গোত্বাদৌ সাধ্যে ঘটাদিকালোপাধিমাত্রবৃত্তিঘটত্বাদিহেতৌ নাব্যাপ্তিঃ, ভিন্নকালীনতত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্যৈব ঘটাদৌ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যসম্ভবাদত উক্তম্ অষ্টদ্রব্যাতিরিক্তেতি। পৃথিব্যাদিচতুষ্ট্র‌য়‌ব্যাতিরিক্তেতি তু জ্যায়ঃ, গগনাদেঃ কালত্ববিরহাদেব তদ্ব্যুদাস ইতি ধ্যেয়ং। কর্ম্মাত্মকখণ্ডকালস্যাপি ভিন্নকালীনতত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নাভাবপ্রতিযোগ্যনধিকরণত্বপ্রসিদ্ধ্যা তন্মাত্রবৃত্তিস্পন্দত্বাদিহেতৌ নাব্যাপ্তিরতশ্চরমত্রব্যপদং। তথাবিধকালত্বাদাবপি উক্তদিশা নাব্যাপ্তিরতো মাত্রপদং। স্বরূপসম্বন্ধেন হেতুতালাভায় ধর্ম্মপদম্, অন্যথা কালিকেন মহাকালত্বাত্যধিকরণঘটাদৌ প্রতিযোগিব্যধিকরণাতীততত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নাভাবপ্রসিদ্ধ্যা নাব্যাপ্তিরিতি ধ্যেয়ম্। তাদৃশধর্ম্মস্য মহাকালত্বাদেঃ সমবায়াদিনা ব্যাপকত্বং সংযোগাদ্যব্যাপ্য-

বৃত্তে সুঘটমিত্যত উক্তং বিশেষণতাবিশেষেণ ইতি ; কালিকবিশেষণতেত্যর্থঃ। ব্যাপ্যবৃত্তিপ্রমেয়ত্বাদেঃ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিতমেব কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নব্যাপকত্বং সম্ভবতি অত উক্তম্ অব্যাপ্যবৃত্তীতি। তাদৃশসাধ্যং ঘটাদিকং দ্রব্যত্বাদিকং চ তদ্বতোঽপি কালস্য তদনধিকরণদেশাবচ্ছেদেন কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নতদভাববত্ত্বাৎ ন হ্যেবংবিধো বাচ্যত্বাদিতদনধিকরণদেশাপ্রসিদ্ধ্যা তদবচ্ছেদেন কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবাচ্যত্বাভাবস্য দৈশিকবিশেষণতয়া কালেঽসম্ভবাদিতি ভাবঃ। ন স্যাদিতি তথাচ কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাদিত্যাদৌ ব্যাপ্তিলক্ষণাব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। প্রথমবিবক্ষানুসারেণ দোষং সঙ্গময়তি, স্বাবচ্ছেদকেতি ; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন ইত্যর্থঃ। কালে মহাকালে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নস্য সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বস্য, অসম্ভব ইতি পরেণান্বয়ঃ। দ্বিতীয়বিবক্ষানুসারেণ আহ তেন সম্বন্ধেন ইতি, সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধেন ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ ঃ ঘটাদিতে ভিন্নকালীন তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন অভাবেরই প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয় বলিয়া কালিকসম্বন্ধে গোত্বাদি সাধ্যে ঘটাদিকালোপাধিমাত্রবৃত্তি ঘটত্বাদি হেতুতে অব্যাপ্তি হয় না ; সেজন্য বলা হইয়াছে 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত' ইত্যাদি। 'পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়'ব্যাতিরিক্ত' কিন্তু সঙ্গত (হয়), (কারণ) গগনাদির কালত্ববিরহ বশতঃই তাহা হয় না (অর্থাৎ, লক্ষণ সমন্বয় হয় না), ইত্যাদি চিন্তনীয়। কর্ম্মাত্মক খণ্ডকালেরও ভিন্নকালীন তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বের প্রসিদ্ধি বশতঃ তন্মাত্রবৃত্তি স্পন্দত্বাদি হেতুতে অব্যাপ্তি হয় না, সেজন্য চরম 'দ্রব্য'পদ। সেইরূপ কালত্বাদিতেও উক্তপ্রকারে অব্যাপ্তি হয় না, সেজন্য 'মাত্র'পদ। স্বরূপসম্বন্ধে হেতুতা লাভের জন্য 'ধর্ম্ম'পদ, অন্যথায় কালিকসম্বন্ধে মহাকালত্বাদির অধিকরণ ঘটাদিতে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অতীত তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদি চিন্তনীয়। সংযোগাদির অব্যাপ্যবৃত্তি বশতঃ তাদৃশ ধর্ম্ম মহাকালত্বাদির সমবায়াদি সম্বন্ধে ব্যাপকত্ব সুঘট (হয়) ইত্যাদি, সেজন্য বলা হইল 'বিশেষণতাবিশেষেণ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ) কালিকবিশেষণতা, ইহাই অর্থ। ব্যাপ্যবৃত্তি প্রমেয়ত্বাদি

প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাঘটিত স্থলই, (এবং তাহাতে) কালিসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়, সেজন্য বলা হইল 'অব্যাপ্যবৃত্তি' ইত্যাদি। তাদৃশ সাধ্য (অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য) (হইল) ঘটাদি এবং দ্রব্যত্ব প্রভৃতি, তদ্বান্ হইলেও (ঘটবান্ ইত্যাদি হইলেও) কালের তদনধিকরণ দেশাবচ্ছেদে কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তদভাববত্ত্ব থাকে বলিয়া (ঘটাদি অব্যাপ্যবৃত্তি); এবম্বিধ বাচ্যত্বাদি (সাধ্য) তদনধিকরণ দেশের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তদবচ্ছেদে কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বাভাবের দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে কালে অসম্ভব বশতঃ নহে (অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি নহে), ইহাই ভাব। 'ন স্যাৎ' ইত্যাদি—সুতরাং "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদিতে ব্যাপ্তির লক্ষণে অব্যাপ্তি (হয়), ইহাই ভাব। প্রথম বিবক্ষানুসারে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে, 'স্বাবচ্ছেদক' ইত্যাদি; 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন', ইহাই অর্থ। কালে (অর্থাৎ) মহাকালে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ) সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নত্বের ইত্যাদি পরের 'অসম্ভব' (শব্দের) সহিত অন্বয় হইবে। দ্বিতীয় বিবক্ষানুসারে (দোষ) বলা হইতেছে, 'তেন সম্বন্ধেন' ইত্যাদি, (অর্থাৎ) সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধেন—ইহাই অর্থ।

ব্যাখ্যা: "অষ্টদ্রব্যাতিরিক্তদ্রব্যাত্মককালমাত্রবৃত্তিধর্মস্য বিশেষণতা-বিশেষেণাব্যাপ্যবৃত্তি কিমপি ব্যাপকং ন স্যাৎ" ইত্যাদি দীধিতিগ্রন্থের ব্যাখ্যা জগদীশ করিতেছেন। "অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত" ইত্যাদি কথার দ্বারা দীধিতিকার বলিতেছেন যে, "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়। 'অষ্ট-দ্রব্যাতিরিক্ত' কথাটি বলার অর্থ কি? 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত' কথাটি না বলিলে নয়টি দ্রব্যের যে কোনো একটিকে ধরা যায়, এবং ঘটপটাদিও দ্রব্যাত্মক-কাল বলিয়া ঘটপটাদিকেও এইরূপে ধরা সম্ভব হয়; কালিকসম্বন্ধে ঘটপটাদি অবশ্যই কালে থাকে, সুতরাং ঘটপটাদির কালোপাধিত্বও আছে। এই দ্রব্যাত্মক ঘটপটাদি কালিকসম্বন্ধে কালমাত্রবৃত্তি হয়, এই কালমাত্রবৃত্তিধর্ম হইল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি। এই 'ঘটত্ব' প্রভৃতিকে যদি হেতু ধরা যায়, এবং কালিকসম্বন্ধে 'গোত্ব' প্রভৃতি যদি সাধ্য হয়, তাহা হইলে, হেত্বধিকরণ ঘট, পট প্রভৃতিতে ভিন্নকালীন মঠ, চত্বরাদির অভাব ধরা সম্ভব হয়। মঠ, চত্বরাদি কালে থাকিলেও যে কালে ঘট থাকে তদ্ভিন্ন অন্য কালে যে মঠ, চত্বরাদি আছে (অর্থাৎ ভিন্নকালীন মঠ, চত্বরাদি) সেই মঠ, চত্বরাদির অভাব ঘটে অবশ্যই থাকিতে পারে।

কালিকসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থ কালে থাকে বলিয়া তৎকালাবচ্ছিন্ন সমস্ত পদার্থই তৎকালে থাকে, কিন্তু ভিন্নকালীন, অর্থাৎ অতীত কালীন পদার্থের অভাব বর্ত্তমান কালাবচ্ছেদে অবশ্যই থাকে। এতৎকালাবচ্ছিন্ন এক বস্তুতে এতৎ-কালাবচ্ছিন্ন অন্য বস্তুর অভাব কখনই থাকিতে পারে না, কিন্তু ভিন্ন কালে বা অতীত কালে যে বস্তু ছিল তাহার অভাব অবশ্যই এতৎকালে আছে, অর্থাৎ অতীত কালীন বস্তুর অভাব বর্ত্তমান কালে আছে; এবং এইরূপ হইলে অতীত কালীন ঘট যখন বর্ত্তমান কালে থাকে না, তখন বর্ত্তমান কালীন ঘটে অতীত কালীন ঘটের অভাবও থাকে। এইভাবে হেত্বধিকরণ ঘটপটাদিতে অতীত কালীন ঘটপটাদির অভাব ধরা যায়, এবং এই অভাবীয় প্রতিযোগী যে ঘটপটাদি তাহা অতীত কালে থাকায় অতীত কালে এই ঘটপটাদিরূপ প্রতিযোগীর অভাব ছিল না; অর্থাৎ অতীতকালরূপ: প্রতিযোগ্যধিকরণে ঘটপটাদিরূপ প্রতিযোগীর অভাব না থাকায় বর্ত্তমান কালীন ঘটপটাদিতে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে (ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতিকে হেতু ধরায় ঘটপটাদি হেত্বধিকরণ হইবে) যে অতীত ঘটপটাদির অভাব তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যাইবে। এবং হেতুমন্নিষ্ঠ অর্থাৎ ঘটপটাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে, অর্থাৎ অতীত কালীন ঘটপটাদিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাক অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (কালিকসম্বন্ধে 'গোত্ব' প্রভৃতিকে সাধ্য ধরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে কালিকসম্বন্ধ) সহজেই নিবেশ করা যায়, কারণ, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি যে হেতু তাহা কালমাত্রবৃত্তিধর্ম্ম। এইরূপে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ায় আর অব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত' শব্দ নিবেশ করিলে যে কোনো দ্রব্য, অর্থাৎ ঘটপটাদি যে কোনো দ্রব্য ধরা যাইবে না, শুধুমাত্র 'কাল'কেই ধরা যাইতে পারিবে। এই যে দ্রব্যাত্মক কাল, সেই কালমাত্রবৃত্তিধর্ম্ম হইলে আর খণ্ডকালকেও ধরা যাইবে না, কারণ, খণ্ডকালমাত্রবৃত্তিধর্ম্ম মহাকালত্ব নয়, অর্থাৎ খণ্ডকালত্ব কেবলমাত্র কালেতেই যে বৃত্তি হয় তাহা নহে, অন্য-পদার্থেও খণ্ডকালত্ব থাকিতে পারে। শুধুমাত্র কালেতে বা কালেতে কেবলমাত্র মহাকালত্বই বৃত্তি হয়। এই মহাকালের ধর্ম্ম হইল 'মহাকালত্ব', এবং এই 'মহাকালত্ব'ই হেতু; এই 'মহাকালত্ব'কে হেতু ধরিলে হেত্বধিকরণ মহাকালে অতীত তৎ তৎ ব্যক্তির অভাব ধরা যায় না, কেননা, মহাকালের অতীত বর্ত্তমান বিভাগ সম্ভব নয়; এবং তাহা

হইলে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থল গ্রহণ করিলে অব্যাপ্তি হয়। এস্থলে জগদীশ নিজস্ব মত ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত' না বলিয়া 'পৃথিব্যাদিচতুর্দ্রব্যাতিরিক্ত' বলিলেও ক্ষতি হয় না। কারণ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি দ্রব্যকে বাদ দিলে ব্যোম, দিক্, আত্মা ও মনের কখনও কালোপাধিত্ব থাকে না, সেজন্য কালে ইহারা বৃত্তি হয় না বলিয়া কালকেই ধরিতে হইবে, কারণ, কাল ব্যতীত গগন, আত্মা বা মনকে ধরিলে দ্রব্যাত্মক গগন, আত্মা ও মন কালমাত্রবৃত্তি হইবে না। সুতরাং 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত' না বলিয়া 'পৃথিব্যাদিচতুর্দ্রব্যাতিরিক্ত' বলিলেও অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়, বারণ হয় না। অর্থাৎ জগদীশের বক্তব্য হইল যে, দীধিতিকার 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত' না বলিয়া 'পৃথিব্যাদিচতুর্দ্রব্যাতিরিক্ত' বলিলেও ক্ষতি হইত না—এই প্রকারেও বিষয়টি চিন্তা করা যায়। তৎপরে, পরবর্ত্তী 'দ্রব্য'পদ অর্থাৎ 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্তদ্রব্যাত্মক......" ইত্যাদিতে দ্রব্যাত্মক শব্দে যে 'দ্রব্যে'র উল্লেখ আছে তাহার হেতু কি? 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত' পদার্থটি দ্রব্য না হইয়া গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতিও তো হইতে পারে, অষ্টদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক হইলেই তো হইল। এইরূপে গুণাত্মক, কর্ম্মাত্মক ইত্যাদি কালমাত্রবৃত্তিধর্ম্ম হইবে গুণত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি, এবং গুণত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি হইবে হেতু, এবং হেত্বধিকরণ হইবে গুণাত্মক-খণ্ডকাল, কর্ম্মাত্মক-খণ্ডকাল প্রভৃতি। এইপ্রকার গুণাত্মক-খণ্ডকালে বা কর্ম্মাত্মক-খণ্ডকালে ভিন্নকালীন (অতীত কালীন) তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নের—অর্থাৎ ভিন্নকালীন (অতীত কালীন) গুণত্বাবচ্ছিন্নের বা কর্ম্মত্বাবচ্ছিন্নের—অভাব থাকিতে পারে, এবং এই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে, কারণ, এই অভাবীয় প্রতিযোগী যে অতীত কালীন (বা ভিন্নকালীন) তৎ তৎ গুণকর্ম্মব্যক্তি তাহা তৎ তৎ অধিকরণ ভিন্ন কালে থাকায় তৎ তৎ অধিকরণে তৎ তৎ ব্যক্তির অভাব থাকে না। এইরূপে কর্ম্মাত্মক খণ্ডকালের ভিন্নকালীন তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রসিদ্ধি বশতঃ তন্মাত্রবৃত্তি অর্থাৎ কালমাত্রবৃত্তি স্পন্দত্ব বা কর্ম্মত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি হেতুতে আর অব্যাপ্তি হয় না। এইজন্যই 'চরমদ্রব্য'পদ, অর্থাৎ পরবর্ত্তী 'দ্রব্যাত্মক' শব্দে 'দ্রব্য'পদ নিবেশ করা হইয়াছে। এই 'দ্রব্যাত্মক' শব্দ নিবেশের ফলে আর গুণকর্ম্মকে ধরা যাইবে না; অষ্টদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত দ্রব্যাত্মক পদার্থ 'কাল'ই হইবে, এবং তাহাতে পূর্ব্ব বর্ণিত উপায়ে অব্যাপ্তি হইবে। পুনরায়,

'কালবৃত্তি' না বলিয়া 'কালমাত্রবৃত্তি' বলা হইল কেন? 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত-দ্রব্যাত্মক-কালমাত্রবৃত্তি' না বলিয়া 'অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত-দ্রব্যাত্মক-কালবৃত্তি' বলিলে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যও কালিকসম্বন্ধে অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যাত্মক কালবৃত্তি হইয়া যায়। কারণ, ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্য কালিকসম্বন্ধে কালে থাকায় তাহারা কালই, সুতরাং অন্যান্য অষ্টদ্রব্য হইতে তাহারা পৃথক; এবং তাহারা যেহেতু দ্রব্য সেজন্য তাহারা দ্রব্যাত্মক, এবং কালে থাকে বলিয়া তাহারা কালবৃত্তি। এইরূপ কালবৃত্তিধর্ম্ম যে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি, তদধিকরণ ঘটপটাদিতে ভিন্নকালীন তৎ তৎ ঘটপটব্যক্তির অভাব ধরা যায়, এবং সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ায় উক্ত প্রকারে অব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু 'কালমাত্রবৃত্তি' বলিলে কালিকসম্বন্ধে ঘটপটাদিকে ধরা যায় না; কারণ ঘটপটাদি কালবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু কালমাত্রবৃত্তি নহে। একমাত্র মহাকালই হইল কালমাত্রবৃত্তি; ঘটপটাদি কালেতেও বৃত্তি হয়, আবার অন্যান্য জন্য-পদার্থেও কালিকসম্বন্ধে বৃত্তি হয়, কিন্তু মহাকালত্ব শুধুমাত্র কালে বৃত্তি হয়, অন্যত্র বৃত্তি হয় না। মহাকালের অতীত বর্ত্তমানের বিভাগ না থাকায় উক্ত প্রকারে মহাকালে কোনো অভাব ধরা যায় না, ফলে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়। পুনরায়, স্বরূপসম্বন্ধে হেতুতা লাভের জন্য 'ধর্ম্ম' পদ, অর্থাৎ 'কালমাত্রবৃত্তিধর্ম্ম' কথার মধ্যে যে 'ধর্ম্ম' পদ আছে সেই 'ধর্ম্ম' পদ নিবেশ করা হইয়াছে। আলোচ্যস্থলে হেতু হইল 'মহাকালত্ব', 'মহাকালত্ব' মহাকালে থাকে, অর্থাৎ মহাকালত্বের অধিকরণ হইল মহাকাল; কিন্তু মহাকালত্ব তদধিকরণে কোন্ সম্বন্ধে থাকে? মহাকালত্ব মহাকালে যদি কালিকসম্বন্ধে থাকে বলা যায়, তাহা হইলে, কালিকসম্বন্ধে মহাকালত্ব অন্য পদার্থেও থাকিবে; কারণ, মহাকালে ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থই কালিকসম্বন্ধে আছে, সেজন্য মহাকালত্বের অধিকরণ ঘটপটাদিও হইবে। মহাকালত্বের তদধিকরণে কালিকসম্বন্ধে থাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাতেই এতৎকাল, তৎকাল প্রভৃতি প্রসঙ্গ আসিয়া যায়, অন্যথায় শুদ্ধ মহাকালের মধ্যে এতৎকাল, তৎকাল প্রভৃতি কোনো প্রভেদ নাই। এইরূপে মহাকালত্বের ঘটাদিরূপ অধিকরণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতীত তৎ তৎ ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নাভাব, অর্থাৎ অতীত কালীন তৎ তৎ ঘটব্যক্তির অভাব প্রসিদ্ধ হয়, এবং এই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু, মহাকালত্ব যদি মহাকালে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, তাহা হইলে, ঐ অব্যাপ্তি ঐভাবে বারণ হয়

না ; কারণ, স্বরূপসম্বন্ধে মহাকালত্ব শুদ্ধ মহাকালেই থাকে বলিয়া স্বরূপ-সম্বন্ধে মহাকালত্বের অধিকরণ হইল মহাকাল বা শুদ্ধ মহাকাল, ঘটপটাদি নহে, ঘটপটাদিরূপ কাল নহে (অর্থাৎ মহাকাল শুদ্ধ মহাকালে থাকে, ঘটপটাদিরূপ কালে থাকে না)। এই শুদ্ধ 'মহাকাল' গ্রহণের জন্যই 'ধর্ম্ম' পদ নিবেশ করা হইয়াছে। যে কোনো পদার্থের ধর্ম সর্ব্বদাই তৎপদার্থে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে ; এই স্বরূপসম্বন্ধে 'মহাকালত্ব' হেতুকে যাহাতে তদধিকরণ মহাকালে ধরা যায় তজ্জন্যই এই 'ধর্ম্ম' পদ নিবেশ করা হইয়াছে। তৎপরে আছে 'বিশেষণতাবিশেষেণ অব্যাপ্যবৃত্তি', 'বিশেষণতাবিশেষেণ' হইল 'কালিকসম্বন্ধেন' ; কিন্তু কালিকসম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি কেন ? অব্যাপ্য-বৃত্তি সংযোগাদি সমবায় সম্বন্ধে থাকে, মহাকালে সমবায়সম্বন্ধে সংযোগ থাকিতে পারে ; সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও তাহা সমবায়সম্বন্ধে মহাকালে থাকার ফলে তাদৃশ ধর্ম্মের অর্থাৎ মহাকালত্বের অর্থাৎ হেতুর অব্যাপক হয় না। অর্থাৎ, অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগকে সমবায়সম্বন্ধে সাধ্য করিলে তাহা 'মহাকালত্ব' হেতুর অব্যাপক হয় না ; কারণ, সমবায়সম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব সহজেই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় বলিয়া সংযোগাদির ব্যাপকত্ব থাকিয়া যায়। এইজন্যই 'বিশেষণতাবিশেষ' সম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। পুনরায়, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতিকে কালিকসম্বন্ধে সাধ্য করিলে তৎসাধ্যকস্থলে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতির ব্যাপকত্ব সম্ভব হইয়া যায় ; কারণ, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতি ব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ বলিয়া ইহাদেরকে সাধ্য করিলে তৎ-সাধ্যকস্থল ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থল হইবে। ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তিতে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের আবশ্যকতা থাকে না ; কালিকসম্বন্ধে বাচ্যত্বাদিকে সাধ্য ধরায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিক, হেত্বধিকরণ মহাকালে এই কালিকসম্বন্ধের অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি নাই ; এবং সমস্ত পদার্থই বাচ্যত্বের, প্রমেয়ত্বের অন্তর্গত হওয়ায় বাচ্যত্ব, প্রয়েমত্ব মহাকালত্বের বা হেতুর অব্যাপক হইবে না। এইপ্রকারে ব্যাপ্যবৃত্তি প্রমেয়ত্বাদির ব্যাপকত্ব সম্ভব হইয়া যায় বলিয়া 'অব্যাপ্যবৃত্তি' কথাটি উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ 'বিশেষণতাবিশেষেণ অব্যাপ্যবৃত্তি' বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ কালিক-সম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থকে সাধ্য ধরিতে হইবে, ব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থকে সাধ্য ধরা চলিবে না। তাদৃশ সাধ্য হইল, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি

সাধ্য হইল ঘট, পট, দ্রব্যত্ব, গোত্ব, ঘটত্ব প্রভৃতি; এতাদৃশ সাধ্যবান্ যে কাল, সেই কালেতে তদনধিকরণ, অর্থাৎ উক্ত প্রকার সাধ্যের অনধিকরণ দেশাবচ্ছেদে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তদভাব, অর্থাৎ ঘট, পট, গোত্ব, দ্রব্যত্ব প্রভৃতির অভাব সম্ভব হয়; অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে উক্ত প্রকার অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যবানকালের তদনধিকরণ (উক্ত প্রকার সাধ্যের অনধিকরণ) দেশাবচ্ছেদে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নভেদাভাবত্ব সম্ভব হয়। এবম্বিধ বাচ্যত্বাদি, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য গ্রহণ করিলে উক্ত প্রকার বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধ্যবান্ কালেতে তদনধিকরণ (উক্ত প্রকার সাধ্যের অনধিকরণ) দেশের অপ্রসিদ্ধি হয়, কারণ সকল পদার্থই বাচ্যত্ব প্রমেয়ত্বের অন্তর্গত হওয়ায় বাচ্যত্ব প্রমেয়ত্বের অনধিকরণ কোনো দেশ সম্ভব হয় না; এবং সেকারণে, অর্থাৎ প্রমেয়ত্বাদির অনধিকরণ দেশের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ প্রমেয়ত্বাদির অনধিকরণ দেশাবচ্ছেদে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্বাদির অভাব দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে কালে সম্ভব হয় না; এবং এইভাবে কালে প্রমেয়ত্বাদির অভাব দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে অসম্ভব হয় বলিয়াই ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য গ্রহণ না করিয়া কালিকসম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে; অর্থাৎ সাধ্য কোনো প্রকারেই ব্যাপক না হউক—'কিমপি ব্যাপকং ন স্যাৎ'—ইত্যাদি বলা হইয়াছে, ইহাই ভাব। সুতরাং ফলকথা হইল "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়। ব্যাপ্তির লক্ষণ সম্পর্কে দুইটি বিবক্ষা করা হইয়াছে, অর্থাৎ দুই প্রকার লক্ষণ করা হইয়াছে। প্রথম বিবক্ষা হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিতে হইবে; এবং দ্বিতীয় বিবক্ষা হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। "স্বাবচ্ছেদক" ইত্যাদি কথার দ্বারা প্রথম বিবক্ষানুসারে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে, অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইতেছে; এবং "তেন সম্বন্ধেন" ইত্যাদি কথার দ্বারা দ্বিতীয় বিবক্ষানুসারে দোষ প্রদর্শন বা উক্ত স্থলে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইতেছে। 'স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধ' হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ; 'তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব' হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব। প্রথম বিবক্ষানুসারে হেত্বধিকরণ মহাকালে কোনো অভাব কল্পনা করিলে নিত্যবস্তুর অভাব চিন্তা করিতে হয়, কারণ, অন্ত-

পদার্থ কালে থাকিবেই। নিত্যবস্তুর অভাবের প্রতিযোগী হইল নিত্যবস্তু, এই নিত্যবস্তু কালে না থাকায় নিত্যবস্তুরূপ প্রতিযোগীর অধিকরণ কাল হয় না, অর্থাৎ কাল নিত্যবস্তুরূপ প্রতিযোগীর অসম্বন্ধী। নিত্যবস্তুরূপ প্রতিযোগিসমূহ (নিত্যবস্তু সংখ্যায় বহু বলিয়া নিত্যবস্তুসমূহ) স্ব স্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে কালাতিরিক্ত হইয়া থাকে; কাল নিত্যবস্তুর অসম্বন্ধী বলিয়া, অর্থাৎ নিত্যবস্তু কালে না থাকায় কালে বা মহাকালে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে নিত্য-বস্তুর অভাব ধরা যায়; কিন্তু, হেতুমন্নিষ্ঠ বা মহাকালনিষ্ঠ এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে অর্থাৎ নিত্যবস্তুতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিক-সম্বন্ধ) নিবেশ করিতে হয়; কিন্তু নিত্যবস্তুতে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ সম্ভব হয় না, এবং এজন্য অব্যাপ্তি হয়। দ্বিতীয় বিবক্ষানুসারে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইতে হইবে, এবং প্রতি-যোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রতিযোগীকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। এস্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে নিত্যবস্তু বা নিত্যপদার্থ ভিন্ন অন্য কোনো পদার্থের অভাব যখন ধরা যায় না, তখন উক্ত অভাবকে প্রতিযোগিব্যধি-করণ অভাব বলিয়া গণ্য করিলে ঐ প্রতিযোগীকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, বা এস্থলে কালিকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ নিত্যপদার্থরূপ প্রতিযোগীকে কালিকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিত্যপদার্থকে কালিকসম্বন্ধে গ্রহণ করা যায় না, ফলে অব্যাপ্তি হয়। এইরূপে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিবক্ষানুসারে দুইটি ব্যাপ্তির লক্ষণের কোনোটিই প্রযুক্ত না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়—ইহাই অর্থ।

জাগদীশী—নন্বু মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটাভাব এব মহাকালে প্রতিযোগিব্যধিকরণঃ সুলভ ইতি। ন চ অত্র বিশেষণতাবিশেষশব্দেন মহাকালনিরূপিতবিশেষণতায়া এব বিবক্ষিতত্বাৎ তাদৃশসম্বন্ধেন নিরুক্তপ্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাপ্রসিদ্ধ্যৈব উক্তাভাবস্যাপি প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্যাসম্ভব ইতি বাচ্যম্। তথা সতি কালবৃত্তিধর্ম্মস্য তাদৃশ-বিশেষণতয়া কিমপি ব্যাপকং ন স্যাদিত্যস্যৈব সম্যক্ত্বে, অষ্টদ্রব্যাতি-রিক্তত্বাভিধানস্য সন্দর্ভবিরোধাপত্তেঃ, স্বরূপসম্বন্ধেন গগনাদেবৃত্তিত্বে

তু ইত্যগ্রিমবিরোধাচ্চ। মহাকালীয়বিশেষণতয়া গগনাদেরবৃত্তিসত্ত্বেঽপি তাদৃশসম্বন্ধসামান্যে মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব-বিরহাৎ তাদৃশঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্যৈব নিরুক্তক্রমেণ প্রতিযোগিব্যধি-করণত্বসম্ভবেন পূর্ব্বমতস্যৈব সম্যক্ত্বাদিতি চেৎ, ন; ইদানীং মহা-কালান্যত্ববিশিষ্টো ঘটঃ, কালোঽয়ং মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটবান্ ইত্যাদি প্রতীত্যা মহাকালস্যাপি তত্তৎকালোপাধ্যবচ্ছেদেন মহাকালান্যত্ব-বিশিষ্টঘটবত্ত্বাৎ, অন্যথোক্তপ্রতীত্যা খণ্ডকাল এব বিশিষ্টঘটবত্ত্বাবগাহনে বস্তুমাত্রস্যৈব মহাকালেঽসত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ ইদানীং তদানীমিত্যাদিপ্রতীতি-ব্যতিরেকেণ মহাকালবিষয়িণ্যাঃ প্রতীতেঃ স্বরসতঃ কুত্রাপি অসত্ত্বাৎ; ন চৈবং খণ্ডকালস্যাধিকরণত্বে মানাভাবঃ পটধ্বংসবিশিষ্টকালঃ পটবদন্য ইত্যাদি প্রতীতেঃ প্রমাত্বানুরোধেনৈব খণ্ডকালস্যাপি তথা-ত্বাদিতি সিদ্ধান্তানুসারিপন্থাঃ। পরে তু মহানসীয়বহ্নিত্বেন বহ্নিঘটো-ভয়ত্বেন বা অবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকস্য ধূমসামানাধিকরণ্যাভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বং বহ্নিত্বেঽপ্যস্তীত্যব্যাপ্তিভিয়াঽবশ্যং সাধ্যতাব-চ্ছেদকতাঽঘটকো যঃ সাধ্যবৃত্তিধর্ম্মঃ তদনবচ্ছিন্নত্বেনৈব হেতুসমানাধি-করণাভাবস্য প্রতিযোগিতালক্ষণে প্রবেশনীয়া, প্রত্যেকমুভয়ত্র পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধেনাসতো ধর্ম্মস্য তাদৃশসম্বন্ধেন উভয়বৃত্তিত্বাসম্ভবেন হেতু-মন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাপর্য্যাপ্ত্যধিকরণভিন্নত্বস্য নিবেশা-যোগাৎ; এবং চ প্রকৃতে মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্য প্রতিযোগিতায়াঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকেন মহাকালান্যত্ববৈশিষ্ট্য-রূপধর্ম্মেণ অবচ্ছিন্নত্বাৎ তাদৃশপ্রতিযোগিতাকাভাবমাদায় ন প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাভাবস্য প্রসিদ্ধিসম্ভাবনাপীতি প্রাহুঃ তচ্চিন্ত্যম্। প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাদিত্যাদৌ হেতুসমানাধিকরণ-তাদৃশ-প্রতিযোগিতাকাভাবাঽ-প্রসিদ্ধ্যাঽব্যাপ্তিপ্রসঙ্গাৎ।

অনুবাদ ঃ যদি বলা যায়,—মহাকালান্যত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবই মহাকালে প্রতিযোগিব্যধিকরণ সুলভ (হয়), ইত্যাদি। এস্থলে 'বিশেষণতাবিশেষ'

সম্বন্ধের দ্বারা মহাকালনিরূপিত বিশেষণতাই বলা হয় বলিয়া তাদৃশ সম্বন্ধের দ্বারা (মহাকালনিরূপিত বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধের দ্বারা) নিরুক্ত প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ উক্ত অভাবেরও (মহাকালান্তত্ব-বিশিষ্টঘটাভাবেরও) প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য অসম্ভব হয়, ইত্যাদি বলা যায় না। (কারণ) তাহা হইলে, "কালবৃত্তিধর্ম্মস্ত তাদৃশবিশেষণতয়া কিমপি ব্যাপকং ন স্যাৎ" ইত্যাদি ইহার সম্যক্‌ত্ব হওয়ায় "অত্রব্যাতিরিক্ত" (এই) অভিধানের সন্দর্ভ বিরোধাপত্তি হয় বলিয়া, এবং "স্বরূপসম্বন্ধেন গগনাদের্বৃত্তিত্বে তু" ইত্যাদি অগ্রিম গ্রন্থের বিরোধ হয় বলিয়া (উক্ত অভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য অসম্ভব হয় ইত্যাদি বলা যায় না)। মহাকালীয়-বিশেষণতাসম্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিমত্ত্ব থাকিলেও তাদৃশ সম্বন্ধসামান্যে মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বের বিরহ বশতঃ তাদৃশ ঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবেরই পূর্ব্বোক্ত ক্রমে প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব সম্ভব হওয়ায় পূর্ব্বমতেরই সম্যক্‌ত্ব হয় বলিয়া (মহাকালে মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সুলভ হয়, যদি এরূপ বলা যায়),—তাহাও বলা যায় না; (কারণ) "ইদানীং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঃ ঘটঃ", "কালোঽয়ং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবান্" ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা মহাকালেরও তৎ তৎ কালোপাধ্যবচ্ছেদে মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবত্ত্ব হয় বলিয়া; অন্যথায় খণ্ড-কালও বিশিষ্টঘটবত্ত্বাবগাহনে বস্তুমাত্রেরই মহাকালে অসত্ত্ব প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (ঐরূপ বলা যায় না); 'ইদানীং', 'তদানীং' ইত্যাদি প্রতীতি ব্যতিরেকে মহাকালবিষয়ের প্রতীতির স্বরসতা কুত্রাপি হয় না; (ইহাতে) খণ্ডকালের অধিকরণত্বের প্রমাণাভাব (হয়), এরূপ কথা বলা যায় না; (কেননা) "পটধ্বংসবিশিষ্টকালঃ পটবদন্যঃ" ইত্যাদি প্রতীতির প্রমাত্বের অনুরোধের দ্বারাই খণ্ডকালেরও তথাত্ব (খণ্ডকালের অধিকরণত্ব) হয় বলিয়া; ইহাই সিদ্ধান্তানুসারী পন্থা। 'মহানসীয় বহ্নিত্ব' বা 'বহ্নিঘটোভয়ত্ব' অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ধূমসামানাধিকরণ্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব বহ্নিত্বেও থাকে (বলিয়া) ইহাতে অব্যাপ্তি হয়, (সুতরাং) সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অঘটক যে সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম তদনবচ্ছিন্নত্বের দ্বারাই হেতুসমানাধিকরণাভাবীয় প্রতিযোগিতা লক্ষণে অবশ্য প্রবেশনীয়; এস্থলে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে অনুপস্থিত প্রত্যেক, উভয় তাদৃশসম্বন্ধের দ্বারা (পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধের দ্বারা) উভয়বৃত্তিত্ব অসম্ভব হওয়ায় হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাপর্য্যাপ্ত্যধিকরণভিন্নত্ব

ধর্ম্মের নিবেশ হয় না বলিয়া, এবং এইরূপ প্রকৃতিতে (অর্থাৎ এইরূপভাবে) মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগিতার সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অঘটক মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্যরূপ ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্নত্ব বশতঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতাকাভাব গ্রহণের দ্বারা প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের প্রসিদ্ধির সম্ভাবনাও নাই, ইত্যাদি উত্তম কথা অন্যেরা বলেন—কিন্তু তাহা চিন্তনীয়। (কারণ) "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" ইত্যাদিতে হেতুসমানাধিকরণ-তাদৃশ প্রতিযোগিতাকাভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি প্রসঙ্গ হয় বলিয়া (তাহা চিন্তনীয়)।

ব্যাখ্যা: "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে যে অব্যাপ্তির কথা বলা হইল তাহা বারণের জন্য একটি উপায়ের কথা বলা যাইতে পারে। মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট হইল খণ্ডকালত্ববিশিষ্ট, কারণ, মহাকাল হইতে ভিন্ন বা অন্য হইল খণ্ডকাল; সেইজন্যই মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট হইল, খণ্ডকালত্ববিশিষ্ট। খণ্ডকালে যে ঘট থাকে তাহা হইল খণ্ডকালত্ববিশিষ্ট ঘট, অর্থাৎ মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘট। মহাকালে মহাকালত্ববিশিষ্ট তৎ তৎ ঘটব্যক্তির অভাব অবশ্যই ধরা যায় না; কিন্তু মহাকালে খণ্ডকালত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট তৎ তৎ ঘটব্যক্তির অভাব চিন্তা করা যায়, কেননা, বিভিন্ন খণ্ডকালে যে সমস্ত ঘটব্যক্তি থাকে তাহা মহাকালে থাকে না। এবং মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট তৎ তৎ ঘটব্যক্তির অভাব হেত্বধিকরণে বা মহাকালে ধরিলে উক্ত হেতুমন্নিষ্ঠ মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাভাব অবশ্যই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে, কারণ, মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের প্রতিযোগী যে মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘট তাহা তদধিকরণ মহাকাল ভিন্ন কালে বা খণ্ডকালে থাকে; এইরূপে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব সুলভ হওয়ায় "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা আর হয় না। দীধিতিগ্রন্থে "বিশেষণতাবিশেষেণাব্যাপ্যবৃত্তি" ইত্যাদি কথার মধ্যে যে 'বিশেষণতাবিশেষ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা মহাকাল-নিরূপিত বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধকে ইঙ্গিত করার জন্যই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধ বলিতে কালিকসম্বন্ধকে না বুঝিয়া মহাকালনিরূপিত-সম্বন্ধকে বুঝিবার কথা বলা হইয়াছে। এবং, তাহা হইলে, মহাকালনিরূপিত বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে মহাকালে বা হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ধরা সম্ভব হয় না, কারণ, মহাকালনিরূপিত বিশে-

ষণতাবিশেষসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অপ্রসিদ্ধি হয়; সুতরাং হেত্বধিকরণ মহাকালে মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না, এবং অব্যাপ্তি বারণ হয় না;—এরূপ কথা বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে "কালমাত্রবৃত্তিধর্ম্মস্য বিশেষণতাবিশেষেণাব্যাপ্যবৃত্তি কিঞ্চিদপি ব্যাপকং ন স্যাৎ ইতি"—ইত্যাদিতে মহাকালীয় বিশেষণতাবিশেষ বা মহাকালীয় স্বরূপসম্বন্ধের যাথার্থ্য স্বীকৃত হইলে "অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত", "দ্রব্যাত্মক" প্রভৃতিতে যে ব্যাবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; কারণ, উক্ত ব্যাবৃত্তিগুলিতে স্পষ্টভাবেই মহাকালীয় বিশেষণতাবিশেষকে না ধরিয়া কালিকবিশেষণতাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। পুনরায়, মহাকালীয় স্বরূপসম্বন্ধের স্বীকারে "গগনাদের্বৃত্তিত্বে তু" ইত্যাদি প্রকার যে অগ্রিম গ্রন্থ তাহাও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং দীধিতিগ্রন্থের "বিশেষণতাবিশেষ" শব্দের দ্বারা 'মহাকালীয়-বিশেষণতাবিশেষ' অর্থ গ্রহণ করা চলে না; এবং মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাভাব হেত্বধিকরণ মহাকালে ধরিধা "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়। দীধিতিকারের অগ্রিম গ্রন্থে যে বলা হইয়াছে মহাকালে গগনাদির বৃত্তি হয় তাহাতে গগনাদির বৃত্তিমতে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক-মহাকালীয়-বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে, মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব থাকে না, অর্থাৎ মহাকালে মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট ঘটাভাব বা তাদৃশ ঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাব থাকে, এবং এই অভাব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়; এইরূপে মহাকালনিরূপিত বা হেত্বধিকরণ-নিরূপিত উক্ত অভাবের প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব সম্ভব হওয়ায় পূর্ব্বের মতটিই সম্যক্ হয়, অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়।—এইরূপ কথা বলিলে, অর্থাৎ এইরূপ ভাবে ঐ অব্যাপ্তি বারণ হওয়ার কথা বলিলে জগদীশ বলিতেছেন যে, তাহা বলা যায় না, অর্থাৎ ঐরূপভাবে অব্যাপ্তি বারণ হয় না। কারণ, "ইদানীং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টো ঘটঃ", "কালোঽয়ং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবান্" ইত্যাদি প্রকার যে প্রতীতি এইরূপ প্রতীতির দ্বারাই তৎ তৎ কালোপাধ্যবচ্ছেদে বা কালাবচ্ছেদে মহাকালেরই মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবত্বের প্রতীতি হয়, অর্থাৎ উক্ত প্রকার প্রতীতির দ্বারা 'মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘট' শব্দে মহাকালই যে মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটবান্ সেই প্রতীতিই হয়। অন্যথায়, অর্থাৎ ইহা স্বীকার না করিলে "ইদানীং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঃ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রকার প্রতীতিতে

খণ্ডকালেরই যদি বিশিষ্টঘটবত্তাজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঐরূপ প্রতীতির দ্বারা উক্ত প্রকার বিশিষ্ট ঘট, পট খণ্ডকালকেই যদি অবগাহন করে, তাহা হইলে বস্তু-মাত্রেরই মহাকালে অসত্ত্ব প্রসঙ্গ আসিয়া যায়; অর্থাৎ 'প্রত্যেক বস্তুই খণ্ডকালে থাকে, মহাকালে কেহ থাকে না' এইরূপ জ্ঞানই হইয়া যায়। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডকালের ধারণার সাহায্যেই মহাকালের ধারণা হয় ইহা অস্বীকার করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উক্ত প্রকার বিশিষ্ট ঘট, পট প্রতীতিতে তৎকালে কেবলমাত্র খণ্ডকালের ধারণা হয় বলিয়া মহাকালে কোনো বস্তু থাকে এরূপ প্রতীতি হয় না, এবং সেজন্য মহাকালের ধারণাও সম্ভব হয় না। 'ইদানীং', 'তদানীং' ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি ব্যতীত মহাকাল বিষয়ের প্রতীতি সম্ভব হয় না। 'ইদানীং', 'তদানীং' প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড প্রতীতির দ্বারাই মহা-কালের প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং "মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটবান্" মহা-কালই যে উক্ত প্রকার বিশিষ্টঘটবান্ তাহাই বোধগম্য হয়। তাহা হইলে, অর্থাৎ এইরূপ বিভিন্ন খণ্ডকালের প্রতীতির দ্বারা মহাকালের প্রতীতি হইলে খণ্ডকালের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব? কারণ, সকল সময়েই বিভিন্ন খণ্ডকালের প্রতীতির দ্বারা মহাকালের প্রতীতিই ঘটিবে, খণ্ডকালের প্রতীতি আর ঘটিবে না; অর্থাৎ খণ্ডকালের অধিকরণত্বের প্রমাণাভাব হইবে। কারণ, সকল বস্তুই মহাকালে থাকিয়া যাইবে, খণ্ডকাল আর কাহারও অধিকরণ হইবে না। ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, "পটধ্বংসবিশিষ্টকালঃ পট-বদন্যঃ," অর্থাৎ পটধ্বংসবিশিষ্টকাল পটবান্ কাল হইতে ভিন্ন; এইপ্রকার এক কালের সহিত অন্য কালের যে ভেদ প্রতীতি তাহার দ্বারাই খণ্ডকালের প্রতীতি সম্ভব হয়। উক্ত প্রকার এক কালের সহিত অন্য কালের ভেদ প্রতীতি হইল স্বীকৃত প্রমা প্রতীতি, এবং উক্ত প্রতীতির প্রমাত্বের দ্বারাই খণ্ডকালের অধিকরণত্বের প্রমাণ সম্ভব হয়। ইহাই সিদ্ধান্তানুসারী পন্থা, অর্থাৎ এই প্রকার অভিমতই হইল সুসিদ্ধান্তসম্মত অভিমত বা যুক্তিপূর্ণ অভিমত। সুতরাং, "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণ করা যায় না।

অপর কোনো কোনো নৈয়ায়িক, এস্থলে, 'মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটাভাব' হেত্বধিকরণ মহাকালে ধরিয়া "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণ করা যে সম্ভব হয় না, সে সম্পর্কে অন্যরূপ কথা বলেন। তাঁহাদের অভিমত হইল যে, হেতুসমানাধিকরণ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে বা হেতু-

যন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অঘটক (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন) যে সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম (অর্থাৎ সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম) তদনবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে; অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্ম তদনবচ্ছিন্ন যে হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ব্যাপ্তির লক্ষণে নিবেশ করিতে হইবে। এইরূপ নিবেশ না করিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির অভাব বা পর্ব্বতে বহ্নিঘটোভয়াভাব ধরা যায়। ইহাতে মহানসীয় বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে মহানসীয় বহ্নিত্ব তন্মধ্যে বহ্নিত্ব থাকে, আবার বহ্নিঘটোভয়াভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে বহ্নিত্বঘটত্ব তন্মধ্যেও বহ্নিত্ব থাকে; ফলে সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে 'বহ্নিত্ব', এবং হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় অর্থাৎ পর্ব্বতনিষ্ঠ উক্ত প্রকার অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকও হইবে 'বহ্নিত্ব', এবং তাহাতে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব না হওয়ায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না বলিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। অর্থাৎ হেতুসমানাধিকরণে বা ধূমসমানাধিকরণে মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বা বহ্নিঘটোভয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব বহ্নিত্বে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকে থাকিয়া যায়, ফলে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুতে লক্ষণ সন্নিবেশ করা যায় না বলিয়া অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্ম তদনবচ্ছিন্নত্বে'র প্রবেশ ঘটিলে আর ঐ অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, এস্থলে 'বহ্নিত্ব' হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক; মহানসীয়-বহ্নির ক্ষেত্রে মহানসীয়ত্ব, এবং বহ্নিঘটোভয়ের ক্ষেত্রে বহ্নিঘটোভয়ত্ব হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্ম। এইরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা ঘট, পট প্রভৃতিতে থাকিতে পারে, কিন্তু মহানসীয়-বহ্নিতে বহ্নিঘট এতদুভয়েতে থাকিতে পারে না, ফলে পর্ব্বতে বা হেত্বধিকরণে বহ্নিঘটোভয়াভাব বা মহানসীয়-বহ্ন্যভাব ধরা যাইবে না, ঘটপটাদির অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ সমন্বয় হইবে, অব্যাপ্তিও আর হইবে না। ব্যাপ্তির লক্ষণে 'হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' নিবেশ করিয়া "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে পর্ব্বতে মহানসীয়-বহ্ন্যভাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তি হয় তাহা বারণ করা যায় না। কারণ,

মহানসীয়-বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব, এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব এই উভয়েতে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে, অর্থাৎ মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব উভয়ই এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ; কিন্তু উক্ত অভাবীয় প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকতা বহ্নিত্ব এবং মহানসীয়ত্ব এই দুইটিতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়া তবে উভয়েতে থাকে, প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক ভাবে না থাকিলে উভয়েতে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকিতে পারে না। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন নয় বলিয়া (কেননা, পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ বহ্নিত্বও হয় বলিয়া) হেত্বধিকরণে উক্ত মহানসীয়-বহ্ন্যভাবরূপ অভাব গ্রহণ করিলে অব্যাপ্তি বারণ হয় না। কারণ, প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকিয়া উভয়েতে থাকার ফলে যখন পর্য্যাপ্তি হয়, তখন সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ মহানসীয়ত্ব হইতে ভিন্ন হইয়া যায়, কেননা, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটি পৃথক ভাবে মহানসীয়ত্বেও থাকে, ফলে পর্ব্বতে মহানসীয়-বহ্নির অভাব ধরা যায়, এবং অব্যাপ্তিও হয়। অর্থাৎ পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে উভয়েতে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে থাকে, একভাবে থাকে না বলিয়া ঐরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণধর্ম্মের পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে উভয়-বৃত্তিত্ব সম্ভব হয় না, এবং তজ্জন্যই 'হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক' ব্যাপ্তিতে নিবেশ করিয়া পর্ব্বতে মহানসীয়-বহ্ন্যভাব ধরিয়া যে অব্যাপ্তি প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বারণ হয় না। ব্যাপ্তিতে 'সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্ম তদনবচ্ছিন্ন হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক' প্রবেশের দ্বারাই ঐ অব্যাপ্তি বারণ করিতে হইবে। এইরূপভাবেই প্রকৃতস্থলে, অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে মহাকালান্তত্ববিশিষ্টাভাব মহাকালে ধরিয়া অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। কারণ, বলা হইয়াছে যে, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্মানবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে। "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে সাধ্য 'ঘট' বলিয়া সাধ্যতা-বচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব'। হেতুমন্নিষ্ঠ মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাবের প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক হইল 'মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্য' এবং 'ঘটত্ব'; তন্মধ্যে 'ঘটত্ব' হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক, এবং 'মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্য' হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন

বা সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অঘটক সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্ম। মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্যরূপ ধর্ম্ম ঘটে আছে, এবং ঘট যেহেতু সাধ্য সেইজন্যই 'মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্য' বা মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্যরূপ ধর্ম্ম হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্ম; মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্য নিজে সাধ্যতাবচ্ছেদক নয় বলিয়া ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন। এখন, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাকে ঐরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্মের অনবচ্ছিন্ন হইতে হইবে। এস্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ সম্ভব নয়; কারণ, আলোচ্য স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্ম হইল 'মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্য; এবং হেতুমন্নিষ্ঠ মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকতার অঘটক, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ যে মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্যরূপ ধর্ম্ম তাহার অবচ্ছিন্নত্বই থাকিয়া যায়, অনবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, কারণ, ঐ অভাবের প্রতিযোগী হইল 'মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘট', ফলে প্রতিযোগিতাতে মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্যরূপ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব থাকিবেই। অতএব উক্ত অভাব হেত্বধিকরণে বা মহাকালে ধরা যায় না; কেননা, সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা গ্রহণ করার নির্দ্দেশ লক্ষণে আছে। এইরূপে হেত্বধিকরণ মহাকালে উক্ত 'মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাব' ধরা সম্ভব না হইলে উক্ত অভাব হেত্বধিকরণে ধরিয়া "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না, এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে উক্ত অভাব গ্রহণ করা অসম্ভব হওয়ায় উহাকে আর প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব বলা যায় না; এবং "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।—এইরূপ কথা অবশ্য কেহ কেহ বলেন; কিন্তু, ইহা চিন্তনীয়। অর্থাৎ, সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিলে এইরূপ অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে তাদৃশ প্রতিযোগিতাকাভাবের অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবের প্রসিদ্ধি হয় না, এবং এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়। "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'প্রমেয়ত্ব'; সমস্ত পদার্থই যেহেতু প্রমেয়ের বিষয় সেজন্য সমস্ত পদার্থেতেই 'প্রমেয়ত্ব' বা সাধ্যতাবচ্ছেদক থাকে। ফলে, 'ঘটত্ব', 'পটত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রমেয়ত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হইলেও ইহারা প্রমেয়ের অন্তর্গত বলিয়া এই সকল ধর্ম্মও সাধ্যনিষ্ঠধর্ম্ম হয়। ইহাতে প্রমেয়ান্তর্গত

'ঘটত্ব', 'পটত্ব' প্রভৃতি ধর্মগুলি প্রমেয়নিষ্ঠ (প্রমেয়ের বিষয় বা প্রমেয়ান্তর্গত বলিয়া প্রমেয়নিষ্ঠ) বা সাধ্যনিষ্ঠ 'ঘটত্ব' 'পটত্ব' প্রভৃতি ধর্ম সাধ্যতাবচ্ছেদক বা প্রমেয়ত্ব হইতে ভিন্ন ; সুতরাং, "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম যে ঘটত্ব, পটত্বাদি তদনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবের অপ্রসিদ্ধি হয়। এবং এই কারণেই "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব সম্ভব হয় না, কেননা, এরূপ স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যনিষ্ঠধর্ম হইল নিখিল-পদার্থবৃত্তিধর্ম ; এবং এইজন্য "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" স্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদকভিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠধর্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদক..." ইত্যাদি প্রকার ব্যাপ্তির লক্ষণে অব্যাপ্তি হয়। সেই কারণেই "সাধ্যতাবচ্ছেদকভিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠধর্মানবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা" ধরিয়া মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটাভাবের প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব নিষেধ যুক্তিযুক্ত নহে।

জাগদীশী—বস্তুতো যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টস্যানধিকরণত্বং হেতুমত ইত্যত্র অবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যমবশ্যং সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন এব বাচ্যং, অন্যথা তপ্তায়ঃপিণ্ডস্যাপি কালিকসম্বন্ধেন যদ্ধূমত্ববিশিষ্টং বহ্ন্যাদিকং সংযোগসম্বন্ধেন তদধিকরণতয়া ধূমবান্ বহ্নেরিত্যাদাবতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ ; এবং চ যত্র সমবায়েন ঘটত্ববিশিষ্টস্য কালিকসম্বন্ধেন সাধ্যতা, তত্র মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্য সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বম্ অপ্রসিদ্ধং স্বরূপসমবায়াভ্যামেব তত্র তথাত্বাৎ। বিশিষ্টনিরূপিতসমবায়স্য বা অনভ্যুপগমাৎ। অতস্তাদৃশাভাবমাদায় ন প্রসিদ্ধিসম্ভব ইতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ ঃ বস্তুতঃপক্ষে, 'যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে' ইত্যাদি এস্থলে অবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে অবশ্য সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেই বলিতে হইবে, অন্যথায় তপ্ত অয়ঃপিণ্ডেরও, কালিকসম্বন্ধে যাহা ধূমত্ববিশিষ্ট বহ্ন্যাদি, সংযোগসম্বন্ধে তদধিকরণতার দ্বারা "ধূমবান্

বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্ত্যাপত্তি হয়; এইরূপে যেস্থলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটত্ববিশিষ্টের কালিকসম্বন্ধে সাধ্যতা, সেস্থলে মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাবের সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অপ্রসিদ্ধ, (কারণ) স্বরূপসমবায়দ্বয়ই তথায় ঐরূপ হয় বলিয়া (সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হয় বলিয়া)। অথবা বিশিষ্টনিরূপিত সমবায়ের অভ্যুপগম হয় না বলিয়া। সেজন্য তাদৃশ অভাব গ্রহণের প্রসিদ্ধি সম্ভব হয় না— এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ পুনরায়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তির লক্ষণটিকে "যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক" এইরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ নিবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেকাবচ্ছিন্নকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে' থাকার অর্থই হইল 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ' (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন আর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট একই কথা)। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায়, কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', এবং 'বহ্নিত্ব' সমবায়সম্বন্ধেই থাকে। এই সমবায়সম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন, পটত্বাবচ্ছিন্ন প্রভৃতির অনধিকরণ হইল পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণ; এই প্রকার ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ 'বহ্নিত্ব' ভিন্ন, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তি হয় না। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক সমবায়সম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের বা ধূমত্ববিশিষ্টের বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইল হেত্বধিকরণ বা বহ্ন্যধিকরণ বা অয়োগোলক; অর্থাৎ হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে ধূমত্বাবচ্ছিন্নাভাব সম্ভব হয়; 'ধূম' যেহেতু সাধ্য, সেজন্য হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকায় "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে আর লক্ষণ যায় না, এবং অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নতে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধের নিবেশ না করিলে অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে ধূমত্ব কালিকসম্বন্ধে বহ্নিতে থাকিতে পারে, এবং তাহা হইলে কালিক-

সম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্ন বা ধূমত্ববিশিষ্ট হইবে বহ্নি; এই বহ্নি তদধিকরণে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ অয়োগোলকে সংযোগসম্বন্ধে থাকে। হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে বহ্নি থাকার অর্থ হইল হেত্বধিকরণে ধূমত্ববিশিষ্ট বা ধূমত্বাবচ্ছিন্ন থাকা; এইরূপে হেত্বধিকরণে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অস্তিত্ব সম্ভব হওয়ায় হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হইল না, কারণ, ধূম (ধূমত্বাবচ্ছিন্ন হইল ধূম) হইল সাধ্য; এই ধূম অয়োগোলকে না থাকিলেও কালিকসম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্ন হইল বহ্নি, এই ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-বহ্নি হেত্বধিকরণে থাকার অর্থ হইল সাধ্য হেত্বধিকরণে থাকা; এইভাবে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে অন্য অভাব ধরিতে হয়, এবং তাহাতে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ চলিয়া যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। এইরূপ অতিব্যাপ্তি কালিকসম্বন্ধে ধূমত্ববিশিষ্ট-বহ্নি গ্রহণের দ্বারাই হইয়াছে। এইজন্যই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নতে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধের নিবেশ করিতে বলা হইয়াছে। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে 'ধূম' 'সাধ্য' বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায়, এই সমবায়সম্বন্ধে ধূমত্ববিশিষ্ট হইল 'ধূম', 'বহ্নি' নহে; এই 'ধূম' হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে থাকে না, ফলে হেত্বধিকরণে বা অয়োগোলকে ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হয় বলিয়া "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং, অবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে ঈপ্সিত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৈশিষ্ট্যকে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে ধরিতে হইবে। এইরূপভাবেই বলা যায় যে, "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে 'মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটাভাব' ধরা যায় না। এস্থলে সাধ্য হইল 'ঘট', তাহা কালিকসম্বন্ধে কালে থাকে, কিন্তু সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', এবং 'ঘটত্ব' স্বাভাবিকভাবেই সমবায়সম্বন্ধে ঘটে অর্থাৎ সাধ্যে থাকে; সাধ্যতাবচ্ছেদক 'ঘটত্ব' সমবায়সম্বন্ধে থাকায় এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায়। সুতরাং, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন এস্থলে অবশ্যই সমবায়সম্বন্ধে ধরিতে হইবে; কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেই হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেকতাঘটক সমবায়সম্বন্ধে মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটাভাবের (এই অভাবই হেত্বধিকরণ মহাকালে ধরা হইয়াছে) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয় না।

কারণ, 'মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাবের' প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্য' এবং 'ঘটত্ব'; তন্মধ্যে 'মহাকালান্তত্ববৈশিষ্ট্য' থাকে স্বরূপ-সম্বন্ধে, এবং 'ঘটত্ব' থাকে সমবায়সম্বন্ধে; এবং এক্ষেত্রে মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বরূপ ও সমবায় সম্বন্ধে থাকে, শুধুমাত্র সমবায়সম্বন্ধের প্রসিদ্ধি ইহাতে হয় না। আবার, মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটত্ব' ধরিয়া 'ঘটত্ব' সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধকে এস্থলে 'বিশিষ্ট-সমবায়'সম্বন্ধ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ, বিশিষ্টনিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধের অভ্যুপগম হয় না, অর্থাৎ ইহার প্রমাণ নাই। সুতরাং, যেহেতু এস্থলে অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বরূপ ও সমবায় সম্বন্ধে থাকে, সেজন্য উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাঘটক সমবায়সম্বন্ধ নিবেশ করা যায় না। এইজন্য হেত্বধিকরণে উক্ত অভাব অর্থাৎ 'মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাব' ধরা যায় না; অর্থাৎ হেত্বধিকরণ মহাকালে 'মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাব' ধরিয়া "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। এই মতটি চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের উপদেশ।

জাগদীশী—কেচিত্তু, সাধ্যসাধনভেদেন ব্যাপ্তের্ভেদাৎ বিশিষ্ট-সাধ্যকস্থলে এব যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বং হেতুমত ইতি বক্তব্যম্ অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে তু যাদৃশপ্রতিযোগিত্বাশ্রয়ানধিকরণত্বং হেতুমত ইত্যেব লাঘবাৎ বক্তব্যম্। তথা চ শুদ্ধঘটস্য সাধ্যতায়াং মহাকালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাবোঽপি প্রতিযোগিসমানাধিকরণ এব, প্রতিযোগিতা চ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপালাঘবাৎ, ন তু প্রতিযোগিস্বরূপা, তেষাং নানাত্বেন গৌরবাদতো নৈকপ্রতিযোগ্যনধিকরণতামাদায় সংযোগিএতত্ত্বাদিত্যাদাবব্যাপ্তিরিত্যাহুঃ, তচ্চিন্ত্যম্। কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাদিত্যাদাব্যাপ্তিবারণার্থম্ এবাবিশিষ্টসাধ্যক-স্থলেঽপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বপ্রবেশস্য প্রামাণিকতয়া গৌরবস্য অকিঞ্চিৎকরত্বাদিতি।

অনুবাদ ঃ কেহ কেহ, কিন্তু—সাধ্য-সাধনভেদে ব্যাপ্তির ভেদে হয় বলিয়া লাঘব বশতঃ বিশিষ্টসাধ্যকস্থলেই যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্নানধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে (থাকে) ইত্যাদি বলা উচিত, কিন্তু, অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে যাদৃশ প্রতিযোগিতাশ্রয়ানধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে (থাকে), ইহাই বলা উচিত। সুতরাং শুদ্ধঘটের সাধ্যতাতে মহাকালান্যত্ব-বিশিষ্টঘটাভাবও প্রতিযোগিসমানাধিকরণই (হয়), এবং লাঘব বশতঃ প্রতিযোগিতা (হইল) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপা, কিন্তু প্রতিযোগিস্বরূপা নহে, (কারণ) তাহাদের (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিযোগিদের) নানাত্বের দ্বারা গৌরব হয় বলিয়া; সেজন্য, এক প্রতিযোগীর অনধিকরণতা গ্রহণ করিয়া "সংযোগী এতত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয় না—ইত্যাদি (কেহ কেহ) বলেন;—(কিন্তু), তাহা চিন্তনীয়। (কারণ) "কালো ঘটবান্ মহা-কালত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্য এই অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্ব প্রবেশের প্রামাণিকতার দ্বারা গৌরবের অকিঞ্চিৎকরত্ব হয়, ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা ঃ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে 'মহাকালা-ন্যত্ববিশিষ্টঘটাভাব' ধরিয়া অব্যাপ্তি বারণ করা যে সম্ভব হয় না সে সম্পর্কে কেহ কেহ, অর্থাৎ কোনো কোনো নৈয়ায়িক অন্য কথা বলেন। তাঁহাদের মতে সাধ্য-সাধন ভেদে অর্থাৎ হেতু-সাধ্য ভেদে ব্যাপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সেজন্য তাঁহারা বলিতেছেন যে, বিশিষ্টসাধকস্থলে অর্থাৎ "বিশিষ্টসত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলে ব্যাপ্তিতে "যাদৃশপ্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বং হেতুমতঃ" ইত্যাদির প্রবেশ আবশ্যক; তদ্ভিন্ন অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তিতে "যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়ানধিকরণত্বং হেতুমতঃ" ইত্যাদির প্রবেশই যথেষ্ট, সর্বত্র "যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়ানধি-করণত্বং হেতুমতঃ" ইত্যাদির প্রবেশ অনাবশ্যক; ইহাতে লাঘব হয়। "বিশিষ্ট-সত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলে বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা অনতিরিক্ত বলিয়া 'বিশিষ্টসত্তা নাস্তি' এই অভাব গুণ-কর্মে থাকিলেও এই অভাবের প্রতি-যোগিতার আশ্রয় বা অধিকরণ সত্তা হইয়া যায়, সেই সত্তার অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না; ফলে হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্তাভাব বা সাধ্যাভাব প্রতি-যোগিব্যধিকরণ অভাব না হওয়ায় ঐ অভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে ধরা যায় না, অন্য অভাব ধরিতে হয়; এই অসদ্ধেতুস্থলে এইভাবে হেত্ব-

ধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় অভাবান্তর ধরিলেই লক্ষণ সমন্বয় হয়, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কিন্তু, 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ' বলিলে আর ঐরূপ দোষ হয় না; কারণ, বিশিষ্টসত্তারূপ প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বলিলে শুধুমাত্র বিশিষ্টসত্তাই ধরা পড়ে, শুদ্ধসত্তা ধরা যায় না; বিশিষ্টসত্তারূপ প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশিষ্টসত্তাই হয়, কেবলসত্তা হয় না। ইহাতে হেত্বধিকরণ গুণ-কর্মে বিশিষ্টসত্তা বা সাধ্যের অভাব ধরিতে পারা যায়, অন্য অভাব ধরিতে হয় না, এবং ইহাতে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং এই অসদ্ধেতু-স্থলে অতিব্যাপ্তিও হয় না। কিন্তু, অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে, যথা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি স্থলে 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়ানধিকরণত্বং হেতুমতঃ' বলিলেই হয়; এইরূপ স্থলে ঘটপটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার আশ্রয় যে ঘটপট প্রভৃতি, তাহাদের অধিকরণ হেত্বধিকরণ বা ধূমাধিকরণ হয় না, ইহাতে লক্ষণ ঠিকই থাকে। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে ধূমনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার আশ্রয় যে ধূম সেই ধূমের অধিকরণত্ব অর্থাৎ তদধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে বা বহ্ন্যধিকরণে অর্থাৎ অয়োগোলকে থাকে না, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব থাকে, ফলে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ায় আর অতি-ব্যাপ্তি হইল না। সুতরাং, অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে ব্যাপ্তিতে 'যাদৃশপ্রতিযো-গিতাশ্রয়ানধিকরণত্বং হেতুমতঃ' কথার প্রবেশ হইলেই চলিবে; ইহাতে লাঘব হয়, অন্যথায় গৌরব দোষ হয়। "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলটিও অবিশিষ্টসাধ্যকস্থল, কারণ, এস্থলে সাধ্য হইল 'শুদ্ধঘট', 'বিশিষ্ট-ঘট' নহে। এস্থলে মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটাভাবের প্রতিযোগিতা হইল ঘটত্বস্বরূপ, কারণ, প্রতিযোগিতা হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ, এই ঘটত্বস্বরূপ প্রতিযোগিতার আশ্রয় হইল 'ঘট' বা 'শুদ্ধঘট', কোনো 'বিশিষ্ট-ঘট' নহে, কেননা, ঘটত্বের আশ্রয় সকল সময় 'সামান্য ঘট' বা 'শুদ্ধঘট'ই হয়; এই 'ঘট'রূপ প্রতিযোগিতাশ্রয়ের অনধিকরণ মহাকাল বা হেত্ব-ধিকরণ হয় না, কেননা, মহাকালে সমস্ত পদার্থই থাকে, এবং ঘটও থাকে। আর, মহাকালে ঘটাভাব চিন্তা করিলে খণ্ডকালে বা বিশিষ্টকালেও ঘটাভাব চিন্তা করা সহজেই যাইবে, ফলে প্রতিযোগীর অধিকরণেও ঐ অভাব থাকিয়া যাওয়ায় হেতুমন্নিষ্ঠ মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব না হইয়া প্রতিযোগিসমানাধিকরণ অভাব হইয়া পড়ে। সুতরাং 'মহা-

কালান্তত্ববিশিষ্টঘটাভাব' মহাকালে চিন্তা করিয়া "কালো ঘটবান্ মহা-কালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বলা হইল যে, প্রতিযোগিতা হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ; এ সম্পর্কে দুইটি মত প্রচলিত আছে; একটি মতে অভাবীয় প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ, এবং অপর মতে অভাবীয় প্রতিযোগিতা হইল প্রতিযোগিস্বরূপ। তন্মধ্যে প্রথম মতই যুক্তিসিদ্ধ; কারণ, অভাবীয় প্রতিযোগিতা যদি প্রতি-যোগিস্বরূপ হয় তাহা হইলে "সংযোগী এতত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়। এই স্থলটিতে সাধ্য হইল 'সংযোগ', 'সংযোগ' সকল সময়েই সমবায়সম্বন্ধে এতৎ, তৎ, অন্য, অপর প্রভৃতি দ্রব্যাশ্রয়ী। এই স্থলে হেতু হইল 'এতত্ব', হেত্বধিকরণ হইল এতৎ; এখন অভাবীয় প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিস্বরূপ হইলে সংযোগা-ভাবের প্রতিযোগিতাও প্রতিযোগিস্বরূপ বা সংযোগস্বরূপ হইবে। ফলে হেত্বধিকরণ 'এতৎ'তে অন্য এক প্রতিযোগীর বা অন্য এক সংযোগের অভাব ধরা যায়, কারণ, 'সংযোগ' ভিন্ন ভিন্ন, এবং বহু; সেজন্য চালনীয়ন্যায় অনুসারে এতৎ, তৎ, অন্য, অপর প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যাধিকরণেই অন্য, অপর প্রভৃতি সংযোগের অভাব ধরা সম্ভব হইয়া পড়ে, এবং ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হইয়া যাওয়ায় এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। অভাবীয় প্রতিযোগীতেই প্রতিযোগিতা থাকে, এই প্রতিযোগিতা প্রতি-যোগিস্বরূপ হইলে প্রতিযোগিব্যক্তিসমূহের নানাত্ব বা বহুত্ব বশতঃ গৌরব দোষ হয়, এবং তাহাতে উক্ত প্রকারে হেত্বধিকরণে এক প্রতিযোগীর অনধি-করণত্ব গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি হইয়া যায়। সেইজন্যই অভাবীয় প্রতিযোগিতাকে প্রতিযোগিস্বরূপ না ধরিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ ধরিতে হয়। তাহাতে উক্ত স্থলে সংযোগাভাবের প্রতিযোগিতা হইবে 'সংযোগত্ব', এবং এই 'সংযোগত্ব' হইল সংযোগসামান্যের ধর্ম্ম, ইহা সকল সংযোগেই থাকে; এবং এইরূপ হইলে আর একব্যক্তি সংযোগের অভাব অন্য দ্রব্যে চালনীয়-ন্যায় অনুসারে ধরিতে পারা যায় না; কারণ এতৎদ্রব্যে যে সংযোগ আছে তাহা অন্য দ্রব্যাশ্রয়ী সংযোগ হইতে ভিন্ন হইলেও 'সংযোগত্ব' বা প্রতি-যোগিতা প্রত্যেক সংযোগেই আছে; ফলে ঐরূপে হেত্বধিকরণে বা এতৎ-দ্রব্যে সংযোগাভাব ধরা যায় না, এবং অব্যাপ্তিও হয় না।

কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়ানধিকরণত্বং হেতুমতঃ' ইত্যাদি প্রকার লাঘব লক্ষণের সাহায্যে 'মহাকালান্তত্ববিশিষ্ট-

ঘটাভাব' মহাকালে ধরিয়া "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ সম্ভব নয় বলিয়া যে বলা হইয়াছে তাহা চিন্তনীয়, অর্থাৎ তাহা যুক্তি-যুক্ত কিনা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এই অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে অপ্রয়োজনীয় এবং নিষিদ্ধ 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বং হেতুমতঃ' ইত্যাদি লক্ষণ প্রয়োগ করিয়াও যদি "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হইত তাহা হইলে এই অবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে, অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে উক্ত প্রকার অপ্রয়োজনীয় লক্ষণ প্রয়োগজনিত যে গৌরব দোষ হয় তাহা অকিঞ্চিৎকর বা নগণ্য হইত; কিন্তু, বিশিষ্টসাধ্যকস্থলীয় 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বং হেতুমতঃ' ইত্যাদি লক্ষণ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" এই অবিশিষ্ট-সাধ্যকস্থলে প্রয়োগ করিয়া এস্থলের অব্যাপ্তি বারণ করিলে ক্ষতি কি? সুতরাং, 'কেচিত্তু'বাদিগণের এইপ্রকার পথনির্দ্দেশ বাহুল্য মাত্র।

দীধিতি—ন চ তাদৃশসম্বন্ধেন হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিদ্ব্যক্ত্য-বৃত্তিপ্রতিয়োগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্যকত্বমেব বক্তব্যং; তথা চ অবৃত্তিগগনাদ্যভাবব্যারিকৈব তৎসিদ্ধিঃ, সত্তাদ্যধিকরণ-কর্ম্মাদৌ সমবায়েন জ্ঞানসামান্যস্য সংযোগসামান্যস্য চ অবৃত্তের্নাতি-প্রসঙ্গঃ, ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্ববিশিষ্টগুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্ববিশিষ্ট-সত্ত্বাদিকন্তু ন মনোগুণাদিবৃত্তিঃ সংযোগসামান্যস্তু ন কিঞ্চিৎ দ্রব্যা-বৃত্তি ইতি বাচ্যম্। বিশিষ্টস্যানতিরিক্তত্বাৎ, সমবায়েন জাতেঃ সাধ্যত্বে মেয়ত্বাদাবতিব্যাপ্তিঃ জাতিমন্নিষ্ঠতাদৃশাভাবপ্রতিযোগি-তায়া জাতিত্বেনানবচ্ছেদাৎ, জাতিশূন্যে চ তাদৃশসম্বন্ধেন বৃত্তের-প্রসিদ্ধেঃ, সংযোগাদিসাধ্যকগুণকর্ম্মান্যত্বাদৌ চাতিব্যাপ্তি অদ্রব্যে হেতুমতি তাদৃশসম্বন্ধেন বৃত্তেরপ্রসিদ্ধেঃ দ্রব্যে চ সংযোগাদেরপি বৃত্তেঃ।

অনুবাদ: তাদৃশ সম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত্যবৃত্তি প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগিসামান্যকত্বই বক্তব্য; এবং তাহাতে

অবৃত্তি গগনাদির অভাবের দ্বারাই তৎসিদ্ধি (হয়); সত্তাত্ত্বধিকরণ কর্ম্মা-দিতে সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞানসামান্যের এবং সংযোগসামান্যের অবৃত্তি বশতঃ অতিপ্রসঙ্গ হয় না; ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্ববিশিষ্ট গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্ব-বিশিষ্টসত্তাদি, কিন্তু, মনোগুণাদিবৃত্তি নহে, সংযোগসামান্য কিন্তু কিঞ্চিৎ-দ্রব্যাবৃত্তি নহে,—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) বিশিষ্টের অনতিরিক্তত্ব বশতঃ সমবায়সম্বন্ধে 'জাতি' সাধ্যত্বে মেয়ত্বাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়), জাতিমন্নিষ্ঠ তাদৃশাভাব প্রতিযোগিতাতে জাতিত্বের দ্বারা অনবচ্ছেদ হয় বলিয়া, এবং জাতিশূন্যে তাদৃশ সম্বন্ধে বৃত্তির অপ্রসিদ্ধি বশতঃ, এবং হেত্ব-ধিকরণ অদ্রব্যে তাদৃশ সম্বন্ধে বৃত্তির অপ্রসিদ্ধি হয়, এবং দ্রব্যে সংযোগাদিরও বৃত্তি হয় বলিয়া সংযোগাদিসাধ্যক গুণকর্ম্মান্যত্বাদিতে অতিব্যাপ্তি বশতঃ (এরূপ বলা যায় না)।

ব্যাখ্যা: 'ন চ তাদৃশসম্বন্ধেন' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দীধিতিকার সার্ব্বভৌম মতের আশঙ্কা করিয়া তাহা নিবারণ করিতেছেন। সার্ব্বভৌম মতানুসারে ব্যাপ্তির লক্ষণে "তাদৃশসম্বন্ধেন হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিদ্ব্যক্ত্য-বৃত্তিপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্যকত্ব" নিবেশ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে আর অব্যাপ্তি হইবে না। তাদৃশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিতে অবৃত্তি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট যে প্রতিযোগিসামান্য সেই প্রতিযোগিসামান্যকাভাবই হইল হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব। হেত্বধিকরণে যে বস্তু বৃত্তি হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু অবৃত্তি হয়—হেত্বধিকরণা-বচ্ছেদে না হইয়া হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিতে অবৃত্তি হইলেই হইবে—সেই বস্তুর অভাব হেত্বধিকরণে অবশ্যই আছে; সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই বস্তুরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্যের অভাব হেত্বধিকরণে থাকাই হইল হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতি-যোগিব্যধিকরণাভাব। প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে "যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্ব-ধিকরণ" ইত্যাদি প্রকার লক্ষণের যে অসুবিধা ছিল তাহা আর থাকে না, এবং "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তিও বারণ হয়। কেননা, হেত্বধিকরণ মহাকালে গগন কখনও বৃত্তি হয় না; ফলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে, এস্থলে কালিকসম্বন্ধে, হেত্বধিকরণ মহাকালে অবৃত্তি যে গগন, (গগন

কোথাও কোনো সম্বন্ধেই বৃত্তি হয় না, এবং সেজন্য কালিকসম্বন্ধেও হয় না), সেই গগনাভাব-নিরূপিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগি-সামান্যের অভাব হেত্বধিকরণে বা মহাকালে থাকিয়া যায়, এবং সেকারণে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের প্রসিদ্ধি হওয়ায় "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে আর অব্যাপ্তি হয় না। ইহাতে "জ্ঞানবান্ সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তিও হয় না। এস্থলে হেতু হইল 'সত্তা', হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ হইল দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম; কিন্তু, সার্ব্বভৌমসম্মত ব্যাপ্তির লক্ষণ অনুযায়ী হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি হইলেই চলিবে, সমগ্র হেত্বধিকরণ না হইলেও চলিবে, ফলে, এস্থলে 'গুণ-কর্ম্ম' হইল যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণীভূতব্যক্তি ('যৎকিঞ্চিৎ' শব্দ থাকার ফলে দ্রব্যরূপ সত্তাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ গ্রহণ না করিলেও চলিবে)। এই গুণ-কর্ম্মরূপ যৎকিঞ্চিৎ সত্তাধিকরণীভূত বা হেত্বধিকরণীভূত ব্যক্তিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, এস্থলে সমবায় সম্বন্ধে (জ্ঞান আত্মারূপ দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল সমবায়) জ্ঞান বৃত্তি হয় না, বা জ্ঞান অবৃত্তি হয়; কেননা, জ্ঞান শুধুমাত্র আত্মাতেই সমবায়সম্বন্ধে থাকে, আর কোথাও কোনো সম্বন্ধেই থাকে না। ফলে, এই জ্ঞানাভাব-নিরূপিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগি-সামান্যাভাব যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠব্যক্তি গুণ-কর্ম্মে থাকিয়া যায়, ইহাতে হেত্বধিকরণে জ্ঞানাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় "জ্ঞানবান্ সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। পুনরায়, "সংযোগী সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা সত্তাধিকরণনিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎ গুণ-কর্ম্মরূপ ব্যক্তিতে সাধ্যতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধে (কারণ, সাধ্য 'সংযোগ' দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে) সংযোগ অবৃত্তি হয় (কেননা, দ্রব্য ব্যতীত 'সংযোগ' আর কোথাও থাকে না); ফলে, হেত্বধিকরণ গুণ-কর্ম্মে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় এস্থলেও আর অতিব্যাপ্তি হয় না। আরও, "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ", এবং "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলেও অতিব্যাপ্তি হয় না। "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা মূর্ত্তত্বাধিকরণনিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে 'মন' তাহাতে ভূতত্বমূর্ত্তত্ব এতদুভয়ের বৃত্তিতা থাকে না বা এতদুভয় অবৃত্তি হয়; ইহাতে পূর্ব্বপ্রকারে হেত্বধিকরণ মনে 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাব' বা সাধ্যাভাব থাকায় এস্থলে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। অনুরূপভাবে "গুণকর্ম্মান্যত্ব-

বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” এই অসদ্ধেতুস্থলেও হেত্বধিকরণীভূত বা জাত্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি গুণকর্ম্মে গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন বা গুণ-কর্ম্মান্যত্বসত্তাত্ববিশিষ্ট যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিসামান্য বা গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্টসত্তারূপ প্রতিযোগিসামান্য অবৃত্তি হয়; এবং এইরূপে হেত্বধিকরণ গুণ-কর্ম্মে সাধ্যাভাব বা গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাভাব ধরা যায় বলিয়া এস্থলেও অতিব্যাপ্তি হয় না। আরও, “সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ” এই সদ্ধেতুস্থলে ঐরূপ সার্ব্বভৌমমতসম্মত ব্যাপ্তির লক্ষণের দ্বারা অব্যাপ্তির আশঙ্কাও নাই। এই স্থলে হেত্বধিকরণ বা দ্রব্যত্বাধিকরণ যে দ্রব্য তাহাতে সকল সংযোগ যে সকল সময়েই থাকিবে এমন কোনো কথা নাই। ‘সংযোগ’ অবশ্য দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোথাও থাকে না; কিন্তু, চালনীয়ন্যায় অনুসারে এতৎ দ্রব্যে অন্য সংযোগের অবৃত্তিতা, অন্য দ্রব্যে অপর সংযোগের অবৃত্তিতা, অপর দ্রব্যে এতৎ সংযোগের অবৃত্তিতা ধরিয়া দ্রব্যে সংযোগসামান্যের অবৃত্তিতা সম্ভব হইতে পারে; অথবা একটি দ্রব্যে কোনো এক বিশেষ সংযোগের অবৃত্তিতা থাকিতে পারে; ফলে, উভয়প্রকারেই দ্রব্যে বা হেত্বধিকরণে সংযোগের অবৃত্তিতা বশতঃ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, এই আশঙ্কা থাকে না, কেননা, সংযোগাভাব-নিরূপিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিসামান্যের অভাব দ্রব্যে থাকে কি করিয়া? কোনো বিশেষ সংযোগের অভাব কোনো বিশেষ দ্রব্যে থাকিলেও সংযোগত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্যের অভাব দ্রব্যে থাকিবে এমন হয় না, দ্রব্যে কোনো না কোনো সংযোগ থাকিলেই সংযোগসামান্যের অভাব আর হইল না; এবং এইভাবে সংযোগত্বধর্ম্মবিশিষ্ট সংযোগসামান্যের অভাব দ্রব্যে না থাকিলেই আর হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিল না; অর্থাৎ সংযোগসামান্য কিঞ্চিৎ দ্রব্যে বা যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে অবৃত্তি হয় এরূপ বলা যায় না, এবং তাহা হইলেই আর “সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে “তাদৃশসম্বন্ধেন হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যবৃত্তিপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্যকত্ব” নিবেশ কর্ত্তব্য।—কিন্তু, এরূপ বলা যায় না; অর্থাৎ দীধিতিকার বলিতেছেন যে, ব্যাপ্তির লক্ষণে ঐরূপ নিবেশ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, ব্যাপ্তির লক্ষণে ঐরূপ নিবেশ করিলে “গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না, অতিব্যাপ্তি

থাকিয়াই যায়, কেননা, বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তারূপে এক এবং অনতিরিক্ত, অতিরিক্ত নহে। কেবলসত্তার এবং বিশিষ্টসত্তার অনতিরিক্তত্ব বশতঃ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ বা জাত্যধিকরণনিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎ গুণকর্ম্মে যেহেতু সত্তা থাকে, সেকারণে বিশিষ্টসত্তাও থাকে; ফলে গুণ-কর্ম্মে বা হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্তাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ায় "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। আরও, জাতিমান্ মেয়ত্বাৎ বা প্রমেয়ত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে 'জাতি' সাধ্য সমবায়-সম্বন্ধে ধরা হইয়াছে, সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এস্থলে সমবায়। মেয়ত্বাধিকরণ বা প্রমেয়ত্বাধিকরণ হইল দ্রব্যাদি সমস্ত পদার্থই বা সপ্তপদার্থই। হেত্বধিকরণীভূত বা প্রমেয়ত্বাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম তাহাতে জাতি থাকে বলিয়া দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে জাতি অবৃত্তি হয় না, ফলে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মরূপ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণব্যক্তিতে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব ধরা যায় না। অর্থাৎ, জাতিমন্নিষ্ঠ তাদৃশ প্রতিযোগিতা (জাতিমতে বা দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে আছে যে সমস্ত অভাব, জাতিমন্নিষ্ঠ তাদৃশ অভাবীয় প্রতি-যোগিতা) জাতিত্বাবচ্ছিন্ন হয় না; অর্থাৎ তাদৃশ অভাবীয় প্রতিযোগিতা (জাতিমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতা, বা দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতি-যোগিতা, অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতি-যোগিতা) জাতিত্বের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইলেই সেই প্রতিযোগিতাকাভাব আর জাতিত্বাবচ্ছিন্নাভাব বা জাত্যভাব হইবে না; সহজ কথায় হেত্বধি-করণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম সেই দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব ধরা যায় না। অপরদিকে, জাতিশূন্যে অর্থাৎ যেস্থলে 'জাতি' থাকে না অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে অর্থাৎ সামান্যাদিরূপ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধের অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের বৃত্তি-তারই প্রসিদ্ধি নাই; ফলে সামান্যাদিরূপ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে সমবায়-সম্বন্ধে কোনো অভাবই ধরা যাইবে না, এবং সমবায়সম্বন্ধে জাত্যভাবও ধরা যাইবে না। এইভাবে প্রমেয়ত্বাধিকরণের বা হেত্বধিকরণের কুত্রাপি 'জাত্যভাব' বা সাধ্যাভাব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না; ইহাতে এই অসদ্ধেতু-স্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় অভাবান্তর গ্রহণ করিতে হয়, এবং অভাবান্তর গ্রহণ করিলেই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। আরও, "সংযোগী গুণকর্ম্মান্যত্বাৎ" এই

অসদ্ধেতুস্থলেও সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণ গ্রহণে অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে হেতু হইল 'গুণকর্ম্মান্যত্ব', হেত্বধিকরণ হইবে গুণকর্ম্মান্য অর্থাৎ গুণ-কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থ, এবং সাধ্য হইল 'সংযোগ'; 'সংযোগ' সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। গুণ-কর্ম্ম ভিন্ন পদার্থ দ্রব্যে অর্থাৎ দ্রব্যরূপ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে 'সংযোগ' থাকে, সংযোগ দ্রব্যে অবৃত্তি হয় না, কারণ, সংযোগ সর্ব্বদাই দ্রব্যাশ্রয়ী; তাহা হইলে, হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে দ্রব্য তাহাতে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব গ্রহণ করা যায় না। এবং অপর দিকে, হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি সামান্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হয় না, ফলে সমবায়সম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কোনো অভাব সামান্যাদিতে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ইহাতে সামান্যাদি-রূপ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব থাকে না; ফলে হেত্বধিকরণের কোথাও সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ায় অসদ্ধেতুস্থলে অতি-ব্যাপ্তি হইয়া যায়। এই প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণ যে অযৌক্তিক এবং ত্রুটিপূর্ণ তাহা দীধিতিকার প্রমাণ করিলেন।

জাগদীশী—সার্ব্বভৌমমতমাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে, ন চ ইতি। বাচ্যমিতি পরেণান্বয়ঃ। তাদৃশসম্বন্ধেনেতি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন ইত্যর্থঃ। ইদং চাবৃত্তীত্যস্য প্রতিযোগিবৃত্ত্যা অন্বিতং। তাদৃশপদস্য প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধপরত্বে পুনরগ্রে প্রতিযোগিতাসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না গ্রাহ্যা। তাদৃশসম্বন্ধেন ইত্যস্য ফলমাহ সত্ত্বাদীতি। বিষয়তায়া বৃত্ত্যনিয়ামকত্বমতে সত্ত্ববতি ঘটাদৌ জ্ঞানাভাবস্য সহজত এব প্রতি-যোগিবৈয়ধিকরণ্যং সম্ভবতীত্যতঃ সংযোগসামান্যস্যেতি নাতিপ্রসঙ্গ ইতি জ্ঞানবান্ সংযোগবান্ বা সত্ত্বাদিত্যাদৌ নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। সত্তাবদ্বৃত্তিত্বসামান্যাভাবস্য সংযোগাদাবভাবাৎ উক্তাতিব্যাপ্তিবারণমেব যৎকিঞ্চিৎপদস্যাপি প্রয়োজনমিত্যবধেয়ম্। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-বিশিষ্টেত্যস্য ফলমাহ ভূতত্বেত্যাদি। স্বরূপং মনসঃ খণ্ডনাৎ ভূতত্ব-মূর্ত্তত্বোভয়সাধ্যকমূর্ত্তত্বস্য সদ্ধেতুতামাশঙ্ক্যাহ গুণকর্ম্মান্যত্বেত্যাদি।

বিশিষ্টান্তদ্বয়ং মনগুণয়োঃ ক্রমেণান্বিতম্। ইদং চ বিশিষ্টস্যানতিরিক্তত্বং বিশিষ্টধর্ম্মাবচ্ছিন্নাধেয়ত্বস্য অতিরিক্তত্বমিত্যভ্যুপেত্য অন্যথা সার্ব্বভৌমমতে উভয়ত্বস্যৈকবিশিষ্টাপরত্বে ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়গুণকর্ম্মান্যত্বসত্ত্বয়োরতিরিক্ততয়া তয়োঃ সহজত এব মনোগুণাদ্যবৃত্তিতয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টেত্যভিধানস্যাসঙ্গতিরিতি ধ্যেয়ম্। সামান্যপদস্য ফলমাহ সংযোগসামান্যস্থিতি। তথা চ সংযোগী দ্রব্যত্বাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিবারণার্থমেব সামান্যপদমিতি ভাবঃ।

অনুবাদ: সার্ব্বভৌম মতের আশঙ্কা করিয়া 'ন চ' ইত্যাদির দ্বারা (তাহা) নিরাস করা হইতেছে। 'বাচ্যম্' ইত্যাদি পরের সহিত অন্বয় হইবে। 'তাদৃশসম্বন্ধেন' ইত্যাদি (হইল) 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন' ইহাই অর্থ। এবং 'অবৃত্তি' ইত্যাদি ইহার 'প্রতিযোগী যে বৃত্তি' তাহার সহিত অন্বিত হইবে। 'তাদৃশ' পদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ গ্রহণে পুনরায় অগ্রে 'প্রতিযোগিতাসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' গ্রহণ করিতে হইবে। 'সত্ত্বাৎ' ইত্যাদিতে 'তাদৃশসম্বন্ধেন' ইত্যাদি ইহার ফল বলা হইতেছে। বিষয়তাসম্বন্ধের বৃত্ত্যনিয়ামকত্বমতে সত্ত্ববান্ ঘটাদিতে জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সহজেই সম্ভব হয় ইত্যাদি, সেজন্য 'সংযোগসামান্যস্য' ইত্যাদি নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যাদি, (অর্থাৎ "জ্ঞানবান্ সংযোগবান্ বা সত্ত্বাৎ" ইত্যাদিতে অতিপ্রসঙ্গ হয় না) ইহাই অর্থ। সত্ত্বাবদ্বৃত্তিত্বসামান্যাভাবের সংযোগাদিতে অবভাস হওয়ায় উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই 'যৎকিঞ্চিৎ' পদেরও প্রয়োজন, এইরূপ অবধান করিতে হইবে। 'ভূতত্ব' ইত্যাদির দ্বারা 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট' ইত্যাদি ইহার ফল বলা হইতেছে। স্বয়ং (দীধিতিকার) 'মন' খণ্ডন করেন বলিয়া ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়সাধ্যক মূর্ত্তত্বের সদ্ধেতুতা আশঙ্কা করিয়া 'গুণকর্ম্মান্যত্ব' ইত্যাদি বলা হইল। বিশিষ্টান্তদ্বয় মনগুণের সহিত ক্রমান্বয়ে অন্বিত হইবে। বিশিষ্টধর্ম্মাবচ্ছিন্ন আধেয়ত্বের অতিরিক্তত্ব ইত্যাদি (মত) গ্রহণ করিয়া বিশিষ্টের অনতিরিক্তত্ব (ধরা হইয়াছে), অন্যথায়, সার্ব্বভৌমমতে উভয়ত্বের একবিশিষ্টাপরত্বে ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয় (এবং) গুণকর্ম্মান্যত্ব সত্তা (ইহাদের) অতিরিক্ততার দ্বারা সহজেই তাহাদের মনোগুণাদিতে অবৃত্তিতার দ্বারা 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট'

ইত্যাদি অভিধানের অসঙ্গতি (হয়), এইরূপ চিন্তনীয়। 'সংযোগসামান্যং তু' ইত্যাদিতে 'সামান্য'পদের ফল বলা হইতেছে। সুতরাং "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি বারণের জন্যই 'সামান্য' পদ, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা ঃ "ন চ তাদৃশসম্বন্ধেন" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দীধিতিকার সার্ব্বভৌম মত খণ্ডন করিতেছেন। সার্ব্বভৌম মত অনুসারে ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্যবৃত্তি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগিসামান্যক যে অভাব তাহাই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব' এরূপ নিবেশ করিলে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে আর অব্যাপ্তি হয় না। হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব গ্রহণ করাই হইল কাম্য ; হেত্বধিকরণে যে বস্তু বৃত্তি হয় না তাহার অভাব অবশ্যই হেত্বধিকরণে থাকিবে। সুতরাং, ব্যাপ্তির লক্ষণে সোজাসুজি হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব গ্রহণের কথা না বলিয়া হেতুমৎ যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিতে—অর্থাৎ হেত্বধিকরণ হইয়াছে যে সমস্ত স্থল তাহাদের সকলকে না ধরিয়াও তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিকে (স্থলকে) ধরিলেও চলিবে, এই অর্থে—হেত্বধিকরণীভূত, অর্থাৎ হেত্বধিকরণ হইয়াছে যে সমস্ত স্থল, তাহাদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিতে (অর্থাৎ স্থলেতে) যে বস্তুর বৃত্তিতা নাই বা যে বস্তু অবৃত্তি হয় সেই যে বস্তু অর্থাৎ প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্যের অভাব থাকাই হইল হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব—এইভাবে সার্ব্বভৌম মতবাদিগণ বলেন। এস্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্দের অর্থ হইল হেত্বধিকরণ যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তিতে অবৃত্তি যে প্রতিযোগী তাহা, প্রতিযোগীর অধিকরণ ভিন্ন যে হেত্বধিকরণ এই অর্থে নহে। গগনের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অনধিকরণও অপ্রসিদ্ধ ; কিন্তু প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্দের অর্থ হেত্বধিকরণে অবৃত্তি যে প্রতিযোগী এইরূপ করিলে গগন কোথাও বৃত্তি না হওয়ায় গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইতে পারে। এইরূপ হইলে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে গগনের বৃত্তিতা না থাকায় সহজেই উক্ত প্রকারে হেত্বধিকরণে গগনাভাব ধরা যায়, এবং হেতুমন্নিষ্ঠ বা মহাকালনিষ্ঠ এই গগনাভাব ঐরূপভাবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যাওয়ায় এই স্থলে অব্যাপ্তি হয় না। 'বাচ্যম্' কথাটি পরের সহিত অন্বয় হইবে, অর্থাৎ 'ন চ বাচ্যম্' এইরূপ হইবে। 'তাদৃশসম্বন্ধেন' কথার অর্থ হইল 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন';

'অবৃত্তি' শব্দের অর্থ হইল প্রতিযোগীর অবৃত্তি, অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে বৃত্তি হয় না যে প্রতিযোগী, সেই বৃত্তির সহিত সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অন্বয় হইবে, সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অবৃত্তি, এইরূপ হইবে ; অর্থাৎ প্রতিযোগীর সহিত অবৃত্তির অন্বয় হইবে। 'তাদৃশসম্বন্ধেন' অর্থে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন' এই অর্থও অবশ্য করা যায় ; কিন্তু তাহা হইলে, অর্থাৎ দীধিতিগ্রন্থস্থিত 'তাদৃশসম্বন্ধে'র অর্থ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ না করিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ করিলে পুনরায় প্রতিযোগিতাতে অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ উক্ত প্রতিযোগিতাকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হয় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যকে গ্রহণ করিয়া প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ করিতে হইবে। তাহাই এস্থলে পুনরায় স্মরণ করা হইল।) "জ্ঞানবান্ সত্ত্বাৎ" বা "সংযোগবান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে 'তাদৃশসম্বন্ধেন' কথার ফল বলা হইতেছে। এই দুইটি অসদ্ধেতুস্থলে সত্তাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ গুণ-কর্ম্মে, অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে গুণ-কর্ম্ম তাহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমবায়সম্বন্ধে 'জ্ঞান' এবং 'সংযোগ' না থাকার জন্য সমবায়সম্বন্ধে বা সাধ্যতাচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎগুণকর্ম্মব্যক্তিতে (হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ হইল দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম, সেজন্য, গুণ-কর্ম্ম হইল হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি) 'জ্ঞান' ও 'সংযোগ' অবৃত্তি হয়, এবং তজ্জন্য 'জ্ঞান' ও 'সংযোগ' সাধ্য হওয়ায় হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যায়, এবং সেকারণে অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু, তাদৃশসম্বন্ধ না বলিলে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, কেননা, সকল পদার্থই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞান সকল পদার্থেই থাকে, সেজন্য জ্ঞানাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না, অন্য অভাব, অর্থাৎ অন্য কোনো প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব (ঘটপটাদির অভাব) ধরিতে হয়, এবং অভাবান্তর ধরিলেই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু বিষয়তাসম্বন্ধ যেহেতু বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধ নহে, ইহা বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধ, সেকারণে বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞান কোথাও বৃত্তি হয় না, ফলে হেত্বধিকরণ বা সত্তাধিকরণ ঘটাদি দ্রব্যে, গুণে,

কর্ম্মে জ্ঞান বা সাধ্য বৃত্তি হয় না। এমন কি, জ্ঞানাধিকরণ আত্মাতেও বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞানের বৃত্তিতা থাকে না, আত্মাতে জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে থাকে। ফলে, "জ্ঞানবান্ সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে সত্তাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে জ্ঞানের অবৃত্তিত্ব বশতঃ জ্ঞানাভাব সম্ভব হইয়া যায়, এবং সত্তাধিরকণ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে কুত্রাপি জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান না থাকায় ঐ অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়। এইরূপে, এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং অতিব্যাপ্তিও হয় না। "জ্ঞানবান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে 'তাদৃশসম্বন্ধের' অর্থ বিষয়তাসম্বন্ধ না ধরিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ধরিলেও অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না; কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এস্থলে সমবায়, সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞান আত্মাতে থাকিলেও গুণ-কর্ম্মে থাকে না। গুণ-কর্ম্ম হইল সত্তাধি-করণীভূত বা হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি; হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ-ব্যক্তিনিষ্ঠ, অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানাভাব বা সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়, এবং এইভাবে এস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। "সংযোগবান্ সত্ত্বাৎ" স্থলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎগুণকর্ম্ম-ব্যক্তিতে সংযোগের অর্থাৎ সাধ্যের বৃত্তিতা না থাকায় সত্তাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হয়, এবং সেজন্য অতিব্যাপ্তি হয় না। এস্থলে, সত্তাধিকরণের কিঞ্চিৎব্যক্তিতে সংযোগ বৃত্তি হয়, কিঞ্চিৎ-ব্যক্তিতে বৃত্তি হয় না, দীধিতিগ্রন্থে সার্ব্বভৌম মত আলোচনা করার সময় বলা হইয়াছে "হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে অবৃত্তি…" ইত্যাদি; এইরূপ 'যৎকিঞ্চিৎ' না বলিয়া যদি 'হেত্বধিকরণীভূতব্যক্তিতে অবৃত্তি' বা 'হেত্বধিকরণে বৃত্তিতাসামান্যাভাব' বলা হয় তাহা হইলে "সংযোগবান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে অতি-ব্যাপ্তি হয়। কারণ, হেত্বধিকরণে বা সত্তাধিকরণে বা সত্তাবতে সংযোগের বৃত্তিতাসামান্যাভাব সম্ভব নয়, বা সত্তাধিকরণীভূত ব্যক্তিসামান্যে, অর্থাৎ সত্তাধিকরণ হইয়াছে যে সকল ব্যক্তি তদ্ব্যক্তিসামান্যে, সংযোগের অবৃত্তিতা থাকে না, কারণ, দ্রব্যে সংযোগ থাকিবেই। হেত্বধিকরণীভূত বা সত্তাধি-করণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতেই সংযোগের অবৃত্তিতা সম্ভব হয়। সুতরাং লক্ষণের মধ্যে 'হেত্বধিকরণীভূত ব্যক্তিতে বা ব্যক্তিসামান্যে অবৃত্তি' কথা থাকিলে "সংযোগবান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে সত্তাধিকরণ দ্রব্যে সংযোগের অবৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি হেতু (অর্থাৎ, সত্তাধিকরণীভূতব্যক্তিসামান্যে সংযোগের অবৃত্তিতার

অপ্রসিদ্ধি হেতু) অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে; কিন্তু 'হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যবৃত্তি' বলিলে আর ঐরূপ অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না, কারণ সত্তাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে গুণ-কর্ম্ম তাহাতে সংযোগের অবৃত্তিতার প্রসিদ্ধি হয়; দ্রব্যে সংযোগের বৃত্তিতা থাকিলেও গুণ-কর্ম্মে সংযোগের অবৃত্তিতা থাকে বলিয়া আর বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে না, এবং এইজন্যই 'যৎকিঞ্চিৎ' পদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট' পদ নিবেশের ফলে "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ", এবং "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" এই দুইটি অসদ্ধেতুস্থলেও অতিব্যাপ্তি হয় না। মূর্ত্তত্বাধিকরণ যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি 'মনে' ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্ব-বিশিষ্টাভাব বা সাধ্যাভাব থাকে, কেননা, মনে ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয় বৃত্তি হয় না; ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। অপরদিকে জাত্যধিকরণ গুণ-কর্ম্মে বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন সত্তা বৃত্তি হয় না, ফলে, গুণকর্ম্মে বা হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্তাত্বাচ্ছিন্ন প্রতিযোগি-সামান্যকাভাব বা সাধ্যাভাব থাকায় "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলেও অতিব্যাপ্তি হয় না। দীধিতিগ্রন্থের "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্ব-বিশিষ্টগুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্ববিশিষ্টসত্তাদিকং তু ন মনোগুণাদিবৃত্তিঃ" অংশটি "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্ববিশিষ্টঃ ন মনোবৃত্তিঃ", এবং "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্ট-সত্তাত্ববিশিষ্টসত্তা ন গুণাদিবৃত্তিঃ" এইরূপে 'মন' এবং 'গুণাদির' সহিত 'বিশিষ্ট'পদদ্বয়ের অন্বয় হইবে। এখন, "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলে একটি বিষয় উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা আছে। দীধিতিকার এবং তৎসম্প্রদায়ের মতে বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তারূপে এক এবং অনতি-রিক্ত; কিন্তু ইহাদের অধিকরণ ভিন্ন, অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তার এবং কেবলসত্তার অধিকরণ এক এবং অনতিরিক্ত নহে, পৃথক পৃথক। এবং এইজন্য, গুণ-কর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তাত্ব, সেই বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্টসত্তাত্ববিশিষ্ট যে আধেয়তা তাহা কেবলসত্তা হইতে বা কেবলসত্তা-ত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা হইতে পৃথক বা ভিন্ন। এবং এই কারণেই লক্ষণে "যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যবৃত্তি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন" এইরূপ বলা হইয়াছে। লক্ষণে এই 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নে'র উল্লেখের ফলেই 'গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন' যে সত্তা, অর্থাৎ শুধুমাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া যে সত্তা থাকে, সেই সত্তাই ধরা পড়ে, অন্য সত্তা ধরা পড়ে না। সেই কারণেই

হেত্বধিকরণ বা জাত্যধিকরণ গুণ-কর্ম্মরূপ যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে 'গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন' সত্তার অবৃত্তিতা থাকায় গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্যের অভাব ধরা সম্ভব হয়, এবং ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হওয়ায় এস্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ হয়। অন্যথায়, লক্ষণে "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন" কথাটি না থাকিলে অসুবিধা হইত। কারণ, তাহা হইলে, হেত্বধিকরণে অবৃত্তি প্রতিযোগিসামান্যকাভাব গ্রহণের কথা থাকিত, এবং তাহাতে বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা সত্তারূপে এক ও অনতিরিক্ত বলিয়া গুণ-কর্ম্মে (হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে) সত্তাভাব গ্রহণ করা সম্ভব হইত না, কেননা, কেবলসত্তা গুণ-কর্ম্মে আছে, এবং অনতিরিক্তত্ব বশতঃ বিশিষ্টসত্তাও গুণ-কর্ম্মে থাকিয়া যায়; ফলে গুণ-কর্ম্মে বা হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্তা ব্যতীত অন্য অভাব চিন্তা করিতে হয়, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, লক্ষণে "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন"ত্বের প্রবেশ থাকায় আর ঐ অসুবিধা হইল না। ইহাই হইল লক্ষণস্থিত "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ-কাবচ্ছিন্ন" পদের উপযোগিতা। ইহা হইল দীধিতি সম্প্রদায়ের মত। কিন্তু, সার্ব্বভৌম মতে "উভয়ত্বম্ একবিশিষ্টাপরত্বং", এবং "বিশিষ্টং কেবলাদন্যৎ", অর্থাৎ 'উভয়ত্ব' হইল একবিশিষ্ট অপরত্ব, এবং 'বিশিষ্ট' হইল কেবল হইতে অন্য বা ভিন্ন। এইরূপ হইলে, 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়' হইল ভূতত্ব-বিশিষ্টমূর্ত্তত্ব, অর্থাৎ তাহা শুদ্ধ মূর্ত্তত্ব নহে; তাহা হইলেই মূর্ত্তত্বাধিকরণ 'মন' বাদ পড়িয়া যায়, কেননা, মনে মূর্ত্তত্ব থাকিলেও সেই মূর্ত্তত্ব ভূতত্ববিশিষ্ট-মূর্ত্তত্ব নহে; এবং ইহাতে সহজেই মূর্ত্তাত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ 'মনে' ভূতত্ববিশিষ্টমূর্ত্তত্বাভাব অর্থাৎ উভয়াভাব প্রতীত হয়; লক্ষণস্থিত "প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন" পদের সাহায্যে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি 'মনে' 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাভাব' আর বলিতে হয় না। এইরূপেই, গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা কেবলসত্তা হইতে ভিন্ন বা অন্য বলিয়া সহজেই হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি গুণ-কর্ম্মে গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার অবৃত্তিতা বশতঃ গুণ-কর্ম্মে বিশিষ্টসত্তাভাব প্রতীত হয়; এবং তজ্জন্য 'বিশিষ্ট-সত্তাত্বাবচ্ছিন্নাভাব' এইরূপ বলিয়া গুণ-কর্ম্মে বিশিষ্টসত্তাভাব গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। এইপ্রকারে লক্ষণস্থিত "প্রতিযোগিতাবচ্ছেকাবচ্ছিন্ন" পদটি ব্যর্থ ও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এস্থলে যখন সার্ব্বভৌম মতের আলোচনা করা

হইতেছে তখন সকল বিষয়ই সার্ব্বভৌম মত অনুসারেই আলোচনা করা উচিত ; সমালোচনার ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম মত গ্রহণ না করিতেও পারা যায়। এস্থলে যেহেতু সার্ব্বভৌম মতের সমালোচনা না করিয়া এই মত বিশ্লেষণ করা হইতেছে, তখন, সব কিছুই ঐ মত অনুসারেই হওয়া উচিত। কিন্তু, সকল বিষয় সার্ব্বভৌম মত অনুসারে গ্রহণ করিলে 'উভয়ত্ব' এবং 'বিশিষ্টে'র অর্থও সার্ব্বভৌম মত অনুযায়ী উক্তরূপ গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লক্ষণস্থিত "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন" পদের অসঙ্গতি প্রতিপাদিত হয়। সেইজন্যই জগদীশ বলিতেছেন যে, এস্থলে 'উভয়ত্ব' এবং 'বিশিষ্ট' পদের অর্থ সার্ব্বভৌম মত অনুসারে গ্রহণ করিলে চলিবে না ; দীধিতিকার এবং তৎসম্প্রদায়ের মতানুযায়ী "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়ত্ব" এবং "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা" পদ দুইটিকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই লক্ষণস্থিত "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন" পদের তাৎপর্য্য রক্ষিত হইবে। দীধিতিকারের এই ত্রুটিটুকু থাকিয়া যায়, এবং জগদীশ তাহা ঐরূপ ভাবে সংশোধন করার চেষ্টা করিলেন।

সার্ব্বভৌমমতসম্মত ব্যাপ্তির লক্ষণের শেষাংশে যে 'সামান্য' পদ আছে, অর্থাৎ "......প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্যকত্ব" ইহাতে যে 'সামান্য' পদ আছে তাহার উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্যই "সংযোগ-সামান্যস্ত ন কিঞ্চিৎদ্রব্যাবৃত্তি" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণে অব্যাপ্তি হয় না, এবং লক্ষণের 'সামান্য' পদটির দ্বারাই ঐ অব্যাপ্তি হইতে পারে না। এই স্থলটি সদ্ধেতুস্থল, এস্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ যৎকিঞ্চিৎদ্রব্যব্যক্তিতে সেই দ্রব্যনিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎ-সংযোগ ব্যতীত অন্য সংযোগের অভাব থাকিতে পারে। 'সংযোগ' অবশ্যই দ্রব্যনির্ভর, কিন্তু, এক বা একাধিক বিশেষ দ্রব্যে সমস্ত সংযোগ থাকিবে এমন কোনো কথা নাই ; ফলে কোনো বিশেষ দ্রব্যে যে সংযোগ থাকে তদ্ভিন্ন অন্য সংযোগের অভাব সেই বিশেষ দ্রব্যে থাকিয়া যায় ; ইহাতে হেত্বধিকরণ দ্রব্যে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব থাকায় এই সদ্ধেতু-স্থলে অব্যাপ্তি হয়। অপরদিকে, এক দ্রব্যে অন্য সংযোগাভাব, অন্য দ্রব্যে অপর সংযোগাভাব এইরূপে চালনীয়ন্যায় অনুসারে দ্রব্যে সংযোগাভাব থাকিয়া যাইবে, ফলে সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু, লক্ষণে 'সামান্য' পদ থাকিলে আর ঐরূপ অব্যাপ্তি হইতে

পারে না। কারণ, হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্তি ধরা গেল কোনো বিশেষ দ্রব্য, তাহাতে অবৃত্তি যে সংযোগ, অর্থাৎ সেই বিশেষ দ্রব্যে নাই যে সংযোগ, সেই সংযোগ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট, অর্থাৎ সংযোগাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগিসামান্য 'যাবৎ সংযোগ', এবং এই 'যাবৎ সংযোগ' হইল সংযোগত্ববিশিষ্ট ; এই সংযোগত্ববিশিষ্ট বা সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন বা সংযোগত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্য হইবে সকল সংযোগ, এই সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিসামান্যের বা সকল সংযোগের অভাব কোনো দ্রব্যেই থাকে না। ইহাতে, চালনীয়ন্যায় অনুসারে এক দ্রব্যে অন্য সংযোগাভাব ধরা সম্ভব হইলেও সেই এক দ্রব্যে যে সংযোগ আছে তাহার দ্বারাই দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব নিরস্ত হইবে ; এবং এক বিশেষ দ্রব্যে অন্য সংযোগাভাব থাকিলেই সেই সংযোগাভাবের প্রতিযোগী যৎকিঞ্চিৎসংযোগ হইবে, সংযোগত্ববিশিষ্টপ্রতিযোগিসামান্য হইবে না। এইরূপে, সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণের সাহায্যে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হয়।

জাগদীশী—বিশিষ্টস্যেতি বিশিষ্টনিরূপিতাধেয়ত্বস্য ইত্যর্থঃ। তথা চ বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেরিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। নন্বু তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নযৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদকপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বং সামান্যকাণ্ডেন বিবক্ষিতমতো নোক্তদোষ ইত্যত আহ সমবায়েন ইতি। নন্বু সমবায়েন জাতের্ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাৎ তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যমেব ন দেয়ং, দেয়ং চ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয়নিরুক্তৌ সাধ্যতাবচ্ছেদকে ব্যাপ্যবৃত্তিতানবচ্ছেদকবিশেষণমতো ন তত্র লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিরত আহ সংযোগাদীতি। গুণকর্ম্মান্যত্বেতি একৈকোপাদানে তত্রপ্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যং প্রসিদ্ধমত উভয়োপাদানম্ ; অদ্রব্যে গুণাদৌ সমবায়েন বৃত্তেঃ প্রসিদ্ধে অত আহ হেতুমতীতি। অত্র বিশিষ্টনিরূপিতাধেয়ত্বস্য অতিরিক্তত্বোপগমে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাববদ্ধেত্বধিকরণযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিবৃত্তিত্বসামান্যকত্বস্য বিবক্ষণান্নোক্তদোষ ইতি ইত্যস্মদ্গুরুচরণাঃ।

অনুবাদ : 'বিশিষ্টস্য' ইত্যাদি (হইল) 'বিশিষ্টনিরূপিত-আধেয়ত্বস্য', ইহাই অর্থ। সুতরাং "বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়), ইহাই ভাব। যদি বলা যায়, সামান্যকাণ্ডের দ্বারা তাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ-অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদক-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব বলা হইয়াছে, সেজন্য উক্ত দোষ (অতিব্যাপ্তি দোষ) হয় না, ইত্যাদি, সেইজন্যই 'সমবায়েন' ইত্যাদি বলা হইল। যদি বলা যায়, 'সমবায়েন জাতেঃ' (ইত্যাদিতে) ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বশতঃ তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যই দেয় নহে, এবং অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলীয় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (স্থলে) দেয়, (তথায়) সাধ্যতাবচ্ছেদকে ব্যাপ্যবৃত্তিতানবচ্ছেদক বিশেষণ (থাকে), সেজন্য, তথায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না, সেজন্য বলা হইল 'সংযোগাদি' ইত্যাদি। গুণকর্ম্মান্যত্ব' ইত্যাদি, একৈকোপাদানে তথায় প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রসিদ্ধি হয়, সেজন্য উভয়োপাদান ; অদ্রব্য গুণাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তির প্রসিদ্ধি হয়, সেজন্য বলা হইল 'হেতুমতি' ইত্যাদি। এস্থলে, বিশিষ্টনিরূপিত-আধেয়ত্বের অতিরিক্তত্ব গ্রহণ করিয়া স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাববদ্ধেত্বধিকরণযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিবৃত্তিত্ব-সামান্যকত্বের বিবক্ষণ বশতঃ উক্ত দোষ হয় না, ইহাই আমার (জগদীশ তর্কালঙ্কারের) পূজ্যপাদ গুরুর অভিপ্রায়।

ব্যাখ্যা : সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণের সাহায্যে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি যে বারণ হয় তাহা বলা হইল ; কিন্তু দীধিতিকার বলিতেছেন যে, তাহা হয় না, অর্থাৎ সার্ব্বভৌম মত অনুসারে ঐ অব্যাপ্তি বারণ হয় না, কেননা, ঐ লক্ষণ শুদ্ধ নহে, এবং তজ্জন্যই দীধিতিকার "ন চ—বাচ্যম্" ইত্যাদি কথার দ্বারা সার্ব্বভৌম মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সার্ব্বভৌমকৃত উক্ত লক্ষণের দ্বারা "বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ", "জাতিমান্ মেয়ত্বাৎ", "সংযোগী গুণকর্ম্মান্যত্বাৎ" স্থলগুলিতে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। "বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে বিশিষ্টসত্তা বা সাধ্য হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়। কারণ, বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা এক ও অনতিরিক্ত ; হেত্বধিকরণীভূত বা জাত্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি গুণ-কর্ম্মে সত্তা অবশ্যই থাকে ; এবং বিশিষ্টসত্তার ও কেবলসত্তার অনতিরিক্তত্ব বশতঃ সত্তা গুণ-কর্ম্মে থাকার ফলে বিশিষ্টসত্তা বা সাধ্য হেত্বধিকরণে বা গুণ-কর্ম্মে থাকিয়া যায়, ফলে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায়

অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে এই অতিব্যাপ্তির উত্তরে অবশ্য একটি কথা বলা যাইতে পারে। সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণে যে 'সামান্য' পদ আছে, অর্থাৎ "প্রতিযোগিসামান্যকত্ব" ইত্যাদিতে যে 'সামান্য' পদ আছে তাহার অর্থ হইল 'যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণীভূত-(বা যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণনিষ্ঠ)-অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদকপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব'। এস্থলে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি হইল গুণ-কর্ম্ম, এই গুণ-কর্ম্মে আছে ঐ যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণনিষ্ঠ-অধিকরণতা (অধিকরণে থাকে অধিকরণতা); এই প্রকার অধিকরণতার দ্বারা অবচ্ছিন্ন শুধুমাত্র গুণকর্ম্মই হইবে; এইরূপ অধিকরণতার নিরূপক হইল সত্তা, সেই সত্তাতে থাকিবে নিরূপকতা, এবং তাদৃশ অধিকরণতানিরূপকতাবচ্ছেদকধর্ম্ম হইবে সত্তাত্ব, অন্য ধর্ম্ম নহে; সুতরাং উক্ত তাদৃশ অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদকধর্ম্ম অবশ্যই সত্তাত্ব হইবে না এবং তাহা (অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদকধর্ম্ম) গুণ-কর্ম্মের ধর্ম্মও অবশ্যই হইবে না। লক্ষণের 'সামান্য' পদের অর্থাৎ সামান্যকাণ্ডের দ্বারা ঐরূপ নিরূপকতানবচ্ছেদক প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরনিষ্ঠ অধিকরণতানিরূপকতানবচ্ছেদক যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক,—ইহাই লক্ষণের অর্থ হইবে; ইহাতে বিশিষ্টসত্তাত্বটি যেরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয়, সেইরূপ গুণকর্ম্মনিষ্ঠ যে অধিকরণতা সেই অধিকরণতার নিরূপকতানবচ্ছেদকও হয়; এবং তাহা হইলেই বিশিষ্টসত্তাভাব বা সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে সম্ভব হয়, ফলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয়। এইরূপ ভাবে "বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ করা যাইতে পারে বলিয়াই "জাতিমান্ মেয়ত্বাৎ বা প্রমেয়ত্বাৎ" এই স্থলান্তর গ্রহণ করা হইয়াছে। "জাতিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ" ('মেয়ত্ব' ও 'প্রমেয়ত্ব' একই কথা) স্থলে হেত্বধিকরণ বা প্রমেয়ত্বাধিকরণ হইল দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থই। তন্মধ্যে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে যেহেতু জাতি থাকে সেজন্য দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে জাত্যভাব গ্রহণ করা যায় না, অপরদিকে, সামান্য, সমবায়, বিশেষ ও অভাবে যেহেতু সমবায়সম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হয় না সে কারণে সামান্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ('জাতি' সাধ্য সমবায়সম্বন্ধে থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়) জাত্যভাব গ্রহণ করা সম্ভবই হয় না, কেননা, সামান্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার প্রসিদ্ধিই নাই। ফলে হেত্বধিকরণের কুত্রাপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে এবং সামান্যাদিতে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব

ধরা যায় না। এইরূপে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত বা প্রমেয়ত্বাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে অবৃত্তি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট 'জাতি' এইভাবে হইতে পারে না, সুতরাং জাতিনিষ্ঠ প্রতিযোগিসামান্যকাভাব হেত্বধিকরণে গ্রহণ করা যায় না, অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকে না, ফলে অতিব্যাপ্তি হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় যে, "জাতিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ" স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, এবং এইরূপ স্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ উপাদেয় নয়, অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অর্থাৎ যে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল ব্যাপ্যবৃত্তিতানবচ্ছেদক, বা সাধ্যতাবচ্ছেদক যে স্থলে ব্যাপ্যবৃত্তিতাবচ্ছেদক নহে সেই সকল স্থলে 'প্রতিযোগিব্যধিকরণ' বিশেষণ উপাদেয়; সুতরাং, "জাতিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে যখন প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য অনুপাদেয় তখন প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব গ্রহণ করার প্রসঙ্গে "জাতিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ" এই স্থলান্তর গ্রহণের যৌক্তিকতা নাই, এবং ইহাতে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শনও এই কারণে অসঙ্গত, এবং এই স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ বিশেষণ দেওয়া না হইলে অতিব্যাপ্তি হইবেই না। এইরূপ কথা বলা যায় বলিয়াই "সংযোগী গুণকর্ম্মান্যত্বাৎ" এই স্থলান্তর গ্রহণ করা হইল। এই স্থলে সাধ্য হইল 'সংযোগ', হেতু হইল 'গুণকর্ম্মান্যত্ব', এবং হেত্বধিকরণ বা গুণকর্ম্মান্যত্বাধিকরণ হইল গুণকর্ম্মান্য, অর্থাৎ গুণকর্ম্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ। এই স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল, সেকারণে লক্ষণ সমন্বয়ের জন্য এস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরিতে হইবে, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হইলে অতিব্যাপ্তি হইবে। হেত্বধিকরণ হইল এস্থলে গুণ-কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্য, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। সাধ্য অর্থাৎ 'সংযোগ' দ্রব্যে থাকে, 'সংযোগ' যেহেতু দ্রব্যাশ্রয়ী সেজন্য দ্রব্যে সংযোগাভাব থাকে না। দ্রব্যে 'সংযোগ' সমবায়সম্বন্ধে থাকে, সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব ইহাদের কেহ কোথাও সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি হয় না, অর্থাৎ সামান্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার প্রসিদ্ধি নাই। সুতরাং তাদৃশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে, এস্থলে সমবায়সম্বন্ধে, হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে, অর্থাৎ এস্থলে সামান্যাদিতে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সংযোগের অবৃত্তি হয় বলা যায় না, অর্থাৎ সামান্যাদিতে

সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব গ্রহণ সম্ভব হয় না, এবং দ্রব্যে (অপর একটি হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে) সংযোগাভাব কখনই থাকে না, এইরূপে হেত্বধিকরণে বা গুণকর্ম্মান্যত্বাধিকরণে সাধ্যাভাব বা সংযোগাভাব সম্ভব না হওয়ায় অন্য প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব গ্রহণ করিলেই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এই স্থলটিতে হেতু হইল 'গুণকর্ম্মান্যত্ব', শুধু 'গুণান্যত্ব' বা শুধু 'কর্ম্মান্যত্ব' নহে। শুধু 'গুণান্যত্ব'কে বা শুধু 'কর্ম্মান্যত্ব'কে হেতু ধরিলে, অর্থাৎ 'গুণকর্ম্মান্যত্ব' এই উভয়োপাদান না করিয়া হয় 'গুণান্যত্ব', নতুবা 'কর্ম্মান্যত্ব' যে কোনো একটিকে উপাদান করিলে বা গ্রহণ করিলে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, 'গুণান্যত্ব'কে হেতু ধরিলে 'কর্ম্ম' হেত্বধিকরণ হইয়া যাইবে, এবং অপরদিকে 'কর্ম্মান্যত্ব'কে হেতু ধরিলে 'গুণ' হেত্বধিকরণ হইয়া যাইবে; 'গুণ' কিংবা 'কর্ম্ম' যে কেহ যদি হেত্বধিকরণ হইয়া যায়, তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি আর থাকে না, কারণ 'গুণ' ও 'কর্ম্ম' উভয়েতেই সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার প্রসিদ্ধি হয়। এবং গুণ কিংবা কর্ম্ম হেত্বধিকরণ হইলে গুণ কিংবা কর্ম্মরূপ হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিতে সংযোগের অবৃত্তিতা থাকার ফলে হেত্বধিকরণে সংযোগাভাব বা সাধ্যাভাব গ্রহণ সম্ভব হয় বলিয়া সংযোগাভাবই হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ায় আর এস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না; সেইজন্যই 'গুণান্যত্ব' বা 'কর্ম্মান্যত্ব' ইহাদের একটিকে হেতু না ধরিয়া 'গুণকর্ম্মান্যত্ব' এই উভয়োপাদানের দ্বারা হেতু গ্রহণ করা হইয়াছে। দীধিতিগ্রন্থে "……অদ্রব্যে হেতুমতি তাদৃশ-সম্বন্ধেন……" ইত্যাদিতে 'অদ্রব্য' শব্দটি শুধুমাত্র উল্লেখ না করিয়া 'হেতুমতি' কথাটিরও উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ 'অদ্রব্যে হেতুমতি' এইরূপ বলা হইয়াছে। শুধুমাত্র অদ্রব্যে তাদৃশ সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বলিলে যথার্থ হয় না; কারণ; গুণ-কর্ম্মও অদ্রব্য, এবং গুণ-কর্ম্মে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি হয় না, বৃত্তিতার প্রসিদ্ধিই হয়। এইজন্যই বলা হইল 'হেতুমতি' অর্থাৎ হেত্বধিকরণে, অর্থাৎ শুধুমাত্র অদ্রব্য হইলেই চলিবে না, অদ্রব্য হইয়াছে যে হেত্বধিকরণ তাহাতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার প্রসিদ্ধি হয় না। 'অদ্রব্য' শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য্য হইল যে, দ্রব্যে কখনও সংযোগাভাব থাকে না, থাকিলে অদ্রব্যেই থাকিবে, সেইজন্যই অদ্রব্যে সংযোগাভাব গ্রহণের কথা

বলা হইল ; কিন্তু, শুধুমাত্র 'অদ্রব্য' বলিলে বিপত্তির সম্ভাবনা থাকায় "অদ্রব্যে হেতুমত্তি' বলা হইল। এইরূপে "সংযোগী গুণকর্মান্যত্ব" স্থলে সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণানুসারে অতিব্যাপ্তি হয়। এইভাবে রঘুনাথ বলিলেন যে, "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ যে অব্যাপ্তি হয় তাহা বারণের জন্য সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুষ্ট এবং ত্রুটিপূর্ণ, এবং তজ্জন্য উক্ত স্থলগুলিতে অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং সার্ব্বভৌমকৃত লক্ষণ অগ্রাহ্য।

এস্থলে জগদীশ তাঁহার গুরু ভবানন্দ তর্কবাগীশের উপদেশ অনুসারে একটি পথ প্রদর্শন করিতেছেন, যাহার দ্বারা আলোচিত সমস্ত স্থলগুলির বিপত্তি দূর হইতে পারে। "স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাববদ্ধেত্বধিকরণযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিবৃত্তিত্ব-সামান্যকত্ব" লক্ষণে নিবেশ করিলে উক্ত স্থলগুলিতে আর কোনো অসুবিধা হয় না। স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব, অর্থাৎ হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিনিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব থাকিলে সেই হেতুসমানাধিকরণ অভাব হইবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ; 'স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক' পদে 'স্ব' পদে যে অভাবকে গ্রহণ করা হইয়াছে সেই অভাবই হইবে হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ('স্ব' অর্থে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব ধরিতে হইবে)। এই অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হইবে ব্যাপ্তি। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে পর্ব্বতাদি সেই পর্ব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে 'স্ব' অর্থে ঘটপটাদির অভাব ধরিয়া ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, অর্থাৎ পর্ব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে ; অপরদিকে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগ হওয়ায় পর্ব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে না, কিন্তু, ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকার ফলে উভয়াভাব থাকিয়া যায় ; এবং 'স্ব' পদে ঘটপটাদির অভাব ধরার জন্য এক্ষেত্রে ঘটপটাদির অভাব হইবে হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে ঘটত্ব

পটত্বাদি এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল বহ্নিত্ব, ইহাতে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্ভব হয়, এবং লক্ষণ সমন্বয়ও হয়, কোনো ক্ষতি হয় না। অপরপক্ষে, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে অয়োগোলক সেই অয়োগোলক-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে 'স্ব' অর্থে ধূমাভাব ধরিয়া স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব অর্থাৎ ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকিয়া যায়; 'ধূম' সাধ্য সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল সংযোগ, এই সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব অয়োগোলক-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে থাকে না, কিন্তু ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকার ফলে উভয়াভাব থাকিয়া যায়। তাহা হইলে এস্থলে 'স্ব' পদে যে ধূমাভাব ধরা হইয়াছে তাহাই হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব; কিন্তু 'ধূম' সাধ্য হওয়ায় ধূমাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণ বা বহ্ন্যধিকরণ অয়োগোলকে থাকিয়া যায়; হেত্বধিকরণে অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে এস্থলে ধূমত্ব, এবং 'ধূম' সাধ্য বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইবে ধূমত্ব, ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, এবং এইরূপে এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার ফলে কোনো দোষ হয় না। "জ্ঞানবান্ সংযোগবান্ বা সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে সত্তাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি গুণ-কর্ম্ম-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব নাই; কিন্তু 'স্ব' অর্থে জ্ঞানাভাব বা সংযোগাভাব ধরিয়া স্বপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব, অর্থাৎ জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব বা সংযোগত্বাব-চ্ছিন্নত্বাভাব গুণ-কর্ম্ম-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে থাকার ফলে উভয়াভাব থাকিয়া যায়, এবং জ্ঞানাভাব বা সংযোগাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। "ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়বান্ মূর্ত্তত্বাৎ" স্থলে মূর্ত্তত্বাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি মন-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে না; কিন্তু 'স্ব' পদে 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাব' ধরিয়া স্বপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে, ফলে উভয়াভাব থাকে, এবং হেত্বধিকরণে 'ভূতত্বমূর্ত্তত্বোভয়াভাব' প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়; এই অভাব যেহেতু সাধ্যাভাব সেজন্য অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ "জাতেঃ" স্থলে

জাত্যধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি গুণ-কর্ম-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকে না ; কিন্তু 'স্ব' পদে বিশিষ্টসত্তাভাব ধরিলে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় উভয়াভাব ঐ বৃত্তিতাসামান্যে থাকিল, এবং বিশিষ্টসত্তাভাব হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইল ; ইহাতে বিশিষ্টসত্তাভাব বা সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকায় আর অতিব্যাপ্তি হইল না। "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎদ্রব্যব্যক্তিনিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব ধরা যায় না, এবং 'স্ব' পদে 'সংযোগাভাব' ধরিলে সংযোগত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাবও ধরা যায় না, কেননা, দ্রব্যে কোনো না কোনো সংযোগ অবশ্যই থাকে বলিয়া সংযোগত্বাবচ্ছিন্নাভাব দ্রব্যে থাকিবে না, অর্থাৎ সংযোগত্বাবচ্ছিন্নাভাব দ্রব্য-নিরূপিতবৃত্তিতাসামান্যে থাকিবে না, ফলে উভয়াভাব হইল না ; অর্থাৎ 'স্ব' পদে 'সংযোগাভাব' না ধরিয়া অন্য অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই উভয়াভাব পাওয়া যাইবে। 'স্ব' পদে 'সংযোগাভাব' ধরা সম্ভব না হইলে সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হইতে পারে না, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব না থাকায় লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়, অব্যাপ্তি হয় না। "জাতিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ" স্থলে প্রমেয়ত্বাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি দ্রব্য-গুণ-কর্ম-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে 'স্ব' পদে জাত্যভাব ধরিয়া জাতিত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে না, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবও থাকে না ; ইহাতে উক্ত বৃত্তিতাসামান্যে উভয়াভাব ধরা যায় না, এজন্য হেত্বধিকরণে 'স্ব' বা সাধ্যাভাব না থাকায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিলেও অপরদিকে প্রমেয়ত্বাধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি সামান্যাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাভাব, অর্থাৎ জাতিত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবও থাকে, ইহাতে উভয়াভাবই থাকে ; ফলে 'স্ব' অর্থাৎ জাত্যভাব হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় ; এইভাবে এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে জাত্যভাব বা সাধ্যাভাব থাকায় আর অতিব্যাপ্তির অশঙ্কা থাকে না। "সংযোগী গুণকর্মান্যত্বাৎ" স্থলে গুণকর্মান্যত্বাধিকরণ যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি দ্রব্য-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে 'স্ব' পদে 'সংযোগাভাব' ধরিয়া সংযোগত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব ধরা যায় না, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-

সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবও ধরা যায় না ; ইহাতে 'স্ব' অর্থাৎ 'সংযোগাভাব' বা সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব না হওয়ায় অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব পাওয়া যায় না বলিয়া অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিলেও হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি সামান্যাদিনিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে সংযোগত্বাবচ্ছিন্নত্বাভাব, এবং বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব উভয়ই থাকার ফলে 'স্ব' অর্থাৎ 'সংযোগাভাব' হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব হইয়া যায় বলিয়া হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হয়, এবং অতিব্যাপ্তি হয় না। পরিশেষে, "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্তি মহাকাল-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকে না ; কিন্তু 'স্ব' অর্থে গগনাভাব স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাভাব, অর্থাৎ গগনত্বাবচ্ছিন্নাভাব থাকে বলিয়া উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং 'স্ব' অর্থাৎ গগনাভাব হেতুমন্নিষ্ঠ বা মহাকালনিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়। এই অভাবের, অর্থাৎ গগনাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল গগনত্ব, এবং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', ইহাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ও সাধ্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন হওয়ায় এস্থলে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না। "ইত্যস্মদ্গুরুচরণাঃ" ইত্যাদির দ্বারা জগদীশ তর্কালঙ্কার তদীয় গুরু শ্রীভবানন্দ তর্কবাগীশের মতানুসারে উক্ত প্রকার লক্ষণের সাহায্যে কিরূপে সকল বিপত্তি দূর করিয়া "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ করা যায় তাহা দেখাইলেন। এই প্রকরণ অনুযায়ী লক্ষণ সমন্বয়ের প্রসঙ্গে "বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে যেভাবে লক্ষণ সমন্বয় করা হইয়াছে তাহাতে 'বিশিষ্টসত্তানিরূপিত আধেয়তা', অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তা যে কেবলসত্তা হইতে অতিরিক্ত তাহাই ধরা হইয়াছে, (অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তা এবং কেবলসত্তা এক বা অনতিরিক্ত নহে, ইহারা অতিরিক্ত), এবং এই মত গ্রহণ করিয়াই ভবানন্দ তর্কবাগীশের মতানুসারে "বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ করা হইয়াছে। নচেৎ, বিশিষ্ট ও কেবল এক এবং অনতিরিক্ত হইলে অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না। সেইজন্যই বলা হইল "বিশিষ্টনিরূপিতাধেয়ত্বস্য অতিরিক্তত্বোপগমে"—ইত্যাদি।

জাগদীশী—নব্যাস্তু সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যধিকরণ-যাবদ্ধেত্বধিকরণকো যো যস্তদন্যত্বং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যং বাচ্যম্ ; অতো গগনাভাবমাদায়ৈব প্রসিদ্ধের্ন কোঽপি দোষঃ। ন চ এবং যৎ যৎ সম্বন্ধেন যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নানধিকরণং হেত্বধিকরণং তত্তৎসম্বন্ধান্যসাধ্য-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যমেব লাঘবাৎ ব্যাপ্তি-রস্তু ; তথা চ ঘটবান্ মহাকালত্বাদিত্যাদৌ সমবায়েন ঘটাত্যভাবোঽপি প্রতিযোগিব্যধিকরণঃ সম্ভবতীতি বাচ্যম্। ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বাৎ ইত্যাদৌ অব্যাপ্তেঃ, কেনাপি সম্বন্ধেন হেতুমতঃ, সাধ্যতাবচ্ছেদ-কাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বাসম্ভবাৎ ; তাদাত্ম্যেন তথাবিধানধিকরণত্বসম্ভ-বেঽপি দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ অন্ত্যাবয়বিভিন্নস্থূলদধিত্বাৎ ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিরিতি প্রাহুঃ।

অনুবাদ ঃ নব্যগণ কিন্তু,—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যধিকরণ যাবদ্ধেত্বধিকরণক যে যে (অভাব), তদন্যত্বকে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য বলিতে হইবে; সুতরাং, গগনাভাব গ্রহণের দ্বারাই (তাহার) প্রসিদ্ধি বশতঃ কোনও দোষ হয় না। এবং লাঘব বশতঃ যে যে সম্বন্ধে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ (হয়), তৎ তৎ সম্বন্ধ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্যই হইল ব্যাপ্তি; সুতরাং, "ঘটবান্ মহাকাল-ত্বাৎ" ইত্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে ঘটাত্যভাবও প্রতিযোগিব্যধিকরণ (ইহা) সম্ভব হয় ইত্যাদি,—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) "ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-দ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি হয় বলিয়া, (কেননা) কোনও সম্বন্ধে হেত্বধিকরণের সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় না বলিয়া ; তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তথাবিধ অনধিকরণত্ব সম্ভব হইলেও "দধিত্ববিশিষ্ট-প্রমেয়বান্ অন্ত্যাবয়বিভিন্নস্থূলদধিত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়),—ইত্যাদি উত্তম কথা বলেন।

ব্যাখ্যা ঃ নব্যগণ এস্থলে, অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য এক প্রকার উত্তম উপায়ের কথা বলেন। তাঁহাদের মতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যধিকরণ যাবৎ হেত্বধিকরণক যে যে অভাব, তদ্ভিন্ন অভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব, বা তদ্ভিন্নত্বই প্রতিযোগি-

বৈয়ধিকরণ্য। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে প্রতিযোগীর বা যে সমস্ত প্রতিযোগীর অধিকরণ হইয়াছে যাবৎ হেত্বধিকরণ বা সকল হেত্বধিকরণ, সেই হেত্বধিকরণক যে অভাব, অর্থাৎ সেইরূপ হেত্বধিকরণে থাকে যে যে অভাব, তত্তৎ অভাব ব্যতীত যাবৎ অভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব। "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে মহাকালে বা হেত্বধিকরণে সমস্ত জন্ম-পদার্থই থাকে; জন্ম-পদার্থ প্রতিযোগিক অভাবের প্রতিযোগী যে জন্ম-পদার্থ তাহা মহাকালে, অর্থাৎ যাবৎ হেত্বধিকরণে থাকে; সুতরাং জন্ম-পদার্থ প্রতিযোগিক অভাব ভিন্ন যে অভাব—যাহার প্রতিযোগী অবশ্যই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে না—সেই অভাবই হইবে এস্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব। এইভাবে মহাকালে গগনাভাব গ্রহণ করা যায়; কারণ, গগনাভাবের প্রতিযোগী যে গগন তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে মহাকালে অর্থাৎ যাবৎ হেত্বধিকরণে থাকে না। এইরূপে এস্থলে গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইয়া যায়, এবং এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'গগনত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদক 'ঘটত্ব' হইতে ভিন্ন; এইরূপে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে ধূমাভাব বা বহ্ন্যভাব চিন্তা করিলে ধূমাভাবীয় বা বহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগী যে ধূম বা বহ্নি, সংযোগসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই ধূমপ্রতিযোগীর বা বহ্নিপ্রতিযোগীর অধিকরণ হয় যাবৎ হেত্বধিকরণ বা পর্ব্বতাদি। সুতরাং, পর্ব্বতাদিতে ধূমাভাব বা বহ্ন্যভাব ব্যতীত অন্য সমস্ত অভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে বহ্ন্যভাব চিন্তা করিলে ঐ বহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগী যে বহ্নি তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে অয়োগোলকরূপ যাবৎ হেত্বধিকরণে থাকিয়া যায়; সুতরাং বহ্ন্যভাব ভিন্ন যে অভাব তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে; কিন্তু হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে বহ্ন্যভাব ভিন্ন অভাবরূপে ধূমাভাবও ধরা যায়, এইরূপে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না।

লাঘব হওয়ার জন্য নব্যগণের এই লক্ষণকে পরিবর্ত্তন করিয়া—যৎ যৎ সম্বন্ধে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ, তৎ তৎ সম্বন্ধ ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি—এইরূপ বলা যায়। ইহাতে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ মহাকালে কালিক-

সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে কেহ থাকে না ; ফলে, সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘটত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ ঘটের) অনধিকরণ হেত্বধিকরণ বা মহাকাল হইবে ; এই সংযোগ, সমবায় ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল কালিকসম্বন্ধ, এই কালিকসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ ঘটত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্নের (অর্থাৎ ঘটের) সামানাধিকরণ্য মহাকালে বা হেত্বধিকরণে থাকে, এই সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি ; এবং মহাকালে সংযোগ বা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাবচ্ছিন্নাভাব বা ঘটাভাব হইল প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে, "ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়। বলা হইয়াছে, যে সম্বন্ধে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ, সেই সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণই ব্যাপ্তি। তাহা হইলে, এই লক্ষণ অনুসারে প্রথমে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ভিন্ন কোন্ সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় তাহা দেখিতে হইবে ; পরে সেই সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন বা অন্য যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, তৎসম্বন্ধে সাধ্যসামানাধিকরণ্য ধরিতে হইবে। কিন্তু, "ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ ভিন্ন, অর্থাৎ এস্থলে সমবায়সম্বন্ধ ভিন্ন কোনো সম্বন্ধেই সাধ্যতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের, অর্থাৎ "ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বে"র অনধিকরণ হেত্বধিকরণ অর্থাৎ ঘট হয় না। 'ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব' সংযোগ বা স্বরূপসম্বন্ধে কোথাও থাকে না। ঘটত্ব, পটত্ব, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি কোথাও কখনও সংযোগ বা স্বরূপসম্বন্ধে থাকে না ; এবং থাকে না বলিয়াই ঐ সম্বন্ধে উক্তরূপ পদার্থগুলির অধিকরণত্ব বা অনধিকরণত্বের প্রশ্নই আসে না। কোনো সম্বন্ধে কোনো পদার্থের কোথাও অধিকরণত্ব না থাকিলে সেই সম্বন্ধে সেই পদার্থের অনধিকরণত্বও সম্ভব নয় ; কাহারও অধিকরণ সম্ভব না হইলে তাহার অনধিকরণ চিন্তা করা যায় না। এইজন্য সংযোগ এবং স্বরূপসম্বন্ধে 'ঘটবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টদ্রব্যত্বে'র ঘটে অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় না। আর, কালিকসম্বন্ধে "ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব' ঘটে থাকিয়া যায় বলিয়া কালিকসম্বন্ধে ঘটে 'ঘট-বৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বে'র অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় না, বরং অধিকরণত্বই সম্ভব হয়। অবশ্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বে'র প্রসিদ্ধি হয় ; এবং এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটে 'ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব' থাকে না বলিয়া ইহার অনধিকরণত্ব সম্ভব হয়। এইরূপ বলিলে, অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটে 'ঘট-

বৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বে'র অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় বলিলে "দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ স্থূলদধিত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়, এরূপ আপত্তি করা হইবে। দধির কোনো নিজস্ব পরমাণু নাই, দুগ্ধের পরমাণু সমবেত হইয়া দধিরূপ ধারণ করে। দুগ্ধ পরমাণু দ্ব্যণুক হইতে যখন ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু হয় তখন সেই ত্রসরেণুই দধিত্ববিশিষ্ট হয়; এই ত্রসরেণুরূপ দধি হইতেই স্থূলদধির সূত্রপাত হওয়ায় ত্রসরেণ্বাত্মক দধিতেও স্থূলদধিত্ব থাকে। এই ত্রসরেণু হইতে চতুরণুকাদিক্রমে পরিদৃশ্যমান স্থূলদধি হইয়া থাকে, এবং চতুরণুক দধি ত্রসরেণু দধিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এইরূপে পঞ্চরণুকাদি দধিও ক্রমান্বয়ে চতুরণুকাদি দধিতে সমবায়সম্বন্ধেই থাকে। এখন, প্রমেয় যেহেতু সমবায়সম্বন্ধে থাকে সেজন্য 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়'ও সমবায়সম্বন্ধে থাকিবে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সমবায়। সুতরাং, সমবায় ভিন্ন সংযোগ এবং স্বরূপসম্বন্ধে দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয় কোথাও থাকে না বলিয়া হেত্বধিকরণ স্থূলদধিতেও থাকে না। ইহাতে অধিকরণত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সংযোগ ও স্বরূপসম্বন্ধে অনধিকরণত্বও হয় না। কালিকসম্বন্ধে 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়' স্থূলদধিতে থাকে বলিয়া কালিকসম্বন্ধে 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়ে'র অনধিকরণত্ব হয় না। 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়' হইল দধিস্বরূপ, দধি দধিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে; অর্থাৎ 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়' তাদাত্ম্যসম্বন্ধে স্থূলদধিতে থাকে, ফলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে স্থূলদধিত্বের অনধিকরণত্ব থাকে না; অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়ে'র অনধিকরণ স্থূলদধি হয় না। সুতরাং এই অনধিকরণত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। এস্থলে অবশ্য বলা যায় যে, 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়' দধিস্বরূপ বলিয়া তাহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই থাকে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল এস্থলে তাদাত্ম্য। এই তাদাত্ম্য ভিন্ন সংযোগ এবং স্বরূপসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অনধিকরণত্ব অবশ্য হয় না, এবং কালিকসম্বন্ধে সাধ্য হেত্বধিকরণে থাকায় কালিকসম্বন্ধেও অনধিকরণত্ব হয় না। কিন্তু চতুরণুকরূপ দধি ত্রসরেণ্বাত্মক দধিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকায় সমবায়সম্বন্ধের প্রসিদ্ধি হয়; এবং অন্ত্যাবয়বী দধিতে সমবায়সম্বন্ধে 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়' বা দধি থাকে না, কারণ, "সমবায়েন দ্রব্যবত্ত্বিন্নত্বম্-অন্ত্যাবয়বিত্বং", অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে যাহা দ্রব্যবান্ নহে তাহাই অন্ত্যাবয়বী দ্রব্য। যথা কপালদ্বয়ে সমবায়সম্বন্ধে ঘট থাকে, কিন্তু, কপালসংযোগের পর যে ঘট বা যে অন্ত্যাবয়বী ঘট তাহাতে আর সমবায়সম্বন্ধে ঘট

থাকে না। এইরূপে অন্ত্যাবয়বী দধিতে সমবায়সম্বন্ধ না থাকায় অন্ত্যাবয়বী দধি বা হেত্বধিকরণ 'দধিত্ববিশিষ্ট প্রমেয়ের' বা সাধ্যের সমবায়সম্বন্ধে অনধিকরণ হইয়া যায়; এইজন্তই 'অন্ত্যাবয়বিভিন্ন' বলা হইল; অর্থাৎ স্থলটি "দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ অন্ত্যাবয়বিভিন্নস্থূলদধিত্বাৎ" এইরূপ বলা হইল। অন্ত্যাবয়বিভিন্ন দধিতে বা হেত্বধিকরণে আর সমবায়সম্বন্ধের অনধিকরণত্ব থাকে না, ফলে অব্যাপ্তি হয়; অর্থাৎ "যৎ যৎ সম্বন্ধেন যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নানধিকরণং হেত্বধিকরণং......" ইত্যাদি প্রকার লক্ষণ করিতে পারা যায় না; "সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যধিকরণযাবদ্ধেত্বধিকরণকো যো যত্তদন্যত্বং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যং"—ইত্যাদি প্রকার লক্ষণই করিতে হয়। নব্যগণ এইরূপ উত্তম কথা বলেন; অর্থাৎ এইপ্রকার লক্ষণের সাহায্যে নব্য নৈয়ায়িকগণ যে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ করিয়া থাকেন তাহা উত্তম এবং যুক্তিপূর্ণ।

দীধিতি—মৈবম্, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

অনুবাদ: এরূপ নহে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে পূর্ব্বোক্ত প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব সামান্যোভয়াভাবের বিবক্ষিতত্ব বশতঃ (আলোচ্য স্থলে অব্যাপ্তি হয় না)।

ব্যাখ্যা: দীধিতিকার "নমু অষ্টদ্রব্যাতিরিক্তদ্রব্যাত্মককালমাত্রবৃত্তিধর্ম্মস্য..." ইত্যাদির দ্বারা "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা এক্ষণে নিরাস করার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, "মৈবম্", অর্থাৎ 'মা এবম্'—এরূপ নহে, অর্থাৎ ঐ অব্যাপ্তি প্রকৃতপক্ষে হয় না, এবং ঐ অব্যাপ্তি বারণের জন্য যে সকল প্রয়াস হইয়াছে তাহা উক্ত অব্যাপ্তি বারণের প্রকৃত উপায় নহে। ঐ অব্যাপ্তি বারণের প্রকৃত উপায় আছে, এবং তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে। সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধসামান্যে পূর্ব্বোক্ত প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠা-

ভাবীয় যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্য এই উভয়াভাব যদি থাকে, অর্থাৎ, এই উভয়াভাব যদি সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসামান্যেতে থাকে তাহা হইলে ঐ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাব, এবং এই অভাবের তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই হইল ব্যাপ্তি। কোনো পদার্থ যখন অপর পদার্থে কোনো সম্বন্ধে থাকে তখন যে পদার্থটি থাকে তাহা হইল সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগী, এবং যে পদার্থতে থাকে তাহা হইল সেই সম্বন্ধের অনুযোগী। যথা, গুণ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে ; তাহা হইলে, এস্থলে গুণ হইল সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী, এবং দ্রব্য হইল সমবায়সম্বন্ধের অনুযোগী ; অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে সমবায়সম্বন্ধেতে গুণের প্রতিযোগিকত্ব থাকে, এবং দ্রব্যের অনুযোগিকত্ব থাকে। এইভাবে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যেতে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় যাদৃশপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্য এই উভয়াভাব যদি থাকে, তাহা হইলে, ঐ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাব, এবং ঐ অভাবের তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে ঘটপটাদির অভাব থাকে ; তাহা হইলে, এস্থলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ ঘটপটাদি অভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না (কারণ, ঘটপটাদি ভূতলাদিতে সংযোগসম্বন্ধে থাকার ফলে সেই সংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির প্রতিযোগিকত্ব থাকিতে পারে, বহ্নিসংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির প্রতিযোগিকত্ব থাকিতে পারে না) ; এবং ঐ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব বা পর্ব্বতানুযোগিকত্ব থাকে (কারণ, বহ্নি সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতে থাকে বলিয়া ঐ সংযোগের অনুযোগী হয় পর্ব্বত) ; ইহাতে এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতানুযোগিকত্ব থাকিলেও ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিকত্ব না থাকার ফলে উভয়াভাব পাওয়া গেল, এবং হেতুমন্নিষ্ঠ এই ঘটপটাদির অভাবই হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল এস্থলে 'বহ্নিত্ব', ইহারা ভিন্ন, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তি হয় না। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে ধূমা-

ভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, কিন্তু হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ-ব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব অর্থাৎ এস্থলে অয়োগোলকানুযোগিকত্ব থাকে না, কারণ, ধূম অয়োগোলকে না থাকার ফলে ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগসম্বন্ধে অয়োগোলকানুযোগিকত্ব থাকে না ; ইহাতে উভয়াভাব পাওয়া যায়, এবং হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয় না। "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে মহাকালে গগনের বৃত্তিতা থাকে না, কারণ, গগন কোনো সম্বন্ধে কোথাও থাকে না বলিয়া কালিকসম্বন্ধে মহাকালেও থাকে না। ফলে, সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠ বা মহাকালনিষ্ঠ গগনাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না, এবং হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব বা মহাকালানুযোগিকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে থাকিলেও উভয়াভাব সিদ্ধ হয়, এবং হেতুমন্নিষ্ঠ ঐ গগনাভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'গগনত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল এস্থলে 'ঘটত্ব' ; ইহারা ভিন্ন। প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক এই যে সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ 'ঘটত্ব' এই ঘটত্বাবচ্ছিন্নের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ ঘটের সহিত হেতুর বা মহাকালত্বের হেত্বধিকরণে বা মহাকালে সামানাধিকরণ্য হয় ; কারণ, মহাকালে কালিকসম্বন্ধে ঘট অবশ্যই থাকে, ইহাতে ব্যাপ্তি সম্ভব হয়, এবং লক্ষণ সমন্বয় হয়। সুতরাং, "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। দীধিতিকার এইভাবে এস্থলের অব্যাপ্তিটি বারণের ইঙ্গিত দিলেন ; অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে উক্ত প্রকার উভয়াভাবের বিবক্ষিতত্ব বশতঃই, অর্থাৎ উভয়াভাব নিবেশের দ্বারাই "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে উক্ত অব্যাপ্তিটি বারণ হইয়া যায়।

জাগদীশী—তাদৃশসামান্য ইত্যস্য পূর্ব্ববদর্থো বোধ্যঃ, কুত্রচিৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্য ইত্যেব পাঠঃ, বিবক্ষিতত্বাৎ ইতি অভাবান্তঃ মূলগ্রন্থেন ইত্যাদি। তথা চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতযৎ-

কিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাবস্তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকীভূতসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ। সম্বন্ধসামান্যে ইত্যুক্তৌ কালিকসম্বন্ধে ধূমপ্রতিযোগিকত্বায়ঃপিণ্ডানুযোগিকত্বোভয়সত্ত্বাৎ ধূমবান্ বহ্নেঃ ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ অতঃ সাধ্যতাবচ্ছেদক ইতি। সমবায়িনঃ সংযোগেন সাধ্যতায়াং জাতিমত্ত্বাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতসমবায়াত্মকধর্ম্মে সমবায়িত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণগুণাদ্যনুযোগিকত্ব-উভয়সত্ত্বেন সাধ্যাভাবস্য লক্ষণাঘটকত্বাৎ অতঃ সম্বন্ধপদং। যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নসংসর্গতাকপ্রকৃতসাধ্যকানুমিতিঃ ফলং তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নসম্বন্ধসামান্য ইতি তু ফলিতার্থঃ। ঘটীয়সংযোগে পর্ব্বতীয়সংযোগে বা হেতুমন্মহানসানুযোগিকত্ব-বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বোভয়াভাবসত্ত্বাৎ বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ, অতঃ প্রথমং সামান্যপদং, তথা চ মহানসীয়বহ্নিসংযোগ এব তাদৃশোভয়াভাববিরহাৎ নাব্যাপ্তিঃ। সংযোগসামান্য এব হেতুমদয়োগোলকানুযোগিকত্বধূমত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বোভয়াভাবসত্ত্বাৎ ধূমবান্ বহ্নেরিত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তিঃ।

অনুবাদ : 'তাদৃশসম্বন্ধসামান্য' ইত্যাদি ইহার পূর্ব্ববৎ অর্থ বুঝিতে হইবে, কোথাও 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্য' ইহাই পাঠ (আছে), 'বিবক্ষিতত্বাৎ' ইত্যাদি (হইল) অভাবান্ত মূলগ্রন্থের দ্বারা (বিবক্ষিতত্ব বশতঃ) ইত্যাদি। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্য (এই) উভয়াভাব (থাকিলে) তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকীভূত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি, ইহাই অর্থ। 'সম্বন্ধসামান্য' ইত্যাদি উক্তিতে কালিকসম্বন্ধে ধূমপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) অয়ঃপিণ্ডানুযোগিকত্ব (এই) উভয় থাকার ফলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য 'সাধ্যতাবচ্ছেদক' ইহা (বলা হইল)। সমবায়ীর সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাতে জাতিমত্ত্বাদিতে অতিব্যাপ্তি (হয়), (কারণ), সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতসমবায়াত্মকধর্ম্মে সমবায়িত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বধিকরণগুণাদ্যনুযোগিকত্ব (এই) উভয় থাকার ফলে সাধ্যা-

ভাবের লক্ষণের অঘটকত্ব হয় বলিয়া, সেজন্ত 'সম্বন্ধ'পদ। যদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন সংসর্গতাক প্রকৃতসাধ্যানুমিতিফল তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন সম্বন্ধসামান্ত, ইহাই কিন্তু ফলিতার্থ। ঘটীয়সংযোগে, অথবা পর্ব্বতীয়সংযোগে হেতুমন্মহানসানুযোগিকত্ব (এবং) বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব (এই) উভয়াভাব থাকার ফলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়), সেজন্ত প্রথম 'সামান্ত'পদ; তাহা হইলে, ('সামান্য' পদ নিবেশ করিলে) মহানসীয়বহ্নিসংযোগেই তাদৃশোভয়াভাব না থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। সংযোগসামান্তেই হেতুমদয়ো-গোলকানুযোগিকত্ব (এবং) ধূমত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব (এই) উভয়াভাব থাকার জন্ত "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা বারণের জন্তই দীধিতিকার "নৈবম্" ইত্যাদি গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন। ব্যাপ্তির লক্ষণে "তাদৃশসম্বন্ধসামান্তে বা সাধ্যতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধসামান্তে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব-হেত্বধিকরণীভূতযৎ-কিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্তোভয়াভাব" নিবেশ করিলেই "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি দূর হইয়া যায়। অর্থাৎ, দীধিতিগ্রন্থের "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি দূর হইয়া যায়। দীধিতিগ্রন্থের "সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্তে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব..." ইত্যাদি পাঠের পরিবর্ত্তে কোনো কোনো গ্রন্থে "তাদৃশসম্বন্ধসামান্তে নিরুক্তপ্রতিযোগি-প্রতিযোগিকত্ব........." ইত্যাদি পাঠ আছে। যে সকল গ্রন্থে "তাদৃশসম্বন্ধ-সামান্তে......" এইরূপ পাঠ আছে সেরূপ স্থলে "তাদৃশসম্বন্ধসামান্ত" কথার অর্থ পূর্ব্ববৎ বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ "তাদৃশসম্বন্ধসামান্ত" অর্থে "সাধ্যতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত" বুঝিতে হইবে। কোনো কোনো গ্রন্থে অবশ্ত "সাধ্যতা-বচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত" এই পাঠেরই উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান গ্রন্থেও তাহাই আছে; যেস্থলে নাই, অর্থাৎ যেস্থলে "তাদৃশসম্বন্ধসামান্ত" পাঠ আছে সেস্থলে এইরূপই বুঝিতে হইবে। দীধিতিগ্রন্থের "বিবক্ষিতত্বাৎ" অর্থাৎ "......... উভয়াভাবস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ" কথার অর্থ হইল গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল গ্রন্থের "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব......" ইত্যাদিতে এই "অভাব" শব্দ পর্য্যন্ত কথার দ্বারা বিবক্ষিতত্ব বশতঃ, অর্থাৎ ঐ "অভাব" পর্য্যন্ত কথার দ্বারা বলার ফলেই অব্যাপ্তি বারণ হয়; অর্থাৎ গঙ্গেশের মূল গ্রন্থের "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব" পর্য্যন্ত গ্রন্থটিকে

"সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণী-ভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাব" এইভাবে বলিলে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়। এবং সাধ্যতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে এই যে উভয়াভাব, এই উভয়াভাবান্তর্গত যে হেতু-মন্নিষ্ঠাভাব (অর্থাৎ যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বাভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে সেই হেতুমন্নিষ্ঠাভাব), সেই হেতুমন্নিষ্ঠা-ভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্নের সহিত হেত্বধিকরণে হেতুসামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। দীধিতিগ্রন্থে যে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে' কথার উল্লেখ আছে তাহাতে 'সাধ্যতাব-চ্ছেদক' শব্দের তাৎপর্য্য কি ? অর্থাৎ কেবলমাত্র 'সম্বন্ধসামান্যে' কথার উল্লেখ থাকিলে কি ক্ষতি হইত ? কেবলমাত্র 'সম্বন্ধসামান্যে' কথার উল্লেখ থাকিলে অবশ্যই ক্ষতি হইত, কেননা, তাহা হইলে, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে 'সম্বন্ধসামান্য' অর্থে যে কোনো সম্বন্ধকে ধরা যায় বলিয়া কালিকসম্বন্ধকেও ধরা যাইবে, ফলে 'সম্বন্ধসামান্য' অর্থে যে কোনো সম্বন্ধরূপে কালিকসম্বন্ধে ধূমপ্রতিযোগিকত্ব, অর্থাৎ ধূমপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যাইবে, প্রতিযোগিকত্বাভাব থাকিবে না ; এবং হেত্বধিকরণীভূত বা বহ্ন্যধি-করণীভূত যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোকিত্ব, অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎব্যক্তিরূপে অয়োগোলক ধরিলে অয়োগোলকানুযোগিকত্ব কালিকসম্বন্ধে থাকিয়া যায় ; কেননা, কালিকসম্বন্ধে 'ধূম' কালে এবং সমস্ত জন্য-পদার্থেই থাকিবে, এবং অয়ো-গোলকেও থাকিবে। এই কালিকসম্বন্ধে 'ধূম' কালে এবং সমস্ত জন্য-পদার্থতে থাকিতে পারে বলিয়াই কালিকসম্বন্ধেতে ধূমপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, ধূমপ্রতি-যোগিকত্বাভাব থাকে না ; ফলে কালিকসম্বন্ধে উভয়াভাব না থাকায় 'ধূমা-ভাব' আর হেতুমন্নিষ্ঠাভাব হইবে না, এবং প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবও হইবে না ; ইহাতে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে ধূমাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু, 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে' বলিলে আর ঐরূপ দোষ হয় না। কারণ, এস্থলে, অর্থাৎ "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল 'সংযোগ', 'কালিক' নহে ; এই 'সংযোগ-সম্বন্ধে' ধূম অয়ঃপিণ্ডে থাকে না' বলিয়া সংযোগসম্বন্ধেতে ধূমপ্রতিযোগিকত্ব থাকিলেও অয়ঃপিণ্ডানুযোগিকত্ব থাকে না ; এবং ইহাতে উভয়াভাব সম্ভব হওয়ায় হেত্বধিকরণে ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব সিদ্ধ হয়, এবং অতিব্যাপ্তি

হয় না।

পুনরায়, 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে' কথার মধ্যে 'সম্বন্ধ' শব্দের তাৎপর্য্য কি? 'সাধ্যতাবচ্ছেদক' বলিলেই তো সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের অনুভব হইবে, সুতরাং পৃথক ভাবে 'সম্বন্ধ' পদের উল্লেখ কেন? "সমবায়ী জাতি-মত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্য হইল 'সমবায়ী'; কিন্তু বলা হইয়াছে 'সমবায়িনঃ সংযোগেন সাধ্যতায়াং', অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে সমবায়িসাধ্যকস্থলে সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব যাহাদের আছে তাহারাই সমবায়ী; অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি পদার্থ হইল সমবায়ী পদার্থ, কিন্তু ইহারা সকলে সংযোগসম্বন্ধে থাকে না, ইহাদের মধ্যে দ্রব্যই কেবলমাত্র সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে; এইভাবে সংযোগসম্বন্ধে 'সমবায়ী'কে সাধ্য ধরা হইয়াছে। সংযোগসম্বন্ধে 'সমবায়ী'কে সাধ্য ধরিলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে সংযোগ। সাধ্য 'সমবায়ী' হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ সাধ্যবৃত্তিধর্ম্ম হইল 'সমবায়িত্ব', এই সাধ্যতাবচ্ছেদক বা সমবায়িত্ব হইল সমবায়াত্মক ধর্ম্ম; অর্থাৎ 'সমবায়িত্ব' সমবায়ী সাধ্যের সাধ্যবৃত্তিধর্ম্মও বটে এবং সমবায়াত্মক-ধর্ম্মও বটে, অর্থাৎ সাধারণভাবে সমবায়ীর ধর্ম্ম'ও বটে। কেননা, সমবায় যাহার আছে বা যাহাতে আছে সেই সমবায়ী, অর্থাৎ সমবায়ধর্ম্মে ধর্ম্মী হইল সমবায়ী, এইভাবে সমবায় হইল সমবায়ীর ধর্ম্ম; আবার, 'সমবায়িত্ব' হইল সমবায়ীর ধর্ম্ম, ইহাতে 'সমবায়' এবং 'সমবায়িত্ব' এই দুইই সমবায়ীর ধর্ম্ম হইয়া যায়, এবং 'সমবায়' ও 'সমবায়িত্ব' একই ব্যাপার হয়, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকটি বা 'সমবায়িত্ব'টি সমবায়াত্মকধর্ম্মরূপে গণ্য হয়। 'সমবায়' যে পদার্থের যেরূপ ধর্ম্ম, 'সমবায়িত্ব'ও সেই পদার্থের তদ্রূপ ধর্ম্ম; অর্থাৎ 'সমবায়িত্ব' হইল সমবায়াত্মকধর্ম্ম। সমবায়সম্বন্ধে এক সমবায়ী অন্য সম-বায়িতে থাকে, অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে এক দ্রব্য অপর দ্রব্যে থাকে, যথা সমবায় সম্বন্ধে 'ঘট' কপালদ্বয়ে থাকে। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকে বা সমবায়িত্বতে অর্থাৎ সমবায়ে (কারণ, সমবায় ও সমবায়িত্ব একই পদার্থ) সমবায়ি-ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্ব বা সমবায়িপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, উক্ত প্রতিযোগিকত্বাভাব থাকে না; অপরদিকে, জাতিমত্ত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণ যে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম সেই দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে সমবায়সম্বন্ধে সমবায়ী থাকে বলিয়া সমবায়ে হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎগুণাদিব্যক্তির অনুযোগিকত্বও থাকে, ফলে সমবায়ে উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব

ধরা যায় না। এইরূপে "সংযোগেন সমবায়ী জাতিমত্বাৎ" এই অসদ্ধেতু-স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হইলেই তাহা লক্ষণের ঘটক হইত এবং অতিব্যাপ্তি নিষেধ হইত, তাহা না হওয়ায় দোষ অপরিহার্য্য হয়। কিন্তু, কেবলমাত্র সাধ্যতাবচ্ছেদক না বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বলিলে আর ঐ দোষ হয় না; কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল 'সংযোগ'; সংযোগসম্বন্ধে সমবায়ী হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ-ব্যক্তি গুণ-কর্ম্মে থাকে না; ফলে সংযোগসম্বন্ধেতে বা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেতে সমবায়িপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, কিন্তু হেত্বধিকরণীভূত গুণাদ্যনুযোগিকত্ব থাকে না, ইহাতেই উভয়াভাব সিদ্ধ হইবে এবং হেত্বধি-করণে সমবায়ীর অভাব সিদ্ধ হইবে বা সাধ্যাভাব পাওয়া যাইবে, এবং তাহা হইলেই হেত্বধিকরণ গুণ-কর্ম্মে সাধ্যাভাব বা সমবায়ীর অভাব থাকায় ফলেই অতিব্যাপ্তি বারণ হইয়া যাইবে। এইজন্যই 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ' বলা হইল; অর্থাৎ প্রকৃত সাধ্যকানুমিতিটি যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সংসর্গপর বা যদ্ধর্ম্মা-বচ্ছিন্ন সম্বন্ধপর হইবে, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে অনুমিতি হইবে, তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সম্বন্ধই হইবে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, এবং এই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে উভয়াভাব চিন্তা করিতে হইবে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে প্রকৃত বহ্ন্যনু-মিতিটি সংযোগত্বাবচ্ছিন্নসংসর্গতাক হইবে, 'অর্থাৎ সংযোগেন বহ্নিমান্' এই অনুমিতিই হইবে; সুতরাং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে 'সংযোগ', ইহাই ফলিতার্থ।

আরও, বলা হইয়াছে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে', এস্থলের এই 'সামান্য' শব্দের কি প্রয়োজন? কেবলমাত্র 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ' বলিলে মহানসে যে বহ্নিসংযোগ তাহা মহানসীয়সংযোগ, পর্ব্বতে যে বহ্নিসংযোগ তাহা পর্ব্বতীয়-সংযোগ, এবং ঘট, পট প্রভৃতি সংযোগসম্বন্ধে অন্যত্র থাকে বলিয়া তৎতৎ সংযোগ ঘটীয়-সংযোগ, পটীয়-সংযোগ প্রভৃতি হইবে, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংযোগ ভিন্ন ভিন্ন রূপে গণ্য হইবে। ইহাতে "মহানসং বহ্নিমৎ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে যে-কোনো সংযোগ, কেননা, 'সংযোগসামান্য' যখন ধরা হইতেছে না তখন যে কোন সংযোগকেই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ঘটীয়-সংযোগে বা পর্ব্বতীয়-সংযোগে (অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে) হেত্বধিকরণীভূতযৎ-কিঞ্চিৎব্যক্তিমহানসানুযোগিকত্ব থাকে না; এবং বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্ব পর্ব্বতীয়-সংযোগে থাকিলেও ঘটীয়-সংযোগে বা পটীয়-সংযোগে থাকে না,

আর থাকিলেও ঘটীয়, পর্ব্বতীয় প্রভৃতি সংযোগে মহানসানুযোগিকত্ব না থাকাতে উভয়াভাব উক্তরূপ সংযোগে থাকিয়া যায়; ফলে হেত্বধিকরণ মহানসে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব বা বহ্ন্যভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হইয়া যায়, ইহাতে "মহানসং বহ্নিমৎ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু 'সম্বন্ধসামান্ত' বলিলে, অর্থাৎ 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্ত' বলিলে আর ঐরূপ দোষ হয় না। কারণ, 'সংযোগসামান্ত' বলিলে কেবল ঘটীয়, পটীয়, পর্ব্বতীয় সংযোগ নহে, মহানসীয়-সংযোগও ধরিতে হয়; এই মহানসীয়-সংযোগসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্তে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্ব থাকে এবং মহানসানুযোগিকত্বও থাকে, ফলে উভয়াভাব ধরা যায় না, হেত্বধিকরণে অভাবান্তর ধরিয়া উভয়াভাব গ্রহণ করিতে হয়; এবং তাহা হইলেই হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব আর ধরিতে পারা যায় না, লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়, অব্যাপ্তিও হয় না। এইজন্যই প্রথম 'সামান্য' পদটির নিবেশ। এই 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্য' নিবেশের ফলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগসামান্যে হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তি-অয়োগোলকানুযোগিকত্ব এবং ধূমত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব এই উভয়াভাব থাকায় হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না।

জাগদীশী—সংযোগসামান্য এব সমবায়নিষ্ঠপর্ব্বতানুযোগিকত্বস্য বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বস্য চ দ্বয়োঃ অভাবসত্ত্বাৎ তথৈব অব্যাপ্তিঃ অতো সামান্যোভয়েতি সামান্যপদমুভয়ত্র অন্বিতমিতি ভাবঃ। তাদৃশোভয়াভাবশ্চ স্বরূপসম্বন্ধেন বোধ্যঃ, তেন সমবায়াদিনা তদুভয়াভাবস্য সম্বন্ধমাত্রে সত্ত্বেঽপি সদ্ধেতৌ ন অব্যাপ্তিঃ। এতদ্ঘটবান্ কালান্তরীয়তদ্ঘটত্বাৎ ইত্যাদৌ এতদ্ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্টতদ্ঘটানুযোগিকত্বাপ্রসিদ্ধেঃ অভাবান্তরমাদায় অতিব্যাপ্তিঃ, গগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টমহাকালানুযোগিকত্বাপ্রসিদ্ধ্যা গগনাভাব-মাদায় প্রকৃতাব্যাপ্তিবারণাসম্ভবশ্চ স্যাৎ, অতো নিরুক্তপ্রতিযোগি-কত্ববিশিষ্টযৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যাভাবং পরিত্যজ্য তদুভয়সামান্যাভাব উক্তঃ।

অনুবাদ : সমবায়নিষ্ঠপর্ব্বতানুযোগিকত্বের এবং বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের (এই) দ্বয়ের অভাব সংযোগসামান্যেই থাকার জন্য সেস্থলেই অব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য, 'সামান্যোভয়' ইত্যাদি (বলা হইল), 'সামান্যপদ' উভয়ত্র অন্বিত (হইবে), ইহাই ভাব। এবং তাদৃশ উভয়াভাব স্বরূপসম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, তাহাতে সমবায়াদির দ্বারা তদুভয়াভাবের সম্বন্ধমাত্রতে থাকিলেও সদ্ধেতুতে অব্যাপ্তি হয় না। "এতদ্ঘটবান্ কালান্তরীয়তদ্ঘটত্বাৎ" ইত্যাদিতে এতদ্ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টতদ্ঘটানুযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অভাবান্তর গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তি (হয়), এবং গগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টমহাকালানুযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ প্রকৃত অব্যাপ্তি বারণ অসম্ভব হয় ; সেজন্য, "পূর্ব্বোক্তপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টযৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যাভাব" পরিত্যাগ করিয়া তদুভয়সামান্যাভাব বলা হইল।

ব্যাখ্যা : বলা হইল যে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব এবং যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্য এতদুভয়াভাব গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল 'সামান্য' পদ কেন দেওয়া হইল ? 'সামান্য' পদ না দিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে সমবায়নিষ্ঠ যে বহ্নিপ্রতিযোগিকত্ব (সমবায়সম্বন্ধে বহ্নি বহ্নির অবয়বে থাকে, অতএব সমবায়সম্বন্ধে বহ্নিপ্রতিযোগিকত্ব আছে) তাহার অভাব সংযোগসম্বন্ধে আছে। আবার, সমবায়নিষ্ঠ যে পর্ব্বতানুযোগিকত্ব (সমবায়সম্বন্ধে পর্ব্বতাদি তত্তদবয়বে আছে, সেজন্য সমবায়সম্বন্ধে পর্ব্বতাদ্যনুযোগিকত্ব আছে) তাহার অভাব সংযোগসম্বন্ধে আছে। এইজন্য "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য 'সামান্য' পদ দিতে হইবে, এই 'সামান্য' পদ দেওয়ার ফলে সংযোগনিষ্ঠ বহ্নিপ্রতিযোগিকত্ব বা পর্ব্বতানুযোগিকত্ব এতদুভয়ের সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে থাকিতে পারে না, এবং সেজন্য সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয় না। অর্থাৎ সমবায়নিষ্ঠ যে পর্ব্বতানুযোগিকত্ব তাহা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে থাকিবে না ; এবং বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বও, যাহা সমবায়সম্বন্ধে থাকে, তাহাও সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে থাকে না, অর্থাৎ সমবায়নিষ্ঠ বহ্নিপ্রতিযোগিকত্বও সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে থাকে না। ফলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগ-

সম্বন্ধেতে সমবায়নিষ্ঠ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের এবং সমবায়নিষ্ঠ যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণীভূতপর্ব্বতাদিব্যক্ত্যনুযোগিকত্বের অভাব সিদ্ধ হয়, এবং তাহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেতে এতদুভয়াভাব সম্ভব হওয়ায় পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নাভাব বা বহ্ন্যভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় এইরূপ সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। এইপ্রকার আশঙ্কার জন্যই বলা হইল 'সামান্যোভয়াভাব'; অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বসামান্য এবং হেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্য এতদুভয়াভাব; 'সামান্য' পদটি প্রতিযোগিকত্ব এবং অনুযোগিকত্ব এই উভয়েরই সহিত অন্বিত হইবে। এইরূপভাবে, 'প্রতিযোগিকত্বসামান্য' এবং 'অনুযোগিকত্বসামান্য' গ্রহণ করিলে সমবায়নিষ্ঠ-প্রতিযোগিকত্ব বা সমবায়নিষ্ঠ-অনুযোগিকত্ব ইত্যাদি প্রকার বিশেষ প্রতিযোগিকত্ব বা বিশেষ অনুযোগিকত্ব গ্রহণ করা যাইবে না, সাধারণভাবে বা সামান্যতঃ প্রতিযোগিকত্ব বা অনুযোগিকত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে, সংযোগনিষ্ঠ বহ্নিপ্রতিযোগিকত্বের বা পর্ব্বতানুযোগিকত্বের অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে থাকিবে না, সেজন্য অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকিবে না। এই প্রতিযোগিকত্ব বা অনুযোগিকত্ব যেহেতু স্বরূপপদার্থ সেজন্য তাহারা সকল সময়েই স্বরূপসম্বন্ধেই থাকিবে, স্বরূপসম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে তাহারা থাকিবে না; ফলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যেতে সর্ব্বদাই স্বরূপসম্বন্ধে অনুযোগিকত্ব বা প্রতিযোগিকত্ব চিন্তা করিতে হইবে। সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে সেই প্রতিযোগিকত্বের এবং অনুযোগিকত্বের অভাব না থাকিলেও সমবায়সম্বন্ধে প্রতিযোগিকত্বের এবং অনুযোগিকত্বের অভাব সংযোগসম্বন্ধে থাকে, তাহাতে সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়; সেইজন্যই প্রতিযোগিকত্বের এবং অনুযোগিকত্বের অভাব স্বরূপসম্বন্ধে ধরিতে হইবে, কেননা, প্রতিযোগিকত্ব এবং অনুযোগিকত্ব সর্ব্বদাই স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে, স্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগিকত্বের এবং অনুযোগিকত্বের অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে থাকে না, সেজন্য সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

ব্যাপ্তির লক্ষণটিকে "তাদৃশসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাব......" ইত্যাদিরূপে না বলিয়া লাঘব করিবার জন্য "তাদৃশসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টযৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকর-

ণানুযোগিকত্বসামান্যাভাব……"ইত্যাদিরূপে বলা যায়। অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাব না বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যাভাব বলা যায়, এবং ইহাতে লাঘব হয়। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠঘটপটাদির অভাবীয়প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট পর্ব্বতাদিরূপহেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব থাকে না; কারণ, পর্ব্বতাদিতে যেহেতু ঘটপটাদির অভাব থাকে সেকারণে ঘটপটরূপ প্রতিযোগী পর্ব্বতে অবশ্যই থাকিবে না, অর্থাৎ পর্ব্বতীয়বহ্নিসংযোগ ঘটপটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হইবে না; এবং এইরূপ হইলেই সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়ঘটাদি প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট পর্ব্বতাদিহেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যাভাব থাকিবে, ইহাতে পর্ব্বতে ঘটপটাদির অভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হইবে, এবং ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'ঘটত্ব' 'পটত্ব' প্রভৃতি সাধ্যতাবচ্ছেদক 'বহ্নিত্ব' হইতে ভিন্ন হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে। এইভাবে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকনিষ্ঠ ধূমাভাবীয়প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টঅয়োগোলকাদিরূপহেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব-সামান্যাভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধেতে থাকে। কারণ, অয়োগোলকে যেহেতু ধূম থাকে না সেজন্য ধূমপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট অয়োগোলকানুযোগিকত্ব সংযোগসম্বন্ধেতে থাকে না, অর্থাৎ ইহার অভাব থাকে; ইহাতে হেত্ববিকরণে সাধ্যাভাব পাওয়া যায় বলিয়া আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এইরূপ বলিলে, অর্থাৎ লক্ষণটিকে পূর্ব্বোক্তরূপে পরিবর্ত্তিত করিলে "এতদ্ঘটবান্ কালান্তরীয়-তদ্ঘটত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। এই স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল, কারণ 'এতদ্ঘটবান্' হইল বর্ত্তমান কাল, কেননা, 'এতদ্ঘট' বা 'এই ঘট' এই কালেই থাকে, অন্য কালে থাকে না, সুতরাং বর্ত্তমান কালেতে 'এতদ্ঘট' থাকে বলিয়া বর্ত্তমান কালই হইল 'এতদ্ঘটবান্', এবং সাধ্য হইল 'এতদ্ঘট', আর হেতু হইল 'কালান্তরীয়-তদ্ঘটত্ব', অর্থাৎ ভিন্ন কালে বা কালান্তরে (যাহা এই কাল বা বর্ত্তমান কাল নহে) যে ঘট আছে ও তাহাতে যে 'ঘটত্ব' সেই 'ঘটত্ব', অর্থাৎ 'কালান্তরীয়-তদ্ঘটত্ব' হইল হেতু। এইরূপে, কালান্তরীয়-তদ্ঘটত্বাধিকরণ যে ঘট তাহাতে বর্ত্তমানকালীন এতদ্ঘটের সামানাধিকরণ্য হয় না বলিয়া ইহা অসদ্ধেতুস্থল।

এইরূপ স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হেত্বধিকরণানুযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়। এই স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল বলিয়া এস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব পাইতে হইবে; কিন্তু হেত্বধিকরণ যে কালান্তরীয়-তদ্‌ঘট তাহাতে সাধ্যের অর্থাৎ এতদ্‌ঘটের অভাব ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব অর্থাৎ এতদ্‌ঘটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট কালান্তরীয়তদ্‌ঘটানুযোগিকত্ব এরূপ বলা যায় না। কারণ, তদ্‌ঘট এবং এতদ্‌ঘট ভিন্ন কালে থাকায় তাহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতা থাকিতে পারে না; অর্থাৎ এককালীনপদার্থবিশিষ্ট অন্যকালীনপদার্থ বা অন্যকালীন-পদার্থবিশিষ্ট অপরকালীনপদার্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে, সাধ্য-প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ এতদ্‌ঘটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট কালান্তরীয়-তদ্‌ঘটানুযোগিকত্বের যখন প্রসিদ্ধি হয় না, তখন এতদ্‌ঘটপ্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট-কালান্তরীয়তদ্‌ঘটানুযোগিকত্বাভাবের প্রসঙ্গও আসে না। সুতরাং, হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব বা এতদ্‌ঘটাভাব চিন্তা না করিয়া কালান্তরীয় অন্য-পদার্থের অভাব গ্রহণ করিতে হইবে; এইরূপে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব গ্রহণ না করিয়া অভাবান্তর গ্রহণ করিলেই অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। কিন্তু, লক্ষণটিকে পরিবর্ত্তন না করিলে এই দোষ হয় না, কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধসামান্যে অর্থাৎ এস্থলে কালিকসম্বন্ধসামান্যে এতদ্‌ঘটপ্রতিযোগিক-কালান্তরীয়তদ্‌ঘটানুযোগিকত্ব, অথবা কালান্তরীয়তদ্‌ঘটানুযোগিকএতদ্‌ঘট-প্রতিযোগিকত্ব থাকে না; কেননা, কালিকসম্বন্ধসামান্যে এককালীনঅনু-যোগিকত্ব এবং ভিন্নকালীনপ্রতিযোগিকত্ব থাকিবে কিরূপে? এইজন্যই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়-এতদ্‌ঘটপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণকালান্তরীয়তদ্‌ঘটানু-যোগিকত্ব সামান্যোভয়াভাব থাকিয়া যায়, এবং ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না।

আরও, প্রকৃতস্থলে, অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়গগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টহেত্বধিকরণমহাকালানুযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়। কারণ, গগন কোথাও থাকে না বলিয়া গগনের বৃত্তিতার প্রসিদ্ধি হয় না, এবং তজ্জন্য 'গগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টহেত্বধিকরণানু-যোগিকত্ব' সম্ভব হয় না। গগন কোথাও থাকিলে সেই বস্তুটি গগনবিশিষ্ট হইতে পারে; গগন যেহেতু কোথাও থাকে না, এবং মহাকালেও থাকে

না, সুতরাং মহাকালানুযোগিকত্বটি গগনপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হইতে পারে না ; এবং তাহা হইলে পুনরায় "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব অসম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এই স্থলটির, অর্থাৎ প্রকৃতস্থলটির বা "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলটির অব্যাপ্তি বারণের জন্যই এতাদৃশ প্রয়াস। কিন্তু, ব্যাপ্তির লক্ষণটিকে "হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট হেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যাভাব" ইত্যাদিরূপে গ্রহণ করিলে প্রকৃতস্থলেরই অব্যাপ্তি বারণ হয় না। সুতরাং লক্ষণের এইরূপ পরিবর্ত্তন অযৌক্তিক। সেইজন্যই দীধিতিকার লক্ষণটি "হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টহেত্বধিকরণানুযোগিকত্বসামান্যাভাব" না বলিয়া উক্ত প্রতিযোগিকত্ব এবং উক্ত অনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাব বা তদুভয়সামান্যাভাব বলিয়াছেন।

জাগদীশী—ন চ যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধসামান্যে হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বস্য তথাবিধসম্বন্ধসামান্যে বা যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বস্য ব্যতিরেকঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেব সাধ্যতাবচ্ছেদকস্য কথং নোক্তম্ ইতি বাচ্যম্। দ্রব্যবান্ প্রমেয়ত্বাৎ ইত্যাদৌ সংযোগেন সাধ্যতায়াম্ অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ প্রমেয়ানুযোগিকসংযোগসামান্যস্য এব দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বেন সাধ্যাভাবস্য লক্ষণাঘটকত্বাৎ ইতি ধ্যেয়ম্। এবং চ কালিকসম্বন্ধসামান্যে মহাকালানুযোগিকত্বসত্ত্বেঽপি গগনপ্রতিযোগিকত্ববিরহাৎ গগনাভাব এব ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ ইত্যাদৌ প্রতিযোগিব্যধিকরণতয়া প্রসিদ্ধ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ ঃ যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধসামান্যে হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বের অথবা তথাবিধ সম্বন্ধসামান্যে (হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে) যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের ব্যতিরেক (অর্থাৎ অভাব), তাদৃশপ্রতি-

যোগিতানবচ্ছেদকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক (ইত্যাদি) ইহার উক্তি হইবে না কেন?—ইত্যাদি বলা যায় না। (কারণ, তাহা হইলে), "দ্রব্যবান্ প্রমেয়ত্বাৎ" ইত্যাদিতে সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাতে অতিব্যাপ্ত্যাপত্তি হয়; (কেননা) প্রমেয়ানুযোগিকসংযোগসামান্যেরই দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-কত্বের দ্বারা সাধ্যাভাব লক্ষণের অঘটক হয় না বলিয়া, ইত্যাদি চিন্তনীয়। এইভাবে, কালিকসম্বন্ধসামান্যে মহাকালানুযোগিকত্ব থাকিলেও গগনপ্রতি-যোগিকত্ব না থাকায় "ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদিতে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের দ্বারা গগনাভাবই প্রসিদ্ধ (হয়), ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা: পুনরায় লক্ষণটিকে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যরূপে বলা যায়। আলোচ্যমান লক্ষণের মধ্যে তিনটি মূল বক্তব্য রহিয়াছে: প্রথম—সাধ্য-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে, দ্বিতীয়—হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিপ্রতি-যোগিকত্ব, এবং তৃতীয়—হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব। এই তিনটি বিষয়ের দ্বারাই হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবটি আমাদিগকে পাইতে হইবে। তন্মধ্যে, দীধিতিকার স্বয়ং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে পূর্ব্বোক্ত প্রতি-যোগিকত্ব এবং অনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাব গ্রহণ করিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতি-যোগিব্যধিকরণ অভাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অপর এক সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টঅনুযোগিকত্বসামান্যাভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মত যে দোষযুক্ত তাহা দেখা গেল। আরও এক সম্প্রদায় পুনরায় লক্ষণটিকে পরিবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে লক্ষণটিকে "যাদৃশপ্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সম্বন্ধসামান্যে হেত্বধিকরণীভূত-যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বের অভাব", অথবা, "হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ-সামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অভাব"—এইরূপে গ্রহণ করিলে লক্ষণটির লাঘব হয়। অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত লক্ষণটি সহজ-ভাবে এইরূপ হইবে—হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধসামান্যে হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বের অভাব, অথবা, হেত্ব-ধিকরণানুযোগিকত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়-প্রতিযোগিকত্বের অভাব গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এই অভাব গ্রহণ সম্ভব হইলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব গ্রহণ করার সময় হেত্ব-

ধিকরণে যে অভাবটি ধরা হইয়াছে তাহাই হইবে হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব, এবং সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত হেত্বধিকরণে হেতুর সামানাধিকরণ্যই হইবে ব্যাপ্তি। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধসামান্যে অর্থাৎ তদ্বিশিষ্টসংযোগসামান্যে হেত্বধিকরণযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিরূপপর্ব্বতানুযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংযোগসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত্বের অভাব থাকে ; কারণ, পর্ব্বতানুযোগিকত্ববিশিষ্ট-সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধত্ব ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধে থাকে না ; অপরদিকে, হেত্বধিকরণপর্ব্বতানুযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠ ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিকত্ব অবশ্যই থাকে না, অর্থাৎ অভাব থাকে ; ফলে, হেতুমন্নিষ্ঠ ঘটাভাবই হইবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ; এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', এবং এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নিত্ব', ইহারা ভিন্ন, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হয়, কোনো দোষ হয় না। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে হেত্বধিকরণ-অয়োগোলকনিষ্ঠধূমাভাবীয়প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধসামান্যে হেত্বধিকরণঅয়োগোলকানুযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত্বের অভাব আছে ; আবার, হেত্বধিকরণঅয়োগোলকানুযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠ অর্থাৎ অয়োগোলকনিষ্ঠ ধূমাভাবীয় প্রতিযোগিকত্বের অভাব আছে, ইহাতে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে যে ধূমাভাব ধরা হইয়াছে তাহাই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব। এবং এই ধূমাভাব যেহেতু সাধ্যাভাব সেজন্য ইহা হেত্বধিকরণে থাকায় অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হইল না, অর্থাৎ লক্ষণ ঠিকই থাকে। কিন্তু, এইপ্রকার পরিবর্ত্তিত লক্ষণে "সংযোগেন দ্রব্যবান্ প্রমেয়ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাভাব কাম্য বলিয়া এস্থলেও হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব বা দ্রব্যাভাব গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে 'প্রমেয়ত্ব' হইল হেতু, প্রমেয় হইল হেত্বধিকরণ ; সকল পদার্থই প্রমেয় হয় বলিয়া সকল পদার্থই হেত্বধিকরণ হইতে পারে। যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণরূপে দ্রব্যকে ধরিলে হেতুমন্নিষ্ঠ বা দ্রব্যনিষ্ঠ দ্রব্যাভাবীয় প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সংযোগসম্বন্ধ (দ্রব্য সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া দ্রব্যাভাবীয় প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সম্বন্ধও হইবে সংযোগসম্বন্ধ) তদ্বিশিষ্ট

সংযোগসম্বন্ধসামান্যে যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণদ্রব্যানুযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত্বের অভাব থাকে না ; কারণ, দ্রব্যপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সংযোগসম্বন্ধ এবং হেত্বধিকরণদ্রব্যানুযোগিকত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ একই সম্বন্ধ, এস্থলে প্রতিযোগী, অনুযোগী, সাধ্য সকলই দ্রব্য হওয়ায় সেই দ্রব্যনিষ্ঠ যে সংযোগ তাহা একই, ফলে এইরূপ প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধে অনুযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধের অভাব হয় না ; এবং সেজন্য হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না, অর্থাৎ দ্রব্যে দ্রব্যাভাব সম্ভব হয় না। আবার, যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণরূপে গুণাদিকে ধরিলে গুণাদিনিষ্ঠদ্রব্যাভাবীয়প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সংযোগসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধসামান্যে হেত্বধিকরণগুণানুযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত্বের অভাব থাকে না ; কারণ, গুণাদিনিষ্ঠ অভাব দ্রব্যাভাব হইলেও গুণানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া দ্রব্যই ধরিতে হইবে, এবং সেই দ্রব্যপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ, আবার, সাধ্য দ্রব্য হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধও হইল সংযোগসম্বন্ধ। প্রতিযোগী এবং সাধ্য একই ব্যক্তি হওয়ায় প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধ এবং অনুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধও একই হইবে, ফলে প্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসম্বন্ধসামান্যে আর অনুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বের অভাব থাকিবে না। এইরূপে কোনো প্রমেয়ত্বাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে দ্রব্যাভাব বা সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হইবে না। অপরদিকে, প্রমেয়ত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ববিশিষ্টসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ যে সংযোগসম্বন্ধ ('দ্রব্য' সাধ্য সংযোগসম্বন্ধে থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ) সেই সম্বন্ধসামান্যে প্রমেয়ত্বাধিকরণ বা হেত্বধিকরণনিষ্ঠদ্রব্যাভাবীয়প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, ইহার অভাব থাকে না ; কারণ, 'দ্রব্য' সাধ্য হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ, এবং এই সংযোগসম্বন্ধই হইল হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় দ্রব্যপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধ। সুতরাং হেত্বধিকরণানুযোগিক বা প্রমেয়ানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্বাভাব থাকিতে পারে না। এইরূপে এই অসদ্ধেতুস্থলে কোনো প্রকারেই হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব গ্রহণ করা যায় না, এবং সেজন্য অতিব্যাপ্তি অনিবার্য্য হয়। এই কারণে লক্ষণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনও যুক্তিযুক্ত নহে। সেইজন্যই দীধিতিকার এইপ্রকার লক্ষণ স্বীকার

না করিয়া "সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাবত্তা-দৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ" ইত্যাদি প্রকার লক্ষণ স্বীকার করিলেন। এইভাবেই, অর্থাৎ দীধিতিকৃত এবম্প্রকার লক্ষণের দ্বারাই "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তিটি বারণ হইবে। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধসামান্যে হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব অর্থাৎ মহাকালানুযোগিকত্ব থাকিলেও যাদৃশ অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ গগনাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-কত্ব থাকে না; এইরূপে তাদৃশ অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠগগনাভাবীয় প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদক 'গগনত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদক 'ঘটত্ব' হইতে ভিন্ন, এবং এই সাধ্য-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত অর্থাৎঘটের সহিত হেত্বধিকরণে বা মহাকালে হেতুর বা মহাকালত্বের সামানাধিকরণ্য থাকায় ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়, এবং মহাকালে 'ঘট'সাধ্যের অনুমিতি সম্ভব হয়। এইরূপে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় আর অব্যাপ্তি দোষ হয় না।

জাগদীশী—নন্বু হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বং যদি তদ্বৃত্তিত্বং তদা ধূমবান্ বহ্নেঃ ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, ধূমপ্রতিযোগিকস্য অপি সংযোগস্য কালিকসম্বন্ধেন অয়োগোলকবৃত্তিত্বাৎ। যদি চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধস্য সংসর্গতানিয়ামকো যঃ সম্বন্ধঃ তেন হেত্বধি-করণবৃত্তিত্বমেব তদনুযোগিকত্বং বাচ্যম্, তদা সংযোগেন দ্রব্যস্য সাধ্যতায়াং দ্রব্যজাত্যন্যতরত্বাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, জাতৌ সমবায়েন বৃত্ত্যপ্রসিদ্ধেঃ। ন চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যে নিরুক্তোভয়াভাবত্বং বিবক্ষিতং, তত্র চ হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বং স্বরূপসম্বন্ধেন এব বাচ্যম্ ইতি সাম্প্রতম্, অতএব ইত্যাদিবক্ষ্যমাণগ্রন্থাসঙ্গতিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়স্যৈকত্বেঽপি তদবচ্ছিন্নাধিকরণতায়াং নিরুক্তোভয়াভাবসত্ত্বেন দ্রব্যং জাতেঃ ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্ত্যভাবাদিতি চেৎ, ন।

অনুবাদ ঃ হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বকে যদি তদ্বৃত্তিত্ব

(বলা যায়), তাহা হইলে, 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদিতে ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগেরও কালিকসম্বন্ধে অয়োগোলকবৃত্তিত্ব বশতঃ অতিব্যাপ্তি (হয়)। এবং যদি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের সংসর্গতানিয়ামক যে সম্বন্ধ তদ্দ্বারা হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বই তদনুযোগিকত্ব বলা যায়, তাহা হইলে, জাতিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতার অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যের সাধ্যতাতে 'দ্রব্যজাত্যন্তরত্বাৎ' (অর্থাৎ "দ্রব্যবান্ দ্রব্যজাত্যন্তরত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে) অতিব্যাপ্তি (হয়)। সম্প্রতি, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যে নিরুক্ত উভয়াভাবত্ব বলা যায়, এবং সেস্থলে হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারাই (হয়)—এরূপ বলা যায় না ; (কারণ, তাহা হইলে), "অতএব" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অসঙ্গতি প্রসঙ্গ আসিয়া যায় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)। সমবায়ের একত্ব থাকিলেও তদবচ্ছিন্নাধিকরণতার নিরুক্ত উভয়াভাব থাকায় "দ্রব্যং জাতেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তির অভাব হয় ;—ইত্যাদি যদি বলা যায় (অর্থাৎ 'অনুযোগিকত্ব' শব্দের অর্থ যদি এরূপ বলা যায়), তাহা হইলে বলা হইবে, না, এরূপ বলা যায় না (অর্থাৎ 'অনুযোগিকত্ব' শব্দের এরূপ অর্থ করা যায় না)।

ব্যাখ্যা : দীধিতিকার যে "সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে নিরুক্ত-প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব-(অর্থাৎ, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব)-হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাবস্ত"—ইত্যাদি প্রকার লক্ষণ করিয়া "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ করিলেন এই লক্ষণের মধ্যে 'অনুযোগিকত্ব', 'প্রতিযোগিকত্ব', 'নিরুক্ত' (অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় যাদৃশ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন), 'যৎকিঞ্চিৎ' প্রভৃতি শব্দগুলির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

'হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব' কথার মধ্যে 'অনুযোগিকত্ব' পদটির অর্থ কি ? ইহা কি বৃত্তিত্ব ? অর্থাৎ, যৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব কি যৎকিঞ্চিৎবৃত্তিত্ব ? হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তি হইল অনুযোগী, সেই অনুযোগীতে যে সম্বন্ধ থাকে তাহা হইল তদনুযোগিকসম্বন্ধ, এবং উক্ত অনুযোগিকত্ব বা তদনুযোগিকত্ব হইল তৎসম্বন্ধত্ব। এখন, অনুযোগীতে সম্বন্ধ বৃত্তি হয়, ঐ বৃত্তিতেই থাকে বৃত্তিতা বা বৃত্তিত্ব, অর্থাৎ উক্ত সম্বন্ধেতে থাকে বৃত্তিত্ব ; সম্বন্ধেতে সম্বন্ধত্বও থাকে, বৃত্তিত্বও থাকে, ফলে, উক্ত সম্বন্ধত্ব এবং

উক্ত অনুযোগিবৃত্তিত্ব একই কথা। পুনরায়, উক্ত সম্বন্ধত্ব এবং উক্ত অনুযোগিকত্ব একই ব্যাপার বলিয়া উক্ত অনুযোগিকত্ব এবং উক্ত অনুযোগিবৃত্তিত্ব একই কথা। এইভাবেই হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বকে তদ্বৃত্তিত্ব বলা যায়; কিন্তু, তাহা বলিলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ, এস্থলে ধূমপ্রতিযোগিক যে সংযোগসম্বন্ধ তাহা সাধারণভাবে অয়োগোলকানুযোগিক হয় না, অর্থাৎ, সেই সংযোগসম্বন্ধ অয়োগোলকানুযোগিক সংযোগসম্বন্ধ নয়। তথাপি ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগ কালিকসম্বন্ধে অয়োগোলকে বৃত্তি হয়; অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগেতে অয়োগোকানুযোগিকবৃত্তিত্ব থাকে, ফলে উভয়াভাব সম্ভব না হওয়ায় ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে থাকে না, এবং সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে অবশ্য বলা যায় যে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণবৃত্তিত্বই অনুযোগিকত্ব বলিলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। কোনো সম্বন্ধ যে সম্বন্ধে থাকে তাহাই সেই সম্বন্ধের সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধ; যথা, 'সংযোগ' থাকে সমবায়সম্বন্ধে সুতরাং সমবায়সম্বন্ধ হইল 'সংযোগে'র সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধ। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ, এবং ইহার সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধ হইল সমবায়সম্বন্ধ। ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগ অয়োগোলকে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি হয় না; অর্থাৎ এস্থলে ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগসম্বন্ধের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের সংসর্গতানিয়ামক সমবায়সম্বন্ধের দ্বারা ধূমপ্রতিযোগিক সংযোগের হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব বা অয়োগোলকানুযোগিকত্ব থাকে না, এবং অতিব্যাপ্তিও হয় না। কিন্তু, এরূপ হইলেও "দ্রব্যবান্ দ্রব্যজাত্যন্যতরত্বাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে 'দ্রব্য' হইল সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য, এবং 'দ্রব্যজাত্যন্যতরত্ব' অর্থাৎ দ্রব্য এবং জাতি এতদন্যতরত্ব হইল হেতু। 'দ্রব্য' সাধ্য সংযোগসম্বন্ধে থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগসম্বন্ধ, এবং ইহার সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধ হইল সমবায়সম্বন্ধ। এই স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল। হেত্বধিকরণে অর্থাৎ দ্রব্যে সাধ্য বা দ্রব্য সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধের সংসর্গতানিয়ামক সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি হয়, যথা, কপালদ্বয়ে ঘট সমবায়সম্বন্ধে থাকে; সুতরাং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না। আবার, জাতিত্বাধিকরণে বা জাতিতে সমবায়সম্বন্ধে কখনও কিছু থাকে না, অর্থাৎ জাতিতে সমবায়সম্বন্ধের বা সাধ্যতাবচ্ছেদক-

সংযোগসম্বন্ধে সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ জাতিতে সমবায়-সম্বন্ধে বা সংসর্গতানিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যাভাব বা দ্রব্যাভাব ধরা যায় না। এইরূপে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় "দ্রব্যবান্ দ্রব্যজাত্যন্যতরত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং, হেত্বধিকরণীভূতযৎ-কিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব অর্থে তদ্‌বৃত্তিত্ব ধরা যায় না। পুনরায়, এস্থলে 'অনুযোগিকত্ব' অর্থে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যে নিরুক্ত উভয়াভাব বলিলে ঐ অতিব্যাপ্তি আর হয় না। অর্থাৎ 'অনুযোগিকত্ব' অর্থে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত-অধিকরণতাসামান্যে নিরুক্ত উভয়াভাব বুঝিতে হইবে। এইরূপ উভয়াভাব, অর্থাৎ 'অনুযোগিকত্ব' বা হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে, কারণ, ইহারা স্বরূপ-পদার্থবিশেষ; এবং ইহারা স্বরূপসম্বন্ধে থাকায় সম্বন্ধ সম্পর্কিত আর কোনো অসুবিধা হয় না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা বহ্নিতে থাকে (পর্ব্বত হইল অধিকরণ, এবং বহ্নি হইল আধেয়,—এইভাবে), এই আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা পর্ব্বতাদিতে থাকে, এই অধিকরণতাসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠ ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতি-যোগিকত্ব থাকে না, ফলে, হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব ঐ আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতাসামান্যে থাকিলেও উভয়াভাব থাকে; এবং এই হেতুমন্নিষ্ঠ ঘটাত্যভাবই হইল এস্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব—এইরূপে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে কোনো বিপত্তি হয় না। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা থাকে ধূমে, এই আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা পর্ব্বতাদিতে থাকিতে পারে, কিন্তু অয়োগোলকে থাকে না, কেননা, অয়োগোলক ধূমের অধিকরণ হয় না; এবং এইজন্য অয়োগোলক-নিরূপিত-অধিকরণতাসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠ বা অয়োগোলকনিষ্ঠ ধূমাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না, ফলে, অয়োগোলক-নিরূপিত-অধিকরণতাসামান্যে হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব থাকিলেও উক্ত অয়োগোলক-নিরূপিত-অধিকরণতাসামান্যে উভয়াভাব থাকিয়া যায়, এবং হেতুমন্নিষ্ঠ ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হওয়ায় এবং প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অভাব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু এরূপ বলা যায় না; কারণ, সম্প্রতি এইরূপ বলিয়া 'অনুযোগিকত্ব' শব্দের সঙ্গতি রক্ষা করিলেও কিঞ্চিৎ পরে "অতএব" ইত্যাদি যে গ্রন্থ দীধিতিকার উত্থাপন

করিয়াছেন সেই গ্রন্থের অসঙ্গতি হয়; সুতরাং এরূপ বলা যায় না। "অতএব" ইত্যাদি গ্রন্থে দীধিতিকার "দ্রব্যং জাতেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন। "দ্রব্যং জাতেঃ" স্থলে সাধ্য হইল 'দ্রব্যত্ব', এবং হেতু হইল 'জাতি'; সাধ্য 'দ্রব্যত্ব' বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। সমবায়সম্বন্ধ সর্ব্বত্র একই বলিয়া সর্ব্বত্র সমবায়ের একত্ব থাকায় দ্রব্যে যে সমবায় থাকে এবং গুণ-কর্ম্মে যে সমবায় থাকে তাহা একই সমবায়। ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে জাত্যধিকরণে বা হেত্বধিকরণে বা গুণ-কর্ম্মে দ্রব্যত্বাভাব ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় যাদৃশপ্রতিযোগিপ্রতিযোগি-কত্বাভাব ধরা যায় না; কারণ, যে সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব দ্রব্যে থাকে, গুণ-কর্ম্মেও সেই একই সমবায় থাকে (সমবায়ের একত্ব বশতঃ ইহা হয়), ফলে, একই সমবায় গুণ-কর্ম্মে থাকায় সেই সমবায়নিষ্ঠ দ্রব্যত্বও গুণ-কর্ম্মে থাকিয়া যায়। আর, সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব বা গুণকর্ম্মানুযোগিকত্ব অবশ্যই থাকে, অর্থাৎ উভয়াভাব থাকে না। অপরদিকে, হেত্বধিকরণ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব স্বাভাবিকভাবেই থাকে, ফলে, এস্থলে সাধ্যতাব-চ্ছেদকসম্বন্ধে উভয়াভাব না হওয়ায় হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না, এবং তাহাতে এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়; দীধিতিকার "অতএব" ইত্যাদি গ্রন্থে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু "সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাসামান্যে নিরুক্তউভয়াভাবত্ব" বলিলে ঐ অতিব্যাপ্তি আর হয় না। কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত-অধি-করণতা থাকে দ্রব্যে, এই দ্রব্যনিষ্ঠ অধিকরণতাসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠ অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মনিষ্ঠ দ্রব্যত্বাভাবীয় (গুণ-কর্ম্মে দ্রব্যত্বাভাব স্বভাবতঃই থাকে) প্রতি-যোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিলেও ঐ অধিকরণতাসামান্যে হেত্বধিকরণানু-যোগিকত্ব বা গুণকর্ম্মানুযোগিকত্ব থাকে না, অর্থাৎ দ্রব্যনিষ্ঠাধিকরণতাতে কখনও গুণাদ্যনুযোগিকত্ব থাকে না, ফলে উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ইহাতে সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। এই লক্ষণ অনুসারে দীধিতিকার কর্তৃক প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তিটিও থাকে না বলিয়া গ্রন্থের অসঙ্গতি হয়। সুতরাং ঐরূপ বলা যায় না।

জাগদীশী—সংযোগঃ পর্ব্বতে বহ্নেঃ সম্বন্ধো, ন তু বহ্নৌ পর্ব্বতস্য, ইত্যাদিপ্রতীত্যা হি কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিককিঞ্চিদনুযোগিকসম্বন্ধত্বমনু-

ভবসিদ্ধং কুত্রচিৎ এব সংযোগাদৌ ন তু সর্ব্বত্র, তচ্চ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষোঽতিরিক্তো বেতি অন্যদেতৎ। তথা চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকসম্বন্ধত্বহেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকসম্বন্ধত্বোভয়াভাবস্য বিবক্ষণাৎ ধূমসংযোগস্য অয়োগোলকানুযোগিকসংসর্গত্ববিরহাদেব ন অতিপ্রসঙ্গঃ। তত্র যথার্থবিশিষ্টধীনিয়ামকস্যৈব তদনুযোগিকসম্বন্ধত্বাৎ; এতেন বহ্নিমান্ বহ্নিরূপাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, পর্ব্বতবহ্নিসংযোগ এব বহ্নিপ্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতবহ্ন্যনুযোগিকত্বোভয়াভাববিরহেণ বহ্নিসামান্যাভাবস্য লক্ষণাঘটকত্বাৎ ইতি অপাস্তং; পর্ব্বতবহ্নিসংযোগস্য হেতুমদ্বৃত্তিত্বেঽপি বহ্ন্যনুযোগিকসম্বন্ধত্ববিরহেণ তাদৃশোভয়াভাবসত্ত্বাৎ। ইদং তু অবধেয়ং, যত্র একসংযোগব্যক্ত্যা যৎপদার্থয়োঃ পরস্পরং বিশিষ্টধীঃ প্রমা তত্র তয়োরেকস্মিন্ সংযোগেন সাধ্যে তদীয়রূপাদৌ ব্যভিচারিণি অতিব্যাপ্তিঃ, তদুভয়সংযোগস্য নিরুক্তোভয়াভাববিরহাৎ ইতি।

অনুবাদ: (পূর্ব্বপ্রকার বলা যায় না, কারণ,)—'সংযোগ' হইল পর্ব্বতে বহ্নির সম্বন্ধ, কিন্তু বহ্নিতে পর্ব্বতের (সম্বন্ধ) নহে, ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারাই কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিকসম্বন্ধত্ব কিঞ্চিৎ অনুযোগিকসম্বন্ধত্ব অনুভবসিদ্ধ; কোনো কোনো স্থলে (এই সম্বন্ধ) হইল সংযোগাদি, কিন্তু, সর্ব্বত্র নহে; এবং অন্যেরা স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ অতিরিক্ত নহে ইত্যাদি (বলেন)। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকসম্বন্ধত্ব হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকসম্বন্ধত্ব (এই) উভয়াভাব বলিলে ধূমসংযোগের অয়োগোলকানুযোগিকসংসর্গত্ব বিরহ হয় বলিয়া অতিপ্রসঙ্গ হয় না। তথায় যথার্থবিশিষ্টধীনিয়ামকেরই তদনুযোগিকসম্বন্ধত্ব হয় বলিয়া পর্ব্বতবহ্নিসংযোগই বহ্নিপ্রতিযোগিকত্ব হেত্বধিকরণীভূতবহ্ন্যনুযোগিকত্ব (এই) উভয়াভাব বিরহের দ্বারা বহ্নিসামান্যাভাবের লক্ষণের অঘটকত্ব বশতঃ "বহ্নিমান্ বহ্নিরূপাৎ" ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি ইহার দ্বারা অপগত হয়; (কারণ) পর্ব্বতবহ্নিসংযোগের হেতুমদ্বৃত্তিত্ব থাকিলেও বহ্ন্যনুযোগিকসম্বন্ধত্ব বিরহের দ্বারা তাদৃশ উভয়াভাব থাকে বলিয়া। কিন্তু ইহা অবধারণ করিতে হয় যে, যেস্থলে একসংযোগব্যক্তির দ্বারা যে পদার্থদ্বয়ের পরস্পর বিশিষ্টধী

প্রমা (হয়) সেস্থলে তদুভয়ত্বের এক এই সংযোগের দ্বারা (সংযোগসম্বন্ধে) সাধ্যে তদীয়রূপাদিতে ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়, (কারণ), তদুভয়-সংযোগের নিরুক্ত উভয়াভাব বিরহ হয় বলিয়া, ইত্যাদি ।

ব্যাখ্যা : পূর্ব্বপ্রকার বলা যায় না ;— অর্থাৎ, 'অনুযোগিকত্ব' শব্দের অর্থ লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার তর্কবিতর্ক নিষ্ফল। ঐরূপ বাদানুবাদের ফলে প্রকৃত বক্তব্য অপসারিত হইয়া যায়। অনুযোগীতে যে সম্বন্ধ থাকে সেই সম্বন্ধ হইল অনুযোগিক সম্বন্ধ, ইহাই প্রকৃত বিষয়। পর্ব্বতে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি থাকে, পর্ব্বত হইল সংযোগের অনুযোগী, এবং বহ্নি হইল সংযোগের প্রতিযোগী। এখন, এই সংযোগসম্বন্ধটি কাহার সম্বন্ধ ? ইহা কি পর্ব্বতে বহ্নির সম্বন্ধ, না, বহ্নিতে পর্ব্বতের সম্বন্ধ ? স্বভাবতঃই ইহা অর্থাৎ এই সংযোগসম্বন্ধটি হইল পর্ব্বতে বহ্নির সম্বন্ধ, বহ্নিতে পর্ব্বতের সম্বন্ধ নহে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। এইপ্রকার স্বাভাবিক প্রতীতির দ্বারাই প্রতিযোগিকসম্বন্ধত্ব বা প্রতি-যোগিকত্ব, এবং অনুযোগিকসম্বন্ধত্ব বা অনুযোগিকত্ব অনুভূত হয় ; কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ যে কোনো প্রতিযোগিকত্ব বা যে কোনো অনুযোগিকত্ব উক্ত প্রকার স্বাভাবিক অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য অযথা বিচারের প্রয়োজন নাই। এস্থলে উদাহরণস্বরূপ সংযোগসম্বন্ধের অনুযোগিকত্ব (পর্ব্বতানুযোগিকত্ব) এবং প্রতিযোগিকত্ব (বহ্নিপ্রতিযোগিকত্ব) কল্পনা করা হইয়াছে। ক্ষেত্র বিশেষে সমবায় প্রভৃতি অন্যান্য সম্বন্ধেরও অনু-যোগিকত্ব এবং প্রতিযোগিকত্ব থাকিবে। আবার, সর্ব্বত্রই যে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধের অনুযোগিকত্ব বা প্রতিযোগিকত্ব এইরূপেই থাকিবে এমন কোনো কথা নাই। যথা, কেহ কেহ স্বরূপসম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্যপ্রকার বলেন ; অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধকে এরূপ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্বন্ধবিশেষরূপে গণ্য করার কথাও কেহ কেহ বলেন ; যাহা হউক সর্ব্বক্ষেত্রেই কোনো সম্বন্ধেতে যে অনুযোগিকত্ব বা প্রতিযোগিকত্ব থাকে তাহা স্বাভাবিক অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। সুতরাং অনুযোগিকত্ব প্রতিযোগিকত্ব লইয়া অধিক বাদানু-বাদের প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে নিরুক্ত-প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিকত্ব বা প্রতিযোগিকসম্বন্ধত্ব, এবং হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনু-যোগিকত্ব বা অনুযোগিকসম্বন্ধত্ব এই উভয়াভাব থাকিলে হেতুমন্নিষ্ঠ সেই অভাবটিই হইবে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব ; এবং ইহাতেই, অর্থাৎ

লক্ষণটিকে এইভাবে বলিলেই "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ইহাতে আর ধূমসংযোগে অয়োগোলকানুযোগিকসংসর্গত্ব থাকে না; অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠধূমাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিলেও হেত্বধিকরণঅয়োগোলকানুযোগিকত্ব থাকে না (অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকধূমীয়সংযোগসম্বন্ধে অয়োগোলকানুযোগিকসম্বন্ধত্ব থাকে না), ফলে উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং হেত্বধিকরণে ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। তাহা হইলে বিষয়টি কিরূপ হইল? যথার্থবিশিষ্টধীনিয়ামক, অর্থাৎ যথার্থবিশিষ্ট জ্ঞানের নিয়ামক যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই তদনুযোগিক সম্বন্ধত্ব বা উক্তরূপ অনুযোগিক সম্বন্ধত্ব থাকে, ইহাই প্রকৃত বক্তব্য বিষয়। এইরূপ সম্বন্ধত্বের দ্বারাই, অর্থাৎ এইপ্রকার অনুযোগিক সম্বন্ধত্বের দ্বারাই "বহ্নিমান্ বহ্নিরূপাৎ" স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ হয়। এই স্থলে সাধ্য হইল 'বহ্নি', এবং হেতু হইল 'বহ্নিরূপ'; 'বহ্নি' থাকে পর্ব্বতাদিতে, এবং 'বহ্নিরূপ' বা হেতু থাকে বহ্নিতে, সুতরাং ইহা অসদ্ধেতুস্থল। সাধ্য বহ্নি পর্ব্বতাদিতে সংযোগসম্বন্ধে থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব কাম্য হওয়ায় এস্থলে বহ্নিরূপাধিকরণে বা হেত্বধিকরণে অর্থাৎ বহ্নিতে ('বহ্নিরূপ' বহ্নিতে থাকে বলিয়া বহ্নিরূপের অধিকরণ বা হেত্বধিকরণ হইল বহ্নি) সাধ্যাভাব বা বহ্ন্যভাব চিন্তা করিতে হইবে; কিন্তু তাহা হয় না, অর্থাৎ বহ্নিতে বহ্ন্যভাব সম্ভব হয় না। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে অর্থাৎ পর্ব্বতে যে বহ্নিসংযোগ তাহাই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হওয়ায় সেই সংযোগসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠবহ্ন্যভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব বা বহ্নিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, ইহার অভাব থাকে না, এবং হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎবহ্নিব্যক্ত্যনুযোগিকত্বও বা বহ্ন্যনুযোগকত্বও থাকিয়া যায়, ইহার অভাব থাকে না; এইরূপে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে উক্ত উভয়াভাব আর ধরা যায় না, ফলে, হেত্বধিকরণে বহ্ন্যভাব বা সাধ্যাভাব ধরা যায় না, এবং এই অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। কিন্তু এই অতিব্যাপ্তি স্বাভাবিক অনুভবের দ্বারাই অপগত হয় (বা অপাস্ত হয়)। কেননা, পর্ব্বতে যে বহ্নিসংযোগ সেই সংযোগের অর্থাৎ পর্ব্বতবহ্নিসংযোগের হেতুমদ্বৃত্তিত্ব থাকিলেও, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকপর্ব্বত-

বহ্নিসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণবহ্ন্যনুযোগিকত্ব থাকার জন্য পর্ব্বতবহ্নি-সংযোগের হেতুমদ্‌বৃত্তিত্ব থাকিয়া যায় (হেতুমত্তে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে বা বহ্নিরূপাধিকরণে অর্থাৎ বহ্নিতে পর্ব্বতবহ্নিসংযোগ থাকার ফলে ঐ সংযোগ বহ্নিতে বৃত্তি হয়, অর্থাৎ ঐ সংযোগ হইল হেতুমদ্‌বৃত্তিসংযোগ, এবং ঐ সংযোগে থাকে হেতুমদ্‌বৃত্তিত্ব) বলিয়া পর্ব্বতবহ্নিসংযোগের হেতুমদ্‌বৃত্তিত্ব থাকিলেও, উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকপর্ব্বতবহ্নিসংযোগসম্বন্ধে বহ্ন্যনু-যোগিকসম্বন্ধত্ব বা বহ্ন্যনুযোগিকত্ব থাকে না। কারণ, পর্ব্বতবহ্নিসংযোগ-সম্বন্ধে পর্ব্বতানুযোগিকত্ব থাকিতে পারে, বহ্ন্যনুযোগিকত্ব থাকিতে পারে না, বরং বহ্নিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিতে পারে। পর্ব্বতে বহ্নি যে সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে সেই সংযোগের প্রতিযোগী বহ্নি এবং অনুযোগী পর্ব্বত ইত্যাদিই হয়, বহ্নি কদাপি ঐ সংযোগের অনুযোগী হয় না, ইহা অনুভব সিদ্ধ এবং স্বাভাবিক প্রতীতি সিদ্ধ। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকপর্ব্বত-বহ্নিসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব বা বহ্ন্যনুযোগিকত্ব না থাকার ফলে উভয়াভাব সিদ্ধ হয়, এবং উভয়াভাব সিদ্ধ হওয়ার ফলে হেত্বধিকরণে বহ্ন্যভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বাভাব প্রতিপাদিত হয়; ইহাতে হেত্বধিকরণে বহ্ন্যভাব বা সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় "বহ্নিমান্ বহ্নিরূপাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। এইভাবে স্বাভাবিক অনুভবের দ্বারাই 'অনুযোগিকত্ব' এবং 'প্রতিযোগি-কত্ব'কে চিন্তা করিতে হইবে, এবং তাহার দ্বারাই, অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রতীতির দ্বারাই 'অনুযোগিকত্ব' এবং 'প্রতিযোগিকত্ব' শব্দের অর্থ সঙ্গতির ফলে লক্ষণ সমন্বয় হইবে এবং কোনো বিপত্তির আশঙ্কা থাকিবে না। দীধিতিকারের ইহাই অভিমত, এবং জগদীশ তাহাই ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু, দীধিতিকারের এবম্প্রকার অভিমত প্রকাশের পর জগদীশ এই প্রসঙ্গে একটি আশঙ্কার কথা বলিলেন। যেস্থলে একসংযোগব্যক্তি, অর্থাৎ একই সংযোগ যে পদার্থদ্বয়ের পরস্পর বিশিষ্টজ্ঞানের প্রমা হয় সেস্থলে তাহাদের, অর্থাৎ ঐ পদার্থদ্বয়ের একটি সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য হইলে তদীয়রূপাদিতে ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। যথা, "তৎমল্লবান্ তৎমল্লীয়রূপাৎ" স্থলে প্রথম মল্লের উপর দ্বিতীয় মল্ল থাকায় প্রথম মল্ল মল্লবান্ হইয়াছে, সাধ্য 'মল্ল' সংযোগসম্বন্ধে থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। হেতু হইল 'মল্লীয়রূপ', অর্থাৎ দ্বিতীয় মল্লের যে রূপ, অর্থাৎ দ্বিতীয় মল্লের মল্লীয়রূপ হইল

হেতু। ইহা "বহ্নিমান্ বহ্নিরূপাৎ" স্থলের স্থায় অসদ্ধেতুস্থল। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ যে সংযোগ, অর্থাৎ মল্লীয়সংযোগ তাহার প্রকৃত অনুযোগী এবং প্রতিযোগী কে? যুধ্যমান মল্লদ্বয় পরস্পর পরস্পরের উপর উপস্থিত হয়; ইহাতে কখনও প্রথম মল্ল সংযোগসম্বন্ধের অনুযোগী এবং দ্বিতীয় মল্ল সংযোগসম্বন্ধের প্রতিযোগী হয়, আবার পরক্ষণেই দ্বিতীয় মল্ল ঐ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধের অনুযোগী এবং প্রথম মল্ল প্রতিযোগী হয়। ইহাতে উক্ত সংযোগের প্রকৃত অনুযোগী এবং প্রতিযোগী নির্দ্ধারণ করা কঠিন, অনুভবের দ্বারা নির্দ্ধারণ করা যায় না; কারণ, বস্তুতঃপক্ষে উভয় মল্লই পর্য্যায়ক্রমে অনুযোগী এবং প্রতিযোগী হয়, স্বাভাবিক অনুভবের দ্বারা উভয় মল্লেরই অনুযোগিকত্ব এবং প্রতিযোগিকত্ব প্রতীত হয়। এরূপ অবস্থায় "বহ্নিমান্ বহ্নিরূপাৎ" স্থলের স্থায় এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে প্রথম মল্লেতে যে মল্লীয়-সংযোগ সেই সংযোগের মল্লানুযোগিকসম্বন্ধত্ব বা মল্লানু-যোগিকত্ব না থাকায় ঐ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে উভয়াভাব চিন্তা করিয়া হেত্বধিকরণে বা মল্লীয়রূপাধিকরণে বা দ্বিতীয় মল্লেতে সাধ্যাভাব অর্থাৎ মল্লাভাব বা দ্বিতীয় মল্লাভাব গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। কারণ, উভয় মল্লেতেই সংযোগের অনুযোগিত্ব এবং প্রতিযোগিত্ব দুইই থাকায় মল্লানুযোগিকত্ব এবং মল্লপ্রতিযোগিকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকিয়া যায়, ইহাদের কোনোটিরই অভাব থাকে না, এবং তাহাতে উভয়াভাব সম্ভব না হওয়ায় হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব গ্রহণ সম্ভব হয় না এবং অতিব্যাপ্তি বারণ করা যায় না। অর্থাৎ শুদ্ধ স্বাভাবিক অনুভবের দ্বারা অনুযোগী প্রতিযোগী নির্দ্ধারণ এক্ষেত্রে সম্ভব নয়, এবং তদ্দ্বারা অতিব্যাপ্তি বারণও সম্ভব নয়। এইরূপ আশঙ্কার কথা জগদীশ উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে ইহা ধ্যেয়, অর্থাৎ চিন্তনীয়; অর্থাৎ অনুভবের কথা বলিলেও সর্ব্বত্র আশঙ্কা দূর হয় না, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

দীধিতি—ধূমসংযোগে বহ্ন্যধিকরণায়োগোলকানুযোগিকত্ব চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টৈতদ্দণ্ডসংযোগে এতদ্দণ্ডাধিকরণচৈত্রানুযোগিকত্বস্য, গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাসমবায়ে চ জাত্যধিকরণগুণানুযোগিকত্বস্য

বিরহাৎ নাতিপ্রসঙ্গঃ।

অনুবাদ ঃ ধূমসংযোগে বহ্ন্যধিকরণ অয়োগোলকানুযোগিকত্বের, চৈত্রান্যত্ববিশিষ্ট এতদ্দণ্ডসংযোগে এতদ্দণ্ডাধিকরণ চৈত্রানুযোগিকত্বের এবং গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাসমবায়ে জাত্যধিকরণগুণানুযোগিকত্বের বিরহ হওয়ায় অতিপ্রসঙ্গ হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ দীধিতিকৃত লক্ষণে 'যৎকিঞ্চিৎ' 'নিরুক্ত' (অর্থাৎ 'যাদৃশ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন') প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার জন্য দীধিতিকার এই গ্রন্থ উত্থাপন করিলেন। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে সাধ্যতাব-চ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ ধূমসংযোগে ধূমাভাবীয়প্রতিযোগিকত্ব থাকে, এবং হেত্বধিকরণ বা বহ্ন্যধিকরণ মহানসানুযোগিকত্ব, পর্ব্বতানুযোগিকত্ব ইত্যাদিও থাকে, কারণ, পর্ব্বত, মহানস ইত্যাদিতেও ধূম থাকে। যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণ না ধরিলে যে কোনো হেত্বধিকরণ ধরা যায়, অর্থাৎ মহানস প্রভৃতি হেত্বধিকরণ ধরা যায়, এবং মহানস প্রভৃতি হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব ধূমসংযোগে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগে থাকিয়া যায়; এবং হেত্বধি-করণরূপে এস্থলে অয়োগোলক গ্রহণ না করিলেও চলে। ফলে, বহ্ন্যধিকরণ বা হেত্বধিকরণঅয়োগোলকানুযোগিকত্ব গ্রহণ না করিলে তদভাব আর ধূম-সংযোগে ধরা যায় না, ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধূমসংযোগে উভয়াভাব ধরা যায় না, এবং সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক না হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে অতি-প্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি হয়।

"চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডবান্ এতদ্দণ্ডাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্য হইল 'চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ড' এবং হেতু হইল 'এতদ্দণ্ড'; হেত্বধিকরণ হইল চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি ব্যক্তি। ব্যাপ্তির লক্ষণে 'নিরুক্ত' পদ অর্থাৎ 'যাদৃশপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদ প্রয়োগ না করিলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ চৈত্রান্যত্ববিশিষ্ট-এতদ্দণ্ডসংযোগসম্বন্ধে চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডপ্রতিযোগিকত্ব থাকে এবং হেত্বধিকরণ বা এতদ্দণ্ডাধিকরণ মৈত্রানুযোগিকত্ব থাকে, অর্থাৎ চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডপ্রতিযোগিক সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণচৈত্রানুযোগি-কত্ব গ্রহণ না করিলেও হয়; ফলে উভয়াভাব হয় না, ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয়।

"গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" এই স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়-

সম্বন্ধে গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, এবং গুণানুযোগিকত্বও থাকে, কারণ, বিশিষ্টসত্তা ও কেবলসত্তা এক এবং অনতিরিক্ত বলিয়া সত্তা সমবায়সম্বন্ধে থাকে ; সুতরাং সমবায়ে গুণকর্ম্মানুযোগিকত্ব থাকায় সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হয় না, হেত্বধিকরণে অন্য অভাব গ্রহণ করিলেই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ব্যাপ্তির লক্ষণে 'যৎকিঞ্চিৎ' ও 'নিরুক্ত' পদ দেওয়া হইয়াছে। জাগদীশী-গ্রন্থ ব্যাখ্যায় ইহা বিশদভাবে বলা হইতেছে।

জাগদীশী—যৎকিঞ্চিদিত্যস্য ফলমাহ ধূমসংযোগ ইতি। অন্যথা মহানসানুযোগিকত্বধূমপ্রতিযোগিকত্বোভয়স্যৈব ধূমসংযোগে সত্ত্বেন ধূমাভাবস্য প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাভাবাৎ ধূমবান্ বহ্নেঃ ইত্যাদৌ অতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ষষ্ঠ্যান্তত্রয়ং বিরহাৎ ইত্যন্বয়ি। নিরুক্তপদস্য ছদ্মতঃ ফলমাহ চৈত্রান্যত্বেতি। নিরুক্তপদানুক্তৌ চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টৈতদ্দণ্ডবানেতদ্দণ্ডাদিত্যত্র চৈত্রবৃত্ত্যেতদ্দণ্ডসংযোগে এব চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টঃ এতদ্দণ্ডাভাবপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণী-ভূতচৈত্রানুযোগিকত্বোভয়াভাববিরহাৎ তাদৃশদণ্ডাভাবস্য লক্ষণাঘটক-তয়া অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ ; তদুপাদানে তু চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টৈতদ্দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্বস্য অভাবাদেব তত্র উভয়াভাবসম্ভব ইতি ন অতিব্যাপ্তি ইতি ভাবঃ। যদি চ প্রতিযোগিতাপ্রত্যাশ্রয়ং নানৈব ন তু একেতি মতে তদা চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডত্বাবচ্ছিন্নং যৎ চৈত্রাবৃত্তিদণ্ডনিষ্ঠং প্রতি-যোগিত্বং তদাশ্রয়প্রতিযোগিকত্বহেত্বধিকরণীভূতঃ চৈত্রানুযোগিকত্বো-ভয়াভাবস্য সংযোগসামান্যে এব সত্ত্বাৎ নিরুক্তপদং বিনাঽপি ন অতি-ব্যাপ্তিঃ সম্ভবতীতি তন্মতসাধারণ্যেন অতিব্যাপ্তিরক্ষণার্থমুক্তমেতদিতি। যদি অনুযোগিতাপ্রত্যাশ্রয়ং নানৈব ন তু একেতিমতং তদা দণ্ড-সামান্যস্য হেতুত্বে এতদ্দণ্ডপ্রতিযোগিকসংযোগসামান্য এব দণ্ডান্ত-রাধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্বাভাবাদেব উভয়াভাবসত্ত্বাদিতি

ব্যাপ্তিবিরহঃ স্যাৎ অতো হেতাবেতদিতি। সংযোগেন সাধ্যতায়াং নিরুক্তপদস্য ব্যাবৃত্তিমুক্ত্বা সমবায়েন সাধ্যতায়াং তামাহ গুণ-কর্ম্মান্যত্বেতি। ইদং চ সমবায়স্য স্বাধিকরণভেদেনাপি নানাত্বমভি-প্রেত্য তস্যৈকত্বে তু তত্র গুণানুযোগিকত্ববিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্বো-ভয়সত্ত্বেন অতিব্যাপ্তিতাবদবস্থ্যাৎ।

অনুবাদ ঃ 'যৎকিঞ্চিৎ' পদের ফল বলা হইতেছে 'ধূমসংযোগ' ইত্যাদি। অন্যথায়, মহানসানুযোগিকত্ব ধূমপ্রতিযোগিকত্ব উভয়েরই ধূম-সংযোগে থাকায় ধূমাভাবের প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অভাব বশতঃ "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে অতিপ্রসঙ্গ হউক, ইহাই ভাব। ষষ্ঠ্যান্তত্রয়ের 'বিরহাৎ' ইহার সহিত অন্বয় হইয়াছে। কৌশলে 'নিরুক্ত' পদের ফল বলা হইতেছে 'চৈত্রান্যত্ব' ইত্যাদি। 'নিরুক্ত' পদের অনুক্তিতে 'চৈত্রান্যত্ববিশিষ্ট-এতদ্দণ্ডবান্ এতদ্দণ্ডাৎ" ইত্যাদি এস্থলে চৈত্রবৃত্তি এতদ্দণ্ডসংযোগেই চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডাভাবপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বধিকরণী-ভূতচৈত্রানুযোগিকত্ব (এই) উভয়াভাব না থাকায় তাদৃশ দণ্ডাভাব লক্ষণের ঘটক হয় না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হউক ; কিন্তু তদুপাদানে চৈত্রান্যত্ববিশিষ্ট-এতদ্দণ্ডত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অভাব বশতঃই সেস্থলে উভয়াভাব সম্ভব (হয়) ইত্যাদি, (এবং) অতিব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব। এবং যদি প্রতিযোগিতাপ্রত্যাশ্রয় নানাই, কিন্তু এক নয় ইত্যাদি মত (হয়), তাহা হইলে, চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন যে চৈত্রাবৃত্তিদণ্ডনিষ্ঠপ্রতিযোগিত্ব, তাহার আশ্রয় যে প্রতিযোগিকত্ব (এবং) হেত্বধিকরণীভূতচৈত্রানুযোগিকত্ব (এই) উভয়াভাব সংযোগসামান্যেই থাকায় ফলে নিরুক্তপদ বিনাই অতিব্যাপ্তি সম্ভব হয় না ইত্যাদি, (সুতরাং) তন্মতসাধারণ্যের দ্বারা অতিব্যাপ্তি রক্ষার জন্য 'এতৎ' ইত্যাদি উক্ত (হইল)। যদি অনুযোগিতা-প্রত্যাশ্রয় নানাই, এক নয়, এই মত (হয়), তাহা হইলে, দণ্ডসামান্যের হেতুত্বে এতদ্দণ্ডপ্রতিযোগিকসংযোগসামান্যেই দণ্ডান্তরাধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎ-ব্যক্ত্যনুযোগিকত্বাভাব বশতঃই উভয়াভাব ইত্যাদি থাকে বলিয়া ব্যাপ্তিবিরহ হউক ; সুতরাং হেতুতে 'এতৎ' ইত্যাদি (পদ দেওয়া হইল)। সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্যতাতে নিরুক্তপদের ব্যাবৃত্তি বলিয়া সমবায়সম্বন্ধে সাধ্যতাতে

'গুণকর্ম্মান্যত্ব' ইত্যাদি স্থলে তাহা (নিরুক্ত পদের ব্যাবৃত্তি) বলা হইতেছে। এবং ইহা সমবায়ের ব্যধিকরণভেদের দ্বারাই নানাত্ব অভিপ্রায় করিয়া (বলা হইয়াছে), কিন্তু, তাহার একত্বে, সেস্থলে, গুণানুযোগিকত্ব (এবং) বিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্ব উভয়াভাব থাকায় অবস্থায় অতিব্যাপ্তি (হয়) বলিয়া (নানাত্ব অভিপ্রায় করা হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে 'যৎকিঞ্চিৎ' পদটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার জন্যই দীধিতিকার 'ধূমসংযোগ' ইত্যাদি গ্রন্থের সূচনা করিলেন। ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্তি আনয়নের জন্যই লক্ষণে শুধুমাত্র 'হেত্বধিকরণ' না বলিয়া 'যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণ' বলা হইয়াছে। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে হেত্বধিকরণ বা বহ্ন্যধিকরণ মহানস, পর্ব্বত প্রভৃতিও হয়, এবং অয়োগোলকও হয়। যে কোনো হেত্বধিকরণ গ্রহণ করিলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে বা ধূম-সংযোগে হেত্বধিকরণ বা বহ্ন্যধিকরণমহানসানুযোগিকত্ব এবং ধূমপ্রতি-যোগিকত্ব উভয়ই থাকে, (কারণ, মহানস, পর্ব্বত প্রভৃতিতে ধূম থাকে), উভয়াভাব থাকে না, হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবরূপে ধূমাভাবকে বা সাধ্যাভাবকে ধরা যায় না, এবং সেকারণে অন্য অভাব ধরিলেই অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, 'যৎকিঞ্চিৎ' পদ লক্ষণে থাকার ফলে ব্যভিচারী হেত্বধিকরণটি ধরিতে হইবে, 'যৎকিঞ্চিৎ' পদের ইহাই তাৎপর্য ; ইহাতে পর্ব্বত, মহানস প্রভৃতিকে হেত্বধিকরণ বা বহ্ন্যধিকরণ না ধরিয়া অয়োগোলককেই ধরিতে হইবে, অর্থাৎ অয়োগোলকই হইবে প্রকৃত উদ্দিষ্ট 'যৎকিঞ্চিৎহেত্বধিকরণ' ; এই অয়োগোলকে ধূমাভাব বা সাধ্যাভাব থাকার ফলে আর অতিব্যাপ্তি বা অতিপ্রসঙ্গ হইবে না। দীধিতিগ্রন্থে যে 'বহ্ন্যধিকরণায়োগোলকানুযোগি-কত্বস্য', 'এতদ্দণ্ডাধিকরণচৈত্রানুযোগিকত্বস্য' এবং 'জাত্যধিকরণগুণানুযোগি-কত্বস্য' এই তিনটি ষষ্ঠ্যন্ত পদ রহিয়াছে, ঐ গ্রন্থে ইহাদের সহিত 'বিরহাৎ' এই পদের অন্বয় হইবে ; অর্থাৎ উক্ত পদগুলির বিরহ বা অভাব বশতঃ স্ব স্ব স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না।

'নিরুক্ত' অর্থাৎ লক্ষণস্থিত 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদটির তাৎপর্য্য 'চৈত্রান্যত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দীধিতিকার কৌশলে ব্যাখ্যা করিলেন। "চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডবান্ এতদ্দণ্ডাৎ" স্থলটি হইল অসদ্ধেতু-স্থল। চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একটি এবং একই দণ্ড ধারণ করিয়া আছে, এরূপ অবস্থায় হেতু যে এতদ্দণ্ড অধিকরণ বা হেত্বধিকরণ হইল

চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি সকলেই ; কিন্তু সাধ্য করা হইল চৈত্র ব্যতীত যে অন্য অন্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ড, অর্থাৎ 'চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ড', সুতরাং হেতু অর্থাৎ এতদ্দণ্ড সাধ্যের ব্যাপক হওয়ায় ইহা অসদ্ধেতুস্থল হইল। হেত্বধিকরণে যে অভাবটি ধরিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব পাওয়া যাইবে হেতুমন্নিষ্ঠ সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকেই 'যাদৃশ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন'রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং 'নিরুক্ত' পদের অর্থও তাহাই। এই 'নিরুক্ত' পদ, অর্থাৎ 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্ন' পদ লক্ষণে নিবেশ না করিলে কি ক্ষতি হয় ? এই পদ লক্ষণে নিবেশ না করিলে যৎকিঞ্চিৎ হেত্বধিকরণে অবশ্যই যে কোনো অভাব ধরা যাইবে। ইহাতে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে এতদ্দণ্ডসংযোগে—(তাহা চৈত্রবৃত্তিসংযোগই হউক আর মৈত্রবৃত্তিসংযোগই হউক, কারণ, এতদ্দণ্ডসংযোগ চৈত্রেও থাকে এবং মৈত্রেও থাকে)—ধরা গেল চৈত্রবৃত্তিএতদ্দণ্ডসংযোগে—চৈত্রান্যত্ববিশিষ্ট-এতদ্দণ্ডাভাবপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকে, তদভাব থাকে না, কারণ, চৈত্রান্যত্ববিশিষ্ট যে এতদ্দণ্ড তাহা চৈত্রবিশিষ্টও বটে, তজ্জন্য চৈত্রের স্কন্ধেতেও এতদ্দণ্ড থাকার ফলে চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডও চৈত্রের স্কন্ধে পক্ষান্তরে থাকিয়া যায়। সেইজন্যই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ চৈত্রবৃত্তিএতদ্দণ্ড-সংযোগসম্বন্ধে (হেত্বধিকরণে চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডাভাব চিন্তা করিয়া) চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডাভাবপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায় ; অপর-দিকে, উক্ত 'সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিচৈত্রানুযোগিকত্বও থাকে ; ফলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ চৈত্রবৃত্তিএতদ্দণ্ডসংযোগসম্বন্ধে উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা সম্ভব হয় না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাব-চ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব' কথাটি লক্ষণে নিবেশ করিলে আর ঐ অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। কারণ, তাহা হইলে, চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডাভাব বলিতে চৈত্রান্যত্ব-বিশিষ্টএতদ্দণ্ডত্বাবচ্ছিন্নচৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাকাভাব বুঝা যাইবে, অর্থাৎ চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন যে দণ্ডাংশ তদভাবই বুঝা যাইবে, চৈত্রের স্কন্ধস্থিত দণ্ডাংশ সমেত সমগ্র দণ্ডটিকে তখন বুঝা যাইবে না। এইরূপ হইলে, চৈত্রবৃত্তিদণ্ডসংযোগে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বাভাব থাকিয়া যাইবে (কারণ, চৈত্র ব্যতীত অন্যের স্কন্ধস্থিত দণ্ডাংশ চৈত্রবৃত্তিসংযোগে থাকিবে না),

ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে উভয়াভাব সম্ভব হইবে এবং হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব অর্থাৎ চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডাভাব ধরা যাইবে, ফলে এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' অর্থাৎ 'নিরুক্ত' পদটি নিবেশের জন্যই এইপ্রকার অতিব্যাপ্তি বারণ হয়।

"চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডবান্ এতদ্দণ্ডাৎ" স্থলটিতে সাধ্য ধরা হইয়াছে 'চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ড', কেবল দণ্ড নহে, এবং হেতু ধরা হইয়াছে 'এতদ্দণ্ড', কেবল দণ্ড নহে। সাধ্যে এবং হেতুতে এই 'এতৎ' শব্দ দীধিতিকার কেন প্রয়োগ করিলেন? প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে অভাবীয় প্রতিযোগীতে যে প্রতিযোগিতা থাকে তাহা প্রতিযোগী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন; অর্থাৎ প্রতিযোগিতার প্রতি আশ্রয় বা প্রত্যেক আশ্রয় যে প্রতিযোগী তাহা নানা বা ভিন্ন বলিয়া প্রতিযোগিতাও নানা বা ভিন্ন; যথা, ঘটাভাবীয় প্রতিযোগী যে ভিন্ন ভিন্ন ঘট সেই ভিন্ন ভিন্ন ঘটে যে প্রতিযোগিতা তাহাও ভিন্ন ভিন্ন। এই মত গ্রহণ করিলে চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন চৈত্রাবৃত্তিদণ্ডনিষ্ঠ যে প্রতিযোগিত্ব বা প্রতিযোগিতা (অর্থাৎ চৈত্র ভিন্ন অন্যব্যক্তিতে যে দণ্ড আছে তদ্দণ্ডকে অভাবরূপে চিন্তা করিয়া তদভাবীয় প্রতিযোগী যে তদ্দণ্ড সেই তদ্দণ্ডনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা), সেই প্রতিযোগিতার আশ্রয় যে প্রতিযোগী তৎপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিচৈত্রানুযোগিকত্ব এই উভয়াভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসামান্যে অর্থাৎ এতদ্দণ্ডসংযোগসামান্যে থাকে; ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। এই অতিব্যাপ্তি বারণ 'নিরুক্ত' পদ অর্থাৎ 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদ ব্যতীতই সম্ভব হয়। কারণ, প্রতিযোগিতা পৃথক পৃথক হওয়ায় বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে বিভিন্ন দণ্ড আছে সেই দণ্ডাভাবীয় ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডনিষ্ঠপ্রতিযোগী ভিন্ন ভিন্ন, এবং তৎ তৎ প্রতিযোগিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাও ভিন্ন ভিন্ন। তাহা হইলে, চৈত্রাবৃত্তিদণ্ডনিষ্ঠ অর্থাৎ চৈত্র ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড আছে তৎ তৎ দণ্ডনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা অবশ্যই চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা হইবে; এবং এই চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টদণ্ডত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতার আশ্রয় যে প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিকত্ব (অর্থাৎ সেই প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব), এবং হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তিচৈত্রানুযোগিকত্ব এই উভয়াভাব সাধ্যতাব-

চ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে অর্থাৎ এতদ্দণ্ডসংযোগসামান্যে থাকিয়া যায়; এবং ইহাতে উভয়াভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। অর্থাৎ লক্ষণে 'নিরুক্ত' পদ ব্যতীতই হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব অর্থাৎ চৈত্রান্যত্ব-বিশিষ্টদণ্ডাভাব গ্রহণ সম্ভব হয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের প্রতিযোগিতার নানাত্ব সম্পর্কিত মত নব্যেরা স্বীকার করেন না; সুতরাং নব্য ও প্রাচীন সকলের সাধারণ মত অনুযায়ী যাহাতে এস্থলের অতিব্যাপ্তিটি 'নিরুক্ত' পদের দ্বারাই বারণ হয় তজ্জন্যই সাধ্যে 'এতৎ' পদের নিবেশ। 'চৈত্রান্যত্ব-বিশিষ্টএতদ্দণ্ড' সাধ্য ধরিলে চৈত্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তিতে যে পৃথক দণ্ড আছে সেই দণ্ডাভাবীয় প্রতিযোগিতার ভিন্নতা বশতঃ সেই দণ্ডাভাবীয়প্রতি-যোগিপ্রতিযোগিকত্বাভাব আর ধরা যাইবে না, কারণ, এতদ্দণ্ড সাধ্য হওয়ায় এক অংশ চৈত্রেতে এবং সেই দণ্ডেরই অপর অংশ চৈত্র ভিন্ন অন্যেতে আছে বুঝিতে হইবে এবং চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডটি তখন সেই একই দণ্ডের যে অংশ চৈত্রেতে নাই তাহাকেই ইঙ্গিত করিবে। ইহাতে দণ্ড একই হওয়ায় সেই দণ্ডাভাবীয় প্রতিযোগীতে যে প্রতিযোগিতা তাহাও সেক্ষেত্রে একটিই হইবে; অন্যদণ্ডপ্রতিযোগীতে যে প্রতিযোগিতা তাহা ভিন্ন হইবে, কিন্তু একই দণ্ডপ্রতিযোগীতে প্রতিযোগিতাও একটি হইবে, ভিন্ন হইবে না। ফলে, চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ড পক্ষান্তরে চৈত্রবিশিষ্টএতদ্দণ্ড হওয়ায় যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় তাহা 'নিরুক্ত' পদের দ্বারাই বারণ করিতে হয়। এই 'এতৎ' পদ সাধ্যে প্রয়োগের জন্যই প্রাচীন মত অনুসারে প্রতিযোগিতার ভিন্নতা স্বীকারের দ্বারা অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না; প্রাচীনদেরকেও 'নিরুক্ত' পদ স্বীকারের দ্বারা অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে হয়। আর, নব্যেরা প্রতিযোগিতার ভিন্নতা স্বীকার না করায় তাঁহাদের তো 'নিরুক্ত' পদের সাহায্যেই এস্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ করিতেই হয়। এইরূপে নব্য ও প্রাচীন উভয়েরই প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত অভিমত অনুসারে যাহাতে এস্থলের অতিব্যাপ্তিটি রক্ষা হয় তজ্জন্যই সাধ্যেতে 'এতৎ' শব্দের প্রয়োগ; এবং উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ মত অনুসারে অতিব্যাপ্তিটি 'নিরুক্ত' অর্থাৎ 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদের দ্বারাই বারণ হইবে। ঠিক এইরূপেই অনুযোগিতার প্রতি আশ্রয় ভেদে অর্থাৎ প্রত্যেক অনুযোগী ভেদে অনুযোগিতা যদি ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, পৃথক পৃথক প্রত্যেক দণ্ডেতেই এই অনুযোগিতা পৃথক পৃথক হইবে; এবং শুধুমাত্র দণ্ডকে

হেতু ধরিলে, অর্থাৎ 'এতদ্দণ্ড' হেতু না হইয়া 'দণ্ড' হেতু হইলে, দণ্ডসামান্যে-তেই হেতুত্ব থাকিবে। তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকচৈত্রান্যত্ববিশিষ্ট-এতদ্দণ্ডসংযোগসম্বন্ধে এতদ্দণ্ডপ্রতিযোগিকত্ব থাকিবে, কিন্তু ভিন্নদণ্ডাধি-করণানুযোগিকত্ব থাকিবে না; অর্থাৎ এতদ্দণ্ডপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধ-সামান্যে ভিন্নদণ্ড বা দণ্ডান্তরাধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব থাকিবে না (কেননা, ভিন্নদণ্ডাধিকরণানুযোগিকত্ব এতদ্দণ্ডসংযোগে থাকার কোনো সম্ভাবনা নাই), ইহাতে উভয়াভাব অবশ্যই সম্ভব হইবে; কিন্তু ইহাতে হেতু এবং হেত্বধিকরণ অনির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ব্যাপ্তি হইবে না। এইরূপে ব্যাপ্তির অভাব বা ব্যাপ্তিবিরহ উপস্থিত হওয়াতেই হেতুতে 'এতৎ' শব্দের প্রয়োগ, অর্থাৎ শুদ্ধ 'দণ্ড'কে হেতু না ধরিয়া বা দণ্ডসামান্যকে হেতু না ধরিয়া 'এতদ্দণ্ড'কে হেতু ধরা হইয়াছে।

সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাতে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে 'নিরুক্ত' পদের কি প্রয়োজনীয়তা তাহা "চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টএতদ্দণ্ডবান্ এতদ্দণ্ডাৎ" স্থলে দেখান হইল। এক্ষণে, সমবায়সম্বন্ধে সাধ্যতাতে 'নিরুক্ত' পদের তাৎপর্য্য উল্লেখের জন্যই "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" এই স্থলের উল্লেখ। এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণ বা জাত্যধিকরণগুণানুযোগিকত্ব এতদুভয়ই থাকে, উভয়া-ভাব থাকে না। কারণ, বিশিষ্টসত্তা ও কেবলসত্তা এক এবং অনতিরিক্ত বলিয়া গুণকর্ম্মানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে বিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায় (কারণ, গুণকর্ম্মানুযোগিক সমবায়সম্বন্ধে যেহেতু সত্তাপ্রতিযোগিকত্ব আছে সেহেতু বিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্বও আছে, কেননা, সত্তা ও বিশিষ্ট-সত্তা এক এবং অনতিরিক্ত); ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব পাওয়া যায় না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু 'নিরুক্ত' পদ অর্থাৎ 'যাদৃশপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদ প্রয়োগ করিলে ঐ অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক সমবায়সম্বন্ধে বিশিষ্টসত্তাত্বাব-চ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিলেও গুণকর্ম্মানুযোগিকত্ব থাকে না, অর্থাৎ, সাধ্য-তাবচ্ছেদক যে সমবায়সম্বন্ধে বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকে তাহাতে গুণকর্ম্মানুযোগিকত্ব থাকে না, অথবা গুণকর্ম্মানুযোগিকসমবায়-সম্বন্ধে বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না, ফলে উভয়াভাব থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে হেত্বধিকরণে বিশিষ্টসত্তাভাব বা সাধ্যাভাব

সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। 'নিরুক্ত' পদ লক্ষণে থাকার ফলেই এই অতিব্যাপ্তি বারণ হইল। এস্থলে অবশ্য অধিকরণভেদে 'সমবায়' ভিন্ন ভিন্ন এই মতই গ্রহণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ স্বাধিকরণভেদে সমবায়ের নানাত্ব স্বীকারের দ্বারাই 'নিরুক্ত' পদের দ্বারা "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ হইয়াছে। এই মত স্বীকার না করিলে, অর্থাৎ অধিকরণ ভিন্ন হইলেও সমবায় সর্ব্বত্র একই, অর্থাৎ দ্রব্যাধিকরণে যে সমবায় থাকে গুণাধিকরণেও সমবায় হিসাবে সেই একই সমবায় থাকে, এই মত স্বীকার করিলে এস্থলের অতিব্যাপ্তিটি বারণ হয় না। কারণ, যে সমবায়ে বিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্ব থাকে সেই সমবায়ই, সমবায় হিসাবে এক বলিয়া অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমবায়ের একত্ব বশতঃ, গুণকর্ম্মেও থাকার ফলে সেই সমবায়সম্বন্ধে গুণানুযোগিকত্ব বা গুণকর্ম্মানুযোগিকত্বও থাকে। অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে, সমবায়ের একত্ব বশতঃ, বিশিষ্টসত্তাপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণ বা জাত্যধিকরণগুণানুযোগিকত্ব এতদুভয়ই থাকে, উভয়াভাব থাকে না; ফলে, উভয়াভাব সম্ভব না হওয়ায় হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব পাওয়া যায় না, এবং অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং, অধিকরণভেদে সমবায়ের নানাত্বকে স্বীকার করিয়াই "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলে অতিব্যাপ্তিটি 'নিরুক্ত' পদের সাহায্যে বারণ করা হইয়াছে; অধিকরণভেদে সমবায়ের নানাত্ব স্বীকার না করিলে শুধুমাত্র 'নিরুক্ত' পদের দ্বারা এই অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না।

জাগদীশী—যদ্যপি যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নেত্যাদ্যুক্তৌ বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাদিত্যত্র অব্যাপ্তিঃ, সংযোগসামান্য এব বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বধূমাধিকরণপর্ব্বতানুযোগিকত্বোভয়াভাবসত্ত্বাৎ। ন চ যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্তাপ্রমায়াঃ সাংসর্গিকবিষয়ত্বমেব নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বং বক্তব্যং, তচ্চ পর্ব্বতে বহ্নিধূময়োঃ প্রত্যেকসংযোগস্য অপি অস্তীতি ন অব্যাপ্তিঃ; অন্যথা সংযোগেন পর্ব্বতঃ বহ্নিধূমোভয়বান্ ইত্যাদি প্রমায়া দুর্ঘটত্বাপত্তেঃ ইতি বাচ্যম্। তথা সতি অতএব ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণায়া বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেরিত্যত্র অতিব্যাপ্তেরসঙ্গত্যাপত্তেঃ। বহ্নি-

ধূমোভয়বত্তাপ্রমানিয়ামকসংযোগমাত্রস্য এব হেত্বধিকরণীভূতায়োগোলকানুযোগিকত্বাভাবেন বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবমাদায় এব অতিব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ।

অনুবাদ : যদ্যপি—'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি উক্তিতে "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি এস্থলে অব্যাপ্তি (হয়), (কারণ) সংযোগসামান্যেই বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) ধূমাধিকরণপর্ব্বতানুযোগিকত্ব উভয়াভাব থাকে বলিয়া (অব্যাপ্তি হয়)। যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রমার সাংসর্গিক বিষয়ত্বই নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব বলা উচিত, এবং তাহাতে পর্ব্বতে বহ্নিধূমের প্রত্যেকসংযোগই থাকে, ইহাতে অব্যাপ্তি হয় না; অন্যথায় সংযোগসম্বন্ধে "পর্ব্বতঃ বহ্নিধূমোভয়বান্" ইত্যাদি প্রমার দুর্ঘটত্বাপত্তি হয়—এরূপ বলা যায় না। (কারণ) তাহা হইলে "অতএব" ইত্যাদির দ্বারা বক্ষ্যমাণ "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি এস্থলে অতিব্যাপ্তির অসঙ্গত্যাপত্তি হয়। (কারণ, এরূপ হইলে) বহ্নিধূমোভয়বত্তাপ্রমানিয়ামকসংযোগমাত্রেরই হেত্বধিকরণীভূতায়োগোলকানুযোগিকত্বাভাবের দ্বারা বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব গ্রহণ করিয়াই অতিব্যাপ্তি অসম্ভব হয় বলিয়া (অসঙ্গত্যাপত্তি হয়)।

ব্যাখ্যা : 'যদ্যপি' পদের দ্বারা এস্থলে একটি আপত্তি উত্থাপন করা হইতেছে, এবং ইহার পরই 'তথাপি' পদের দ্বারা 'যদ্যপি' প্রসঙ্গের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। আপত্তিটি হইল—'নিরুক্ত' পদ অর্থাৎ 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদ লক্ষণে নিবেশ করিলে "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। পর্ব্বতে বহ্নি এবং ধূম উভয়ই সংযোগসম্বন্ধে থাকে; কিন্তু এস্থলে সাধ্য হইল 'বহ্নিধূম' এতদুভয়। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে বহ্নিপ্রতিযোগিকত্ব এবং ধূমপ্রতিযোগিকত্ব পৃথক পৃথক ভাবে থাকে, কিন্তু একই সংযোগে বহ্নিধূম এতদুভয়প্রতিযোগিকত্ব থাকে কি করিয়া? তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অভাব থাকিয়া যায়, এবং হেত্বধিকরণ বা ধূমাধিকরণপর্ব্বতানুযোগিকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে থাকিলেও উভয়াভাব থাকিয়া যায়; ইহাতে সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিয়া যাওয়ায় এবং সেই সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হওয়ায় অব্যাপ্তি

হইয়া যায়। সুতরাং লক্ষণে 'নিরুক্ত' পদ অর্থাৎ 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদ নিবেশ করিলে, অর্থাৎ এস্থলে 'বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব' নিবেশ করিলে অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এস্থলে অবশ্য বলা যায় যে, যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্তা বুদ্ধির বা যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবত্তা প্রমার সাংসর্গিকবিষয়ত্বই হইল নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব; অর্থাৎ লক্ষণের 'নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব' অর্থে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বুদ্ধির সাংসর্গিকবিষয়ত্ব বুঝিতে হইবে। পর্ব্বতে ধূমের যে সংসর্গ বা সম্বন্ধ, বহ্নিরও সেই একই সংসর্গ বা সম্বন্ধ, এবং ধূম ও বহ্নি উভয়েই একই সংসর্গের বিষয়; বহ্নিধূম উভয়েতেই এই একই সংসর্গের বিষয়ত্ব বা বিষয়তা আছে। ইহাতে, পর্ব্বতে বহ্নি ধূম প্রত্যেকের যে সংযোগ সেই প্রত্যেক সংযোগেরই সাংসর্গিকবিষয়ত্ব বহ্নিধূম উভয়ের আছে; পর্ব্বতে যে বহ্নিধূম এতদুভয়ত্বাবচ্ছিন্ন বুদ্ধি বা প্রমা, সেই প্রমার সাংসর্গিকবিষয়ত্ব বহ্নিধূম উভয়েতেই থাকে। ইহা অস্বীকার করিলে পর্ব্বতে সংযোগসম্বন্ধে যে বহ্নিধূম উভয়ের প্রতীতি বা প্রমা হয় সেই প্রতীতিই দুর্ঘট হইয়া পড়ে; পর্ব্বতে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিধূম উভয়ের প্রতীতি সর্ব্বস্বীকৃত। সুতরাং বহ্নিধূম উভয়েতেই সংযোগসম্বন্ধের সাংসর্গিকবিষয়ত্ব আছে। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ 'নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব' অর্থে 'সাংসর্গিকবিষয়ত্ব' ধরিলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে 'নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব' অর্থাৎ 'বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্ব' থাকিয়া যায়, তদভাব থাকে না; এবং হেত্বধিকরণ বা ধূমাধিকরণপর্ব্বতানুযোগিকত্বও সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকিয়া যায়, ফলে উভয়াভাব সম্ভব না হওয়ায় আর হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না, এবং এই সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব না হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এইরূপে সাংসর্গিকবিষয়ত্বের দ্বারা এই অব্যাপ্তি বারণ করিলে অসুবিধা হয়। দীধিতিকার কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার "অতএব" ইত্যাদি গ্রন্থে "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়াছেন সেই অতিব্যাপ্তিটি সাংসর্গিকবিষয়ত্বের দ্বারা বারণ হইয়া যায়। কারণ, বহ্নিধূম এতদুভয়বত্তা বুদ্ধির বা প্রমার নিয়ামক যে সংসর্গ বা সম্বন্ধ অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের বিষয় বহ্নিধূম উভয়েই হওয়ায় উভয়েতেই সাংসর্গিকবিষয়ত্ব থাকে। তাহা হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে

সাংসর্গিকবিষয়ত্বরূপে বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, তদভাব থাকে না ; এবং হেত্বধিকরণীভূত বা বহ্ন্যধিকরণীভূতায়োগোলকানুযোগিকত্বাভাব সাধ্যাভাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকাতে উভয়াভাব অবশ্যই হইল। সাধ্যাভাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণীভূতায়োগোলকানুযোগিকত্বাভাবের দ্বারা উভয়াভাব সম্ভব হওয়াতেই হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব বা "বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব' পাওয়া যায়, এবং ইহার দ্বারা অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। অন্যথায়, কিন্তু, "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় ; দীধিতিকার তাঁহার "অতএব" ইত্যাদি গ্রন্থে এস্থলে কিরূপে অতিব্যাপ্তি হয় তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু সাংসর্গিকবিষয়তা স্বীকার করিলে এই অতিব্যাপ্তিটি থাকে না এবং দীধিতিগ্রন্থ অসঙ্গত হইয়া পড়ে; সুতরাং, সাংসর্গিকবিষয়তার দ্বারা "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ সমীচীন হয় না।

জাগদীশী—তথাপি, সাধ্যসাধনভেদেন ব্যাপ্তের্ভেদাৎ ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্ম্মেণ সাধ্যতায়াং নিরুক্তপদমপহায় যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়প্রতিযোগিকত্বঘটিতস্যৈব প্রবেশাৎ ন উক্তস্থলাব্যাপ্তিঃ। ন চ এবমুভয়ত্বেন সাধ্যতায়াং ব্যভিচারিণি অতিব্যাপ্তিঃ তদবস্থৈব স্যাৎ। অতএব ইত্যাদিনা বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেরিত্যাদৌ গ্রন্থকৃতৈব অগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ইতি। বস্তুতঃ সম্বন্ধস্য একপ্রতিযোগিকত্বাপরানুযোগিকত্বনিয়মেন বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকং সম্বন্ধত্বাপ্রসিদ্ধ্যৈব তদুভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবস্য লক্ষণাঘটকত্বাৎ ন অব্যাপ্তিঃ, অতএব অগ্রে বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেরিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ দাস্যতে। ন চ বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারিত্বাদৌ এব তাদৃশোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধত্বপ্রসিদ্ধিসম্ভবঃ। প্রাচাং মতে প্রকারিত্বাদেঃ সম্বন্ধত্বাভাবাৎ। বিশিষ্টধীনিয়ামকস্য এব তথাত্বাদিতি ধ্যেয়ম্। ন চ এবমপি ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাৎ ইত্যত্র অব্যাপ্তিঃ, বিষয়তাসম্বন্ধে গগনীয়ত্বনিত্যজ্ঞানানুযোগিকত্বউভয়সত্ত্বেন গগনাভাবমাদায় অপি প্রসিদ্ধ্যসম্ভবাৎ ইতি

বাচ্যম্। তাদৃশসম্বন্ধেন ঘটাদেঃ ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া তৎসাধ্যকে প্রতি-যোগিবৈয়ধিকরণ্যস্য অপ্রবেশাৎ ইত্যাশয়ঃ ইতি ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ: তথাপি—সাধ্যসাধনভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয় বলিয়া ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্মে সাধ্যতাতে নিরুক্তপদ পরিত্যাগ করিয়া যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়-প্রতিযোগিকত্বঘটিতের প্রবেশ বশতঃ উক্ত স্থলে অব্যাপ্তি হয় না। উভয়ত্বের দ্বারা সাধ্যতাতে ব্যভিচারী স্থলে তদবস্থায়ই অতিব্যাপ্তি হউক—এরূপ হয় না। (কারণ), "অতএব" ইত্যাদির দ্বারা "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি স্থলে গ্রন্থকারের দ্বারাই অগ্রে (তাহা) বলা হইয়াছে বলিয়াই (এরূপ হয় না)। বস্তুতঃপক্ষে সম্বন্ধের একপ্রতিযোগিকত্ব অপরানুযোগিকত্ব নিয়মের দ্বারা বহ্নিধূম এতদুভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক সম্বন্ধত্বের অপ্রসিদ্ধির দ্বারাই তদুভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবের লক্ষণের অঘটকত্ব বশতঃ অব্যাপ্তি হয় না; অতএব (অর্থাৎ সেইজন্যই) অগ্রে "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি দেওয়া হইয়াছে। বহ্নিধূম এতদুভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারিত্বাদিতেই তাদৃশউভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধত্বের প্রসিদ্ধি সম্ভব—এরূপ বলা যায় না। (কারণ), প্রাচীনদের মতে প্রকারিত্বাদির সম্বন্ধত্বের অভাব হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)। বিশিষ্টধীনিয়ামকেরই তথাত্ব (সম্বন্ধত্ব) হয় বলিয়া, ইত্যাদি চিন্তনীয়। বিষয়িতাসম্বন্ধে গগনীয়ত্বনিত্যজ্ঞানানু-যোগিকত্ব এতদুভয় থাকার ফলে গগনাভাবকে গ্রহণ করিয়াও প্রসিদ্ধি অসম্ভব হওয়ায় "ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি (হয়),—এরূপও বলা যায় না। (কারণ), তাদৃশসম্বন্ধে (বিষয়িতাসম্বন্ধে) ঘটাদির ব্যাপ্যবৃত্তিতা বশতঃ তৎসাধ্যক স্থলে লক্ষণে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রবেশ নাই, ইত্যাদি চিন্তনীয়।

ব্যাখ্যা: 'যদ্যপি' পদের দ্বারা যে আপত্তি করা হইয়াছিল এক্ষণে 'তথাপি' পদের দ্বারা তাহা খণ্ডন করা হইতেছে। "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইল তাহা পূর্বোক্ত প্রকারে বারণ হয় না, কিন্তু অন্য প্রকারে বারণ হয়। সাধ্য-সাধনভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয় বলিয়া এস্থলেও ব্যাপ্তির ভেদ স্বীকার করা যায়। ইহা স্বীকার করিলে ব্যাপ্তির লক্ষণে 'নিরুক্ত' পদ অর্থাৎ 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' পদ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যকস্থলে অর্থাৎ 'উভয়' সাধ্যক-

স্থলে 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়প্রতিযোগিকত্ব' নিবেশ করিলেই আর অব্যাপ্তি হয় না। 'বহ্নিধূমোভয়বান্' এই স্থলটি ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যকস্থল; সুতরাং এস্থলে লক্ষণে 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব' পদ নিবেশ না করিয়া 'যাদৃশপ্রতিযোগিতাশ্রয়প্রতিযোগিকত্ব' পদ নিবেশ করা কর্ত্তব্য। প্রতিযোগিতার আশ্রয় হইল প্রতিযোগী, এস্থলে বহ্নি এবং ধূম উভয়ই হইবে প্রতিযোগী, অর্থাৎ প্রতিযোগিতার আশ্রয়; এইরূপ প্রতি-যোগিতার আশ্রয় বা যাদৃশপ্রতিযোগিতার আশ্রয় যে বহ্নিধূম, সেই বহ্নি-ধূমপ্রতিযোগিকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে থাকে, তদভাব থাকে না; এবং সংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণপর্ব্বতানুযোগিকত্বও থাকে; ফলে উভয়াভাব না হওয়ায় আর হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব সম্ভব হয় না; ইহাতে সদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব না থাকায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না। এইরূপ ব্যাপ্তিভেদ স্বীকার করিয়া এই অব্যাপ্তি বারণ করা যায়। কিন্তু এইরূপ ব্যাসজ্যবৃত্তিসাধ্যের অর্থাৎ উভয়ত্বের দ্বারা যে সাধ্য হয় সেই সাধ্যের ব্যভিচারী স্থলে, যথা, "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি স্থলে, উক্তপ্রকার ব্যাপ্তিভেদ স্বীকার করিলেও তো অতিব্যাপ্তি হয়, আবার ব্যাপ্তিভেদ স্বীকার না করিলেও অতিব্যাপ্তি হয়। তাহা হইলে এক্ষেত্রে ব্যাপ্তিভেদ স্বীকারের সার্থকতা কি? ইহার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ, গ্রন্থকার স্বয়ং, অর্থাৎ দীধিতিকার নিজেই অগ্রে "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" স্থলটি উত্থাপন করিয়াছেন এবং তথায় এই স্থলের অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে সকল বিষয়ই আলোচনা করিয়াছেন। আর, বস্তুতঃপক্ষে সম্বন্ধে একপ্রতিযোগিকত্ব এবং অপর অনুযোগিকত্ব থাকে, ইহাই নিয়ম; এই নিয়ম স্বীকার করিলে বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধত্বের প্রসিদ্ধি হয় না, এবং সেজন্য এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে একপ্রতিযোগি-কত্বই স্বীকার করিতে হইবে, বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব স্বীকৃত হইবে না। তাহা হইলেই এস্থলে আর বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হইবে না, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে আর সাধ্যাভাব থাকিবে না, এবং ইহাতে অব্যাপ্তিও আর হইবে না। এইরূপ হয় বলিয়াই এই উদ্দেশ্যে দীধিতিকার অগ্রে "অতএব" ইত্যাদি গ্রন্থে "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি স্থলীয় অতিব্যাপ্তিটিরই উল্লেখ করিয়াছেন; "বহ্নিধূমোভয়-বান্ ধূমাৎ" স্থলের অব্যাপ্তির আশঙ্কা এইভাবে থাকে না বলিয়াই তাহার

উল্লেখ করেন নাই। পুনরায় আপত্তি করা যায় যে, বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রকারী অর্থাৎ জ্ঞান (প্রকারী শব্দের অর্থ জ্ঞান; বিষয় হইল প্রকার, বিষয় থাকে বিষয়ীতে, অর্থাৎ যে বিষয়ী সেই হইল প্রকারী; বিষয়ী হইল জ্ঞান, সুতরাং প্রকারীও জ্ঞান) সেই প্রকারিতাতে বা প্রকারিত্বে তাদৃশ অর্থাৎ বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের প্রসিদ্ধি সম্ভব না হইবে কেন? বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নের জ্ঞান যখন হয়, তখন উক্ত প্রকারিত্বে বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিবে। এইরূপে উভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব স্বীকৃত হইলেই পুনরায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে। ইহাতে জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ বলা যায় না; কারণ, প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে প্রকারিত্বের সম্বন্ধত্ব স্বীকৃত হয় না। বিশিষ্টধীনিয়ামকের অর্থাৎ বিশিষ্টজ্ঞানের যাহা নিয়ামক সেই নিয়ামকেরই সম্বন্ধত্ব হয়; এইরূপই চিন্তা করিতে হইবে, অর্থাৎ এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াই "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ" স্থলের অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর করিতে হইবে।

হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব এতদুভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তির লক্ষণের একটি আপত্তির প্রসঙ্গ এস্থলে উত্থাপন করা যায়। "ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলটিতে সাধ্য হইল 'ঘট' এবং হেতু হইল 'নিত্যজ্ঞানত্ব', হেত্বধিকরণ হইল নিত্যজ্ঞান; হেত্বধিকরণ নিত্যজ্ঞান হওয়ায় সাধ্যটি বিষয়িতাসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে; কারণ, নিত্যজ্ঞান হইল বিষয়ী, এবং এই বিষয়ীর বিষয় হইল 'ঘট' বা সাধ্য, সেজন্য সাধ্যটি বিষয়িতাসম্বন্ধে এস্থলে ধরা হইয়াছে। এখন, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল বিষয়িতাসম্বন্ধ; এই বিষয়িতাসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে গগনত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, তদভাব থাকে না (কারণ, গগনই হউক, গগনত্বই হউক আর যাহাই হউক, নিত্যানিত্য সমস্ত পদার্থই জ্ঞানের বিষয়), এবং হেত্বধিকরণনিত্যজ্ঞানানুযোগিকত্বও বিষয়িতাসম্বন্ধে থাকে, ফলে উভয়াভাব হয় না, অর্থাৎ হেত্বধিকরণে গগনাভাব ধরা যায় না। হেত্বধিকরণে গগনাভাবের প্রসিদ্ধি না হওয়ায় হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের প্রসিদ্ধি হয় না, এবং এইরূপে হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু জগদীশ বলিতেছেন যে, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এই আপত্তি করা যায় না। কারণ, তাদৃশসম্বন্ধে অর্থাৎ বিষয়িতাসম্বন্ধে ঘটাদিকে সাধ্য ধরিলে সেই সাধ্যকল্প ব্যাপ্যবৃত্তি-

সাধ্যকস্থল হইবে ; এবং ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 'প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যে'র প্রবেশ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া "ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক-স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই, এবং উক্ত অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই। সাধারণভাবে হেত্ব-ধিকরণে অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানে 'নিত্যজ্ঞানান্যত্ববিশিষ্টঘটাভাব' গ্রহণ করিলেই সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে 'নিত্যজ্ঞানান্যত্ববিশিষ্টঘটত্ব' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে 'ঘটত্ব' ; ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি প্রতিযোগি-তানবচ্ছেদক হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে এবং কোনো বিপত্তির আশঙ্কা থাকিবে না। ইহা এইরূপ চিন্তনীয়, (অর্থাৎ সমগ্র বিষয়টিকে জগদীশ এইভাবে চিন্তা করার উপদেশ দিলেন)।

জাগদীশী—অত্র ক্রমঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকৃত-সাধ্যাধিকরণতানিরূপিতস্বরূপসম্বন্ধেনযদভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যাভাববত্ত্বং হেতুমতঃ তদভাবপ্রতিযোগিতানব-চ্ছেদকত্বস্য সাধ্যতাবচ্ছেদকে বিবক্ষণেনৈব সামঞ্জস্যে নিরুক্তপ্রতিযো-গিকত্বেত্যাদি খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধির্বিফলা। কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ ইত্যাদৌ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাধিকরণতানিরূপিতস্বরূপসম্বন্ধেন পটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বসামান্যাভাবস্য এব হেতুমতি সত্ত্বেন পটত্বাব-চ্ছিন্নাভাবস্য এব নিরুক্তপ্রতিযোগিব্যধিকরণস্য সুলভত্বাৎ ইতি ধ্যেয়ম্। এবং যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধ-সামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্বহেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযো-গিকসম্বন্ধত্বোভয়াভাবঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতা কথং ন উক্তা ইতি চিন্তনীয়ম্।

অনুবাদ ঃ এস্থলে বলিব, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রকৃতসাধ্যাধি-করণতা নিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে যদভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধি-করণতাসামান্যাভাববত্ত্ব (হইল) সাধ্যতাবচ্ছেদককে হেতুমৎ তদভাবপ্রতি-যোগিতানবচ্ছেদকত্বের বিবক্ষণের দ্বারাই সামঞ্জস্য হওয়াতে 'নিরুক্তপ্রতি-যোগিকত্ব' ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড প্রসিদ্ধি বিফল (হয়)। "কালো ঘটবান্

মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদিতে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাধিকরণতানিরূপিত স্বরূপ-সম্বন্ধে পটত্বাবচ্ছিন্নাভাবেরই নিরুক্ত প্রতিযোগিব্যধিকরণের স্থলভত্ব বশতঃ (অব্যাপ্তি হয় না), ইত্যাদি চিন্তনীয়। এবং যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব, (এবং) হেত্বধি-করণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকসম্বন্ধত্ব (এই) উভয়াভাব (থাকে) তাদৃশ প্রতিযোগিতা উক্ত হয় না কেন ? ইত্যাদি চিন্তনীয়।

ব্যাখ্যা ঃ প্রয়োজন অনুসারে এ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তির লক্ষণে বহুপ্রকার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। "অত্র ক্রমঃ" ইত্যাদি কথার দ্বারা জগদীশ স্বয়ং লক্ষণটিকে দুই প্রকারে দেখাইতেছেন, ইহাতে লক্ষণটিও সহজ হয়, এবং কোনো বিপত্তিও থাকে না ; ইহা জগদীশ তর্কালঙ্কারের নিজস্ব অভিমত।

প্রথমতঃ লক্ষণটিকে এইভাবে বলা যায়—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকৃত-সাধ্যাধিকরণতানিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধের দ্বারা, অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে, যদভাবীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যাভাব হেত্বধিকরণে থাকে, হেতুমন্নিষ্ঠ তদভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্য-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, এই সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকৃত সাধ্য হইল বহ্নি, এবং প্রকৃত সাধ্যাধিকরণ হইল পর্ব্বতাদি ; পর্ব্বতাদিতেই উক্তপ্রকার সাধ্যাধিকরণতা থাকে ; এই অধিকরণতানিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে, অর্থাৎ এই অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে, (অধিকরণতা অধিকরণে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে বলিয়া অধিকরণতা হইল স্বরূপসম্বন্ধের প্রতি-যোগী) ঘট, পট প্রভৃতি অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণ হইল ভূতলাদি, এই ভূতলাদিতে থাকে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্নাধিকরণতা, এই অধিকরণতা হেত্বধিকরণে অর্থাৎ পর্ব্বতাদিতে থাকে না, অর্থাৎ, ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতার অভাব হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, উক্ত অভাবীয় অর্থাৎ ঘটপটাদ্য-ভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', 'পটত্ব' ইত্যাদি, ইহা সাধ্যতা-বচ্ছেদক 'বহ্নিত্ব' হইতে ভিন্ন, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হয়, কোনো বিপত্তি হয় না। ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগীর অধিকরণতা থাকে ভূতলাদিতে, এই অধিকরণতা বহ্ন্যধিকরণতাপ্রতিযোগিক অর্থাৎ পর্ব্বতে যে অধিকরণতা থাকে সেই অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে থাকিতে পারে না ; এইভাবে লক্ষণের

কোনো দোষ হয় না। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে প্রকৃত সাধ্য ধূমাধিকরণত্বপ্রতিযোগিক অর্থাৎ পর্ব্বতাদ্যধিকরণত্বপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে ধূমাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ যে পর্ব্বতাদি, সেই পর্ব্বতাদিতে আছে যে অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাসামান্যাভাব হেত্বধিকরণে বা অয়োগোলকে থাকে; অর্থাৎ পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ অধিকরণতা-সামান্যাভাব হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে; উক্ত ধূমাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'ধূমত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও হইল 'ধূমত্ব', ইহাতে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল না, সুতরাং "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। প্রকৃত স্থলেও, অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলেও এই প্রকার লক্ষণ অনুসারে সহজেই সঙ্গতি রক্ষা হয়, এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকৃত সাধ্য হইল 'ঘট', এই সাধ্যাধিকরণ কালে যে অধিকরণতা থাকে সেই অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে পটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্নাধিকরণতা—(যাহা ভূতলাদিতে থাকে)—সামান্যাভাব হেত্বধিকরণে বা মহাকালে থাকে; অর্থাৎ পটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধি-করণতা হেত্বধিকরণ মহাকালে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। এবং উক্ত পটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'পটত্ব' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল 'ঘটত্ব', ইহারা ভিন্ন হওয়ায় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইল, এবং লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এবং উক্ত 'পটাভাবই' হইবে হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব। তাৎপর্য্য হইল এই যে, কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপিত স্বরূপ-সম্বন্ধে যে ঘটাধিকরণতা মহাকালে থাকে, এবং পটত্বাবচ্ছিন্ন কালিকসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নাধিকরণত্বপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে যে পটাধিকরণতা মহাকালে থাকে তাহা ভিন্ন; সুতরাং সেই স্বরূপসম্বন্ধে, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বা-বচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে, তাদৃশপটাধিকরণতার অভাব মহাকালে আছে। এইপ্রকার লক্ষণ গ্রহণ করিলে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব আর দুর্লভ হয় না, বরং সুলভই হয়।

ব্যাপ্তির লক্ষণটিকে সহজ করার জন্ত আর এক প্রকারেও বলা যায়,—

যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্ত্যনুযোগিকসম্বন্ধত্ব এতদুভয়াভাব থাকিলে যাদৃশরূপে যাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ইত্যাদি প্রকারেও লক্ষণটিকে ব্যক্ত করা যায়। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধত্ব অবশ্য থাকে, কিন্তু হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তি যে পর্ব্বত, সেই পর্ব্বতানুযোগিকত্ব থাকে না; কারণ, ঘটীয়সংযোগের অনুযোগী হইল ভূতলাদি, ঘটীয়সংযোগসম্বন্ধে ভূতলানুযোগিকত্ব থাকে, পর্ব্বতানুযোগিকত্ব থাকে না; ইহাতে উভয়াভাব পাওয়া যায় এবং উক্ত ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'ঘটত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদক 'বহ্নিত্ব' হইতে ভিন্ন হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয়, কোনো দোষ হয় না। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে ধূমাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধত্ব অবশ্য থাকে, কিন্তু হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিৎব্যক্তি অয়োগোলকানুযোগিকসম্বন্ধত্ব থাকে না; ইহাতে ধূমাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'ধূমত্ব' এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকও 'ধূমত্ব' হওয়ায় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হয় না, ইহাতে অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে পটাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধত্ব এবং হেত্বধিকরণমহাকালানুযোগিককালিকসম্বন্ধত্ব এই উভয়েরই অভাব থাকে, ফলে উক্ত পটাভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়, এবং পটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'পটত্ব' সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতে ভিন্ন হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

জগদীশের মতে তাঁহার স্বকৃত এই দুই প্রকার লক্ষণ সহজ হয়, এবং ইহাতে সকল প্রকার অসুবিধাও দূর হয়; সুতরাং এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ বলা হইবে না কেন? অর্থাৎ এই প্রকার লক্ষণ গ্রহণ করাই উচিত, ইহা চিন্তনীয়, অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; কারণ, যাহা সহজ, সরল, যুক্তিপূর্ণ, এবং যাহাতে কোনো অসুবিধা হয় না, বরং সমস্ত বিপত্তি দূর হয় তাহা গ্রহণ করা উচিত; অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা বিবেচনার দ্বারা তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের অভিমত।

দীধিতি—স্বরূপসম্বন্ধেন গগনাদেবৃ্ত্তিমত্ত্বমতে তু নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বযদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাবঃ তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বং বোধ্যম্।

অনুবাদ : স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিমত্ত্ব মতে, কিন্তু, নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (এবং) যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব (এই) উভয়াভাব থাকে, সেই সম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বারণ করার পর আর একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এইরূপ বলা হয় যে, কাল হইল জগতের আধার, কিন্তু কালের কোনো আধার নাই ; তাহা হইলে, গগন যেহেতু জগদন্তর্গত, জগদতিরিক্ত নহে, সেকারণে কাল গগনেরও আধার হইয়া যায় ; এইরূপ হইলে মহাকালে আর গগনাভাব ধরা যায় না, এবং ঐ অব্যাপ্তিও বারণ হয় না। এইরূপ বিপত্তির আশঙ্কা করিয়াই দীধিতিকার "স্বরূপসম্বন্ধেন গগনাদেবৃ্ত্তিমত্ত্বমতে তু" ইত্যাদি গ্রন্থের সূচনা করিলেন। স্বরূপসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকবিশেষণতা বা কালিকসম্বন্ধে গগন মহাকালে বা কালে বৃত্তি হইলে, অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধে অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিমত্ত্ব স্বীকার করিলে, সেই মতে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হয় না। এইরূপ আশঙ্কায় দীধিতিকার লক্ষণটিকে পরিবর্ত্তন করিলেন ; লক্ষণটি পরিবর্ত্তন করিয়া হইবে—নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব থাকিবে সেই সম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব বুঝিতে হইবে, এবং ঐ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যনধিকরণ, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ যে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাসামান্যে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ সেই প্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব, অর্থাৎ সাধ্যতাব-

চ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব যদি থাকে, তাহা হইলে ঐ যৎসম্বন্ধে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুটিতেই ব্যাপকত্ব (অর্থাৎ হেতুর ব্যাপকত্ব) আছে বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ ঐ বস্তুটিই প্রকৃত সাধ্য হইবে), এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ঐ বস্তুটির (অর্থাৎ সাধ্যের) সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হইল ব্যাপ্তি। এইভাবে লক্ষণটি করিলে আর "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে গগনাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি বারণ করিতে হইবে না, এবং গগনাদির বৃত্তিমত্ত্ব মতানুসারে যে বিপত্তির আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাও আর থাকে না। হেত্বধিকরণ মহাকালে কালিকসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থই থাকে, কিন্তু সংযোগাদি সম্বন্ধে মহাকালে কেহ থাকে না। তাহা হইলে মহাকালে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে ঘটপটাদির অভাব ধরা যায়। সুতরাং, সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে, ঘটপটাদিরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইল হেত্ব-ধিকরণ বা মহাকাল, এই প্রতিযোগিতাসামান্যে, অর্থাৎ ঘটপটনিষ্ঠপ্রতিযো-গিতাসামান্যে, যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না; এবং ঐ প্রতিযোগিতাতে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও (হেত্বধিকরণে ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতা গ্রহণ করিলে ঐ প্রতিযোগিতাতে ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে) কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব বশতঃ উভয়াভাব সম্ভব হয়; এবং যৎসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতারচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন বস্তুটিরই ব্যাপকত্ব থাকে, ঐ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন বস্তুটির বা ঘটের সহিত হেতুর বা মহাকালত্বের কালিকসম্বন্ধে মহাকালে সামানাধিকরণ্য হয়, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ায় আর অব্যাপ্তি হয় না। এইরূপে গগনাভাব গ্রহণ না করিয়াই "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হয়।

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে ঘটপটাদির অনধিকরণ হইল পর্ব্বতাদি হেত্বধিকরণ, এই ঘটপটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব বা বহ্নিত্ব-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, ফলে উভয়াভাব থাকে। সুতরাং যৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বস্তুটিরই ব্যাপকত্ব থাকে; এই বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বস্তুর বা বহ্নির সহিত হেতুর বা ধূমের সামানাধিকরণ্য পর্ব্বতে থাকে, এবং লক্ষণ সমন্বয়

হয়। আবার, এই স্থলে হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব ধরিয়াও লক্ষণ সমন্বয় করা যায়। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে বহ্নির অনধিকরণ হইল পর্ব্বতাদি, এই সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্নিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা-সামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, এবং ঐ সমবায়াব-চ্ছিন্ন বহ্নিপ্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্নিত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব থাকিল, ফলে সংযোগসম্বন্ধে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বা বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নি বস্তুটিরই ব্যাপকত্ব হইবে, এবং ঐ বহ্নির সহিত হেতুর বা ধূমের সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে ধূমের অনধিকরণ হইল অয়োগোলকরূপ হেত্বধিকরণ, এই ধূমনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্য-তাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাব-চ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব বা ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্বও থাকে, সেজন্য ঐ ধূমনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং তাহা হইলে, যৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংযোগসম্বন্ধে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূম বস্তুটির ব্যাপকত্ব সম্ভব হয় না, সুতরাং ধূমের সহিত বহ্নির বা হেতুর সামানাধিকরণ্য হয় না এবং ব্যাপ্তিও হয় না, লক্ষণ সমন্বয়ও হয় না। এইরূপে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অতি-ব্যাপ্তি দোষ হয় না।

জাগদীশী—কালস্য জগদাধারত্বপ্রবাদমনুসৃত্যাহ স্বরূপসম্বন্ধেন ইতি কালিকবিশেষণতয়া ইত্যর্থঃ। গগনাদেরবৃত্তিত্বপ্রবাদস্তু সংযোগ-সমবায়পরঃ; তথা চোক্তপ্রণাল্যাপি গগনাভাবো ন প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ ইতি ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিস্তদবস্থৈবেতি ভাবঃ। নিরুক্তেতি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসম্বন্ধিত্বং হেতুমতঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্য ইত্যর্থঃ। তথা চ সংযোগাদিনা ঘটাত্যভাবমাদায় এব ঘটবান্ মহা-কালত্বাদিত্যত্র সঙ্গতিঃ। ঘটাভাবপ্রতিযোগিতায়াং ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব-

সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাবসত্ত্বেন ধূমাদেঃ ধূমবান্ বহ্নেরিত্যত্র বহ্ন্যাদিব্যাপকত্ববারণায় সামান্তেতি; তথা চ ধূমনিষ্ঠতাদৃশপ্রতিযোগিতায়ামেব তদুভয়সত্ত্বাৎ অদোষঃ। যৎসম্বন্ধেতি সমবায়িনঃ সংযোগেন সাধ্যতায়াং ঘটত্বাদিহেতৌ অব্যাপ্তিঃ, সাধননিষ্ঠস্য সমবায়েন সংযোগিসামান্যাভাবস্য প্রতিযোগিতায়াং সংযোগসমবায়োভয়াবচ্ছেদ্যতাসত্ত্বাৎ অতো ধর্ম্মসম্বন্ধয়োরুপাদানং; তথা চ তদভাবপ্রতিযোগিতায়াং ধর্ম্মবিধয়াসমবায়েন সম্বন্ধবিধয়াসংযোগেন বা অবচ্ছেদ্যত্বাভাবাৎ ন অব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ।

অনুবাদঃ কালের জগদাধারত্ব প্রবাদ অনুসরণ করিয়া বলা হইল 'স্বরূপসম্বন্ধেন' ইত্যাদি, (অর্থাৎ) কালিকবিশেষণতার দ্বারা, ইহাই অর্থ। গগনাদির অবৃত্তিত্ব প্রবাদ, কিন্তু, সংযোগসমবায়পর, এবং তাহাতে উক্ত প্রণালীতেও গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় না ইত্যাদি, (তাহাতে), "ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদিতে তদবস্থায়েই অব্যাপ্তি হয়, ইহাই ভাব। 'নিরুক্ত' ইত্যাদি (হইল) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণের যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অসম্বন্ধিত্ব (থাকে) তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্য, ইহাই অর্থ। সুতরাং সংযোগাদির দ্বারা ঘটাদ্যভাব গ্রহণ করিয়াই "ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদি এস্থলে সঙ্গতি (হয়)। ঘটাভাবপ্রতিযোগিতাতে ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব (এবং) সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব (এই) উভয়াভাব থাকার দ্বারা "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি এস্থলে ধূমাদির বহ্ন্যাদিব্যাপকত্ব বারণের জন্য 'সামান্য' ইত্যাদি। সুতরাং ধূমনিষ্ঠতাদৃশপ্রতিযোগিতাতেই তদুভয় থাকার ফলে দোষ হয় না। 'যৎসম্বন্ধ' ইত্যাদি; সাধননিষ্ঠ সংযোগিসামান্যাভাবের সমবায়সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাতে সংযোগসমবায় (এই) উভয়াবচ্ছেদ্যতা থাকার জন্য সংযোগসম্বন্ধে সমবায়ী সাধ্যতাতে ঘটত্বাদি হেতুতে অব্যাপ্তি হয়, সেজন্য ধর্ম্ম (এবং) সম্বন্ধের উপাদান; সুতরাং তদভাবপ্রতিযোগিতাতে ধর্ম্মবিষয়ে সমবায়ের, সম্বন্ধবিষয়ে সংযোগের অবচ্ছেদ্যত্বের অভাব বশতঃ অব্যাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যাঃ প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে "কালো হি জগদাধারঃ, কালাধারো ন বিদ্যতে" এইরূপ প্রবাদ থাকায় "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে

আর হেত্বধিকরণে গগনাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয় না। তজ্জন্যই দীধিতিকার "স্বরূপসম্বন্ধেন" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা লক্ষণের পরিবর্তন করিয়া ঐ অব্যাপ্তি বারণের উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। 'কাল' হইল জগতের অর্থাৎ সকল পদার্থের আধার, সুতরাং 'কাল' গগনেরও আধার। গগন কালে স্বরূপসম্বন্ধে বৃত্তি হয়, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধে বৃত্তি হয়। গগনের যে অবৃত্তিত্ব প্রবাদ আছে, অর্থাৎ গগন যে কোথাও বৃত্তি হয় না এরূপ যে মত আছে তাহার অর্থ হইল গগন সংযোগ অথবা সমবায় সম্বন্ধে কোথাও বৃত্তি হয় না; কিন্তু কালিকসম্বন্ধে কালে গগনের বৃত্তি হইতে বাধা নাই। 'কাল' জগতের আধার এবং গগনেরও আধার, গগন কালে কালিকসম্বন্ধে থাকিয়া যায়। ইহাতে হেত্বধিকরণ মহাকালে আর গগনাভাব ধরা যায় না, অর্থাৎ গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয় না; সুতরাং "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি হেত্বধিকরণে গগনাভাব ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বারণ হয় না, অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এবং এইজন্যই ঐ অব্যাপ্তি বারণের অন্য প্রণালী বা উপায় অবলম্বনের জন্যই দীধিতিকার লক্ষণান্তর নির্দ্দেশ করিলেন। নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণপ্রতিযোগিতা-সামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব থাকিলে সেই সম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব বুঝিতে হইবে, এবং ঐ ব্যাপকতাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। 'নিরুক্ত' পদ হইল 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে'; 'নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণ' পদের অর্থ হইল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ; 'নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণপ্রতিযোগিতা' পদের অর্থ তাহা হইলে হইবে—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণনিষ্ঠ যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগিতা বা তাদৃশ প্রতিযোগিতা; এইরূপ তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে উভয়াভাব ধরিতে হইবে—ইহাই অর্থ। এইরূপ লক্ষণ করিলে "কালো ঘটবান্ মহা-কালত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব হয়; হেত্বধিকরণ মহাকালে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে ঘটাভাব ধরিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে ঘটীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হইবে মহাকাল; এই ঘটীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব

থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় ফলে উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং লক্ষণ সমন্বয় হয়।

"ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে, কিন্তু, হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাব ধরা যায়; তাহা হইলে ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকধূমত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব ঐ ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে না থাকায় উভয়াভাব সম্ভব হয়, ফলে সংযোগসম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের বা ধূমের ব্যাপকত্ব স্বীকার করিতে হয়, এবং লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয়। এই আশঙ্কাতেই ধূমের উক্তপ্রকার ব্যাপকত্ব বারণের নিমিত্ত 'সামান্য' পদ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ 'প্রতিযোগিতাসামান্যে' এরূপ বলা হইয়াছে। লক্ষণে 'প্রতিযোগিতা-সামান্য' পদ থাকার ফলে 'সকল প্রতিযোগিতা' বা 'নিখিল প্রতিগোগিতা' এইরূপ অর্থ হইবে, এবং তাহা হইলে এস্থলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে শুধুমাত্র যে ঘটাভাব ধরিয়া ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা যাইবে তাহা নহে, ধূমাভাবীয়-প্রতিযোগিতাও গ্রহণ করা যাইবে; কারণ, 'প্রতিযোগিতা-সামান্য' বলিলে সামান্যের মধ্যে ধূমাভাবীয়প্রতিযোগিতাও গণ্য হইবে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ, ধূমাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়ই থাকার ফলে উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং ধূমের ব্যাপকত্বও সম্ভব হয় না, একারণে কোনো দোষ আর হয় না।

দীধিতিকৃত এই লক্ষণের মধ্যে 'যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বযদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব' এই পদদ্বয় নিবেশ করা হইয়াছে, ইহার কারণ কি? অর্থাৎ অভাবীয় প্রতি-যোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব গ্রহণের কথা বলার সময় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের এবং সাধ্য-তাবচ্ছেদকধর্ম্মের সবিশেষ উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা কি? সাধ্যতাবচ্ছেদক শব্দে ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ উভয়কেই বুঝায়, সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব বলিলেই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ পাওয়া যায়, পৃথকভাবে ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের উল্লেখ কেন? সংযোগসম্বন্ধে 'সমবায়ী' যদি সাধ্য হয় এবং 'ঘটত্ব' যদি হেতু হয়, তাহা হইলে হেত্বধিকরণ ঘটে সমবায়সম্বন্ধে সংযোগীর অভাব ধরা গেল। 'ঘট' হইল দ্রব্য, দ্রব্যে সংযোগীর (অর্থাৎ দ্রব্যের) অভাব সংযোগসম্বন্ধে থাকিতে পারে না, কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে সংযোগীর অভাব থাকিতে পারে; সেকারণে

হেত্বধিকরণ ঘটে সমবায়সম্বন্ধে সংযোগীর অভাব চিন্তা করা গেল। হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় সংযোগনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব আছে (কারণ, সংযোগী হইল সংযোগধর্ম্মাবচ্ছিন্ন) এবং সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব আছে (কারণ, সমবায়সম্বন্ধে সংযোগীর অভাব ধরা হইয়াছে); আলোচ্য স্থলটি হইল 'সংযোগসম্বন্ধে সমবায়ী' সাধ্যকস্থল; হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে 'সংযোগ' এবং 'সমবায়িত্ব' (বা সমবায়) উভয়কেই প্রয়োগ করিয়া দেখা গেল উভয়াভাব পাওয়া যায় না, ফলে, এই সদ্ধেতুস্থলে সাধ্যের অর্থাৎ সমবায়ীর ব্যাপকত্ব হয় না, ইহাতে অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বযদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিলে আর ঐ অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, এস্থলে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব; সংযোগনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, কারণ, সমবায়সম্বন্ধে সংযোগীর অভাব ধরা হইয়াছে। এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব হইল এস্থলে সমবায়িত্ব বা সমবায়ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব; হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় সংযোগনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে সমবায়িত্ব থাকে না, কারণ, সংযোগীর ধর্ম্ম হইল সংযোগ, সুতরাং ইহা সংযোগধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, সমবায়ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন নহে। এইভাবে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে ধর্ম্মবিষয়ে সমবায়ের বা সমবায়িত্বের, এবং সম্বন্ধবিষয়ে সংযোগের অভাব থাকায় উভয়াভাব সিদ্ধ হয়, এবং সাধ্যের বা সমবায়ীর ব্যাপকত্ব সম্ভব হওয়ায় আর অব্যাপ্তি হয় না। এইপ্রকার অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই 'ধর্ম্ম' এবং 'সম্বন্ধ' এই পদদ্বয়ের উল্লেখ, অর্থাৎ লক্ষণে 'যৎসম্বন্ধ' এবং 'যদ্ধর্ম্ম' এই কথা দুইটি স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে।

জাগদীশী—অত্র চ কচিদ্ যাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নেত্যপি দ্রষ্টব্যং শব্দৈক্যস্য অনুপাদেয়ত্বাৎ, তেন ধূমবতি তত্তৎসংযোগসম্বন্ধেন বহ্নিসামান্যাভাবে সত্ত্বেঽপি ন অব্যাপ্তিঃ তত্তৎসংযোগাত্ববচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতায়াঃ সংযোগসামান্যানবচ্ছিন্নত্বাৎ সংযোগত্বসম্বন্ধবিধয়াবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকত্বেঽপি এব তত্ত্বাৎ। এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেত্যত্রাপি কচিদ্ যাদৃশধর্ম্মাবচ্ছিন্নেতি বোধ্যং; তেন দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাদিত্যাদৌ তাদৃশপ্রতিযোগিতায়াং তদ্দণ্ডাবচ্ছেদ্যসংযোগাবচ্ছেদ্যত্বোভয়াভাবাসত্ত্বেঽপি ন

অব্যাপ্তিঃ।

অনুবাদ ঃ এবং এখানে কোনো কোনো স্থলে শব্দৈক্যের অনুপাদেয়ত্ব বশতঃ 'যাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' ইত্যাদিও দ্রষ্টব্য (অর্থাৎ ইত্যাদিও পাঠ দ্রষ্টব্য), তাহাতে ধূমবতে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিসামান্যাভাব থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না; (কারণ) তৎ তৎ সংযোগাত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার সংযোগ-সামান্যের অনবচ্ছিন্নত্ব বশতঃ সংযোগত্বসম্বন্ধবিষয়ে অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকত্ব হইলেও তাহাই হয় বলিয়া। এবং 'যদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি এখানেও কোনো কোনো স্থলে 'যাদৃশধর্মাবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি বুঝিতে হইবে; তাহাতে "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" ইত্যাদিতে তাদৃশপ্রতিযোগিতার তদ্দণ্ডাবচ্ছেদ্যত্ব (এবং) সংযোগাবচ্ছেদ্যত্ব (এই) উভয়াভাব না থাকাতেও অব্যাপ্তি হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ কোনো কোনো স্থলে ব্যাপ্তির এই লক্ষণে যে 'যৎসম্বন্ধাব-চ্ছিন্নত্ব' কথা আছে তাহাতে 'যৎসম্বন্ধ' অর্থে 'যাদৃশসম্বন্ধ' এই অর্থ করিতে হইবে। কোনো স্থলে 'যৎসম্বন্ধ' এবং কোনো স্থলে 'যাদৃশসম্বন্ধ' এই প্রকারে একাধিক 'যৎ' পদের ব্যবহার দ্বারা যে শব্দৈক্য তাহা না থাকিলে লক্ষণ নানা হইলেও সেই শব্দৈক্য অনুপাদেয়, অর্থাৎ ঐরূপ শব্দৈক্যের ব্যবহার সমীচীন হয় না। কেননা, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ ধূমাধিকরণে বা ধূমবতে আলোচ্য স্থলটিতে যে বহ্নিসংযোগ আছে সেই বহ্নিসংযোগ ব্যতীত তৎ তৎ বহ্নিসংযোগের (মহানসীয়, চত্বরীয় ইত্যাদি বহ্নিসংযোগের) অভাব চালনীন্যায় অনুসারে ধরা যায়। তাহাতে হেত্ব-ধিকরণে বা ধূমাধিকরণে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে বহ্ন্যভাব থাকাতে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিয়া যায়, এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্নিত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বও থাকিয়া যায়, ইহাতে উভয়াভাব না হওয়ায় বহ্নির ব্যাপকত্ব সম্ভব হয় না, ফলে সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, 'যৎসম্বন্ধের' অর্থ 'যাদৃশসম্বন্ধ' ধরিলে ঐ অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, 'যৎসম্বন্ধ' হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, এবং 'যাদৃশসম্বন্ধে'র অর্থ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধজাতীয়; সুতরাং এস্থলে 'যৎসম্বন্ধ' বলিলে বিশেষ একটি হেত্বধিকরণে সাধ্য বা বহ্নি যে সংযোগ-সম্বন্ধে আছে সেই সম্বন্ধকে ইঙ্গিত করিতে পারে, কিন্তু 'যাদৃশসম্বন্ধ' বলিলে

সমস্ত বহ্নি সর্বত্র যে সংযোগসম্বন্ধে থাকে সেই সাধারণ সংযোগকেই ইঙ্গিত করিবে, অর্থাৎ সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন যে সংযোগ সেই সংযোগসম্বন্ধকে ইঙ্গিত করিবে। তাহা হইলে, আলোচ্য স্থলে তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে বহ্ন্যভাব হেত্বধিকরণে থাকিলেও অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন সংযোগসম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না; ফলে অন্য অভাব ধরিতে হয়, এবং লক্ষণ সমন্বয় হয়, অব্যাপ্তি হয় না। কেননা, এরূপ অবস্থায় তৎ তৎ সংযোগাবচ্ছিন্ন যে বহ্নিপ্রতিযোগিতা সেই সংযোগান্ত-বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাতে সংযোগসামান্যের অবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, কিঞ্চিৎ সংযোগাবচ্ছিন্নত্ব থাকে; এবং 'যাদৃশসম্বন্ধ' বলিলেই হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতি-যোগিতাতে সংযোগসামান্যাবচ্ছিন্নত্বের ইঙ্গিত থাকায় ঐ তৎ তৎ সংযোগা-বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাতে সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকায় উভয়াভাব থাকিয়া যায়; কেননা, 'যাদৃশসম্বন্ধ' উল্লেখ করিলে সম্বন্ধ বিধায় সংযোগে যে অবচ্ছেদকত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব তাহার অবচ্ছেদকত্ব সংযোগত্বে আছে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধতাবচ্ছেদকত্ব সংযোগত্বে আছে, ফলে, সংযোগত্ববিশিষ্টসামান্যসংযোগই হইবে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, অতএব তৎ তৎ সংযোগসম্বন্ধে বহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগিতাতে তৎ তৎ সংযোগাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সামান্যতঃ সংযোগত্ববিশিষ্টসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব থাকিয়া যায়, এবং ইহাতে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তি হয় না। এইভাবে 'যৎসম্বন্ধ' অর্থে 'যাদৃশসম্বন্ধ' বলিলে আর ঐ প্রকার অব্যাপ্তি হয় না।

আরও, কোনো কোনো স্থলে এইভাবেই 'যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব' অর্থে 'যাদৃশ-ধর্মাবচ্ছিন্ন' এই অর্থ করিতে হইবে। "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে বা দণ্ডিসংযোগাধিকরণে অর্থাৎ ভূতলাদিতে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব চালনীয়ন্যায় অনুসারে ধরা যায়। হেতুমন্নিষ্ঠ এই তৎ তৎ দণ্ডিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে; এবং যদ্ধর্ম অর্থাৎ দণ্ড (দণ্ডীর ধর্ম দণ্ডিত্ব, দণ্ডিত্ব এবং দণ্ড একই) তদবচ্ছিন্নত্বও থাকে; কেননা, দণ্ডীতে দণ্ড থাকে বলিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ দণ্ডি-নিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে দণ্ডাবচ্ছিন্নত্বও অবশ্যই থাকিবে; ফলে উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং সাধ্যেতে বা দণ্ডীতে ব্যাপকত্ব স্বীকৃত হয় না, সেজন্য এই

সম্বেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু 'যদ্ধর্ম্ম' অর্থে 'যাদৃশধর্ম্ম' বুঝিলে এস্থলে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলিতে দণ্ডিত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বা দণ্ডধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সমস্ত ব্যক্তিকেই বুঝা যাইবে; এবং তাহা হইলে আর তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব হেত্বধিকরণে ধরিলেও অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে দণ্ডাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হয় না; ইহাতে হেত্বধিকরণে অন্য অভাব চিন্তা করিতে হয়, এবং তাহা হইলেই লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাওয়ায় আর অব্যাপ্তি হয় না। এবং পূর্ব্বপ্রকারে 'তত্তদ্দণ্ডী নাস্তি' এই হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় তত্তৎ প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব অসম্ভব হইলেও বা না থাকিলেও 'যদ্ধর্ম্ম' অর্থে 'যাদৃশধর্ম্ম' গ্রহণ করিলে আর অব্যাপ্তি হইবে না; কারণ, 'তত্তদ্দণ্ডী নাস্তি' এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সামান্যতঃ দণ্ডাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব সম্ভব হয় বলিয়া আর অব্যাপ্তি হইবে না।

জাগদীশী—প্রমেয়ত্বাবচ্ছেদ্যত্ববিশিষ্টস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাপ্রসিদ্ধ্যা প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ, অতো বিশিষ্টাভাবমপহায় তাদৃশোভয়াভাব উক্তঃ। ন চ নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবঃ তৎসম্বন্ধেন তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নং ব্যাপকম্ ইত্যর্থস্তু ধর্ম্মান্তরাবচ্ছিন্নাভাবাপ্রবেশেন লাঘবাৎ ইতি বাচ্যম্। ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তেঃ; তাদৃশদ্রব্যত্বভেদমাদায় কথঞ্চিৎ তত্র লক্ষণসমন্বয়েঽপি দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ স্থূলদধিত্বাৎ ইত্যত্র অব্যাপ্তিঃ, কেনাপি সম্বন্ধেন হেতুমতঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বাসম্ভবাৎ। তত্রাপি দধ্যন্তরানুযোগিকসমবায়াদিসম্বন্ধেন হেতুমতঃ প্রকৃতসাধ্যানধিকরণত্বে উক্তক্রমেণাপি ব্যাপকত্বম্ সুবচম্ ইতি তু ভাবনীয়ম্ ইতি।

অনুবাদ: প্রমেয়ত্বাবচ্ছেদ্যত্ববিশিষ্ট স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধিবশতঃ "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়), সেজন্য বিশিষ্টাভাব বর্জ্জন করিয়া তাদৃশ উভয়াভাব বলা হইল। নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকিলে তৎসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ব্যাপক; ধর্ম্মান্তরাবচ্ছিন্নাভাবের

অপ্রবেশের দ্বারা এই প্রকার অর্থ লাঘব হয় বলিয়া কিন্তু এরূপ বলা যায় না। (কারণ তাহা হইলে) "ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বাৎ" ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি (হয়), তাদৃশ দ্রব্যভেদ গ্রহণ করিয়া কোনোপ্রকারে সেস্থলে লক্ষণ সমন্বয় করিলেও "দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ স্থূলদধিত্বাৎ" ইত্যাদি এস্থলে অব্যাপ্তি হয়, (কেননা) কোনও সম্বন্ধের দ্বারা হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় না বলিয়া (এস্থলে অব্যাপ্তি হয়)। সেস্থলেও দধ্যন্তরানুযোগিক সমবায়াদিসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে প্রকৃতসাধ্যের অনধিকরণত্বে উক্তক্রমেও ব্যাপকত্ব (হয়) ইত্যাদি সুন্দর কথা কিন্তু চিন্তনীয় ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা: ব্যাপ্তির বর্তমান লক্ষণে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাবের নির্দ্দেশ আছে। কেহ কেহ এস্থলে প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব নিবেশের পরিবর্ত্তে বিশিষ্টাভাব গ্রহণের কথা চিন্তা করেন; অর্থাৎ প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব গ্রহণের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু, এরূপ করিলে "প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, তাহা হইলে এস্থলে, হেতুমন্নিষ্ঠ বা বাচ্যত্বাধিকরণনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়ত্বাবচ্ছেদ্যত্ববিশিষ্ট বা প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট ('অবচ্ছেদ্যত্ব' ও 'অবচ্ছিন্নত্ব' একই কথা) অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের বা স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের (সাধ্য 'প্রমেয়' স্বরূপসম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপসম্বন্ধ) অভাব চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু এই প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্টস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবের কোনো প্রসিদ্ধি হয় না; কারণ, সকল পদার্থই প্রমেয়ের বিষয় বলিয়া প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট-স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব কোনো প্রতিযোগিতাতেই প্রসিদ্ধি হয় না, কারণ, 'স্বরূপেণ প্রমেয়ং নাস্তি' এই অভাবের অপ্রসিদ্ধি হয়, এবং এই অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ববিশিষ্ট-স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের কোনো প্রতিযোগিতাতে প্রসিদ্ধি হয় না। সুতরাং ঐরূপ বিশিষ্টাভাব চিন্তা করা যায় না, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে উক্ত উভয়াভাবই গ্রহণ করিতে হইবে; সেইজন্যই লক্ষণে উভয়াভাব কথাটি বলা হইয়াছে। উভয়াভাব নিবেশ করিলে 'সমবায়েন প্রমেয়ং নাস্তি' এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়ত্বা-

বচ্ছিন্নত্বের এবং 'স্বরূপেণ গগনং নাস্তি' এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয়, সুতরাং উভয়াভাব নিবেশ করিতে কোনো বাধা থাকে না।

আবার, কেহ কেহ বর্ত্তমান লক্ষণটিকে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যরূপ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন—নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকিলে তৎসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বই হইবে ব্যাপকত্ব। ইহাতে শুধুমাত্র সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাবই প্রতিযোগিতাতে গ্রহণ করিতে হয়, ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বের অভাব প্রতিযোগিতাতে গ্রহণ করিতে হয় না; এইভাবে অপর একটি ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের বা ধর্ম্মান্তরাবচ্ছিন্নের অভাবের প্রবেশ বা নিবেশ এই লক্ষণে না থাকায় লাঘব হয়। অর্থাৎ বক্তব্য হইল, প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব চিন্তা না করিয়া যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাতে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব চিন্তা করিতে হইবে; অর্থাৎ হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অর্থাৎ সাধ্যের অভাব চিন্তা করিয়া তদভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব গ্রহণ করিতে হইবে; এই অভাব সম্ভব হইলে তৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বস্তুটিরই ব্যাপকত্ব থাকিবে। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব চিন্তা করিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব আছে, কারণ, বহ্নিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাকে সমবায়সম্বন্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে; সুতরাং তৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে বহ্নিবস্তু সেই বহ্নিবস্তুতেই বা বহ্নিতেই ব্যাপকত্ব থাকে, এবং লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে আর অব্যাপ্তি হয় না। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে 'ধূমো নাস্তি' এই অভাবীয় সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূমনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকে না; ফলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বা ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূম-

বহ্নতে বা ধূমে ব্যাপকত্ব থাকে না, ইহাতে অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। পরিবর্ত্তিত লক্ষণটির এইরূপে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়; কিন্তু "ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ববান্ ঘটত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে এই পরিবর্ত্তিত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। কারণ, পরিবর্ত্তিত লক্ষণ অনুসারে হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ হেত্বধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাব চিন্তা করিয়া তদভাবীয় প্রতিযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু, এস্থলে হেত্বধিকরণ ঘটে কোনো সম্বন্ধেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নের অভাব সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ কোনো সম্বন্ধেই হেত্বধিকরণ 'ঘট' ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হয় না। যদি বলা যায় যে, যেহেতু তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব বা ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণ 'ঘটে' থাকে না, সেজন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে 'ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্নে'র অনধিকরণত্ব থাকায় হেত্বধিকরণে ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বের অভাব স্বীকার করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে, তাহা হইলে বলা হইবে যে, "দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ স্থূলদধিত্বাৎ" স্থলে ঐ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেও হেত্বধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাবের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ লক্ষণ সমন্বয় করা যায় না, এবং অব্যাপ্তি হয়। এই স্থলে 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়' তাদাত্ম্যসম্বন্ধে স্থূলদধিতে থাকে, সুতরাং হেত্বধিকরণে অর্থাৎ স্থূলদধিতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়ের অনধিকরণত্ব সম্ভব হয় না। আবার, যদি বলা যায় যে, অন্ত্যাবয়বী দধিতে সমবায়সম্বন্ধে দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয় থাকে না বলিয়া অন্ত্যাবয়বী দধি, যাহা অবশ্যই স্থূলদধি বা হেত্বধিকরণ, দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়ের অনধিকরণ হইয়া যায়, এবং সমবায়সম্বন্ধে এই অনধিকরণত্ব সম্ভব হয়, তাহা হইলে বলা হইবে "দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ অন্ত্যাবয়বিভিন্নস্থূলদধিত্বাৎ" এই স্থলে অবশ্যই অব্যাপ্তি হয়। এই অবস্থায় সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব আর কোনো সম্বন্ধেই সম্ভব হয় না, এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃই অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং উক্তপ্রকার পরিবর্ত্তিত লক্ষণ গ্রহণীয় হইতে পারে না।

অবশ্য "দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়বান্ স্থূলদধিত্বাৎ" স্থলে হেত্বধিকরণ স্থূলদধিতে দধ্যন্তরের অভাব অবশ্যই আছে, কেননা, এক স্থূলদধি অপর স্থূলদধিতে সমবায়সম্বন্ধে কখনই থাকে না, সংযোগ বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকিতে পারে।

এই কারণে, হেত্বধিকরণ যে স্থূলদধি তাহাতে সমবায়সম্বন্ধে দধ্যন্তর না থাকায় হেত্বধিকরণে উক্ত দধ্যন্তরানুযোগিকসমবায়সম্বন্ধে প্রকৃত সাধ্যের অনধিকরণত্ব সম্ভব হয়। কারণ, হেত্বধিকরণ যে স্থূলদধি তাহা 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়'রূপ দধি হইতে ভিন্ন, সুতরাং 'দধিত্ববিশিষ্টপ্রমেয়'রূপ দধি হইল দধ্যন্তর, এবং এই দধ্যন্তরের বা প্রকৃত সাধ্যের অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণ স্থূলদধিতে সম্ভব হইয়া যায়, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 'দধিত্ববিশিষ্ট-প্রমেয়ে'র ব্যাপকত্ব সম্ভব হওয়ায় আর অব্যাপ্তি হয় না, লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব হয়। তাই জগদীশ বলিলেন "ভাবনীয়ম্", অর্থাৎ এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখা উচিত; লক্ষণটিকে পরিবর্ত্তন করিলেই যে সকল সময় অব্যাপ্তি হইবে তাহা হয় না।

জাগদীশী—তেন সম্বন্ধেন ইতি। ন চ এবং সংযোগেনাপি রূপস্য পৃথিবীত্বব্যাপকত্বাপত্তিঃ তেন সম্বন্ধেন রূপাভাবপ্রতিযোগ্যধি-করণাপ্রসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্। তথাত্বেঽপি তেন সম্বন্ধেন রূপসামানা-ধিকরণ্যাপ্রসিদ্ধ্যৈব ব্যাপ্তিলক্ষণাতিব্যাপ্তিবিরহাৎ যদ্ধর্ম্মে ত্যত্র ধর্ম্মস্য সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতানিরূপকতাবচ্ছেদকত্বেনাপি বিশেষণীয়ত্বাদ্বা। তেন বহ্ন্যাকাশোভয়ত্বাদিনাপি ন ব্যাপকত্ব-মিতি। ন চ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধেন সাধ্যতায়াম্ অব্যাপ্তিঃ তাদৃশ-সম্বন্ধস্য প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকতয়া তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বস্যাপ্রসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্। তাদৃশসম্বন্ধস্যাপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকপক্ষ এব এতন্নি-রুক্ত্যাদরাৎ। নিরুক্তপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধা-নবচ্ছিন্নত্বযদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাবঃ তৎসম্বন্ধেন তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বম্ ইতি তু ন যুক্তম্। বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধেন সাধ্যতায়াং ব্যভিচারিণি অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ।

অনুবাদ ঃ 'তেন সম্বন্ধেন' ইত্যাদি। এবং সেই সম্বন্ধে (অর্থাৎ 'তেন সম্বন্ধেন' ইত্যাদি সম্বন্ধে) রূপাভাবপ্রতিযোগ্যধিকরণের অপ্রসিদ্ধি-বশতঃ সংযোগসম্বন্ধেও রূপের ('রূপ' সাধ্যের) পৃথিবীত্বব্যাপকত্বাপত্তি (হয়), ইত্যাদি বলা যায় না। (কারণ) এইরূপ হইলেও সেই সম্বন্ধে

রূপসামানাধিকরণ্যের অপ্রসিদ্ধি বশতঃই ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বিরহ হয় বলিয়া। অথবা 'যদ্ধর্ম' ইত্যাদি এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতানিরূপকতাবচ্ছেদকত্বের দ্বারাই 'ধর্মের' বিশেষণীয়ত্ব বশতঃ (উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঐ স্থলে হয় না)। তাহাতে বহ্ন্যাকাশোভয়ত্বাদির দ্বারাও ব্যাপকত্ব হয় না ইত্যাদি। তাদৃশসম্বন্ধের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বের দ্বারা তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি হয় বলিয়া বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে অব্যাপ্তি (হয়); এরূপ বলা যায় না। (কারণ) তাদৃশসম্বন্ধেরও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বপক্ষই এই 'নিরুক্ত'তে আদৃত হয় বলিয়া (এরূপ বলা যায় না)। নিরুক্তপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্ব যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব (এই) উভয়াভাব (থাকিলে) তৎসম্বন্ধে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব ইত্যাদি, কিন্তু, যুক্তিযুক্ত নহে। (কারণ, তাহা হইলে) বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্ত্যাপত্তি হয়।

ব্যাখ্যা : ব্যাপ্তির লক্ষণে যে 'তেন সম্বন্ধেন' কথাটি আছে সে সম্পর্কে এস্থলে বলা হইতেছে। 'তেন সম্বন্ধেন' কথার অর্থ হইল 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে'। "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্থলটি সাধারণভাবে সদ্ধেতুস্থল; কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে 'রূপ'কে ধরিলে "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্থলটি অসদ্ধেতুস্থল হইবে, কেননা, 'রূপ' সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীতে বা হেত্বধিকরণে থাকে না বলিয়া 'পৃথিবীত্ব' হেতুটি 'রূপ' সাধ্যের ব্যভিচারী হয়। সংযোগসম্বন্ধে "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে সম্ভাব্য কোনো অভাব চিন্তা করিয়া সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্বের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের বা রূপত্বাবচ্ছিন্নত্বের অভাব সহজেই ধরা যাইতে পারে; তাহা হইলেই উভয়াভাব সম্ভব হইয়া যাইবে, এবং এইরূপে সংযোগসম্বন্ধে রূপত্বাবচ্ছিন্নের বা রূপের ব্যাপকত্ব সম্ভব হইয়া যায়, অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে 'রূপ' সাধ্য 'পৃথিবীত্ব' হেতুর ব্যাপক হইয়া যায়, ইহাতে অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়। আর, সংযোগসম্বন্ধে রূপাভাব হেত্বধিকরণে গ্রহণ করিয়া সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং রূপত্বাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিয়া এতদুভয়াভাবের অসম্ভবত্ব চিন্তা করিয়া লক্ষণের সঙ্গতি করাও যায় না; কারণ, সংযোগসম্বন্ধে—অর্থাৎ 'তেন সম্বন্ধেন'—রূপাভাবের

প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের প্রসিদ্ধি হয় না, কেননা, সংযোগসম্বন্ধে রূপ কোথাও থাকে না; এইভাবে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এই অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ, লক্ষণটি হইল—হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। এইরূপ হইলে, সংযোগসম্বন্ধে "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব থাকিলেও তৎসম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপত্বাবচ্ছিন্ন 'রূপ' পদার্থের সামানাধিকরণ্য হেত্বধিকরণে সম্ভব হয় না। কারণ, হেত্বধিকরণ পৃথিবীতে সংযোগসম্বন্ধে রূপ না থাকার ফলে তথায় সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন রূপের সহিত পৃথিবীত্বের সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় না। সুতরাং এস্থলে ব্যাপকত্ব লক্ষণ প্রযুক্ত হইলেও সামানাধিকরণ্য পর্য্যন্ত সমগ্র লক্ষণটি এই অসদ্ধেতুস্থলে যায় না, এবং এজন্য ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি আর হয় না। সামানাধিকরণ্য পর্য্যন্ত সমগ্র লক্ষণটি এই অসদ্ধেতুস্থলে প্রযুক্ত হইলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিত; কিন্তু তাহা না হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। এস্থলের এই অতিব্যাপ্তি এইরূপে বারণ না করিয়া কেহ কেহ লক্ষণের 'যদ্ধর্ম্ম' এই পদে 'ধর্ম্ম' শব্দের একটি বিশেষণ প্রয়োগ করেন, এবং তদ্দ্বারা এই অতিব্যাপ্তি নিষেধ করেন। তাঁহারা বলেন—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার নিরূপকতাবচ্ছেদকত্ব বিশেষণটি যদ্ধর্ম্মের 'ধর্ম্ম' পদে নিবেশ করিতে হইবে। এস্থলে যদ্ধর্ম্ম হইল 'রূপত্ব'; এই 'রূপত্ব' ধর্ম্মে ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করিলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার নিরূপকতাবচ্ছেদকত্ব ঐ রূপত্বে নিবেশ করা যায় না। কেননা, রূপত্বের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার প্রসিদ্ধি হয় না, কারণ সংযোগসম্বন্ধে রূপের অধিকরণই হয় না। ইহাতে ঐ বিশেষণ এস্থলে প্রয়োগ করিয়া লক্ষণ এই অসদ্ধেতুস্থলে যায় না, বা প্রযুক্ত হয় না। এইভাবে লক্ষণ প্রয়োগ সম্ভব না হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। অনেকে এইভাবেও সংযোগসম্বন্ধে "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন। এইরূপে "বহ্ন্যাকাশোভয়বান্ ধূমাৎ" স্থলে বহ্ন্যাকাশোভয়ত্বরূপে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিধূম উভয়ের ব্যাপকত্ব থাকে না। কারণ, সংযোগ-

সম্বন্ধে বহ্নিধূম উভয়ের অধিকরণতার অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় তাদৃশ অধিকরণতার নিরূপকতাবচ্ছেদকধর্ম্ম বহ্নিধূমোভয়ত্ব হইতে পারিবে না, ফলে, বহ্নিধূম উভয়ের ব্যাপকত্ব না থাকায় আর অতিব্যাপ্তি হইল না।

বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে এই ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতি হয়। কারণ, বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে কোনো পদার্থ অন্য কোনো পদার্থে বৃত্তি হয় না; এই-ভাবে বৃত্তি না হওয়ায় কোনো প্রতিযোগিতাতে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয় না বা প্রতিযোগিতাতে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়। বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে হেত্বধিকরণনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বা বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব গ্রহণ করিতে গেলে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অস্তিত্ব বা অভাব কোনোটিই সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এই অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন প্রতিযোগিতাটি বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় ইহা বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের অনবচ্ছেদক হয়। বৃত্ত্য-নিয়ামকসম্বন্ধের হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বশতঃ বৃত্ত্য-নিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি হয়; কারণ, সেস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠা-ভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অর্থাৎ বৃত্ত্য-নিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ ইহার অস্তিত্ব বা অভাব কিছুই চিন্তা করা যাইবে না, এবং উভয়াভাব গ্রহণও অসম্ভব হইয়া যাইবে। কিন্তু, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ এইপ্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা যায় না; কেননা, ব্যাপ্তির লক্ষণে "নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণ………" ইত্যাদি স্থলে 'নিরুক্ত' পদের মধ্যে তাদৃশসম্বন্ধের, অর্থাৎ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিয়াই ঐরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে। সুতরাং বৃত্ত্য-নিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধের অবচ্ছেদকত্বের অপ্রসিদ্ধি আর বলা যায় না, এবং উক্তপ্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

অন্য আর এক প্রকারে লক্ষণটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধে সাধ্যতাতে উক্তপ্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর করা যাইতে পারে। লক্ষণের মধ্যে নিরুক্তপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না বলিয়া যৎসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব ধরিলে

তৎসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়, এবং বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধস্থলে আর কোনো আশঙ্কা হয় না। "ধনী চৈত্রত্বাৎ" এই সদ্ধেতুস্থলে সাধ্য 'ধন' বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে থাকে; এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল 'স্বামিত্ব', এই স্বামিত্বসম্বন্ধে 'ধন' সাধ্য হেত্বধিকরণ 'চৈত্র'তে থাকে, এবং এই স্বামিত্বসম্বন্ধটি হইল বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধ। হেত্বধিকরণ চৈত্রে মৈত্র, দেবদত্ত, মহেশ্বর প্রভৃতির অভাব যে কোনো সম্বন্ধে ধরা যায়; হেতুমন্নিষ্ঠ এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাতিরিক্ত বা সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বামিত্ব-সম্বন্ধাতিরিক্ত যে সংযোগাদি সম্বন্ধ সেই সংযোগাদি সম্বন্ধের অনবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, কারণ, প্রতিযোগিতাটি সংযোগাদি সম্বন্ধেই ধরা হইয়াছে; এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব বা ধনধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব ঐ প্রতিযোগিতাতে থাকুক বা না থাকুক উভয়াভাব সিদ্ধ হয়, এবং তৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকবৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ ধনের বা সাধ্যের ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়। এইরূপে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না। কিন্তু, এই মত যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ব্যভিচারী স্থলে এইপ্রকার "যৎসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্ব..." ইত্যাদি পরিবর্ত্তিত লক্ষণ প্রযুক্ত হইয়া যায়, এবং ফলে অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। সুতরাং এই-ভাবে লক্ষণ পরিবর্ত্তন করিয়া বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যকস্থলে সদ্ধেতুতে অব্যাপ্তি নিবারণের চেষ্টা অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক।

জাগদীশী—যদ্বা স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগি-তাবচ্ছেদকানধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্বযৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্বোভয়াভাবঃ তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বং বিবক্ষিতং বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাভাবেঽপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটক-সম্বন্ধত্বং সর্ব্বসম্মতমেব চৈত্রো ন পচতীত্যাদৌ বৃত্ত্যনিয়ামকানুকূলত্ব-সম্বন্ধেন পাকবিশিষ্টায়াঃ কৃতেরভাবস্য চৈত্রাদৌ অন্বয়দর্শনাৎ ব্যভিচারিণি তু সাধ্যবৎসামান্যাভাবপ্রতিযোগিতায়ামেব তাদৃশো-ভয়াভাববিরহাৎ ন অতিব্যাপ্তিরিতি তু নব্যাঃ।

অনুবাদ : অথবা,—স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে (অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে) যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব (এবং) যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব (এই) উভয়াভাব (থাকিলে) সেই সম্বন্ধে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব বলা যায়, (ইহাতে) বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাভাব হইলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব সর্ব্বসম্মতই, (সেজন্য) 'চৈত্রো ন পচতি' ইত্যাদিতে বৃত্ত্যনিয়ামক অনুকূলত্বসম্বন্ধে পাকবিশিষ্ট কৃতীর অভাবের চৈত্রাদিতে অন্বয়দর্শন বশতঃ ব্যভিচারী স্থলে, কিন্তু, সাধ্যবৎসামান্যাভাবপ্রতিযোগিতাতেই তাদৃশ উভয়াভাব বিরহ হয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না ইত্যাদি—নব্যেরা কিন্তু (এরূপ বলেন)।

ব্যাখ্যা : 'যদ্বা' ইত্যাদির দ্বারা এই প্রসঙ্গে নব্য নৈয়ায়িকদের মত বলা হইতেছে। বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব নিবন্ধন যে বিপত্তির সৃষ্টি হয় তাহা নব্যগণ ভিন্ন প্রকারে সমাধান করিবার ইঙ্গিত দিতেছেন। বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাভাব বা প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব থাকিলেও বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব সম্ভব হয়, এবং ইহার প্রসিদ্ধি সর্ব্বসম্মত। তাহা হইলে লক্ষণটি এইরূপ করা যায়—স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ, তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকতাকত্ব (এবং) যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব এই উভয়াভাব যদি থাকে তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব সম্ভব হইবে, এবং সেই ব্যাপকত্ববিশিষ্ট পদার্থের বা সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ লক্ষণ করিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্বের প্রসিদ্ধি চিন্তা করিতে হয়, প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি চিন্তা করিতে হয় না ; অর্থাৎ এইরূপ লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব চিন্তা করিতে হয় (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধে

প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকত্ব, আর, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব একই কথা), সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব চিন্তা করিতে হয় না। সুতরাং, এইরূপ হইলে, বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব সম্ভব হওয়ায় বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে আর কোনো বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে এই লক্ষণটি সমন্বয় করা যাক। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটি যে সম্বন্ধে থাকিবে তাহাই হইবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ। হেত্বধিকরণে বা ধূমাধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে 'বহ্নিমান্ নাস্তি' এই অভাব ধরা যাক; সমবায়সম্বন্ধে বহ্নি তদবয়বে থাকে, অর্থাৎ বহ্ন্যবয়ব হইল সমবায়সম্বন্ধে বহ্নিমান্; হেত্বধিকরণ পর্ব্বতাদিতে উক্ত বহ্নিমতের সমবায়সম্বন্ধে অভাব অবশ্যই আছে; এই অভাবের প্রতিযোগী হইল 'বহ্নিমান্' এবং ইহাতে এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা আছে; এই প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'বহ্নি' (কারণ, 'বহ্নিই হইল বহ্নিমদ্বৃত্তিধর্ম্ম), এই 'বহ্নি'কে ধরা হইয়াছে সমবায়সম্বন্ধে, সুতরাং এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ বা স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সমবায়। এই সমবায়সম্বন্ধে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অর্থাৎ বহ্নির অনধিকরণ হেত্বধিকরণ বা পর্ব্বতাদি হয় (কারণ, পর্ব্বতাদিতে বহ্নি সমবায়সম্বন্ধে থাকে না), তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে (অর্থাৎ বহ্নিমতে যে প্রতিযোগিতা আছে সেই প্রতিযোগিতাসামান্যে) যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব অর্থাৎ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব থাকে, কিন্তু, যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকাতকত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব থাকে না (কারণ, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাটি সমবায়সম্বন্ধে ধরা হইয়াছে, কিন্তু সাধ্য ধরা হইয়াছে সংযোগসম্বন্ধে), ইহাতে উভয়াভাব সিদ্ধ হয়, এবং তৎসম্বন্ধে বা সংযোগসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের বা বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়; এবং এইরূপে লক্ষণ সঙ্গতির ফলে এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে সংযোগসম্বন্ধে 'ধূমবান্নাস্তি' এই অভাব ধরা যায়, কারণ, ধূমবান্ হইল পর্ব্বত, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি, ইহারা অয়োগোলকে সংযোগসম্বন্ধে থাকে না। এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা ধূমবতে আছে, এবং এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল

ধূম, 'ধূমবান্নাস্তি' এই অভাব গ্রহণের সময় ধূমবতে ধূমকে বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদককে সংযোগসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে, সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। এই সংযোগসম্বন্ধে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অর্থাৎ ধূমের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ বা অয়োগোলক তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে, অর্থাৎ ধূমবতে যে প্রতিযোগিতা আছে তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে, যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব বা ধূমত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব থাকিয়া যায় (কারণ, ধূমবতের অবচ্ছেদক হইল ধূমরূপ ধর্ম, অর্থাৎ ধূমবতে ধূমাবচ্ছেদকতাকত্ব থাকে, অর্থাৎ ধূমত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব থাকে), এবং যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্বও থাকিয়া যায় (কারণ, হেত্বধিকরণ অয়োগোলকে সংযোগসম্বন্ধে ধূমবতের অভাব ধরার জন্য হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাটি সংযোগসম্বন্ধেই হইবে), ইহাতে উভয়াভাব আর হইল না, ধূমের ব্যাপকত্বও সম্ভব হয় না, এবং অসদ্ধেতুস্থলে এইভাবে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অতিব্যাপ্তিও হয় না।

বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাস্থলে এইরূপেই লক্ষণ সমন্বয় হইবে ; 'চৈত্রো ন পচতি' অর্থাৎ 'চৈত্র পাক করে না' এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, চৈত্রেতে পাকানুকূল কৃতির অভাব আছে ; 'চৈত্র পাক করে' বলিতে বুঝায় যে চৈত্রেতে পাকানুকূল কৃতি আছে। তাহা হইলে 'চৈত্র পাক করে না' বলিতে পাকবিশিষ্টকৃত্যভাববান্ চৈত্র' ইহাই বোধ হয়, এবং 'চৈত্র পাক করে' বলিতে 'পাকবিশিষ্টকৃতিমান্ চৈত্র' এইরূপই বোধ হয়। এস্থলে চৈত্রেতে যে পাকবিশিষ্টকৃতির ভাব ও অভাব বোধহয়, সেই বৈশিষ্ট্য অনুকূলত্বসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে ; অনুকূলত্বসম্বন্ধ হইল বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধ ; এইরূপে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে অভাব গ্রহণ সম্ভব হয়। এস্থলে চৈত্রেতে যে অভাব ধরা হইয়াছে সেই অভাবীয় প্রতিযোগী হইল পাকবিশিষ্টকৃতি, এই কৃতিতে আছে তদভাবীয় প্রতিযোগিতা ; এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল এস্থলে 'পাক' ; এই 'পাক'কে অনুকূলত্বসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে বলিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ হইল এস্থলে 'অনুকূলত্ব'। এইরূপে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধত্ব সম্ভব হয় ; এবং সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয়, ও অসদ্ধেতুস্থলে অর্থাৎ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ব্যভিচারী স্থলে সাধ্যবৎসামান্যাভাবীয় (অর্থাৎ সাধ্যবতে যে সামান্যাভাব

বা সাধ্যের যে সামান্যাভাব অর্থাৎ হেত্বধিকরণে যাহা সাধ্যবান্ বা সাধ্যা-ধিকরণ তাহাতে যে সামান্যাভাব অর্থাৎ সাধ্যসামান্যাভাব থাকে তদ-ভাবীয়) প্রতিযোগিতার দ্বারাই উভয়াভাব সম্ভব হয় না বলিয়া অতি-ব্যাপ্তি হয় না। এইভাবে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে সাধ্যতাতে আর কোনো অসুবিধা হয় না। নব্যগণ এইরূপ বলেন।

জাগদীশী—নমু ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলেঽপি উক্তক্রমেণ এব ব্যাপকত্বং নির্বাচ্যম্, অন্যথা দণ্ডিমানিত্যাদৌ দণ্ডিত্বাদিপ্রকারেণ ব্যাপকত্বানুপপত্তেঃ, তথা চ প্রমেয়বান্ ঘটত্বাদিত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বস্যাপ্রসিদ্ধেঃ। ন চ প্রকারিত্বাদৌ তৎপ্রসিদ্ধিঃ; প্রতিযোগিতানিষ্ঠায়া এব অবচ্ছেদ্যতায়াঃ প্রকৃতে নিবেশনীয়ত্বাৎ অন্যথা প্রকারিত্বপ্রতিযোগিত্বসাধারণৈকাবচ্ছেদ্যত্ববিরহেণ ব্যভি-চারিণি অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ অত আহ সমবায়েনেতি।

অনুবাদ ঃ যদি বলা যায়, ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলেও পূর্বোক্তক্রমেই ব্যাপকত্ব বলা উচিত, অন্যথায় 'দণ্ডিমান্' ইত্যাদিতে দণ্ডিত্বাদিপ্রকারের দ্বারা ব্যাপকত্বের অনুপপত্তি হয়; তাহা হইলে (বলা যাইবে) "প্রমেয়বান্ ঘটত্বাৎ" ইত্যাদিতে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়। প্রকারিত্বাদিতে তাহার প্রসিদ্ধি (হয়) বলা যায় না, (কারণ) প্রতি-যোগিতানিষ্ঠ অবচ্ছেদ্যতারই প্রকৃত নিবেশনীয়ত্ব বশতঃ (ঐরূপ বলা যায় না); অন্যথায় (অর্থাৎ ঐরূপ বলিলে) প্রকারিত্বপ্রতিযোগিত্বসাধারণ একাবচ্ছেদ্যত্ব বিরহের দ্বারা ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্ত্যাপত্তি (হয়), সেজন্য বলা হইল 'সমবায়েন' ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা ঃ বিস্তৃত আলোচনার পর ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইল—হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্মাব-চ্ছিন্নত্ব এই উভয়াভাব থাকিলে তৎসম্বন্ধে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব হয়, এবং ব্যাপকত্ববিশিষ্ট বস্তুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। এখন প্রশ্ন হইল ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে এই লক্ষণ প্রযুক্ত হইবে কি না? ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক-স্থলে যদি এই লক্ষণ প্রয়োগ করা না যায়, অর্থাৎ অন্য লক্ষণ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে "দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে

অব্যাপ্তি হয়। সম্বন্ধধর্ম্মিক উভয়াভাবঘটিত যে লক্ষণ, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে প্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণানুযোগিকত্ব এই উভয়াভাব ধরিয়া যে লক্ষণ করা হইয়াছিল সেই লক্ষণ অনুসারে এই স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, সাধ্য 'দণ্ডী' সংযোগসম্বন্ধে থাকে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ। এই সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেত্বধিকরণে বা দণ্ডিসং-যোগাধিকরণে তৎ তৎ দণ্ডীর অভাব ধরিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ তৎ তৎ দণ্ড্যভাবীয় প্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়, এবং হেত্বধিকরণ দণ্ডিসংযোগাধিকরণানু-যোগিকত্বও থাকিয়া যায়; ফলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে আর উভয়া-ভাব গ্রহণ সম্ভব হয় না, এবং সদ্ধেতুস্থলে এইভাবে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, এস্থলে প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ প্রয়োগ করিলে, অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বযদ্ধর্ম্মা-বচ্ছিন্নত্বোভয়াভাব ধরিয়া যে লক্ষণ করা হইয়াছে তাহা প্রয়োগ করিলে আর অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, এস্থলে, হেতুমন্নিষ্ঠ তৎ তৎ দণ্ড্যভাবীয় প্রতি-যোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ যাদৃশসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সামান্যতঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ যাদৃশধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সাধ্যরূপদণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নত্বও থাকে না (সাধ্য ব্যতীত অন্য দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু যাদৃশ অর্থাৎ যে দণ্ডী সাধ্য ধরা হইয়াছে সেই দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না); ইহাতে উভয়াভাব হয়, এবং তৎসম্বন্ধে বা সংযোগসম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের বা দণ্ডিত্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব সম্ভব হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এইরূপে বলা যায় যে, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্য-কস্থলে পূর্ব্বোক্তক্রমে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ সমন্বয় করিয়া ব্যাপকত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু, এইরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ প্রয়োগ করা যায় না; কারণ, "প্রমেয়বান্ ঘটত্বাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ প্রয়োগ করিলে অব্যাপ্তি হয়। প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণে হেতুমন্নিষ্ঠা-ভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়া-ভাব গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু, এস্থলে, অর্থাৎ "প্রমেয়বান্ ঘটত্বাৎ" স্থলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের বা সাধ্যতাবচ্ছেদক-স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি সম্ভব হইলেও যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বের বা সাধ্যতাব-চ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের বা প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয় না, কেননা, প্রমেয়-

ত্বাবচ্ছিন্নত্বের কোথাও প্রসিদ্ধি হয় না ; প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের বা যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্বের এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ "প্রমেয়বান্ ঘটত্বাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তি সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় সম্ভব না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়। এখানে বলা যাইতে পারে যে, 'প্রমেয়' হইল জ্ঞান বা প্রকারী, প্রকারীর প্রকারিত্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয়, সুতরাং প্রমেয় এবং প্রকারী যখন একই পদার্থ, তখন প্রকারিত্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হইলেই প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বেরও প্রসিদ্ধি সম্ভব হয়, এবং সেজন্য অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এরূপও বলা যায় না ; কারণ, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতানিষ্ঠ যে অবচ্ছেদ্যতা বা অবচ্ছিন্নত্ব তাহারই প্রকৃত নিবেশ কর্ত্তব্য, অন্যের নিবেশ নহে ; এস্থলে প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বই প্রকৃত নিবেশ্য, প্রকারিত্বাবচ্ছিন্নত্ব নহে। ইহা অস্বীকার করিলে বা ইহার অন্যথা করিলে ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ, ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক ব্যভিচারী স্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরিলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রকারিতাতে যে অবচ্ছেদ্যত্ব আছে তাহার অভাব থাকিবে। প্রকারিতাতে যে অবচ্ছেদ্যতা আছে সেই অবচ্ছেদ্যতা প্রতিযোগিতাতে নাই, প্রকারিতাতে যে অবচ্ছেদ্যতা এবং প্রতিযোগিতাতে যে অবচ্ছেদ্যতা তাহা ভিন্ন পদার্থ, এক এবং সাধারণ নহে, ফলে এই উভয়ের সাধারণ একাবচ্ছেদ্যত্ব না থাকায় হেতুমন্নিষ্ঠসাধ্যাভাবীয় প্রকারিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাতে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব বা প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না বলিয়া ঐ প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং এইভাবে অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের ফলে অতিব্যাপ্তি হয়।

দীধিতি—সমবায়সম্বন্ধেন মেয়সামান্যাভাবস্য সামান্যাদৌ সত্ত্বান্মেয়ত্বাদেরপ্যভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বং সুলভম্ ;

অনুবাদ : সমবায়সম্বন্ধে মেয়সামান্যাভাব সামান্যাদিতে থাকে বলিয়া মেয়ত্বাদিরও অভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সুলভ (হয়) ;

ব্যাখ্যা : জগদীশগ্রন্থে প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণে "প্রমেয়বান্ ঘটত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছে। এইপ্রকার আশঙ্কার কথা

চিন্তা করিয়াই দীধিতিকার "সমবায়সম্বন্ধেন" ইত্যাদি প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ ব্যাপ্যবৃত্তি প্রমেয়সাধ্যকস্থলে সদ্ধেতুতে অব্যাপ্তির এবং অসদ্ধেতুতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা উক্ত প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণের ক্ষেত্রে করা হইয়াছে। কিন্তু দীধিতিকার বলিতেছেন যে, এইরূপ আপত্তি করা যায় না। প্রমেয় স্বরূপসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থতেই থাকে, কারণ, সমস্ত পদার্থই প্রমেয়ের বিষয়; সেজন্ম প্রমেয়াভাব কোথাও সম্ভব না হওয়ায় প্রমেয়াভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের কোনো প্রতিযোগিতাতে প্রসিদ্ধি হয় না। কিন্তু, স্বরূপসম্বন্ধে প্রমেয় সমস্ত পদার্থতে থাকিলেও সমবায়সম্বন্ধে প্রমেয় সর্ব্বত্র থাকে না; সামান্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে প্রমেয়াভাব সর্ব্বস্বীকৃত, এবং সেই প্রমেয়াভাবের প্রতিযোগী হইল 'প্রমেয়', এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইল 'প্রমেয়ত্ব'। এইরূপে প্রমেয়রূপ প্রতিযোগীতে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ব সম্ভব হয়, এবং পক্ষান্তরে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি হয়। এইভাবে প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের প্রসিদ্ধি সম্ভব হওয়ায় "প্রমেয়বান্ ঘটত্বাৎ" এই ব্যাপ্যবৃত্তি সদ্ধেতুস্থলে আর অব্যাপ্তি হয় না; এবং ব্যাপ্যবৃত্তি ব্যভিচারী স্থলেও অতিব্যাপ্তি হয় না। ব্যভিচারী স্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব গ্রহণ করিয়া সেই সাধ্যাভাবীয় প্রতিযোগিতা প্রকারীতে থাকে বলায় প্রকারিত্ব এবং প্রমেয়ত্ব এই উভয়ের সাধারণ একাবচ্ছেদ্যত্ব অস্বীকার করায় হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে অর্থাৎ প্রকারিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাতে যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বের বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের বা প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্বের অভাব থাকিয়া যায় (কারণ, প্রমেয়ত্ব এবং প্রকারিত্ব এক নহে বলিয়া ধরা হইয়াছে); ফলে উভয়াভাব সম্ভব হওয়ায় অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যায় বলিয়া অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু, প্রমেয়াভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিলে অসদ্ধেতুস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ প্রমেয়াভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব (বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব বা প্রমেয়ত্ব) এই উভয় থাকিয়া যায় বলিয়া উভয়াভাব সম্ভব হয় না, এবং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও আর থাকে না।

জাগদীশী—ননু স্বরূপসম্বন্ধেন গগনাদের্বৃত্তিমত্ত্বেঽপি প্রকৃত-সাধ্যীয়সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে তাদৃশোভয়াভাববিবক্ষয়ৈব সর্ব্ব-সামঞ্জস্যে কৃতং বিবক্ষান্তরেণ? ঘটবান্ মহাকালত্বাদিত্যত্র ঘটীয়তা-দৃশবিশেষণতায়াং পটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহেণ পটাভাবস্যৈব প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যসম্ভবাৎ। কালঃ প্রমেয়বান্ মহাকালত্বা-দিত্যত্র চ কালিকসম্বন্ধেন প্রমেয়সামান্যস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতয়া তত্র প্রতি-যোগিবৈয়ধিকরণ্যস্যৈবানুপাদেয়ত্বেন নির্দোষাদতঃ পূর্ব্বকল্পে দোষান্ত-রমাহ অতএবেতি।

অনুবাদঃ যদি বলা যায়,—স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিমত্ত্ব সত্বেও প্রকৃতসাধ্যীয়সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে তাদৃশোভয়াভাব বিবক্ষার দ্বারাই সর্ব্বসামঞ্জস্য হওয়ায় বিবক্ষান্তর কেন? "ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদি এস্থলে ঘটীয়তাদৃশবিশেষণতাতে পটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব বিরহের দ্বারা পটাভাবেরই প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সম্ভব হয় বলিয়া (বিবক্ষান্তর অপ্র-য়োজনীয়)। এবং "কালঃ প্রমেয়বান্ মহাকালত্বাৎ" ইত্যাদি এস্থলে কালিকসম্বন্ধে প্রমেয়সামান্যের ব্যাপ্যবৃত্তিতাহেতু সেস্থলে প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্যেরই অনুপাদেয়ত্বের দ্বারা নির্দোষ হয় বলিয়া (বিবক্ষান্তর অপ্র-য়োজনীয়),—সেজন্য পূর্ব্বকল্পে 'অতএব' ইত্যাদি দোষান্তর বলা হইল।

ব্যাখ্যাঃ স্বরূপসম্বন্ধে গগনাদির মহাকালে বৃত্তিমত্তা মতে সম্বন্ধধর্ম্মিক উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিযোগিতাধর্মিক উভয়াভাব-ঘটিত লক্ষণ নির্ণয় করা হইল; কারণ, গগন স্বরূপসম্বন্ধে মহাকালে বৃত্তি হইলে সম্বন্ধধর্ম্মিক উভয়াভাবঘটিত লক্ষণের সাহায্যে "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হয় না। কিন্তু প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণের সাহায্যে মহাকালে গগনাদির বৃত্তিমত্তা সত্বেও উক্ত অব্যাপ্তি আর হয় না। কিন্তু, এস্থলে বক্তব্য হইল সম্বন্ধঘটিত লক্ষণটিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিলেই গগনাদির মহাকালে বৃত্তিমত্তা সত্বেও সম্বন্ধঘটিত লক্ষণের সাহায্যেই "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ হয়। সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে তাদৃশোভয়াভাব গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে; ইহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া 'প্রকৃতসাধ্যীয়সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ-

সামান্যে' তাদৃশোভয়াভাব গ্রহণ করিলেই হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষা হইবে, উক্ত অব্যাপ্তিও বারণ হইবে, এবং বিবক্ষান্তরের অর্থাৎ প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণের আর প্রয়োজন হইবে না। আলোচ্য স্থলে অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে প্রকৃত সাধ্য হইল 'ঘট', প্রকৃতসাধ্যীয়-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল ঘটীয়কালিকসম্বন্ধ, অর্থাৎ সামান্যতঃ কালিকসম্বন্ধ নহে; যে কালে 'ঘট' সাধ্য থাকে সেই কালে 'ঘট' তাৎকালিক যে কালিক-সম্বন্ধে থাকে তাহাই হইল প্রকৃতসাধ্যীয় বা ঘটীয়কালিকসম্বন্ধ, এই প্রকার প্রকৃতসাধ্যীয়সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে বা এস্থলে ঘটীয়কালিকসম্বন্ধ-সামান্যে অর্থাৎ ঘটীয়কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধসামান্যে পটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অভাব আছে; কারণ, যে কালে ঘট থাকে ঠিক সেই কালে বা তৎকালাবচ্ছেদে সেই সম্বন্ধে পট থাকে না বা থাকিতে পারে না, অর্থাৎ ঘটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে পট কালে থাকে না, পটীয়কালিক-বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে পট কালে থাকে; তাহা হইলেই পটীয়কালিক-বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধ ঘটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধ হইতে ভিন্ন হয়, এবং ঘটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে কালে বা মহাকালে 'ঘট' থাকে, পট থাকে না, পট মহাকালে পটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে থাকিতে পারে; সুতরাং ঘটীয়কালিকবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধের প্রতিযোগী হইল ঘট, পট নহে। তাহা হইলে প্রকৃত সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে অর্থাৎ ঘটীয়কালিকবিশেষণ-তাবিশেষসম্বন্ধসামান্যে পটপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না, অর্থাৎ পটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্বের বিরহ বা অভাব থাকে, ইহাতেই উক্ত সম্বন্ধসামান্যে উভয়াভাব সম্ভব হয়, এবং পটাভাবই হেতুমন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়। এইরূপ হইলে আলোচ্য স্থলে অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে আর অব্যাপ্তি হয় না, সমস্যার সমাধান সহজেই হয়; সম্বন্ধঘটিত লক্ষণের দ্বারাই ইহা হয়, সুতরাং প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণের বা বিবক্ষা-ন্তরের আর প্রয়োজন হয় না। "কালো প্রমেয়বান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলে অবশ্য বলা যায় যে প্রকৃতসাধ্যীয় বা প্রমেয়সাধ্যীয়কালিকসম্বন্ধ বলিতে সর্ব্বকালই হইবে, কারণ, প্রমেয় সর্ব্বকালেই বা সমগ্র কালেই থাকে, কোনো বিশেষ কালাবচ্ছেদে থাকে না; এবং তাহা হইলে প্রকৃতসাধ্যীয়সাধ্য-তাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে, অর্থাৎ প্রমেয়সাধ্যীয়কালিকসম্বন্ধসামান্যে হেতু-মন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বাভাব সম্ভব হয় না, কেননা, সকল

বস্তুই প্রমেয়ের বিষয় হওয়ায় প্রমেয়সাধ্যীয়কালিকসম্বন্ধে মহাকালে সকল বস্তুই থাকিয়া যায় বলিয়া উক্ত প্রমেয়সাধ্যীয়কালিকসম্বন্ধেতে কোনোপ্রকার প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্বাভাব সম্ভব হয় না; আর, উক্ত প্রমেয়সাধ্যীয়-কালিকসম্বন্ধেতে হেত্বধিকরণমহাকালানুযোগিকত্ব তো থাকেই; ফলে, উভয়াভাব না হওয়ায় প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব সম্ভব হয় না বলিয়া এই সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, এবং এজন্য লক্ষণের অর্থাৎ সম্বন্ধঘটিত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। কিন্তু, এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, "কালো প্রমেয়বান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলটি ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল, ব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যকস্থলে যেহেতু প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের অনুপ্রবেশ অপ্রয়োজনীয়, সেকারণে এই স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব গ্রহণের জন্য সম্বন্ধঘটিত এই লক্ষণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। স্বাভাবিকভাবেই হেত্বধিকরণে বা মহাকালে মহাকালান্যত্ববিশিষ্ট কোনো অভাব চিন্তা করিয়া বা মহাকালান্যত্ব-বিশিষ্টপ্রমেয়াভাব চিন্তা করিয়া তদভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাব-চ্ছেদক হইতে ভিন্ন এই প্রকার স্বাভাবিক পন্থায় লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে, এবং এই স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকিবে না। ইহাতে সম্বন্ধঘটিত লক্ষণটির দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হয়, প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণের আর আবশ্যকতা থাকে না; অর্থাৎ সম্বন্ধঘটিত লক্ষণটিতে 'প্রকৃতসাধ্যীয়-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ' এই অর্থ গ্রহণ করিলেই সকল দিক রক্ষা হয়, প্রতি-যোগিতাঘটিত লক্ষণান্তর অনাবশ্যক হইয়া যায়। এইজন্যই দীধিতিকার "অতএব" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পূর্ব্বকল্পে, অর্থাৎ সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে অন্য প্রকার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে "অতএব" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দীধিতিকার যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তৎসমুদয়, কিন্তু, প্রতি-যোগিতাঘটিত লক্ষণে হয় না; সুতরাং, প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণই গ্রাহ্য, সম্বন্ধঘটিত লক্ষণ সর্ব্বপ্রকার দোষ মুক্ত না হওয়ায় গ্রাহ্য নহে।

দীধিতি—অতএব সমবায়ৈস্যৈকত্বেন দ্রব্যত্বাদিপ্রতিযোগিকত্ব-গুণাত্বনুযোগিকত্বোভয়সত্ত্বেঽপি দ্রব্যং জাতেরিত্যাদৌ বহ্নিমুনো-ভয়বান্ বহ্নেরিত্যাদৌ সংযোগস্য বিষাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববির-

হেতৌ্পি চ নাতিব্যাপ্তিরিত্যপি বদন্তি।

অনুবাদ : অতএব সমবায়ের একত্বের দ্বারা দ্রব্যত্বাদিপ্রতিযোগিকত্ব (এবং) গুণাদ্যনুযোগিকত্ব (এই) উভয় থাকে বলিয়া "দ্রব্যং জাতেঃ" ইত্যাদিতে, এবং "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে সংযোগের দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্ব বিরহ হয় বলিয়াও অতিব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদিও বলা যায়।

ব্যাখ্যা : "অতএব" এই গ্রন্থের দ্বারা দীধিতিকার সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে অন্য প্রকার আরও দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। "দ্রব্যং জাতেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্য হইল 'দ্রব্যত্ব', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়। সমবায়ের একত্ব বশতঃ সমস্ত সমবায়ই এক; অর্থাৎ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে সেই সমবায়, এবং গুণাদিতে জাতি যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে সেই সমবায় একই সমবায়। অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাভাব কাম্য, হেত্বধিকরণ গুণাদিতে দ্রব্যত্বাভাব বা সাধ্যাভাব চিন্তা করিলে এই স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমবায়সম্বন্ধসামান্যে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ দ্রব্যত্বপ্রতিযোগিকত্ব থাকিয়া যায়; এবং সমবায়ের একত্ব বশতঃ উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধসামান্যেতে গুণাদ্যনুযোগিকত্বও থাকিয়া যায়, ইহাতে উভয়াভাব হয় না, অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাব বা সাধ্যাভাব প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অভাব হয় না। এইরূপে অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব না হওয়ায় এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্য হইল 'বহ্নিধূমোভয়', এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল 'সংযোগ'। কিন্তু, সংযোগসম্বন্ধে একটি বস্তু অপর বস্তুতে থাকে, অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধের প্রতিযোগী এক, বা 'সংযোগ' হইল একত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধ; এই সংযোগসম্বন্ধে একাধিক বস্তু অপর বস্তুতে থাকে না, অর্থাৎ 'সংযোগ' দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন বা বহুত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক-সম্বন্ধ নহে। সংযোগের এই দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব না থাকায় এই স্থলটিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে বহ্নিধূমোভয়প্রতিযোগিপ্রতি-যোগিকত্ব গ্রহণ করা সম্ভবই হয় না (অসদ্ধেতুতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব বা বহ্নিধূমোভয়াভাব চিন্তা করিয়া বহ্নিধূমোভয়াভাবীয় প্রতিযোগিপ্রতি-যোগিকত্ব গ্রহণ সম্ভব হয় না), কারণ, বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগি-

ত্বের অর্থাৎ দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যেতে প্রসিদ্ধি হয় না, কেননা, সংযোগের দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের প্রসিদ্ধি হয় না ; এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ সম্বন্ধঘটিত লক্ষণটি দোষদুষ্ট হইয়া পড়ে ; অসদ্ধেতুস্থলে এই দোষ হওয়ায় এস্থলেও সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। সুতরাং, সম্বন্ধঘটিত লক্ষণটি দোষমুক্ত নহে। এবং এই সকল ত্রুটির জন্যই সম্বন্ধঘটিত লক্ষণ বর্জ্জন করিয়া প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ অনুসারে এই স্থলদুইটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। "দ্রব্যং জাতেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেতুমন্নিষ্ঠ সাধ্যাভাবীয় বা দ্রব্যত্বাভাবীয় দ্রব্যত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে, এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব বা সাধ্যতাবচ্ছেদকদ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্নত্বও থাকে, ফলে উক্ত প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব সিদ্ধ না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের বা দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্নের বা দ্রব্যত্বের ব্যাপকত্ব সিদ্ধ হয় না ; এইরূপে "দ্রব্যং জাতেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে 'দ্রব্যত্ব' সাধ্যের ব্যাপকত্ব সিদ্ধ না হইলে আর অতিব্যাপ্তি দোষের সম্ভাবনা থাকে না। সমবায়ের একত্ব স্বীকার করিলেও প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণের দ্বারা এস্থলের অতিব্যাপ্তি দোষ বারণ হয়। "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুস্থলে হেত্বধিকরণ বা বহ্ন্যধিকরণ অয়োগোলকে বহ্নিধূমোভয়াভাব বা সাধ্যাভাব (অয়োগোলকে বহ্নি থাকিলেও ধূম থাকে না, এবং বহ্নিধূমোভয় থাকে না) ধরিয়া উক্ত অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকে, এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে ; ইহাতে উক্ত প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব সিদ্ধ না হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপকত্ব হয় না ; এইরূপে অসদ্ধেতুতে সাধ্যের ব্যাপকত্ব না হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। সংযোগের দ্বিত্বাবচ্ছিপ্রতিযোগিকত্ব বিরহ বা অভাব সত্ত্বেও প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণের সাহায্যে এই স্থলের অতিব্যাপ্তি বারণ হইল। সুতরাং, প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে দোষমুক্ত, এবং এই লক্ষণের দ্বারা প্রকৃত স্থলেও অর্থাৎ "কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাৎ" স্থলেও অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। এইজন্যই সম্বন্ধঘটিত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য। ইহাতে সকল দিক রক্ষা হয়।

জাগদীশী—যদ্যপি সংযোগমাত্রস্যৈব দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-বিরহাৎ বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবমাদায়ৈব নাতিব্যাপ্তিসম্ভাবনা, তথাপি বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ ইত্যাদৌ সংযোগস্য দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিকত্ববিরহেঽপি সমবায়স্যৈকত্বেন দ্রব্যত্বপ্রতিযোগিকত্বগুণানু-যোগিকত্বোভয়সত্ত্বেন দ্রব্যং জাতেরিত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তিরিতি যোজনা; বিরহেঽপি চেতি চকারস্তু প্রামাদিক ইতি প্রাঞ্চঃ। বস্তুতস্তু সংযোগস্য সম্বন্ধমাত্রস্য দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বাপ্রসিদ্ধৌ অপি ইত্যর্থঃ। তথা চ সম্বন্ধমাত্রস্য একপ্রতিযোগিকাপরানুযোগিকসম্বন্ধত্বনিয়মেন বহ্নিধূমো-ভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধস্য অপ্রসিদ্ধ্যা তাদৃশপ্রতিযোগিকত্বস্য লক্ষণাঘটকত্বেঽপি বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেরিত্যাদৌ ন অতিব্যাপ্তিঃ, প্রকারিত্বাদেঃ সম্বন্ধত্বে মানাভাবাদিতি তু প্রাগেব প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ। কেচিত্তু, বহ্নেরিত্যত্র ধূমাদিতি ন অতিব্যাপ্তিরিতি অনন্তরং চ অব্যাপ্তি-র্বেতি পাঠং কল্পয়ন্তো দ্রব্যং জাতেরিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিং বহ্নিধূমো-ভয়বান্ ধূমাদিত্যত্র চ অব্যাপ্তিমেব পূর্ব্বলক্ষণে দোষং সংগময়ন্তি।

অনুবাদ : যদ্যপি সংযোগমাত্রেরই দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহ বশতঃ বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব গ্রহণ করিয়াই অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না, তথাপি "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে সংযোগের দ্বিত্বা-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহ সত্ত্বেও সমবায়ের একত্বের দ্বারা দ্রব্যত্বপ্রতিযোগি-কত্বগুণানুযোগিকত্ব (এই) উভয় থাকাতে "দ্রব্যং জাতেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না, ইত্যাদি যোজনা; "বিরহেঽপি চ" ইত্যাদি 'চ'কার কিন্তু প্রমাদ, ইত্যাদি প্রাচীনেরা (বলেন)। বস্তুতঃপক্ষে, সংযোগসম্বন্ধ-মাত্রের দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধিতেই (এইরূপ হয়), ইহাই অর্থ। সুতরাং সম্বন্ধমাত্রের একপ্রতিযোগিক-অপরানুযোগিক সম্বন্ধত্ব নিয়মের দ্বারা বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ তাদৃশপ্রতি-যোগিকত্বের লক্ষণের অঘটকত্ব সত্ত্বেও "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না; প্রকারিত্বাদির সম্বন্ধত্বের প্রমাণাভাব (হয়), ইত্যাদি, কিন্তু, পূর্ব্বেই আমাদের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ কিন্তু—'বহ্নেঃ' ইত্যাদি এস্থলে 'ধূমাৎ' ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না ইত্যাদি, এবং অনন্তর

"অব্যাপ্তির্বা" ইত্যাদি পাঠ কল্পনা করিয়া "দ্রব্যং জাতেঃ" ইত্যাদিতে অতি-ব্যাপ্তি এবং "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি এস্থলে অব্যাপ্তিই (হয়)—পূর্ব্বলক্ষণে (এই প্রকার) দোষ প্রদর্শন করেন।

ব্যাখ্যা : সামান্যঘটিত লক্ষণের দোষ প্রদর্শনের জন্য যে "বহ্নিধূমো-ভয়বান্ বহ্নেঃ" স্থলটি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা যথাযথ হয় নাই। কারণ, সংযোগসম্বন্ধমাত্রেরই দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকে না বলিয়া উক্ত স্থলে সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হয় বলা হইয়াছে। কিন্তু, সংযোগসম্বন্ধে দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বরূপ দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন এই প্রতিযোগিকত্ব গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল; কিন্তু, এই অপ্রসিদ্ধি হইলে প্রকৃতপক্ষে অতিব্যাপ্তি বারণ হইয়া যায়, কারণ, এই অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধসামান্যে বহ্নিধূমোভয়ত্বা-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন এই প্রতিযোগিকত্বা-ভাবই উক্ত সংযোগসম্বন্ধসামান্যে সিদ্ধ হইয়া যায়, ইহাতে উভয়াভাব সম্ভব হওয়ায় বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাবই প্রতিযোগিব্যধিকরণ অভাব হয়; ইহাতে সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে আর অতি-ব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং, দীধিতিকার "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" স্থলে অতিব্যাপ্তির কথা কেন বলিলেন? এই স্থলে এই অতিব্যাপ্তির প্রয়োগ অসঙ্গতই হইয়াছে। যদিও দীধিতিগ্রন্থের এই অসঙ্গতি এস্থলে লক্ষিত হয়, তথাপি দীধিতিগ্রন্থ সঙ্গতির জন্য অন্যরূপ বলা যায়। দীধিতিগ্রন্থে আছে —"সমবায়স্যৈকত্বেন দ্রব্যত্বাদিপ্রতিযোগিকত্বগুণাদ্যনুযোগিকত্বোভয়সত্ত্বেঽপি দ্রব্যং জাতেরিত্যাদৌ, বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেরিত্যাদৌ সংযোগস্য দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকত্ববিরহেঽপি চ নাতিব্যাপ্তিঃ"—ইহাতে পরিষ্কার হয় যে, এই গ্রন্থের "চ" অর্থাৎ 'এবং' শব্দের দ্বারা "দ্রব্যং জাতেঃ" ও "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" এই স্থল দুইটিকেই যুক্ত করা হইয়াছে; এই স্থলদুইটিতেই সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে, তাহা প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণ অনুসারে বারণ হয়,—এইরূপ অর্থই উক্ত দীধিতিগ্রন্থের দ্বারা স্পষ্ট হয়, এবং ইহাতে ঐরূপ অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কিন্তু, দীধিতিকৃত উক্ত গ্রন্থটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠ করিলে আর ঐ অসঙ্গতি থাকে না; "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নে-

রিত্যাদৌ সংযোগস্ত বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহেঽপি সমবায়স্যৈকত্বেন দ্রব্যত্বপ্রতিযোগিকত্বগুণানুযোগিকত্বোভয়সত্ত্বেন দ্রব্যং জাতেরিত্যাদৌ ন অতিব্যাপ্তিঃ”—গ্রন্থটিকে এইরূপভাবে পাঠ করিলে বা যোজনা করিলে আর কোনো অসঙ্গতি থাকে না। কারণ, এইভাবে দীধিতিগ্রন্থটিকে যোজনা করিলে ইহার অর্থ হইবে—“বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ” ইত্যাদি স্থলে বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহ থাকিলেও, অর্থাৎ উক্ত বিরহ বশতঃ অতিব্যাপ্তি না হইলেও, অন্যস্থলে অর্থাৎ “দ্রব্যং জাতেঃ” এই স্থলে সমবায়ের একত্বের দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে দ্রব্যত্বপ্রতিযোগিকত্ব এবং গুণানুযোগিকত্ব এই উভয় থাকাতে সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হয়, এবং প্রতিযোগিতাঘটিত লক্ষণে ঐ অতিব্যাপ্তি বারণ হয় ; দীধিতিগ্রন্থে “বিরহেঽপি” পদের পর যে “চ” শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা প্রামাদিক ‘চ’কার অর্থাৎ প্রমাদ বা ভুল বশতঃ ঐ ‘চ’কার গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে দীধিতিগ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা হয়,—প্রাচীনেরা এইরূপ বলেন। বস্তুতঃপক্ষে ইহাই প্রকৃত অর্থ, অর্থাৎ “সংযোগের বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ববিরহসত্ত্বেও” কথার অর্থ হইল “সংযোগসম্বন্ধমাত্রেরই বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি সত্ত্বেও”—অর্থাৎ এই অপ্রসিদ্ধি বশতঃ এস্থলে অতিব্যাপ্তি না হওয়া সত্ত্বেও অন্যস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং, সম্বন্ধমাত্রেরই, অর্থাৎ সংযোগ, বা সমবায়, বা অন্য যে কোনো সম্বন্ধ হউক না কেন সমস্ত সম্বন্ধেরই, বা সম্বন্ধমাত্রেরই একপ্রতিযোগিক ও একানুযোগিক বা অপরানুযোগিক সম্বন্ধত্বনিয়মের দ্বারা, অর্থাৎ প্রত্যেক সম্বন্ধের একটি মাত্র প্রতিযোগী থাকে ও একটি মাত্র অনুযোগী থাকে এই নিয়মের দ্বারা “বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ” এই স্থলে ‘বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধে’র বা ‘বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে’র অপ্রসিদ্ধি বশতঃ (‘সম্বন্ধ’ সর্ব্বদাই একপ্রতিযোগিক, বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং এস্থলেও এই অপ্রসিদ্ধি হইবে) তাদৃশপ্রতিযোগিকত্ব অর্থাৎ বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব লক্ষণের ঘটক হয় না, অর্থাৎ ‘বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বাভাব’ লক্ষণের ঘটক হয়, ইহাতে অসদ্ধেতুতে সাধ্যাভাব লক্ষণের ঘটক হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি হয় না। আর, “বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ” স্থলে অতিব্যাপ্তি রক্ষা করিয়া দীধিতিগ্রন্থের সঙ্গতি আনয়ন করার জন্য ‘বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধত্ব’ প্রকারিত্বে প্রসিদ্ধ হইবে বলা যায়

না; অর্থাৎ বহ্নিধূমোভয়ত্বাবচ্ছিন্ন বা দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি হইলেও প্রকারিত্বে প্রসিদ্ধ হয়, সুতরাং উক্ত দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিকসম্বন্ধত্ব নিবেশ করিলেও ক্ষতি কি?—এরূপ বলা যায় না। কারণ, প্রকারিত্বাদির সম্বন্ধত্বের প্রমাণাভাব হয়, ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। দীধিতিগ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষার জন্য কেহ কেহ কিন্তু এস্থলে অন্যরূপ কথা বলেন; ('কেচিত্তু' গ্রন্থের দ্বারা এই সকল নৈয়ায়িকদের কথাই বলা হইয়াছে); তাঁহারা বলেন যে, দীধিতিগ্রন্থে "বহ্নিধূমোভয়বান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদিতে "বহ্নেঃ" স্থলে "ধূমাৎ" হইবে, অর্থাৎ স্থলটি "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ" এইরূপ হইবে। এবং এইরূপ হইলে "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ" স্থলটি সদ্ধেতুস্থল হইয়া যাইবে, ফলে এই স্থলে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না; অনন্তর ঐ স্থলে অতিব্যাপ্তির পরিবর্ত্তে দীধিতিগ্রন্থে "অব্যাপ্তি" শব্দ যোজনা করিতে হইবে, অর্থাৎ "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ ইত্যত্র অব্যাপ্তিঃ"—দীধিতিগ্রন্থের এইরূপ পাঠ চিন্তা করিতে হইবে। তাহা হইলে "দ্রব্যং জাতেঃ" ইত্যাদিতে সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি এবং ঐ লক্ষণে "বহ্নিধূমোভয়বান্ ধূমাৎ" স্থলে সংযোগ-সম্বন্ধের দ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অব্যাপ্তি হয়, এইরূপ পাঠ চিন্তা করিয়া পূর্ব্বলক্ষণে অর্থাৎ সম্বন্ধঘটিত লক্ষণে দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং দীধিতিগ্রন্থের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে।

দীধিতি—প্রতিযোগিত্বাদিশ্চ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষো ন সম্বন্ধত্বেন নিবিষ্টঃ, সামানাধিকরণ্যেঽপি সম্বন্ধঃ সংযোগত্বাদিনৈব নিবিশতে, দর্শিতঞ্চ নিয়মাঘটিতমপি সম্বন্ধত্বম্।

অনুবাদঃ এবং প্রতিযোগিত্বাদি স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ, সম্বন্ধত্বের দ্বারা নিবিষ্ট নহে; সামানাধিকরণ্যেও সংযোগত্বাদির দ্বারাই সম্বন্ধ নিবেশ করা হয়, এবং সম্বন্ধত্বনিয়মাঘটিতই দর্শিত (হইয়াছে)।

ব্যাখ্যাঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণে এবং দীধিতিকৃত পরিবর্ত্তিত লক্ষণে 'প্রতিযোগিত্ব', 'অবচ্ছেদকত্ব' প্রভৃতি যে সকল শব্দ আছে সেগুলি স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ, অন্য কোনো প্রকার সম্বন্ধত্বের দ্বারা সেগুলি বলা হয় নাই।

লক্ষণে 'সামানাধিকরণ্য' শব্দে যে সম্বন্ধের অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধের উল্লেখ আছে তাহাও সংযোগত্বাদি, অর্থাৎ সংযোগত্ব, সমবায়ত্ব ইত্যাদি প্রকার সম্বন্ধত্বের দ্বারাই উল্লিখিত হইয়াছে ; অর্থাৎ সংযোগত্বাদি সম্বন্ধত্ব যে প্রকার বা যেরূপ, সামানাধিকরণ্যও সেই প্রকার বা তদ্রূপ, সমানাধিকরণত্ব সম্বন্ধত্বকেও ঐ একইভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর, সম্বন্ধত্ব, অর্থাৎ সংযোগত্ব, সমবায়ত্ব, সমানাধিকরণত্ব প্রভৃতি প্রকার সম্বন্ধত্ব যে নিয়মাঘটিত তাহাই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ প্রকার সম্বন্ধত্বকে নিয়মাঘটিতরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে, নিয়মঘটিতরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কেননা, উক্ত প্রকার সম্বন্ধত্বগুলিকে নিয়মঘটিতরূপে গ্রহণ করিলে ইহা ব্যাপ্ত্যাশ্রয়ী হওয়ায় আত্মাশ্রয় দোষ ঘটে, সেকারণে ঐ প্রকার সম্বন্ধত্বগুলিকে নিয়মাঘটিতরূপেই ধরা হইয়াছে।

জাগদীশী—নন্থ স্বরূপসম্বন্ধাত্মকপ্রতিযোগিত্বস্য বিশিষ্টধীজনকত্বরূপং সম্বন্ধতাঘটকনিয়মঘটিতত্বাদাত্মাশ্রয়ত্বমত আহ প্রতিযোগিত্বাদিতিরিতি। আদিনা অবচ্ছেদকত্বপরিগ্রহঃ। ন সম্বন্ধত্বেন ইতি প্রতিযোগিতাত্বাদিধর্ম্মান্তরপ্রকারেণ হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়ত্বপ্রকারেণৈব বা তৎ প্রবেশাৎ ইতি ভাবঃ। সংযোগত্বাদিনা এব ইতি। নন্থ প্রতিযোগিতাত্বমপি স্বরূপসম্বন্ধ এবেত্যুক্তদোষতাবদস্থ্যম্। কিং চ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধেন হেতুতাস্থলে তেন সম্বন্ধেন হেতুসম্বন্ধিত্বস্য অবশ্যং প্রবেশ্যমেব ইত্যতঃ সম্বন্ধত্বেন নিবেশেঽপি ন ক্ষতিরিত্যাশয়েন আহ দর্শিতং চেতি। বিশেষ্যবিশেষণত্বান্যবিশিষ্টধীবিষয়ত্বমেব সম্বন্ধত্বমিতি ভাবঃ।

অনুবাদ : যদি বলা যায়, স্বরূপসম্বন্ধাত্মকপ্রতিযোগিত্বের বিশিষ্টধীজনকত্বরূপ (হওয়ায়) সম্বন্ধতাঘটক নিয়মঘটিতত্ব বশতঃ আত্মাশ্রয় (হয়), সেজন্য বলা হইল "প্রতিযোগিত্বাদি" ইত্যাদি। "আদি" (পদের) দ্বারা 'অবচ্ছেদকত্ব' গ্রহণ করা হইয়াছে। "ন সম্বন্ধত্বেন" ইত্যাদি (হইল) প্রতি-

যোগিতাত্বাদিধর্ম্মান্তর প্রকারের দ্বারা অথবা হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়ত্ব প্রকারের দ্বারা তৎ প্রবেশ বশতঃ (‘আত্মাশ্রয়’ দোষ খণ্ডন হয় না), ইহাই ভাব। “সংযোগত্বাদিনা এব” ইত্যাদি। যদি বলা যায়, প্রতিযোগিতাত্বও স্বরূপ-সম্বন্ধই, ইত্যাদি উক্তিতে তদবস্থায় দোষ হয়। এবং (আরও) কি, বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে হেতুতাস্থলে সেই (বৃত্ত্যনিয়ামক) সম্বন্ধে হেতুসম্বন্ধিত্বের অবশ্য প্রবেশ হইবেই ইত্যাদি, সেজন্য সম্বন্ধত্বের দ্বারা নিবেশেও ক্ষতি নাই ইত্যাদি অভিপ্রায়ে বলা হইল “দর্শিতং চ” ইত্যাদি। বিশেষ্যবিশেষণত্বান্য-বিশিষ্টধীবিষয়ত্বই (হইল) সম্বন্ধত্ব, ইহাই ভাব।

ব্যাখ্যা : গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণে এবং দীধিতিকৃত পরিবর্ত্তিত লক্ষণের মধ্যে ‘প্রতিযোগিত্ব’, ‘অবচ্ছেদকত্ব’ প্রভৃতি যে শব্দগুলি আছে সেগুলি অবশ্যই সম্বন্ধাত্মক শব্দ, এবং এই সম্বন্ধাত্মক শব্দগুলির স্বরূপ কি? অর্থাৎ ইহাদের ঘটক কি? কিরূপে ইহারা হয়? ইহারা কি বিশিষ্টধী-জনকত্বরূপ? অর্থাৎ ইহারা কি বিশিষ্টজ্ঞানের জনক? ইহাদের বিশিষ্ট-জ্ঞানের জনকরূপে গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ ইহাদের বিশিষ্টধীজনকত্বরূপ বলিলে ইহারা বিশিষ্টজ্ঞানের সম্বন্ধত্বরূপ বিশিষ্টজ্ঞানের জনক হইয়া পড়ে, ইহাতে জন্য-জনকভাব উপস্থিত হয়। এবং ইহারা বিশিষ্টজ্ঞানের জনক যে হইয়াছে তাহা সম্বন্ধত্বঘটকনিয়মঘটিত; অর্থাৎ সম্বন্ধত্বঘটকনিয়মের দ্বারাই ইহারা জনক হইয়াছে। এই সম্বন্ধতা বা সম্বন্ধত্বনিয়ম হইল ব্যাপ্তি, সুতরাং ব্যাপ্তির প্রসঙ্গে ‘প্রতিযোগিত্বাদি’র ব্যাখ্যায় ব্যাপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। এইজন্যই বলা হইল “প্রতি-যোগিত্বাদি” ইত্যাদি, অর্থাৎ এইরূপ আত্মাশ্রয় দোষ পরিহারের জন্যই দীধিতিকার বলিলেন “প্রতিযোগিত্বাদিশ্চ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষো”—অর্থাৎ ‘প্রতিযোগিত্ব’, ‘অবচ্ছেদকত্ব’ প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধাত্মক হইলেও তাহারা স্বরূপসম্বন্ধাত্মক, অন্য সম্বন্ধাত্মক নহে; অর্থাৎ এই শব্দগুলি স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ; দীধিতিগ্রন্থে “প্রতিযোগিত্বাদি” শব্দে ‘আদি’ পদের দ্বারা ‘অবচ্ছেদকত্ব’ প্রভৃতি শব্দকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহারা এইরূপ স্বরূপসম্বন্ধ হওয়ায় আর সম্বন্ধতাঘটকনিয়মের প্রসঙ্গ আসে না, এবং আত্মাশ্রয় দোষও হয় না। এস্থলে অবশ্য বলা যায় যে, ‘প্রতিযোগিত্ব’ বা ‘প্রতিযোগিতা’ হইল প্রতি-যোগিতাত্বধর্ম্মিক পদার্থ বা হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়ধর্ম্মিক পদার্থ; এরূপ বলিলে প্রশ্ন হইবে উক্ত ‘প্রতিযোগিতাত্ব’ বা ‘হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়ত্ব’ পদার্থটি কি?

তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যার জন্য তাহাকে বিশিষ্টধীজনকত্বরূপ বলিলে আবার আত্মাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়, এই আত্মাশ্রয় দোষ পরিহারের জন্য 'প্রতিযোগিতাত্বত্ব' বা 'হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়ত্বত্ব' পদার্থের ব্যাখ্যায় আবার আত্মাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়, এবং ক্রমান্বয়ে একটি করিয়া 'ত্ব' নিবেশ করার ফলে অনবস্থা দোষের উদ্ভব হয়। সেজন্য সম্বন্ধত্বের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিযোগিতাত্ব-ধর্মান্তর প্রকারের দ্বারা বা হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়ত্ব প্রকারের দ্বারা 'প্রতিযোগিত্বাদি'র ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহাদিগকে স্বরূপসম্বন্ধবিশেষই বলিতে হয়; এইজন্যই দীধিতিকার বলিলেন "ন সম্বন্ধত্বেন নিবিষ্টঃ", অর্থাৎ 'প্রতিযোগিতাত্ব' প্রভৃতি সম্বন্ধত্ব নিবেশের দ্বারা 'প্রতিযোগিত্বাদি'র ব্যাখ্যা করা যায় না। এস্থলে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, 'প্রতিযোগিত্ব'কে 'সম্বন্ধ'-স্বরূপে গ্রহণ না করিলেও তাহাকে স্বরূপসম্বন্ধবিশেষরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই; প্রতিযোগিত্বকে প্রতিযোগিতাত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বলিলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে এই প্রতিযোগিতাত্ব পদার্থটি কি? ইহা কি সম্বন্ধতাঘটকনিয়মঘটিত? তাহা হইলে তো প্রতিযোগিতাত্বতে আত্মাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। আর, প্রতিযোগিতাত্বকে স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ বলিলে প্রতিযোগিতাত্ব পর্য্যন্ত আসিবার প্রয়োজন কি? প্রতিযোগিত্বকেই তো স্বরূপসম্বন্ধে গ্রহণ করিয়া সমাধান হইতে পারে; প্রতিযোগিত্ব ব্যাখ্যার জন্য 'প্রতিযোগিতাত্ব' পদার্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিযোগিতাত্বকে স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করার অযথা আবশ্যকতা নাই। আর, প্রতিযোগিত্বকে সম্বন্ধস্বরূপে গ্রহণ না করিলে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে হেতু-সাধ্য স্থলে উপায় কি? কারণ, বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে হেতুতা স্থলে হেত্বধিকরণে হেতুসম্বন্ধিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য, অর্থাৎ সম্বন্ধত্বের দ্বারাই বৃত্ত্যনিয়ামকস্থলের প্রতিযোগিতাকে গ্রহণ করিতে হয়; সেজন্য সম্বন্ধত্ব নিবেশে ক্ষতি হয় না। অথচ, সম্বন্ধস্বরূপে প্রতিযোগিত্বকে গ্রহণ করিলে আত্মাশ্রয় দোষও হয়। সেইকারণেই দীধিতিকার বলিলেন "দর্শিতঞ্চ, ইতি", অর্থাৎ সম্বন্ধত্ব হইল নিয়মাঘটিত। 'প্রতিযোগিত্ব'কে সম্বন্ধস্বরূপে গ্রহণ করা যাইবে, তাহাতে ক্ষতি হইবে না; কিন্তু সেই সম্বন্ধত্বের অর্থ 'সম্বন্ধতাঘটকনিয়মঘটিত' নহে, তাহা নিয়মাঘটিত; নিয়মাঘটিত হইলেই আর আত্মাশ্রয় দোষ হয় না। সম্বন্ধত্ব নিয়মাঘটিত কিরূপ হইবে?—তাহা "বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্নবিশিষ্টধী-বিষয়ত্ব"রূপ হইবে। অর্থাৎ, বিশেষ্যবিশেষণ ভিন্ন বিশিষ্টজ্ঞানের বিষয়

হইবে, জনক হইবে না। জনক না হইলেই আর ব্যাপ্ত্যাশ্রয়ী হইবে না, অর্থাৎ আত্মাশ্রয় দোষ হইবে না। অর্থাৎ, 'প্রতিযোগিত্ব', 'অবচ্ছেদকত্ব' প্রভৃতিকে সম্বন্ধত্বরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু সেই সম্বন্ধত্ব হইল নিয়মাঘটিত সম্বন্ধ।

দীধিতি—অভাবত্বঞ্চ ইদমিহ নাস্তি ইদমিদং ন ভবতি ইতি প্রতীতিনিয়ামকোভাবাভাবসাধারণঃ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ, অতো নাভাবসাধ্যকব্যভিচারিণি অতিপ্রসঙ্গঃ, তদপি বা নোপাদেয়ং প্রয়োজনবিরহাৎ, বিষয়তাতত্ত্বাদিবৎ প্রতিযোগিত্বাধিকরণত্বতত্ত্ব-সম্বন্ধত্বাদয়োঽপ্যতিরিক্তা এব পদার্থা ইতি একদেশিনঃ।

॥ ইতি শ্রীরঘুনাথশিরোমণিবিরচিতায়াং
দীধিতৌ সিদ্ধান্তলক্ষণম্ ॥

অনুবাদ ঃ এবং 'অভাবত্ব' (হইল) 'ইদম্ ইহ নাস্তি', 'ইদম্ ইদং ন ভবতি' ইত্যাদি প্রতীতিনিয়ামক ভাবাভাবসাধারণ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ; সেজন্য অভাবসাধ্যক ব্যভিচারী স্থলে অতিপ্রসঙ্গ হয় না, অথবা তাহাও (অভাবও) প্রয়োজনবিরহ বশতঃ উপাদেয় নহে; বিষয়তা, তত্ত্বাদিবৎ প্রতিযোগিত্ব, অধিকরণত্ব, তত্ত্ব, সম্বন্ধত্বাদিও অতিরিক্ত পদার্থই, ইত্যাদি একদেশিগণ বলেন।

ব্যাখ্যা ঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎ-সমানাধিকরণাত্যন্তাভাব………" ইত্যাদিতে 'অত্যন্তাভাব' অর্থাৎ 'অভাব' শব্দটি যে আছে তাহা কি? তাহা হইল 'ইদমিহ নাস্তি', 'ইদমিদং ন ভবতি' ইত্যাদি প্রতীতিনিয়ামক স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ; ক্ষেত্রবিশেষে এইপ্রকার প্রতীতিনিয়ামক অভাব ভাবরূপেও থাকিতে পারে, আবার অভাবরূপেও থাকিতে পারে, ইহা ভাবাভাবসাধারণ, এবং এই অভাব সকল সময় স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে অভাবসাধ্যক ব্যভিচারী স্থলে অর্থাৎ অসদ্ধেতুস্থলে আর অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি হয় না। অথবা, প্রয়োজন না থাকায় লক্ষণে অভাব নিবেশ অকর্তব্য; পরিবর্তিত প্রতি-

যোগিতাঘটিত ব্যাপ্তির লক্ষণে 'অভাব' শব্দ নিবেশ করা হয় নাই, কারণ, লক্ষণে 'অভাব' শব্দ নিবেশ না করিলেও চলে।

সমগ্র লক্ষণের মধ্যে 'প্রতিযোগিত্ব', 'অধিকরণত্ব', 'প্রতিযোগিতাত্ব', 'অধিকরণতাত্ব', 'সম্বন্ধত্ব' প্রভৃতি বহু পদার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে; এই প্রকার পদার্থগুলি অতিরিক্ত পদার্থ, ইহাদের অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার আবশ্যকতা নাই। যেরূপ বিষয়তা বা বিষয়তাত্ব প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ, তদ্রূপ 'প্রতিযোগিত্ব', 'অধিকরণত্ব' প্রভৃতি ইহারাও অতিরিক্ত পদার্থ; একদেশিগণ অর্থাৎ নৈয়ায়িকদের মধ্যে কোনো এক সম্প্রদায় এইরূপ বলেন।

॥ শ্রীরঘুনাথ শিরোমণি বিরচিত
দীধিতিগ্রন্থে 'সিদ্ধান্তলক্ষণে'র
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

জাগদীশী—ভাবভিন্নস্বরূপস্যাভাবত্বস্য প্রবেশে ঘটত্বাভাববান্ দ্রব্যত্বাদিত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিরিত্যাহ অভাবত্বং চেতি। ইদমিহেত্যাদি, ইদমিহ নাস্তীতি প্রতীতিসাক্ষিকভাবাভাবসাধারণাভাবত্বপ্রবেশে তাদাত্ম্যেন সাধ্যতায়াং ব্যভিচারিণ্যতিব্যাপ্তিস্তাদৃশপ্রতীতিনিয়ামকাভাবপ্রতিযোগিতায়াস্তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নত্বাভাবেনোভয়াভাবসত্ত্বাৎ অত ইদং ন ভবতীত্যুক্তম্। যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণত্বং হেতুমতস্তাদৃশপ্রতিযোগিতায়া উভয়াভাববিবক্ষয়ৈব সামঞ্জস্যে তদুপাদানমপি ন কর্ত্তব্যমত আহ তদপি বেতি। অভাবত্বমপি বেত্যর্থঃ। অপেরবধারণমর্থঃ। নন্বু ঘটাভাবপ্রতিযোগিত্বমভাবস্বরূপং, ঘটস্বরূপং বা; আদ্যে ঘটোঽভাবপ্রতিযোগীত্যস্য ঘটোঽভাববানিত্যর্থঃ স্যাৎ; দ্বিতীয়ে ঘটবান্ ইত্যাকারঃ স্যাৎ। এবমধিকরণত্বমপি ন সংযোগরূপং, বদরস্যাপি কুণ্ডাধারত্বপ্রসঙ্গাৎ, অত আহ বিষয়তেতি। অতিরিক্তবিষয়তাপক্ষস্য নৈয়ায়িকেনাপি কেনচিৎ স্বীকারাৎ তস্য দৃষ্টান্ততা তত্ত্বাদীতি, বিষয়তাতত্ত্বাদীত্যর্থঃ। আদিনা প্রকারিত্বাদেঃ পরিগ্রহঃ। কেচিত্তু, তত্ত্বং তত্ত্বা ইত্যাদিনা চ ইদং স্বস্যোপগ্রহঃ, তত্ত্বেদন্তয়োঃ পদার্থান্তরত্বং বিনা দুর্বচত্বাৎ তত্রৈব পর্য্য-

বসানাদিত্যাহুঃ। তত্ত্বেতি প্রতিযোগিতাত্বাধিকরণতাত্বেত্যর্থঃ।

॥ ইত্যনুমানখণ্ডে দীধিতিব্যাখ্যান্তর্গতা
সিদ্ধান্তলক্ষণস্য জাগদীশীব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

অনুবাদ : ভাবভিন্নস্বরূপ অভাবত্বের প্রবেশে "ঘটত্বাভাববান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি ইত্যাদি (হয়), সেজন্য বলা হইল "অভাবত্বং চ" ইত্যাদি। 'ইদমিহ' ইত্যাদি, 'ইদমিহ নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতিসাক্ষিক ভাবাভাবসাধারণ (যে অভাবত্ব সেই) অভাবত্ব প্রবেশে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যতাতে ব্যভিচারী স্থলে অতিব্যাপ্তি (হয়), তাদৃশ প্রতীতিনিয়ামক অভাবপ্রতিযোগিতার দ্বারা (এবং) তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নত্ব অভাবের দ্বারা উভয়াভাব থাকে, সেইজন্য 'ইদং ন ভবতি' ইত্যাদি বলা হইল। যাদৃশ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে (থাকিবে) তাদৃশপ্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব বলাতেই সামঞ্জস্য (হয় বলিয়া) তদুপাদানও (অভাবত্বের উপাদানও) কর্ত্তব্য নহে, সেইজন্য 'তদপি বা' ইত্যাদি, বলা হইল। অথবা 'তদপি' শব্দের অর্থ (হইল) 'অভাবত্ব'। 'অপি' শব্দের অর্থ 'অবধারণ'। যদি বলা যায়, 'ঘটাভাবপ্রতিযোগিত্ব' অভাবস্বরূপ, অথবা ঘটস্বরূপ (হইতে পারে), (তাহা হইলে বলা হইবে) প্রথমে 'ঘটাভাবপ্রতিযোগী' ইত্যাদি ইহার 'ঘটোঽভাববান্' ইত্যাদি অর্থ হউক; দ্বিতীয়ে 'ঘটবান্' ইত্যাকার (অর্থ) হউক। এইরূপে 'অধিকরণত্ব'ও 'সংযোগরূপ' নহে, (কারণ, তাহাতে) বদরেরও কুণ্ডাধারত্ব প্রসঙ্গ হয়, সেইজন্য বলা হইল 'বিষয়তা' ইত্যাদি। কোনো কোনো নৈয়ায়িকের দ্বারা অতিরিক্ত বিষয়তাপক্ষ স্বীকার করায় 'দৃষ্টান্ততা' হইল 'তত্ত্বাদি', 'বিষয়-তাতত্ত্বাদি', ইহাই অর্থ। 'আদি' শব্দের দ্বারা 'প্রকারিত্ব' ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। কেহ কেহ কিন্তু 'তত্ত্বং তত্তা' এবং আদিপদের দ্বারা ইদত্বের গ্রহণ, 'তত্ত্ব', ইদত্ব, ইহাদের পদার্থান্তরত্ব বিনা দুর্বচত্ব হয় বলিয়া তাহাতেই (পদার্থান্তরত্বেই) পর্য্যবসান হয়, ইত্যাদি বলেন। 'তত্ত্ব' বলিতে 'প্রতি-যোগিতাত্ব' ও 'অধিকরণতাত্ব'কে বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মূল লক্ষণে যে "……যৎসমানাধিকরণা-ত্যন্তাভাব……" ইত্যাদিতে যে 'অভাব' শব্দ আছে তাহা কি? এই

অভাবত্বের ব্যাখ্যা কিরূপে করা যাইবে? ইহা কি ভাবভিন্নস্বরূপ? অর্থাৎ যাহা ভাব নহে তাহাই কি অভাব? তাহা হইলে "ঘটত্বাভাববান্ দ্রব্যত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে সাধ্য হইল 'ঘটত্বাভাব', অর্থাৎ ইহা একটি অভাবসাধ্যকস্থল। অসদ্ধেতুতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব কাম্য হওয়ায় হেত্বধিকরণ দ্রব্যে সাধ্যাভাব বা ঘটত্বাভাবাভাব ধরা যাক। কিন্তু, এই 'ঘটত্বাভাবাভাব' হইল 'ঘটত্ব'-স্বরূপ, ঘটত্ব হইল ভাবরূপ, ভাবভিন্নরূপ নহে। অভাব যদি ভাবভিন্নস্বরূপ হয় তাহা হইলে এস্থলে 'ঘটত্ব'রূপ অভাব হেত্বধিকরণে ধরা যায় না, কারণ, ঘটত্বরূপ অভাব হইল ভাবরূপ অভাব, ভাবভিন্নস্বরূপ বা ভাবভিন্নরূপ অভাব নহে; ইহাতে হেত্বধিকরণে সাধ্যাভাব ধরা যায় না বলিয়া এই অভাব-সাধ্যক ব্যভিচারী স্থলে বা অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। এইজন্যই দীধিতিকার "অভাবত্বঞ্চ ইদমিহ নাস্তি.........." ইত্যাদি গ্রন্থ উত্থাপন করিলেন। 'অভাবত্ব' হইল 'ইহাতে ইহা নাই' বা 'ইহা ইহা নহে' ইত্যাদিরূপ প্রতীতির নিয়ামক ভাবাভাবসাধারণ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ। এই অভাব ভাবরূপও হইতে পারে, আবার অভাবরূপও হইতে পারে। সুতরাং, ঘটত্বাভাবাভাবের অভাব যে ঘটত্ব তাহা ভাবরূপ হইলেও তাহা অভাবই; অভাবকে ভাবভিন্নস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে হইবে না। এইরূপ হইলে আর উক্ত স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না; কেননা, ভাবরূপ হইলেও 'ঘটত্ব' এস্থলে অভাব পদবাচ্য হওয়ায় হেত্বধিকরণে উক্ত ঘটত্বরূপ অভাব বা সাধ্যা-ভাব ধরা যাইবে এবং তাহা হইলে অসদ্ধেতুতে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। দীধিতিগ্রন্থে "ইদমিহ নাস্তি" হইল অত্যন্তাভাবসূচক, এবং "ইদমিদং ন ভবতি" হইল অন্যোন্যাভাবসূচক, এইরূপ অভিপ্রায়েই এইপ্রকার গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে; এবং মূল লক্ষণে যে 'অভাব' শব্দ আছে তাহা এইরূপ প্রতীতিরই নিয়ামক।

পুনরায়, অত্যন্তাভাবঘটিত অভাবই যে শুধু ভাবাভাবসাধারণ তাহাই নহে, অন্যোন্যাভাবঘটিত অভাবও ভাবাভাবসাধারণ; অর্থাৎ অন্যোন্যা-ভাবঘটিত অভাবকেও প্রয়োজন অনুসারে ভাবরূপ বা অভাবরূপ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে। তাহা না হইলে, অর্থাৎ শুধুমাত্র অত্যন্তাভাবঘটিত অভাবকে ভাবাভাবসাধারণরূপে গ্রহণ করিলে, এবং অন্যোন্যাভাবঘটিত অভাবকে ভাবাভাবসাধারণরূপে গ্রহণ না করিলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্যক-

ব্যভিচারি স্থলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। "অয়ং ঘটঃ দ্রব্যত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুস্থলে বা ব্যভিচারী স্থলে 'ঘট' সাধ্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আছে। অন্যোন্যাভাবকে ভাবাভাবসাধারণ না বলিলে এস্থলে হেত্বধিকরণে অর্থাৎ 'দ্রব্যে' 'ঘটো নাস্তি' এই অভাবই (অত্যন্তাভাবই) ধরিতে হয়, 'ঘটো ন' অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবঘটিত অভাব ধরিতে পারা যায় না। হেত্বধিকরণে 'ঘটো নাস্তি' এই অভাব ধরিলে হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব থাকে, কিন্তু যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ('ঘট' সাধ্য এস্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধরা হইয়াছে বলিয়া তৎসম্বন্ধ হইল এস্থলে তাদাত্ম্য) থাকে না, কেননা, অত্যন্তাভাব কখনও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক হয় না, ফলে, হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব (যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্বযৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব) সম্ভব হওয়ায় এই ব্যভিচারী স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যায়, এবং অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, অন্যোন্যাভাবকে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবরূপে গ্রহণ করিলে সেই অন্যোন্যাভাবকেও ভাবাভাবসাধারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে এই স্থলে হেত্বধিকরণ দ্রব্যে ঘটান্যোন্যাভাব ধরা যাইবে, এবং তাহাতে এই ঘটান্যোন্যাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে অর্থাৎ হেতুমন্নিষ্ঠ এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিয়া যায়, এবং যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বও অর্থাৎ তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বও (হেত্বধিকরণে অন্যোন্যাভাব ধরায় এস্থলে যৎসম্বন্ধ হইবে তাদাত্ম্য) থাকিয়া যায়, ফলে হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে আর যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্বযৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব ধরা সম্ভব না হওয়ায় এই অসদ্ধেতুস্থলে বা ব্যভিচারী স্থলে আর লক্ষণ সমন্বয় করা গেল না, ফলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকিল না। সেইজন্যই দীধিতিকার 'ইদমিদং ন ভবতি' ইত্যাদি কথার দ্বারা অত্যন্তাভাবের ন্যায় অন্যোন্যাভাবকেও যে ভাবাভাবসাধারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বলিলেন।

বস্তুতঃপক্ষে, বিস্তৃত আলোচনার পর দেখা গেল যে ব্যাপ্তির মূল লক্ষণে ঐরূপ 'অভাব' শব্দ নিবেশ না করিলেও চলে, অর্থাৎ ঐরূপ 'অভাব' শব্দ লক্ষণে অনুপাদেয়; অর্থাৎ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত ব্যাপ্তির মূল লক্ষণে যে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব........." ইত্যাদিতে যে 'অভাব' শব্দ আছে তাহা অপ্রয়োজনীয়; ব্যাপ্তির লক্ষণে ঐ 'অভাব'

শব্দের নিবেশ ব্যতীতই লক্ষণ করা সম্ভব। যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই প্রতিযোগিতাতে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব-যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব ধরিয়া লক্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। লক্ষণে 'অভাব' শব্দ নিবেশ না করিয়া দীধিতিকার এইরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ করিয়াছেন; এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই কারণেই দীধিতিকার বলিলেন "তদপি বা নোপাদেয়ং প্রয়োজনবিরহাৎ"; অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকায় লক্ষণে 'অভাবত্ব' নিবেশ অনুপাদেয়। দীধিতি-গ্রন্থে 'তদপি' শব্দের অর্থ হইল 'অভাবত্বমপি'; এস্থলে 'অপি' শব্দ অবধারণ অর্থে অর্থাৎ নিশ্চিত অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে; অর্থাৎ নিশ্চিতভাবেই ব্যাপ্তির লক্ষণে এই অভাবত্বের নিবেশ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া অনুপাদেয়, এই অভাবত্বের নিবেশ ব্যতীতই ব্যাপ্তির লক্ষণ করা সম্ভব।

আরও, অভাবীয় প্রতিযোগিতাটি অভাবস্বরূপ হইবে, না, প্রতি-যোগিস্বরূপ হইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, অভাবীয় প্রতি-যোগিতা অভাবস্বরূপও হইতে পারে, আবার প্রতিযোগিস্বরূপও হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা ঘটা-ভাবস্বরূপও (অর্থাৎ অভাবস্বরূপও) হইতে পারে, আবার ঘটস্বরূপও (অর্থাৎ প্রতিযোগিস্বরূপও) হইতে পারে। প্রথমটির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঘটা-ভাবীয় প্রতিযোগিতা ঘটাভাবস্বরূপ হইলে অর্থাৎ 'ঘটোঽভাব' এইরূপ প্রতিযোগী ধরিলে 'ঘটোঽভাববান্' এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে, এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিস্বরূপ হইলে অর্থাৎ 'ঘট' এইরূপ প্রতিযোগী ধরিলে 'ঘটবান্' এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে। এইজন্য কোনো কোনো নৈয়ায়িক, অর্থাৎ একদেশী সম্প্রদায়গণ 'প্রতিযোগিত্ব', 'অধিকরণত্ব' প্রভৃতি পদার্থগুলিকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন; তাঁহাদের মতে 'অধিকরণত্ব' সংযোগরূপ বা সংযোগস্বরূপ নহে। কারণ, অধিকরণত্বকে সংযোগস্বরূপ বলিলে বদরে কুণ্ডাধারত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। বদর (কুল জাতীয় ফল) কুণ্ডে (আধার বিশেষ) থাকে, সুতরাং কুণ্ডই হইল বদরের আধার; কিন্তু কুণ্ডে বা অধিকরণে বদর সংযোগসম্বন্ধে থাকায় বদরকেও কুণ্ডের আধার বা অধিকরণ বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ বদরে কুণ্ডাধারত্ব থাকিয়া যাইতে পারে। এবং ইহাতে কুণ্ড বদরের আধার, না, বদর কুণ্ডের আধার এইরূপ কূট তর্কের সম্মুখীন হইতে

হয়। কিন্তু 'অধিকরণত্ব'কে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে আর এইরূপ সমস্তার সৃষ্টি হয় না। কারণ, তখন স্বাভাবিকভাবে কুণ্ডে বদর থাকে বলিয়া 'অধিকরণত্ব' এই অতিরিক্ত পদার্থটি কুণ্ডেতেই থাকিবে, বদরে থাকিবে না। এইজন্তই দীধিতিকার বলিলেন "বিষয়তাতত্ত্বাদিবৎ" ইত্যাদি। দীধিতিগ্রন্থে "বিষয়তাতত্ত্বাদিবৎ" ইত্যাদিতে 'তত্ত্বাদি' কথার মধ্যে যে 'আদি' পদ আছে তাহার দ্বারা প্রকারিত্বকে গ্রহণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ 'বিষয়ত্ব', 'প্রকারিত্ব' প্রভৃতি যেরূপ অতিরিক্ত পদার্থ, সেইরূপ 'প্রতিযোগিত্ব', 'অধিকরণত্ব', 'সম্বন্ধত্ব' প্রভৃতিও অতিরিক্ত পদার্থ। একদেশিগণের এইপ্রকার পদার্থের অতিরিক্ততা স্বীকারের দৃষ্টান্তের জন্তই 'তত্ত্বাদি' অর্থাৎ "বিষয়তাতত্ত্বাদিবৎ" ইত্যাদি গ্রন্থ উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এস্থলে 'তত্ত্ব' বলিতে 'তত্তা' এবং আদিপদের দ্বারা ইদন্তার গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ বলেন, এইভাবে ইহাদিগকে পদার্থান্তর বা অতিরিক্ত পদার্থরূপেই চিন্তা করিতে হইবে, তাহা না হইলে দুর্বচত্ব হইবে, অর্থাৎ ইহাদের ব্যাখ্যা করা যাইবে না। 'তত্ত্ব' হইল 'প্রতিযোগিতাত্ব' ও 'অধিকরণতাত্ব'। ইহারা অতিরিক্তি পদার্থ। অনেক নৈয়ায়িক এইরূপই বলিয়া থাকেন।

॥ অনুমানখণ্ডে দীধিতিব্যাখ্যান্তর্গত 'সিদ্ধান্তলক্ষণে'র
জাগদীশী টীকার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট

জাগদীশী—বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ ধূমাদিনিষ্ঠতত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যস্য বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নানিরূপিতত্বাদাহ তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেনেতি।

অনুবাদ : "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে ধূমাদিনিষ্ঠ তৎ তৎ (বহ্নি) ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্যের বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন নিরূপিতত্ব হয় না বলিয়া 'তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন' ইত্যাদি বলা হইল।

ব্যাখ্যা : "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির অভাব ধরিতে পারা যায় বলিয়া হেতুমন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক উভয়েই বহ্নিত্ব হওয়ায় যে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা জগদীশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থে সাধ্যতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধরিয়া বারণ করিলেন। কিন্তু, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে ধূম হেতুতে সাধ্য বহ্নির যে সামানাধিকরণ্য থাকিবে তাহা তৎ তৎ বহ্নি-নিরূপিত সামানাধিকরণ্য, নিখিল বহ্নি-নিরূপিত সামানাধিকরণ্য নহে। কারণ, পর্ব্বতীয় ধূমে পর্ব্বতীয় বহ্নিরই সামানাধিকরণ্য থাকিবে, গোষ্ঠীয় চত্বরীয় প্রভৃতি বহ্নির সামানাধিকরণ্য থাকিবে না। অনুরূপভাবে, গোষ্ঠীয় চত্বরীয় প্রভৃতি ধূমেও তৎ তৎ বহ্নিরই সামানাধিকরণ্য মাত্র থাকিবে। অতএব কোনো ধূমব্যক্তিতেই বহ্নিসামান্য-নিরূপিত সামানাধিকরণ্য থাকিবে না। তাহা হইলে ধূমসামান্যে বহ্নিসামান্যনিরূপিত সামানাধিকরণ্য সম্ভব হইবে কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন যে, এই কারণেই দীধিতিকার 'তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন' বলিলেন। এই কথার দ্বারাই বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে কোনো একটি বহ্নির সামানাধিকরণ্য যে কোনো একটি ধূমে থাকিলেই ধূমসামান্যে বহ্নিসামান্যনিরূপিত সামানাধিকরণ্য থাকিয়া যাইবে। উক্ত দীধিতি বাক্যের দ্বারা ইহাই সূচিত হইল।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯	অনুমিতিহেতুব্যাপ্তি	অনুমিতিহেতুব্যাপ্তি-
১	১০	"সিদ্ধান্ত	"সিদ্ধান্ত-
২	২১	উপরন্ত	উপরন্ত
২	২১	অব্যন্তা ভাব	অত্যন্তাভাব
৩	৬	প্রতিযোগ্যসমানাধি-	প্রতিযোগ্যসমানাধি-
৩	১০	প্রতিযোগ্যসমানাধিং	প্রতিযোগ্যসমানাধি-
৩	১১	(হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবিশিষ্ট)	(হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্ট)
৩	১১	সমাধিকরণে	সমানাধিকরণে
৩	২২	হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট-	হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট
৫	৩	—প্রতিবোগিতানবচ্ছেদকো	—প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো
৬	৫	অন্ত্য	অন্য
৭	৩	কথায়	কথার
৭	২২	প্রতিবোগিতা	প্রতিযোগিতা
৮	৭	ধূমাদিত্যাদাবব্যাপ্তিঃ।	ধূমাদিত্যাদাবব্যাপ্তিঃ,
১১	২১	মহানসীয়ত্ব ধর্ম্ম,	মহানসীয়ত্ব ধর্ম্ম
১৩	২৩	'প্রেমেয়ত্ব'	'প্রমেয়ত্ব'
১৪	৫	"...ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা"	"...ধর্ম্মান-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা"
১৪	৯	যোগিতাবচ্ছেদকতার	যোগিতাবচ্ছেদকতার
১৪	১৮	বিশিষ্ট সমানাধি...	বিশিষ্টসমানাধি...
১৪	১৮	পর্য্যাপ্তধিকরণ	পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ
১৪	২০	তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন	তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্না
১৫	৪	প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা	প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা
১৯	৮	ধূমসামান্তে	ধূমসামান্য
২০	২৩	'দণ্ড'	'দণ্ডী',
২০	২৭	'তন্ত'	'তন্তু'
২২	৪	...করণাভাব	...করণাভাব-

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	৫	প্রতিযোগিতাচ্ছেদকত্বং	প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বং
২২	১৩	'...জাতিমায়াস্তি'	'...জাতিমায়াস্তি'
২২	১৬	'পটসমবেতত্বাবিশিষ্ট...'	'পটসমবেতত্ববিশিষ্ট...'
২৩	১৩	এতএব	অতএব
২৩	১৮	উভয়েতেই	উভয়েই
২৪	১১	প্রতিযোগিত।	প্রতিযোগিতা
২৫	১৩	হইরে,	হইবে,
২৫	২৫	খাকে	থাকে
২৭	১৮	এস্থলে	এস্থলে
২৯	৮	"...জাতিমায়াস্তি"	"...জাতিমায়াস্তি"
২৯	২১	'পটসমবেতবিশিষ্টতা'	'পটসমবেতত্ববিশিষ্টতা'
২৯	২২	প্রতিযোগিতাব	প্রতিযোগিতাব-
৩০	১	বচ্ছেদক তদিতরো...'	বচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-তদিতরো
৩০	৯	সাধ্যতাবচ্ছেদকের	সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের
৩০	১৫	দণ্ডত্ব তদিতরো...	দণ্ডত্বতদিতরো...
৩০	২৮	অবচ্ছেদ	অবচ্ছেদ-
৩১	২৫	...তদিতরোভয়ানব	...তদিতরোভয়ানব-
৩৫	১৫	...ঘটকসম্বন্ধে	...ঘটকসম্বন্ধ
৩৬	১	তত্তাবিনির্ম্ত্তত্ত্ব...	তত্তাবিনির্মুক্তত্ব...
৩৬	৩	যুক্তং	যুক্তং
৩৬	৭	অব্যাপ্তি	অব্যাপ্তিঃ
৩৬	৮	নিরবচ্ছিন্নবচ্ছেদক...	নিরবচ্ছিন্নাবচ্ছেদক...
৩৬	২৫	...জাত্যাশ্রয়সম্বন্ধে	...জাত্যাশ্রয়ত্বসম্বন্ধে
৩৭	২২	অবচ্ছেদকত্বেব	অবচ্ছেদকত্বের
৩৯	৩০	বরণের	বারণের
৪২	১৮	বচ্ছিন্ন	বচ্ছিন্ন
৪৩	১৪	দণ্ডত্ব্যাদিকম্	দণ্ডত্বাদিকম্
৪৪	৭	সেই সেই	সেই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬	১৪	সমানাধিকরণ্যং"	সামানাধিকরণ্যং"
৪৬	২২	সমানাধিকরণ্যং"	সামানাধিকরণ্যং"
৪৮	২৮	ভদ্দারা	তদ্দারা
৪৯	২৪	···মিতের্দণ্ডপ্রকারকত্বং	···মিতের্দণ্ডত্বপ্রকারকত্বং
৫৪	২৪	আলাপ	অপলাপ
৫৪	২৫	আলাপ	অপলাপ
৫৭	৬	গঙ্গেশোপাধ্যাযের	গঙ্গেশোপাধ্যায়ের
৫৯	২১	'গুনকর্ম্মান্তত্বে	'গুণকর্ম্মান্যত্বে
৫৯	২২	বৈশিষ্টাবচ্ছিন্ন	বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্ন
৬০	১৯	ধূমবান্ গোষ্ঠঃ' ;	'ধূমবান্ গোষ্ঠঃ'
৬৩	১	গোষ্ট	গোষ্ঠ
৬৫	৪	'বহ্নিষ্ঠ'	'বহ্নিষ্ঠ'
৬৫	১৯	অধিককরণতা···	অধিকরণতা···
৬৫	২১	যেস্থলে	যেস্থলে
৬৯	২০	যে	যে
৭০	১১	যে	যে
৭০	২৭	সামানাধিকরণ্যর	সামানাধিকরণ্যের
৭২	১২	ঘহ্ন্যনুমিতির	বহ্ন্যনুমিতির
৭৫	১৮	···ন্তবদবৈষ্ব	···ন্তবদবৈষ্যেব
৭৬	২৯	প্রযুক্ত	প্রযুক্ত
৭৯	১	'সামাধিকরণ্য···	'সামানাধিকরণ্য···
৮০	৯	পূর্ব্বাক্ষ	পূর্ব্বপক্ষ
৮০	১৩	যেস্থলে	যেস্থলে
৮০	২০	পার্ব্বতীয়	পর্ব্বতীয়
৮০	২৫	মূল্কার	মূলকার
৮১	১৭	'এতদরূপ'	'এতদ্রূপ'
৮১	১৮	'এতদরূপ'	'এতদ্রূপ'
৮২	১৭	প্রযোগ	প্রয়োগ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮২	১৯	কপিসংযোগীএতদ্বৃক্ষ···	কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষ···
৮২	২১	কপিসংযোগীএতদ্বৃক্ষ···	কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষ···
৮৩	১	„	„
৮৩	২	„	„
৮৩	১১	কলে	ফলে
৮৪	৪	সংযোগসামান্যা···	সংযোগসামান্যা···
৮৪	১৯	পক্ষধরিয়া	পক্ষ ধরিয়া
৮৫	১৩	কথায়	কথার
৮৬	৪	'প্রতিযোগিব্যাধিকরণ'	'প্রতিযোগিব্যধিকরণ'
৮৬	১০	করণের	বারণের
৮৬	১৭	সংযোগি	সংযোগী
৮৭	২	সংযোগি	সংযোগী
৮৭	৪	"প্রতিযোগাধিকরণ"	"প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ"
৮৭	৪	সংযোগি	সংযোগী
৮৮	২৪	সংযোগ···	সংযোগ···
৯২	২৪	যেরূপ	যেরূপ
৯৪	২৬	হইলে	হইল
৯৫	৫	ব্যাপ্তের্যাবৎ	ব্যাপ্তের্যাবৎ
৯৫	১৩	কোনো নৈয়ায়িক	কোনো কোনো নৈয়ায়িক
৯৫	১৪	"···সংযোগি	"···সংযোগী
৯৬	৩০	বাচক্	বাচক
৯৭	২৬	···চ্ছিন্নাবাব···	···চ্ছিন্নাভাব···
৯৮	২	পক্ষাধর-	পক্ষধর-
৯৮	৫	সার্ব্যকত্বং	সার্বকত্বং
৯৮	২৮	হ্ইল	হইল
১০০	২২	সামানাধিকরণ	সমানাধিকরণ
১০১	২২	···যবদ···	···যাবদ···
১০২	৮	যায়	যায়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০২	১০	যাইবে	যাইবে
১০২	১৬	যে	যে
১০২	১৭	যে	যে
১০২	২৬	যে	যে
১০৩	২০	যাইবে	যাইবে
১০৩	২১	যে	যে
১০৪	১৮	ইতাাদি	ইত্যাদি
১০৪	২৫	যায়	যায়
১০৫	১০	যদ্ধর্ম্ম···	যদ্ধর্ম্ম···
১০৬	১১	যে	যে
১০৬	২০	যাইতে	যাইতে
১০৭	১২	যায়	যায়
১০৮	২	লাত্তবাদিতি	লাঘবাদিতি
১০৮	১৫	বৃক্ষাত্বা···	বৃক্ষত্বা···
১০৮	২৩	বৃক্ষতা···	বৃক্ষত্বা···
১০৯	৬	যায়	যায়
১০৯	২১	ব্যাপ্তিবৃত্তি	ব্যাপ্যবৃত্তি
১০৯	২৪	সাধনাব্যপকত্ব	সাধনাব্যাপকত্ব·
১১০	১৬	যায়	যায়
১১০	২৪	যাববিশেষা···	যাবদ্বিশেষা·
১১০	২৭	"যো যদীয়"	"যো যদীয়"
১১১	২৮	যায়	যায়
১১২	২	যাইবে	যাইবে
১১২	৯	যৎ	যৎ
১১৫	৫	যে	যে
১১৫	৫	যে	যে
১১৫	৬	যে	যে
১১৫	৭	যথা	যথা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৫	৮	যে	যে
১১৫	২৩	যায়	যায়
১১৬	২৮	যে	যে
১১৮	৯	বৃক্ষাত্বা···	বৃক্ষত্বা···
১১৯	৯	যে	যে
১১৯	১২	প্রতিযোগীর	প্রতিযোগীর
১১৯	২২	যায়	যায়
১২০	১	ব্যপ্তি	ব্যাপ্তি
১২০	৫	যায়	যায়
১২০	১২	অথাস্তু···	অথাস্তু···
১২১	২৮	যদি	যদি
১২২	১২	সংযোগ···	সংযোগ···
১২২	১৩	অপ্রযোজকত্ব	অপ্রযোজকত্ব
১২২	২৭	ব্যাভিচারী	ব্যভিচারী
১২৩	৬	যদিও	যদিও
১২৩	২২	সংযোগ···	সংযোগ···
১২৪	২৬	সংযোগ···	সংযোগ···
১২৪	২৭	সংযোগ-	সংযোগ-
১২৫	২১	যদি	যদি
১২৬	২	অপ্রযোজকত্ব	অপ্রযোজকত্ব
১২৬	৫	সংযোগ···	সংযোগ···
১২৭	১৪	যাইতে	যাইতে
১২৮	১৬	ব্যপ্তির	ব্যাপ্তির
১২৮	২৪	"কোচিত্তু"···	"কেচিত্তু"···
১২৯	৪	···সান্যাভাব	···সামান্যাভাব
১৪০	১	অভাবত্বস্ত	অভাববত্বস্ত
১৫৬	২৪	অব্যাপ্যাত্তি	অব্যাপ্যবৃত্তি
১৫৭	২৩	স্থলেই	স্থলই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৯	১০	সংযোসম্বন্ধে	সংযোগসম্বন্ধে
১৬০	২০	মূর্ত্তই	মূর্ত্তত্ব
১৬১	১৪	সাধাভাব	সাধ্যাভাব
১৬৯	১২	ব্যর্থতাপক্তির	ব্যর্থতাপত্তির
১৭৪	১৭	অতিব্যপ্তি	অতিব্যাপ্তি
১৭৬	১৮	কর্ত্তৃ'ক	কর্ত্তৃক
১৭৮	২৩	গবাত্যন্তভাব	গবাত্যন্তাভাব
১৮১	৫	দ্ব্যম্নুক	দ্ব্যণুক
১৯৯	১৫	তদ্দযটবান্	তদ্দঘটবান্
২২২	১৭	ধর্ম্মীয়	ধর্ম্মীর
২৩৪	১৭	"জাতিমান ভাবত্বাৎ"	"জাতিমান্ ভাবত্বাৎ"
২৭৩	১	স্ব প্রতিযোগী	স্বপ্রতিযোগী
২৭৯	২৪	সাধ্যতাববচ্ছেদক···	সাধ্যতাবচ্ছেদক···
২৯৫	১৪	সম্ভব	সম্ভব
২৯৫	২১	···তাঘটসম্বন্ধে	···তাঘটকসম্বন্ধে
৩০৬	৩	সম্বন্ধঃ	সম্বন্ধঃ
৩২৫	১৪	তদাত্ম্যসম্বন্ধে	তাদাত্ম্যসম্বন্ধে
৩২৭	৭	···বচ্ছিন্না	···বচ্ছিন্না-
৩৫৬	১	সম্ভব	সম্ভব
৩৬৫	২৫	প্রয়েমত্ব	প্রমেয়ত্ব
৩৬৬	৫	সাধ্যবানকালের	সাধ্যবান্ কালের
৩৭১	১৩	ধরিধা	ধরিয়া
৩৮৮	৩	সমস্ত	সমস্ত
৩৯৩	১৩	বিশিষ্টসত্তাত্বান্ছিন্ন	বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন
৪০২	৩০	গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্ট-সত্তাবান্ "জাতেঃ"	"গুণকর্ম্মান্তত্ববিশিষ্ট-সত্তাবান্ জাতেঃ"
৪০৩	২৮	অশঙ্কা	আশঙ্কা
৪০৭	১	সংবোগ	সংযোগ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪০৭	১১	সামানাধিকরণই	সামানাধিকরণ্যাই
৪০৮	২৭	দ্রব্যবন্তিন্নত্বম্-	দ্রব্যবন্তিন্নত্বম্
৪১১	২৫	অভাবাপ্তেঃ	অভাবাপ্তঃ
৪১৪	৬	হেতুমন্নিষ্টাভাব),	হেতুমন্নিষ্ঠাভাব),
৪১৪	৬	হেতুমন্নিষ্টা-	হেতুমন্নিষ্ঠা-
৪২৪	১৬	যে	যে
৪২৫	২৫	…সংযোগসম্বন্ধ	…সংযোগসম্বন্ধ
৪২৭	৭	সম্প্রতি,	সম্প্রতি,
৪২৮	১	অনুযোগি-	অনুযোগি—
৪২৮	৯	অয়োগোকান্ত…	অয়োগোলকান্ত…
৪৫১	১৪	নিরুক্তপ্রতিযো-	নিরুক্তপ্রতিযো-
৪৭৪	২১	…বচ্ছেদকাতকত্ব	…বচ্ছেদকতাকত্ব

'সিদ্ধান্তলক্ষণ' গ্রন্থটি নব্যন্যায়ের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। নব্যন্যায়ের সূত্রকার গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের অনুমান চিন্তামণিতে বিভিন্ন আচার্যকৃত ব্যাপ্তির বিভিন্ন লক্ষণের উল্লেখপূর্বক ঐ লক্ষণগুলি যে দোষযুক্ত তাহা প্রমাণ করিয়া ব্যাপ্তির প্রকৃত লক্ষণরূপে "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ" ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ করিলেন। গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত ব্যাপ্তির এই লক্ষণটিই 'সিদ্ধান্তলক্ষণ' নামে প্রসিদ্ধ। রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রমুখ বিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ উক্ত সিদ্ধান্তলক্ষণের তাৎপর্য প্রকাশার্থ বহু টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতি টীকার সুখবোধার্থ জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রমুখ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থে সিদ্ধান্তলক্ষণের উপর রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতি টীকা এবং দীধিতি টীকার উপর জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীশৈলজাপতি মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্তলক্ষণের দীধিতি এবং জাগদীশী টীকার বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা বিশদভাবে এই গ্রন্থে করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রী মুখোপাধ্যায় স্বনামধন্য নৈয়ায়িক নর্ম্মদাকুমার তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট দীর্ঘদিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার 'ব্যাপ্তিপঞ্চক' গ্রন্থ ইতিমধ্যেই পাঠনগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এবং ছাত্রছাত্রীগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন এবং এই গ্রন্থ বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজের বহুদিনের অভিলাষ চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

চল্লিশ টাকা